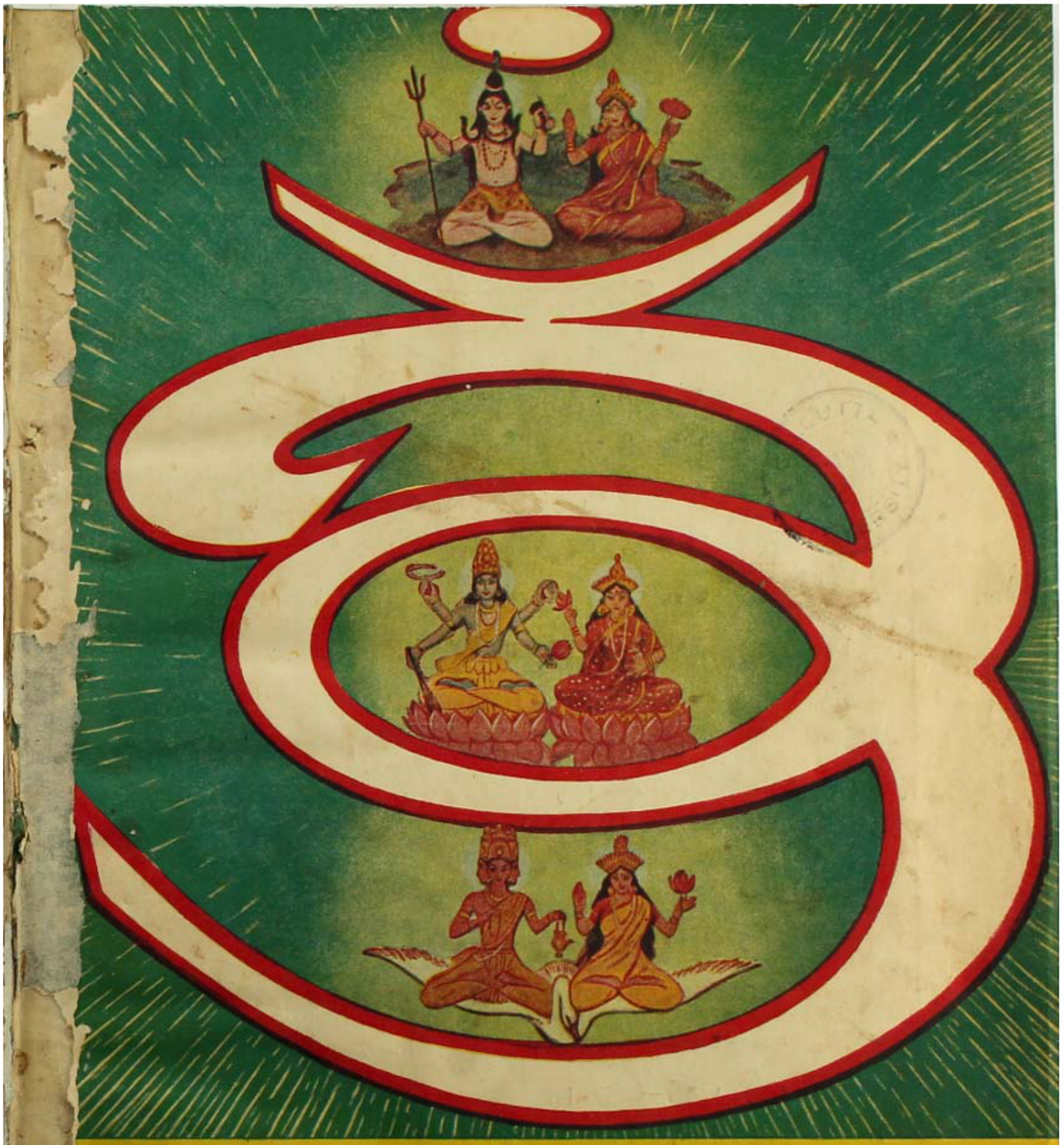

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ভজনানন্দ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
মধুময়ি মা, প্রেমময়ি মা, প্রেমরূপা মা।
গুরো, প্রাণারাম প্রাণময় পবিত্রতম গুরো।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি আসি, আমার আসার অন্যতম কারণ লীলা ; লীলাদেহ আমার সচ্চিদানন্দময়—তা পঞ্চভূতাত্মক নরদেহ লীলাতনু ধরে এসে যা লীলা করি—সেই লীলাচিন্তাই ভবসাগরতরণের উপায়। আমি সব। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ ওঠে, তেমনি আমাতে এ জগৎ তরঙ্গ খেলা করে। একমাত্র আমিই আছি,—পরে থাকবো।

[অষ্টমবর্ষ, পৌষ মাস, ১৩৭৬] [সপ্তম সংখ্যা—পুণ্যাভিষেক যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মুখ্য-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অরক্ষক সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

মুদ্রক-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ, ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই পৌষ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কূপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

'আর্য্যশাস্ত্র'

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১।	প্রকাশনস্থান—	৭।২, পি, ভব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫
২।	প্রকাশনের কালক্রম—	মাসিক
৩।	মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৭।২, পি, ভব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫
৪।	প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	৭।২, পি, ভব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫
৫।	মুখ্য সম্পাদকের নাম—	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তকালীপদতর্কাচার্য্য
	জাতি—	ভারতীয়
	ঠিকানা—	শান্তিনগর, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
		শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যকাব্যতীর্থ
		ভারতীয়
		ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
৬।	স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার অধিকসংখ্যক অংশের মালিকগণ।	—শ্রীসত্যধর্মপ্রচার সঙ্ঘ (ভারত সম্প্রদায়) ৭।২, পি, ভব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
প্রকাশক
১।৩।৭০

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

যাঃ কাশ্চন ময়া লোকে স্বর্গ্যাঃ পরমসম্পদঃ।
জন্মপ্রভৃতি তাঃ সর্বাঃ স্থিতাস্তাত ধনঞ্জয়ে ॥১৯

দমো দানং বলং বুদ্ধির্ধৃতিস্তেজ উত্তমম্।
এতাস্তপি মহাসত্ত্বে স্থিতাস্তস্মিংস্তথা তপি ॥২০

ন মোহাৎ কুরুতে জিষ্ণুঃ কর্ম পাণ্ডব গর্হিতম্।
ন পার্থস্য মৃষোক্তানি কথয়ন্তি নরা ন্যূন ॥২১

স দেব-পিতৃ-গন্ধর্বৈঃ কুরূণাং কীর্তিবর্ধনঃ।
সম্মানিতঃ কুরুশ্রেষ্ঠস্ত্রাপি শক্রসদ্মনি ভারত ॥২২

যোঽসৌ সর্বান্ মহীপালান্ ধর্মেণ বশমানয়ৎ।
স শান্তনুর্মহাতেজাঃ পিতৃস্তব পিতামহঃ ॥২৩

শ্রীয়তে পার্থ পার্থেন দিবি গাণ্ডীবধন্বনা।
সম্যক্ চাসৌ মহাবীর্যঃ কুলধুর্যেণ পার্থিবঃ ॥২৪

পিতৄন্ দেবানৃষীন্ বিপ্রান্ পূজয়িত্বা মহাতপাঃ।
সপ্তমুখ্যান্ মহামেধানাহরদ্ যমুনাং প্রতি ॥২৫

অধিরাজঃ স রাজংস্ত্বাং শান্তনুঃ প্রপিতামহঃ।
স্বর্গজিদ্ভ্রুবলোকস্থঃ কুশলং পরিপৃচ্ছতি ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ধনদেন প্রভাষিতম্।
পাণ্ডবাশ্চ তদন্তেন বভূবুঃ সম্প্রহর্ষিতাঃ ॥২৭

ততঃ শক্তিং গদাং খড়্গং ধনুশ্চ ভরতর্ষভঃ।
প্রাঞ্জলিং কৃত্বা নমশ্চক্রে কুবেরায় বৃকোদরঃ ॥২৮

ততোঽব্রবীদ্ ধনাধ্যক্ষঃ শরণ্যঃ শরণাগতম্।
মানয়া ভব শত্রূণাং সুহৃদাং নন্দিবর্ধনঃ ॥২৯

হে বৎস! যাহা কিছু স্বর্গীয় পরম সম্পদ্ আছে, তাহা সবই জন্ম হইতেই ধনঞ্জয়ে বিদ্যমান আছে।১৯

দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), দান, বল, প্রতিভা, ধৈর্য্য ও উত্তম তেজ—এ সবই অমিততেজা মহোৎসাহী অর্জুনে বর্তমান।২০

হে পাণ্ডব! মোহবশতঃ অর্জুন কখনও গর্হিত কর্ম্ম করে না এবং অর্জুন মিথ্যা কথা বলিয়াছে—ইহা মনুষ্যসমাজে কেহ বলে না।২১

হে ভারত! কুরুবংশের কীর্তিবর্ধন সেই অর্জুন দেব, পিতৃপুরুষ ও গন্ধর্বগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়া ইন্দ্রপুরীতে অস্ত্রশিক্ষা করিতেছে।২২

পার্থ! যিনি সকল রাজাকে ধর্মানুসারে নিজ বশে আনিয়াছিলেন, তোমার পিতার পিতামহ সেই মহাতেজা, মহাপরাক্রমী, সদাচারপরায়ণ, মহারাজ শান্তনু স্বর্গে গাণ্ডীবধারী কুরুকুলধুরীণ অর্জুনের চরিত্র দর্শনে তাঁহার উপর খুবই সন্তুষ্ট আছেন।২৩-২৪

মহাতপস্বী শান্তনু পিতৃপুরুষ, দেবতা, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া যমুনাতীরে সাতটি মুখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। রাজন্! তোমার প্রপিতামহ সম্রাট্ শান্তনু স্বর্গলোক জয় করিয়া সেইখানেই বাস করিতেছেন। তিনি ইন্দ্রলোক হইতে তোমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।২৫-২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধনেশ্বরের এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম তখন নিজ শক্তি, গদা, ধনু, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রসকল অবনমিত করিয়া কুবেরকে নমস্কার করিলেন।২৭-২৮

অনন্তর শরণপ্রদাতা ধনেশ্বর শরণাগত ভীমসেনকে বলিলেন,—তুমি শত্রুগণের মানহরণকারী এবং সুহৃদ্গণের আনন্দবর্দ্ধনকারী হও।২৯

যেষু বেশ্মসু রম্যেষু বসতাভিত্রতাপনাঃ
কামান্ন পরিহাস্যন্তি যক্ষা যে গুরবস্তথা ॥৩০

শীঘ্রমেব গুড়াকেশঃ কৃতাস্ত্রঃ পুনরেষ্যতি।
সাক্ষাদ্ধনপতা সৃষ্টঃ সম্প্রাপ্স্যতি ধনঞ্জয়ঃ ॥৩১

এবমুক্তস্তকর্মাণমনুশিষ্য যুধিষ্ঠিরম্।
যযৌ গিরিবরশ্রেষ্ঠং প্রথমো গুহ্যকাধিপঃ ॥৩২

তং পরিষ্টোমসংকীর্ণৈর্নানারত্নবিভূষিতৈঃ।
যানৈরনুযযুর্যক্ষা রাক্ষসাশ্চ সহস্রশঃ ॥৩৩

শাকুনানিব নির্ঘোষঃ কুবেরসদনং প্রতি।
বভূব পরমাশ্চর্যো বৈরাবতপথে যথা ॥৩৪

হে শত্রুতাপন ভরতবংশাবতংসবৃন্দ! তোমরা তোমাদের রমণীয় আশ্রমে সুখে বাস কর। কোন যক্ষ তোমাদের অভীষ্টলাভে বাধা সৃষ্টি করিবে না ।৩০

সমস্ত দৈবাস্ত্র শিক্ষা করত শীঘ্রই স্বয়ং ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিদ্রাবিজয়ী ধনঞ্জয় তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে ।৩১

উত্তমকর্মকারী যুধিষ্ঠিরকে এই সকল উপদেশ দান করত গুহ্যকগণের অধীশ্বর কুবের গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে চলিয়া গেলেন ।৩২

নানাপ্রকার রত্নে বিভূষিত নিজ নিজ যানে আরোহণ করত সহস্র সহস্র যক্ষ ও রাক্ষসগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন ।৩৩

যেমন ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর রাজপথে ঐরাবতের সহিত অন্যান্য যানবাহনের কোলাহলধ্বনি সমুত্থিত হয়, তেমনই কুবের ভবনের দিকে গমনশীল শ্রেষ্ঠ অশ্বগণের পক্ষীর ন্যায় নির্ঘোষ শুনা যাইতে লাগিল ।৩৪

ধনেশ্বরের অশ্বসমূহ সহসাই আকাশে উৎপতিত হইয়া যেন মেঘসমূহকে আকর্ষণ ও বায়ুকে পান করিতে করিতে চলিতে লাগিল ।৩৫

তারপর ধনাধিপতির আদেশে যক্ষগণ মৃত যক্ষ ও রাক্ষসগণের শরীরসমূহ পর্ব্বতশিখর হইতে অপসারণ করিল ।৩৬

বুদ্ধিমান্ অগস্ত্যমুনি যক্ষগণের জন্য শাপের ঐ কালই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন; যাহার ফলে ভীমসেনের হাতে মরিয়া তাহাদের শাপান্ত হইল (এবং ভীমসেনেরও কীর্ত্তি বৃদ্ধি পাইল)। মহাত্মা পাণ্ডবগণ উদ্বেগশূন্য হইয়া আর্ষ্টিষেণের সেই আশ্রমে যক্ষ ও রাক্ষসগণের দ্বারা পূজিত হইয়া সুখে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ।৩৭-৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি যক্ষযুদ্ধপর্বণি কুবেরবাক্যে দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।১৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে কুবেরবাক্যবিষয়ক দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৬২

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যৌম্যেন যুধিষ্ঠিরায় মেরুপর্ব্বতস্য তচ্ছিখরস্থিতানাং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রভৃতীনাং স্থানসমূহানাং প্রদর্শনম্, সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্গতি-প্রভাববর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সূর্য্যোদয়ে যৌম্যঃ কৃত্বাহ্নিকমরিন্দম।
আর্ষ্টিষেণেন সহিতঃ পাণ্ডবানভ্যবর্ত্তত ॥১

তেঽভিবাদ্যার্ষ্টিষেণস্য পাদৌ যৌম্যস্য চৈব হ।
ততঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে ব্রাহ্মণাংস্তানপূজয়ন্ ॥২

ততো যুধিষ্ঠিরং যৌম্যো গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
প্রাচীং দিশমভিপ্রেক্ষ্য মহর্ষিরিদমব্রবীৎ ॥৩

অসৌ সাগরপর্য্যন্তাং ভূমিমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
শৈলরাজো মহারাজ মন্দরোঽস্তি বিরাজতে ॥৪

ইন্দ্র-বৈশ্রবণাবেতাং দিশং পাণ্ডব রক্ষতঃ।
পর্ব্বতৈশ্চ বনান্তৈশ্চ কাননৈশ্চৈব শোভিতাম্ ॥৫

এতদাহুর্মহেন্দ্রস্য রাজ্ঞো বৈশ্রবণস্য চ।
ঋষয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞাঃ সদা তাত মনীষিণঃ ॥৬

অভশ্চোদয়মাদিত্যমুপতিষ্ঠন্তি বৈ প্রজাঃ।
ঋষয়শ্চাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥৭

যমস্তু রাজা ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্বপ্রাণভৃতাং প্রভুঃ।
প্রেতসত্ত্বগতিং হ্যেনাং দক্ষিণামাশ্রিতো দিশম্ ॥৮

এতৎ সংযমনং পুণ্যমতীবাদ্ভুতদর্শনম্।
প্রেতরাজস্য ভবনমুদ্যা পরমা যুতম্ ॥৯

যং প্রাপ্য পবিতা রাজন্ সংযমেন প্রতিষ্ঠিতি।
অন্তং পর্ব্বতরাজানমেতমাহুর্মনীষিণঃ ॥১০

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[যৌম্য কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে মেরুপর্ব্বত এবং তাহার শিখরস্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির স্থানসমূহ প্রদর্শন ও সূর্য্য-চন্দ্রের গতি এবং প্রভাব বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে শত্রুদমন। তারপর সূর্য্যোদয় হইলে যৌম্যমুনি নিজ আহ্নিকক্রিয়া সমাপন করিয়া আর্ষ্টিষেণের সহিত পাণ্ডবগণের নিকট গেলেন।১

তাঁহারা যৌম্য ও আর্ষ্টিষেণের পাদবন্দনা করত করযোড়ে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন।২

তারপর মহর্ষি যৌম্য যুধিষ্ঠিরের ডান হাত ধরিয়া পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন।৩

মহারাজ। ঐ দেখ সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিকে আচ্ছাদিত করিয়া পর্ব্বতরাজ মন্দরপর্ব্বত বিরাজমান।৪

পাণ্ডুনন্দন। পর্ব্বত, বনের প্রান্তপ্রদেশ ও বনসমূহে পরিশোভিত এই পূর্ব্বদিক্ কুবের ও ইন্দ্র রক্ষা করেন।৫

তাত। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ মনীষী ঋষিগণ এই দিক্‌কে দেবরাজ মহেন্দ্র ও কুবেরের নিবাসস্থান বলেন।৬

এইজন্য সমস্ত মনুষ্য, ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি, সিদ্ধ ও সাধ্য দেবতাগণ সকলেই পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া উদীয়মান সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন।৭

সকল প্রাণীর প্রভু ধর্ম্মজ্ঞ রাজা যম মৃতব্যক্তিগণের গন্তব্য দক্ষিণদিক্‌কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন।৮

প্রেতরাজ যমের এই নিবাসস্থান অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী, পরম পবিত্র ও দেখিতে অদ্ভুত সুন্দর। ইহার নাম সংযমনী পুরী।৯

রাজন্। যে পর্ব্বতরাজকে প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যদেব সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই পর্ব্বতরাজকে মনীষিগণ

এতং পর্বতরাজানং সমুদ্রঞ্চ মহোদধিম্।
আবসন্ বরুণো রাজা ভূতানি পরিরক্ষতি ॥১১

উদীচ্যাং দীপরত্নেষু দিশং তিষ্ঠতি বীর্যবান্।
মহামেরুর্মহাভাগ শিবো ব্রহ্মবিদাং গতিঃ ॥১২

যস্মিন্ ব্রহ্মসদশ্চৈব ভূতাত্মা চাবতিষ্ঠতে।
প্রজাপতিঃ স্বয়ং সর্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগদাগমম্ ॥১৩

যানাহুর্ব্রহ্মণঃ পুত্রান্ মানসান্ দক্ষসম্ভবান্।
তেষামপি মহাশৈলঃ শিবং স্থানমনাময়ম্ ॥১৪

অত্রৈব প্রতিতিষ্ঠন্তি পুনরেবোদয়ন্তি চ।
সপ্ত দেবর্ষয়স্তাত বশিষ্ঠপ্রমুখাঃ সদা ॥১৫

অস্তাচলে বলিয়া থাকেন। সেই গিরিরাজ অস্তাচল ও অগাধ জলরাশিতে পূর্ণ সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রাজা বরুণ সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করেন।১০-১১

হে মহাভাগ! উত্তরদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া যে মঙ্গলময় শক্তিশালী মহামেরু নামক পর্বতরাজ বিরাজ করিতেছেন, ঐ স্থানে ব্রহ্মবিদ্‌গণই যাইতে সমর্থ হন।১২

এই পর্বতের উপর ব্রহ্মার সভা আছে, যেখানে সকল প্রাণীর আত্মা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সর্ব্ববিধ প্রাণীর সৃষ্টি করত অবস্থান করেন।১৩

যাঁহাদিগকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয় এবং যাঁহাদের মধ্যে দক্ষের স্থান সপ্তম, সেই সমস্ত প্রজাপতিরই নিবাসস্থান—এই রোগ-শোকশূন্য সুখদ মহামেরু।১৪

তাত! বশিষ্ঠপ্রমুখ সপ্তর্ষিগণ এই প্রজাপতি হইতেই উৎপন্ন হন এবং ইঁহাতেই পুনরায় প্রলীন হন।১৫

দেশং বিরজসং পশ্য মেরোঃ শিখরমুত্তমম্।
যত্রাত্মভূতৈর্দেবৈঃ সহ পিতামহঃ ॥১৬

যমাহুঃ সর্বভূতানাং প্রকৃতেঃ প্রকৃতিং ধ্রুবম্।
অনাদিনিধনং দেবং প্রভুং নারায়ণং পরম্ ॥১৭

ব্রহ্মণঃ সদনাৎ তস্য পরং স্থানং প্রকাশতে।
দেবা অপি ন পশ্যন্তি সর্বতেজোময়ং শুভম্ ॥১৮

অত্যর্কানলদীপ্তং তৎ স্থানং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
স্বয়ৈব প্রভয়া রাজন্ দুষ্প্রেক্ষ্যং দেব-দানবৈঃ ॥১৯
প্রাচ্যাং নারায়ণস্থানং মেরাবতিবিরাজতে।
যত্র ভূতেশ্বরস্তাত সর্বপ্রকৃতিরাত্মভূঃ ।২০

তাপয়ন্ সর্বভূতানি সুস্থিরাতিবিরাজতে।
নাত্র ব্রহ্মর্ষয়স্তাত কুত এব মহর্ষয়ঃ ।২১

হে যুধিষ্ঠির! যে স্থানে আত্মতৃপ্ত দেবগণের সহিত পিতামহ ব্রহ্মা বাস করেন, মেরুপর্ব্বতের রজোগুণশূন্য সেই উত্তম শিখর দর্শন কর।১৬

যিনি সকল প্রাণীর পঞ্চভূতময়ী প্রকৃতিরও অক্ষয় উপাদান, যাঁহাকে জ্ঞানী পুরুষগণ অনাদিনিধন, দেব ও জ্যেষ্ঠ পুরুষ প্রভু নারায়ণ বলেন, তাঁহার সেই উত্তমস্থান ব্রহ্মসভারও উপরে প্রকাশিত রহিয়াছেন। অতীব তেজোময় মঙ্গলপ্রদ সেই ভগবান্‌কে দেবতারাও দর্শন করিতে পারেন না। রাজন্! পরমাত্মা বিষ্ণুর সেই স্থান সূর্য্য ও অগ্নিরও দীপ্তিকে অতিক্রম করিয়া নিজ প্রভায় দেদীপ্যমান আছেন। দেব ও দানবগণের পক্ষে উহা দুষ্প্রেক্ষ্য।১৭-১৯

হে বৎস! মেরুপর্ব্বতের পূর্ব্বদিকের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে সকল জগতের কারণ সমস্ত জীবের প্রভু স্বয়ম্ভু নারায়ণ নিজ উৎকৃষ্ট তেজে সকল প্রাণীকে প্রকাশিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তাত! সেখানে ব্রহ্মর্ষিগণেরও গতি নাই, মহর্ষিগণ তো দূরের

প্রাপ্নুবন্তি গতিং হ্যেতাং যতীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
ন তং জ্যোতীংষি সর্বাণি প্রাপ্য ভাসন্তি পাণ্ডব ॥২২

স্বয়ং প্রভুরচিন্ত্যাত্মা তত্র হ্যুতিবিরাজতে।
যত্নবন্তত্র গচ্ছন্তি ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্ ॥২৩

পরেণ তপসা যুক্তা ভাবিতাঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ।
যোগসিদ্ধা মহাত্মানস্তমোমোহবিবর্জিতাঃ ॥২৪

তত্র গত্বা পুনর্নেহং লোকমায়ান্তি ভারত।
স্বয়ম্ভুবং মহাত্মানং দেবদেবং সনাতনম্ ॥২৫

স্থানমেতন্মহাভাগ ধ্রুবমক্ষয়মব্যয়ম্।
ঈশ্বরস্য সদা হ্যেতৎ প্রণমাত্র যুধিষ্ঠির ॥২৬

এষ স্বয়ম্ভুবো মেরুঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধ্রুবম্।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য কুরুতঃ কুরুনন্দন ॥২৭

জ্যোতীংষি চাপ্যশেষেণ সর্বাণ্যেব সর্বতঃ।
পরিযান্তি মহারাজ গিরিরাজং প্রদক্ষিণম্ ॥২৮

এতং জ্যোতীংষি সর্বাণি প্রকর্ষন্ ভগবানপি।
কুরুতে বিতমস্কর্মা আদিত্যোঽভিপ্রদক্ষিণম্ ॥২৯

অস্তং প্রাপ্য ততঃ সন্ধ্যামতিক্রম্য দিবাকরঃ।
উদীচীং ভজতে কাষ্ঠাং দিশমেষ বিভাবসুঃ ॥৩০

স মেরুমনুবৃত্তঃ সন্ পুনর্গচ্ছতি পাণ্ডব।
প্রাঙ্মুখঃ সবিতা দেবঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৩১

স মাসান্ বিভজন্ কালে বহুধা পর্বসন্ধিষু।
তথৈব ভগবান্ সোমো নক্ষত্রৈঃ সহ গচ্ছতি ॥৩২

এবমেতং অতিক্রম্য মহামেরুমতন্দ্রিতঃ।
ভাবয়ন্ সর্বভূতানি পুনর্গচ্ছতি মন্দরম্ ॥৩৩

কথা। ভাবিতাত্মা যতিগণ (সন্ন্যাসিগণই) সেখানে যাইতে পারেন। পাণ্ডুনন্দন। সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ উহার নিকট গেলে নিষ্প্রভ হইয়া যায়—পূর্ব্ববৎ আর প্রকাশিত হইতে পারে না।২০-২২

অচিন্ত্যপ্রভাব স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুই সেখানে বিরাজ করেন এবং যত্নশীল পুরুষগণই ভক্তির বলে নারায়ণ হরিকে প্রাপ্ত হন।২৩

ভারত। উত্তম তপস্যা ও শুভ কর্ম্মের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া যোগসিদ্ধ মহাত্মগণ অজ্ঞান ও মোহমুক্ত হইয়া সেই লোক প্রাপ্ত হন এবং পুনরায় এই লোকে জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহারা স্বয়ম্ভু দেবদেব সনাতন পরমাত্মাতে লীন হইয়া যান।২৪-২৫

হে মহাভাগ। পরমেশ্বরের এই স্থান ধ্রুব (নিত্য), অক্ষয় (অবিনাশী) ও অব্যয় (অবিকারী)। যুধিষ্ঠির। তুমি এই স্থানের উদ্দেশে প্রণাম কর।২৬

কুরুনন্দন। এই নিশ্চল মেরুপর্ব্বতকে সূর্য্য ও চন্দ্র প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করেন। নিষ্পাপ মহারাজ! সমস্ত নক্ষত্রগণও এই গিরিরাজ মেরুকে সর্ব্বতোভাবে প্রদক্ষিণ করে।২৭-২৮

অন্ধকারকে নিবারণ করা যাঁহার কর্ম, সেই ভগবান্ আদিত্যও সমস্ত জ্যোতিষ্কগণকে আকর্ষণ করিতে করিতে এই মেরুকে প্রদক্ষিণ করেন।২৯

তারপর অস্তাচল প্রাপ্ত হইয়া সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে দিবাকর ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় উত্তর দিকে যান। হে পাণ্ডুনন্দন। এইরূপে মেরুপর্ব্বতকে অনুসরণ করিয়াই সর্ব্বপ্রাণীর হিতে নিযুক্ত সূর্য্যদেব পুনরায় পূর্ব্বমুখ হইয়া গমন করেন।৩০-৩১

এইরূপ ভগবান্ চন্দ্রও নক্ষত্রগণের সহিত মেরু-পর্ব্বতকে পরিক্রমা করেন এবং পর্ব্বসন্ধিসমূহে (অমাবস্যা-প্রতিপৎ ও পূর্ণিমা-প্রতিপৎসমূহে) বিভিন্ন মাসের বিভাগ করেন।৩২

এইরূপে অনলসভাবে মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া সমস্ত প্রাণীকে পোষণ করিতে করিতে ভগবান্ ভাস্কর পুনরায় মন্দরাচলে চলিয়া যান।৩৩

তথা তমিস্রহা দেবো মযূখৈর্ভাবয়ন্ জগৎ।
মার্গমেত্তমনস্থায়মাদিত্যঃ পরিবর্ত্ততে ॥৩৪

বিসৃজন্ শিশিরাপ্যেব দক্ষিণাং ভজতে দিশম্।
ততঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কালোঽভ্যর্চ্ছতি শৈশিরঃ ॥৩৫

স্থাবরাণাঞ্চ ভূতানাং জঙ্গমানাঞ্চ তেজসা।
তেজাংসি সমুপাদত্তে নিবৃত্তঃ স বিভাবসুঃ ॥৩৬

ততঃ স্বেদক্লমৌ তন্দ্রী গ্লানিশ্চ ভজতে নরান্।
প্রাণিভিঃ সততং স্বপ্নো স্থলীকৃত্য নিষেব্যতে ॥৩৭

এবমেতন্নিমেষেণ মার্গমাবৃত্য ভানুমান্।
পুনঃ সৃজতি বর্ষাণি ভগবান্ ভাবয়ন্ প্রজাঃ ॥৩৮

এইভাবে অন্ধকারনাশী সূর্য্যদেব রশ্মিসমূহের দ্বারা সমস্ত জগতের পোষণ করিয়া এই বাধাশূন্য পথে সর্ব্বদা পরিক্রমা করিয়া থাকেন ।৩৪

এইরূপে শীতকাল সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে সরিয়া যান, তাহার ফলে সকল প্রাণীর উপর শীতের প্রভাব বৃদ্ধি হয় ।৩৫

দক্ষিণায়ন হইতে নিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ শীতকালের পর আদিত্যদেব নিজ রশ্মির দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম সকল বস্তুর তেজ অংশ হরণ করিতে থাকেন ।৩৬

তাহার ফলে গ্রীষ্মকালে মানুষের স্বেদ, ক্লান্তি, তন্দ্রা ও গ্লানি উপস্থিত হয়, সেইজন্য বার বার তাহারা নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ।৩৭

এইরূপে অনিমিষে কালের জন্য অন্তরিক্ষে পরিভ্রমণমার্গ অবলম্বন করত ভগবান্ আদিত্যদেব বর্ষাকালে (৮ মাসের সংগৃহীত জল) পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষণ করেন। ইহাতে শস্য উৎপন্ন হইয়া তাঁহার কৃপায় সমস্ত প্রাণীকে বাঁচাইয়া রাখেন ।৩৮

বৃষ্টিমারুতসন্তাপৈঃ সুখৈঃ স্থাবর-জঙ্গমান্।
বর্দ্ধয়ন্ সুমহাতেজাঃ পুনঃ প্রতিনিবর্ত্ততে ।৩৯

এবমেষ চরন্ পার্থ কালচক্রমতন্দ্রিতঃ।
প্রকর্ষন্ সর্বভূতানি সবিতা পরিবর্ত্ততে ॥৪০

সন্ততা গতিরেষস্য নৈষ তিষ্ঠতি পাণ্ডব।
আদানমেব তু ভূতানাং তেজো বিসৃজতে পুনঃ ॥৪১

বিভজন্ সর্বভূতানামায়ুঃ কর্ম্ম চ ভারত।
অহোরাত্রং কলাঃ কাষ্ঠাঃ সৃজত্যেষ সদা বিভুঃ ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি যক্ষযুদ্ধপর্ব্বণি মেরুদর্শনে ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৩

প্রাণিগণের সুখকর বৃষ্টি, মারুত ও সন্তাপের দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জীবসমূহকে আপ্যায়িত করিয়া মহাতেজস্বী সূর্য্যদেব পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন ।৩৯

হে পার্থ! এইভাবে ভগবান্ সূর্য্য সাবধান হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর তেজ আকর্ষণ ও পরে বর্ষণ করত প্রাণিগণের পোষণ করিয়া থাকেন এবং এইরূপ পরিভ্রমণের দ্বারা বৎসরাদি কালচক্রের সঞ্চালন করেন ।৪০

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির! সূর্য্যদেবের এই পরিভ্রমণ সততই চলিতে থাকে, কখনও বিরত হয় না। তিনি এইরূপে স্থাবর ও জঙ্গমের তেজ আকর্ষণ ও পুনরায় বিসর্জ্জন করেন অর্থাৎ বর্ষাকালে বর্ষণ করেন ।৪১

হে ভারত! ভগবান্ সূর্য্যদেব এইরূপে প্রাণিগণের আয়ু ও কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিন-রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা প্রভৃতি সময়ের নিরন্তর সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।৪২

শ্রীমদ্দ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে মেরুদর্শনবিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৬৩

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনায় পাণ্ডবানামুৎকণ্ঠাপ্রকাশঃ, অর্জুনস্যাগমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ নগেন্দ্রে বসতাং তু তেষাং
মহাত্মনাং সদ্ব্রতমাস্থিতানাম্।
রতিঃ প্রমোদশ্চ বভূব তেষা-
মাকাঙ্ক্ষতাং দর্শনমর্জুনস্য ॥১

তান্ বীর্য্যযুক্তান্ হ্রিয়িতস্বভাবাং-
স্তেজস্বিনঃ সত্যধৃতিপ্রধানান্।
সম্প্রীয়মাণা বহবোঽভিজগ্মু-
র্গন্ধর্ব্বসঙ্ঘাশ্চ মহর্ষয়শ্চ ॥২

তং পাদপৈঃ পুষ্পধরৈরুপেতং
নগোত্তমং প্রাপ্য মহারথানাম্।
মনঃপ্রসাদঃ পরমো বভূব
যথা দিবং প্রাপ্য মরুদ্গণানাম্ ॥৩

মযূর-হংসস্বননাদিতানি
পুষ্পোপকীর্ণানি মহাবলস্য।
শৃঙ্গাণি সানূনি চ পশ্যমানা
শ্চিরং পরং হর্ষমবাপ্য তস্থুঃ ॥৪

সাক্ষাৎ কুবেরেণ কৃতাশ্চ তস্মিন্
নগোত্তমে সংবৃতকূলরোধসঃ।
কাদম্ব-কারণ্ডব-হংসজুষ্টাঃ
পদ্মাকুলাঃ পুষ্করিণীরপশ্যন্ ॥৫

ক্রীড়াপ্রদেশাংশ্চ সমৃদ্ধরূপান্
বিচিত্রমাল্যাবৃতজাতশোভান্।
মণিপ্রকীর্ণাংশ্চ মনোরমাংশ্চ
যথা ভবেয়ুর্ধনদস্য রাজ্ঞঃ ॥৬

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জুনের জন্য পাণ্ডবগণের উৎকণ্ঠাপ্রকাশ ও অর্জুনের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদনের উপর সদ্ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থানকারী মহাত্মা পাণ্ডবগণ অর্জুনের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।১

বীর, বিশুদ্ধভাব, তেজস্বী, সত্য ও ধৈর্য্যগুণান্বিত পাণ্ডবগণের উপর প্রীত হইয়া গন্ধর্ব্বগণ ও মহর্ষিগণ প্রেমের সহিত তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন।২

স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া মরুদ্গণের যেমন মনের পরম প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়, তেমনই পুষ্পিত বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত সেই পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদনকে প্রাপ্ত হইয়াও সেই মহারথ পাণ্ডবগণের মনে পরম প্রসাদ উৎপন্ন হইল।৩

ময়ূর, হংস প্রভৃতির রবে মুখরিত এবং পুষ্পের দ্বারা আকীর্ণ মহাপর্ব্বতের শৃঙ্গ ও সানুপ্রদেশসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহারা পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।৪

সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে সাক্ষাৎ কুবেরের সৃষ্ট, দৈবাদাদি দ্বারা আচ্ছাদিত তীর, হংসকারণ্ডবাদি পক্ষিগণসমূহ ও পদ্মসমূহে পরিপূর্ণ বহু পুষ্করিণী তাঁহারা দর্শন করিলেন।৫

তাঁহারা রাজা ধনেশ্বরের সমৃদ্ধিশালী, বিচিত্র মাল্যে আবৃত থাকায় অত্যন্ত শোভাবিশিষ্ট, মণিমুক্তাদিখচিত এবং মনোরম ক্রীড়াস্থানসমূহও দর্শন করিলেন।৬

অনেকবর্ণৈশ্চ সুগন্ধিভিশ্চ
মহাদ্রুমৈঃ সন্ততসঞ্চরদ্ভিঃ।
তপঃপ্রধানাঃ সততং চরন্তঃ
শৃঙ্গং গিরেশ্চিন্তয়িতুং ন শেকুঃ ॥৭
স্বতেজসা তস্য নগোত্তমস্য
মহৌষধীনাঞ্চ তথা প্রভাবাৎ।
বিভক্তভাবো ন বভূব কশ্চি-
দহোনিশানাং পুরুষপ্রবীর ॥৮
যস্মিন্নিতঃ স্থাবর-জঙ্গমানি
বিভাবসুর্ভাবয়তেঽমিতৌজাঃ।
তস্যোদয়ং চাস্তমনঞ্চ বীরা-
স্তত্র বিতাপে ধৃতসর্ব্বসিংহাঃ ॥৯
যবেস্তমিত্রাগমনির্গমাংস্তে
তথোদয়ং চাস্তমনঞ্চ বীরাঃ।
সমাবৃতাঃ প্রেক্ষ্য তমোনুদস্য
সন্ততিজালৈঃ প্রদিশো দিশশ্চ ॥১০

স্বাধ্যায়বন্তঃ সততক্রিয়াশ্চ
ধর্ম্মপ্রধানাশ্চ শুচিব্রতাশ্চ।
সত্যে স্থিতাস্তস্য মহাবনস্য
সত্যব্রতস্যাগমনপ্রতীক্ষাঃ ॥১১
ইহৈব দ্রষ্টাহ্যস্য সমাগতস্য
ক্ষিপ্রং কৃতাস্ত্রেণ ধনঞ্জয়েন।
ইতি ব্রুবন্তঃ পরমাশিষস্তে
পার্থস্তপোযোগপরা বভূবুঃ ॥১২
দৃষ্ট্বা বিচিত্রাণি গিরৌ বনানি
কিরীটিনং চিন্তয়তামভীক্ষ্ণম্।
বভূব রাত্রিদিবশ্চ তেষাং
সংবৎসরেণৈব সমানরূপঃ ॥১৩
যদৈব সৌম্যামুদয়ে মহাত্মা
কৃত্বা জটাং প্রব্রজিতঃ স জিষ্ণুঃ।
তদৈব তেষাং ন বভূব হর্ষঃ
কুতো রতির্দুষ্কৃতকর্ম্মণাম্ ॥১৪

অনেক বর্ণযুক্ত সুগন্ধি পুষ্পবিশিষ্ট মহাবৃক্ষসমূহে পরিবৃত ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহ দর্শন করত তাঁহারা তপস্যাপ্রধান জীবন যাপন করিতে করিতে সেই পর্ব্বতের মহিমা চিন্তা করিতেও সমর্থ হইলেন না।৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদনের নিজের জ্যোতি এবং মহৌষধিসমূহের জ্যোতি এই উভয় জ্যোতির প্রভাবে তথায় দিন ও রাত্রির কোন পার্থক্য বুঝা যাইত না।৮

যে ভগবান্ সূর্য্যদেবকে আশ্রয় করিয়া অগ্নিদেব স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক জগৎকে পরিপোষণ করিতেছেন, প্রতিদিন তাঁহার উদয় ও অস্তের শোভা নিরীক্ষণ করত সেই বীর পাণ্ডবগণ সেখানে বাস করিতেছিলেন।৯

বীর পাণ্ডবগণ তথায় হইতে অন্ধকারের আগমন ও নির্গমন, শ্রমাপহারী ভগবান্ সূর্য্যের উদয় ও অস্ত এবং তাঁহার রশ্মিসমূহের শোভা সন্দর্শন করত তাঁহারা স্বাধ্যায়ে নিরত থাকিতেন। ধর্ম্মপ্রধান, শুচিব্রত, সতত বৈধক্রিয়াপরায়ণ ও সত্যে অবস্থিত পাণ্ডবগণ মহাবন অর্জ্জুনের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন।১০-১১

"অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অর্জ্জুন আগমন করিলে এইখানেই তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমরা হর্ষ অনুভব করিব" এইরূপ শুভ কামনা পরস্পরের নিকট প্রকাশ করত সেখানে যোগ ও তপস্যাপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।১২

পর্ব্বতের বনভূমির বিচিত্র শোভাসমূহ দর্শন করিয়াও অর্জ্জুনের জন্য নিরন্তর চিন্তা করিতে থাকায় তাঁহাদের নিকট এক একটি অহোরাত্রকে যেন একটি পূর্ণ সংবৎসর বলিয়া মনে হইতে লাগিল।১৩

ভ্রাতুর্নিয়োগাৎ তু যুধিষ্ঠিরস্য
বনাদগৌ বারণযূথগামী।
যৎ কাম্যকাৎ প্রস্থিতঃ স জিষ্ণু-
স্তদৈব তে শোকহতা বভূবুঃ ॥১৫

তথৈব তং চিন্তয়তাং পিতার্থ-
মস্ত্রার্থিনং বাসবমভ্যুপেতম্।
মাসোঽথ কৃচ্ছ্রেণ তদা ব্যতীত-
স্তস্মিন্ নগে ভারত ভারতানাম্ ॥১৬

ঊষিত্বা পঞ্চবর্ষাণি সহস্রাক্ষনিবেশনে।
অবাপ্য দিব্যাস্ত্রাণি সর্বাণি বিবুধেশ্বরাৎ ॥১৭

আগ্নেয়ং বারুণং সৌম্যং বায়ব্যমথ বৈষ্ণবম্।
ঐন্দ্রং পাশুপতং ব্রাহ্মং পারমেষ্ঠ্যং প্রজাপতেঃ ॥১৮

যমস্য ধাতুঃ সবিতুস্ত্বষ্টুর্বৈশ্রবণস্য চ।
তানি প্রাপ্য সহস্রাক্ষাদভিবাদ্য শতক্রতুম্ ॥১৯

অনুজ্ঞাতস্তদা তেন কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
আগচ্ছদর্জুনঃ প্রীতঃ প্রহৃষ্টো গন্ধমাদনম্ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি যক্ষযুদ্ধপর্বণি
অর্জুনাভিগমনে চতুঃষষ্ট্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৪

যখন হইতে মহাত্মা অর্জুন ধৌম্যের অনুমতি লইয়া শিরে জটাধারণপূর্বক তপস্যার জন্য হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন, তখন হইতে তদ্গতচিত্ত তাঁহাদের মনে আর আনন্দ নাই, সুতরাং এই অবস্থায় তাঁহারা কিরূপে সুখলাভ করিবেন ?১৪

জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশে মদমত্ত হস্তীর ন্যায় গমনশীল অর্জুন যখন কাম্যকবন হইতে প্রস্থান করিলেন, তখন হইতেই তাঁহারা শোকার্ত হইয়া পড়িয়াছেন।১৫

হে ভারত। এইরূপে অস্ত্রার্থী হইয়া ইন্দ্রের নিকট গত শ্বেতবাহন অর্জুনের জন্য চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবগণের সেই পর্বতে অতি কষ্টে একমাস ব্যতীত হইল।১৬

এদিকে অর্জুন ইন্দ্রপুরীতে পাঁচ বৎসর থাকিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে সমস্ত দৈবাস্ত্র লাভ করিলেন। সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের নিকট হইতে আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম, পারমেষ্ঠ্য, যাম্য, ঘাত্র, সাবিত্র, ত্বাষ্ট্র, কৌবের প্রভৃতি সকল দৈবাস্ত্র সমস্ত্রক প্রণামপূর্বক প্রীত হইয়া ইন্দ্রকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত তাঁহার অনুমতিক্রমে আনন্দিতচিত্তে গন্ধমাদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১৭-২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্বে অর্জুনাভিগমনবিষয়ক চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৪

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধমাদনপর্ব্বতমাগম্য ভ্রাতৃভিঃ সহ অর্জুনস্য মিলনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কদাচিদ্ধরিসম্প্রযুক্তং
মহেন্দ্রবাহং সহসোপযাতম্।
বিদ্যুৎপ্রভং প্রেক্ষ্য মহারথানাং
হর্ষোঽর্জুনং চিন্তয়তাং বভূব ॥১

স দীপ্যমানঃ সহসান্তরিক্ষং
প্রকাশয়ন্ মাতলিসংগৃহীতঃ।
বভৌ মহোল্কেব ঘনান্তরস্থা
শিখেব চাগ্নের্জ্বলিতা বিধূমা ॥২

তমাস্থিতঃ সন্দদৃশে কিরীটী
স্রগ্বী নবাম্বাম্ভরণানি বিভ্রৎ।
ঘনপ্রভো বজ্রধরপ্রভাবঃ
শ্রিয়া জ্বলন্ পর্ব্বতমাজগাম ॥৩

স শৈলমাসাদ্য কিরীটমালী
মহেন্দ্রবাহাদবরুহ্য তস্মাৎ।
যৌষ্যস্য পাদাবভিবাদ্য ধীমা-
নজাতশত্রোস্তদনন্তরঞ্চ ॥৪

বৃকোদরস্যাপি চ বশ্য পাদৌ
মাদ্রীসুতাভ্যামভিবাদিতশ্চ।
সমেত্য কৃষ্ণাং পরিসান্ত্ব্য চৈনাং
প্রহ্বোঽভবদ্ ভ্রাতুরুপস্থবে সঃ ॥৫

বভূব তেষাং পরমঃ প্রহর্ষ-
স্তেনাপ্রমেয়েণ সমাগতানাম্।
স চাপি তান্ প্রেক্ষ্য কিরীটমালী
ননন্দ রাজানমভিপ্রণংসন্ ॥৬

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[গন্ধমাদনপর্ব্বতে আসিয়া ভ্রাতাদের সহিত অর্জুনের মিলন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! তারপর একদিন অকস্মাৎ হরিদ্‌বর্ণঅশ্বযোজিত দেবরাজ ইন্দ্রের বিদ্যুৎতুল্য প্রভাযুক্ত রথ আকাশমার্গে আসিতেছে দেখা গেল। তাহা দেখিয়া অর্জুনের জন্য চিন্তাকারী মহারথ পাণ্ডবগণের আনন্দের সীমা রহিল না।১

মাতলিচালিত ইন্দ্রের রথ সহসা অন্তরিক্ষকে আলোকিত করিয়া মেঘমধ্যস্থিত উল্কা এবং প্রজ্বলিত অগ্নির ধূমহীন শিখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২

ঐ রথের মধ্যে উপবিষ্ট ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী কিরীটধারী ধনঞ্জয়কে দেখা গেল। তিনি তখন গলদেশে মালা ও সর্ব্বাঙ্গে নানা অমূল্য বস্ত্রের আভরণসমূহ ধারণ করত স্বীয় দিব্যকান্তিতে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া সেই পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৩

পর্ব্বতে আসিয়া বুদ্ধিমান্ কিরীটধারী অর্জুন ইন্দ্রের রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমেই যৌধ্যের পরে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের পাদদ্বয় বন্দনা করিলেন। তারপর বৃকোদরকে প্রণাম করিলেন এবং নকুল ও সহদেবের প্রণাম গ্রহণ করিয়া ও দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।৪-৫

যমাশ্বিতঃ সপ্ত জঘান পুগান্
দিতেঃ সুতানাং নমুচেনিহন্তা।
তস্মিন্রথাগ্রে সমুপেত্য পার্থাঃ
প্রদক্ষিণং চক্রুরদীনসত্ত্বাঃ ॥৭

তে মাতলেশ্চক্রুরতীব হৃষ্টাঃ
সৎকারমগ্র্যং সুররাজতুল্যম্।
সর্বান্ যথাবচ্চ দিবৌকসস্তে
পপ্রচ্ছুরেনং কুরুরাজপুত্রাঃ ॥৮

তানব্রবীৎ মাতলিরভ্যনন্দৎ
পিতেব পুত্রানুশিষ্য পার্থান্।
যযৌ যথেনাপ্রতিমপ্রভেণ
পুনঃ সকাশং ত্রিদিবেশ্বরস্য ॥৯

গতে তু তস্মিন্ নরদেববর্য্যঃ
শক্রাত্মজঃ শক্রিপুপ্রমাথী।
(সাক্ষাৎ সহস্রাক্ষ ইব প্রতীতঃ
শ্রীমান্ যদেহাদবমুচ্য জিষ্ণুঃ)।
শক্রেণ দত্তানি রথী মহাত্মা
মহাধনান্যুত্তমরূপবন্তি ॥১০

দিবাকরাভানি বিভূষণানি
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ৈ সুতসোমজাতে।
ততঃ স তেষাং কুরুপুঙ্গবানাং
তেষাঞ্চ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভাণাম্ ॥১১

বিপ্রর্ষভাণামুপবিশ্য মধ্যে
সর্বং যথাবৎ কথয়াম্বভূব।
এবং মহাস্ত্রাণ্যুপলিপ্সিতানি
শক্রাচ্চ বাতাচ্চ শিবাচ্চ সাক্ষাৎ ॥১২

অতুলনীয় বীর অর্জুনের সহিত মিলনে যুধিষ্ঠিরাদি সকলের খুবই আনন্দ হইল এবং কিরীটধারী অর্জুনও তাঁহাদের দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করিতে করিতে পরমানন্দ লাভ করিলেন।৬

যাহাতে আরোহণ করিয়া নমুচিসৈন্যনাশী ইন্দ্র দানবগণের সাতটী পুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্ররথের নিকট যাইয়া উদারহৃদয় কুন্তীপুত্রগণ শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন।৭

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মাতলিকে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সর্বোত্তম বিধিতে সৎকার করিলেন। তারপর কুরুরাজপুত্রগণ মাতলির নিকট ইন্দ্রের সহিত সকল দেবতার যথাযথ কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।৮

মাতলিও তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন এবং পিতা যেরূপ পুত্রগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেইরূপ কুন্তীনন্দনগণকে কর্তব্যসম্বন্ধে শিক্ষাদান করত অতুলনীয় দীপ্তিশালী রথে চড়িয়া পুনরায় স্বর্গলোকাধিপতি ইন্দ্রের নিকট চলিয়া গেলেন।৯

মাতলি চলিয়া গেলে নৃপশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রপুত্র, দেবেন্দ্র-শত্রুবিনাশী, মহাত্মা অর্জুন (তখন শ্রীমান্ অর্জুন সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন, স্বদেহ হইতে উন্মোচন করিয়া) ইন্দ্রপ্রদত্ত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত মহামূল্য বহুবিধ অতি সুন্দর অলঙ্কার-সমূহ সুতসোমের মাতা প্রিয়তমা স্ত্রৌপদীকে দিলেন। অনন্তর অর্জুন কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের এবং সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে উপবেশন করত সাক্ষাৎ ইন্দ্র, বায়ু, শিব প্রভৃতি দেবগণের নিকট হইতে কিরূপে অস্ত্রসমূহ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিকট যথাযথ-ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।১০-১২

তথৈব শীলেন সমাধিনাথ
প্রীতাঃ সুরা যে সহিতাঃ সহেন্দ্রাঃ।
সংক্ষেপতো বৈ স বিশুদ্ধকর্মা
তেভ্যঃ সমাখ্যায় দিবি প্রবাসম্ ॥১৩

যাজ্ঞসেনীসহিতাভ্যাং সহিতঃ কিরীটী
সুষাপ তামাবসতিং প্রতীতঃ ॥১৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি অর্জুনসমাগমে পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৫

আমার পবিত্র চরিত্র ও একাগ্রতা দেখিয়া ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। নির্দোষকর্মকারী অর্জুন নিজ স্বর্গীয় প্রবাসের সব সমাচার তাঁহাদের নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া নকুল ও সহদেবের সহিত নিশ্চিন্ত হইয়া সেই আশ্রমে নিদ্রিত হইলেন।১৩-১৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্বে অর্জুনসমাগমবিষয়ক পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৫

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং সমীপে ইন্দ্রস্যাগমনম্, যুধিষ্ঠিরং সান্ত্বয়িত্বা স্বর্গে প্রত্যাবর্তনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈরবন্দত ধনঞ্জয়ঃ ॥১
এতস্মিন্নেব কালে তু সর্ববাদিত্রনিঃস্বনঃ।
বভূব তুমুলঃ শব্দস্তুরিক্ষে দিবৌকসাম্ ॥২
রথনেমিস্বনশ্চৈব ঘণ্টাশব্দশ্চ ভারত।
পৃথগ্ ব্যালমৃগাণাঞ্চ পক্ষিণামিব সর্বশঃ ॥৩

(রবোন্মুখান্তে দদৃশুঃ প্রীয়মাণাঃ কুরূদ্বহাঃ।
মরুদ্ভিরন্বিতং শক্রমাপতন্তং বিহায়সা।)

তে সমন্তাদমুষন্নুর্গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ।
বিমানৈঃ সূর্যসঙ্কাশৈর্দেবরাজমরিন্দমম্ ॥৪

ততঃ স হরিভির্যুক্তং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্।
মেঘনাদিনমারুহ্য শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥৫

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের নিকট ইন্দ্রের আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাত্রি প্রভাত হইলে ধনঞ্জয় সকল ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিলেন।১

এই সময়ে অন্তরিক্ষে দেবতাগণের তুমুল সকলপ্রকার বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল।২

হে ভারত। রথনেমিঘর্ষণের শব্দ, ঘণ্টাশব্দ এবং হিংস্রজন্তু, মৃগ ও পক্ষিগণ—এই সকলের শব্দ সর্বদিক্ হইতে পৃথক্ পৃথক্ শুনা যাইতে লাগিল।৩

(শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রীতচিত্তে উপরের দিকে তাকাইতেই পাণ্ডবগণ দেখিতে পাইলেন, মরুদ্গণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আকাশপথে ইন্দ্র আগমন করিতেছেন) সূর্যতুল্য জ্যোতির্ময় বিমানে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ শত্রুদমন দেবরাজ ইন্দ্রকে চারিদিকে বেষ্টন করত আসিতেছেন।৪

পার্থানভ্যাজগামাথ দেবরাজঃ পুরন্দরঃ।
আগত্য চ সহস্রাক্ষো রথাদবরুরোহ বৈ ॥৬

তং দৃষ্ট্বৈব মহাত্মানং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ দেবরাজমুপাগমৎ ॥৭

পূজয়ামাস চৈবাথ বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ।
যথার্হমভিতাত্মানং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥৮

ধনঞ্জয়শ্চ তেজস্বী প্রণিপত্য পুরন্দরম্।
ভৃত্যবৎ প্রণতস্তস্থৌ দেবরাজসমীপতঃ ॥৯

আপ্যায়ত মহাতেজাঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধনঞ্জয়মভিপ্রেক্ষ্য বিনীতং স্থিতমন্তিকে ॥১০

জটিলং দেবরাজস্য তপোযুক্তমকল্মষম্।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ কান্ধনস্যাথ দর্শনাৎ ॥১১

ততুষ পরমপ্রীতো দেবরাজঞ্চ পূজয়ন্।
তং তথাগতমনসং রাজানং হর্ষসম্প্লুতম্ ॥১২

উবাচ বচনং ধীমান্ দেবরাজঃ পুরন্দরঃ।
ভূমিষ্ঠাং পৃথিবীং রাজন্ প্রশাসিষ্যসি পাণ্ডব।
স্বস্তি প্রাপ্নুহি কৌন্তেয় কাম্যকং পুনরাশ্রমম্ ॥১৩

অস্ত্রাণি সর্বাণি চ পাণ্ডবেন
সর্বাণি মত্তঃ প্রথতেন রাজন্।
কৃতপ্রিয়শ্চাস্মি ধনঞ্জয়েন
জেতুং ন শক্যস্ত্রিভিরেব লোকৈঃ ॥১৪

এবমুক্ত্বা সহস্রাক্ষঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ ॥১৫

ধনেশ্বরগৃহস্থানাং পাণ্ডবানাং সমাগমম্।
শক্রেণ য ইদং বিদ্বানধীয়ীত সমাহিতঃ ॥১৬

অনন্তর হরিদ্বর্ণ অশ্বে যোজিত সুবর্ণনির্মিত মেঘনাদী রথে আরোহণ করিয়া পরম দীপ্তিতে চারিদিক্ আলোকিত করিয়া দেবরাজ পুরন্দর পৃথাতনয়গণের নিকটে আগমন করিলেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র আগমন করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন।৫-৬

মহাত্মা ইন্দ্রকে দেখিবামাত্রই ধর্মরাজ শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত দেবরাজের নিকট আগমন করিলেন।৭

প্রচুর দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানকারী যুধিষ্ঠির শাস্ত্রবিধি অনুসারে অমিতবুদ্ধি ইন্দ্রের যথোচিত পূজা ও সৎকার করিলেন।৮

তেজস্বী ধনঞ্জয় পুরন্দরকে প্রণাম করিয়া ভৃত্যের ন্যায় দেবরাজের নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।৯

মহাতেজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে দেবরাজের নিকট অর্জুনকে অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তখন অর্জুনের মস্তকে জটা ছিল। তিনি দেবরাজের আরাধনে তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, সেইজন্য তিনি সর্বথা নিষ্পাপ হইয়াছিলেন। সেই সময় অর্জুনকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির পরম আনন্দ লাভ করিলেন।১০-১১

যুধিষ্ঠির দেবরাজকে পূজা করিয়াও অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তখন বুদ্ধিমান্ দেবরাজ পুরন্দর হৃষ্টমুখ উদারহৃদয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—হে রাজন্ পাণ্ডব। তুমি এই পৃথিবী শাসন করিবে। হে কুন্তীনন্দন। তোমার মঙ্গল হউক; এখন তুমি পুনরায় কাম্যকবনের আশ্রমে ফিরিয়া যাও।১২-১৩

রাজন্। ধনঞ্জয় পরম সংযম ও ব্রত সহকারে আমার নিকট হইতে সমস্ত দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছে এবং সে আমার শত্রুবধরূপ প্রিয় কার্যও সম্পাদন করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত হও; ত্রিলোকে কেহই ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারিবে না।১৪

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সহস্রাক্ষ ইন্দ্র মহর্ষিগণের স্তূয়মান শুনিতে শুনিতে হৃষ্টান্তঃকরণে ত্রিদিবে (স্বর্গে) চলিয়া গেলেন।১৫

সংবৎসরং ব্রহ্মচারী নিয়তঃ সংশিতব্রতঃ।
স জীবেদ্ধি নিরাবাধঃ স সুখী শরদাং শতম্ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বণি ইন্দ্রাগমনে ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৬

বনপতি দ্রুমের স্থানে পাণ্ডবগণের সহিত শক্রের সমাগম যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন পাঠ করিবে এবং সংযত হইয়া কঠোর ব্রতধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, সে নির্ব্বিঘ্নে শত বৎসর জীবিত থাকিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইবে।১৬-১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে ইন্দ্রাগমনবিষয়ক ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৬

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য নিজতপস্যাযাত্রায়া বৃত্তান্তবর্ণনম্, ভগবতা শিবেন সহ সংগ্রামঃ, পাশুপতাস্ত্রলাভশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যথাগতং গতে শক্রে ভ্রাতৃভিঃ সহ সঙ্গতঃ।
কৃষ্ণয়া চৈব যৌধিষ্ঠিরো ধর্ম্মপুত্রমপূজয়ৎ ॥১

অভিবাদয়মানং তং মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় পাণ্ডবম্।
হর্ষগদ্গদয়া বাচা প্রহৃষ্টোঽর্জুনমব্রবীৎ ॥২

কথমর্জ্জুন কালোঽয়ং স্বর্গে ব্যতিগতস্তব।
কথং চাস্ত্রাণ্যবাপ্তানি দেবরাজশ্চ তোষিতঃ ॥৩

সম্যগ্ বা তে গৃহীতানি কচ্চিদস্ত্রাণি পাণ্ডব।
কচ্চিৎ সুরাধিপঃ প্রীতো রুদ্রো বাস্ত্রাণ্যদাৎ তব ॥৪

যথা দৃষ্টশ্চ তে শক্রো ভগবান্ বা পিনাকধৃক্।
যথৈবাস্ত্রাণ্যবাপ্তানি যথৈবারাধিতশ্চ তে ॥৫

যথোক্তবাংস্ত্বাং ভগবান্ শতক্রতুররিন্দম।
কৃতপ্রিয়স্ত্বয়াস্মীতি তস্য তে কিং প্রিয়ং কৃতম্ ॥৬

এতন্নিদ্ধ্যায়হং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহাদ্যুতে।
যথা তুষ্টো মহাদেবো দেবরাজস্তথানঘ ॥৭

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্ত্তৃক নিজতপস্যাযাত্রার বৃত্তান্ত বর্ণন, ভগবান্ শিবের সহিত সংগ্রাম এবং পাশুপতাস্ত্র লাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইন্দ্র যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে চলিয়া গেলে, অর্জ্জুন কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পূজা (প্রণাম) করিলেন।১

প্রণামরত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিতচিত্তে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে হর্ষগদ্গদবাক্যে বলিলেন।২

হে অর্জ্জুন! স্বর্গে এতদিন কেমন করিয়া কাটাইলে? অস্ত্রশস্ত্রসমূহ কেমন করিয়া প্রাপ্ত হইলে এবং দেবরাজকেই বা কেমন করিয়া তুষ্ট করিলে?৩

হে পাণ্ডব! তুমি অস্ত্রসমূহ ঠিকভাবে গ্রহণ করিয়াছ তো? সুরারাজকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছ তো? রুদ্রদেব তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন তো?৪

হে শক্রদমন! যেমন করিয়া তুমি ইন্দ্রের দর্শন পাইয়াছ, যেমন করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়াছ, যেমন করিয়া অস্ত্রসমূহ লাভ করিয়াছ, ভগবান্ শতক্রতু (ইন্দ্র) তোমাকে যাহা যাহা

যচ্চাপি বজ্রপাণেস্তু প্রিয়ং কৃতমরিন্দম।
এতদাখ্যাহি মে সর্বমখিলেন ধনঞ্জয়ঃ ॥৮

অর্জুন উবাচ।

শৃণু হন্ত মহারাজ বিধিনা যেন দৃষ্টবান্।
শতক্রতুমহং দেবং ভগবন্তঞ্চ শঙ্করম্ ॥৯

বিদ্যামধীত্য তাং রাজংস্ত্বয়োক্তামরিমর্দন।
ভবতা চ সমাদিষ্টস্তপসে প্রস্থিতো বনম্ ॥১০

ভৃগুতুঙ্গমথো গত্বা কাম্যকাদাস্থিতস্তপঃ।
একরাত্রোষিতঃ কঞ্চিদপশ্যং ব্রাহ্মণং পথি ॥১১

স মামপৃচ্ছৎ কৌন্তেয় ক্বাসি গন্তা ব্রবীহি মে।
তস্মা অবিতথং সর্বমক্রং কুরুনন্দন ॥১২

স তথ্যং মম তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণো রাজসত্তম।
অপূজয়ত মাং রাজন্ প্রীতিমাংশ্চাভবন্ময়ি ॥১৩
ততো মামব্রবীৎ প্রীতস্তপ আতিষ্ঠ ভারত।
তপসা হ্যচিরেণ ত্বং দ্রক্ষ্যসে বিবুধাধিপম্ ॥১৪
ততোঽহং বচনাৎ তস্য গিরিমারুহ্য হৈমবম্।
তপোঽতপ্যং মহারাজ মাসং মূলফলাশনঃ ॥১৫
দ্বিতীয়ঞ্চাপি মে মাসো জলং ভক্ষয়তো গতঃ।
নিরাহারস্তৃতীয়েঽথ মাসে পাণ্ডবনন্দন ॥১৬
ঊর্দ্ধবাহুশ্চতুর্থস্য মাসস্যস্মি স্থিতস্তদা।
ন চ মে হীয়তে প্রাণস্তন্মহদ্ভূতমিবাভবৎ ॥১৭
পঞ্চমে ত্বথ সম্প্রাপ্তে প্রথমে দিবসে গতে।
বরাহসংস্থিতং ভূতং মৎসমীপং সমাগমৎ ॥১৮

বলিয়াছেন, সেই সকল বল। ইন্দ্র যে বলিলেন, তুমি তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়াছ, তাহা কি তাহাও আমাদিগকে বল ।৫-৬

হে মহাতেজস্বী বীর! এই সকল কথাই আমি বিস্তারিতভাবে তোমার কাছে শুনিতে ইচ্ছা করি। হে নিষ্পাপ। যেরূপে মহাদেব ও ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং হে অরিন্দম। যেভাবে তুমি ইন্দ্রের প্রিয় কার্য্য করিলে, হে ধনঞ্জয়। সেই সকল কথাই তুমি আমাকে বিস্তার করিয়া বল ।৭-৮

অর্জুন বলিলেন,—হে মহারাজ। আপনি তাহা শ্রবণ করুন—আমি যেভাবে শতক্রতু ইন্দ্রের ও ভগবান্ শঙ্করের দর্শন পাইলাম। হে অরিমর্দন। আপনি যে বিদ্যার কথা বলিয়াছিলেন, সেই বিদ্যা গ্রহণ করত আপনার আদেশ অনুসারে তপস্যা করিতে বনে গেলাম ।৯-১০

কাম্যকবন হইতে তপস্যা অবলম্বন করত ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতে গেলাম। তথায় একরাত্রি বাস করিবার পর পরদিন পথে একজন ব্রাহ্মণকে দেখিলাম ।১১

হে কুন্তীকুমার। সেই ব্রাহ্মণ আমাকে "কে তুমি? কোথায় যাইতেছ?" জিজ্ঞাসা করিলেন। কুরুনন্দন। আমি যথাবৎ সব কথা তাঁহাকে বলিলাম ।১২

হে নৃপশ্রেষ্ঠ। সেই ব্রাহ্মণ আমার সত্য কথা শুনিয়া আমাকে প্রশংসা করিলেন। হে রাজন্। তিনি আমার উপর বিশেষ প্রীতও হইলেন ।১৩

তারপর তিনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে বলিলেন,—হে ভারত। তুমি তপস্যা কর, তপস্যা করিলে অচিরেই দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শন পাইবে ।১৪

মহারাজ। আমি তাঁহার কথায় হিমালয়ের শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ফলমূল আহার করত তপস্যা করিতে লাগিলাম ।১৫

এইভাবে একমাস তপস্যা করিয়া দ্বিতীয় মাসও জলমাত্র পান করিয়া অতিবাহিত হইল। হে পাণ্ডবগণের আনন্দবর্দ্ধন। তৃতীয় মাসে আমি নিরাহারে রহিলাম ।১৬

আমি চতুর্থ মাসেও নিরাহারে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে এই যে, তাহাতেও আমার প্রাণ বহির্গত হইল না ।১৭

নিঘ্নন্ প্রোথেন পৃথিবীং বিলিখংশ্চরণৈরপি।
সম্মার্জন্ ভঠরেণোর্বীং বিধুন্বংশ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥১৯

অনু তস্যাপরং ধূতং মহৎ কৈরাতসংস্থিতম্।
ধনুর্বাণাসিমৎ প্রাপ্তং স্ত্রীগণানুগতং তদা ॥২০

ততোঽহং ধনুরাদায় তথাক্রম্যে মহেষুধী।
অতাড়য়ং শরেণাথ তদ্ ভূতং লোমহর্ষণম্ ॥২১

যুগপৎ তং কিরাতস্তু বিকৃষ্য বলবদ্ ধনুঃ।
অভ্যাজঘ্নে দৃঢ়তরং কম্পয়ন্নিব মে মনঃ ॥২২

স তু মামব্রবীদ্ রাজন্ মম পূর্ব্বপরিগ্রহঃ।
মৃগয়াধর্ম্মমুৎসৃজ্য কিমর্থং তাড়িতস্ত্বয়া ॥২৩

এষ তে নিশিতৈর্বাণৈর্দর্পং হৃদ্যি নিরো ভব।
স ধনুষ্মান্ মহাকায়স্ততো মামভ্যতাড়য়ত ॥২৪

ততো গিরিরিবাভ্যর্থমারুণোহং মহাশরৈঃ।
তং চাহং শরবর্ষেণ মহতা সমবাকিরম্ ॥২৫

ততঃ শরৈর্দীপ্তমুখৈর্ঘন্নিভৈরমুবন্নিভৈঃ।
প্রত্যবিধ্যমহং তং তু বজ্রৈরিব শিলোচ্চয়ম্ ॥২৬

তস্য তচ্ছতধা রূপমভবচ্চ সহস্রধা।
তানি চাস্য শরীরাণি শরৈরহমতাড়য়ম্ ॥২৭

পুনস্তানি শরীরাণি একীভূতানি ভারত।
অদৃশ্যস্ত মহারাজ তাস্তহং ব্যধয়ং পুনঃ ॥২৮

পঞ্চম মাসের প্রথম দিন গত হইলে দ্বিতীয় দিনে এক বরাহরূপধারী প্রাণী আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।১৮

সে নিজের চোয়ালের দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিতেছিল, চরণের দ্বারা উহা আঁচড়াইতেছিল এবং বার বার উলটপালট করিয়া জঠরের দ্বারা পৃথিবীকে এমনভাবে সম্মার্জন করিতেছিল যেন কেহ ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়াছে।১৯

তাহার পিছনে পিছনেই ধনুর্ব্বাণ ও অসিধারণ করত এক কিরাতাকৃতি মহান্ পুরুষ স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিল।২০

তখন আমি ধনু ও অক্ষয়তূণদ্বয় গ্রহণ করিয়া সেই লোমহর্ষণ বরাহকে লক্ষ্য করিয়া একটি বাণ ছাড়িলাম।২১

সঙ্গে সঙ্গেই সেই কিরাতও প্রকাণ্ড একটি ধনুতে বলপূর্ব্বক গুণ চড়াইয়া সেই বরাহকে বিদ্ধ করিল। তাহার ধনুষ্টঙ্কারে আমার হৃদয় যেন কাঁপিয়া উঠিল।২২

হে রাজন্! সেই কিরাত আমাকে বলিল, এই বরাহ পূর্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে, তুমি মৃগয়াধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া উহার উপর বাণ মারিলে কেন?২৩

সেই ধনুর্দ্ধারী বিশালদেহ কিরাত আরও বলিল,—তুমি দাঁড়াও, এই দেখ, এই তীক্ষ্ণ শর-সমূহের দ্বারা আমি তোমার দর্পকে হরণ করিব।২৪

এই বলিয়া তিনি পর্ব্বতের উপরে বারিবর্ষণের ন্যায় আমাকে শরজালের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। আমিও প্রভূত শরবর্ষণে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলাম।২৫

তারপর বজ্রের দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করার ন্যায় আমি ধনু হইতে নির্ম্মুক্ত, অভিমন্ত্রিত ও প্রদীপ্তমুখ বাণসমূহের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলাম।২৬

সেই সময় তাহার শরীর হইতে শতসহস্র রূপ (শরীর) নির্গত হইতে লাগিল, আমি তাহার সকল শরীরকেই শরের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলাম।২৭

হে ভারত। তখন পুনরায় তাহার সকল শরীর এক শরীরে পরিণত হইল। মহারাজ। আমি তাহাকেও বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলাম।২৮

অপূর্ণহচ্ছিরা ভূত্বা বৃহচ্ছোণিরাঃ পুনঃ।
একীভূতস্তদা রাজন্ সোঽভ্যবর্ত্তত মাং যুধি ॥২৯

যদাভিভবিতুং বাণৈর্ন চ শক্নোমি তং রণে।
ততো মহাস্ত্রমাতিষ্ঠং বায়ব্যং ভরতর্ষভ ॥৩০

ন চৈনমশকং হন্তুং তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তস্মিন্ প্রতিহতে চাস্ত্রে বিস্ময়ো মে মহানভূৎ ॥৩১

ভূয় এব মহারাজ সবিশেষমহং ততঃ।
অস্ত্রপুগেন মহতা রণে ভূতমবাকিরম্ ॥৩২

সুপার্ণকর্ণমথো রাজন্ শরবর্ষমথোষ্ণগম্।
শলভাস্ত্রমস্ত্রবর্ষং দমাস্ত্রোঽথ ব্যজৃম্ভত ॥৩৩

জগ্রাস প্রসভং তানি সর্বাণ্যস্ত্রাণি মে নৃপ।
তেষু সর্বেষু ভগ্নেষু ব্রহ্মাস্ত্রং সমুদাদিশম্ ॥৩৪
ততঃ প্রজ্বলিতৈর্বাণৈঃ সর্ব্বতঃ সোপচীয়তে।
উপচীয়মানশ্চ ময়া মহাস্ত্রেণ ব্যবর্দ্ধত ॥৩৫
ততঃ সন্তাপিতা লোকা মৎপ্রসূতেন তেজসা।
ক্ষণেন হি দিশঃ খঞ্চ সর্বতো হি বিদীপিতম্ ॥৩৬
তদপাস্ত্রং মহাতেজাঃ ক্ষণেনৈব ব্যনাশয়ৎ।
ব্রহ্মাস্ত্রে তু হতে রাজন্ ভয়ং মাং সমুদাবিশৎ ॥৩৭
ততোঽহং ধনুরাদায় তথাক্ষয্যৌ মহেষুধী।
সহসাভ্যহনং ভূতং তান্তপাস্ত্রাণ্যভক্ষয়ৎ ॥৩৮
হতেষ্বস্ত্রেষু সর্বেষু ভক্ষিতেষায়ুধেষু চ।
মম তস্য চ ভূতস্য বাহুযুদ্ধমবর্ত্তত ॥৩৯

রাজন্! তাহার শরীর যখন ক্ষুদ্র হইল, তখন তাহার মস্তক বড় হইল, আবার শরীর যখন বৃহৎ হইল, তখন মস্তক ক্ষুদ্র হইল; পরে সমস্ত শরীর মিলিয়া এক শরীর হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।২৯

হে ভরতর্ষভ! যুদ্ধে যখন সাধারণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাকে অভিভূত করিতে পারিলাম না, তখন আমি বায়ব্যনামক মহাস্ত্র যোজনা করিলাম।৩০

কিন্তু সেই অস্ত্রদ্বারাও তাহাকে বধ করিতে সক্ষম হইলাম না; ইহা এক আশ্চর্য্য ঘটনা। সেই অস্ত্র প্রতিহত হওয়ায় আমি খুবই বিস্মিত হইলাম।৩১

হে মহারাজ! তখন পুনরায় আমি বিশেষ যত্নসহকারে যুদ্ধস্থলে অস্ত্রসমূহের দ্বারা সেই কিরাত প্রাণীকে আচ্ছাদিত করিলাম।৩২

সুপার্ণকর্ণ, বারুণাস্ত্র, ভাস্কর শরবর্ষনামক অস্ত্র, শলভাস্ত্র এবং অম্বুবর্ষাস্ত্র—এই সমস্ত অস্ত্র তাহার উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলাম।৩৩

রাজন্! কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার! সে সমস্ত অস্ত্রই বলপূর্ব্বক মিলিয়া ফেলিল। সমস্ত অস্ত্র ভক্ষিত হওয়ায় আমি তখন দারুণ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করিলাম।৩৪

ঐ ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত বাণসমূহ দ্বারা চারিদিকে বিস্তার লাভ করিল। আমার মহাস্ত্রের দ্বারা প্রেরণা পাইয়া ব্রহ্মাস্ত্র ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।৩৫

তারপর আমার দ্বারা প্রকটিত ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে সকলেই সন্তাপিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মাস্ত্র এককণমধ্যেই চারিদিক্, ও অন্তরিক্ষকে আলোকিত করিয়া ফেলিল।৩৬

কিন্তু সেই মহাতেজা ক্ষণেকের মধ্যে আমার ব্রহ্মাস্ত্রকেও গ্রাস করিল। রাজন্! ব্রহ্মাস্ত্রও প্রতিহত হওয়ায় আমার মনে ভয়ানক ভয় হইল।৩৭

অনন্তর আমি অক্ষয় তূণ হইতে বাণরাশি গ্রহণ

ব্যায়ামং মুষ্টিভিঃ কৃত্বা তলৈরপি সমাগতৈঃ।
অপারয়ংশ্চ তদ্ ভূতং নিশ্চেষ্টমগমং মহীম্ ॥৪০

ততঃ প্রহস্য তদ ভূতং তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সহ স্ত্রীভির্মহারাজ পশ্যতো মেঽদ্ভুতোপমম্ ॥৪১

এবং কৃত্বা স ভগবাংস্ততোঽন্যদ্ রূপমাস্থিতঃ।
দিব্যমেব মহারাজ বসানোঽদ্ভুতমম্বরম্ ॥৪২

হিত্বা কিরাতরূপঞ্চ ভগবাংস্ত্রিদশেশ্বরঃ।
স্বরূপং দিব্যমাস্থায় হৃষ্টো তত্র মহেশ্বরঃ॥৪৩

অদৃশ্যত ততঃ সাক্ষাদ্ ভগবান্ গোবৃষধ্বজঃ।
উমাসহায়ো ব্যালধৃগ্ বহুরূপঃ পিনাকধৃক্ ॥৪৪

স মামভ্যেত্য সময়ে তথৈবাভিমুখং স্থিতম্।
শূলপাণিরথোবাচ তুষ্টোঽস্মীতি পরন্তপ ॥৪৫

ততস্তদ্ বসুধাদায় তূণৌ চাক্ষয্যসায়কৌ।
প্রাদাম্মৈব ভগবান্ ধারয়স্বেতি চাব্রবীৎ ॥৪৬

তুষ্টোঽস্মি তব কৌন্তেয় ব্রূহি কিং করবাণি তে।
যত্তে মনোগতং বীর তদ্ ব্রূহি বিতরাম্যহম্ ॥৪৭

অমরত্বমপাহায় ব্রূহি যৎ তে মনোগতম্।
ততঃ প্রাঞ্জলিরেবাহমব্রুবং গতমানসঃ ॥৪৮

প্রণম্য মনসা সর্বং ততো বচনমাদদে।
ভগবান্ মে প্রসন্নশ্চেদীপ্সিতোঽয়ং বরো মম ॥৪৯

করত পুনরায় সেই কিরাতের উপর সহসা নিক্ষেপ করিলাম; কিন্তু সে সমস্ত গিলিয়া ফেলিল।৩৮

যখন সমস্ত অস্ত্র ও বাণ নিঃশেষ হইল এবং আমার অক্ষয়তূণদ্বয়ও বাণশূন্য হইল, তখন আমার সহিত তাহার বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল।৩৯

তখন মুষ্টি ও তলপ্রহারের দ্বারা আমি যথাশক্তি প্রহার করিলাম; কিন্তু তাহাকে নির্ব্বল করিতে পারিলাম না; বরং তাহার আঘাতে আমি চেতনাশূন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম।৪০

মহারাজ! অনন্তর সেই অদ্ভুত পুরুষ ঈষৎ হাস্য করত স্ত্রীগণের সহিত সেখানেই অন্তর্হিত হইল। হে মহারাজ! ইহা আমার নিকট আরও অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল।৪১

মহারাজ! এইরূপ অন্তর্ধান করিয়া সেই ভগবান্ ভিন্নরূপ ধারণ করিলেন এবং দিব্য ও অদ্ভুত বস্ত্র পরিধান করিলেন। তখন ভগবান্ মহেশ্বর কিরাতরূপ পরিত্যাগ করত নিজ দিব্যরূপ ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন।৪২-৪৩

তখন বৃষে আরূঢ় উমাসহিত ভগবান্ শিবের দর্শন লাভ হইল। সেই পিনাকপাণি ও বহুরূপধারী শঙ্কর সর্ব্বাঙ্গে (ভস্ম ও) সর্পে ভূষিত হইয়া যুদ্ধে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পরন্তপ! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি।"৪৪-৪৫

তিনি আমার গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয়বাণপূর্ণ তূণদ্বয় ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"এই নাও তব তোমার ধনুক ও তূণ। হে কুন্তীনন্দন! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার কি করিব বল? হে বীর! তোমার মনোগত যা অভিপ্রায় বল, আমি তাহা দিব।৪৬-৪৭

অমরত্ব ব্যতিরেকে তোমার মনোগত যা কামনা আছে, তাহা বল। তখন আমি মনে মনে অস্ত্রাকাঙ্ক্ষী হইয়া করযোড়ে ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করত এবং তাঁহাকেই হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে বলিলাম,—"হে ভগবন্! যদি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ইহাই আমার ঈপ্সিত বর যে, দেবতাগণের নিকট যে সমস্ত দিব্য অস্ত্র আছে, সেই সমস্ত অস্ত্র আমি জানিতে ইচ্ছা করি"।

অস্ত্রাণীচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং যানি দেবেষু কানিচিৎ।
যদ্যনীত্যেব ভগবানব্রবীৎ ত্র্যম্বকশ্চ মাম্ ॥৫০

রৌদ্রমস্ত্রং মদীয়ং ত্বামুপস্থাস্যতি পাণ্ডব।
প্রদদৌ চ মম প্রীতঃ সোঽস্ত্রং পাশুপতং মহৎ ॥৫১

উবাচ চ মহাদেবো দত্ত্বা মেঽস্ত্রং সনাতনম্।
ন প্রযোজ্যং ত্বয়েদমস্মানুষেষু কথঞ্চন ॥৫২

জগদ্ বিনির্দহেদেষমস্ত্রতেজঃ সমাহিতম্।
পীড্যমানেন বলবৎ প্রযোজ্যং স্যাদ্ ধনঞ্জয় ॥৫৩

অস্ত্রাণাং প্রতিঘাতে চ সর্বথৈব প্রযোজয়েৎ।
তদপ্রতিহতং দিব্যং সর্বাস্ত্রপ্রতিষেধনম্ ॥৫৪

মূর্তিমদ্ভিঃ স্থিতং পার্শ্বে প্রসন্নে গোবৃষধ্বজে।
উৎসাদনমমিত্রাণাং পরসেনানিকর্তনম্ ॥৫৫

দুরাসদং দুষ্প্রসহং সুর-দানব-রাক্ষসৈঃ।
অনুজ্ঞাতস্ত্বহং তেন তত্রৈব সমুপাবিশম্ ॥৫৬

প্রেক্ষতশ্চৈব মে দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি
গন্ধমাদনবাসে যুধিষ্ঠিরার্জুনসংবাদে
সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৭

তখন ভগবান্ ত্রিলোচন আমাকে তদুত্তরে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই দিব ॥৪৮-৪৯

"হে পাণ্ডুনন্দন! আমার রৌদ্র অস্ত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইবে"—এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত তাঁহার মহৎ 'পাশুপত' অস্ত্র আমাকে প্রদান করিলেন ॥৫১

মহাদেব নিজ সনাতন অস্ত্র আমাকে প্রদান করিয়া বলিলেন,—আমার এই অস্ত্র কখনও কোন মানুষের উপর প্রয়োগ করিবে না ॥৫২

হীনতেজা বিপক্ষের উপর ইহা নিক্ষেপ করিলে সমস্ত জগৎকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। ধনঞ্জয়! শত্রুগণের দ্বারা বলপূর্বক অত্যন্ত পীড়িত হইলে, সেই প্রাণসঙ্কটে তখন আত্মরক্ষার জন্য ইহার প্রয়োগ করিতে পার ॥৫৩

শত্রুগণের অস্ত্রসমূহ প্রতিরোধ করিতেও সর্বথা ইহার প্রয়োগ করিতে পার। এইরূপে ভগবান্ বৃষভধ্বজ প্রসন্ন হইলে সকল অস্ত্রের প্রতিষেধক সেই দিব্য অপ্রতিরোধ্য পাশুপত অস্ত্র মূর্তিমান্ হইয়া আমার নিকট আগমন করত আমার পার্শ্বে অবস্থান হইলেন। ঐ অস্ত্র শত্রুগণের সংহারক ও শত্রুসেনাবিধ্বংসক। উহাকে দেখিয়াই মনে হইল—উহা পাওয়া দুর্লভ, উহা দুর্জয়, শত্রুর মূলোৎপাটনকারী এবং উহার বেগ ধারণ করা সুরাসুর ও রাক্ষসগণের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ভগবান্ শঙ্কর আজ্ঞা প্রদান করিলে আমি ঐ অস্ত্র গ্রহণ করত উপবেশন করিলাম। তখন আমার চোখের সম্মুখেই সেই পরমদেবতা অন্তর্ধান করিলেন ॥৫৪-৫৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্বে গন্ধমাদন-বাসকালীন যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের সংবাদবিষয়ক সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১৬৭

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বর্গলোকে অর্জুনস্য অস্ত্রশিক্ষাবর্ণনম্, নিবাতকবচদানবৈঃ সহ যুদ্ধোদ্যোগশ্চ।]

অর্জ্জুন উবাচ।

ততস্তামুষসং প্রীতো রজনীং তত্র ভারত।
প্রসাদাদ্ দেবদেবস্য ত্র্যম্বকস্য মহাত্মনঃ ॥১

ব্যুষিতো রজনীং চাহং কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকীঃ ক্রিয়াঃ।
অপশ্যং তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং দৃষ্টপূর্ব্বমহং যং পুরা ॥২

তস্মৈ চাহং যথাবৃত্তং সর্ব্বমেব ন্যবেদয়ম্।
ভগবন্তং মহাদেবং সমেতোঽস্মীতি ভারত ॥৩

স মামুবাচ রাজেন্দ্র প্রীয়মাণো দ্বিজোত্তমঃ।
দৃষ্টপূর্ব্বা মহাদেবো যথা নান্যেন কেনচিৎ ॥৪

সমেত্য লোকপালৈস্ত সর্ব্বৈর্ব্বৈশ্রবণাদিভিঃ।
দ্রষ্টাসি নচিরাদ্ দেবেন্দ্রং স চ তেঽস্ত্রাণি দাস্যতি ॥৫

এবমুক্ত্বা স মাং রাজন্নালিঙ্গ্য চ পুনঃ পুনঃ।
অগচ্ছৎ স যথাকামং ব্রাহ্মণঃ সূর্য্যসন্নিভঃ ॥৬

অথাপরাহ্ণে তস্যাহ্নঃ প্রাবাৎ পুণ্যঃ সমীরণঃ।
পুনর্নবমিমং লোকং কুর্ব্বন্নিব সপল্লবম্ ॥৭

দিব্যানি চৈব মাল্যানি সুগন্ধীনি নবানি চ।
শৈলিরস্য গিরেঃ পার্শ্বে প্রাদুরাসন্ সমীপতঃ ॥৮

বাদিত্রাণি চ দিব্যানি সুঘোষাণি সহস্রশঃ।
স্তুতয়শ্চেতিসংযুক্তা অশ্রূয়ন্ত মনোহরাঃ ॥৯

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[স্বর্গলোকে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা বর্ণন ও নিবাতকবচদানবগণের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে ভারত! অনন্তর আমি দেবদেব পরমাত্মা শঙ্করের কৃপায় সেখানে সেই রাত্রি প্রীতিসহকারে অতিবাহিত করিলাম।১

রাত্রি প্রভাতে উঠিয়া আমি পৌর্ব্বাহ্ণিক কার্য্য সমাপ্ত করিয়া দেখিলাম যে, সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, যাঁহাকে পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছিলাম।২

হে ভারত! তাঁহাকে আমি তখন ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় পাশুপত অস্ত্রলাভের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম এবং আরও বলিলাম—আমি ভগবান্ মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়াছি।৩

হে রাজেন্দ্র! সেই দ্বিজোত্তম সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন,—তুমি মহাদেবের যেরূপ দর্শন লাভ করিয়াছ, এরূপ পূর্ব্বে কেহ কখনও দর্শন পায় নাই।৪

হে নিষ্পাপ! তুমি শীঘ্রই যম প্রভৃতি লোকপালগণের সহিত দেবেন্দ্রের দর্শন পাইবে এবং তিনি তোমাকে সকল অস্ত্র প্রদান করিবেন।৫

হে রাজন্! এই বলিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণ অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন।৬

শত্রুবিজয়ী নরেশ! অনন্তর সেইদিনই অপরাহ্ণকালে যেন পুনরায় এই জগৎকে নবসাজে সাজাইয়া পুণ্য সুগন্ধি বায়ু বহিতে লাগিল।৭

দিব্য নব সুগন্ধি মাল্যসমূহ সেই হিমালয়ের শিখরে আমার পার্শ্বে বর্ষিত হইতে লাগিল।৮

গণাশ্চাপ্সরসাং তত্র গন্ধর্ব্বাণাং তথৈব চ।
পুরস্তাদ্ দেবদেবস্য জগুর্গীতানি সর্বশঃ ॥১০

অভূতাঞ্চ গণাস্তত্র দেবযানৈরুপাগমন্।
মহেন্দ্রানুচরা যে চ যে চ সদ্মনিবাসিনঃ ॥১১

ততো মরুদ্ভির্হরিভির্মুখৈর্বাহৈঃ সলঙ্কৃতৈঃ।
শচীসহায়স্তত্রাহং সহ সর্ব্বৈস্ত্রিদাশয়ৈঃ ॥১২

এতস্মিন্নেব কালে তু কুবেরো নরবাহনঃ।
দর্শয়ামাস মাং রাজন্ লক্ষ্ম্যা পরময়া যুতঃ ॥১৩

দক্ষিণস্যাং দিশি যমং প্রত্যপশ্যং ব্যবস্থিতম্।
বরুণং দেবরাজঞ্চ যথাস্থানমবস্থিতম্ ॥১৪

তে মামূচুর্মহারাজ সান্ত্বয়িত্বা নরর্ষভ।
সব্যসাচিন্ নিরীক্ষাস্মাঁল্লোকপালানবস্থিতান্ ॥১৫

সুরকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং দৃষ্টবানসি শঙ্করম্।
অস্মত্তোঽপি গৃহাণ স্বমস্ত্রাণীতি সমন্ততঃ ॥১৬

ততোঽহং প্রয়তো ভূত্বা প্রণিপত্য সুরর্ষভান্।
প্রত্যগৃহ্ণং তদাস্ত্রাণি মহান্তি বিধিবদ্ বিভো ॥১৭

গৃহীতাস্ত্রস্ততো দেবৈরনুজ্ঞাতোঽস্মি ভারত।
অথ দেবা যযুঃ সর্বে যথাগতমরিন্দম ॥১৮

সবজ্রপাণি দেবেশো রথমাস্থায় সুপ্রভম্।
উবাচ ভগবান্ স্বর্গং গন্তব্যং ফাল্গুনেতি বৈ ॥১৯

চারিদিকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দিব্য বাদ্যসমূহ বাজিয়া উঠিল এবং মনোহর ইন্দ্রসম্বন্ধীয় স্তুতিগান-সমূহ শুনা যাইতে লাগিল।৯

সমস্ত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের বহু সঙ্ঘ সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে গীতসমূহ গান করিতেছিল।১০

দৈববিমানে আরোহণ করিয়া অনেক দেবসঙ্ঘও আসিলেন। মহেন্দ্রের অনুচরগণ ও অন্যান্য ইন্দ্রলোকনিবাসিগণ আসিলেন।১১

তারপর দেবী শচীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্র অমরবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নানা অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত হরিদ্বর্ণের অশ্বের দ্বারা বাহিত রথে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।১২

রাজন্! ঠিক সেই সময়েই নরবাহন কুবের সর্বোত্তম ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মীর সহিত তথায় আমাকে দর্শনদান করিলেন।১৩

দক্ষিণদিকে তাকাইতে যমকে দেখিতে পাইলাম। বরুণ ও দেবরাজ ইন্দ্র যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে যথাস্থানে বিদ্যমান আছেন।১৪

হে মহারাজ! হে নরশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করত বলিলেন,—হে সব্যসাচিন্! তুমি তাকাইয়া দেখ, আমরা লোকপালগণ উপস্থিত হইয়াছি।১৫

দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তুমি ভগবান্ শঙ্করের দর্শন লাভ করিয়াছ। এখন চারিদিকে স্থিত আমাদের নিকট হইতেও অস্ত্রসকল গ্রহণ কর।১৬

হে প্রভো! তখন আমি সংযতচিত্তে দেবোত্তম-গণকে প্রণাম করত তাঁহাদের নিকট হইতে বিধি-পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত মহাস্ত্রসমূহ গ্রহণ করিলাম।১৭

হে ভারত! অস্ত্রগ্রহণ করা হইলে দেবগণ আমাকে গমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। হে অরিন্দম! তারপর দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।১৮

দেবরাজ ভগবান্ মহেন্দ্রও তখন স্বীয় অত্যন্ত প্রভাযুক্ত রথে আরোহণ করত আমাকে বলিলেন, —হে ফাল্গুন! তোমাকে আমার নিকট হইতে অস্ত্রলাভের জন্য স্বর্গলোকে যাইতে হইবে।১৯

পুণ্যৈরাগমনাদস্মাদ্ বেদাহং ত্বাং ধনঞ্জয়।
অতঃ পরং ত্বহং বৈ ত্বাং দর্শয়ে ভরতর্ষভ ॥২০

ত্বয়া হি তীর্থেষু পৃথা সম্যগ্লাবঃ কৃতোঽসকৃৎ।
তপশ্চেদং মহৎ তপ্তং স্বর্গং গন্তাসি পাণ্ডব ॥২১

ভূয়শ্চৈব চ তপ্তব্যং তপশ্চরণমুত্তমম্।
স্বর্গং ত্বরন্তং গন্তব্যং ত্বয়া শক্রনিষূদন ॥২২

মাতলির্মন্নিয়োগাৎ ত্বাং ত্রিদিবং প্রাপয়িষ্যতি।
বিদিতস্তু হি দেবানাং মুনীনাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥
ইহস্থঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ তপঃ কুর্বন্ সুদুষ্করম্ ।২৩

ততোঽহমব্রুবং শক্রং প্রসীদ ভগবন্ মম।
আচার্য্যং বব্রিরে রামস্ত্রার্থং ত্রিদশেশ্বর ॥২৪

ইন্দ্র উবাচ।

ক্রূরকর্মাস্ত্রবিৎ তাত ভবিষ্যসি পরন্তপ।
যদর্থমস্ত্রাণীপ্সুস্ত্বং তং কামং পাণ্ডবাপ্স্যসি ॥২৫

ততোঽহমব্রুবং নাহং দিব্যান্যস্ত্রাণি শক্রহন্।
মানুষেষু প্রযোক্ষ্যামি বিনাস্ত্রপ্রতিঘাতনাৎ ॥২৬

তানি দিব্যানি মেঽস্ত্রাণি প্রযচ্ছ বিবুধাধিপ।
লোকাংশ্চাস্ত্রজিতান্ পশ্চাল্লভেয়ং সুরপুঙ্গব ॥২৭

ইন্দ্র উবাচ।

পরীক্ষার্থং ময়ৈতৎ তে বাক্যমুক্তং ধনঞ্জয়।
মমাত্মজস্য বচনং সুপপন্নমিদং তব ।২৮

শিক্ষ যে ভবনং গত্বা সর্বাণ্যস্ত্রাণি ভারত।
বায়োরগ্নের্বরুণাচ্ছক্রাদপি মহাত্মনঃ ॥২৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়। আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বেই তোমার সম্বন্ধে সব কিছু অবগত হইয়াছি এবং তাহার পরে আমি তোমাকে দর্শন দিয়াছি ।২০

হে পাণ্ডুনন্দন। তুমি পূর্ব্বে বহুবার নানা তীর্থে যথাবিধি স্নান করিয়াছ ও এখন মহৎ তপস্যা করিয়াছ, সুতরাং তুমি (সশরীরে) স্বর্গে গমনের সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছ ।২১

হে শত্রুবিনাশক। তোমাকে পুনরায় আরও উত্তম তপস্যা করিতে হইবে এবং এখন স্বর্গে তোমাকে অবশ্যই যাইতে হইবে ।২২

আমার আদেশে মাতলি এখনই আসিয়া তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবে। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ। তুমি এখানে থাকিয়া যে সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছ, তাহা দেবগণ ও মহাত্মা মুনিগণ সকলেই জানিতে পারিয়াছেন ।২৩

তখন আমি দেবরাজকে বলিলাম,—হে ভগবন্। আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। হে ত্রিদশেশ্বর। আমি আপনাকে সকল দৈবাস্ত্রের নিমিত্ত আচার্য্যরূপে বরণ করিতেছি ।২৪

ইন্দ্র বলিলেন,—হে পরন্তপ তাত অর্জ্জুন। তুমি সমস্ত দৈবাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিলে ক্রূরকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিবে। হে পাণ্ডুনন্দন। এজন্য আমি চাই, তুমি যেজন্য অস্ত্রপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছ, তোমার সেই অভিলাষ পূর্ণ হউক ।২৫

তখন আমি বলিলাম। হে শত্রুহন্। আমি শত্রুকর্ত্তৃক প্রযুক্ত দিব্য অস্ত্রসমূহের নিবারণ করা ব্যতীত ঐ সকল দৈবাস্ত্র মানুষের উপর প্রয়োগ করিব না ।২৬

হে দেবরাজ। হে সুরশ্রেষ্ঠ। সেই সমস্ত দিব্যাস্ত্র আপনি আমাকে প্রদান করুন। যে অস্ত্রবিদ্যা লাভের পর তাহা দ্বারা জিত ত্রিলোকের অধিকার লাভ করিতে পারি ।২৭

ইন্দ্র বলিলেন,—হে ধনঞ্জয়। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই ঐ কথা বলিয়াছিলাম।

সাধ্যং পৈতামহং চৈব গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্।
বৈষ্ণবানি চ সর্বাণি নৈর্ঋতানি তথৈব চ ॥৩০

মদস্তানি চ জানীহি সর্বাস্ত্রাণি কুরূদ্বহ।
এবমুক্ত্বা তু মাং শক্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩১

অথাপশ্যং হরিদ্বর্ণং রথমৈন্দ্রমুপস্থিতম্।
দিব্যং মায়াময়ং পুণ্যং যুক্তং মাতলিনা নৃপ ॥৩২

লোকপালেষু যাতেষু মামুবাচাথ মাতলিঃ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি শক্রত্বাং দেবরাজো মহাদ্যুতে ॥৩৩

সংনিধ্যস্ব মহাবাহো কুরু কার্য্যমনন্তরম্।
পশ্য পুণ্যকৃতাঁল্লোকান্ দশরীরো দিবং ব্রজ ॥৩৪

দেবরাজঃ সহস্রাক্ষস্ত্বাং দিদৃক্ষতি ভারত।
ইত্যুক্তোঽহং মাতলিনা গিরিমামন্ত্র্য শৈলিষম্ ॥৩৫

প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য সমারোহং রথোত্তমম্।
চোদয়ামাস স হরান্ মনোমারুতরংহসঃ ॥৩৬

মাতলির্হরতত্ত্বজ্ঞো যথাবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ।
অবৈক্ষত চ মে বক্ত্রং স্থিতস্তাথ স সারথিঃ ॥৩৭

ততো ভ্রান্তে রথে রাজন্ বিস্মিতশ্চেদমব্রবীৎ।
অত্যদ্ভুতমিদং স্বস্থ বিচিত্রং প্রতিভাতি মে ॥৩৮

যদাস্থিতো রথং দিব্যং পদাদ্ম চলিতঃ পদম্।
দেবরাজোঽপি হি ময়া নিত্যমত্রোপলক্ষিতঃ ॥৩৯

বিচলন্ প্রথমোৎপাতে হরীণাং তরতর্ষভ।
ত্বং পুনঃ স্থিত এবাত্র রথে ভ্রান্তে কুরূদ্বহ ॥৪০

অতিশক্রমিদং সর্বং রথেঽস্মিন্ প্রতিভাতি যে।
ইত্যুক্ত্বাকাশমাবিশ্য মাতলির্বিবুধালয়ান্ ॥৪১

তুমি আমার পুত্রের ন্যায়ই যোগ্য কথা বলিয়াছ; ইহাই তোমার পক্ষে অনুরূপ।২৮

হে ভারত। তুমি আমার অমরাবতীতে গিয়া বায়ু, অগ্নি, বরুণ, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মা, গন্ধর্বগণ, উরগ, রাক্ষস, বিষ্ণু এবং নৈর্ঋতিগণের ও স্বয়ং আমার এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতার অস্ত্র শিক্ষা কর। এই বলিয়া দেবরাজ সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।২৯-৩১

নৃপ। অনন্তর হরিদ্‌বর্ণের অশ্ববাহিত পবিত্র দিব্য মায়াময় মাতলিচালিত ইন্দ্রের রথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।৩২

লোকপালগণ চলিয়া যাইলে মাতলি আমাকে বলিলেন,—হে মহাতেজস্বী বীর। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে দেখিতে চাহিতেছেন।৩৩

মহাবাহো। তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও এবং তাঁহার আবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন কর এবং এই মানুষ শরীরেই স্বর্গে গিয়া পুণ্যাত্মা পুরুষগণের লোকসমূহ দর্শন কর।৩৪

হে ভারত। দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র তোমাকে দেখিতে চাহিতেছেন—মাতলি এই কথা বলিলে আমি গিরিরাজ হিমালয়কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করত সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিলাম। মাতলি অশ্বচালনবিদ্যায় অতীব নিপুণ ছিলেন ও সারথির কার্য্যেও কুশল ছিলেন। তিনি মন ও বায়ুর ন্যায় গতিশীল অশ্বসমূহকে যথোচিতরীতিতে প্রেরণা দিলেন। হে রাজন্। যখন রথ আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছিল, মাতলি তখন আমার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, আমি স্থির হইয়া বসিয়া আছি; তাহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি আমাকে বলিলেন,—ইহা আমার নিকট অতীব বিচিত্র ও বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইতেছে যে, এই (ঘূর্ণাক খাইয়া চলমান) দিব্য রথে স্থির হইয়া বসিয়া আছ; একটুও এদিক ওদিক সরিয়া যাও নাই। হে কুরুকুলভূষণ ভরতশ্রেষ্ঠ। আমি নিত্যই দেখিয়াছি যে, অশ্বগুলির প্রথম উৎপতনের সময় দেবরাজও বিচলিত হন। কিন্তু তুমি এই ঘূর্ণায়মান রথেও নিশ্চলভাবে বসিয়া আছ।৩৫-৪০

দর্শয়ামাস মে রাজন্ বিমানানি চ ভাগশঃ।
স মধ্যে হরিভির্যুক্তো হ্যূর্দ্ধ্বমাচক্রমে ততঃ ॥৪২
ঋষয়ো দেবতাশ্চৈব পুজয়ন্তি নরোত্তম।
ততঃ কামগমাল্লোকানপশ্যং বৈ সুরর্ষিণাম্ ॥৪৩
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাঞ্চৈব প্রভাবমমিতৌজসাম্।
নন্দনাদীনি দেবানাং বনান্যুপবনানি চ ॥৪৪
দর্শয়ামাস মে শীঘ্রং মাতলিঃ শক্রসারথিঃ।
ততঃ শক্রস্য ভবনমপশ্যমমরাবতীম্ ॥৪৫
দিব্যৈঃ কামফলৈর্বৃক্ষৈ র্যুক্তৈশ্চ সমলঙ্কৃতাম্।
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন শীতোষ্ণে ন চ ক্লমঃ ॥৪৬
ন বাধতে তত্র রজস্তত্রাস্তি ন জরা নৃপ।
ন তত্র শোকো নৈর্ঘৃণ্যং বা দৌর্বল্যং চোপলক্ষ্যতে ॥৪৭

তোমার এইসব চালচলন দেবরাজকেও অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে। হে রাজন্! এই বলিয়া মাতলি আমাকে দেবলোকসমূহ এবং দেববিমানসমূহ দেখাইতে লাগিলেন। ভারত! অনন্তর হরিদ্বর্ণের অশ্ববাহিত রথখানি উপরের দিকে উঠিতে লাগিল ॥৪১-৪২

হে নরোত্তম! ইন্দ্রের ঐ রথকে দেবতাগণ ও ঋষিগণও সমাদর করিয়া থাকেন। অনন্তর আমি দেবর্ষিগণের অনেক লোকসমূহ দেখিতে পাইলাম। যাঁহারা ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন ॥৪৩

ইন্দ্রসারথি মাতলি আমাকে অমিততেজস্বী গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের প্রভাব, দেবতাগণের নন্দনাদি বন ও উপবনসমূহ অতি সত্বর দেখাইলেন। তারপর আমি ইচ্ছানুসারে ফল প্রদানকারী দিব্য বৃক্ষসমূহ ও নানারত্নরাজিতে পরিশোভিত ইন্দ্রের অমরাবতীপুরী দর্শন করিলাম। সূর্য্য সেই পুরীকে তাপিত করেন এবং সে স্থানে অতিশয় শীত ও

দিবৌকসাং মহারাজ ন গ্লানিরিহ বিদ্যতে।
ন ক্রোধ-লোভৌ তত্রাস্তাং সুরাণীনাং বিশাম্পতে ॥৪৮
নিত্যতুষ্টাশ্চ তে রাজন্ প্রাণিনঃ সুখমেধিনি।
নিত্যপুষ্পফলাস্তত্র পাদপা হরিতচ্ছদাঃ ॥৪৯
পুষ্করিণ্যশ্চ বিবিধাঃ পদ্মসৌগন্ধিকাবৃতাঃ।
শীতস্তত্র বধৌ বায়ুঃ সুগন্ধী জীবনঃ শুচিঃ ॥৫০
সর্ব্বরত্নবিচিত্রা চ ভূমিঃ পুষ্পবিভূষিতা।
মৃগদ্বিজাশ্চ বহবো রুচিরা মধুরস্বরাঃ ॥৫১
বিমানগামিনশ্চাত্র দৃশ্যন্তে বহবোঽপরে।
ততোঽপশ্যং বসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্ ॥৫২
আদিত্যানশ্বিনৌ চৈব তান্ সর্ব্বান্ প্রত্যপূজয়ম্।
তে মাং বীর্য্যেণ যশসা তেজসা চ বলেন চ ॥৫৩

গরম নাই। সেখানে কোনরূপ ক্লান্তি আসে না ॥৪৪-৪৬

হে নৃপ! সেখানে রজোগুণজনিত কোন বিকার কখনও আসে না। উহাদের বার্দ্ধক্য, শোক, দৈন্য ও দুর্ব্বলতা দেখা যায় না ॥৪৭

হে শত্রুমর্দ্দন মহারাজ! স্বর্গবাসী দেবতাদিগণের গ্লানি, ক্রোধ, লোভ, প্রভৃতি চিত্তবিকারও নাই ॥৪৮

রাজন্! দেবলোকে প্রাণিগণ সদাই সন্তুষ্ট থাকেন, সেখানকার বৃক্ষসমূহ হরিতবর্ণ পাতায় পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বদাই পুষ্প ও ফলে সুশোভিত আছে ॥৪৯

পুষ্করিণীসমূহ সর্ব্বদাই বিবিধ সহস্র সৌগন্ধিক কমলে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বদাই সেখানে সুগন্ধী, নবজীবনদায়ক, পবিত্র ও শীতল বায়ু বহিতেছে ॥৫০

সেই দেবভূমি সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও পুষ্পে বিভূষিতা হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং বহু পশু ও পক্ষিগণ সেখানে আছে, তাহারা দেখিতেও যেমন সুন্দর, উহাদের স্বরও তেমনই মধুর ॥৫১

অস্ত্রৈশ্চাপ্যস্ত্রজ্ঞানন্ত সংগ্রামে বিজয়েন চ।
প্রবিশ্য তাং পুরীং দিব্যাং দেব-গন্ধর্ব্বপূজিতাম্ ॥৫৪

দেবরাজং সহস্রাক্ষমুপাতিষ্ঠং কৃতাঞ্জলিঃ।
মঘবংস্তাপনং প্রীতঃ শক্রো মে বদতাং বরঃ ॥৫৫

বহ্বানাচ্চ গাত্রাণি পস্পর্শ মম বাসবঃ।
তত্রাহং দেব-গন্ধর্বৈঃ সহিতো ভূরিদক্ষিণ ॥৫৬

অস্ত্রার্থমবসং স্বর্গে শিক্ষাপোহস্ত্রাণি ভারত।
বিশ্বাবসোশ্চ বৈ পুত্রশ্চিত্রসেনোঽভবৎ সখা ॥৫৭

স চ গান্ধর্ব্বমখিলং গ্রাহয়ামাস মাং নৃপ।
তত্রাহমবসং রাজন্ গৃহীতাস্ত্রঃ সুপূজিতঃ ॥৫৮

সুখং শক্রস্য ভবনে সর্ব্বকামসমন্বিতঃ।
শৃণ্বন্ বৈ গীতশব্দঞ্চ তূর্য্যশব্দঞ্চ পুষ্কলম্।
পশ্যংশ্চাপ্সরসঃ শ্রেষ্ঠা নৃত্যন্তীর্ভরতর্ষভ ॥৫৯

তৎ সর্ব্বমনবজ্ঞায় তথ্যং বিজ্ঞায় ভারত।
অত্যর্থং প্রতিগৃহ্যাহমস্ত্রেষেব ব্যবস্থিতঃ ॥৬০

তত্রোহতুষ্যং সহস্রাক্ষস্তেন কামেন বৈ বিভুঃ।
এবং বৈ বসতো রাজন্নেষ কালোঽত্যগাদ্ দিবি ॥৬১

কৃতাস্ত্রমতিবিশ্বস্তমথ মাং হরিবাহনঃ।
সংস্পৃশ্য মূর্দ্ধি পাণিভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬২

ন ত্বমদ্য যুধা জেতুং শক্যঃ সুরগণৈরপি।
কিং পুনর্মানুষে লোকে মানুষৈরকৃতাস্ত্রভিঃ ॥৬৩

তখন আকাশে অনেক দেবতাকে বিমানে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়। তারপর আমি বসু, রুদ্র, সাধ্য ও মরুদ্‌গণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবগণকে দেখিতে পাইলাম এবং তাঁহাদের যথোচিত পূজা করিলাম।

তাঁহারা সকলেই আমাকে "বীর্য্যবান্, যশস্বী, তেজস্বী, বলবান্, সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ ও সংগ্রামজয়ী হও"—এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেই দেব ও গন্ধর্ব্বসেবিত দিব্য পুরীতে প্রবেশ করিয়া করযোড়ে সহস্রলোচন দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। দাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র প্রীত হইয়া আমাকে তাঁহারই অর্দ্ধাসন প্রদান করিলেন।৫২-৫৫

তারপর বাসব (ইন্দ্র) অত্যন্ত সমাদর করিয়া আমার শরীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। যজ্ঞে প্রভূত দক্ষিণাদানকারী ভরতকুলভূষণ! সেই ইন্দ্রপুরীতে আমি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত অস্ত্র-বিদ্যাপ্রাপ্তির জন্য বাস করিতে লাগিলাম এবং প্রতিদিন অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলাম। তখন বিশ্বাবসুনামক গন্ধর্ব্বের পুত্র চিত্রসেন আমার বন্ধু হইলেন।৫৬-৫৭

হে নৃপ! তিনি আমাকে সম্পূর্ণ গান্ধর্ব্ববিদ্যা (নৃত্য ও সঙ্গীতবিদ্যা) শিক্ষা প্রদান করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে আমি সকল অস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ করিতে থাকিয়া ও সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগ সমন্বিত হইয়া সসম্মানে ইন্দ্রপুরীতে সুখের সহিত বাস করিতে লাগিলাম। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে আমি কখনও গীত ও পর্য্যায়রূপে দিব্য বাদ্য শ্রবণ, কখনও অপ্সরাগণের শ্রেষ্ঠ নৃত্যকলা দর্শন করত আনন্দে বাস করিতে লাগিলাম।৫৮-৫৯

হে ভারত! এই সকল সুখের সামগ্রীগুলিকে অবজ্ঞা না করিয়াও উহাদের প্রকৃত তথ্য হৃদয়ে অবগত হইয়া ঐ সব ভোগ করিলেও উহাদের প্রতি আমার আদর বুদ্ধি ছিল না। আমি কেবল অস্ত্র-শিক্ষার দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলাম।৬০

রাজন্! অস্ত্রবিদ্যার প্রতি আমার এইরূপ

অপ্রমেয়োঽপ্রধৃষ্যশ্চ যুদ্ধেষ্বপ্রতিমস্তথা।
অজেয়স্ত্বং হি সংগ্রামে সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
অথাব্রবীৎ পুনর্দেবঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥৬৪

অস্ত্রযুদ্ধে সমো বীর ন তে কশ্চিদ্ ভবিষ্যতি।
অপ্রমত্তঃ সদা দক্ষঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬৫

ব্রহ্মণ্যশ্চাস্ত্রবিচ্চাসি শূরশ্চাসি কুরূদ্বহ।
অস্ত্রাণি সমবাপ্তানি ত্বয়া দশ চ পঞ্চ চ ॥৬৬

পঞ্চভির্বিধিভিঃ পার্থ বিদ্যতে ন ত্বয়া সমঃ।
প্রয়োগমুপসংহারমাবৃত্তিঞ্চ ধনঞ্জয় ॥৬৭

প্রায়শ্চিত্তঞ্চ বেত্থ ত্বং প্রতীঘাতঞ্চ সর্বশঃ।
ততো গুরুর্থকালোঽয়ং সমুৎপন্নঃ পরন্তপ ॥৬৮

প্রতীজানীহি তং কর্তুং ততো বেৎস্যাম্যহং পরম্।
ততোঽহমব্রুবং রাজন্ দেবরাজমিদং বচঃ ॥৬৯

বিষহ্যং যন্ময়া কর্তুং কৃতমেব নিবোধ তৎ।
ততো মামব্রবীদ্ রাজন্ প্রহসন্ বলবৃত্রহা ॥৭০

নাবিষহ্যং তবাস্ত্যদ্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নিবাতকবচা নাম দানবা মম শত্রবঃ ॥৭১

সমুদ্রকুক্ষিমাশ্রিত্য দুর্গে প্রতিবসন্ত্যুত।
তিস্রঃ কোট্যঃ সমাখ্যাতাস্তদ্যুদ্ধপরমপ্রভাঃ ॥৭২

তাংস্তত্র হি কৌন্তেয় গুর্বর্থস্তে ভবিষ্যতি।
ততো মাতলিসংযুক্তং হয়ৈর্হরিতবর্ণকৈঃ ॥৭৩

হরৈরুপেতং প্রাধাস্যে রথং দিব্যং মহাপ্রভম্।
যেন চৈব মে মুক্তি কিরীটমিদমুত্তমম্ ॥৭৪

অভিরুচি দেখিয়া সহস্রলোচন ভগবান্ ইন্দ্র আমার উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং এইভাবে বাস করিতে করিতে স্বর্গে এই (পাঁচ বৎসর) সময় অতিবাহিত হইয়াছে ।৬১

হরিবাহন ইন্দ্র তখন আমাকে অস্ত্রশস্ত্রে নিপুণ এবং সর্ব্বপ্রকারে বিদগ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি দুই হাতে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া এই কথা বলিলেন ।৬২

তুমি এখন যুদ্ধে দেবগণেরও অজেয় হইয়াছ। সেখানে মর্ত্তলোকবাসী অসংযমী মানুষের তো কোন কথাই নাই ।৬৩

তুমি যুদ্ধে অদূষণীয়, অজেয় ও অদ্বিতীয়। এখন সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়াও যুদ্ধে তোমাকে জয় করিতে পারিবেনা। তারপর দেবরাজ আনন্দে রোমাঞ্চিতদেহ হইয়া পুনরায় আমাকে বলিলেন ।৬৪

হে বীর ! অস্ত্রযুদ্ধে তোমার সমান বীর জগতে কেহ হইবে না। হে কুরুকুলবর্দ্ধন। তুমি সদা অপ্রমত্ত (সাবধানচিত্ত), সর্বকার্য্যে দক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণভক্ত, অস্ত্রবিদ্ এবং শৌর্য্যশালী। পার্থ। তুমি পাঁচ প্রকার বিধির সহিত পনর প্রকার অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ; সুতরাং তোমার সমান যোদ্ধা পৃথিবীতে কেহ নাই। হে ধনঞ্জয়। প্রয়োগ, উপসংহার, আবৃত্তি, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিঘাত—এই পাঁচ প্রকার বিধিতেই তুমি পারদর্শী হইয়াছ। হে পরন্তপ। সুতরাং এখন গুরুদক্ষিণা দিবার সময় আসিয়াছে ।৬৫-৬৮

তুমি পূর্ব্বে উহা দিবার প্রতিজ্ঞা কর, তারপর আমি সেই আমার মহৎ কার্য্যের কথা বলিব। হে রাজন্। তখন আমি দেবরাজকে এই কথা বলিলাম, —"আপনার জন্য আমি যাহা করিতে পারি, তাহা আমি করিয়াছি বলিয়াই জানিবেন।" তখন বল ও বৃত্র এই দুই অসুরহন্তা দেবরাজ উচ্চহাস্য সহকারে আমাকে বলিলেন ।৬৯-৭০

এখন তোমার অসাধ্য এ ত্রিভুবনে কিছুই নাই। আমার শত্রু নিবাতকবচনামক বহু দানব আছে ।৭১

স্বরূপসদৃশঞ্চৈব প্রাদাদ্গাত্রবিভূষণম্।
অভেদ্যং কবচং চেদং স্পর্শরূপবদুত্তমম্ ॥৭৫

অজরাং জ্যামিমাং চাপি গাণ্ডীবে সমযোজয়ৎ।
ততঃ প্রাস্যামহং তেন স্যন্দনেন বিরাজতা ॥৭৬

যেনাজয়দ্ দেবপতির্বলিং বৈরোচনিং পুরা।
ততো দেবাঃ সর্ব এব তেন ঘোষেণ বোধিতাঃ ॥৭৭

মন্যমানা দেবরাজং মাং সমাজগ্মুর্বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা চ মামপৃচ্ছন্ত কিং করিষ্যসি ফাল্গুন ॥৭৮

তানব্রুবং যথাভূতমিদং কর্তাস্মি সংযুগে।
নিবাতকবচানাং তু প্রস্থিতং মাং বধৈষিণম্ ॥৭৯

নিবোধত মহাভাগাঃ শিবং চাশাস্ত মেঽনঘাঃ।
ততো বাগ্ভিঃ প্রশস্তাভির্দেবাঃ পৃথিবীপতে।
তুষ্টুবুর্মাং প্রসন্নাস্তে যথা দেবং পুরন্দরম্ ॥৮০

রথেনানেন মঘবা জিতবান্ শম্বরং যুধি।
নমুচিং বল-বৃত্রৌ চ প্রহ্লাদ-নরকাবপি ॥৮১

বহূনি চ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ।
রথেনানেন দৈত্যানাং জিতবান্ মঘবা যুধি ॥৮২

ত্বমপ্যনেন কৌন্তেয় নিবাতকবচান্ রণে।
বিজেতা যুধি বিক্রম্য পূর্বেষাং মঘবা যথা ॥৮৩

অয়ঞ্চ শঙ্খপ্রবরো যেন জেতাসি দানবান্।
অনেন বিজিতা লোকাঃ শক্রেণাপি মহাত্মনা ॥৮৪

তাহারা সমুদ্রতলকে দুর্গ করিয়া অবস্থান করিতেছে; তাহারা সংখ্যায় তিন কোটি, উহাদের সকলেরই রূপ, বল ও তেজ সমান। হে কুন্তীনন্দন! তুমি তাহাদিগকে বধ কর, তাহা হইলেই আমাকে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইবে। তারপর এই কথা বলিয়া মাতলিকে সারথি করিয়া ময়ূরের ন্যায় বোর্ণবিশিষ্ট অশ্বসমূহে যোজিত দিব্য মহাজ্যোতির্ময় রথ আমাকে দিলেন এবং আমার মস্তকে এই কিরীট পরাইয়া দিলেন।৭২-৭৪

পুনরায় তিনি আমার স্বরূপের অনুরূপ প্রতি শরীরে আভরণসমূহ প্রদান করিলেন এবং স্পর্শে ও রূপে মনোহর উত্তম অভেদ্য কবচও প্রদান করিলেন।৭৫

তারপর তিনি আমার গাণ্ডীবে এমন ছিলা জুড়িয়া দিলেন, যাহা কখনও জীর্ণ বা ছিন্ন হইবে না। অনন্তর আমি সেই দেদীপ্যমান রথে চড়িয়া চলিলাম, যে রথে দেবরাজ স্বয়ং বিরোচনপুত্র বলিকে জয় করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তারপর দেবতাগণ সেই রথনির্ঘোষে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাকে দেবরাজ মনে করিয়া আগমন করিলেন এবং আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ফাল্গুন! তুমি কোন কার্য্য সাধন করিতে যাইতেছ?৭৬-৭৮

আমি তখন দেবতাগণকে বলিলাম—দেবরাজের আদেশে নিবাতকবচনামক দৈত্যগণকে বধ করিতে যাইতেছি। হে নিষ্পাপ মহাভাগ দেবগণ! আপনারা আমাকে এইরূপ আশীর্বাদ করুন, যাহাতে আমার মঙ্গল হয়। হে রাজন্! তখন তাঁহারা অতীব প্রসন্ন হইয়া আমাকে পুরন্দরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও মধুর বাণীতে স্তুতি করিতে লাগিলেন।৭৯-৮০

দেবরাজ এই রথে করিয়া যুদ্ধে শম্বরাসুরকে জয় করিয়াছিলেন এবং নমুচি, বল, বৃত্র, প্রহ্লাদ ও নরককেও জয় করিয়াছিলেন।৮১

দেবরাজ যুদ্ধে বহু সহস্র, লক্ষ ও অর্বুদসংখ্যক দৈত্যকে এই রথেই জয় করিয়াছিলেন।৮২

হে কুন্তীনন্দন! পূর্বকালে সংগ্রামে সকল দৈত্যকে বশীভূতকারী ইন্দ্রের ন্যায় তুমিও এই রথে যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া নিবাতকবচগণকে জয় করিবে।৮৩

প্রধীয়মানং দেবৈস্তং দেবদত্তং জলোদ্ভবম্।
প্রত্যগৃহ্ণং জয়ায়ৈনং স্তূয়মানস্তদামরৈঃ ॥৮৫

স শঙ্খো কবচী বাণী প্রগৃহীতশরাসনঃ।
দানবালয়মভ্যগ্রং প্রয়াতোঽস্মি যুযুৎসয়া ॥৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি অর্জুনবাক্যে অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।১৬৮

এই শ্রেষ্ঠ শঙ্খের দ্বারা যেরূপ মহাত্মা দেবরাজ অনেক লোক জয় করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ ঐ শঙ্খপ্রবরের দ্বারা দানবগণকে জয় করিবে।৮৪

আমি জয়লাভের জন্যই জলোদ্ভব সেই শঙ্খ গ্রহণ করিয়াছিলাম, উহা দেবতারাই দিয়াছিলেন, এইজন্য উহার নাম 'দেবদত্ত' শঙ্খ। অনন্তর দেবতাগণের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে আমি শঙ্খ, কবচ, বাণ ও শরাসন লইয়া নিবাতকবচাদি অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সেই অগ্র্য দানবালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলাম।৮৫-৮৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে অর্জুনবাক্যবিষয়ক অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৮

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য পাতালপ্রবেশঃ, নিবাতকবচৈঃ সহ যুদ্ধারম্ভশ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

ততোঽহং স্তূয়মানস্তু তত্র তত্র মহর্ষিভিঃ।
অপশ্যমুদধিং ভীমমপাং পতিমথাব্রজম্ ॥১
দেবতাঃ প্রকীর্ণাশ্চ সংহতাশ্চ সমুত্থিতাঃ।
ঊর্ধ্বাশ্চাত্র দৃশ্যন্তে বল্গন্ত ইব পর্ব্বতাঃ ॥২
নাবঃ সহস্রশস্তত্র রত্নপূর্ণাঃ সমন্ততঃ।
নভসীব বিমানানি বিচরন্ত্যো বিরেজিরে।
তিমিঙ্গিলাঃ কচ্ছপাশ্চ তথা তিমিতিমিঙ্গিলাঃ ॥৩
মকরাশ্চাত্র দৃশ্যন্তে জলে মগ্না ইবাদ্রয়ঃ।
শঙ্খানাঞ্চ সহস্রাণি ময়াস্তপ্তানি সমন্ততঃ ॥৪

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! তারপর পথিমধ্যেও স্থানে স্থানে মহর্ষিগণের স্তুতি শুনিতে শুনিতে জলপতি সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। ঐ সমুদ্র দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর। তাহার জলের কখনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। তাহাতে সেনাসমূহ একত্রে মিলিত হইয়া পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ উচ্চ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া নৃত্য করার ন্যায় দেখাইতেছিল ঐ তরঙ্গগুলি কখনও পরস্পর এদিকে ওদিকে বিস্তৃতভাবে আসিতেছিল এবং কখনও বা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতেছিল।১-২

আকাশে বিমানসমূহের ন্যায় চারিদিকে সহস্র সহস্র রত্নপূর্ণ বহু নৌকা বিচরণ করিতেছিল। তিমিঙ্গিল, কচ্ছপ, তিমিতিমিঙ্গিল, মকর প্রভৃতি সামুদ্রিক জন্তুসমূহ জলের ভিতরে মগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় দেখাইতেছিল এবং সহস্র শঙ্খ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।৩-৪

দৃশ্যন্তে স্ম যথা রাত্রৌ তারাস্তম্বসংবৃতাঃ।
তথা সহস্রশস্তত্র রত্নসঙ্ঘাঃ প্লবন্ত্যুত ॥৫

বায়ুশ্চ ঘূর্ণতে ভীমস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তমূর্মিণং মহাবেগং সর্বাম্ভোনিধিমুত্তমম্ ॥৬

অপশ্যং দানবাকীর্ণং তদ্ দৈত্যপুরমন্তিকাৎ।
তত্রৈব মাতলিস্তূর্ণং নিপত্য পৃথিবীতলে ॥৭

রথং তং তু সমাস্থায় প্রাদ্রবদ্ রথযোগবিৎ।
ত্রাসয়ন্ রথঘোষেণ তৎ পুরং সমুপাদ্রবৎ ॥৮

রথঘোষং তু তং শ্রুত্বা তনয়িত্নোরিবাম্বরে।
মন্যমানা দেবরাজং মামাবিশ্য দানবাভবন্ ॥৯

সর্বে সন্ত্রান্তমনসঃ শর-চাপধরাঃ স্থিতাঃ।
তথাসি-শূল-পরশু-গদা-মুষলপাণয়ঃ ॥১০

ততো দ্বারাণি পিহিতুর্দানবাস্ত্রস্তচেতসঃ।
সংবিবায় পুরে রক্ষাং ন স্ম কশ্চন দৃশ্যতে ॥১১

ততঃ শঙ্খমুপাদায় দেবদত্তং মহাস্বনম্।
পরমাং মুদমাস্থায় প্রাধমং তং শনৈরহম্ ॥১২

স তু শব্দো দিবং স্তব্ধ্বা প্রতিশব্দমজীজনৎ।
বিত্রেসুশ্চ বিলিল্যুশ্চ ভূতানি সুমহান্ত্যপি ॥১৩

ততো নিবাতকবচাঃ সর্ব এব সলঙ্কৃতাঃ।
সংসিতা বিবিধৈস্ত্রাণৈর্বিচিত্রায়ুধপাণয়ঃ ॥১৪

আয়সৈশ্চ মহাশূলৈর্গদাভির্মুসলৈরপি।
পট্টিশৈঃ করবালৈশ্চ রথচক্রৈশ্চ ভারত ॥১৫

শতঘ্নীভির্ভুশুণ্ডীভিঃ খড়্গৈশ্চিত্রৈঃ সলঙ্কৃতৈঃ।
প্রগৃহীতৈর্দিতেঃ পুত্রাঃ প্রাদুরাসন্ সহস্রশঃ ॥১৬

রাত্রিতে তমোবৃত আকাশে বিরাজিত তারা-সমূহের ন্যায় সমুদ্রে সহস্র সহস্র রত্নসমূহ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।৫

(পথভ্রান্তের ন্যায়) সেখানে ভয়ঙ্কর বায়ু চারিদিকে ঘুরিতেছিল। তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। এইরূপ অতীব বেগশালী জলনিধি সমুদ্রকে দেখিলাম এবং উহার দিকে অগ্রসর হইতেই নিকটেই দানবাকীর্ণ দৈত্যপুরী দেখিতে পাইলাম। রথচালনাবিদ্যায় কুশল মাতলি রথকে অতি দ্রুত পৃথিবীতে নামাইয়া তাহার উপর দৃঢ়ভাবে বসিয়া সেই রথকে দ্রুতগতিতে চালাইতে লাগিলেন। তিনি রথের ঘর্ঘর শব্দে সকলকে সন্ত্রাসিত করিয়া দৈত্যপুরী অভিমুখে ধাবিত হইলেন।৬-৮

আকাশে মেঘগর্জনের ন্যায় রথের নির্ঘোষ শুনিয়া দৈত্যগণ আমাকে দেবরাজ মনে করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।৯

সকলেই সসম্ভ্রমে ধনু, বাণ, গদা, খড়্গ, পরশু, মুষল প্রভৃতি হাতে লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।১০

তাহারা ভীতচিত্ত হইয়া পুরীদ্বারসমূহ রুদ্ধ করিয়া পুরীকে রক্ষার ব্যবস্থা করিল; পুরীর বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না।১১

আমি তখন মহাশব্দকারী দেবদত্তনামক শঙ্খ লইয়া আনন্দে ধীরে ধীরে বাজাইতে লাগিলাম।১২

ঐ শব্দ স্বর্গলোককে স্তব্ধ করিয়া এমন প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিল যে, বড় বড় প্রাণীও ভয় পাইয়া আত্মগোপন করিতে লাগিল।১৩

হে ভারত! তারপর সকল নিবাতকবচ দৈত্যগণ বিবিধ আভরণে ভূষিত হইয়া বিবিধপ্রকার কবচ, আয়ুধ, লৌহময়ী গদা, মুষল, পট্টিশ, করবাল, রথচক্র, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, নানাপ্রকার খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র হস্তে গ্রহণ করত হাজার হাজার সংখ্যায় দৈত্যগণ দুর্গ হইতে নির্গত হইতে লাগিল।১৪-১৬

ততো বিচার্য্য বহুশো রথমার্গেষু তান্ হয়ান্।
প্রাচোদয়ৎ সমে দেশে মাতলির্ভরতর্ষভ ॥১৭

তেন তেষাং প্রযুক্তানামাশুবাজ্যোজসাধিনাম্।
নাম্বপশ্যং তদা কিঞ্চিৎ তন্মেঽদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১৮

ততস্তে দানবাস্তত্র বাদিত্রাণি সহস্রশঃ।
বিকৃতস্বররূপাণি তূর্ণং সর্ব্বাণ্যনাদয়ন্ ॥১৯

তেন শব্দেন মহতা সমুদ্রে পর্ব্বতোপমাঃ।
আপ্লবন্ত ততঃ সর্ব্বে সংক্ষোভাঃ শতসহস্রশঃ ॥২০

ততো বেগেন মহতা দানবা মামুপাদ্রবন্।
বিমুঞ্চন্তঃ শিতান্ বাণান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২১

স সম্প্রহারস্তুমুলস্তেষাঞ্চ মম ভারত।
অবর্ত্তত মহাঘোরো নিবাতকবচান্তকঃ ॥২২

ততো দেবর্ষয়শ্চৈব তথান্যে চ মহর্ষয়ঃ।
ব্রহ্মর্ষয়শ্চ সিদ্ধাশ্চ সমাজগ্মুর্মহামৃধে ॥২৩

তে বৈ মামমুরূপাভির্ধৃতরাষ্ট্রির্জগৈষিণঃ।
অস্তুবন্ মুনয়ো বাগ্ভির্যথেন্দ্রং তারকাময়ে ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বণি যুদ্ধারম্ভে একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর বহু বিচার করিয়া মাতলি অশ্বগুলিকে সমভূমিতে রথগমনযোগ্য পথে চলিবার জন্য প্রেরণা দিলেন। দ্রুতগামী অশ্বগুলি মাতলির প্রেরণায় এমন বেগে ধাবিত হইল যে, আমি তখন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ইহা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল।১৭-১৮

তারপর সেই দানবগণ বিকৃতস্বর ও রূপ-বিশিষ্ট নানাপ্রকার সহস্র সহস্র বাদ্য অতিশয় উগ্রভাবে বাজাইতে লাগিল।১৯

সেই তুমুল শব্দে সমুদ্রের পর্ব্বতাকার লক্ষ লক্ষ জলরাশি আলোড়িত হইয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিল।২০

তারপর দানবগণ শত শত সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ বাণ আমার উপর নিক্ষেপ করিতে করিতে বেগে আমার দিকে ধাবিত হইল।২১

ভারত! তখন আমার সহিত নিবাতকবচ দৈত্যগণের মহাভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল; যাহার ফলে বহু নিবাতকবচ সেই সংগ্রামে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।২২

অনন্তর দেবর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ সেই মহাসমর দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই আমার বিজয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁহারা তারকাময় সংগ্রামে যেরূপে ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমার যোগ্য মধুর বাণীর দ্বারা আমার স্তুতি করিতে লাগিলেন।২৩-২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে যুদ্ধারম্ভবিষয়ক একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬৯

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নিবাতকবচৈঃ সহ অর্জুনস্য যুদ্ধম্।]

অর্জুন উবাচ।

ততো নিবাতকবচাঃ সর্বে বেগেন ভারত।
অভ্যদ্রবন্ মাং সহিতাঃ প্রগৃহীতায়ুধা রণে ॥১

আচ্ছাদ্য রথমস্মানমুৎক্রোশন্তো মহারথাঃ।
আবৃত্য সর্বতস্তে মাং শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥২

ততোঽপরে মহাবীর্য্যাঃ শূল-পট্টিশপাণয়ঃ।
শূলানি চ ভুশুণ্ডীশ্চ মুমুচুর্দানবা মযি ॥৩

তচ্ছূলবর্ষং সুমহদ্ গদা-শক্তিসমাকুলম্।
অনিশং সৃজ্যমানং তৈরপতন্মদ্রথোপরি ॥৪

অন্যে মামভ্যধাবন্ত নিবাতকবচা যুধি।
শিতশস্ত্রায়ুধা রৌদ্রাঃ কালরূপাঃ প্রহারিণঃ ॥৫

তানহং বিবিধৈর্বাণৈর্বেগবদ্ভিরজিহ্মগৈঃ।
গাণ্ডীবমুক্তৈরত্যুগ্রমেকৈকং দশভির্মৃধে ॥৬

তে কৃতা বিমুখাঃ সর্বে মৎপ্রযুক্তৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ততো মাতলিনা তূর্ণং হয়াস্তে সম্প্রচোদিতাঃ ॥৭

মার্গান্ বহুবিধাংস্তত্র বিচেরুর্বাতরংহসঃ।
সুসংযতা মাতলিনা প্রাময়ন্ত দিতেঃ সুতান্ ॥৮

শতং শতান্তে হরয়স্তস্মিন্ যুক্তা মহারথে।
শান্তা মাতলিনা যত্তা ব্যচরন্মনসো ইব ॥৯

তেষাং চরণপাতেন রথনেমিস্বনেন চ।
মম বাণনিপাতৈশ্চ হতাস্তে শতশোঽসুরাঃ ॥১০

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[নিবাতকবচগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ।]

অর্জুন বলিলেন,—ভারত! তারপর নিবাতকবচ দৈত্যগণ সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র গ্রহণ করত যুদ্ধে আমার অভিমুখে বেগে ধাবিত হইল।১

সেই মহারথিগণ ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে চারিদিক্ হইতে আমার রথের গতিপথ পর্য্যন্ত রোধ করিয়া বাণবর্ষণে আমাকে আচ্ছাদিত করিল।২

অনন্তর অন্যান্য শূলপট্টিশধারী মহাবীর্য্যশালী দানবগণ আমার উপর শূল ও ভুশুণ্ডীসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৩

তাহারা অবিচ্ছিন্ন ধারায় আমার রথের উপর গদা, শক্তি ও শূলের ভয়ানক বর্ষণ করিতে লাগিল।৪

অন্যান্য আরও অনেক অস্ত্রপ্রহারনিপুণ কালান্তক যমের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নিবাতকবচগণ নানা তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া আমার অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল।৫

আমি তখন যুদ্ধে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত বিবিধ বেগবান্ সরলগামী বাণসমূহের দ্বারা তাহাদের সকল অস্ত্র প্রতিরোধ করত প্রত্যেককে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিলাম।৬

প্রত্যুত্তরে বর্ষণ করিয়া অত্যন্ত ধারাল আমার বাণের আঘাতে তাহারা সকলেই বিমুখ হইল। তখন মাতলি অতিক্রত অশ্বগণকে চালনা করিলেন।৭

সারথি মাতলিকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া বায়ুর ন্যায় বেগশালী সেই অশ্বগণ নানাপ্রকার গতিতে রণভূমিতে ধাবিত হইতে লাগিল এবং দিতিপুত্র দানবগণকে প্রমথিত করিল।৮

ইন্দ্রের সেই বিশাল রথে দশ হাজার অশ্ব যোজিত ছিল। কিন্তু মাতলি শান্তভাবে তাহাদিগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন যে, মনে

গতাসবস্তথৈবান্যে প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
হতসারথয়স্তত্র ব্যকৃষ্যন্ত তুরঙ্গমৈঃ ॥১১

তে দিশো বিদিশঃ সর্বে প্রতিরুধ্য প্রহারিণঃ।
অভ্যঘ্নন্ বিবিধৈঃ শস্ত্রৈস্ততো মে ব্যথিতং মনঃ ॥১২

ততোঽহং মাতলের্বীর্য্যমপশ্যং পরমাদ্ভুতম্।
অশ্বাংস্তথা বেগবতো যদ্যত্তাদধারয়ৎ ॥১৩

ততোঽহং লঘুভিশ্চিত্রৈরস্ত্রৈস্তানসুরান্ রণে।
চিচ্ছেদ সায়ুধান্ রাজন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৪

এবং মে চরতস্তত্র সর্বযত্নেন শত্রুহন্।
প্রীতিমানভবদ্ বীরো মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥১৫

হইতেছিল অল্পসংখ্যক অশ্বই রথকে বহন করিতেছে।১

তাহাদের পদাঘাতে, রথের নেমিশব্দে এবং আমার বাণনিপাতে শত শত অসুর প্রাণ হারাইল।১০

আরও অনেক অসুর হাতে ধনু লইয়াই প্রাণ হারাইয়া নিপতিত হইল এবং তাহাদের সারথি-সমূহও নিহত হইল; তখন অশ্বগুলি যথা তথা রথ লইয়া দৌড়াইতে লাগিল।১১

সেই প্রহারকারী দৈত্যগণ দিক্‌বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে বিবিধ শস্ত্রের দ্বারা এমনভাবে বিদ্ধ করিল যে, তাহাতে আমার মন ব্যথিত হইল।১২

দশ হাজার অশ্বকে মাতলি অনায়াসে এমন সুশৃঙ্খলভাবে চালাইতেছিলেন যে, তাঁহার ঐ অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিলাম।১৩

হে রাজন্! আমি তখন যুদ্ধে অতিদ্রুত অদ্ভুত শরসমূহ নিক্ষেপ করত শত শত সহস্র সহস্র অস্ত্রধারী অসুরগণকে বিনাশ করিলাম।১৪

হে শত্রুদমন! এইরূপে পূর্ণ উদ্যমসহকারে

যধ্যমানাস্ততস্তৈস্তু হয়স্তেন রথেন চ।
অগমন্ প্রকরং কেচিদ্যমস্য তথা পরে ॥১৬

স্পর্ধমানা ইবাস্মাভির্নিবাতকবচা রণে।
শরবর্ষৈঃ শরার্ত্তং মাং মহদ্ভিঃ প্রত্যবারয়ন্ ॥১৭

ততোঽহং লঘুভিশ্চিত্রৈরস্ত্রৈরস্ত্রবিশারদৈঃ।
ব্যধমং শরকৈরাশু শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৮

ততঃ সম্পীড্যমানাস্তে ক্রোধাবিষ্টা মহারথাঃ।
অপীড়য়ন্ মাং সহিতাঃ শরশূলাসিবৃষ্টিভিঃ ॥১৯

ততোঽহমস্ত্রমাতিষ্ঠং পরমং তিগ্মতেজসম্।
প্রিয়ং দেবরাজস্য মাধবং নাম ভারত ॥২০

তাহাদের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া ইন্দ্রসারথি মাতলি আমার উপর বড়ই প্রসন্ন হইলেন।১৫

তৎপর সেই রথের অশ্বসমূহ ও সেই রথের দ্বারাও অসুরগণ বহুসংখ্যায় প্রাণ হারাইল এবং অনেকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।১৬

সেই যুদ্ধে নিবাতকবচ অসুরগণ (পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া) যেন স্পর্দ্ধা করিতে করিতেই শরবর্ষণের দ্বারা বাণাঘাতে পীড়িত আমার অগ্রগতি রোধ করিল।১৭

আমি তখন অদ্ভুত ও শীঘ্রগামী শরসমূহকে ব্রহ্মাস্ত্রের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তাহাতে শত শত ও সহস্র সহস্র অসুরের নিধন হইল।১৮

অনন্তর আমার বাণে প্রপীড়িত সেই মহারথ অসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া একসঙ্গে আমার উপর শর, শূল ও খড়্গের বৃষ্টি করিয়া আমাকে আঘাত করিতে লাগিল।১৯

ভারত! তখন আমি দেবরাজের প্রিয় মাধব-নামক তীব্রতেজা উত্তম অস্ত্র গ্রহণ করিলাম।২০

ততঃ খড়্গাংস্ত্রিশূলাংশ্চ তোমরাংশ্চ সহস্রশঃ।
অস্ত্রবীর্য্যেণ শতধা তৈর্মুক্তানহমচ্ছিদম্ ॥২১

ছিত্ত্বা প্রহরণাস্তেষাং ততস্তানপি সর্বশঃ।
প্রত্যবিধ্যমহং রোষাদ্ দশভির্দশভিঃ শরৈঃ ॥২২

গাণ্ডীবাদ্ধি তদা সংখ্যে যথা ভ্রমরপঙ্‌ক্তয়ঃ।
নিষ্পতন্তি মহাবাণাস্তন্মাতলিরপূজয়ৎ ॥২৩

তেষামপি তু বাণাস্তে তন্মাতলিরপূজয়ৎ।
অবাকিরন্ মাং বলবৎ তাদহং ব্যধমং শরৈঃ ॥২৪

বধ্যমানাস্ততস্তে তু নিবাতকবচাঃ পুনঃ।
শরবর্ষৈর্মহদ্ভির্মাং সহসাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥২৫

শরবেগাভিঘাতাংশ্চমস্ত্রৈরস্ত্রবিঘাতিভিঃ।
ক্ষপয়িত্বা পরৈঃ পীত্রৈস্তানবিধ্যং সহস্রশঃ ॥২৬

তেষাং ছিন্নানি গাত্রাণি বিসৃজন্তি স্ম শোণিতম্।
প্রাবৃষীবাভিসৃষ্টানি শৃঙ্গাণ্যব ধরাভৃতাম্ ॥২৭

ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শৈর্বেগবদ্ভিরজিহ্মগৈঃ।
মদ্‌বাণৈর্বধ্যমানাস্তে সমুদ্বিগ্নাঃ স্ম দানবাঃ ॥২৮

শতধা ভিন্নদেহাস্তে ক্ষীণপ্রহরণৌজসঃ।
ততো নিবাতকবচা মামযুধ্যন্ত মায়য়া ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্বণি সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭০

তারপর সেই অস্ত্রের প্রভাবে আমি তাহাদের নিক্ষিপ্ত খড়্গ, ত্রিশূল, তোমর প্রভৃতি সহস্র সহস্র অস্ত্রই শত শত খণ্ডে ছেদন করিলাম।২১

অনন্তর তাহাদের সকল অস্ত্র ছেদন করিয়া আমি ক্রোধবশতঃ তাহাদের প্রত্যেককে দশ দশ শরে প্রত্যাঘাত করিলাম।২২

তখন আমার গাণ্ডীব হইতে ভ্রমর পঙ্‌ক্তির ন্যায় মহাবাণসমূহ নির্গত হইতেছিল, তাহা দেখিয়া মাতলি আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।২৩

তাহাদেরও যে সকল বাণ ক্রমশ আসিয়া আমার উপর পড়িতেছিল, মাতলি তাহারও প্রশংসা করিলেন; আমি তাহাদের সমস্ত শরই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলাম।২৪

আমার বাণাঘাতে পীড়িত হইয়া নিবাতকবচ দৈত্যগণ পুনরায় আমাকে ভয়ঙ্কর শরবর্ষণের দ্বারা আচ্ছাদিত করিল।২৫

আমি অস্ত্রবিধাতী অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাহাদের শরজালকে বিনষ্ট করিয়া শীঘ্রগামী ও প্রজ্বলিত বাণসমূহের দ্বারা সহস্র সহস্র দানবকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলাম।২৬

আমার বাণাঘাতে তাহাদের গাত্রসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া বর্ষাকালে পর্বতশৃঙ্গসমূহ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ শোণিতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।২৭

ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় দুঃস্পর্শ, বেগবান্ ও সরলগামী নিক্ষিপ্ত বাণাঘাতে দৈত্যগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল।২৮

শতধা ছিন্নভিন্ন হইয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বল ক্ষীণ হইল। তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া আমার সহিত মায়ার সাহায্যে যুদ্ধ করিতে লাগিল।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্বে সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭০

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দানবানাং মায়াময়যুদ্ধস্য বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।

ততোঽস্মবর্ষং সুমহৎ প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ।
নগমাত্রৈঃ শিলাখণ্ডৈস্তস্যাং বৃত্তমপীড়য়ৎ ॥১

তমহং বজ্রসঙ্কাশৈর্মহেন্দ্রাস্ত্রপ্রচোদিতৈঃ।
অচূর্ণয়ং বেগবদ্ভিঃ শরজালৈর্মহাহবে ॥২

চূর্ণ্যমানেঽস্মবর্ষে তু পাবকঃ সমজায়ত।
তত্রাস্মচূর্ণান্যপতন্ পাবকপ্রকরা ইব ॥৩

ততোঽস্মবর্ষে বিহতে জলবর্ষং মহত্তরম্।
ধারাভিরক্ষমাত্রাভিঃ প্রাদুরাসীন্মমান্তিকে ॥৪

নভসঃ প্রচ্যুতা ধারাস্তিগ্মবীর্যাঃ সহস্রশঃ।
আবৃণ্বন্ সর্বতো ব্যোম দিশশ্চোপদিশস্তথা ॥৫

ধারাপাতং নিপাতেন বায়োর্বিস্ফূর্জিতেন চ।
গর্জিতেন চ দৈত্যানাং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৬

ধারা দিবি চ সম্বদ্ধা বসুধায়াং চ সর্বশঃ।
ব্যামোহয়ন্ত মাং তত্র নিপতন্তোঽনিশং ভুবি ॥৭

তত্রোপদিষ্টমিন্দ্রেণ দিব্যমস্ত্রং বিশোষণম্।
দীপ্তং প্রাহিণবং ঘোরমগ্ন্যস্ত্রং তেন তজ্জলম্ ॥৮

হতেঽস্মবর্ষে চ ময়া জলবর্ষে চ শোষিতে।
মুমুচুর্দানবা মায়ামগ্নিং বায়ুঞ্চ ভারত ॥৯

ততোঽহমগ্নিং ব্যধমং সলিলাস্ত্রেণ সর্বশঃ।
শৈলেন চ মহাস্ত্রেণ বায়োর্বেগমবারয়ম্ ॥১০

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দানবগণের মায়াময় যুদ্ধের বর্ণন।]

অর্জুন বলিলেন,—তারপর চারিদিক্ হইতে অত্যন্ত প্রস্তরখণ্ডের বর্ষণ হইতে লাগিল। বৃক্ষ-প্রমাণ উচ্চ শিলাখণ্ড বর্ষণে আমি অতীব পীড়িত হইয়া পড়িলাম।১

তখন আমি সেই মহাসমরে বজ্রতুল্য মহেন্দ্রাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বেগবান্ শরজালের দ্বারা প্রস্তরবর্ষণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম।২

প্রস্তরবর্ষণ প্রতিহত হইলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং তাহার সঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রস্তরচূর্ণও বর্ষিত হইতে লাগিল।৩

এই প্রস্তরবর্ষণ যখন প্রতিহত হইল, তখন প্রভূত জলধারার বর্ষণ হইতে লাগিল। উহার সহিত পাশাখেলার গুটির ন্যায় আমার নিকটে বরফ পড়িতে লাগিল।৪

আকাশ হইতে বর্ষিত প্রচণ্ড শক্তিশালিনী সহস্র সহস্র বারিধারায় সমগ্র মেঘমণ্ডল, সর্বদিক্ ও কোণসমূহ আচ্ছন্ন হইল।৫

জলধারা বর্ষণ, বায়ুর বিস্ফূর্জিত ধ্বনি ও দৈত্যগণের গর্জনে তখন কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছিল না।৬

অন্তরিক্ষে ও সমগ্র পৃথিবীতে একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অমরবৃন্দ বারিধারার বর্ষণ আমাকে তৎকালে বিভ্রান্তপ্রায় করিয়া ফেলিল।৭

তখন আমি ইন্দ্রের নিকট হইতে লব্ধ দিব্য ও প্রজ্বলিত বিশোষণনামক অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই ভয়ানক বারিধারাকে শোষণ করিয়া ফেলিলাম।৮

হে ভারত! আমি প্রস্তরবর্ষণ শান্ত এবং নিরস্ত করিয়া দিলে দানবগণ আমার উপরে মায়াময় অগ্নি ও বায়ুর প্রয়োগ করিল।৯

আমি তখন সলিলাস্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ অগ্নিকে

তস্তাং প্রতিহতায়াং তে দানবা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
প্রাকুর্বন্ বিবিধাং মায়াং ঘৌরপক্ষেন ভারত ॥১১

ততো বর্ষং প্রাদুরভূৎ সুমহল্লোমহর্ষণম্।
অস্ত্রাণাং ঘোররূপাণামগ্নের্বায়োস্তথাশ্মনাম্ ॥১২

সা তু মায়াময়ী বৃষ্টিঃ পীড়য়ামাস মাং যুধি।
অথ ঘোরং তমস্তীব্রং প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ ॥১৩

তমসা সংবৃতে লোকে ঘোরেণ পরুষেণ চ।
হরয়ো বিমুখাশ্চাসন্ প্রাগ্বহাশ্চাপি মাতলিঃ ॥১৪

হস্তাদ্ধি বল্গাশ্চাস্য প্রতোদঃ প্রাপতদ্ ভুবি।
অসকৃচ্চাহ মাং ভীতঃ কাসীহি তব ইত্যুত ॥১৫

মাঞ্চ ভীরাবিশৎ তীব্রা তস্মিন্ বিপ্লবচেতসি।
স চ মাং বিপ্লবজ্ঞানঃ সম্ভ্রান্তমিদমব্রবীৎ ॥১৬

সুরাণামসুরাণাঞ্চ সংগ্রামঃ সুমহানভূৎ।
অমৃতার্থে পুরা পার্থ স চ দৃষ্টো ময়ানঘ ॥১৭

শম্বরস্য বধে ঘোরঃ সংগ্রামঃ সুমহানভূৎ।
সারথ্যং দেবরাজস্য তত্রাপি কৃতবানহম্ ॥১৮

তথৈব বৃত্রস্য বধে সংগৃহীতা হয়া ময়া।
বৈরোচনের্মহাযুদ্ধং দৃষ্টকাপি সুদারুণম্ ॥১৯

এতে ময়া মহাঘোরাঃ সংগ্রামাঃ পর্য্যুপাসিতাঃ।
ন চাপি বিগতজ্ঞানোঽভূতপূর্ব্বোঽস্মি পাণ্ডব ॥২০

পিতামহেন সংহারঃ প্রজানাং বিহিতো ধ্রুবম্।
ন হি যুদ্ধমিদং যুক্তমস্মত্র জগতঃ ক্ষয়াৎ ॥২১

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
মোহয়িষ্যন্ দানবানামহং মায়াবলং মহৎ ॥২২

এবং মহান্ শৈলাস্ত্রের দ্বারা বায়ুর বেগকে নিবারণ করিলাম ।১০

হে ভারত। তাহাদের ঐ মায়া প্রতিহত হওয়ায় তখন রথোদ্যত দানবগণ একসঙ্গে নানা মায়া বিস্তার করিতে লাগিল ।১১

তখন চারিদিক্ হইতে ভয়ানক অস্ত্র, প্রস্তর, অগ্নি ও বায়ুর অত্যন্ত রোমাঞ্চকর বর্ষণ আরম্ভ হইল ।১২

সেই যুদ্ধে এইরূপ মায়াময়ী অস্ত্রবৃষ্টিতে আমি খুবই পীড়িত হইতেছিলাম। এমন সময় চারিদিক্ হইতে মহাভয়ানক অন্ধকারের আবির্ভাব হইল ।১৩

ভয়ানক ও তীব্র অন্ধকারে সমগ্র ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন হওয়ায় রথের অশ্বগুলি গতিবিমুখ হইল এবং মাতলিও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন ।১৪

তাঁহার হাত হইতে ঘন ঘন অশ্বের লাগাম ও চাবুক খসিয়া ভূপতিত হইল এবং ভীত হইয়া আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন। তুমি কোথায় আছ?" ।১৫

মাতলিকে বিহ্বল দেখিয়া আমারও অত্যন্ত ভয় হইল; তিনি বিহ্বল হইয়া সহসা আমাকে এই কথা বলিলেন ।১৬

নিষ্পাপ কুন্তীনন্দন। সুর ও অসুরের অনেক মহাসংগ্রাম অমৃতের জন্য পূর্ব্বে হইয়াছে—আমি তাহা দেখিয়াছি ।১৭

শম্বরাসুরের বধের সময় যে ভয়ানক মহাসংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতেও আমি দেবরাজের সারথ্য-কার্য্য করিয়াছি ।১৮

সেইরূপ বৃত্রাসুরের বধের সময় আমিই অশ্বের চালক ছিলাম এবং বিরোচনপুত্র বলিরও সেই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধও আমি দেখিয়াছি ।১৯

এই সকল ঘোর মহাসংগ্রাম আমি দেখিয়াছি, কিন্তু হে পাণ্ডুনন্দন। আমি কখনও পূর্ব্বে বিহ্বল হইয়া বিবেক হারাই নাই ।২০

মনে হয়, বিধাতা আজ জগতের প্রজাবর্গের নিশ্চয়ই সংহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জগতের সংহার ভিন্ন অন্য কারণে এইরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয় ।২১

নিষ্পাপ কুন্তীনন্দন। সুর ও অসুরের অনেক মহাসংগ্রাম অমৃতের জন্য পূর্ব্বে হইয়াছে—আমি তাহা দেখিয়াছি ।১৭

শম্বরাসুরের বধের সময় যে ভয়ানক মহাসংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতেও আমি দেবরাজের সারথ্য-কার্য্য করিয়াছি ।১৮

সেইরূপ বৃত্রাসুরের বধের সময় আমিই অশ্বের চালক ছিলাম এবং বিরোচনপুত্র বলিরও সেই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধও আমি দেখিয়াছি ।১৯

এই সকল ঘোর মহাসংগ্রাম আমি দেখিয়াছি, কিন্তু হে পাণ্ডুনন্দন। আমি কখনও পূর্ব্বে বিহ্বল হইয়া বিবেক হারাই নাই ।২০

মনে হয়, বিধাতা আজ জগতের প্রজাবর্গের নিশ্চয়ই সংহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জগতের সংহার ভিন্ন অন্য কারণে এইরূপ ভয়ানক যুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয় ।২১

অব্রুবং মাতলিং ভীতং পশ্য মে ভুজয়োর্বলম্।
অস্ত্রাণাঞ্চ প্রভাবং বৈ ধনুষো গাণ্ডিবস্য চ ॥২৩
অস্ত্রমায়াময়ৈরেভির্মায়ামেতাং সুদারুণাম্।
বিনিহন্মি তমশ্চোগ্রং যা ত্বৈঃ সৃত স্থিরো ভব ॥২৪
এবমুক্ত্বাহমস্ত্রমায়াং বলাধিপ।
মোহিনীং সর্ব্বভূতানাং হিতায় ত্রিদিবৌকসাম্ ॥২৫
পীড্যমানাস্তু মায়াস্তা স্তাম্বয়ুরোত্তমাঃ।
পুনর্বহুবিধা মায়াঃ প্রাদুর্ভূমিতৌজসঃ ॥২৬
পুনঃ প্রকাশমভবৎ তমসা গ্রস্যতে পুনঃ।
ভবত্যবর্ণনো লোকঃ পুনরুন্মজ্জতি ॥২৭

সুসংগৃহীতৈর্হরিভিঃ প্রকাশে সতি মাতলিঃ।
ব্যচরৎ স্যন্দনাগ্র্যেণ সংগ্রামে লোমহর্ষণে ॥২৮
ততঃ পর্য্যপতন্ ক্রূরা নিবাতকবচা মযি।
তানহং বিবরং দৃষ্ট্বা প্রাহিণং যমসাদনম্ ॥২৯
বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে নিবাতকবচান্তকে।
নাপশ্যং সাহসা সর্ব্বান্ দানবান্ মায়য়াবৃতান্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বণি মায়াযুদ্ধে একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭১

তাঁহার এইসব কথা শুনিয়া আমি নিজ বুদ্ধিবলে মনকে সংযত করিলাম এবং দানবগণের ঐ মহৎ মায়াবলকে মোহিত করিবার উদ্দেশ্যে ভীত মাতলিকে বলিলাম—"হে মাতলি! আজ আপনি আমার বাহুবল নিরীক্ষণ করুন আপনি আমার গাণ্ডীবধনু ও অস্ত্রসমূহের প্রভাব দেখুন। আমি আমার অস্ত্রের মায়ায় দানবগণের রচিত এই প্রগাঢ় অন্ধকাররূপ ঘোর মায়া বিনাশ করিতেছি। হে সারথি! আপনি ভীত হইবেন না, স্থির হইয়া অবস্থান করুন।২২-২৪

হে রাজন্! আমি তখন দেবগণের হিতের জন্য সর্ব্বপ্রাণীর মোহউৎপাদনকারিণী অস্ত্র-মায়া সৃষ্টি করিলাম।২৫

আমার অস্ত্র-মায়ায় অসুরগণের সকল মায়া ভূতীভূত হইলেও অমিততেজস্বী সেই অসুরশ্রেষ্ঠগণ পুনরায় নানা মায়া বিস্তার করিতে লাগিল।২৬

ইহাতে কখনও চতুর্দ্দিক্ প্রকাশিত হইতেছে এবং কখনও আবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছে। কখনও সমগ্র জগৎ অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আবার কখনও বা জলে ডুবিয়া যাইতেছে।২৭

তারপর এক সময় প্রকাশ হওয়ামাত্রই মাতলি সুসংগৃহীত রশ্মি (লাগাম)-সমূহের দ্বারা অশ্বগুলি পরিচালনা করত শ্রেষ্ঠ রথের দ্বারা সেই রোমাঞ্চকর সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতেছিলেন।২৮

তখন উগ্র নিবাতকবচ দৈত্যগণ চারিদিক্ হইতে আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। আমিও তখন অবসর বুঝিয়া তাহাদিগকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলাম।২৯

এইরূপে সেই যুদ্ধে যখন নিবাতকবচগণকে সংহার করিতেছিলাম; তখন হঠাৎ দেখিলাম যে কোন নিবাতকবচকে আর দেখা যাইতেছে না; বুঝিলাম—তাহারা মায়ার দ্বারা পুনরায় আত্মগোপন করিয়াছে।৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে মায়াযুদ্ধবিষয়ক একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭১

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নিবাতকবচানাং সংহারঃ।]

অর্জুন উবাচ।

অদৃশ্যমানাস্তে দৈত্যা যোধয়ন্তি স্ম মায়য়া।
অদৃশ্যেনাস্ত্রবীর্য্যেণ তানপ্যহমযোধয়ম্ ॥১

গাণ্ডীবমুক্তা বিশিখাঃ সম্যগস্ত্রপ্রচোদিতাঃ।
আচ্ছিনন্দুত্তমাঙ্গানি যত্র যত্র স্ম তেঽভবন্ ॥২

ততো নিবাতকবচা বধ্যমানা ময়া যুধি।
সংস্তভ্য মায়াং সহসা প্রাবিশন্ পুরমাত্মনঃ ॥৩

ব্যপযাতেষু দৈত্যেষু প্রাদুর্ভূতে চ দর্শনে
অপশ্যং দানবাংস্তত্র হতান্ শতসহস্রশঃ ॥৪

বিনিষ্পিষ্টানি তত্রেষাং শস্ত্রাণ্যাভরণানি চ।
শতশঃ স্ম প্রদৃশ্যন্তে গাত্রাণি কবচানি চ ॥৫

হয়ানাং নাস্তরং স্থাতুং পরাদ্ বিচলিতুং পদম্।
উৎপত্য সহসা তস্মুরন্তরিক্ষমথাস্তুতঃ ॥৬

ততো নিবাতকবচা ব্যোম সঞ্ছাদ্য কেবলম্।
অদৃশ্যা ইত্যবর্ত্তন্ত বিসৃজন্তঃ শিলোচ্চয়ান্ ॥৭

অন্তর্ভূমিগতাশ্চান্যে হয়ানাং চরণান্তথ।
ব্যগৃহ্নন্ দানবা ঘোরা রথচক্রে চ ভারত ॥৮

বিনিগৃহ্য হয়াংস্তান্ রথঞ্চ মম যুধ্যতঃ।
সর্বতো মামবিধ্যন্ত শরৈঃ পীতৈরয়োমুখৈঃ ॥৯

পর্ব্বতৈরুপচীয়ন্তি পততামৈস্তথাপরৈঃ।
স দেশো যত্র বর্ত্তাম গুহেব সমপদ্যত ॥১০

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[নিবাতকবচগণের সংহার।]

অর্জুন বলিলেন,—দানবগণ অদৃশ্য হইয়াই মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক যখন আমার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, তখন আমি অস্ত্রের অদৃশ্যশক্তিতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।১

বিবিধ দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরসমূহ দৈত্যগণ যেখানে অবস্থান করিতেছিল, সেখানে যাইয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিতে লাগিল।২

অনন্তর যখন আমি এইরূপে যুদ্ধে নিবাতকবচগণকে সংহার করিতেছিলাম, তখন তাহারা সহসা মায়া পরিত্যাগ করত পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিল।৩

দৈত্যগণ চলিয়া গেলে সবকিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল। তখন দেখিলাম—লক্ষ লক্ষ দানব প্রাণ হারাইয়া পড়িয়া আছে।৪

তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র, আভরণসমূহ পিষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে। দানবগণের শত শত শরীর ও কবচসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া এমন স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে যে, আমার রথের অশ্বগুলি মাটিতে পা ফেলিয়া চলিতে না পারিয়া সহসা আকাশে লাফাইয়া উঠিল।৫-৬

অনন্তর অবশিষ্ট নিবাতকবচগণ অন্তরিক্ষ আচ্ছাদন করিয়া অদৃশ্য অবস্থায় আমার উপর প্রস্তরবর্ষণ করিতে লাগিল।৭

হে ভারত! যাহারা ভূমির মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল, সেইরূপ কতকগুলি ভয়ঙ্কর দানব আমার রথসমূহের চরণগুলি ও রথচক্র চাপিয়া ধরিল।৮

যুদ্ধরত আমার হরিদ্বর্ণ অশ্বসমূহ এবং রথ ধরিয়া ফেলিয়া দানবগণ রথ, অশ্ব ও আমার উপর চারিদিক্ হইতে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল।৯

তাহাতে চারিদিক্ হইতে পতিত এত পর্ব্বতের স্তূপ জমিয়া গেল যে, আমার অবস্থান-ভূমি একটী গুহার ন্যায় আকার ধারণ করিল।১০

পর্ব্বতৈশ্ছাদ্যমানোঽহং নিগৃহীতৈশ্চ বাজিভিঃ।
অগচ্ছং পরমামার্ত্তিং মাতলিস্তমলক্ষয়ৎ ॥১১

লক্ষয়িত্বা চ মাং ভীতমিদং বচনমব্রবীৎ।
অর্জ্জুনার্জ্জুন মা ভৈস্ত্বং বজ্রমস্ত্রমুদীরয় ॥১২

ততোঽহং তস্য তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বজ্রমুদীরয়ন্।
দেবরাজস্য দয়িতং ভীষণস্ত্বং নরাধিপ ॥১৩

অচলং স্থানমাসাদ্য গাণ্ডীবমনুমন্ত্র্য চ।
অমুঞ্চং বজ্রসংস্পর্শবাসসান্ নিশিতান্ শরান্ ॥১৪

ততো মায়াশ্চ তাঃ সর্ব্বা নিবাতকবচাংশ্চ তান্।
তে বজ্রচোদিতা বাণা বজ্রভূতাঃ সমাবিশন্ ॥১৫

তে বজ্রবেগবিহতা দানবাঃ পর্ব্বতোপমাঃ।
ইতরেতরমাশ্লিষ্য ন্যপতন্ পৃথিবীতলে ॥১৬

অন্তর্ভূমৌ চ যে চাসন্ দানবা রথবাজিনঃ।
অনুপ্রবিশ্য তান্ বাণাঃ প্রাহিণন্ যমসাদনম্ ॥১৭

হতৈর্নিবাতকবচৈর্নিহতৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ।
সমাচ্ছাদ্যত দেশঃ স বিকীর্ণৈরিব পর্ব্বতৈঃ ॥১৮

ন হয়ানাং ক্ষতিঃ কাচিন্ন রথস্য ন মাতলেঃ।
মম চাদৃশ্যত তদা তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১৯

ততো মাং প্রহসন্ রাজন্ মাতলিঃ প্রত্যভাষত।
নৈতদর্জ্জুন দেবেষু ত্বয়ি বীর্য্যং যথেক্ষ্যতে ॥২০

হতেষ্বসুরসঙ্ঘেষু দারাস্তেষাং তু সর্ব্বশঃ।
প্রাক্রোশন্ নগরে তস্মিন্ যথা শরদি সারসাঃ ॥২১

ততো মাতলিনা সার্দ্ধমহং তৎ পুরমভ্যয়াম্।
ত্রাসয়ন্ রথঘোষেণ নিবাতকবচস্ত্রিয়ঃ ॥২২

পর্ব্বতসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় এবং ঘোড়াগুলি নিগৃহীত হওয়ায় আমি তখন পরম পীড়া অনুভব করিতে লাগিলাম; মাতলি তাহা লক্ষ্য করিলেন।১১

আমাকে ভীত লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"হে অর্জ্জুন! হে অর্জ্জুন। তুমি ভয় পাইও না। এখন বজ্র অস্ত্র নিক্ষেপ কর।১২

মহারাজ! আমি তাঁহার সেই কথা শুনিয়া ধনুকে দেবরাজের প্রিয় সেই ভয়ঙ্কর বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম।১৩

তারপর অবিচল একটি স্থানকে আশ্রয় করত গাণ্ডিবধনুতে বজ্রাস্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া লৌহময় তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম।১৪

তারপর বজ্রাস্ত্র দ্বারা প্রেরিত সেই বজ্রতুল্য বাণসমূহ নিবাতকবচ দৈত্যগণের সমস্ত মায়ার মধ্যে ও তাহাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিল।১৫

সেই বজ্রাস্ত্রের বেগে নিহত হইয়া পর্ব্বতাকার দানবগণ পরস্পরকে আলিঙ্গন করত ভূমিতে পতিত হইল।১৬

এমন কি ভূমির অভ্যন্তরেও যে সকল দানব প্রবিষ্ট হইয়া আমার রথ ও অশ্ব ধরিয়া রাখিয়াছিল, আমার বজ্র বাণসমূহ তাহাদিগকেও যমালয়ে প্রেরণ করিল।১৭

পর্ব্বতাকার নিবাতকবচ দানবগণ নিহত হইয়া বিকীর্ণ পর্ব্বতসমূহের ন্যায় সমস্ত প্রদেশকে ঢাকিয়া ফেলিল।১৮

আমার ও আমার অশ্বসমূহ এবং মাতলি কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই দেখিলাম; ইহা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্যজনক মনে হইল।১৯

হে রাজন্! তখন মাতলি হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন,—"হে অর্জ্জুন। আজ তোমার মধ্যে যে বীর্য্য দেখিলাম, তাহা দেবগণের মধ্যেও নাই।"২০

অসুরসমূহ নিহত হওয়ায় তাহাদের সমস্ত স্ত্রীগণ শরৎকালীন সারস পাখীর ন্যায় সেই নগর মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।২১

তান্ দৃষ্ট্বা দশসাহস্রান্ মযূরসদৃশান্ হয়ান্।
রথঞ্চ রবিসঙ্কাশং প্রাদ্রবন্ গণশঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২৩

তাভিরাভরণৈঃ শব্দত্রাসিতাভিঃ সমীরিতঃ।
শিলানামিব শৈলেষু পতন্তীনামভূৎ তদা ॥২৪

বিত্রস্তা দৈত্যনার্য্যস্তাঃ স্বানি বেশ্মান্যথাবিশন্।
বহ্বন্নবিচিত্রাণি শাতকুম্ভময়ানি চ ॥২৫

তদদ্ভুতাকারমহং দৃষ্ট্বা নগরমুত্তমম্।
বিশিষ্টং দেবনগরাদপৃচ্ছং মাতলিং ততঃ ॥২৬

ইদমেবংবিধং কস্মাদ্ দেব্যো নাবাসয়ন্ত্যুত।
পুরন্দরপুরাদ্ধীমং বিশিষ্টমিতি লক্ষয়ে ॥২৭

মাতলিরুবাচ।

আসীদিদং পুরা পার্থ দেবরাজস্য নঃ পুরম্।
ততো নিবাতকবচৈর্বিত্রাসিতাঃ সুরাঃ ॥২৮

তপস্তপ্ত্বা মহৎ তীব্রং প্রসাদ্য চ পিতামহম্।
ইদং বৃতং নিবাসায় দেবেভ্যশ্চাভয়ং যুধি ॥২৯

ততঃ শক্রেণ ভগবান্ স্বয়ম্ভূরিতি চোদিতঃ।
বিধত্তাং ভগবানস্মাকমাত্মনো হিতকাম্যয়া ॥৩০

তত উক্তো ভগবতা নিষ্টমত্রেতি ভারত।
ভবিতাস্মত্ত্বমপ্যেষাং দেবেনাস্ত্রেণ শক্রহন্ ॥৩১

তত এষাং বধার্থায় শক্রোঽস্ত্রাণি দদৌ তব।
ন হি শক্যাঃ সুরৈর্হন্তুং য এতে নিবতাত্মজাঃ ॥৩২

কালস্য পরিণামেন তত্তস্মিন্নিহ ভারত।
এষামন্তকরঃ প্রাপ্তস্তৎ ত্বয়া চ কৃতং তথা ॥৩৩

দানবানাং বিনাশায় অস্ত্রাণাং পরমং বলম্।
গ্রাহিতস্ত্বং মহেন্দ্রেণ পুরুষেন্দ্র তদুত্তমম্ ॥৩৪

তারপর মাতলির সহিত আমি সেই দৈত্যনারীগণকে ত্রাসিত করিয়া পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।২২

আমার রথের ময়ূর সদৃশ হয়রাজির অশ্বগুলিকে এবং সূর্য্যতুল্য জ্যোতির্ম্ময় রথকে দেখিয়া সেই স্ত্রীগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে ভয়ে দৌড়াইতে লাগিল।২৩

তাহা সেই রাক্ষসীগণের শরীরের অলঙ্কারসমূহের এমন শব্দ উত্থিত হইল যেন মনে হইতে লাগিল পর্ব্বতমধ্যে শিলাখণ্ড পড়িতেছে।২৪

তখন দৈত্যনারীগণ ভয়বিহ্বলা হইয়া নানাবিধ রত্নে চিত্রিত ও সুবর্ণ মিশ্রিত নিজ নিজ গৃহসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।২৫

দেবনগর হইতেও উৎকৃষ্ট সেই উত্তম ও অদ্ভুতাকার নগর দর্শন করিয়া আমি মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম।২৬

দেবতাগণ এইরূপ পুরীতে কেন বাস করেন না? ইন্দ্রের অমরাবতী নগরী হইতেও ইহাকে উৎকৃষ্ট মনে হইতেছে।২৭

মাতলি বলিলেন,—পার্থ! পূর্ব্বে ইহা আমাদের দেবরাজেরই পুরী ছিল। তারপর নিবাতকবচগণ আসিয়া এখান হইতে দেবগণকে বাহির করিয়া দিয়াছে।২৮

তাহারা তীব্র তপস্যা করিয়া পিতামহকে সন্তুষ্ট করত এই স্থানে নিবাসের জন্য এই পুরী এবং যুদ্ধে দেবগণ হইতে অভয় চাহিয়াছিল।২৯

তখন ইন্দ্র ভগবান্ স্বয়ম্ভূকে বলিলেন,—আপনি আপনার (ও আমাদের) হিতের জন্যই ইহাদিগের বিনাশের ব্যবস্থা করুন।৩০

হে ভারত! ইন্দ্র এই কথা বলিলে তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শক্রদমন দেবরাজ! তুমি শরীরান্তর গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে বধ করিবে—ইহাই দৈব বিধান।৩১

(অর্জ্জুন! তুমিই ইন্দ্রের দ্বিতীয় স্বরূপ।) দেবরাজ এই দৈত্যগণের বধের জন্য তোমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। সকল দেবতা মিলিত

অর্জ্জুন উবাচ।

ততঃ প্রণাম্য নগরং দানবাংশ্চ নিহত্য তান্।
পুনর্মাতলিনা সার্দ্ধমগচ্ছং দেবসদ্ম তৎ ।৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধে দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭২

হইয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে সক্ষম ছিলেন না, তুমি আজ যাহাদিগকে নিহত করিয়াছ।৩২

হে ভারত! কালের পরিণামে ইহাদিগকে বধ করিবার জন্য তুমি আজ এখানে আসিয়াছ এবং দৈবের বিধানানুসারে ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছ।৩৩

হে পুরুষোত্তম! তুমি জানিও, এই দানবগণের বধের জন্যই মহেন্দ্র তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তম অস্ত্রবল প্রাপ্ত করাইয়াছেন।৩৪

অর্জ্জুন বলিলেন,—তারপর সেই দানবগণকে সংহার করিয়া ও নগরে শান্তি স্থাপন করিয়া আমি মাতলির সহিত পুনরায় সেই দেবপুরীতে গেলাম।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে নিবাতকবচযুদ্ধবিষয়ে দ্বিসপ্তত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭২

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন হিরণ্যপুরনিবাসিনাং পৌলমানাং কালকেয়ানাঞ্চাসুরাণাং বিনাশঃ, ইন্দ্রস্যার্জুনায়াভিনন্দনজ্ঞাপনঞ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

নিবর্ত্তমানেন ময়া মহদ্ দৃষ্টং ততোঽপরম্।
পুরং কামচরং দিব্যং পাবকার্কসমপ্রভম্ ॥১
বজ্রদ্রুমময়ৈশ্চিত্রৈঃ সুরবৈশ্চ পতৎত্রিভিঃ।
পৌলোমৈঃ কালকৈশ্চ নিত্যহৃষ্টৈরধিষ্ঠিতম্ ।২
গোপুরাট্টালকোপেতং চতুর্দ্বারং দুরাসদম্।
সর্ব্বরত্নময়ং দিব্যমদ্ভুতোপমদর্শনম্ ॥৩
দ্রুমৈঃ পুষ্পফলোপেতৈঃ সর্ব্বরত্নময়ৈর্বৃতম্।
তথা পতৎত্রিভির্দিব্যৈরুপেতং সুখসেবিভিঃ ॥৪

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্ত্তৃক হিরণ্যপুরনিবাসী পৌলোম ও কালকের অসুরগণের বিনাশ এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক অর্জুনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন।]

অর্জুন বলিলেন,—ফিরিবার সময় পথে আমি আরও একটী আশ্চর্য্য পুরী দেখিলাম। উহা অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় ছিল এবং তাহার মধ্যে নিবাসকারী পুরুষগণের ইচ্ছামত স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারিত।১

বিচিত্র রত্নময় বৃক্ষসমূহ এবং মধুরস্বরে শব্দকারী পাখীসমূহে উহা পরিপূর্ণ ছিল এবং উহাতে পৌলোম ও কালকঞ্জ দৈত্যগণ সদা হৃষ্টচিত্তে বাস করিত।২

ঐ পুরী বহু গোপুর (পুরদ্বার) ও অট্টালিকায় পরিশোভিতা ছিল। উহার চারিটী বৃহৎ দ্বার ছিল—যাহাকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ছিল। উহারা সর্ব্বরত্নময় দিব্য ও অদ্ভুতদর্শন ছিল।৩

অন্যৈরৌদ্ভিদ্যসংঘৈঃ শূলর্ষ্টি-মুসলায়ুধৈঃ।
চাপ-মুদ্গরহস্তৈশ্চ প্রমিতিঃ সর্বতো বৃতম্ ॥৫
তদহং প্রেক্ষ্য দৈত্যানাং পুরমদ্ভুতদর্শনম্।
অপৃচ্ছং মাতলিং রাজন্ কিমিদং বর্ততেঽদ্ভুতম্ ॥৬

মাতলিরুবাচ।

পুলোমা নাম দৈত্যেয়ী কালকা চ মহাসুরী।
দিব্যং বর্ষসহস্রং তে চেরতুঃ পরমং তপঃ ॥৭
তপসোঽন্তে ততস্তাভ্যাং স্বয়ম্ভূরদদাদ্ বরম্।
অগৃহীতাং বরং তে তু সুতানামনুদুঃখতাম্ ॥৮
অবধ্যতাঞ্চ রাজেন্দ্র সুর-রাক্ষস-পন্নগৈঃ।
পুরং সুরময়ীঞ্চৈব খচরং সুমহাপ্রভম্ ॥৯
সর্ব্বরত্নৈঃ সমুদ্ভিন্নং দুর্দ্ধর্ষমমরৈরপি।
মহর্ষি-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-পন্নগাসুর-রাক্ষসৈঃ ॥১০
সর্বকামগুণোপেতং বীতশোকমনাময়ম্।
ব্রহ্মণা ভরতশ্রেষ্ঠ কালকেয়কৃতে কৃতম্ ॥১১
তদেতৎ বপুরং দিব্যং চরত্যমরবর্জিতম্।
পৌলোমাধ্যুষিতং বীর কালকৈশ্চ দানবৈঃ ॥১২
হিরণ্যপুরমিত্যেবং খ্যায়তে নগরং মহৎ।
রক্ষিতং কালকেয়ৈশ্চ পৌলোমৈশ্চ মহাসুরৈঃ ॥১৩
ত এতে মুদিতা রাজন্নবধ্যাঃ সর্বদেবতৈঃ।
নিবসন্ত্যত্র রাজেন্দ্র সর্বোদ্বেগা নিরুৎসুকাঃ ॥১৪
মানুষাস্মদ্ভয়েভ্যশ্চ নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মণা পুরা।
এতানপি রণে পার্থ কালকঞ্জান্ দুরাসদান্।
বজ্রাস্ত্রেণ নয়ত্যাশু বিনাশং সুমহাবলান্ ॥১৫

অর্জুন উবাচ।

সুরাসুরৈরবধ্যাঃ তদহং জ্ঞাত্বা বিশাম্পতে।
অব্রুবং মাতলিং হৃষ্টো যাহ্যেতৎ পুরমগ্রতঃ ॥১৬

সর্ব্বপ্রকার পুষ্প ও ফলের রত্নময় বৃক্ষসমূহ ও অত্যন্ত মনোহর দিব্য পক্ষিসমূহ উহার শোভা বিস্তার করিতেছিল ।৪

সদা হৃষ্টচিত্ত এবং সুন্দর মাল্যপরিহিত অসুরগণ শূল, মুষল, ধনু, মুদ্গর প্রভৃতি হাতে লইয়া সেই পুরীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছিল ।৫

রাজন্! দৈত্যগণের ঐ অদ্ভুত পুরী দর্শন করিয়া আমি মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই অদ্ভুত বস্তুটি কি" ।৬

মাতলি বলিলেন,—পার্থ! দৈত্যকন্যা পুলোমা ও মহাসুরকন্যা কালকা—এই দুইজনে দিব্য সহস্র বৎসর তীব্র তপস্যা করিয়াছিল ।৭

তারপর তাহাদের তপস্যার শেষে ব্রহ্মা ঐ দুই জনকে বর দিলেন। তাহারা ব্রহ্মার কাছে এই বর চাহিলেন যে—আমার পুত্রগণের যেন দুঃখ দূর হয় ।৮

রাজেন্দ্র! তাহারা দেবতা, রাক্ষস ও পন্নগগণের অবধ্য হউক; এমন একটী পুরী তাহাদের বাসস্থানরূপে নির্ম্মিত হউক, যাহা বিমানের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিবে ও যাহা অত্যন্ত জ্যোতির্ম্ময়, রমণীয় ও সর্ব্বরত্নে পরিপূর্ণ হইবে এবং রোগ-শোকশূন্য হইবে; উহাতে মনোবাঞ্ছিত সমস্ত বস্তুই থাকিবে এবং মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, অসুর ও রাক্ষস-সকলের দুর্দ্ধর্ষ হইবে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া অমরবর্জ্জিত এই পুরী পৌলোম ও কালকঞ্জ অসুরগণের নিবাসের জন্য সৃষ্টি করিলেন। বীর! তদবধি তাহারাই এখানে বাস করে ।৯-১১

কালকের ও পৌলোম নামে মহাসুরগণের দ্বারা রক্ষিত এই বিশাল নগর হিরণ্যপুর নামে বিখ্যাত ।১৩

হে রাজেন্দ্র! সকল দেবতাগণের অবধ্য এই অসুরগণ এখানে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগশূন্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতেছে ।১৪

ত্রিদশেশগিরেো যাবৎ ক্ষয়মৈর্নয়াম্যহম্।
ন কথঞ্চিদ্ধি যে পাপা ন বধ্যা যে সুরদ্বিষঃ ॥১৭
উবাহ মাং ততঃ শীঘ্রং হিরণ্যপুরমন্তিকাৎ।
রথেন তেন দিব্যেন হরিযুক্তেন মাতলিঃ ॥১৮
তে মামালক্ষ্য দৈতেয়া বিচিত্রাভরণাম্বরাঃ।
সমুৎপেতুর্মহাবেগা রথানাস্থায় হংসিতাঃ ॥১৯
ততো নালীকনারাচৈর্ভল্লৈঃ শক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ।
প্রত্যয়ন্ দানবেন্দ্রা মাং ক্রুদ্ধাস্তীব্রপরাক্রমাঃ ॥২০
তদহং শরবর্ষেণ মহতা প্রত্যবারয়ম্।
শস্ত্রবর্ষং মহদ্ রাজন্ বিদ্যাবলমুপাশ্রিতঃ ॥২১

ব্যামোহয়ঞ্চ তান্ সর্বান্ রথমার্গেশ্চরন্ রণে।
তেঽন্যোন্যমভিসম্মূঢ়াঃ পাতয়ন্তি স্ম দানবাঃ ॥২২
তেষামেবং বিমূঢ়ানামন্যোন্যমভিধাবতাম্।
শিরাংসি বিশিখৈর্ঘোরৈর্ন্যহরং শতসঙ্ঘশঃ ॥২৩
তে বধ্যমানা দৈতেয়াঃ পুরমাস্থায় তৎ পুনঃ।
অমুঞ্চংস্তুঃ দনগয়া মায়ামাস্থায় দানবীম্ ॥২৪
ততোঽহং শরবর্ষেণ মহতা কুরুনন্দন।
মার্গমাবৃত্য দৈত্যানাং গতিং তেষামবারয়ম্ ॥২৫
তৎ পুরং খচরং দিব্যং কামগং সূর্য্যসপ্রভম্।
দৈতেয়ৈর্বরদানেন যাচ্যতে স্ম যথাসুখম্ ॥২৬

একমাত্র মানুষের হাতেই ইহাদের মৃত্যু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে পার্থ! তুমি এই মহাবলশালী হুণ্ড কালকেয় ও পৌলোম অসুরগণকেও শীঘ্র বজ্রাস্ত্রে সংহার কর।১৫

অর্জুন বলিলেন,—হে রাজন্! সুর ও অসুরের অবধ্য ইহা জানিয়া আমি হৃষ্টচিত্তে মাতলিকে বলিলাম,—আপনি শীঘ্র এই পুরীতে রথ লইয়া চলুন।১৬

দেবরাজদ্বেষী ইহাদিগকে অস্ত্রের দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। যে সকল পাপী অসুর দেবদ্বেষী, তাহাদিগকে না বিনাশ করিয়া আমি কোনক্রমেই ছাড়িব না।১৭

আমি এই কথা বলিলে মাতলি তখন ক্রত হিরণ্যপুরীর নিকট আমাকে অশ্বযুক্ত দিব্য সেই রথের দ্বারা লইয়া গেলেন।১৮

তাহারা আমাকে দেখামাত্রই বিচিত্র অলঙ্করণ-সমূহ ও দৈত্যকবচ পরিধান করিয়া রথে আরোহণ করত মহাবেগে আমার উপর আপতিত হইল।১৯

তখন প্রচণ্ড পরাক্রমী দানবেন্দ্রগণ ক্রোধে আমাকে নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল।২০

রাজন্! সেই সময় আমি বিদ্যাবলকে আশ্রয় করিয়া বিশাল বাণবর্ষণের দ্বারা তাহাদের সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রবর্ষণ নিবারণ করিলাম।২১

তারপর রণভূমিতে রথের বিভিন্ন গতি অবলম্বন করিয়া এমনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলাম যে, তাহাতে সেই দানবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিভ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল।২২

তাহারা যখন বিমূঢ় হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতেছিল, তখন আমি সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাদের শত শত মস্তকসমূহ কাটিয়া ফেলিতে লাগিলাম।২৩

এইভাবে দৈত্যগণ যখন নিহত হইতে লাগিল, তখন তাহারা পুনরায় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল এবং দানবী মায়াকে আশ্রয় করিয়া তাহারা নগরের সহিত আকাশে উত্থিত হইল।২৪

হে কুরুনন্দন! আমি তখন অত্যন্ত শরবর্ষণ করত দৈত্যগণের পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাদের গতিকে রোধ করিলাম।২৫

সেই কামচারী সূর্য্যসদৃশ জ্যোতির্ম্ময় দিব্য হিরণ্যপুরীকে দৈত্যগণ বরপ্রভাবে আকাশেই সুখের সহিত ধারণ করিয়া রহিল।২৬

ত্রিদশেশ্বরিষো যাবৎ ক্ষয়মস্ত্রৈর্নয়াম্যহম্।
ন কথঞ্চিদ্ধি মে পাপা ন বধ্যা যে সুরদ্বিষঃ ॥১৭
উবাহ মাং ততঃ শীঘ্রং হিরণ্যপুরমন্তিকাৎ।
রথেন তেন দিব্যেন হরিযুক্তেন মাতলিঃ ॥১৮
তে মামালক্ষ্য দৈতেয়া বিচিত্রাস্তরণাম্বরাঃ।
সমুৎপেতুর্মহাবেগা রথানাস্থায় হংসিতাঃ ॥১৯
ততো নালীকনারাচৈর্ভল্লৈঃ শক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ।
প্রত্যয়ন্ দানবেন্দ্রা মাং ক্রুরাস্ত্রৈঃপরাক্রমাঃ ॥২০
তদহং শরবর্ষেণ মহতা প্রত্যবারয়ম্।
শস্ত্রবর্ষং মহদ্ রাজন্ বিদ্যাবলমুপাশ্রিতঃ ॥২১

ব্যামোহয়ঞ্চ তান্ সর্বান্ রথমার্গেশ্চরন্ রণে।
তেঽন্যোন্যমভিসম্মূঢ়াঃ পাতয়ন্তি স্ম দানবান্ ॥২২
তেষামেবং বিমূঢ়ানামন্যোন্যমভিঘাতিনাম্।
শিরাংসি বিশিখৈর্ঘোরৈর্ন্যহনং শতসঙ্ঘশঃ ॥২৩
তে বধ্যমানা দৈতেয়াঃ পুরমাস্থায় তৎ পুনঃ।
অমুৎপেতুঃ সনগরা মায়ামাস্থায় দানবীম্ ॥২৪
ততোঽহং শরবর্ষেণ মহতা কুরুনন্দন।
মার্গমাবৃত্য দৈত্যানাং গতিং তেষামবারয়ম্ ॥২৫
তৎ পুরং খচরং দিব্যং কামগং সূর্য্যসপ্রভম্।
দৈতেয়ৈর্বরদানেন ধার্য্যতে স্ম যথাসুখম্ ॥২৬

একমাত্র মানুষের হাতেই ইহাদের মৃত্যু ব্রহ্মাকর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে পার্থ! তুমি এই মহাবলশালী হৃহৃষ কালকেয় ও পৌলোম অসুরগণকেও শীঘ্র বজ্রাস্ত্রে সংহার কর।১৫

অর্জুন বলিলেন,—হে রাজন্! সুর ও অসুরের অবধ্য ইহা জানিয়া আমি হৃষ্টচিত্তে মাতলিকে বলিলাম,—আপনি শীঘ্র এই পুরীতে রথ লইয়া চলুন।১৬

দেবরাজদ্বেষী ইহাদিগকে অস্ত্রের দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব। যে সকল পাপী অসুর দেবদ্বেষী, তাহাদিগকে না বিনাশ করিয়া আমি কোনরূপেই ছাড়িব না।১৭

আমি এই কথা বলিলে মাতলি তখন দ্রুত হিরণ্যপুরীর নিকট আমাকে অশ্বযুক্ত দিব্য সেই রথের দ্বারা লইয়া গেলেন।১৮

তাহারা আমাকে দেখামাত্রই বিচিত্র অঙ্গাভরণ-সমূহ ও দৈত্যকবচ পরিধান করিয়া রথে আরোহণ করত মহাবেগে আমার উপর আপতিত হইল।১৯

তখন প্রচণ্ড পরাক্রমী দানবেন্দ্রগণ ক্রোধে আমাকে নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল।২০

রাজন্! সেই সময় আমি বিদ্যাবলকে আশ্রয় করিয়া বিশাল বাণবর্ষণের দ্বারা তাহাদের সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রবর্ষণ নিবারণ করিলাম।২১

তারপর রণভূমিতে রথের বিভিন্ন গতি অবলম্বন করিয়া এমনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলাম যে, তাহাতে সেই দানবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিভ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল।২২

তাহারা যখন বিমূঢ় হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতেছিল, তখন আমি সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাদের শত শত মস্তকসমূহ কাটিয়া ফেলিতে লাগিলাম।২৩

এইভাবে দৈত্যগণ যখন নিহত হইতে লাগিল, তখন তাহারা পুনরায় পুরীমধ্যে প্রবেশ এবং দানবী মায়াকে আশ্রয় করিয়া তাহারা নগরের সহিত আকাশে উত্থিত হইল।২৪

হে কুরুনন্দন! আমি তখন অত্যন্ত শরবর্ষণ করত দৈত্যগণের পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাদের গতিকে রোধ করিলাম।২৫

সেই কামচারী সূর্য্যসদৃশ জ্যোতির্ম্ময় দিব্য হিরণ্যপুরীকে দৈত্যগণ বরপ্রভাবে আকাশেই সুখের সহিত ধারণ করিয়া রহিল।২৬

নাশকৃৎ বং পীড়য়িতুং তে তু মাং প্রত্যপীড়য়ন্।
তৈঃ পীড্যমানো বহুভিঃ কৃতাস্ত্রৈঃ কুশলৈর্যুধি ॥৩৯
ব্যথিতোঽস্মি মহারাজ ভয়ং চাগাম্মহন্মম।
ততোঽহং দেবদেবায় রুদ্রায় প্রণতো রণে ॥৪০
(প্রণতঃ প্রণতো ভূত্বা নমস্কৃত্য মহাত্মনে।)
যত্তি ভূতেভ্য ইত্যুক্ত্বা মহাস্ত্রং সমচোদয়ম্।
যৎ তদ্ রৌদ্রমিতি খ্যাতং সর্বামিত্রবিনাশনম্ ॥৪১
(মহৎ পাশুপতং দিব্যং সর্বলোকনমস্কৃতম্।)
ততোঽপশ্যং ত্রিশিরসং পুরুষং নবলোচনম্।
ত্রিমুখং ষড়্ভুজং দীপ্তমর্কজ্বলনমূর্জসম্ ॥৪২
লেলিহানৈর্মহানাগৈঃ কৃতচীরমমিত্রহন্।
(ভক্তানুকম্পিনং দেবং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।)

ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন সেই যুদ্ধস্থলে তাহাদের শত শত সহস্র সহস্র সঙ্ঘ দেখা যাইতে লাগিল। তাহারা বিচিত্র সুন্দর সুন্দর মুকুট, কবচ ও ধ্বজের সহিত আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের বিচিত্র সুন্দর বেশ দেখিয়া আমার হৃদয়ে যেন আনন্দই হইতেছিল। আমি যুদ্ধে দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বহু বাণবর্ষণের দ্বারা তাহাদিগকে পীড়িত করিতে পারিলাম না, পরন্তু তাহারা আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল। উহারা বহু অস্ত্র জানিত এবং যুদ্ধে নিপুণ ছিল, সুতরাং তাহাদের অস্ত্রাঘাতে অতিমাত্র পীড়িত হইয়া আমি সেই মহাসমরে ভয়ে আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। অনন্তর আমি অনন্যোপায় হইয়া মনে মনে দেবদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হইলাম এবং তাঁহাকে সংযতচিত্তে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া "সকল প্রাণীর কল্যাণ হউক"—ইহা বলিয়া সেই 'পাশুপাত' নামক বিখ্যাত সর্বশত্রুবিনাশন মহাস্ত্র যোজনা করিলাম। ইহার অপর নাম 'রৌদ্রাস্ত্র'। ৩৪-৪১

উহার প্রয়োগ করিতেই আমি একজন দিব্য

দিব্যাস্ত্রমন্ত্রপূতস্য ঘোরং রৌদ্রং সনাতনম্ ॥৪৩
দৃষ্ট্বা গাণ্ডীবসংযোগমানীয় ভরতর্ষভ।
নমস্কৃত্বা ত্রিনেত্রায় সর্বাগ্নিতেজসে ॥৪৪
মুক্তবান্ দানবেন্দ্রাণাং পরাভবায় ভারত।
মুক্তমাত্রে ততস্তস্মিন্ রূপাণ্যাসন্ সহস্রশঃ ॥৪৫
মৃগাণামথ সিংহানাং ব্যাঘ্রাণাঞ্চ বিশাম্পতে।
ঋক্ষাণাং মহিষাণাঞ্চ পন্নগানাং তথা গবাম্ ॥৪৬
শরভাণাং গজানাঞ্চ বানরাণাঞ্চ সঙ্ঘশঃ।
ঋষভাণাং বরাহাণাং মার্জারাণাং তথৈব চ ॥৪৭
শালাবৃকাণাং প্রেতানাং ভল্লুকানাঞ্চ সর্বশঃ।
গৃধ্রাণাং গরুড়ানাঞ্চ চমরাণাং তথৈব চ ॥৪৮

পুরুষকে দেখিতে পাইলাম। যাঁহার মস্তক তিনটী, মুখ তিনটী, নয়টী চক্ষু, ছয়টী হাত এবং যাঁহার কেশসমূহ সূর্য ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং যিনি অতিশয় তেজস্বী ছিলেন।৪২

অক্লেশকর্মা। যাহাদের জিহ্বা সর্বদা লক্ লক্ করিত, এমন বৃহৎ বৃহৎ বহু নাগ যাঁহার বস্ত্রখণ্ড ছিল। (তিনি নাগরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ভক্তানুকম্পাপরায়ণ দেবদেব মহাদেব ছিলেন।) তাঁহাকে দেখিয়াই আমার মনের সমস্ত ভয় দূরীভূত হইল। হে ভরতর্ষভ! আমি পুনরায় সেই ভয়ঙ্কর এবং সনাতন পাশুপত অস্ত্র গাণ্ডীব ধনুতে সংযোগ করিয়া অগ্নিতেজা ত্রিলোচন ভগবান্ শঙ্করকে নমস্কার করিলাম। হে ভারত। তারপর সেই শ্রেষ্ঠ দানবগণের পরাভবের জন্য উহা নিক্ষেপ করিলাম। নিক্ষিপ্ত হওয়ামাত্রই ঐ অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি হইতে লাগিল।৪৩-৪৫

মহারাজ। মৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, পন্নগ, গোরু, শরভ, হস্তী, বানর, ঋষভ, বরাহ, বিড়াল, শালাবৃক, প্রেত, ভল্লুক, গৃধ্র, গরুড়, চমর,

দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ গন্ধর্বাণাঞ্চ সর্বশঃ।
পিশাচানাং সযক্ষাণাং তথৈব চ সুরদ্বিষাম্ ॥৪৯

গুহকানাঞ্চ সংগ্রামে রৈর্ক্তানাং তথৈব চ।
ঋষাণাং গজবক্ত্রাণামুলূকানাং তথৈব চ ॥৫০

যীনবাজিসরূপাণাং নানাশস্ত্রাসিপাণিনাম্।
তথৈব যাতুধানানাং গদামুদ্গরধারিণাম্ ॥৫১

এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভির্নানারূপধরৈস্তথা।
সর্বমাসীজ্জগদ্ ব্যাপ্তং তস্মিন্নস্ত্রে বিসর্জিতে ॥৫২

ত্রিশিরোভিশ্চতুর্দংষ্ট্রৈশ্চতুরাস্যৈশ্চতুর্ভুজৈঃ।
অনেকরূপসংযুক্তৈর্মাংসমেদোবসাশিভিঃ ॥৫৩

অভীক্ষ্ণং ঘ্নদ্যমানাস্তে দানবা নাশমাগতাঃ।
অর্কজ্বলনতেজোভির্বজ্রাশনিসমপ্রভৈঃ ॥৫৪

অস্ত্রিসারময়ৈশ্চাস্ত্রৈর্ঘোরৈরপি নিরর্হণৈঃ।
হন্যমানাঃ দানবান্ সর্বান্ মুহূর্তেনৈব ভারত ॥৫৫

গাণ্ডীবাস্ত্রপ্রযুক্তাংস্তান্ গতাসূন্ বসুসঞ্চয়ান্।
দৃষ্ট্বাহং প্রাণদং ভূয়স্ত্রিপুরঘ্নায় বেধসে ॥৫৬

তথা রৌদ্রাস্ত্রনির্দিষ্টান্ দিব্যাভরণভূষিতান্।
নিশম্য পরমং হর্ষমগমদ্ দেবসত্তমঃ ॥৫৭

তদসহ্যং কৃতং কর্ম দেবৈরপি দুরাসদম্।
দৃষ্ট্বা মাং পূজয়ামাস মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥৫৮

উবাচ বচনং চেদং প্রীয়মাণঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
সুরাসুরৈরসহ্যং হি কর্ম যৎ সাধিতং ত্বয়া ॥৫৯

ন হ্যেতৎ সংযুগে কর্তুমপি শক্তঃ সুরেশ্বরঃ।
(ধ্রুবং ধনঞ্জয় প্রীতস্ত্বয়ি শক্রঃ পুরার্দনঃ।)
সুরাসুরৈরবধ্যং হি পুরমেতৎ খগং মহৎ ॥৬০

প্রভৃতি হিংস্র ও অহিংস্র সহস্র সহস্র জন্তু; দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, পিশাচ, যক্ষ, গুহক, দেবদ্রোহী রাক্ষস প্রভৃতি অতিমানুষ সহস্র সহস্র জীব, মৎস্য, মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু এবং গদা-মুদ্গরাদি অস্ত্রধারী সহস্র সহস্র রাক্ষস ঐ পাশুপত অস্ত্র হইতে সৃষ্ট হইতে লাগিল।৪৬-৪১

গাণ্ডীবনির্মুক্ত ঐ অস্ত্র হইতে এইরূপ এবং ইহা হইতেও অন্যরূপ নানাবিধ প্রাণীর দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া গেল।৪২

উহা হইতে উৎপন্ন ত্রিশিরা, চতুর্দংষ্ট্র, চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি বহুরূপধারী এবং মাংস, মেদ, বসা ও অস্থিসমূহে ভক্ষণশীল ভূতগণ সমূহ নির্গত হইল। সেই সময় উহাদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহৃত হইয়া সমর দানব বিনষ্ট হইল। হে ভারত! তখন আমি অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় তীব্রবিশিষ্ট বজ্রসদৃশ অস্ত্রসমূহ এবং তাদৃশ বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করত এক মুহূর্তের (দুই ঘণ্টা বা ৪৮ মিনিট) মধ্যেই সকল দানবকে সংহার করিলাম।৪৩-৪৪

গাণ্ডীবনির্মুক্ত ঐ অস্ত্রের প্রভাবে সমস্ত দানব নিহত হইয়া শূন্য হইতে নীচে পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমি পুনরায় ত্রিপুরাসুরনাশী মহাদেবকে প্রণাম করিলাম।৪৬

দিব্যাভরণভূষিত দানবগণকে ঐ রৌদ্রাস্ত্রে নিষ্পিষ্ট হইতে দেখিয়া দেবসারথি মাতলি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।৪৭

দেবগণেরও অসহ্য এবং অসাধ্য আমার সেই কর্ম দেখিয়া ইন্দ্রসারথি মাতলি আমাকে অত্যন্ত সম্মানিত করিলেন।৪৮

তিনি পরমপ্রীত হইয়া করযোড়ে এই কথা বলিলেন,—"হে পার্থ! আপনি সম্মিলিত সুর ও অসুরেরও অসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন।৪৯

স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের সংগ্রামে এরূপ কার্য করিবার সামর্থ্য ছিল না। (হিরণ্যপুরমর্দন বীরবর

ত্বয়া বিমথিতং বীর স্ববীর্য্যতপসো বলাৎ।
বিধ্বস্তে খপুরে তস্মিন্ দানবেষু হতেষু চ ॥৬১

বিনষ্টাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা নিষ্পেতুর্নগরাদ্ বহিঃ।
প্রকীর্ণকেশ্যো ব্যথিতাঃ কুররঃ্য ইব দুঃখিতাঃ ॥৬২

পেতুঃ পুত্রান্ পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ শোচমানা মহীতলে।
রুদত্যো দীনকণ্ঠ্যস্ত বিনদন্ত্যো হতেশ্বরাঃ ॥৬৩

ঊরূংশ্চ পরিনিঘ্নন্ত্যো বিস্রস্তভ্রমমূর্দ্ধজাঃ।
ওচ্চৈঃকরুণমাক্রন্দং দুঃখদৈন্যসমাহতম্ ।৬৪

ন ব্যভৌ দানবপুরং হতবিট্কং হতেশ্বরম্।
গন্ধর্বনগরাকারং হতনাগমিব হ্রদম্ ॥৬৫

শুষ্করুক্ষবিবারণ্যমদৃশ্যমভবৎ পুরম্।
মাং তু সংহৃষ্টমনসং ক্ষিপ্রং মাতলয়ানয়ৎ ।৬৬

দেবরাজস্য ভবনং কৃতকর্ম্মাণমাহবাৎ।
হিরণ্যপুরমুৎসৃজ্য নিহত্য চ মহাসুরান্ ।৬৭

নিবাতকবচাংশ্চৈব ততোঽহং শক্রমাগমম্।
মম কর্ম্ম চ দেবেন্দ্রং মাতলির্বিস্তরেণ তৎ ॥৬৮

সর্বং বিস্রাবয়ামাস যথাভূতং মহাদ্যুতে।
হিরণ্যপুরঘাতঞ্চ মায়ানাঞ্চ নিবারণম্ ॥৬৯

নিবাতকবচানাঞ্চ বধং সংখ্যে মহৌজসাম্।
শ্রুত্বা ভগবান্ প্রীতঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥৭০
মরুদ্ভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ সাধু সাধ্বিত্যথাব্রবীৎ।

(পরিষজ্য চ মাং প্রেম্না মূর্দ্ধ্নি চাঘ্রায় সস্নিভম্।)
ততো মাং দেবরাজো বৈ সমাশ্বাস্য পুনঃ পুনঃ ॥৭১

ধনঞ্জয়! নিশ্চয়ই ইন্দ্র আপনার উপর সন্তুষ্ট হইবেন।) এই আকাশচারী বিশাল নগর সুর এবং অসুরেরও অবধ্য ছিল।৬০

বীর! আজ আপনার বীর্য্য ও তপস্যার বলেই এই নগর বিমথিত হইয়াছে। এই আকাশস্থিতা পুরী বিধ্বস্তা ও দানবগণ নিহত হইলে অসুরস্ত্রীগণ অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া কুররীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বিস্রস্তকেশে নগরের বাহিরে আসিল।৬১-৬২

তাহারা কেহ নিজ পুত্রের জন্য, কেহ পিতার জন্য, কেহ বা ভ্রাতার জন্য শোক করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল। যাহাদের পতি নিহত হইয়াছে, তাহারা দীনতাপূর্ণ কণ্ঠে করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে নিজ নিজ উরুতে আঘাত করিতে লাগিল। তখন তাহাদের মাল্য, ভূষণাদি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল।

শোকময়, দুঃখদৈন্যাহত, শ্রীহীন ও দানবাদি প্রভুশূন্য সেই দানবপুরী নিষ্প্রভ হইয়া পড়ায় তখন আর শোভা পাইতেছিল না।

গন্ধর্বনগরের ন্যায় তখন তাহার আর কোন অস্তিত্বই ছিল না। যাহার হস্তী নিহত হইয়াছে এবং যাহার বৃক্ষ শুকাইয়া গিয়াছে, তাদৃশ হ্রদ ও বনের ন্যায় এই নগর তখন অদর্শনীয় হইয়া পড়িল।

যুদ্ধে কৃতকার্য্য হওয়ায় আমার মনে খুবই আনন্দ হইয়াছিল, মাতলি আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে যুদ্ধস্থল হইতে দেবরাজের পুরী অমরাবতীতে লইয়া চলিলেন।

নিবাতকবচ দৈত্য (কালকেয় ও পৌলোম অসুর)-গণকে বধ করিয়া এবং বিধ্বস্ত হিরণ্যপুরকে ত্যাগ করিয়া আমি দেবরাজের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। মহাতেজস্বিন্! মাতলি আমার কর্ম, যুদ্ধ ও অসুরনিধন বৃত্তান্ত সমস্তই বিস্তারিতভাবে দেবরাজের নিকট বর্ণনা করিলেন। যুদ্ধে মহাবলবান্ নিবাতকবচ দৈত্যগণের বধ, হিরণ্যপুরের ধ্বংস এবং আসুরী মায়ার নিবারণ প্রভৃতি সকল কথা শুনিয়া ভগবান্ সহস্রলোচন পুরন্দর মরুদাদি দেবতাগণের সহিত আমাকে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিলেন। (এবং

অব্রবীদ্ বিবুধৈঃ সার্দ্ধমিদং স মধুরং বচঃ।
অতিদেবাসুরং কর্ম কৃতমেব ত্বয়া রণে ॥৭২

গুরুর্থশ্চ কৃতঃ পার্থ মহাশত্রূন্ ত্বয়া মম।
এবমেব সদা ভাব্যং স্থিরেণাজৌ ধনঞ্জয় ॥৭৩

অসম্মূঢ়েন চাস্ত্রাণাং কর্ত্তব্যং প্রতিপাদনম্।
অবিষহ্যো রণে হি ত্বং দেব-দানব-রাক্ষসৈঃ ॥৭৪

সযক্ষাসুর-গন্ধর্ব্বৈঃ সপক্ষিগণ-পন্নগৈঃ।
বসুধাং চাপি কৌন্তেয়স্ত্বয়াদ্যবসিজিতাম্।
পালয়িষ্যতি ধর্ম্মাত্মা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বণি হিরণ্যপুরদৈত্যবধে ত্রিসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৩

স্থিরহস্তে প্রেমের সহিত আমাকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।) তারপর দেবরাজ আমাকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিয়া দেবতাগণের সহিত আমাকে মধুরবাক্যে বলিলেন—তুমি যুদ্ধে তোমার কর্ম্মের দ্বারা দেবতা ও অসুরগণকেও অতিক্রম করিয়াছ।৬৮-৭২

হে পার্থ! তুমি গুরুদক্ষিণারূপে আমার মহাশত্রুগণকে সংহার করিয়াছ। হে ধনঞ্জয়! তুমি সর্ব্বদাই যুদ্ধে এইরূপ স্থির থাকিবে এবং সংমোহপ্রাপ্ত না হইয়া অস্ত্রসমূহের স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে যথাযথ প্রয়োগ করিবে। দেব, দানব ও রাক্ষস,যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, পক্ষী প্রভৃতি কেহই তোমার সম্মুখীন হইতে পারিবে না। হে কৌন্তেয়! তোমার বাহুবিজিতা বসুন্ধরাকেই ধর্ম্মাত্মা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির পালন করিবেন।৭৩-৭৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে হিরণ্যপুর-দৈত্যবধবিষয়ক ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৩

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনাননতঃ সর্ব্বং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরস্যানন্দপ্রকাশঃ, দিব্যাস্ত্রদর্শনায় ইচ্ছাপ্রকাশশ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

ততো মামতিবিশ্বস্তং সংরূঢ়ণবিক্ষতম্।
দেবরাজো বিগৃহ্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥১

দিব্যাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ত্বয়ি তিষ্ঠন্তি ভারত।
ন ত্বামভিভবিতুং শক্তো মানুষো ভুবি কশ্চন ॥২

ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণঃ শকুনিঃ সহ রাজভিঃ।
সংগ্রামমুখে তে পুত্র কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৩

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়

[অর্জুনের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের আনন্দপ্রকাশ ও দিব্যাস্ত্রসমূহ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ।]

অর্জ্জুন বলিলেন,—তারপর আমি দেবরাজের অতি বিশ্বাসের পাত্র হইলাম। আমার শরীরের বাণজাত ক্ষতগুলিও পূর্ণ হইয়া গেল। তখন দেবরাজ একদিন আমার হাত ধরিয়া বলিলেন।১

হে ভারত! সমস্ত দৈবাস্ত্র তোমার কাছে আছে। ভূতলে কোন মানুষই তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না।২

ইদঞ্চ মে তনুত্রাণং প্রাযচ্ছন্মঘবান্ প্রভুঃ।
অভেদ্যং কবচং দিব্যং শ্রজঞ্চৈব হিরণ্ময়ীম্ ॥৪

দেবদত্তঞ্চ মে শঙ্খং পুনঃ প্রাদাদ্মহারবম্।
দিব্যং চেদং কিরীটং মে স্বয়মিন্দ্রো যুযোজ হ ॥৫

ততো দিব্যানি বস্ত্রাণি দিব্যান্যাভরণানি চ।
প্রাদাচ্ছক্রো মহৈতানি রুচিরাণি বৃহন্তি চ ॥৬

এবং সম্পূজিতস্তত্র সুখমস্ম্যুষিতো নৃপ।
ইন্দ্রস্য ভবনে পুণ্যে গন্ধর্বশিশুভিঃ সহ ॥৭

ততো মামব্রবীচ্ছক্রঃ প্রীতিমানমরৈঃ সহ।
সময়োঽয়ং ন্যস্তঃ তে ভ্রাতরো হি স্মরন্তি তে ॥৮

এবমিন্দ্রস্য ভবনে পঞ্চ বর্ষাণি ভারত।
উষিতানি ময়া রাজন্ স্মরতা দ্যূতজং বলিম্ ॥৯

ততো ভবন্তমদ্রাক্ষং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্।
গন্ধমাদনপাদস্থ পর্ব্বতস্যাস্য মূর্দ্ধনি ॥১০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিষ্ট্যা ধনঞ্জয়াস্ত্রাণি ত্বয়া প্রাপ্তানি ভারত।
দিষ্ট্যা চারাধিতো রাজা দেবানামীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥১১

দিষ্ট্যা চ ভগবান্ স্থাণুর্দেব্যা সহ পরন্তপ।
সাক্ষাদ্ দৃষ্টঃ স্বযুদ্ধেন তোষিতশ্চ ত্বয়ানঘ ॥১২

দিষ্ট্যা চ লোকপালৈস্ত্বং সমেতো ভরতর্ষভ।
দিষ্ট্যা বর্ষাণ্যহে পার্থ দিষ্ট্যাসি পুনরাগতঃ ॥১৩

পুত্র। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ এবং রাজগণের সহিত শকুনি কেহই যুদ্ধে অবস্থান করিয়া তোমার কাছে তোমার ষোলভাগের একভাগও যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবে না।৩

দেবরাজ ইন্দ্র আমার শরীর রক্ষার জন্য এই দিব্য অভেদ্য কবচ, এই দিব্য হিরণ্ময়ী মালা আমাকে প্রদান করিয়াছেন।৪

পুনরায় এই দিব্য রত্নময় কিরীট দেবরাজ স্বয়ং স্বহস্তে আমাকে পরাইয়া দিলেন এবং পুনরায় এই মহাশব্দকারী দেবদত্ত শঙ্খও আমাকে দান করিলেন।৫

তারপর এই সকল মনোহর ও বিশাল দিব্য বস্ত্র ও দিব্য আভরণসমূহ ইন্দ্র নিজেই আমাকে দিলেন।৬

মহারাজ! এইরূপে সমাদৃত হইয়া আমি পবিত্র ইন্দ্রপুরীতে গন্ধর্বকুমারগণের সহিত সুখে অবস্থান করিতে লাগিলাম।৭

তারপর একদিন ইন্দ্র প্রীতমনে অন্যান্য দেবতাগণের সহিত আমাকে বলিলেন,—হে অর্জুন! তোমার এইবার যাইবার সময় হইয়াছে; তোমার ভ্রাতৃবৃন্দ তোমাকে স্মরণ করিতেছে।৮

হে ভরতবংশধর রাজন্! এইরূপে ইন্দ্রপুরীতে অক্ষক্রীড়া-জনিত আমাদের কলহের কথা স্মরণ করিতে করিতে পাঁচ বৎসর সুখে কাটাইয়াছি।৯

তারপর এই গন্ধমাদনের শাখাস্বরূপ এই পর্ব্বতের শিখরে ভ্রাতৃগণপরিবৃত আপনাকে আসিয়া দর্শন করিলাম।১০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ধনঞ্জয়! আমাদের সকলের ইহা বড়ই সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি সমস্ত দিব্যাস্ত্র পাইয়াছ। ভারত! ভাগ্যের ফলে তুমি প্রভাবশালী দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করিয়াছ।১১

হে পরন্তপ! সৌভাগ্যবশতঃ তুমি দেবী পার্ব্বতীর সহিত ভগবান্ দেবাদিদেব শঙ্করের আরাধনা করিয়া সাক্ষাৎ তাঁহার দর্শন পাইয়াছ এবং নিজ যুদ্ধের দ্বারা তাঁহার সন্তোষ অর্জন করিয়াছ।১২

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! সৌভাগ্যবশতঃ তুমি লোকপালগণের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছ।

অদ্য কৃৎস্নাং মহীং দেবীং বিজিতাং পুরুষর্ষভৈঃ।
মন্যে চ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রানপি বশীকৃতান্ ॥১৪
ইচ্ছামি তানি চাস্ত্রাণি দ্রষ্টুং দিব্যানি ভারত।
যৈস্তথা বীর্য্যবন্তস্তে নিবাতকবচা হতাঃ ॥১৫

অর্জ্জুন উবাচ।

শ্বঃ প্রভাতে তবাস্ত্রাণি দ্রষ্টা দিব্যান্যশেষতঃ।
নিবাতকবচা ঘোরা যৈর্ম্মহা বিনিপাতিতাঃ ॥১৬

সৌভাগ্যবশতঃই আমরা উন্নতির পথে আরোহণ করিতেছি। পার্থ! ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি পুনরায় আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছ।১৩

আজ আমার মনে হইতেছে যে, আমরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে পরাভূত করিয়া পুনরায় নগর-সুশোভিতা সমগ্রা পৃথিবীদেবীকে জয় করিয়াছি।১৪

ভারত! আমার ইচ্ছা হইতেছে, তুমি যে সকল দৈবাস্ত্র দ্বারা মহাপরাক্রমী নিবাতকবচাদি অসুরগণকে বধ করিয়াছ, তাহাদিগকে একবার দেখি।১৫

অর্জ্জুন বলিলেন,—যে সকল দিব্যাস্ত্রে আমি ভয়ঙ্কর নিবাতকবচাদি অসুরগণকে নিপাতিত করিয়াছি, আগামী কাল আপনি সেগুলিকে দেখিবেন।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে স্বর্গ হইতে নিজ আগমনবৃত্তান্ত বলিয়া ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণের সহিত সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন।১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাগমনং তত্র কথয়িত্বা ধনঞ্জয়।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈ রজনীং তামুবাস হ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বণি অস্ত্রদর্শনসঙ্কেতে চতুঃসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ।১৭৪

শ্রীমদ্ভগবদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে অস্ত্রদর্শনসঙ্কেতবিষয়ক চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৪

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদাদিভিদিব্যাস্ত্রপ্রদর্শনাদ্ অর্জুনস্য নিবারণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
উত্থায়াবশ্যকার্য্যাণি কৃতবান্ ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১

ততঃ সকোদয়ামাস সোঽর্জুনং ভ্রাতৃনন্দনম্।
দর্শয়াস্ত্রাণি কৌন্তেয় যৈর্জিতা দানবাস্ত্বয়া ॥২

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রদর্শন হইতে অর্জুনকে নারদাদি কর্ত্তৃক নিবারণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই রাত্রি ব্যতীত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উত্থিত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিলেন।১

তারপর ভ্রাতৃগণের আনন্দবর্দ্ধন অর্জুনকে বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! তুমি যে সকল অস্ত্রদ্বারা

তত্তো ধনঞ্জয়ো রাজন্ দেবৈর্দত্তানি পাণ্ডবঃ।
অস্ত্রাণি তানি দিব্যানি দর্শয়ামাস ভারত ॥৩
যথান্যায়ং মহাতেজাঃ শৌচং পরমমাস্থিতঃ।
(নমস্কৃত্য ত্রিনেত্রায় বাসবায় চ পাণ্ডবঃ।)
গিরিকূবরপাদাক্ষং শুভবেণু ত্রিবেণুমৎ ॥৪
পাণ্ডুরং রথমাস্থায় শোভমানো ধনঞ্জয়।
দিব্যেন সংবৃতস্তেন কবচেন সুবর্চসা ॥৫
ধনুরাদায় গাণ্ডীবং দেবদত্তং স বারিজম্।
শোভয়মানঃ কৌন্তেয় আনুপূর্ব্ব্যান্মহাভুজঃ ॥৬
অস্ত্রাণি তানি দিব্যানি দর্শনায়োপচক্রমে।
অথ প্রযোক্ষ্যমাণেষু দিব্যেষ্বস্ত্রেষু তেষু বৈ ॥৭
সমাক্রান্তা মহী পদ্ভ্যাং সমকম্পত সদ্রুমা।
ক্ষুভিতাঃ সরিতশ্চৈব তথৈব চ মহোদধিঃ ॥৮
শৈলাশ্চাপি ব্যদীর্য্যন্ত ন ববৌ চ সমীরণঃ।
ন ভভাসে সহস্রাংশুর্ন জজ্বাল চ পাবকঃ ॥৯
ন বেদাঃ প্রতিভান্তি স্ম দ্বিজাতীনাং কথঞ্চন।
অন্তর্ভূমিগতা যে চ প্রাণিনো জনমেজয় ॥১০
পীড্যমানাঃ সমুত্থায় পাণ্ডবং পর্য্যবারয়ন্।
বেপমানাঃ প্রাঞ্জলয়স্তে সর্বে বিকৃতাননাঃ ॥১১
মহদ্ভয়ান্তথাত্রৈস্তে যাচন্তি স্ম ধনঞ্জয়ম্।
ততো ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব সিদ্ধা যে চ মহর্ষয়ঃ ॥১২
জঙ্গমানি চ ভূতানি সর্বাণ্যেবাবতস্থিরে।
দেবর্ষয়শ্চ প্রবরাস্তথৈব চ দিবৌকসঃ ॥১৩
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব্বাস্তথৈব চ পতত্রিণঃ।
খেচরাণি চ ভূতানি সর্বাণ্যেবাবতস্থিরে ॥১৪

দানবগণকে জয় করিয়াছিলে, সেই অস্ত্রগুলি তুমি আমাদিগকে দেখাও।২

হে ভারতবংশধর মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় তখন দেবগণপ্রদত্ত সেই দিব্যাস্ত্রসমূহ দেখাইতে লাগিলেন।৩

মহাতেজা অর্জ্জুন প্রথমে স্নান করিয়া শুচি হইলেন এবং (ত্রিলোচন শঙ্কর এবং বাসবকে নমস্কার করিয়া) অত্যন্ত তেজস্বী দিব্য কবচ ধারণ করত পৃথিবীরূপ রথে আরোহণ করিয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হইলেন। পঞ্জর হইল সেই রথের কূবর (রথের যুগকাষ্ঠ বন্ধনের জন্য কাষ্ঠবিশেষ), দুই পক্ষ হইল তাহার চক্র এবং সুন্দর বংশবন হইল তাহার ত্রিবেণু (রথের অঙ্গবিশেষ)। তারপর গাণ্ডীব ধনু ও ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ ধারণ করিয়া মহাবাহু কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া ক্রমান্বয়ে সমস্ত দিব্যাস্ত্র প্রদর্শন করিতে উদ্যোগ করিলেন। যেমন তিনি দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনই অর্জ্জুনের পাদভরে পৃথিবী বৃক্ষের সহিত কাঁপিতে লাগিলেন এবং সমুদ্র ও নদীসমূহ ক্ষুভিত হইতে লাগিল।৪-৮

তখন পর্ব্বতসমূহ বিদীর্ণ হইতে লাগিল; বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হইল; সূর্য্যের দীপ্তি নষ্ট হইয়া যাইল এবং অগ্নির প্রজ্বলন বন্ধ হইল।৯

ব্রাহ্মণগণের কোনরূপেই বেদের স্মৃতি হইল না। হে জনমেজয়! ভূমির অভ্যন্তরস্থ প্রাণিগণ পীড়িত হইয়া ভূমির অভ্যন্তর হইতে উঠিয়া পড়িল এবং তাহারা সকলে বিকৃতমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁপিতে কাঁপিতে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে নিবারণ করিতে লাগিল।১০-১১

সেই দিব্যাস্ত্রসমূহে অত্যন্ত ভয় হইয়া তাহারা অর্জ্জুনের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। সেই সময় ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ, মহর্ষি, শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও পতঙ্গাদি সমস্ত আকাশচারী প্রাণীই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১২-১৪

ততঃ পিতামহশ্চৈব লোকপালাশ্চ সর্বশঃ।
ভগবাংশ্চ মহাদেবঃ সগণোঽভ্যাযযৌ তদা ॥১৫

ততো বায়ুর্মহারাজ দিব্যৈর্মাল্যৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
অভিতঃ পাণ্ডবং চিত্রৈরবচক্রে সমন্ততঃ ॥১৬

জগুশ্চ গাথা বিবিধা গন্ধর্বাঃ সুরচোদিতাঃ।
ননৃতুঃ সঙ্ঘশশ্চৈব রাজন্নপ্সরসাং গণাঃ ॥১৭

তস্মিংশ্চ তাদৃশে কালে নারদশ্চোদিতঃ সুরৈঃ।
আগম্যাহ বচঃ পার্থ শ্রবণীয়মিদং নৃপ ॥১৮

অর্জুনার্জুন মা যুঙ্ক্ষ্ব দিব্যান্যস্ত্রাণি ভারত।
নৈতানি নিরধিষ্ঠানে প্রযুজ্যন্তে কথঞ্চন ॥১৯

অধিষ্ঠানে ন বা নার্তঃ প্রযুঞ্জীত কদাচন।
প্রয়োগেষু মহান্ দোষো হ্যস্ত্রাণাং কুরুনন্দন ॥২০

এতানি রক্ষ্যমাণানি ধনঞ্জয় যথাগমম্।
বলবন্তি সুখার্হাণি ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥২১

অরক্ষ্যমাণান্যেতানি ত্রৈলোক্যস্যাপি পাণ্ডব।
ভবন্তি স্ম বিনাশায় তস্মাদ্ভূয়ঃ কৃথাঃ ক্বচিৎ ॥২২

অজাতশত্রো ত্বং চৈব ত্রক্ষ্যসে তানি সংযুগে।
যোজ্যমানানি পার্থেন দিব্যাস্ত্রাণ্যবমর্দনে ॥২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
নিবার্যাথ ততঃ পার্থং সর্বে দেবা যথাগতম্।
জগ্মুরন্যে চ যে তত্র সমাজগ্মুর্নরর্ষভ ॥২৪

তারপর পিতামহ, সমস্ত লোকপালগণ এবং ভগবান্ মহাদেবও স্বীয় প্রমথগণের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১৫

মহারাজ! তারপর বায়ু দিব্য বিচিত্র সুগন্ধি মাল্যসমূহ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর চারিদিক্ হইতে বর্ষণ করিতে লাগিলেন।১৬

রাজন্! দেবপ্রেরিত গন্ধর্বগণ বিবিধ গাথা গান করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন।১৭

হে নৃপ! সেই সময় দেবগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া দেবর্ষি নারদ আগমন করত অর্জুনকে এই শ্রবণযোগ্য কথা বলিলেন।১৮

হে অর্জুন! অর্জুন! এই সময়ে তুমি দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিও না। হে ভারত! এগুলি লক্ষ্য ব্যতিরেকে কখনও প্রয়োগ করিতে নাই।১৯

আবার লক্ষ্য বর্তমান থাকিলেও নিজে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সঙ্কটে না পড়িলে উহার প্রয়োগ করিবে না। হে কুরুনন্দন! এই দিব্যাস্ত্রগুলির অনুচিতরূপে প্রয়োগ করিলে মহা অনর্থ হইবে।২০

হে ধনঞ্জয়! শাস্ত্রানুসারে এই অস্ত্রসমূহ শুধু সুরক্ষিত করিয়া রাখিলেই অস্ত্রগুলি বলবান্ থাকে ও সুখের কারণ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই।২১

পাণ্ডুনন্দন! এইগুলি সুরক্ষিত করিয়া না রাখিলে ইহারা ত্রিলোকের নাশের কারণ হয়; সুতরাং পুনরায় এইরূপ বৃথা অস্ত্রপ্রদর্শন কখনও করিবে না।২২

হে অজাতশত্রো যুধিষ্ঠির! তুমি এই অস্ত্রসকলের শক্তি তখনই দেখিতে পাইবে, যখন অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনাশের জন্য ইহাদের প্রয়োগ করিবে।২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! তারপর অর্জুনকে নিবারণ করিয়া সকল দেবতা এবং অন্যান্য যে সকল প্রাণী সেখানে আসিয়াছিলেন, সকলেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন।২৪

তেষু সর্ব্বেষু কৌরব্য প্রতিযাতেষু পাণ্ডবাঃ।
তস্মিন্নেব বনে রম্যে উষুঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বণি অস্ত্রদর্শনে পঞ্চনপ্ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৫

কুরুনন্দন! তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলে পাণ্ডবগণ আনন্দিতচিত্তে সেই বনে কৃষ্ণার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বে অস্ত্রদর্শনবিষয়ক পঞ্চনপ্ত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৫

(আজগরপর্ব)

ষট্‌সপ্ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ সহ ভীমস্যালাপঃ, গন্ধমাদনপর্ব্বতাৎ পাণ্ডবানাং প্রস্থানঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

তস্মিন্ কৃতাস্ত্রে রথিনাং প্রবীরে
প্রত্যাগতে ভবনাদ্ বৃত্রহন্তুঃ।
অতঃ পরং কিমকুর্ব্বন্ত পার্থাঃ
সহৈত্য পূর্ব্বেণ বনস্থলেন ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বনেষু তেষেব তু তে নরেন্দ্রাঃ
সহার্জুনেনেন্দ্রসমেন বীর্য্যাঃ।
তস্মিংশ্চ শৈলপ্রবরে সুরম্যে
বনেষরাক্রীড়গতা বিজহ্রুঃ ॥২

বেশ্মানি তাস্তপ্রতিমানি পশ্যন্
ক্রীড়াশ্চ নানাক্রমসন্নিবদ্ধাঃ।
চচার বশ্মী বহুধা নরেন্দ্রঃ
সোদ্বেগ্রেষু ধৃতঃ সততং কিরীটী ॥৩

অবাপ্য বাসং নরদেবপুত্রাঃ
প্রসাদজং বৈশ্রবণস্য রাজ্ঞঃ।
ন প্রাণিনাং তে স্পৃহয়ন্তি রাজন্
শিবশ্চ কালঃ স বভূব তেষাম্ ॥৪

(আজগরপর্ব্ব)

ষট্‌সপ্ত্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের সহিত ভীমের আলাপ এবং গন্ধমাদনপর্ব্বত হইতে পাণ্ডবগণের প্রস্থান।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ মহাবীর বনস্থ দিব্যাস্ত্রসমূহ শিক্ষা করিয়া বৃত্রাসুরহন্তা ইন্দ্রের ভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর কুন্তীপুত্রগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সেখানে কি করিলেন?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই নরশ্রেষ্ঠ বীর পাণ্ডবগণ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী অর্জ্জুনের সঙ্গে পরমানন্দে সেই কুবেরের ক্রীড়োদ্যানরূপ পরম রমণীয় গন্ধমাদন পর্ব্বতের বিভিন্ন স্থানে বিহার করিতে লাগিলেন।২

কুবেরের অনুপম গৃহসমূহ ও বিভিন্ন বৃক্ষের শোভায় অনুষ্ঠিত ক্রীড়াসমূহ দেখিতে দেখিতে কিরীটধারী নরোত্তম অর্জ্জুন নানা ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং হাতে গাণ্ডীব ধনু লইয়া সর্ব্বদা অস্ত্রবলের অভ্যাসে নিরত থাকিলেন।৩

সমেত্য পার্থেন যথৈকরাত্র-
মুষুঃ সমাস্তত্র তদা চতস্রঃ।
পূর্ব্বাংশ্চ ষট্ তা দশ পাণ্ডবানাং
শিবা বভূবুর্বসতাং বনেষু ॥৫
ততোঽব্রবীদ্ বায়ুসুতস্তরস্বী
জিষ্ণুঞ্চ রাজানমুপোপবিষ্ট।
যথৌ চ বীর্য্যে সুরবাজকল্পা-
বেকান্তমাস্থায় হিতং প্রিয়ঞ্চ ॥৬
তব প্রতিজ্ঞাং কুরুরাজ সত্যাং
চিকীর্ষমাণাস্তদনু প্রিয়ঞ্চ।
ততো ন গচ্ছাম বনান্তপান্ত
সুযোধনং সানুচরং নিহন্তুম্ ॥৭
একাদশং বর্ষমিদং বনামঃ
সুযোধনেনাতসুখাঃ সুখার্হাঃ।
তং বঞ্চয়িত্বাবসবুদ্ধিশীল-
মজ্ঞাতবাসং সুখমাপ্নুয়াম ॥৮
তবাজ্ঞয়া পার্থিব নির্বিশঙ্কা
বিহায় মানং বিচরন্ বনানি।
সমীপবাসেন বিলোভিতাস্তে
জ্ঞাস্যন্তি নাস্মানপকৃষ্টদেশান্ ॥৯
সংবৎসরং তত্র বিহৃত্য গূঢ়ং
নরাধমং তং সুখমুদ্ধরেম।
নির্ঘাত্য বৈরং সকলং সপুষ্পং
তস্মৈ নরেন্দ্রাধমপূরুষায় ॥১০
সুযোধনায়ানুচরৈর্বৃতায়
ততো মহীমাবস ধর্মরাজ।
স্বর্গোপমং দেশমিমং চরন্তিঃ
শক্যো বিহন্তুং নরদেব শোকঃ ॥১১

রাজন্! রাজা বৈশ্রবণের (কুবেরের) কৃপায় রাজকুমার পাণ্ডবগণ সেখানে বাসস্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে বাস করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর অনুবিধ সুখ ঐশ্বর্য্য যাচ্ঞা করেন নাই। তখন তাঁহাদের সেই সময় সুখময় ও মঙ্গলময় হইয়াছিল।৪

তাঁহারা অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া সেখানে চারি বৎসর কাটাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই সময় একরাত্রির ন্যায় মনে হইল। পূর্ব্বে ছয় বৎসর লইয়া পাণ্ডবগণের বনবাসের দশ বৎসর আনন্দ ও মঙ্গলের সহিত কাটিয়া গেল।৫

তারপর একদিন অর্জ্জুন এবং ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমী বীর নকুল ও সহদেব মিলিয়া নির্জ্জনে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বসিয়া আছেন। এমন সময় বেগশালী বায়ুপুত্র ভীমসেন প্রিয় ও হিতকর এই কথা বলিলেন।৬

হে কুরুরাজ! আপনার প্রতিজ্ঞাকে সত্যে পরিণত করিবার জন্য এবং আপনার প্রিয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াই আমরা এতদিন পর্য্যন্ত অনুচরবর্গের সহিত দুর্য্যোধনকে বধ করিতে বন ছাড়িয়া যাই নাই।৭

আমাদের বনবাসের এখন এগার বৎসর চলিতেছে। আমরা সুখভোগের যোগ্য হইলেও দুর্য্যোধন আমাদের সুখ কাড়িয়া লইয়াছে। এখন আমরা নীচমতি ও নীচস্বভাব দুর্য্যোধনকে বঞ্চনা করিয়া অজ্ঞাতবাসের কালও সুখে কাটাইব।৮

রাজন্! আপনার আজ্ঞায় আমরা মান পরিত্যাগ করত নির্ভয়চিত্তে বনে বনে বিচরণ করিতেছি। আমরা এখন দুর্য্যোধনের কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করত তাহাকে প্রলোভিত করিব এবং তারপর দূরস্থ কোন দেশে গিয়া বাস করিব, তাহা হইলে দুর্য্যোধন আমাদিগকে জানিতে পারিবে না।৯

হে রাজন্! তথায় গোপনে এক বৎসর বাস

কীর্ত্তিস্তু তে ভারত পুণ্যগন্ধা
নক্ষ্যেদ্ধি লোকেষু চরাচরেষু।
তৎ প্রাপ্য রাজ্যং কুরুপুঙ্গবানাং
শক্যং মহৎ প্রাপ্তুমথ ক্রিয়াশ্চ ॥১২

ইদন্তু শক্যং সততং নরেন্দ্র
প্রাপ্তুং ত্বয়া বাসবভেন কুবেরাৎ।
কুরুষ বুদ্ধিং বিষতাং বধায়
কৃতাগসাং ভারত নিগ্রহে চ ॥১৩

তেজস্তবোগ্রং ন সহেত রাজন্
সমেত্য সাক্ষাদপি বজ্রপাণিঃ।
ন হি ব্যর্থং জাতু করিষ্যতস্তে
সহেত্য দেবৈরপি ধর্মরাজ ॥১৪

তথার্থসিদ্ধ্যর্থমপি প্রবৃত্তৌ
সুপর্ণকেতুশ্চ সিনেশ্চ নপ্তা।
তথৈব কৃষ্ণোঽপ্রতিমো বলেন
তথৈব চাহং নরদেববর্য্য ॥১৫

তথার্থসিদ্ধ্যর্থমভিপ্রপন্নো
যথৈব কৃষ্ণঃ সহ যাদবৈস্তৈঃ।
তথৈব চাহং নরদেববর্য্য
যযৌ চ বীরৌ কৃতিনৌ প্রয়োগে ॥১৬

স্বয়ম্বরোপপ্লবপ্রধানাঃ
শমং করিষ্যাম পরান্ সমেত্য।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তথোক্তস্তু স্বতং মহাত্মা
তেষাঞ্চ ধর্ম্মস্য সুতো বরিষ্ঠঃ ॥১৭

প্রদক্ষিণং বৈশ্রবণাধিবাসং
চকার ধর্মার্থবিদুত্তমৌজাঃ।
আমন্ত্র্য বেশ্মানি নরাঃ সরাংসি
সর্বাণি রক্ষাংসি চ ধর্মরাজঃ ॥১৮

যথাগতং মার্গমবেক্ষমাণঃ
পুনর্গিরিং চৈব নিরীক্ষমাণঃ।
ততো মহাত্মা স বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ
সম্প্রার্থয়ামাস নগেন্দ্রবর্য্যম্ ॥১৯

করিয়া যখন আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিব, তখন অনায়াসেই সেই নরাধম দুর্য্যোধনের মূল উৎপাত করিতে পারিব। নীচ দুর্য্যোধন আজ অনুচরপরিবৃত হইয়া সুখলাভ করিতেছে। কিন্তু সে যে বৈরবৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, আমরা তাহা দ্বারা আমাদের শত্রুতার প্রতিশোধ ফল ও পুষ্পের সহিত গ্রহণ করিব। হে ধর্মরাজ! আপনি এখান হইতে যাইয়া ভূতলে বাস করুন। নরদেব! এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, স্বর্গতুল্য এই প্রদেশে বিচরণ করত আমরা আমাদের সমস্ত শোকই অনায়াসে ভুলিতে পারিব।১০-১১

কিন্তু হে ভারত! তাহাতে চরাচর জগতে আপনার পুণ্যময়ী কীর্ত্তি নষ্ট হইবে। সুতরাং কুরুশ্রেষ্ঠগণের সেই বিশাল রাজ্যকে অধিকার করিয়া সেই ঐশ্বর্য্যের দ্বারাই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে আমরা সমর্থ হইব। ভরতকুলভূষণ মহারাজ! আপনি কুবেরের নিকট যে সম্মান ও সুখ পাইতেছেন, ইহা তো পরেও পাইতে পারিবেন। এখন আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে অপরাধী শত্রুগণের বিনাশ সাধন করা ও তাহাদিগকে দণ্ডদান করা।১২-১৩

হে রাজন্! সাক্ষাৎ বজ্রপাণিও আপনার সহিত মিলিত হইয়া আপনার তেজকে সহ্য করিতে সক্ষম নহেন। ধর্ম্মরাজ! তাহা ছাড়া গরুড়ধ্বজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সিনির নাতী সাত্যকি—ইঁহারা উভয়ে আপনার ইষ্টসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত। হে নরদেবশ্রেষ্ঠ! ইঁহারা উভয়ে আপনার জন্য দেবগণের সহিতও যুদ্ধ করিতে কষ্ট অনুভব করেন না। এই দুইজনের ন্যায় বলবান্ অর্জ্জুন এবং সেইরূপ

সমাপ্তকর্মা সহিতঃ সুহৃদ্ভি-
র্জিত্বা সপত্নান্ প্রতিলভ্য রাজ্যম্।
শৈলেন্দ্র ভূয়স্তপসে জিতাত্মা
দ্রষ্টা তবাস্মীতি মতিং চকার ॥২০
বৃতশ্চ সর্ব্বৈরনুজৈর্দ্বিজেন্দ্র
তেনৈব মার্গেণ পতিঃ কুরূণাম্।
উবাহ চৈতান্ গণশস্তথৈব
ঘটোৎকচঃ পর্ব্বতনির্ঝরেষু ॥২১
তান্ প্রস্থিতান্ প্রীতমনা মহর্ষিঃ
পিতেব পুত্রাননুশিষ্য সর্ব্বান্।
স লোমশঃ প্রীতমনা জগাম
দিবৌকসাং পুণ্যতমং নিবাসম্ ॥২২
তেনার্ষ্টিষেণেন তথানুশিষ্টা-
স্তীর্থানি রম্যাণি তপোবনানি।
মহান্তি চাক্তানি সরাংসি পার্থাঃ
সম্পশ্যমানাঃ প্রযযুর্নরাগ্র্যাঃ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আজগরপর্বণি গন্ধমাদন-প্রস্থানে ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৬

আমিও বলে অনুসরণীয়। যেরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার কার্যসিদ্ধির জন্য সর্বদা উদ্যুক্ত, সেইরূপ আমি, অর্জুন এবং অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল বীর নকুল ও সহদেব সর্বদাই আপনার আজ্ঞা পালনের জন্য প্রস্তুত আছি।

আপনার বনপ্রাপ্তি হউক এবং আপনার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাইতে থাকুক, ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। অতএব আমরা শত্রুগণের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদের শাস্তি করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর ধর্ম ও অর্থ-তত্ত্বজ্ঞ, উত্তম ওজঃশক্তিসম্পন্ন, মহাত্মা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কুবেরের নিবাসস্থান সেই গন্ধমাদন পর্বতকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া পর্বতস্থ সমস্ত নদী, সরোবর, আশ্রম এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তারপর যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর বিশুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুনরায় পর্বতরাজ গন্ধমাদনের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করিলেন।১৪-১৯

পর্বতরাজ! যশ ও বৃদ্ধি সাধনকারী আমি সুহৃদ্‌গণের সহিত নিজ অভীষ্ট কার্য সমাপ্ত করিয়া শত্রুগণকে জয় করত অস্তিম বয়সে তপস্যা করিবার জন্য আবার তোমার দর্শন করিব—ইহাই তখন যুধিষ্ঠির নিশ্চয় করিয়াছিলেন।২০

অনুজ ভ্রাতৃবৃন্দ ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া কুরুরাজ যুধিষ্ঠির সেই পথ দিয়াই পর্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। যে সকল স্থানে দুর্গম পাহাড় ও ঝরণা সামনে পড়িল, সেই সকল স্থানে ঘটোৎকচ তাহার অনুচরদের সহিত তাঁহাদিগকে বহন করিতে লাগিলেন।২১

যখন পাণ্ডবগণ ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, তখন মহর্ষি লোমশ দয়ালু পিতার ন্যায় পুত্রতুল্য তাঁহাদিগকে বিভিন্ন উপদেশ করত প্রীতমনে দেবতাগণের পুণ্যতম নিবাসস্থানে চলিয়া গেলেন।২২

এইরূপে রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণও তাঁহাদিগকে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। তারপর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ রমণীয় তপোবন ও পবিত্র তীর্থসমূহ এবং বড় বড় সরোবর দর্শন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত নিবাতকবচযুদ্ধপর্বে আজগরপর্বে গন্ধমাদনপ্রস্থানবিষয়ক ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৬

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধমাদনতো বদরিকাশ্রমং সুবাহুনগরং বিশাখযূপকান্তরাং গচ্ছতাং পাণ্ডবানাং সরস্বতীনদীতীরস্থদ্বৈতবনে প্রবেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নগোত্তমং প্রস্রবণৈরুপেতং
দিশাং গজৈঃ কিন্নরপক্ষিভিশ্চ
সুখং নিবাসং জহতাং হি তেষাং
ন প্রীতিরাসীদ্ ভরতর্ষভাণাম্ ॥১

ততস্তু তেষাং পুনরেব হর্ষঃ
কৈলাসমালোক্য মহান্ বভূব।
কুবেরকান্তং ভরতর্ষভাণাং
মহীধরং বারিধরপ্রকাশম্ ॥২

সমুদ্রযান্ পর্বতসন্নিরোধান্
গোষ্ঠান্ হ্রদীংশ্চ গিরিসানুমালাঃ।
বহূন্ প্রপাতাংশ্চ সমীক্ষ্য বীরাঃ
স্থলানি নিম্নানি চ তত্র তত্র ॥৩

তথৈব চাম্ভাংসি মহাবনানি
দুর্গবিজ্ঞানেকপথেষিতানি।
আলোকয়ন্তোঽভিযযুঃ প্রতীতা-
স্তে বহ্নিনঃ খড়্গধরা নরাগ্র্যাঃ ॥৪

বনানি রম্যাণি নদীঃ সরাংসি
গুহা গিরীণাং গিরিগহ্বরাণি।
এতে নিবাসাঃ সততং বভূবু-
র্দিবানিশং প্রাপ্য নরর্ষভাণাম্ ॥৫

তে দুর্গবাসং বহুধা নিরুষ্য
ব্যতীত্য কৈলাসমচিন্ত্যরূপম্।
আসেদুরত্যর্থমনোরমং তে
তমাশ্রমাগ্র্যং বৃষপর্বণস্তু ॥৬

সমেত্য রাজ্ঞা বৃষপর্বণা তে
প্রত্যর্চিতাস্তেন চ যীতমোহাঃ।
শশংসিরে বিস্তরশঃ প্রবাসং
গিরৌ যথাবদ্ বৃষপর্বণস্তে ॥৭

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[গন্ধমাদন হইতে বদরিকাশ্রম, সুবাহুনগর ও বিশাখযূপের মধ্য দিয়া পাণ্ডবগণের সরস্বতী-নদীর তটস্থিত দ্বৈতবনে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—প্রস্রবণ, দিগ্‌গজ, কিন্নর ও পক্ষিসমূহে পরিবৃত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনের সুখনিবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় ভরতর্ষভ পাণ্ডবগণের মনে প্রীতি ছিল না।১

তারপর কুবেরের প্রিয় শরৎকালের মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ কৈলাস পর্ব্বতকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের মনে পুনরায় আনন্দ হইল।২

বহ্নি ও খড়্গধারী সেই নরশ্রেষ্ঠগণ উচ্চভূমি, পর্ব্বতের দুর্গম স্থান, সিংহের আবাসভূমি, পর্ব্বতের গুহা, পর্ব্বতীয় সেতুসমূহ, প্রপাত এবং বহু মৃগপক্ষি-দ্বারা পরিপূর্ণ অন্যান্য মহাবনসমূহ দর্শন করিতে করিতে বিস্মিতচিত্তে ক্রমশ নীচের দিকে চলিতে লাগিলেন।৩-৪

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের পথে চলিতে চলিতে দিনের পর যখনই রাত্রি হইত, তখন তাঁহারা কোথাও রমণীয় বন, কোথাও নদীর তীর, কোথাও সরোবরের তীর, কোথাও পর্ব্বতের গুহা, কোথাও পর্ব্বতের গহ্বরকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি কাটাইতেন।৫

এইরূপে তাঁহারা পর্ব্বতের দুর্গমস্থানসমূহে অনেকবার বাস করিয়া এবং অচিন্ত্যরূপ কৈলাস পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার অত্যন্ত মনোরম সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৬

সুখোষিতাস্তত্র তু একরাত্রং
পুণ্যাশ্রমে দেব-মহর্ষিজুষ্টে।
অত্যাযযুস্তে বদরীং বিশালাং
সুখেন বীরাঃ পুনরেব বাসম্ ॥৮

উষুস্তত্রত্রে মহানুভাবা
নারায়ণস্থানগতাঃ সমগ্রাঃ।
কুবেরকান্তাং নলিনীং বিশোকাঃ
সম্পশ্যমানাঃ সুরসিদ্ধজুষ্টাম্ ॥৯

তাং চাথ দৃষ্ট্বা নলিনীং বিশোকাঃ
পাণ্ডোঃ সুতাঃ সর্বনরপ্রধানাঃ।
তে রেমিরে নন্দনবাসমেত্য
দ্বিজর্ষভো বীতমলা যথৈব ॥১০

ততঃ ক্রমেণোপযযুর্বীরা
যথাগতেনৈব পথা সমগ্রাঃ।
বিহৃত্য মাসং সুখিনো বদর্যাং
কিরাতরাজ্ঞো বিষয়ং সুবাহোঃ ॥১১

পীনান্নবাদ্যান্ দরদাংশ্চ সর্বান্
শৈলান্ কুলিন্দস্য চ ভূমিরত্নান্।
অতীত্য দুর্গং হিমবৎপ্রদেশং
পুরং সুবাহোর্দদৃশুর্বীরাঃ ॥১২

শ্রুত্বা চ তান্ পার্থিবপুত্রপৌত্রান্
প্রাপ্তান্ সুবাহুর্বিষয়ে সমগ্রান্।
প্রত্যুদ্যযৌ প্রীতিযুতঃ স রাজা
তং চাভ্যনন্দন্ যুবতাঃ কুরূণাম্ ॥১৩

সমেত্য রাজা তু সুবাহুনা তে
সুতৈর্বিশোকপ্রমুখৈশ্চ সর্বে।
সহেন্দ্রসেনৈঃ পরিচারিকৈশ্চ
পৌরোগবৈর্যে চ মহানসস্থাঃ ॥১৪

তাঁহারা রাজা সুবাহুর সহিত মিলিত হইলে তিনি তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের সমস্ত শোক ও মোহ নষ্ট হইল। তারপর তাঁহারা বৃষপর্ব্বার নিকট গন্ধমাদন-পর্ব্বতে নিবাসের যথাযথ বিস্তারিত বিবরণ দিলেন।৭

সেই পবিত্র আশ্রমে দেবতা ও মহর্ষিগণ বাস করেন। সেখানে একরাত্রি অতিবাহিত করিয়া বীর পাণ্ডবগণ আশ্রম পরিত্যাগ করত পুনরায় বিশালাপুরীতে বদরিকাশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।৮

তারপর নর-নারায়ণ ক্ষেত্রে আসিয়া মহানুভব পাণ্ডবগণ সেখানে দেবতা ও সিদ্ধগণ নিষেবিত কুবেরের প্রিয় সৌগন্ধিক সরোবরসমূহ দর্শন করত শোকরহিত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।৯

সকল মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সেই পাণ্ডুপুত্রগণ তথায় উক্ত সরোবরসমূহ দর্শন করত শোকশূন্য হইয়া এইরূপ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, যেমন নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিগণ নন্দনকাননে বিচরণ করিতে করিতে আনন্দ অনুভব করেন।১০

তারপর সেই সমস্ত নরবীরগণ যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, ক্রমশঃ সেই পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বদরিকাশ্রমে এক মাস বাস করিয়া ক্রমশঃ কিরাতরাজ সুবাহুর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।১১

কুলিন্দ দেশের ঘন ভূষারময় প্রদেশ, দরদাদি ঘন-ধান্যযুক্ত ও প্রচুর রত্নপূর্ণ ভূমি এবং হিমালয়ের দুর্গম গিরিপ্রদেশসমূহ অতিক্রম করিয়া নরবীরগণ সুবাহুর নগর দর্শন করিলেন।১২

রাজপুত্র পাণ্ডবগণ তাঁহার রাজ্যে আসিতেছেন শুনিয়া রাজা সুবাহু প্রসন্নচিত্তে প্রত্যুদ্গমন

মুখোষিতাস্তত্র ত একরাত্রং
সূতান্ সমাদায় রথাংশ্চ সর্বান্।
ঘটোৎকচং সানুচরং বিসৃজ্য
ততোঽভ্যযুর্যাদুনমন্ত্রিরাজম্ ॥১৫

তস্মিন্ গিরৌ প্রস্রবণোপপন্ন-
দ্বিযোজনায়ামরুণপাণ্ডুসানৌ।
বিশাখযূপং সমুপেত্য চক্রু-
স্তদা নিবাসং পুরুষপ্রবীরাঃ ॥১৬

বরাহনানামৃগপক্ষিজুষ্টং
মহাবনং চৈত্ররথপ্রকাশম্।
শিবেন পার্থা মৃগয়াপ্রধানাঃ
সংবৎসরং তত্র বনে বিজহ্রুঃ ॥১৭

তত্রাসসাদাতিবলং ভুজঙ্গং
ক্ষুধার্দিতং মৃত্যুমিবোগ্ররূপম্।
বৃকোদরঃ পর্বতকন্দরায়াং
বিষাদমোহব্যথিতান্তরাত্মা ॥১৮

তীর্ণোঽতবদ্ যত্র বৃকোদরস্ত
যুধিষ্ঠিরো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
অমোক্ষয়দ্ বস্তুমনন্ততেজা
গ্রাহেণ সংবেষ্টিতসর্বগাত্রম্ ॥১৯

তে দ্বাদশং বর্ষমুপোপবাতং
বনে বিহর্তুং কুরবঃ প্রতীতাঃ।
তস্মাদ্ বনাদ্ধৈত্ররথপ্রকাশাৎ
ত্রিয়া স্বলঙ্কৃত্য পলা চ যুক্তাঃ ॥২০

ততশ্চ যাত্বা মরুধন্বপার্শ্বং
সদা ধনুর্বেদবতিপ্রধানাঃ।
সরস্বতীমেত্য নিবাসকামাঃ
সরস্বতো বৈতরণং প্রতীযুঃ ॥২১

করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং কুরুশ্রেষ্ঠগণও অভ্যর্থিত হইয়া সুবাহুকে অভিনন্দিত করিলেন।১৩

রাজা সুবাহুর সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণ বিশোক প্রমুখ সারথি, ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পরিচারকবর্গ, অগ্রগামী সেবক এবং পাকশালাস্থ পাচকগণের সহিতও দেখা করিলেন।১৪

সেখানে একরাত্রি সুখে বাস করিয়া অনুচরবর্গের সহিত ঘটোৎকচকে বিদায় দিলেন এবং রথ, সারথি প্রভৃতি সব লইয়া যমুনার উত্তরস্থানে পর্বতরাজে গমন করিলেন।১৫

প্রস্রবণসমূহে পরিপূর্ণ, তুষাররূপ উত্তরীয় পরিহিত এবং অরুণ ও পাণ্ডুবর্ণ সানুদেশবিশিষ্ট ঐ পর্ব্বতে বিশাখযূপনামক বনে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিবাসস্থান স্থির করিলেন।১৬

বরাহ, নানা প্রকার মৃগ ও পক্ষিগণের নিবাসস্থান, চৈত্ররথবনের সদৃশ শোভায়মান সেই বিশাল বনে পৃথাতনয়গণ মৃগয়াকেই প্রধান কর্ত্তব্যরূপে অবলম্বন করিয়া এক বৎসর কুশলের সহিত তথায় বিহার করিলেন।১৭

সেই বনে পর্ব্বতের গুহায় একদিন বৃকোদর এক অতিবলশালী ক্ষুধাপীড়িত কালান্তক যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর রূপবান্ অজগরের কবলে পতিত হইলে তাহার হৃদয় বিষাদ ও মোহে আক্রান্ত হইল।১৮

সেই সময় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরই বৃকোদরের নিকট দ্বীপতুল্য হইয়াছিলেন। সেই অজগর যখন ভীমসেনের সমগ্র শরীরই বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন অমিততেজস্বী যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে মুক্ত করিয়াছিলেন।১৯

সমীক্ষ্য তান্ বৈতবনে নিবিষ্টান্
নিবাসিতস্তত্র ততোঽভিজগ্মুঃ।
তপোদমাচারসমাধিযুক্তা-
স্তূপোদপাত্রাবরণাশ্মকুট্টাঃ ॥২২
প্লক্ষাঙ্কুরৌহীতকবেতসাশ্চ
তথা বদর্য্যঃ খদিরাঃ শিরীষাঃ।
বিল্বেঙ্গুদাঃ পীলুশমীকরীরাঃ
সরস্বতীতীরুরুহা বভূবুঃ ॥২৩

ভাং যক্ষগন্ধর্ব্বমহর্ষিকান্তা-
মাগারভূতামিব দেবতানাম্।
সরস্বতীং প্রীতিযুতাশ্চরন্তঃ
সুখং বিজহ্রুর্নরদেবপুত্রাঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আজগরপর্বণি
পুনর্দ্বৈতবনপ্রবেশে সপ্তসপ্তত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৭

এইরূপে উৎসাহভরে বনবিহার করিতে করিতে কুরুপ্রবীরগণ বনবাসের দ্বাদশবর্ষে প্রবেশ করিলেন। নিজ নিজ অদ্ভুতকান্তিতে দেদীপ্যমান, তপস্বী পাণ্ডবগণ তখন চৈত্ররথবনসদৃশ শোভিত সেই বিশাখযুগ বন হইতে বহির্গত হইয়া মরুভূমির নিকটবর্ত্তী সরস্বতীর তীরে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়া দ্বৈতবনে দ্বৈতসরোবরের নিকট গমন করিলেন। তখন তাঁহাদের ধনুর্বেদেই বিশেষ অনুরাগ ছিল।২০-২১

যাঁহাদের সামগ্রীই ছিল তৃণের আসন, জলপাত্র, পরিধেয় বল্কল ও শিল নোড়া প্রভৃতি, সেই তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, সদাচার ও সমাধিপরায়ণ দ্বৈতবনবাসী মুনিবৃন্দ পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন জানিয়াই তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।২২

সরস্বতী নদীর তীরে পাকুড়, বহেড়া, রোহিতক, বেতস, কুল, বদের, শিরীষ, বিল্ব, ইঙ্গুদী, পীলু, শমী, করীর আদি বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল।২৩

দেবতাগণের আলয়সদৃশ যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের প্রিয়া ভূমি, সেই সরস্বতীনদীর তীরে রাজপুত্র পাণ্ডবগণ আনন্দের সহিত সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আজগরপর্বে পুনরায় দ্বৈতবনে প্রবেশবিষয়ক সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৭

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মহাবল-ভীমসেনেন হিংস্র-প্রাণিনাং বিনাশঃ, অজগরেণ তস্য নিগ্রহশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কথং নাগায়ুতপ্রাণো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
তদ্বনাদ্বারয়ৎ তীব্রং তন্মাদজগরাদ্মুনে ॥১

পৌলস্ত্যং বনদং যুদ্ধে য আহ্বয়তি দর্পিতঃ।
বলিস্থাং কদনং কৃত্বা নিহন্তা যক্ষ-রক্ষসাম্ ॥২

তং শংসসি ভয়াবিষ্টমাপন্নমবিষূদনম্।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বহ্বাশ্চর্য্যে বনে তেষাং বসতামুগ্রধন্বিনাম্।
প্রাপ্তানামাশ্রমান্ রাজন্ রাজর্ষের্দ্বৈপায়নস্য ॥৪

যদৃচ্ছয়া ধনুষ্পাণির্বদ্ধখড়্গো বৃকোদরঃ।
দদর্শ তদ্ বনং রম্যং দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতম্ ॥৫

স দদর্শ শুভান্ দেশান্ গিরের্হিমবতস্তদা।
দেবর্ষিসিদ্ধচরিতানপ্সরোগণসেবিতান্ ॥৬

চকোরৈরুপচক্রৈশ্চ পক্ষিভির্জীবজীবকৈঃ।
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ তত্র তত্র বিনাদিতান্ ॥৭

নিত্যপুষ্পফলৈর্দ্রুমৈর্হিমসংস্পর্শকোমলৈঃ।
উপেতান্ বহুলচ্ছায়ৈর্মনোনয়ননন্দনৈঃ ॥৮

স সম্পশ্যন্ গিরিনদীর্বৈদূর্য্যমণিসন্নিভৈঃ।
সলিলৈর্হিমকাশৈর্হংস-কারণ্ডবায়ুতৈঃ ॥৯

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[মহাবল ভীমসেনকর্তৃক হিংস্র প্রাণিগণের বিনাশ এবং অজগরকর্তৃক নিগ্রহ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে মুনে! অযুতহস্তীর বল ধারণকারী ভয়ানক পরাক্রমী ভীমসেন সেই অজগর হইতে কেমন করিয়া তীব্র ভয় পাইলেন?১

যিনি পুলস্ত্যতনয় ধনেশ্বরকে গর্ব্বসহকারে যুদ্ধে আহ্বান করেন, যিনি একাকী সৌগন্ধিক সরোবরে যক্ষ ও রাক্ষসগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই শত্রুসংহারকারী ভীমকে আপনি ভয়াবিষ্ট বলিলেন—ইহা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। আপনি উহা বিস্তারিতভাবে বলুন, কারণ উহা শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।২-৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! সেই উগ্রধন্বা পাণ্ডবগণ যখন রাজর্ষি দ্বৈপায়নের আশ্রম হইতে আসিয়া দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা বহু আশ্চর্য্য বস্তু বনের মধ্যে দেখিয়াছিলেন।৪

বৃকোদর তূণীর বাঁধিয়া ও হস্তে ধনু ধারণ করত দেবগন্ধর্ব্বসেবিত সেই রমণীয় বনকে যদৃচ্ছাক্রমে দেখিয়া বেড়াইতেন।৫

তিনি তখন হিমালয়ের শুভ প্রদেশসমূহ দর্শন করিলেন—যেখানে দেবর্ষি ও সিদ্ধপুরুষগণ বিচরণ করেন এবং অপ্সরাগণ বিহার করে।৬

সেখানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চকোর, উপচক্র, জীবজীবক, কোকিল, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি পক্ষিগণ নানাবিধ ধ্বনি করিতেছিল।৭

সর্ব্বদা পুষ্প ও ফল প্রসবকারী বৃক্ষের দ্বারা সেই স্থান সুশোভিত ছিল। হিমের স্পর্শে ঐ বৃক্ষগুলি কোমল ছিল, উহাদের ছায়া অত্যন্ত ঘন ছিল এবং ইহাদিগকে দেখিবামাত্রই মন ও নয়ন আনন্দে ভরিয়া উঠিত।৮

তিনি এমন সব পার্ব্বত্য নদী দেখিয়াছিলেন, যাহাদের বর্ণ বৈদূর্য্যমণিসদৃশ ছিল, যাহারা

বনানি দেবদারূণাং মেঘানামিব বাগুরাঃ।
হরিচন্দনভিন্নানি তুঙ্গকালীয়কাণ্ডপি ॥১০

মৃগয়াং পরিধাবন্ স সর্বেষু মরুধন্বসু।
বিধ্যন্ মৃগান্ শরৈঃ শুদ্ধৈশ্চচার স মহাবলঃ ॥১১

ভীমসেনস্তু বিখ্যাতো মহাস্তং দংষ্ট্রিণং বলাৎ।
নিঘ্নন্ নাগশতপ্রাণো বনে তস্মিন্ মহাবলঃ ॥১২

মৃগাণাং স বরাহাণাং মহিষাণাং মহাভুজঃ।
বিনিঘ্নংস্তত্র তত্রৈব ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥১৩

স মাতঙ্গশতপ্রাণো মনুষ্যশতবারণঃ।
সিংহশার্দূলবিক্রান্তো বনে তস্মিন্ মহীবলঃ ॥১৪

বৃক্ষানুৎপাটয়ামাস তরসা বৈ বভঞ্জ চ।
পৃথিব্যাশ্চ প্রদেশান্ বৈ নাদয়ংস্তু বনানি চ ॥১৫

পর্বতাগ্রাণি বৈ মৃদ্নন্ নাদয়ংশ্চ বিভুঃ।
প্রক্ষিপন্ পাদপাংশ্চাপি নাদেনাপূরয়ন্ মহীম্ ॥১৬

বেগেন মহতস্তীব্রো নির্ভয়শ্চ পুনঃ পুনঃ।
আস্ফোটয়ন্ ক্ষ্বেড়য়ংশ্চ তলতালাংশ্চ বাদয়ন্ ॥১৭

চিরসম্বর্ধনপ্রস্তু ভীমসেনো বনে তদা।
গজেন্দ্রাংশ্চ মহাসত্ত্বা মৃগেন্দ্রাংশ্চ মহাবলাঃ ॥১৮

ভীমসেনস্তু নাদেন ব্যমুঞ্চন্ত গুহা ভয়াৎ।
ক্বচিৎ প্রধাবংস্তিষ্ঠংশ্চ ক্বচিচ্চোপবিশংস্তথা ॥১৯

মৃগপ্রেপ্সুর্মহারৌদ্রে বনে চরতি নির্ভয়ঃ।
স তত্র মনুজব্যাঘ্রো বনে বনচরোপমঃ ॥২০

পদ্ভ্যামভিসমাপেদে ভীমসেনো মহাবলঃ।
স প্রবিষ্টো মহারণ্যে নানান্ মৃগগণান্ বহূন্ ॥২১

হ্রাসকারণবর্জিত পূর্ণ ও শীতল নির্মল জলে পরিপূর্ণ ছিল।৯

সেখানে হরিচন্দন, তুঙ্গ ও কালীয়কাদি বৃক্ষে পরিপূর্ণ উচ্চ উচ্চ দেবদারুবৃক্ষের বনসমূহ মেঘমণ্ডলকে ধরিয়া রাখিবার বাগুরার (জালের) ন্যায় শোভা পাইতেছিল।১০

এই মরুপ্রদেশেও মহাবল ভীমসেন মৃগয়ার উদ্দেশে ছুটিয়া বেড়াইতেন এবং কেবল বাণের দ্বারা বহু মৃগকে বিদ্ধ করিয়া বিচরণ করিতেন।১১

শত শত হস্তীর ন্যায় বলশালী বিখ্যাত ভীম সেই বনে দন্তযুক্ত বড় বড় সিংহকেও চপেটাঘাতাদিতেই বধ করিতেন।১২

এইরূপে সেই বনের বিভিন্ন স্থানে বরাহ, মহিষ প্রভৃতিকেও ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীমসেন শারীরিক বলের দ্বারাই বধ করিতেন।১৩

শত শত হস্তীর বলধারী, একত্রে শত মানুষের বেগনিবারণক্ষম এবং শার্দূলাদির সমান পরাক্রমবিশিষ্ট মহাবল ভীমসেন নিজ বেগে বনের বৃক্ষসমূহকে উৎপাটন করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন এবং নিজ গর্জনের মহাশব্দে বনকে নিনাদিত করিতেন।১৪-১৫

তিনি পর্বতের অগ্রভাগকে মথিত করিয়া ও বৃক্ষসমূহকে ভাঙ্গিয়া এদিকে ওদিকে নিশ্চিন্তমনে নিক্ষেপ করত সমস্ত বনভূমিকে মহানাদে মুখরিত করিতেন।১৬

তিনি নির্ভয় হইয়া কখনও বেগে বনের মধ্যে গমন করিতেন, কখনও বাহুর আস্ফোটন করিয়া ও কখনও সিংহধ্বনি করিয়া বনভূমিকে নিনাদিত করিতে করিতে চলিতেন।১৭

তখন বনে বনে বিচরণকারী ভীমের দর্প বহুকাল হইতেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ভীমসেনের গর্জনে মহাবল সিংহ ও হস্তিনসমূহ পর্বতগুহা ও বন ছাড়িয়া পলায়ন করিত।

সেই মহাভয়ঙ্কর বনে নরশ্রেষ্ঠ মহাবল ভীম কখনও দৌড়াইতেন, কখনও বা দাঁড়াইয়া থাকিতেন, কখনও বা মৃগের আশায় বসিয়া

ত্রাসয়ন্ সর্বভূতানি মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ।
ততো ভীমস্য শব্দেন ভীতাঃ সর্পা গুহাশয়াঃ ॥২২

অভিক্রান্তাস্তু বেগেন জগামাভিমুখঃ শনৈঃ।
ততোঽমরবরপ্রখ্যো ভীমসেনো মহাবলঃ ॥২৩

স দদর্শ মহাকায়ং ভুজঙ্গং লোমহর্ষণম্।
গিরিদুর্গে সমাপন্নং কায়েনাবৃত্য কন্দরম্ ॥২৪

পর্বতাভোগবর্ষ্মাণমতিকায়ং মহাবলম্।
চিত্রাঙ্গমঙ্গৈশ্চিত্রৈর্হরিত্রাসদৃশচ্ছবিম্ ॥২৫

গুহাকারেণ বক্ত্রেণ চতুর্দংষ্ট্রেণ রাজতা।
তীক্ষ্ণাক্ষেণাতিতাম্রেণ লিহানং সকিণী মুহুঃ ॥২৬

ত্রাসনং সর্বভূতানাং কালান্তকযমোপমম্।
নিঃশ্বাসক্ষ্বেড়নাদেন তর্জয়ন্তমিব স্থিতম্ ॥২৭

ন ভীমং সহসাভ্যেত্য পৃথাসূঃ কুপিতো ভৃশম্।
জগ্রাহাজগরো গ্রাহো ভুজয়োরুভয়োর্বলম্ ॥২৮

তেন সংস্পৃষ্টগাত্রস্য ভীমসেনস্য বৈ তদা।
সংজ্ঞা মুমোহ সহসা বরদানেন তস্য হি ॥২৯

দশনাগসহস্রাণি যাবত্তস্তি হি বৃকোদরে বলম্।
তদ্বলং ভীমসেনস্য ভুজয়োরপসর্পতি ॥৩০

স তেজস্বী তথা তেন ভুজগেন বশীকৃতঃ।
বিস্ফুরন্ শনকৈর্ভীমো ন শশাক বিচেষ্টিতুম্ ॥৩১

নাগায়ুতসমপ্রাণঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ।
মৃদ্নীতো যজ্ঞহাৎ সত্ত্বং বরদানবিমোহিতঃ ॥৩২

থাকিতেন। এইরূপে সেই মহাবনে অদ্ভুতসত্ত্বে বনকে নিনাদিত করিয়া মহাসাহসী ও মহাপরাক্রমী ভীম সকল প্রাণীকে সন্ত্রাসিত করিতে করিতে বনচারী শবরাধিপের ন্যায় পায়ে হাঁটিয়াই বনের মধ্যে বিচরণ করিতেন।

তারপর ভীমসেনের আগমন-শব্দে গুহাশ্রিত সর্পগুলি ভীত হইয়া বেগে পলাইতে লাগিল এবং ভীমসেনও ধীরে ধীরে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া ধাবিত হইলেন। শ্রেষ্ঠ দেববরসদৃশ মহাবল ভীমসেন অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, এক মহাকায় অজগর গিরিদুর্গে এক পর্বতকন্দরকে নিজ দেহে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া পড়িয়া আছে; তাহাকে দেখিলেই ভয়ে রোমহর্ষণ হয়।১৯-২৪

অতিশয় মহাবল সর্পের শরীর পর্বতগুহাতুল্য বিশাল, উহার প্রতি অঙ্গ শারীরিক বিচিত্র চিহ্নে চিহ্নিত এবং হলুদের ন্যায় বর্ণ। তাহার মুখটি পর্বতের গুহার ন্যায়, উহাতে চারিটি বৃহৎ দাঁত আছে; চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত ও অতিশয় তাম্রবর্ণ; সে বার বার নিজ ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় লেহন করিতেছিল এবং কালান্তক যমের ন্যায় সমস্ত প্রাণীর ত্রাস উৎপাদন করিতেছে; সে যেন নিজ নিঃশ্বাস ও গর্জনশব্দের দ্বারা অন্য সকলকেও তর্জনা করিতেছে।২৫-২৭

ঐ অজগর ভীষণ ক্রোধে ভীমসেনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজ বলে তাঁহার বাহুদ্বয় ধরিয়া ফেলিল।২৮

সর্প প্রাপ্ত বরের প্রভাবে ভীমসেনকে স্পর্শ করিবামাত্রই ভীমসেন তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন।২৯

দশ হাজার হাতীর বল ধারণ করে এমন যে ভীম; সেই ভীমসেনের ভুজবল তখন অজগরের বলের সহিত সমতা প্রাপ্ত হইল না।৩০

সেই তেজস্বী ভীমসেন তখন এই অজগরের বশীভূত হইয়া পড়িলেন এবং ছটফট করিতে লাগিলেন। তিনি মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিয়া সফল হইতে পারিলেন না।৩১

সিংহস্কন্ধসদৃশ স্কন্ধশোভিত ও মহাবাহু ভীমের শরীরে অযুতনাগের বল থাকিলেও অপত্যের

ন হি প্রযত্নমকরোৎ তীব্রমাত্মবিমোক্ষণে।
ন চৈনমশকদ্ বীরঃ কথঞ্চিৎ প্রতিবাধিতুম্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আজগরপর্ব্বণি অজগরগ্রহণে অষ্টসপ্তত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৮

বলপ্রভাবে সর্পকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া মনোবল দ্বারাইয়া ফেলিলেন ।৩২

তিনি সর্পের নিকট হইতে নিজেকে ছাড়াইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু বীর ভীমসেন তাহাকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইলেন না ।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আজগরপর্ব্বে অজগরগ্রহণবিষয়ক অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৭৮

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য সর্পরূপধারিণো নহুষস্য চালাপঃ, ভীমসেনস্য চিন্তা, যুধিষ্ঠিরেণ ভীমসেনস্যান্বেষণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স ভীমসেনস্তেজস্বী তথা সর্পবশং গতঃ।
চিন্তয়ামাস সর্পস্য বীর্য্যমত্যদ্ভুতং মহৎ ॥১
উবাচ চ মহাসর্পং কামমা ব্রূহি পন্নগ।
কস্ত্বং ভো ভুজগশ্রেষ্ঠ কিং ময়া চ করিষ্যসি ॥২
পাণ্ডবো ভীমসেনোঽহং ধর্ম্মরাজানুজস্তথা।
নাগায়ুতসমপ্রাণস্ত্বয়া বীতঃ কথং বশম্ ॥৩
সিংহাঃ কেশরিণো ব্যাঘ্রা মহিষা বারণাস্তথা।
সমাগতাশ্চ শতশো নিহতাশ্চ ময়া যুধি ॥৪
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ পন্নগাশ্চ মহাবলাঃ।
ভুজবেগবশক্তা মে সোঢ়ুং পন্নগসত্তম ॥৫
কিন্নু বিস্তাবলং কিন্নু বরদানমথো তব।
উদ্যোগমপি কুর্ব্বাণো বশগোঽস্মি কৃতস্ত্বয়া ॥৬

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমসেন এবং সর্পরূপধারী নহুষের আলাপ, ভীমসেনের চিন্তা ও যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক ভীমসেনের অন্বেষণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তেজস্বী ভীমসেন সর্পের বশীভূত হইয়া সর্পের অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক মহৎ বলের কথা ভাবিতে লাগিলেন ।১

তিনি তখন সেই মহাসর্পকে বলিলেন,—হে সর্প! আপনি স্বেচ্ছায় বলুন, আপনি কে? হে সর্পশ্রেষ্ঠ। আমার দ্বারা কি কাজ সম্পন্ন করিবেন ?২

আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজভ্রাতা মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন; আমি অযুতহস্তীর বল ধারণ করি; আপনি আমাকে কেমন করিয়া আপনার বশীভূত করিলেন ?৩

আমার সম্মুখে শত শত সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও হস্তী আসিয়াছে, আমি কিন্তু যুদ্ধে তাহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছি ।৪

হে পন্নগশ্রেষ্ঠ। মহাবলশালী রাক্ষস, পিশাচ

অসত্যো বিক্রমো নৃণামিতি মে ধীয়তে মতিঃ।
যদেবং মে ত্বয়া নাগ বলং প্রতিহতং মহৎ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যেবংবাদিনং বীরং ভীমমল্পিষ্টকারিণম্।
ভোগেন মহতা গৃহ্য সমন্তাৎ পর্য্যবেষ্টয়ৎ ॥৮

নিগৃহ্যৈনং মহাবাহুং ততঃ স ভুজগস্তদা।
বিমুচ্যাস্য ভুজৌ পীনাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥৯

দিষ্ট্যৈবং কুক্ষিভস্যাস্য দেবৈর্ভক্ষো মহাভুজ।
দিষ্ট্যা কালস্য মহতঃ প্রিয়াঃ প্রাণা হি দেহিনাম্ ॥১০

এবং পন্নগ আমার ভুজবল সহ্য করিতে পারে না (তাহারা আমার হাতে প্রাণ হারাইয়া থাকে)।৫

আপনি এমন কি বিক্রমবল বা বরলাভ করিয়াছেন, যাহার ফলে আমি চেষ্টা করিয়াও মুক্ত হইতে না পারিয়া আপনার বশীভূত হইয়াছি?৬

হে নাগ! আমার বল আপনার নিকট যেরূপ শোচনীয়ভাবে প্রতিহত হইয়াছে, তাহাতে আমার মনে হইতেছে মানুষের বিক্রমের অভিমান একেবারেই বৃথা।৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনায়াসে মহৎকর্ম্মকারী বীর ভীমসেন এইরূপ বলিতেছেন, সেই অবস্থাতেই অজগর তাহার বিরাট শরীরের দ্বারা তাহাকে চারিদিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিল।৮

এইরূপে সেই মহাবাহু ভীমকে নিজ বশীভূত করিয়া অজগর তাহার দুই হাত দুইখানা মুক্ত করিয়া দিয়া এই কথা বলিল।৯

হে মহাবাহো! আমি বহুকাল হইতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, আমার ভাগ্যবশতই দৈব আজ তোমাকে আমার ভোজ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সকল প্রাণীরই নিজ প্রাণ অত্যন্ত প্রিয়।১০

যথা ত্বিদং ময়া প্রাপ্তঃ সর্পত্বপরিবিপ্লব।
তথাবশ্যং ময়া খ্যাপ্যং তবাস্ত শৃণু তত্ত্বম ॥১১

ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তো হ্যহং কোপাত্মনীষিণাম্।
শাপস্যান্তং পরিপ্রেপ্সুঃ সর্বং তৎ কথয়ামি তে ॥১২

নহুষো নাম রাজর্ষির্ব্যক্তং তে শ্রোত্রমাগতঃ।
তস্যৈব পূর্বঃ পুরুষো যযাতের্বংশবর্দ্ধনঃ সুতঃ ॥১৩

সোঽহং শাপাদগস্ত্যস্য ব্রাহ্মণানবমন্য চ।
ইমামবস্থামাপন্নঃ পশ্য দৈবমিদং মম ॥১৪

ত্বাং চেদবধ্যং দাস্যামি তবাপি প্রিয়দর্শনম্।
অহমস্যোপযোক্ষ্যামি বিধানং পশ্য যাদৃশম্ ॥১৫

যথা তুমি আমার ভোজ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তাহা অবশ্যই তোমাকে বলিব। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! তুমি তাহা শ্রবণ কর।১১

আমি মনিষী মহর্ষিবৃন্দের কোপেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। শাপের যাহাতে অন্ত হয়, সেই ইচ্ছা করিয়া আমি তোমাকে সব কথা বলিতেছি।১২

আমি আয়ুর বংশধর নহুষনামক রাজর্ষি, তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনিয়াছ, আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষেরও পূর্ব্বপুরুষ এবং মহারাজ আয়ুর বংশধর পুত্র।১৩

সেই আমি ব্রাহ্মণগণকে অবমাননা করায় অগস্ত্যমুনির অভিশাপে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি স্বচক্ষে আমার দুর্ভাগ্য অবলোকন কর।১৪

যদিও তুমি আমার অবধ্য, কেননা, তুমি আমারই বংশধর এবং দেখিতেও অতি সুন্দর; তথাপি তোমাকে আমি আহার করিব; বিধাতার বিধান কি অদ্ভুত তাহা দেখ।১৫

ন হি মে মুচ্যতে কশ্চিৎ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতঃ।
গজো বা মহিষো বাপি ষষ্ঠে কালে নরোত্তম ॥১৬

নাসি কেবলসর্পেণ তির্য্যগ্‌যোনিষু বর্ত্তসে।
গৃহীতঃ কৌরবশ্রেষ্ঠ বরদানমিদং মম ॥১৭

পতন্তা হি বিমানাগ্র্যান্ময়া শক্রাসনাদ্ ভ্রুবম্।
ভূয় শাপান্তমিত্যুক্তো ভগবান্ মুনিসত্তমঃ ॥১৮

স মামুবাচ তেজস্বী কৃপয়াভিপরিপ্লুতঃ।
মোক্ষস্তে ভবিতা রাজন্ কস্মাচ্চিৎ
কালপর্য্যয়াৎ ॥১৯

ততোঽস্মি পতিতো ভূমৌ ন চ মামজহাৎ স্মৃতিঃ।
স্মার্ত্তমস্তি পুরাণং মে যথৈবাধিগতং তথা ॥২০

যস্ত তে ব্যাহৃতান্ প্রশ্নান্ প্রতিক্রূয়াদ্ বিভাগবিৎ।
স ত্বাং মোক্ষয়িতা শাপাদিতি মামব্রবীন্মুনিঃ ॥২১

গৃহীতস্ত্বয়া রাজন্ প্রাণিনোঽপি বলীয়সঃ।
লঘুরংশোঽধিকস্যাপি সর্ব্বস্যাশু ভবিষ্যতি ॥২২

ইতি চাপ্যহমশ্রৌষং বচস্তেষাং দয়াবতাম্।
ঋষি সঞ্জাতহার্দ্দানামথ হেঽহস্তুহিতা দ্বিজাঃ ॥২৩

সোঽহং পরমদুষ্কর্ম্মা বসামি নিরয়েঽশুচৌ।
সর্পযোনিমিমাং প্রাপ্য কালাকাঙ্ক্ষী মহাদ্যুতে ॥২৪

তমুবাচ মহাবাহুর্ভীমসেনো ভুজঙ্গমম্।
ন চ ত্বাং ক্রুদ্ধ্যে মহাসর্পং ন চাত্মানং বিগর্হয়ে ॥২৫

যস্মাদভাবী ভাবী বা মনুষ্যঃ সুখ-দুঃখয়োঃ।
আগমে ত্বহি বাপায়ে ন তত্র গ্লপয়েন্মনঃ ॥২৬

নরশ্রেষ্ঠ। দিবসের ষষ্ঠভাগে আমার কবলিত হইয়া হস্তী বা মহিষ কেহই আমার নিকট হইতে কোনরূপে মুক্তি পায় না।১৬

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ। তুমি তির্য্যগ্‌যোনিতে আর কোন সাধারণ সর্পের কবলে পতিত হও নাই। এই যে আমার এইরূপ বল, তাহা আমার বরপ্রভাবে হইয়াছে।১৭

আমি যখন শাপগ্রস্ত হইয়া ইন্দ্রের সিংহাসন হইতে চ্যুত হইয়া শ্রেষ্ঠ বিমান হইতে মাটিতে পড়িতেছিলাম, তখন আমি মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগস্ত্যের নিকট শাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম।১৮

তখন সেই তেজস্বী মুনি আমার প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া বলিয়াছিলেন,—রাজন্। কিছুকাল পরে তোমার শাপমুক্তি হইবে।১৯

তিনি এই কথা বলিতে বলিতেই আমি মাটিতে পড়িয়া গেলাম। কিন্তু আমার পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হয় নাই; তখন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবই অতি পুরাতন হইলেও অবিকল এখনও আমার মনে আছে।২০

ঋষি আমাকে আরও বলিলেন,—যে তোমার প্রশ্নের বিভাগপূর্ব্বক যথাযথ উত্তর দিবে, সে-ই তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবে।২১

হে রাজন্। তুমি আহারের জন্য কোন প্রাণীকে ধরিলে তোমার চেয়ে সে অধিক বলবান্ হইলেও অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িবে।২২

আমার প্রতি স্নেহবশতঃ কৃপাপরায়ণ সেই সকল ঋষিগণের ঐ কথাগুলি আমি মাটিতে থাকিয়াও শুনিতে পাইলাম। তারপর সেই দ্বিজগণ অন্তর্ধান করিলেন।২৩

হে মহাতেজস্বিন্। আমি সেই পরম দুষ্কর্মবশতঃ সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই অশুচি নরকে বাস করিতেছি; শাপমুক্তিকালের অপেক্ষা করিয়াই আমি এখানে পড়িয়া আছি।২৪

তখন মহাবাহু ভীমসেন সেই ভুজঙ্গমকে

দৈবং পুরুষকারেণ কো বলাদ্বিহন্তুমর্হতি।
দৈবমেব পরং মন্যে পুরুষার্থো নিরর্থকঃ ॥২৭

পশ্য দৈবোপঘাতান্হি ভুজবীর্য্যব্যপাশ্রয়ম্।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তমনির্বিত্তিমহাং যাম্ ॥২৮

কিন্তু নাত্মানুশোচামি তথাত্মানং বিনাশিতম্।
যথা তু বিপিনে ক্ষুদ্রান্ভ্রাতৃন্ রাজ্যপরিচ্যুতান্ ॥২৯

হিমবাংশ্চ দুরুর্গোঽয়ং যক্ষ-রাক্ষসসঙ্কুলঃ।
মাং সমুদ্বীক্ষমাণান্তে প্রপতিষ্যন্তি বিহ্বলাঃ ॥৩০

বিনষ্টমিতি মাং শ্রুত্বা ভবিষ্যন্তি নিরুদ্যমাঃ।
ধর্ম্মশীলা মমা তে হি বাধ্যন্তে রাজ্যগৃদ্ধিনা ॥৩১

অথবা নার্জুনো ধীমান্ বিষাদমুপযাস্যতি।
সর্বাস্ত্রবিদনাধৃষ্যো দেব-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসৈঃ ॥৩২

সমর্থঃ স মহাবাহুরেকোঽপি যুদ্ধদুর্মদঃ।
দেবরাজমপি স্থানাৎ প্রচ্যাবয়িতুমঞ্জসা ॥৩৩

কিং পুনর্ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রং দুর্য্যোধনং নৃপম্।
বিদ্বিষ্টং সর্বলোকস্য দম্ভ-মোহপরায়ণম্ ॥৩৪

মাতরঞ্চৈব শোচামি কৃপণাং পুত্রগৃদ্ধিনীম্।
যাস্যাকং নিত্যমাশান্তে মহদ্বয়মিতং পরৈঃ ॥৩৫

তস্যাঃ কথং ত্বনাথায়া মদ্বিনাশাদ্ ভুজঙ্গম।
সফলান্তে ভবিষ্যন্তি যদি সর্বে মনোরথাঃ ॥৩৬

বলিলেন,—হে মহাসর্প! আপনার কথা শুনিয়া আপনার উপর আমার ক্রোধও হইতেছে না এবং আমাকে আমার নিন্দা করিতেও ইচ্ছা হইতেছে না।২৫

কারণ, সত্যবাদীই হউক বা অসত্যবাদীই হউক, এ সংসারে সুখ ও দুঃখের প্রাপ্তি বা নিবৃত্তিতে মানুষ নিজের মনকে গ্লানিমুক্ত করিবে না।২৬

কোন ব্যক্তি পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে বঞ্চনা করিতে পারে? সুতরাং দৈবকেই আমি বলবান বলিয়া মনে করি, সেখানে পুরুষার্থ নিরর্থক।২৭

দেখুন, আজ আমি দৈবের আঘাতেই অকারণ এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার বাহুবলের উপর আমার অতিশয় আস্থা ছিল।২৮

আজ আমি আমার প্রাণের বিনাশের জন্য যেমন শোক করিতেছি না, যেমন করিতেছি আমার রাজ্যচ্যুত বনবাসী ভাইগুলির জন্য।২৯

এই হিমালয় পর্ব্বত যক্ষ-রাক্ষসসঙ্কুল অত্যন্ত দুর্গম। হয়ত আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ব্যাকুল হইয়া তাহারা কোন খাদের মধ্যে পড়িয়া যাইবে।৩০

আমার মৃত্যু হইয়াছে জানিলে তাহারা নিরুদ্যম হইয়া পড়িবে। আমার সব ভ্রাতাই অত্যন্ত ধার্মিক স্বভাবের। আমিই কেবল রাজ্য-লোভে তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করি।৩১

অথবা বুদ্ধিমান্ অর্জুন হয়ত বিষণ্ণ হইবে না; কারণ, সে সর্বশাস্ত্রবিদ্ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস-গণের দ্বারা অপ্রধৃষ্য।৩২

অতিশয় মহাবলী মহাবাহু অর্জুন একাকীই অনায়াসে দেবরাজকেও স্বস্থান হইতে চ্যুত করিতে সক্ষম।৩৩

সেস্থলে কপট অক্ষক্রীড়াকারী দম্ভমোহপরায়ণ সর্বলোকের শত্রু ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের কথা আর কি বলিব।৩৪

নকুলঃ সহদেবশ্চ যমৌ চ গুরুবর্ত্তিনৌ।
মদ্বাহুবলসংগুপ্তৌ নিত্যং পুরুষমানিনৌ ॥৩৭

ভবিষ্যতো নিরুৎসাহৌ ভ্রষ্টবীর্য্যপরাক্রমৌ।
মদ্বিনাশাৎ পরিম্লান্যাবিতি মে বর্ত্ততে মতিঃ ॥৩৮

এবংবিধং বহু তদা বিলপ্য বৃকোদরঃ।
ভুজঙ্গভোগসংরুদ্ধো নাশকচ্চ বিচেষ্টিতুম্ ॥৩৯

যুধিষ্ঠিরস্তু কৌন্তেয়ো বহূন্যাত্মচেতনঃ।
অনিষ্টদর্শনান্ ঘোরানুৎপাতান্ পরিচিন্তয়ন্ ॥৪০

দারুণং হৃদিবং নাদং শিবা দক্ষিণতঃ স্থিতা।
ঔত্তরাং দিশি বিস্রব্ধা রৌতি তস্যাশ্রমস্য হ ॥৪১

একপক্ষাক্ষিচরণা বর্ত্তিকা ঘোরদর্শনা।
রক্তং বমন্তী দদৃশে প্রত্যাদিত্যমভাস্থরাঃ ॥৪২

প্রববৌ চানিলো রুক্ষশ্চণ্ডঃ শর্করকর্ষণঃ।
অপসব্যানি সর্বাণি মৃগপক্ষিরুতানি চ ॥৪৩

পৃষ্ঠতো বাময়ঃ কৃষ্ণো বাহি বাহীতি শংসতি।
মুহুর্মুহুঃ স্ফুরতি চ দক্ষিণোঽস্য ভুজস্তথা ॥৪৪

হৃদয়ং চরণশ্চাপি বামোঽস্য পরিতপ্যতি।
সব্যস্যাক্ষ্ণো বিকারশ্চাপ্যনিষ্টঃ সমপদ্যত ॥৪৫

ধর্মরাজোঽপি মেধাবী মন্যমানো মহদ্ভয়ম্।
দ্রৌপদীং পরিপপ্রচ্ছ ক ভীম ইতি ভারত ॥৪৬

হীনা পুত্রবৎসলা মার জন্যও শোক হইতেছে। তিনি সর্ব্বদাই আশা করেন যে, তাঁহার সকল পুত্রেরই মহত্ত্ব শত্রুর চেয়ে অধিক হয় ।৩৫

হে ভুজঙ্গম। আমার বিনাশ হইলে অনাথা আমার মায়ের সেই সকল মনোরথ কি করিয়া সফল হইবে ।৩৬

নকুল ও সহদেব—এই দুই যমজ ভাই সর্ব্বদাই আমার বাহুবলে রক্ষিত, সর্ব্বদাই পুরুষত্বের অভিমানী এবং গুরুজনের পরম ভক্ত ।৩৭

আমার বিনাশের কথা জানিতে পারিলে তাহারা দুই ভাই বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে, তাহাদের বল ও পরাক্রম ক্ষীণ হইয়া যাইবে এবং সর্ব্বথা শক্তিহীন হইয়া পড়িবে এইরূপ আমার মনে হইতেছে ।৩৮

এইরূপ অজগরের দেহের দ্বারা রুদ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ভীম বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন ।৩৯

এদিকে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অনিষ্টসূচক ভয়ঙ্কর উৎপাত দর্শন করত অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পড়িলেন ।৪০

তাঁহার আশ্রমের দক্ষিণদিকে যেখানে আগুন জ্বলিতেছিল, সেইদিকে মুখ করিয়া একটি শৃগালী ভীতা হইয়া উৎকট অমঙ্গলজনক চীৎকার করিতেছিল ।৪১

এক পক্ষ ও এক চরণবিশিষ্টা, মলিনা ও ঘোরদর্শনা ভয়ঙ্করী বর্ত্তিকা পাখী সূর্য্যের অভিমুখ হইয়া রক্তবমন করিতেছিল ।৪২

ঐ সময় রুক্ষ প্রচণ্ড বায়ু প্রবলবেগে বহিয়া প্রস্তরকণা বর্ষণ করিতে লাগিল। মৃগ ও পক্ষীগণের শব্দসমূহ সবই ডানদিকে শুনা যাইতেছিল ।৪৩

পিছনদিক্ হইতে একটা কাক "যাও" "যাও" বলিয়া শব্দ করিতেছিল; এসকল যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার দক্ষিণ বাহু মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল ।৪৪

তাঁহার হৃদয় ও বাঁ-পায়ে বেদনা হইতে লাগিল এবং তাঁহার বাম চক্ষে অনিষ্টসূচক বিকার উৎপন্ন হইল ।৪৫

শশংস তস্মৈ পাঞ্চালী চিরযাতং বৃকোদরম্।
স প্রস্থে মহাবাহুর্ধৌম্যেন সহিতো নৃপঃ ॥৪৭
দ্রৌপদ্যা রক্ষণং কার্য্যমিত্যুবাচ ধনঞ্জয়ম্।
নকুলং সহদেবঞ্চ ব্যাদিদেশ দ্বিজান্ প্রতি ॥৪৮
স তস্য পদমুদ্বীক্ষ্য তস্মাদেবাশ্রমাৎ প্রভুঃ।
মৃগয়ামাস কৌন্তেয়ো ভীমসেনং মহাবনে ॥৪৯

স প্রাচীং দিশমাস্থায় মহতো গজযূথপান্।
দদর্শ পৃথিবীং চিহ্নৈর্ভীমস্য পরিচিহ্নিতাম্ ॥৫০
ততো মৃগসহস্রাণি মৃগেন্দ্রাণাং শতানি চ।
পতিতানি বনে দৃষ্ট্বা মার্গং তস্যাবিশন্নৃপঃ ॥৫১
ধাবতস্তস্য বীরস্য মৃগার্থং বাতরংহসঃ।
ঊরুবাতবিনির্ণুন্না দ্রুমা ব্যাবলিতাঃ পথি ॥৫২
স গত্বা তৈস্তদা চিহ্নৈর্দদর্শ গিরিগহ্বরে।
রুরুবারণভূয়িষ্ঠে নিষ্পত্রদ্রুমসঙ্কুলে ॥৫৩
ঈরিণে নির্জ্জলে দেশে কণ্টকিদ্রুমসঙ্কুলে।
অশ্মস্থাণুক্ষুপাকীর্ণে দুর্দ্দর্শে বিষমোৎকটে।
দৃষ্টীকং ভুজগেন্দ্রেণ নিশ্চেষ্টমজুরং তদা ॥৫৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আজগরপর্ব্বণি
যুধিষ্ঠিরভীমদর্শনে একোনা-
শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৭৯

হে ভারত! এইরূপ দেখিয়া দেবাবী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাবী ভয়ানক বিপদের আশঙ্কা করিয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভীম কোথায়?"৪৬

পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদী তখন তাঁহাকে বলিলেন,—"বৃকোদর অনেকক্ষণ হইল বাহিরে গিয়াছেন"। তখন মহাবাহু যুধিষ্ঠির (কালবিলম্ব না করিয়া) ভীমের অন্বেষণে পুরোহিত ধৌম্যের সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন।৪৭

যাত্রার সময় অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"তুমি দ্রৌপদীকে রক্ষা করিবে" এবং নকুল ও সহদেবকে বলিলেন,—"তোমরা ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবে"।৪৮

প্রজ্ঞাবশালী যুধিষ্ঠির তখন ভীমসেনের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সেই আশ্রম হইতে মহাবনমধ্যে ভীমকে খুঁজিতে লাগিলেন।৪৯

তিনি প্রথমে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়াই বহু গজযূথকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদের অধিষ্ঠান-ভূমি ভীমসেনের পদচিহ্নে চিহ্নিত দেখিলেন।৫০

তাহার পর সহস্র সহস্র মৃগ ও শত শত সিংহ পড়িয়া আছে দেখিয়া যুধিষ্ঠির নিশ্চয় করিলেন যে, এই পথেই ভীম গিয়াছে। তখন দ্রুত সেই পথে রাজা যুধিষ্ঠির চলিতে লাগিলেন।৫১

যুধিষ্ঠির চলিতে চলিতে আরও দেখিলেন যে, বায়ুর ন্যায় বেগগামী বীর ভীমসেন যখন বাহির হইতেছিল, তখন তাহার ঊরুবায়ুর দ্বারা আহত হইয়া বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া পথে পড়িয়া আছে।৫২

যুধিষ্ঠির ঐ সকল চিহ্নের দ্বারা নিশ্চিত বুঝিলেন যে, উহা ভীমেরই পথ; তখন তিনি দ্রুত অগ্রসর হইয়া দেখিলেন রুরুবারণে পরিপূর্ণ, পত্রহীন বৃক্ষে আকীর্ণ, জলশূন্য কণ্টকীবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, প্রস্তর, স্থাণু ও ক্ষুপসমূহে পরিপূর্ণ, বিষম উৎকট দুর্দ্দর্শ গিরিগহ্বরের মধ্যে ভীমসেন অজগর কবলিত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া আছে।৫৩-৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আজগরপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক ভীমের দর্শনবিষয়ক একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭৯

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য গমনম্, সর্প-রূপধারি-নহুষকৃতপ্রশ্নোত্তরদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্তমাসাদ্য সর্পভোগেন বেষ্টিতম্।
দরিতং ভ্রাতরং ধীমানিদং বচনমব্রবীৎ ॥১

কুন্তীসুতঃ কথমিমামাপদং ত্বমবাপ্তবান্।
কন্দরং পর্ব্বতাভোগপ্রতিমঃ পন্নগোত্তমঃ ॥২

স ধর্মরাজমালক্ষ্য ভ্রাতা ভ্রাতরমগ্রজম্।
কথয়ামাস তৎ সর্বং গ্রহণাদি বিচেষ্টিতম্ ॥৩

ভীম উবাচ।

অয়মার্য্য মহাসত্ত্বো ভক্ষার্থং মাং গৃহীতবান্।
নহুষো নাম রাজর্ষিঃ প্রাণবানিব সংস্থিতঃ ॥৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মুচ্যতামমমায়ুষ্মন্ ভ্রাতা মেঽমিতবিক্রমঃ।
বরমাহারমস্তং তে দাস্যামঃ ক্ষুন্নিবারণম্ ॥৫

সর্প উবাচ।

আহারো রাজপুত্রোঽয়ং ময়া প্রাপ্তো মুখাগতঃ।
গম্যতাং নেহ স্থাতব্যং শ্রেয়ো ভবানপি মে ভবেৎ ॥৬

ব্রতমেতন্মহাবাহো বিদিতং মম যো ব্রজেৎ।
স মে ভক্ষো ভবেৎ তাত ত্বং চাপি বিদিতে মম ॥৭

চিরেণাস্য মহাহারঃ প্রাপ্তোঽয়মমৃজস্তব।
নাহমেনং বিমোক্ষ্যামি ন চান্যমভিকাঙ্ক্ষয়ে ॥৮

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

। ভীমসেনের নিকট যুধিষ্ঠিরের গমন এবং সর্পরূপধারী নহুষের প্রশ্নের উত্তরদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধীমান্ যুধিষ্ঠির সর্পকবলিত নিজ প্রিয় ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।১

'হে কুন্তীপুত্র। এইরূপ বিপদ তুমি কি করিয়া প্রাপ্ত হইলে? এই পর্ব্বতাকার বিশাল পন্নগশ্রেষ্ঠ কে?' ২

ভ্রাতা ভীম তখন অগ্রজ ভ্রাতা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া সর্পকবলিত হওয়ার সকল প্রচেষ্টা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।৩

ভীম বলিলেন,—হে আর্য্য। বাহুভক্ষী সর্পরূপে অবস্থিত এই মহাশক্তিধর প্রাণী আর কেহই নহেন, ইনি রাজর্ষি নহুষ, ইনি আমাকে আহারার্থ গ্রহণ করিয়াছেন।৪

তখন যুধিষ্ঠির সর্পকে বলিলেন,—হে আয়ুষ্মন্। তুমি আমার অমিতবিক্রম এই ভ্রাতাকে ছাড়িয়া দাও; ইহার পরিবর্তে আমি তোমার ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য অন্য আহার প্রদান করিব।৫

সর্প বলিল,—এই রাজপুত্র স্বয়ং আমার মুখাগত হওয়ায় অদ্য আমি ইহাকে আহাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমিও যদি বাঁচিতে চাও, তবে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও; এখানে অবস্থান করিও না, নতুবা আত্মরক্ষার্থ তুমিও আমার আহারে পরিণত হইবে।৬

হে মহাবাহো। আমার ব্রত হইতেছে এই যে, যে আমার অধিকৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সেদিন সে-ই আমার ভক্ষ্য হইবে। তাত। তুমিও আমার অধিকৃত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছ।৭

অনেকদিন পরে তোমার অমুজ ভ্রাতাকে আমি আহার্যরূপে পাইয়াছি; সুতরাং আমি ইহাকে

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেবো বা যদি বা দৈত্য উরগো বা ভবান্ যদি।
সত্যং সর্প বচো ব্রূহি পৃচ্ছতি ত্বাং যুধিষ্ঠিরঃ।
কিমর্থঞ্চ ত্বয়া ভ্রাতা ভীমসেনো ভুজঙ্গম ॥৯

কিমাহৃত্য বিদিত্বা বা প্রীতিস্তে স্যাদ্ ভুজঙ্গমে।
কিমাহারং প্রযচ্ছামি কথং মুঞ্চেদ্ ভবানিমম্ ॥১০

সর্প উবাচ।

নহুষো নাম রাজাহমাসং পূর্বস্তবানঘ।
প্রথিতঃ পঞ্চমঃ সোমাদায়োঃ পুত্রো নরাধিপ ॥১১

ক্রতুভিস্তপসা চৈব স্বাধ্যায়েন দমেন চ।
ত্রৈলোক্যৈশ্বর্যমব্যগ্রং প্রাপ্তোঽহং বিক্রমেণ চ ॥১২

তদৈশ্বর্য্যং সমাসাদ্য দর্পো মামগমৎ তদা।
সহস্রং হি দ্বিজাতীনামুবাহ শিবিকাং মম ॥১৩

ঐশ্বর্য্যমদমত্তোঽহমবমন্য ততো দ্বিজান্।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তো দণ্ডামাদীত্য পৃথিবীপতে ॥১৪

ন তু মামজহাৎ প্রজ্ঞা যাবদদ্যেতি পাণ্ডব।
তস্যৈবানুপ্রহাদ্ রাজন্নগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ ॥১৫

ষষ্ঠে কালে মহাহারঃ প্রাপ্তোঽয়মনুজস্তব।
নাহমেনং বিমোক্ষ্যামি ন চান্যদপি কামযে ॥১৬

প্রশ্নানুচ্চারিতানস্য ব্যাহরিষ্যসি চেন্নয।
অথ পশ্চাদ্ বিমোক্ষ্যামি ভ্রাতরং তে
বৃকোদরম্ ॥১৭

ছাড়িব না; আমি অন্য কোন আহারও চাহি না।৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সর্প! তুমি দেবতা অথবা দৈত্য, অথবা প্রকৃত সর্প? তুমি তাহা সত্য করিয়া বল, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। হে ভুজঙ্গম! তুমি ভীমসেনকে কেন গ্রহণ করিয়াছ?৯

ভুজঙ্গম! তুমি কি পাইলে অথবা কি জানিলে তোমার প্রীতি হইবে? তোমাকে আমি কিরূপ আহার প্রদান করিব, যাহার পরিবর্তে তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দিবে?১০

সর্প বলিল,—হে নিষ্পাপ নরেশ! আমি তোমার পূর্বপুরুষ রাজা নহুষ নামে বিখ্যাত; চন্দ্রবংশে চন্দ্র হইতে আমি পঞ্চম পুরুষ আয়ুর পুত্র।১১

আমি যজ্ঞ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, দম (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ) ও পরাক্রমের দ্বারা ত্রৈলোক্যের নিষ্কণ্টক ঐশ্বর্য্য পাইয়াছিলাম।১২

সেই ঐশ্বর্য্য পাইয়া আমার মধ্যে দর্পের আবির্ভাব হইয়াছিল। আমি সহস্র ব্রাহ্মণের দ্বারা আমার শিবিকা বহন করাইয়াছিলাম।১৩

হে পৃথিবীপতে! তারপর ঐশ্বর্য্যমদমত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের অবমাননা করায় মহর্ষি অগস্ত্যের দ্বারা আমি এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি।১৪

রাজন্ পাণ্ডুনন্দন! আজ পর্য্যন্ত আমার পূর্বস্মৃতি যে আমাকে ত্যাগ করে নাই, তাহাও সেই মহাত্মা অগস্ত্যেরই কৃপা।১৫

মহর্ষি অগস্ত্যের শাপানুসারে দ্বিবসের ষষ্ঠভাগে আমি আমার আহাররূপে তোমার এই অনুজ-ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং আমি ইহাকে ছাড়িব না এবং অন্য কোন আহারও আমি চাহি না।১৬

তবে একটি কথা এই যে, তুমি যদি আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে পার, তবে আমি তোমার এই অনুজ ভ্রাতা ভীমসেনকে পরে ছাড়িয়া দিব।১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রূহি সর্প যথাকামং প্রতিবক্ষ্যামি তে বচঃ।
অপি চেচ্ছেয়সাং প্রীতিমাহর্তুং তে ভুজঙ্গম ॥১৮
বেদ্যঞ্চ ব্রাহ্মণেনেহ তদ্ ভবান্ বেত্তি কেবলম্।
সর্পরাজ ততঃ শ্রুত্বা প্রতিবক্ষ্যামি তে বচঃ ॥১৯

সর্প উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্ রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।
ব্রবীম্যহমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমীমহে ॥২০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥২১
বেদ্যং সর্প পরং ব্রহ্ম নির্দ্বন্দ্বমসুখঞ্চ যৎ।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি ভবতঃ কিং বিবক্ষিতম্ ॥২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সর্প! তুমি ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন কর, আমি তোমার সেই প্রশ্নের উত্তর দান করিব। হে ভুজঙ্গম! যদি ইহা দ্বারা আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি ॥১৮

হে সর্পরাজ! ব্রাহ্মণের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহা তুমি কেবল জান কিনা,—ইহা জানিয়া আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব ॥১৯

সর্প বলিল,—হে রাজন্! তুমি বল—ব্রাহ্মণ কে? এবং বেদ্যতত্ত্ব কি? হে যুধিষ্ঠির! তোমার কথাবার্ত্তায় অনুমান করিতেছি তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ॥২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে নাগরাজ! সত্য, দান, ক্ষমা, সৎস্বভাব, অনৃশংসতা, তপস্যা ও ঘৃণা,—এই গুণগুলি যাহার মধ্যে দেখা যাইবে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া বলা হয় ॥২১

হে সর্প! দুঃখ ও সুখরহিত পরব্রহ্মই বেদ্যতত্ত্ব, যাহাকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ যাহার অপরোক্ষ

সর্প উবাচ।

চাতুর্বর্ণ্যং প্রমাণঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্ম চৈব হি।
শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ।
আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠির ॥২৩
বেদ্যং যচ্চাত্র নির্দ্বন্দ্বমসুখঞ্চ নরাধিপ।
তাভ্যাং হীনং পদং চাত্র তদস্তীতি শক্নুয়ে ॥২৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শূদ্রে তু যদ্ ভবেল্লক্ষ্য দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥২৫
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥২৬
যৎ পুনর্ভবতা প্রোক্তং ন বেদ্যং বিদ্যতীতি চ।
তাভ্যাং হীনমতোঽস্যত্র পদমস্তীতি চেদপি ॥২৭

জ্ঞান হইলে শোক-মোহ একেবারেই তিরোহিত হয়; আপনি এবিষয়ে কি বলিতে চাহেন ॥২২

সর্প বলিল,—সত্য ও ব্রহ্ম উভয়ই তো চারিবর্ণের পক্ষেই প্রমাণ অর্থাৎ আদরণীয়। হে যুধিষ্ঠির! শূদ্রের মধ্যেও তো সত্য, দান, অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংসা ও ঘৃণা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ থাকিতে দেখা যায় ॥২৩

হে নরাধিপ! সুখ-দুঃখরহিত যে তত্ত্বকে তুমি বেদ্য বলিলে, সেইরূপ তত্ত্ব তো আমি দেখিতেই পাইতেছি না; কেননা সুখ ও দুঃখরহিত কোন বস্তুর অস্তিত্বই জগতে নাই ॥২৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শূদ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে যদি ঐ গুণগুলি দেখিতে পাওয়া যায় এবং জাতিতঃ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও যদি ঐ গুণগুলি দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই শূদ্র জাতিতঃ শূদ্র হইলেও গুণে শূদ্র নয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত গুণবিশিষ্ট জাতি শূদ্র; এইরূপ ঐ ব্রাহ্মণ জন্মতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও গুণে ব্রাহ্মণ নয়;

এবমেতন্মতং সর্প তাভ্যাং হীনং ন বিদ্যতে।
যথা শীতোষ্ণয়োর্মধ্যে তবেদ্যোষ্ণং ন শীততা ॥২৮

এবং বৈ সুখদুঃখাভ্যাং হীনমস্তি পদং ক্বচিৎ।
এষা মম মতিঃ সর্প যথা বা মন্যতে ভবান্ ॥২৯

সর্প উবাচ।

যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষিতঃ।
মৃষা জাতিস্তদায়ুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে ॥৩০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥৩১

সর্বে সর্বাপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্ ॥৩২

ইদমার্ষং প্রমাণঞ্চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৩

শূদ্রোচিত গুণবিশিষ্ট জাতি ব্রাহ্মণ মাত্র। সুতরাং ঐ শূদ্র গুণতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া এবং ঐরূপ ব্রাহ্মণ গুণতঃ শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি ব্রাহ্মণশূদ্র এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি শূদ্রব্রাহ্মণ।২৪-২৬

আপনি যে বলিলেন সুখ-দুঃখরহিত কোন বস্তুই নাই, তাহা আপাততঃ ঠিক বলিয়াই মনে হয়, কারণ সুখ-দুঃখরহিত বস্তু সচরাচর সাধারণ মানুষের গোচর হয় না। কিন্তু দৃষ্টান্তের সাহায্যে যুক্তির দ্বারা বুঝা যায়, সুখ-দুঃখরহিত কোন বস্তু থাকা সম্ভব। যেমন বরফাদি শীতবস্তুর মধ্যেও কখনও উষ্ণতা থাকে না এবং অনলাদি উষ্ণবস্তুর মধ্যেও কখনও শৈত্য থাকে না দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন এক পৃথক্ বস্তুই আছে, যাহাতে শৈত্য ও উষ্ণতা কোনটাই থাকে না; যেমন, পৃথিবী ও বায়ু। ইহাদের স্পর্শ আছে বটে, কিন্তু শীতও নয় উষ্ণও নয়। এই দৃষ্টান্তানুসারে সুখ-দুঃখশূন্যও কোন বস্তু থাকিতে পারে, তাহাই পরব্রহ্ম; শাস্ত্রপ্রমাণেই তাহা জানিতে পারা যায়। সর্প! আমার তো এবিষয়ে এইরূপ ধারণা, আপনি এবিষয়ে কি মনে করেন।২৭-২৯

সর্প বলিল,—হে আয়ুষ্মন্! যদি তুমি আচারানুসারে গুণের প্রাধান্যবশতঃ ব্রাহ্মণোচিত (ও শূদ্রোচিত) গুণ দেখিয়াই তাহাকে ব্রাহ্মণ (বা শূদ্র) বলিতে চাও, তাহা হইলে যতক্ষণ তদনুসারে কর্ম্ম না হইবে, সেইস্থলে জাতি ব্যবহার ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। (ইহা কি ঠিক?)৩০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাসর্প! হে মহামতে! মনুষ্যমধ্যে জাতির পরীক্ষা করা খুবই কঠিন; কারণ, সমস্তানুসারে সঙ্করবর্ণের মধ্যেও সাঙ্কর্য্য (সম্মিশ্রণ) দোষ থাকায় সন্দেহ হইলে ব্রাহ্মণাদি জাতির নিশ্চয় করা খুবই কঠিন—ইহাই আমার ধারণা।৩১

সকল মনুষ্য সদা সকল জাতির স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ—এইগুলি সমস্ত মনুষ্যের মধ্যেই হওয়ার দরুনই—"আমরা যজ্ঞ করিতেছি, এইরূপ সামান্যতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন"। সুতরাং যিনি তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্, তিনি সৎস্বভাবপ্রযুক্ত গুণের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং উহাই অভ্যাস বলিয়া জানেন। (জাতি অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়, জাতি হইতে গুণের প্রাধান্য বলাই আমার উদ্দেশ্য; জাতিগত ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি কোন ব্রাহ্মণের যথা গুণসমকর্ম্ম না থাকে, শাস্ত্র তাহাকে পাণ্ডিত্য-দোষদুষ্ট বলিয়াছেন এবং তাহার বহু নিন্দাও করিয়াছেন।)৩২-৩৩

প্রাঙ্নাভিবর্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম বিধীয়তে।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা স্যাচার্য্য উচ্যতে ॥৩৩
তাবদ্ভূত্রসমো হ্যেষ যাবদ্ বেদে ন জায়তে।
তস্মিন্নেবং মতির্যস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥৩৪
কৃতকৃত্যাঃ পুনর্বর্ণা যদি বৃত্তং ন বিদ্যতে।
সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্ প্রসমীক্ষিতঃ ॥৩৬
যত্রেদানীং মহাসর্প সঙ্কেতং বৃত্তমিষ্যতে।
তং ব্রাহ্মণমহং পূর্ব্বমুক্তবান্ ভুজগোত্তম ॥৩৭

সর্প উবাচ।

শ্রুতং বিদিতবেদ্যস্য তব বাক্যং যুধিষ্ঠির।
ভক্ষয়েয়মহং কস্মাদ্ ভ্রাতরং তে বৃকোদরম্ ॥৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আজগরপর্ব্বণি যুধিষ্ঠির-সর্পসংবাদে অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।১৮০

মাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে পুরুষের 'জাতকর্ম্ম' সংস্কারের বিধান করা হইয়াছে, সেস্থলে উহার মাতাকেই সাবিত্রী এবং পিতাকেই আচার্য্য বলা হইয়াছে ।৩৩

পরপর উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার পর্য্যন্ত সংস্কারগুলি যদি না করা যায়, তবে বেদে অধিকার জন্মে না, বেদে অধিকার না জন্মান পর্য্যন্ত দ্বিজকেও শূদ্রতুল্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। জাতিবিষয়ক সন্দেহ হইলে স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনুও এইরূপ বলিয়াছেন ।৩৪

নাগরাজ! যদি সবগুলি সংস্কার করিবার পরও ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদাধ্যয়ন-সদাচারাদি উক্ত গুণগুলি না দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাতে প্রবল সাঙ্কর্য্যদোষ আছে—ইহাই বিচারপূর্ব্বক নিশ্চয় করা হইয়াছে ৩৬

হে মহাসর্প! এই সময়ে যাহার মধ্যে সংস্কারগুলি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত গুণগুলির আবির্ভাব দেখা যাইবে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিব। হে সর্পশ্রেষ্ঠ! ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ।৩৭

সর্প বলিল,—হে যুধিষ্ঠির! যে বিষয়গুলি তোমার জানা থাকা প্রয়োজন, তাহা সবই তোমার জানা আছে দেখিতেছি। তোমার সব কথাই আমি ভাল করিয়া শুনিয়াছি। সুতরাং তোমার ভাই বৃকোদরকে আমি কি করিয়া ভক্ষণ করি ।৩৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আজগরপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-সর্পসংবাদবিষয়ক অশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৮০

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ প্রশ্নস্যোত্তরদানদ্বারা সন্তুষ্টেন সর্পরূপিণা নহুষেণ ভীমস্য পরিত্যাগঃ, যুধিষ্ঠিরেণ সহ বাক্যালাপপ্রভাবেণ সর্পযোনিতো মুক্তিং প্রাপ্য নহুষস্য স্বর্গলোকে গমনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভবানেতাদৃশো লোকে বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
ব্রূহি কিং কুর্বতঃ কর্ম ভবেদ্ গতিরনুত্তমা॥১

সর্প উবাচ।

পাত্রে দত্ত্বা প্রিয়াণ্যুক্ত্বা সত্যমুক্ত্বা চ ভারত।
অহিংসানিরতঃ স্বর্গং গচ্ছেদিতি মতির্মম॥২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দানাদ্ বা সর্প সত্যাদ্ বা কিমতো গুরু দৃশ্যতে।
অহিংসাপ্রিয়য়োশ্চৈব গুরু-লাঘবমুচ্যতাম্॥৩

সর্প উবাচ।

দানঞ্চ সত্যং তত্ত্বং বা অহিংসা প্রিয়মেব চ।
এষাং কার্য্যগরীয়স্ত্বাদ্ দৃশ্যতে গুরু-লাঘবম্॥৪

কস্মাচ্চিদ্ দানযোগাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে।
সত্যবাক্যাচ্চ রাজেন্দ্র কিঞ্চিদ্ দানং বিশিষ্যতে॥৫

এবমেব মহেষ্বাস প্রিয়বাক্যান্মহীপতে।
অহিংসা দৃশ্যতে গুর্বী ততশ্চ প্রিয়মিষ্যতে॥৬

এবমেতদ্ ভবেদ্ রাজন্ কার্য্যাপেক্ষমনন্তরম্।
যদভিপ্রেতমস্মৎ তে ব্রূহি যাবদ্ ব্রবীম্যহম্॥৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং স্বর্গে গতিঃ সর্প কর্মণাঞ্চ ফলং ধ্রুবম্।
অশরীরস্য দৃশ্যন্তে প্রব্রূহি বিষয়াংশ্চ মে॥৮

সর্প উবাচ।

ত্রিস্রো বৈ গতয়ো রাজন্ পরিদৃষ্টাঃ স্বকর্মভিঃ।
মানুষং স্বর্গবাসশ্চ তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ তৎ ত্রিধা॥৯

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরকর্তৃক প্রশ্নের উত্তরদানে সন্তুষ্ট হইয়া সর্পরূপী নহুষের ভীমকে পরিত্যাগ এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত বাক্যালাপের প্রভাবে সর্পযোনি হইতে মুক্তি পাইয়া নহুষের স্বর্গলোকে গমন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ছিলেন বলিয়া ইহলোকে আপনার এই খ্যাতি আছে। আপনি কৃপা করিয়া বলুন, কি কর্ম করিলে অনুত্তম গতি লাভ হয়।১

সর্প বলিল,—সৎপাত্রে দান, প্রিয়ভাষণ, সত্য কথা বলা এবং অবৈধহিংসা না করা—এই কর্মগুলি করিলেই অবশ্যই স্বর্গলাভ হয়—ইহাই আমার ধারণা।২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সর্প। দান ও সত্যের মধ্যে কোনটি বড়? অহিংসা ও প্রিয়ভাষণের মধ্যে কোনটি গুরু ও কোনটি লঘু ইহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন।৩

সর্প বলিল,—দান, সত্যতত্ত্ব, অহিংসা ও প্রিয়ভাষণ—ইহারা কার্যের মহত্ত্ব অনুসারে গুরুত্ব বা লঘুত্ব প্রাপ্ত হয়।৪

হে রাজেন্দ্র। কোন দানের চেয়ে সত্যই শ্রেষ্ঠ, আবার সত্যবাক্য হইতে কোন কোন বস্তুদানই শ্রেষ্ঠ।৫

হে মহাধনুর্দ্ধর ভূপাল। এইরূপই কোন প্রিয়বাক্য হইতে অহিংসাই শ্রেষ্ঠ, আবার কোন অহিংসা হইতে প্রিয়বাক্যই শ্রেষ্ঠ।৬

হে রাজন্! এইভাবে দেখা যায় কার্য বা উদ্দেশ্যের গুরুত্বের উপরই উহাদের পরস্পরের গুরুত্ব অপেক্ষা করে। এখন যে প্রশ্ন তোমার অভিপ্রেত, তাহা বল। আমি উহার উত্তর দিব।৭

তত্র বৈ মানুষাল্লোকান্ দানাদিভিরতন্দ্রিতঃ।
অহিংসার্থসমাযুক্তৈঃ কারণৈঃ স্বর্গমশ্নুতে ॥১০

বিপর্যয়ৈশ্চ রাজেন্দ্র কারণৈর্মানুষো ভবেৎ।
তির্য্যগ্‌যোনিস্তথা তাত বিশেষশ্চাত্র বক্ষ্যতে ॥১১

কাম-ক্রোধসমাযুক্তো হিংসা-লোভসমন্বিতঃ।
মনুষ্যত্বাৎ পরিভ্রষ্টস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রসূয়তে ॥১২

তির্য্যগ্‌যোন্যাঃ পৃথগ্‌ভাবো মনুষ্যার্থে বিধীয়তে।
পশ্বাদিভ্যস্তথাবেদ্যো দেবত্বমপি দৃশ্যতে ॥১৩

লোহ্যমেতা গতীস্তাত জন্তুশ্চরতি কার্য্যবান্।
নিত্যো মহতি চাত্মানমবস্থাপয়তে বিভুঃ ॥১৪

জাতো জাতশ্চ বলবদ্ ভুঙ্‌ক্তে চাত্মা স দেহবান্।
ফলার্থস্তাত নিষ্পৃক্তঃ প্রজাপালনভাবনঃ ॥১৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শব্দে স্পর্শে চ রূপে চ তথৈব রস-গন্ধয়োঃ।
তদ্ভাবিষ্ঠানবদ্যাগ্র্য ব্রূহি সর্প যথাতথম্ ॥১৬

কিং ন গৃহ্ণন্তি বিষয়ান্ যুগপচ্চ মহামতে।
এতাবদুচ্যতাং চোক্তং সর্বং পন্নগসত্তম ॥১৭

সর্প উবাচ।
যদাত্মদ্রব্যমাযুঙ্‌ক্তে দেহসংস্রবণান্বিতম্।
করণাবিষ্টিতং ভোগানুপভুঙ্‌ক্তে যথাবিধি ॥১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সর্প! কিরূপ মানুষের স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এবং কর্ম্মের অবশ্যপ্রাপ্য ফলই বা মানুষ কি প্রকারে পায়? শরীরাভিমানরহিত পুরুষের কিরূপ গতি হয়? এই সকল বিষয় আপনি যথাযথ বলুন।৮

সর্প উত্তরে বলিল,—রাজন্! মানুষ নিজ কর্ম্মের দ্বারা ত্রিবিধ গতি লাভ করে। (১) মনুষ্যযোনিতে জন্মলাভ, (২) তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মলাভ ও (৩) স্বর্গপ্রাপ্তি।৯

তাহাদের মধ্যে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করত যে মানুষ অনলস হইয়া অহিংসাযুক্ত দানাদি সৎকর্ম্ম করে, মানুষ সেই পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ করে।১০

রাজেন্দ্র! ইহার বিপরীত কর্ম্মের দ্বারা মনুষ্যযোনি প্রাপ্তি হয়। তাত! তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্তির প্রতি বিশেষ কারণগুলি এখন বলিতেছি।১১

কাম, ক্রোধ, হিংসা ও লোভের বশীভূত হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইলে মানুষ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মলাভ করে।১২

পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্তির জন্য তির্য্যগ্‌যোনি হইতে উদ্ধার হয়। গো, অশ্ব প্রভৃতি যোনি-ভোগের পর দেবত্বপ্রাপ্তি হইতেও দেখা যায়।১৩

হে তাত! বিষয়াসক্ত জীব এইভাবে নিজ কর্ম্মের দ্বারা ত্রিবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী দেহাভিমানী জীব ফলবত্তা হইতে বার বার জন্মগ্রহণ করে এবং দুঃখ ও সুখ উপভোগ করে। কিন্তু তাত! যিনি কর্ম্ম-ফলে আসক্ত নহেন, সেই সর্ব্বভূতের কল্যাণার্থী বিভু পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করেন না এবং মৃত্যুর পর তাঁহার নিজ আত্মা পরব্রহ্মে বিলীন হয়।১৪-১৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সর্প! আপনি শান্তচিত্তে আমার এই প্রশ্নের যথার্থরূপে উত্তর দান করুন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই বিষয় পাঁচটির অধিষ্ঠান কি?১৬

মহামতে পন্নগশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রিয়গুলি সমস্ত বিষয়কে যুগপৎ গ্রহণ করে না কেন? আপনি এইসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিন।১৭

সর্প বলিল,—যখন আত্মদ্রব্য দেহসংস্রবণান্বিত করণাবিষ্টিত ভোগানুপভুঙ্‌ক্তে যথাবিধি ॥১৮

জ্ঞানং চৈবাত্র বুদ্ধিশ্চ মনশ্চ ভরতর্ষভ।
তস্য ভোগাধিকরণে কারণানি নিবোধ মে ॥১৯

মনসা হ্যাত্ত পর্য্যেতি ক্রমশো বিষয়ানিমান্।
বিষয়ানুভবজ্ঞো হি ভুঙ্‌ক্তাত্মা ক্ষেত্রমাশ্রিতঃ ॥২০

তত্র চাপি নরব্যাঘ্র মনো জন্তোর্বিধীয়তে।
তস্মাদ্ যুগপদব্রাত্ত গ্রহণং নোপপদ্যতে ॥২১

স আত্মা পুরুষব্যাঘ্র ভ্রুবোরন্তরমাশ্রিতঃ।
বুদ্ধিং দ্রব্যেষু সৃজতি বিবিধেষু পরাবরাম্ ॥২২

বুদ্ধেরুত্তরকালা চ বেদনা দৃশ্যতে বুধৈঃ।
এষ বৈ রাজশার্দূল বিধিঃ ক্ষেত্রজ্ঞভাবনঃ ॥২৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মনসশ্চাপি বুদ্ধেশ্চ ব্রূহি মে লক্ষণং পরম্।
এতদধ্যাত্মবিদুষাং পরং কার্য্যং বিধীয়তে ॥২৪

সর্প বলিল,—হে আয়ুষ্মন্! স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই ত্রিবিধ শরীর আশ্রয়কারী ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যুক্ত যে আত্মানামক দ্রব্য, সে-ই বিধিপূর্ব্বক সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করে।১৮

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জ্ঞান, বুদ্ধি ও মন—এই তিনটীই জীবের পুনঃ পুনঃ শরীরধারণের প্রতি কারণ—ইহা আমার নিকট শ্রবণ কর।১৯

তাত! শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহের আধারভূত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন এই শরীরে অবস্থান করিয়াই জীবাত্মা এই শরীরেই স্থিত মনের পাঁচটী বিষয়কে ক্রমশঃ ভোগ করিয়া থাকে।২০

হে নরশ্রেষ্ঠ! এই জীবাত্মার মন এক সময়ে দুই বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না; এজন্য যুগপৎ একাধিক বিষয়ের ভোগ সম্ভব নহে।২১

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই আত্মা ভ্রূমধ্যে অবস্থান করত উত্তম ও অধম বুদ্ধিকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সমূহে প্রেরণ করে।২২

বুদ্ধির ক্রিয়ার অব্যবহিত উত্তরকালেই বিদ্বান্ পুরুষগণের এই অনুভূতি দেখা যায়। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! উহাই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে প্রকাশিত করিবার বিধি।২৩

সর্প উবাচ।

বুদ্ধিরাত্মানুগা তাত উৎপাতেন বিধীয়তে।
তদাশ্রিতা হি সংজ্ঞৈষা বুদ্ধিস্তৈবিধী ভবেৎ ॥২৫

বুদ্ধিরুৎপদ্যতে কার্য্যাত্মনস্তূৎপদ্যতে হি।
বুদ্ধের্গুণবিধানেন মনস্তদ্‌গুণবদ্ ভবেৎ ॥২৬

এতদ্ বিশেষণং তাত মনোবুদ্ধ্যোর্যদন্তরম্।
ত্বমপ্যাত্মাভিসম্বুদ্ধঃ কথং বা মন্যতে ভবান্ ॥২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অহো বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠ শুভা বুদ্ধিরিয়ং তব।
বিদিতং বেদিতব্যং তে কস্মাৎ সমনুপৃচ্ছসি ॥২৮

সর্ব্বজ্ঞং ত্বাং কথং মোহ আবিশৎ স্বর্গবাসিনম্।
এবমদ্ভুতকর্ম্মাণমিতি মে সংশয়ো মহান্ ॥২৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মন ও বুদ্ধির উত্তম লক্ষণ কি, তাহা বলুন। অধ্যাত্মশাস্ত্রবিদ্বান্ পুরুষগণের পক্ষে ইহা জানা অত্যাবশ্যক।২৪

সর্প বলিল,—হে বৎস! আত্মার ভোগ ও যুক্তিসম্পাদনই বুদ্ধির প্রয়োজন, আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই বুদ্ধি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য বুদ্ধিকে আত্মানুসারিণী বলা হয়। কার্য্যানুসারে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, মন তো অনাদিকাল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তথাপি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া বিষয়কে গ্রহণ করে; এজন্য বুদ্ধির গুণেই মন গুণবান্ হয়।২৫-২৬

তাত! মন ও বুদ্ধির এই বিশেষত্বই উভয়ের পার্থক্যের কারণ। তুমি তো এই বিষয়ে সবই ভালভাবে জান, সুতরাং বল, তুমি কাহাকে সাধক মান্য কর।২৭

তুমি তো সর্ব্বজ্ঞ, তোমাকে মোহ কিরূপে আবিষ্ট করিল? তুমি স্বর্গবাসী, তুমি অদ্ভুতকর্ম্মা, ইহাতে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইতেছে।২৮-২৯

সর্প উবাচ।

সুপ্রজ্ঞমপি চেচ্ছ্রেষ্ঠমুহির্মোহয়তে নরম্।
বর্ত্তমানঃ সুখে সর্বো মুহ্যতীতি মতির্মম ॥৩০

সোঽহমৈশ্বর্য্যমোহেন মদাবিষ্টো যুধিষ্ঠির।
পতিতঃ প্রতিসম্বুদ্ধস্ত্বাং তু সম্বোধয়াম্যহম্ ॥৩১

কৃতং কার্য্যং মহারাজ ত্বয়া মম পরন্তপ।
ক্ষীণঃ শাপঃ সুকৃচ্ছ্রো মে ত্বয়া সম্ভাষ্য সাধুনা ॥৩২

অয়ং হি দিবি দিব্যেন বিমানেন চরন্ পুরা।
অভিমানেন মত্তঃ সন্ কঞ্চিন্নাভ্যচিন্তয়ম্ ॥৩৩

ব্রহ্মর্ষি-দেব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
করান্ মম প্রযচ্ছন্তি সর্বে ত্রৈলোক্যবাসিনঃ ॥৩৪

চক্ষুষা যং প্রপশ্যামি প্রাণিনং পৃথিবীপতে।
তস্য তেজো হরাম্যাশু তস্তি দৃষ্টের্বলং মম ॥৩৫

ব্রহ্মর্ষীণাং সহস্রং হি বভূব শিবিকা মম।
স গ্রামপনয়ো রাজন্ ভ্রংশয়ামাস বৈ শ্রিয়ঃ ॥৩৬

তত্র হ্যগস্ত্যঃ পাদেন বহন্ স্পৃষ্টো ময়া মুনিঃ।
অগস্ত্যেন ততোঽস্মাকং সর্পত্বঞ্চ তবেতি হ ॥৩৭

ততস্তস্মাদ্ বিমানাগ্র্যাৎ প্রচ্যুতস্চ্যুতলক্ষণঃ।
প্রপতন্ বুবুধেঽহস্তানং ব্যালীভূতমধোমুখম্।
অযাচং তমহং বিপ্রং শাপস্যান্তো ভবেদিতি ॥৩৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে প্রাজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ। আপনার এই বুদ্ধি অতীব উত্তম। আপনি জানিবার যোগ্য সব কিছুই জানেন। তবে আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।২৮

এইরূপ অদ্ভুতকর্ম্মকারী সর্ব্বজ্ঞ আপনাকেও স্বর্গবাসকালে মোহ কি করিয়া আক্রমণ করিল! এই বিষয়ে আমার মনে অত্যন্ত সংশয় হইতেছে ।২৯

সর্প বলিল,—ঐশ্বর্য্য অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও বীরপুরুষগণকেও মোহিত করে। সুখে মত্ত মহত্তমাজই মোহে প্রাপ্ত হয়—ইহাই আমার ধারণা ।৩০

হে যুধিষ্ঠির। আমিও ঐশ্বর্য্যমোহে মত্ত হইয়া অধঃপতিত হইয়াছি, সেইজন্য আমার এখন চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাই তোমাকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি ।৩১

হে পরন্তপ মহারাজ। তুমি আমার মহা উপকার করিয়াছ; কেননা, তোমার ন্যায় সৎ-পুরুষের সহিত সম্ভাষণ করিয়া এখন আমি অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাপ হইতে মুক্তি পাইয়াছি ।৩২

আমি পূর্ব্বে দিব্য বিমানে করিয়া আকাশে বিহার করিতাম অভিমানে মত্ত হইয়া অন্য কাহাকেও মান্য করিতাম না ।৩৩

ব্রহ্মর্ষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ—ত্রৈলোক্যবাসী সকলেই আমাকে কর প্রদান করিতেন ।৩৪

হে রাজন্। ঐ সময়ে আমি একবার যাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম, তৎক্ষণাৎ আমি তাহার তেজ হরণ করিয়া লইতাম; আমার দৃষ্টির শক্তি এইরূপ ছিল ।৩৫

সহস্র ব্রহ্মর্ষি মিলিয়া আমার শিবিকা বহন করিত। রাজন্। সেই অত্যাচারই আমাকে স্বর্গের ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে ।৩৬

মহর্ষি অগস্ত্য যখন আমার শিবিকা বহন করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে পদাঘাত করিয়াছিলাম; তাহাতেই তিনি (ক্রুদ্ধ হইয়া) আমাকে বলিলেন—"তুমি সর্প হও" ।৩৭

তাঁহার বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্ত রাজ-চিহ্ন লুপ্ত হইল এবং আমি সর্পরূপ ধারণ করত সেই উত্তম বিমান হইতে নিম্নে পতিত হইলাম।

সর্প উবাচ।

প্রমাদাৎ সম্প্রমূঢ়স্য ভগবন্ ক্ষন্তুমর্হসি।
ততঃ স মামুবাচেদং প্রপতন্তং কৃপান্বিতঃ ॥৩৯
যুধিষ্ঠিরো ধর্মরাজঃ শাপাৎ ত্বাং মোক্ষয়িষ্যতি।
অভিমানস্য ঘোরস্য পাপস্য চ নরাধিপ ॥৪০
ফলে ক্ষীণে মহারাজ ফলং পুণ্যময়াপ্স্যসি।
ততো মে বিস্ময়ো জাতস্তম্ দৃষ্ট্বা তপসো বলম্ ॥৪১
ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণত্বঞ্চ যেন ত্বাহমচূচুদম্।
সত্যং দমস্তপো দানমহিংসা ধর্মনিত্যতা ॥৪২
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ।
অরিষ্ট এষ তে ভ্রাতা ভীমসেনো মহাবলঃ।
অস্তি তেঽদ্য মহারাজ গমিষ্যামি দিবং পুনঃ ॥৪৩

(ন চায়ং পুরুষব্যাঘ্র কালঃ পুণ্য উপাগতঃ।
তদস্মাৎ কারণাৎ পার্থ কার্য্যং মম মহৎ কৃতম্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তস্মিন্ মুহূর্তে তু বিমানং কামগামি বৈ।
অবপাতেন মহতা তত্রাবাপ তদুত্তমম্ ॥)

ইক্ষ্বাকুরাজগরং দেহং মুক্ত্বা স নহুষো নৃপঃ।
দিব্যং বপুঃ সমাস্থায় গতস্ত্রিদিবমেব হ ॥৪৪
যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্মাত্মা ভ্রাত্রা ভীমেন সঙ্গতঃ।
ধৌম্যেন সহিতঃ শ্রীমানাশ্রমং পুনরাগমৎ ॥৪৫
ততো দ্বিজেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ সর্বেভ্যো যথাক্রমম্।
কথয়ামাস তৎ সর্বং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪৬

সেই সময় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমি সর্প হইয়া অধোমুখে পতিত হইতেছি। তখন আমি (কাতরভাবে) আমার শাপবিমুক্তির জন্য ব্রহ্মর্ষির নিকট প্রার্থনা করিলাম।৩৮

সর্পরূপধারী আমি বলিলাম,—হে ভগবন্! আমি প্রমাদবশতঃ বিবেকশূন্য হইয়া এইরূপ অপরাধ করিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। তখন মহর্ষি দয়ান্বিত হইয়া অবস্থিত আমাকে বলিলেন।৩৯

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবে। মহারাজ! তোমার এই অভিমান ও ঘোর পাপ ফলভোগের দ্বারা যখন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইবে, তখন তুমি পুনরায় পূর্ব পুণ্যবলে স্বর্গলাভ করিবে। হে রাজন্! সেই সময় মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবল দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম।৪০-৪১

রাজন্! তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মণত্ব দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। এইজন্য প্রথমে তোমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সত্য, দান, তপস্যা, অহিংসা, ধর্মপরায়ণতা—এই সকল সদ্‌গুণই মানুষকে পরম সিদ্ধিলাভ করাইয়া দেয়; উচ্চ কুল বা উচ্চ জাতিমাত্রই তাহা করিতে পারে না। এই তোমার ভাই মহাবল ভীমসেন দেখ কুশলে বর্তমান আছে। মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি পুনরায় স্বর্গে গমন করিব।৪২-৪৩

(হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পার্থ! তোমার তপোগমনেই আমার এই পুণ্যকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই কারণেই তুমি আমার মহা উপকার করিয়াছ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! তারপর সেই মুহূর্তে ইচ্ছানুসারে যত্রতত্র গমনশীল এক উত্তম বিমান অতিশয় বেগে উড়িয়া আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল।)

যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া রাজা নহুষ অজগর সর্পের দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য শরীর ধারণ করত পুনরায় স্বর্গলোকে গমন করিলেন।৪৪

তখন ধর্মাত্মা শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরও ভাই ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়া ধৌম্যের সঙ্গে নিজ আশ্রমে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন।৪৫

শ্রুত্বা তে দ্বিজাঃ সর্বে ভ্রাতরশ্চাস্য তে ত্রয়ঃ।
আসন্ ব্রীড়ান্বিতা রাজন্ দ্রৌপদী চ যশস্বিনী ॥৫৭

তে তু সর্বে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পাণ্ডবানাং হিতৈষিণঃ।
মৈবমিত্যব্রুবন্ ভীমং গর্হয়ন্তোঽস্য সাহসম্ ॥৫৮

পাণ্ডবাস্তু তথামুক্তং প্রেক্ষ্য ভীমং মহাবলম্।
হর্ষমাহারয়াঞ্চক্রুর্বিজহ্রুশ্চ মুদা যুতাঃ ॥৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আজগরপর্বণি ভীমমোচনে একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮১

তারপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণগণের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন ।৫৬

রাজন্! তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ, তাঁহার তিন ভ্রাতা এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী সকলেই খুবই লজ্জিত হইলেন ।৫৭

পাণ্ডবগণের হিতকামী সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ভীমের সাহসকে নিন্দা করত ভীমকে বলিলেন—তুমি পুনরায় এইরূপ দুঃসাহস করিবে না ।৫৮

পাণ্ডবগণ সকলেই মহাবল ভীমকে ভয় হইতে বিমুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং সেই বনে আনন্দের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন ।৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আজগরপর্ব্বে সর্পভয় হইতে ভীমসেনের মুক্তিবিষয়ক একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৮১

(মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব)

ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বর্ষা-শরদ্ঋতুবর্ণনম্, দ্বৈতবনাদ্ যুধিষ্ঠির-প্রভৃতীনাং কাম্যকবনে প্রবেশশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নিদাঘান্তকরঃ কালঃ সর্বভূতসুখাবহঃ।
তত্রৈব বসতাং তেষাং প্রাবৃট্ সমভিপদ্যত ॥১

ছাদয়ন্তো মহাঘোষাঃ খং দিশশ্চ বলাহকাঃ।
প্রববর্ষুর্দিবারাত্রমদিতাঃ সততং তদা ॥২

তপাত্যয়নিকেতাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অপেতার্ক প্রভাজালাঃ সবিদ্যুদ্বিমলপ্রভাঃ ॥৩

বিরূঢ়শষ্পা ধরণী মত্তদংশ-সরীসৃপা।
বভূব পরমা সিক্তা শান্তা সর্বমনোরমা ॥৪

মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্ব

ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[বর্ষা ও শরদ্ঋতুদ্বয়ের বর্ণনা এবং দ্বৈতবন হইতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির কাম্যকবনে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে বাস করিতেছেন, এমন সময় গ্রীষ্মকালের সমাপ্তি-সূচক ও সর্ব্বপ্রাণীর আনন্দদায়ক বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল ।১

কৃষ্ণবর্ণ মেঘসমূহ ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে আকাশ ও চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া দিবারাত্রি নিরন্তর বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল ।২

এই মেঘগুলি শত শত ও সহস্র সহস্র তাঁবুর ন্যায় সূর্য্যের প্রভাপুঞ্জকে ঢাকিয়া ফেলিল এবং বিদ্যুতের নির্ম্মল প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল ।৩

ন স্ম প্রজায়তে কিঞ্চিদ্ভূতা সমবতৃতে।
সমং বা বিষমং বাপি নদ্যো বা স্থাবরাণি চ ॥৫

স্রুতভোয়া মহাবেগাঃ স্বনমানা ইবাণ্ডগাঃ।
নিষ্পঃ শোভয়াঞ্চক্রুঃ কাননানি তপাত্যয়ে ॥৬

নদতাং কাননান্তেষু শ্রূয়ন্তে বিবিধাঃ স্বনাঃ।
বৃষ্টিভিশ্ছাদ্যমানানাং বরাহ-মৃগ-পক্ষিণাম্ ॥৭

স্তোককাঃ শিখিনশ্চৈব পুংস্কোকিলগণৈঃ সহ।
মত্তাঃ পরিপতন্তি স্ম মদ্গুরাশ্চৈব দর্পিতাঃ ॥৮

তথা বহুবিধাকারা প্রাবৃড়েষানুনাদিতা।
অভ্যন্তীর্ণা শিবা তেষাং চরতাং মহদ্বনম্ ॥৯

ক্রৌঞ্চহংসসমাকীর্ণা শরৎ প্রমুদিতাভবৎ।
রুচকক্বনপ্রস্থা প্রসন্নসলিলাশয়া ॥১০

বিমলাকাশনক্ষত্রা শরৎ তেষাং শিবাভবৎ।
মৃগদ্বিজসমাকীর্ণা পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১১

দৃশ্যন্তে শান্তরজসঃ কপা ললনশীতলাঃ।
গ্রহনক্ষত্রসঙ্ঘৈশ্চ সোমেন চ বিরাজিতাঃ ॥১২

কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ শীতবারিবহাঃ শিবাঃ।
নদীঃ পুষ্করিণীশ্চৈব দদৃশুঃ সমলঙ্কৃতাঃ ॥১৩

আকাশনীকাশতটাং তীরজানীরসঙ্কুলাম্।
বভূব চরতাং হর্ষঃ পুণ্যতীর্থাং সরস্বতীম্ ॥১৪

ভূমি নবতৃণে আচ্ছাদিত হইল; মত্ত হাঁস ও সর্পসমূহ চারিদিকে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল এবং জলে সিক্ত হইয়া পৃথিবী উষ্ণতা পরিত্যাগ করত শান্ত হইয়া মনোরম শোভা ধারণ করিল।৪

সমস্ত পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ হওয়াতে সমতল ও অসমতল প্রদেশ এবং স্থাবর ও নদীনালা—ইহাদের পার্থক্য বুঝা যাইতেছিল না।৫

বর্ষাকালে পার্বত্য নদীগুলি জলভারে বিক্ষুব্ধ হইয়া যেন বাণসমূহের ন্যায় শন্ শন্ শব্দ করিতে করিতে মহাবেগে বনভূমিকে পরিশোভিত করিতেছিল।৬

বনমধ্যে বৃষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন ও আর্দ্র বরাহ, মৃগ ও পক্ষিগণের নানাপ্রকার শব্দ শুনা যাইতেছিল।৭

পাপিহা ও মত্তগণ পুংস্কোকিলদিগের সহিত আনন্দিতচিত্তে উড়িতে লাগিল এবং ভেকগণ মত্ত হইয়া এদিক-ওদিক লাফাইতেছিল।৮

এইরূপে মরুপ্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণের উপর আপতিত, মেঘের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত, নানা আকার ও বর্ণে সুশোভিত বর্ষাঋতু চলিয়া গেল।৯

দেখিতে দেখিতে আনন্দময় শরৎকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রৌঞ্চ-হংসাদি পক্ষিসমূহ আনন্দে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল; বনে ও পর্বতশিখরে কাশ, রুচক প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, নদী প্রভৃতির জল নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইল; আকাশ নির্ম্মল হইল এবং সেই নির্ম্মল গগনে উজ্জ্বল নক্ষত্রাদির উদয় হইল; চারিদিক্ মৃগ ও পক্ষিগণে পরিপূর্ণ হইল। মহাত্মা পাণ্ডবগণের পক্ষে এই শরদ্ ঋতু অত্যন্ত সুখদায়ক হইল।১০-১১

তখনকার রাত্রিসমূহ ধূলিশূন্য ও নির্ম্মল দেখাইতেছিল এবং বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল গগনে উদিত চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের দ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।১২

পাণ্ডবগণ দেখিলেন,—নদী ও পুষ্করিণীসমূহ শীতল জলে পরিপূর্ণ ছিল এবং প্রস্ফুটিত পদ্ম ও কুমুদের দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়া উহারা সকলের সুখদায়িনী হইল।১৩

তে বৈ মুমুদিরে বীরাঃ প্রসন্নসলিলাং শিবাম্।
পশ্যন্তো দৃঢ়ধন্বানঃ পরিপূর্ণাং সরস্বতীম্ ॥১৫
তেষাং পুণ্যতমা রাত্রিঃ পর্বসন্ধৌ স্ম শারদী।
তত্রৈব বসতামাসীৎ কার্তিকী জনমেজয় ॥১৬
পুণ্যকৃদ্ভির্মহাসত্ত্বৈস্তাপসৈঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
তৎ সর্বে ভরতশ্রেষ্ঠাঃ সমুহুর্ঘোপযুযুজম্ ॥১৭

তস্মিন্নাজ্যুদয়ে তস্মিন্ ধৌম্যেন সহ পাণ্ডবাঃ।
সূক্তৈঃ পৌরোগবৈশ্চৈব কাম্যকং প্রযযুর্বনম্ ॥১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি
কাম্যকবনপ্রবেশে ত্র্যশীত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮২

পুণ্যতীর্থস্বরূপা সরস্বতী নদীর তীর আকাশের ন্যায় নির্মল হইল এবং সেই তীরভূমি বেতসবৃক্ষে আচ্ছাদিত হইল। এইসব শোভা দর্শন করিয়া পাণ্ডবগণের আনন্দের অবধি রহিল না।১৪

নির্মলসলিলা ও কল্যাণময়ী সরস্বতীকে দর্শন করত দৃঢ়ধনুর্ধারী বীর পাণ্ডবগণ পরম আনন্দ লাভ করিলেন।১৫

হে জনমেজয়! সেইখানে বাস করিতে করিতেই পর্বসন্ধিকালে তাঁহাদের নিকট পুণ্যময়ী কার্তিকী পূর্ণিমা আসিয়া উপস্থিত হইল।১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পুণ্যবান্, মহাপ্রাণ তাপসগণের সহিত স্নান-দানাদির দ্বারা সেই কার্তিকী পূর্ণিমার সদুপযোগ করিলেন।১৭

পুনরায় কৃষ্ণপক্ষ যখন আসিল, তখন পাণ্ডবগণ মহামুনি ধৌম্যের সহিত সারথি ও পাচকগণকে লইয়া কাম্যকবনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।১৮

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে কাম্যকবনপ্রবেশবিষয়ক ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮২

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের সমীপে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, মুনিবর-মার্কণ্ডেয়স্য, নারদস্য চ শুভাগমনম্, যুধিষ্ঠিরেণ জিজ্ঞাসিতস্য সতো মার্কণ্ডেয়স্য উত্তরদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কাম্যকং প্রাপ্য কৌরব্য যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
কৃষ্ণাভিধ্যা মুনিগণৈর্নিষেদুঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥১
তত্তত্তান্ পরিবিশ্বস্তান্ বসতঃ পাণ্ডুনন্দনান্।
ব্রাহ্মণা বহবস্তত্র সমস্তাৎ পর্যুপাসদন্ ॥২

অথাজগ্মুর্দ্বিজঃ কশ্চিদর্জুনস্য প্রিয়ঃ সখা।
স এষ্যতি মহাবাহুর্বশী সৌভিরুদারধীঃ ॥৩

বিদিতা হি হরের্মূর্তিমহিমানস্তথা ভবাঃ।
সদা হি দর্শনাকাঙ্ক্ষী শ্রেয়োঽন্বেষী চ বো হরিঃ ॥৪

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মুনিবর মার্কণ্ডেয় ও নারদের শুভাগমন এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মার্কণ্ডেয়ের উত্তর দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুরুবংশেশ্বর জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ কৃষ্ণার সহিত কাম্যকবনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তত্রত্য মুনিগণ তাঁহাদিগকে সৎকার করিলে তাঁহারা তথায় ধৌম্যদেবের সহিত উপবেশন করিলেন।১

তারপর যখন সেই বিশ্বাসভাজন পাণ্ডবগণ সেখানে বাস করিতে লাগিলেন, তখন বহু দ্বিজ

বহ্বৎসরজীবী চ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
স্বাধ্যায়তপসা যুক্তঃ ক্ষিপ্রং যুষ্মান্ সমেষ্যতি ॥৫

তথৈব ক্রথতন্তস্ত প্রত্যদৃশ্যত কেশবঃ।
শৈব্য-সুগ্রীবযুক্তেন রথেন রথিনাং বরঃ ॥৬

মঘবানিব পৌলোম্যা সহিতঃ সত্যভাময়া।
উপায়াদ্ দেবকীপুত্রো দিদৃক্ষুঃ কুরুসত্তমান্ ॥৭

অবতীর্য্য রথাৎ কৃষ্ণো ধর্মরাজং যথাবিধি।
ববন্দে যুধিষ্ঠিরো ধীমান্ ভীমঞ্চ বলিনাং বরম্ ॥৮

পূজয়ামাস ধৌম্যঞ্চ যমাভ্যামভিবাদিতঃ।
পরিষজ্য গুড়াকেশং দ্রৌপদীং পর্য্যসান্ত্বয়ৎ ॥৯

স দৃষ্ট্বা কাঙ্ক্ষিতং বীরং চিরস্য প্রিয়মাগতম্।
পর্য্যষজত দাশার্হঃ পুনঃ পুনরবিন্দমঃ ॥১০

তথৈব সত্যভামাপি দ্রৌপদীং পরিষস্বজে।
পাণ্ডবানাং প্রিয়াং ভার্য্যাং কৃষ্ণস্য মহিষী প্রিয়া ॥১১

ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্বে সভার্য্যাঃ সপুরোহিতাঃ।
আনর্চুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পরিবব্রুশ্চ সর্বশঃ ॥১২

কৃষ্ণস্তু পার্শ্বেন সমেত্য বিদ্বান্
ধনঞ্জয়েনাহৃতকর্তনেন।
যতৌ যথা ভূতপতির্মহাত্মা
সমেত্য সাক্ষাদ্ ভগবান্ গুহেন ॥১৩

ততঃ সমস্তানি কিরীটমালী
বনেষু বৃত্তানি গদাগ্রজায়।
উক্ত্বা যথাবৎ পুনরন্বপৃচ্ছৎ
কথং সুভদ্রা চ স চাভিমন্যুঃ ॥১৪

তাঁহাদিগকে চারিদিকে ঘিরিয়া বাস করিতে লাগিলেন।২

তারপর তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন,—অর্জুনের প্রিয় সখা, সকলকে শ্রীতিকারী, উদার-বুদ্ধি, মহাবাহু পুরন্দর শ্রীকৃষ্ণ শুভাগমন করিতেছেন।৩

কুরুশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা যে এখানে আসিয়াছেন, তাহা শ্রীহরি জানিতে পারিয়াছেন, তিনি সর্বদাই আপনাদের হিতকামী ও দর্শনাকাঙ্ক্ষী।৪

মহাতপস্বী, বহ্বৎসরজীবী (সপ্তকল্পজীবী) স্বাধ্যায় ও তপস্যায় নিরত মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মুনিও আপনাদের সহিত দেখা করিতে শীঘ্রই আসিবেন।৫

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিতে বলিতেই রথিশ্রেষ্ঠ কেশব শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বযুগযুক্ত রথে করিয়া আসিতেছেন—দেখা গেল। দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ কুরুশ্রেষ্ঠগণকে দেখিবার জন্য শচীদেবীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সত্যভামার সহিত তথায় শুভাগমন করিলেন।৬-৭

রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়াই ধীমান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমকে আনন্দিতমনে যথাবিধি প্রণাম করিলেন।৮

তিনি ধৌম্য মুনির পূজা করিলেন এবং নকুল ও সহদেব কর্তৃক অভিবাদিত হইয়া নিদ্রাবিজয়ী অর্জুনকে আলিঙ্গন করত দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দান করিলেন। শত্রুনিষূদন শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকাল পরে পরমপ্রিয় বীরবর অর্জুনকে দেখিয়া তাঁহাকে গাঢ়ভাবে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন।৯-১০

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্যভামাও পাণ্ডবগণের প্রিয় ভার্য্যা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিলেন।১১

তারপর ভার্য্যা ও পুরোহিতের সহিত পাণ্ডবগণ সকলে মিলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের যথোচিত পূজা করিলেন এবং তাঁহারা সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন।১২

সর্বশেষে শ্রীকৃষ্ণ যখন অনুচরগণ ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত হইলেন, তখন তাঁহাকে কার্তিকেয়ের সহিত

স পূজয়িত্বা মধুরা যথাবৎ
পার্থঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ পুরোহিতঞ্চ।
উবাচ রাজানমভিপ্রশংসন্
যুধিষ্ঠিরং তত্র সহোপবিষ্ট ॥১৫

ধর্মঃ পরঃ পাণ্ডব রাজ্যলাভাৎ
তস্যার্থমাহুস্তপ এব রাজন্।
সত্যার্জবাভ্যাং চরতা স্বধর্মং
জিতস্ত্বয়াঞ্চ পরশ্চ লোকঃ ॥১৬

অধীতমগ্রে চরতা ব্রতানি
সম্যগ্ বহুর্বেদমবাপ্য কৃৎস্নম্।
ক্ষাত্রেণ ধর্মেণ বসূনি লব্ধ্বা
সর্বে হুতাস্তাঃ ক্রতবঃ পুরাণাঃ ॥১৭

ন গ্রাম্যধর্মেষু রতিস্তবাস্তি
কামান্ন কিঞ্চিৎ কুরুষে নরেন্দ্র।
ন চার্থলোভাৎ প্রজহাসি ধর্মং
তস্মাৎ প্রভাবাদসি ধর্মরাজঃ ॥১৮

দানঞ্চ সত্যঞ্চ তপশ্চ রাজন্
শ্রদ্ধা চ বুদ্ধিশ্চ ক্ষমা ধৃতিশ্চ।
অবাপ্য রাষ্ট্রাণি বসূনি ভোগা-
নেষা পরা পার্থ সদা রতিস্তে ॥১৯

যদা জনৌঘঃ কুরুজাঙ্গলানাং
কৃষ্ণাং সভায়ামবলামপশ্যৎ।
অপেতধর্মব্যবহারবৃত্তং
সহেত তৎ পাণ্ডব কস্তদস্তঃ ॥২০

অসংশয়ং সর্বনমুদ্ধকামঃ
ক্ষিপ্রং প্রজাঃ পালয়িতাসি সম্যক্।
ইমে বয়ং নিগ্রহণে কুরূণাং
যদি প্রতিজ্ঞা ভবতঃ সমাপ্তা ॥২১

বিলিত মহাত্মা ভগবান্ ভূতপতি সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় দেখাইতে লাগিল।১৩

অনন্তর কিরীটধারী অর্জুন বনবাসকালীন সমস্ত বৃত্তান্ত পদ্মপ্রায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুভদ্রা ও অভিমন্যু কেমন আছে?"১৪

মধুসূদন (তাহাদের কুশলের কথা বলিয়া) অর্জুন, কৃষ্ণা ও পুরোহিতকে যথাযথ সম্মান প্রদান করত রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে সকলের সহিত বসিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন।১৫

হে রাজন্! হে পাণ্ডুনন্দন! রাজ্যলাভ হইতেও ধর্মই শ্রেষ্ঠ; তপস্যাকেই এই ধর্মের প্রধান সাধন বলা হইয়াছে। সত্য ও সরলতার সহিত স্বধর্মের অনুষ্ঠান করত আপনি ইহলোক ও পরলোক উভয়কেই জয় করিয়াছেন।১৬

আপনি বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমগ্র বহুর্বেদ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, পরে ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে ধনলাভ করত শাস্ত্রোক্ত পূর্ণপ্রসিদ্ধ যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।১৭

হে নরেন্দ্র! গ্রাম্যধর্ম বিষয়ভোগে আপনার আসক্তি নাই; শুধু কামনার বশীভূত হইয়া আপনি কিছুই করেন না এবং অর্থলোভেও ধর্মকে ত্যাগ করেন না; সেই প্রভাবেই আপনাকে লোকে ধর্মরাজ বলে।১৮

রাজন্ পৃথানন্দন! আপনি রাজ্য, ধন ও ভোগ প্রাপ্ত হইয়াও সর্বদাই দান, সত্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহের প্রতিই আপনার আসক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।১৯

পাণ্ডুনন্দন! কুরুজাঙ্গলপ্রদেশবাসী জনসমূহ দ্যূতসভায় ধর্ম ও লোকব্যবহারকে পরিত্যাগ-পূর্বক কৃষ্ণাকে বিবশ-অবস্থায় লাঞ্ছনা করিতে দেখিল, তখন আপনি ভিন্ন আর কে তাহা সহ্য করিতে পারিত?২০

অসংশয়ে সমস্ত শত্রুকে পরাজয় করিয়া আপনি প্রজাদিগকে সম্যক্ প্রতিপালন করিবেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সমাপ্ত হইল।২১

ধৌম্যঞ্চ ভীমঞ্চ যুধিষ্ঠিরঞ্চ
যমৌ চ কৃষ্ণাঞ্চ দশার্হসিংহঃ।
উবাচ হিত্বা ভবতাং শিবেন
প্রাপ্তঃ কিরীটী মুদিতঃ কৃতাস্ত্রঃ ॥২২

প্রোবাচ কৃষ্ণামপি যাজ্ঞসেনীং
দশার্হভর্ত্তা সহিতঃ সুহৃদ্ভিঃ।
হিষ্টা সমগ্রাপি ধনঞ্জয়েন
সমাগতেত্যেবমুবাচ কৃষ্ণঃ ॥২৩

কৃষ্ণে ধনুর্বেদরতিপ্রধানা-
স্তবাত্মজাস্তে শিশবঃ সুশীলাঃ।
সদ্ভিঃ সদৈবাচরিতং সুহৃদ্ভি-
শ্চরন্তি পুত্রাস্তব যাজ্ঞসেনি ॥২৪

রাজ্যেন রাষ্ট্রৈশ্চ নিমন্ত্র্যমাণাঃ
পিত্রা চ কৃষ্ণে তব সোদরৈশ্চ।
ন যাজ্ঞসেনস্য ন মাতুলানাং
গৃহেষু বাসং রতিমাপ্নুবন্তি ॥২৫

আনর্ত্তমেবাভিমুখাঃ শিবেন
গত্বা ধনুর্বেদরতিপ্রধানাঃ।
তবাত্মজা বৃষ্ণিপুরং প্রবিশ্য
ন দৈবতেভ্যঃ স্পৃহয়ন্তি কৃষ্ণে ॥২৬

যথা ত্বমেবার্হসি তেষু বৃত্তং
প্রযোক্তুমার্য্যা চ যথৈব কুন্তী।
তেষ্বপ্রমাদেন তথা করোতি
তথৈব ভদ্রঞ্চ তথা সুভদ্রা ॥২৭

যথানিরুদ্ধস্য তথাভিমন্যো-
র্যথা সুনীথস্য যথৈব তানোঃ।
তথা বিনেতা চ গতিশ্চ কৃষ্ণে
তবাত্মজানামপি রৌক্মিণেয়ঃ ॥২৮

নিঃসংশয়ে শীঘ্রই আপনার সকল মনোবাসনা পূর্ণ হইবে এবং আপনি পুনরায় রাজসিংহাসনে বসিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিবেন। আপনার প্রতিজ্ঞা যদি সমাপ্ত হয়, তবে আমরা সকলেই কৌরবগণের নিগ্রহের জন্য প্রস্তুত আছি।২১

দশার্হশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধৌম্য, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—আপনারা সৌভাগ্যবশতঃ কুশলের সহিত অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়া আনন্দিতচিত্ত কিরীটিকে ফিরিয়া পাইয়াছেন।২২

তারপর দশার্হকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া যাজ্ঞসেনীকে পুনরায় বলিলেন,—কৃষ্ণে! সৌভাগ্যবশতঃ তুমি পুনরায় ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত হওয়ায়, সকল কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে কৃষ্ণে! তোমার শিশুপুত্রগণ ধনুর্ব্বেদে অতিরিক্ত আসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং সকলেই সুশীল। হে যাজ্ঞসেনি! তাহারা সুহৃদ্গণের সহিত সৎপুরুষগণের আচরিত সদাচার ও ধর্ম্মপালন করিয়া থাকে।২৩-২৪

কৃষ্ণে! তোমার পিতা ও ভ্রাতৃবৃন্দ রাজ্য এবং রাজকীয় আরও অনেক সুখকর বস্তুর দ্বারা তাহাদিগকে আমন্ত্রিত করিলেও তোমার পুত্রগণ মাতামহ যজ্ঞসেন এবং মাতুল বৃষ্ণিবংশের গৃহে বাস করিতে ভালবাসে না।২৫

কৃষ্ণে! তোমার পুত্রগণ কুশলের সহিত আনর্ত্তদেশে গমন করত বৃষ্ণিগণের পুরী দ্বারকাতে প্রবিষ্ট হইয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেই ভালবাসে। এমন কি, তাহারা দেবলোকেও যাইতে ইচ্ছা করে না।২৬

তুমি তাহাদিগকে যেমন সৎশিক্ষা দিয়া পালন করিতে, তাহাদের পিতামহী কুন্তী যেমন সৎশিক্ষা দিয়া থাকেন, সুভদ্রাও অত্যন্ত সাবধানের সহিত তাহাদিগকে সেইরূপভাবেই পালন করিয়া থাকে।২৭

গদাসিচর্মগ্রহণেষু শূরা-
নস্ত্রেষু শিক্ষাসু যথাযথানে।
সম্যগ্ বিনেতা বিনয়ত্যতন্দ্র-
স্তাংশ্চাভিমন্যুঃ সততং কুমারঃ ॥২৯

স চাপি সম্যক্ প্রণিধায় শিক্ষাং
শস্ত্রাণি চৈষাং বিধিবৎ প্রযুঙ্ক্তে।
তথাস্ত্রজ্ঞানাঞ্চ তথাভিমন্যোঃ
পরাক্রমৈস্তুষ্যতি রৌক্মিণেয়ঃ ॥৩০

যদা বিহারং প্রমমীক্ষমাণাঃ
প্রযান্তি পুত্রাস্তব যাজ্ঞসেনি।
একৈকমেষামনুযান্তি তত্র
রথাশ্চ যানানি চ হস্তিনশ্চ ॥৩১

অথাব্রবীদ্ ধর্মরাজস্তু কৃষ্ণো
দশার্হযোধাঃ কুকুরান্ধকাশ্চ।
এতে নিদেশং তব পালয়ন্তু-
স্তিষ্ঠন্তু যত্রেচ্ছসি তত্র রাজন্ ॥৩২

আবর্ত্ততাং কার্ম্মুকবেগবাতা
হলাযুধপ্রগ্রহণা মধূনাম্।
সেনা তবার্থেষু নরেন্দ্র যত্তা
সদাদিপত্যাদ্বরথা সনাগা ॥৩৩

প্রযাপ্যতাং পাণ্ডব ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ
সুযোধনঃ পাপকৃতাং বরিষ্ঠঃ।
স সানুবন্ধঃ সসুহৃদ্গণশ্চ
ভৌমস্য সৌবাধিপতেশ্চ মার্গম্ ॥৩৪

কামং তথা তিষ্ঠ নরেন্দ্র তস্মিন্
বধঃ কৃতস্তে সময়ঃ সভায়াম্।
দাশার্হযোধৈস্তু হতাবিযোধং
প্রতীক্ষতাং নাগপুরং ভবন্তম্ ॥৩৫

কৃষ্ণে। রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন অনিরুদ্ধ, অভিমন্যু, সুনীথ ও ভানুকে অস্ত্রশিক্ষা দেন, সেইরূপ তোমার পুত্রদিগকেও অস্ত্রশিক্ষা দিয়া থাকে।২৮

শিক্ষাদানে নিপুণ কুমার অভিমন্যু অনলসভাবে তোমার পুত্রগণকে গদা, অসি, চর্ম্ম, অস্ত্রসমূহের শিক্ষাদান এবং অশ্বপরিচালনার শিক্ষাদানে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে।২৯

রুক্মিণীসুত প্রদ্যুম্নও তোমার পুত্রগণ এবং অভিমন্যুকে বিধিপূর্ব্বক সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়া তাহাদের পরাক্রম দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করে।৩০

হে যাজ্ঞসেনি! যখন তোমার পুত্রগণ বেড়াইতে ইচ্ছা করিয়া বাহিরে যায়, তখন তাহাদের প্রত্যেকের পিছনে পিছনে রথ, অশ্ব, হস্তী, পালকি প্রভৃতি যানও যায়।৩১

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! আপনি যাহা আদেশ করিবেন, দশার্হ, কুকুর ও অন্ধকবংশের বীর যোদ্ধাগণ আপনার ইচ্ছানুসারে আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত আছে।৩২

নরেন্দ্র! যাহাদের ধনুর বেগ বায়ুর গতিকেও অতিক্রম করে, হলায়ুধধারী বলরাম যাহাদের সেনাপতি, সেই সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয় সেনা রথ, অশ্বাদি সহ আপনার হিতসাধনে সর্ব্বদা তৎপর থাকিবে।৩৩

হে পাণ্ডব! আপনি অনুচর ও সুহৃদ্বর্গের সহিত পাপীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে ভৌমাসুর ও সাধের পথে প্রেরণ করুন।৩৪

মহারাজ! অথবা সভায় আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আপনি পালন করিতে থাকুন, এই যাদব যোদ্ধাগণই দুর্য্যোধনাদিকে বধ করিয়া আপনার জন্য হস্তিনাপুরে প্রতীক্ষা করিতে থাকুক।৩৫

ব্যপেতমন্যুর্ব্যপনীতপাপ্মা
বিহৃত্য যত্রেচ্ছসি তত্র কামম্।
ততঃ প্রসিদ্ধং প্রথমং বিশোকঃ
প্রপৎস্যসে নাগপুরং সুরাষ্ট্রম্ ॥৩৬

ততস্তথাজ্ঞায় মতং মহাত্মা
যথাবদুক্তং পুরুষোত্তমেন।
প্রশস্য বিপ্রেক্ষ্য চ ধর্মরাজঃ
কৃতাঞ্জলিঃ কেশবমিত্যুবাচ ॥৩৭

অসংশয়ং কেশব পাণ্ডবানাং
ভবান্ গতিস্তচ্ছরণা হি পার্থাঃ।
কালোদয়ে তচ্চ ততশ্চ ভূয়ঃ
কর্তা ভবান্ কর্ম ন সংশয়োঽস্তি ॥৩৮

যথাপ্রতিজ্ঞং বিহৃতশ্চ কালঃ
সর্বাঃ সমা দ্বাদশ নির্জনেষু।
অজ্ঞাতচর্য্যাং বিধিবৎ সমাপ্য
ভবদ্গতাঃ কেশব পাণ্ডবেয়াঃ ॥৩৯

এষৈব বুদ্ধির্ভবতাং সদা স্যাৎ
সত্যে স্থিতাঃ কেশব পাণ্ডবেয়াঃ।
সদানৃশংসাঃ সজনাঃ সদাস্যাঃ
সবান্ধবাস্ত্বচ্ছরণা হি পার্থাঃ ॥৪০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তথা বদতি বার্ষ্ণেয়ে ধর্মরাজে চ ভারত।
অথ পশ্চাৎ তপোবৃদ্ধো বহ্বর্ষসহস্রধৃক্ ॥৪১

প্রত্যদৃশ্যত ধর্মাত্মা মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
অজরশ্চামরশ্চৈব রূপৌদার্য্যগুণান্বিতঃ ॥৪২

ব্যদৃশ্যত তথা যুক্তো যথা স্যাৎ পঞ্চবিংশকঃ।
তমাগতমৃষিং বৃদ্ধং বহ্বর্ষসহস্রিণম্ ॥৪৩

আনর্চুর্ব্রাহ্মণাঃ সর্বে কৃষ্ণশ্চ সহ পাণ্ডবৈঃ।
তমর্চিতং সুবিশ্রব্ধমাসীনমৃষিসত্তমম্।
ব্রাহ্মণানাং মতেনাথ পাণ্ডবানাঞ্চ কেশবঃ ॥৪৪

আপনি ক্রোধ ও পাপশূন্য হইয়া যেখানে ইচ্ছা করিতে বিচরণ করুন। তারপর শোকরহিত হইয়া আপনি প্রসিদ্ধ উত্তম রাজধানী হস্তিনাপুরে ইচ্ছামত পরে প্রবেশ করিবেন।৩৫

অনন্তর মহাত্মা যুধিষ্ঠির পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহার পর্য্যালোচনা ও প্রশংসা করত করযোড়ে ভগবান্ কেশবকে বলিলেন।৩৭

হে কেশব। ইহাতে কোনই সংশয় নাই যে, আপনিই পাণ্ডবগণের একমাত্র গতি ও শরণ। যখন সময় আসিবে, তখন আপনি পুনরায় আপনারই বাক্যানুসারে কাজ করিবেন।৩৮

হে কেশব। আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাতসারে কাটাইয়া এবং ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতবাসে কাটাইবার পর পাণ্ডবগণ আপনার শরণাগত হইবে।৩৯

কেশব। আপনার বুদ্ধি সর্বদা এইরূপই থাকুক। আপনার কৃপায় পাণ্ডবগণ সদা সত্য পালন করত স্ত্রী, পুত্র ও অনুচরবর্গ ও বান্ধববর্গসহ আপনারই শরণাগত হইবে।৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতবংশধর জনমেজয়। যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল, তখন তপোবৃদ্ধ, ধর্মাত্মা, মহাতপস্বী, বহুসহস্রবর্ষবয়স্ক, অজর, অমর, রূপ ও ঔদার্য্যগুণযুক্ত মার্কণ্ডেয় মুনিকে দেখা যাইল।৪১-৪২

তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইলেও পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবকের ন্যায় অপূর্ব মূর্তিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুসহস্র-বর্ষজীবী বৃদ্ধ ঋষিকে দেখিয়া ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাকে অর্চনা করিলেন। পূজিত হইবার পর যখন সেই অত্যন্ত

কৃষ্ণ উবাচ।

শুশ্রূষবঃ পাণ্ডবাস্তে ব্রাহ্মণাশ্চ সমাগতাঃ।
দ্রৌপদী সত্যভামা চ তথাহং পরমং বচঃ ॥৪৫
পুরাবৃত্তাঃ কথাঃ পুণ্যাঃ সদাচারান্ সনাতনান্।
রাজ্ঞাং স্ত্রীণাময়ীণাঞ্চ মার্কণ্ডেয় বিচক্ষ্ব নঃ ॥৪৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষু তত্রোপবিষ্টেষু দেবর্ষিরপি নারদঃ।
আজগাম বিশুদ্ধাত্মা পাণ্ডবানবলোকয়ন্ ॥৪৭
তমপ্যথ মহাত্মানং সর্বে তে পুরুষর্ষভাঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাভ্যাং যথান্যায়মুপতস্থুর্মনীষিণঃ ॥৪৮
নারদস্ত্বথ দেবর্ষির্ত্বা তাংস্তু কৃতক্ষণান্।
মার্কণ্ডেয়স্য বচনাৎ কথামন্বমোদত ॥৪৯

উবাচ চৈনং কালজ্ঞঃ স্মরন্নিব সনাতনঃ।
ব্রহ্মর্ষে কথ্যতাং যৎ তে পাণ্ডবেষু বিবক্ষিতম্ ॥৫০
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
ক্ষণং কুরুধ্বং বিপুলমাখ্যাতব্যং ভবিষ্যতি ॥৫১
এবমুক্তাঃ ক্ষণং চক্রুঃ পাণ্ডবাঃ সহ তৈর্দ্বিজৈঃ।
মধ্যন্দিনে যথাদিত্যং প্রেক্ষন্তস্তে মহামুনিম্ ॥৫২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং বিবক্ষন্তমালক্ষ্য কুরুরাজো মহামুনিম্।
কথাসন্তননার্থায় চোদয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥৫৩
ভবান্ দৈবতদৈবজ্ঞো নরদেবাশ্চ মহাত্মনাম্।
রাজর্ষীণাঞ্চ সর্বেষাং চরিতজ্ঞঃ পুরাতনঃ ॥৫৪

বিশ্বাসভাজন মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় আসনে বসিয়া আছেন,—তখন ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণগণ ও পাণ্ডবগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥৪৩-৪৪

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণগণ, পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও সত্যভামা এবং আমি আপনার পরম উপদেশ শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া সমাগত হইয়াছি ॥৪৫

হে মার্কণ্ডেয়! আপনি প্রাচীনকালের রাজা, স্ত্রী ও ঋষিগণের পুণ্যময়ী পুরাতন কাহিনীসমূহ এবং সনাতন সদাচারসমূহ আমাদিগকে বলুন ॥৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহারা সকলে সেখানে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় বিশুদ্ধাত্মা দেবর্ষি নারদও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৪৭

তখন মনীষী পুরুষশ্রেষ্ঠগণ পাদ্য-অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা মহাত্মা নারদের যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন ॥৪৮

দেবর্ষি নারদ যখন বুঝিলেন যে, তাঁহারা মার্কণ্ডেয়ের উপদেশ শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন, তখন তিনিও মার্কণ্ডেয়মুনির সেই কথা শুনিবার বিষয় অনুমোদন করিলেন ॥৪৯

তারপর উপযুক্ত সময় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সনাতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে স্মিতহাস্যে বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি পাণ্ডবগণকে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা বলুন ॥৫০

তিনি এই কথা বলিলে মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তোমরা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া থাক; কেননা, আমাকে অনেক কথা তোমাদিগকে বলিতে হইবে ॥৫১

তিনি এইরূপ বলিলে ব্রাহ্মণবৃন্দের সহিত পাণ্ডবগণ মধ্যাহ্নের সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী মার্কণ্ডেয়কে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার বক্তব্য শুনিবার জন্য মৌন অবলম্বন করিলেন ॥৫২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে কথা বলিতে উদ্যত দেখিয়া কুরুরাজ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহার কথার প্রারম্ভের সুবিধার জন্য এইরূপ প্রেরণা দিয়া বলিলেন ॥৫৩

দেব্যশ্চোপাসিতব্যশ্চ যতো নঃ কাঙ্ক্ষিতশ্চিরম্।
অয়ঞ্চ দেবকীপুত্রঃ প্রাপ্তোঽস্মানবলোককঃ ॥৫৫

তত্রভ্যেব হি মে বুদ্ধির্দৃষ্ট্বাত্মানং সুখাচ্যুতম্।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাংশ্চ দুর্ব্বৃত্তানৃদ্ধতঃ প্রেক্ষ্য সর্ব্বশঃ ॥৫৬

কর্ম্মণঃ পুরুষঃ কর্ত্তা শুভস্যাপ্যশুভস্য বা।
স কথং তদুপাপ্নোতি কথং কর্ত্তা বিধীয়তে ॥৫৭

কুতো বা সুখ-দুঃখেষু নৃণাং ব্রহ্মবিদাং বর।
ইহ বা কৃতমশ্নন্তি পরদেহেঽথ বা পুনঃ ॥৫৮

দেহী চ দেহং সন্ত্যজ্য মৃগ্যমাণঃ শুভাশুভৈঃ।
কথং সংযুজ্যতে প্রেত্য ইহ বা দ্বিজসত্তম ॥৫৯

ঐহলৌকিকমেবেহ উতাহো পারলৌকিকম্।
ক্ব চ কর্ম্মাণি তিষ্ঠন্তি জন্তোঃ প্রেতস্য ভার্গব ॥৬০

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সুষ্ঠ্বাক্তোঽয়মনুপ্রশ্নো যথাবদ্ বদতাং বর।
বিদিতং বেদিতব্যং তে স্বিত্যর্থং ত্বং তু পৃচ্ছসি ॥৬১

অত্র তে কথয়িষ্যামি তন্নিবোধৈকমনাঃ শৃণু।
যথেহামুত্র চ নরঃ সুখ-দুঃখমুপাশ্নুতে ॥৬২

নির্ম্মলানি শরীরাণি বিশুদ্ধানি শরীরিণাম্।
সসর্জ্জ ধর্ম্মতন্ত্রাণি পূর্ব্বোৎপন্নঃ প্রজাপতিঃ ॥৬৩

অমোঘফলসঙ্কল্পাঃ সূত্রতাঃ সত্যবাদিনঃ।
ব্রহ্মভূতা নরাঃ পুণ্যাঃ পুরাণাঃ কুরুসত্তম ॥৬৪

আপনি দেবতা, দৈত্য, ঋষি ও মহাপুরুষগণের এবং রাজর্ষিগণের প্রকৃত চরিত্রসম্বন্ধে অভিজ্ঞ পুরাণ-পুরুষ ॥৫৪

আমার মনে বহুকাল হইতে এই কামনা ছিল যে, আমরা আপনার সেবা ও সৎসঙ্গ করিবার সুযোগ যেন পাই। এই দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন ॥৫৫

আমাকে সুখ হইতে বঞ্চিত ও দুরাচারী ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধিশালী হইয়া সুখভোগ করিতে দেখিয়া আমার মনে এইরূপ বিচার উদয় হইতেছে ॥৫৬

শুভ বা অশুভ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা পুরুষ এবং সে-ই সকল কর্ম্মের ফলভোগ করে; তবে ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলা হয় কেন ॥৫৭

হে ব্রহ্মজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ! মানুষের সুখ এবং দুঃখ-জনক কর্ম্মে কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হয়? কৃতকর্ম্মের ফল মানুষ ইহজন্মে বা পরজন্মে অন্যদেহে ভোগ করে ॥৫৮

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দেহধারী জীব নিজ দেহ-ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করে, তখন কিভাবে তাহার কৃত শুভ ও অশুভ কর্ম্মসমূহ তাহাকে প্রাপ্ত হয় এবং ইহলোক ও পরলোকে জীবের সহিত সেই কর্ম্মের ফল কিভাবেই বা সংযোগ স্থাপন করে ॥৫৯

হে ভৃগুনন্দন! কর্ম্মের ফল এই লোকে প্রাপ্ত হয়, অথবা পরলোকে? মানুষ মরিয়া গেলে তাহার কর্ম্মসমূহ কোথায় থাকে ॥৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বক্তৃশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তোমার এই প্রশ্ন যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত। তুমি যে সকল জ্ঞাতব্য প্রশ্ন করিয়াছ, ইহার উত্তর তুমি সবই জান, তথাপি লোকমর্য্যাদাকে অনুসরণ করিয়া তুমি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ ॥৬১

ইহলোক ও পরলোকে মানুষ যেরূপ সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি বলিতেছি, তোমরা একাগ্র হইয়া শ্রবণ কর ॥৬২

নারায়ণের নাভিকমল হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথম উৎপন্ন হন। তিনি জীবগণের জন্য নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ শরীরসমূহ সৃষ্টি করেন। যাহা দ্বারা কেবল ধর্ম্মই উপার্জ্জিত হইত ॥৬৩

অমোঘ ফলসঙ্কল্প, সুব্রত, সত্যবাদী, ব্রহ্মভূত, পুণ্যাত্মা পুরাণ মানবগণ ॥৬৪

সর্বে দেবৈঃ সমায়ান্তি স্বচ্ছন্দেন যথাতথম্।
তত্রস্থাশ্চ পুনর্যান্তি সর্বে স্বচ্ছন্দচারিণঃ ॥৬৫

স্বচ্ছন্দমরণাশ্চাসন্ নরাঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
অল্পবাধা নিরাতঙ্কাঃ সিদ্ধার্থা নিরুপদ্রবাঃ ॥৬৬

দ্রষ্টারো দেবসঙ্ঘানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
প্রত্যক্ষাঃ সর্বধর্মাণাং দান্তা বিগতমৎসরাঃ ॥৬৭

আসন্ বর্ষসহস্রায়ুস্তথা পুত্রসহস্রিণঃ।
তত্র কালান্তরেণাস্মিন্ পৃথিব্যাং চলচারিণঃ ॥৬৮

কাম-ক্রোধাভিভূতাস্তে মায়াব্যাজোপজীবিনঃ।
লোভমোহাভিভূতাস্তে ত্যক্ত্বা দেহৈস্ততো নরাঃ ॥৬৯

অশুভৈঃ কর্মভিঃ পাপাস্তির্যগ্ভিরিরয়াশিনঃ।
সংসারেষু বিচিত্রেষু পচ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥৭০

মোঘেষ্টা মোঘসঙ্কল্পা মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
সর্বাভিশঙ্কিনশ্চৈব সংবৃতাঃ ক্লেশদায়িনঃ ॥৭১

অশুভৈঃ কর্মভিশ্চাপি প্রায়শঃ পরিচিহ্নিতাঃ।
দৌকুল্যা ব্যাধিবহুলা দুরাত্মানোঽল্পতাপিনঃ ॥৭২

তস্যাস্যামায়ুষঃ পাপা ঔদ্রকর্মফলোদয়াঃ।
নাথন্তঃ সর্বকামানাং নাস্তিকা ভিন্নচেতসঃ ॥৭৩

অন্তোঃ প্রেতস্য কৌন্তেয় গতিঃ বৈবিহ কর্মভিঃ।
প্রাজ্ঞস্য হীনবুদ্ধেশ্চ কর্মকোশঃ ক তিষ্ঠতি ॥৭৪

হে কুরুসত্তম। সেই সময় সব মানুষই উত্তম-ব্রতপালনকারী ও সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহাদের অতীষ্টফলবিষয়ক সঙ্কল্প কখনও ব্যর্থ হইত না। তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ, পুণ্যাত্মা ও চিরজীবী ছিলেন।৬৪

তাঁহারা সকলেই অনায়াসে ইচ্ছানুসারে স্বর্গে গিয়া দেবতাদের দর্শন করিয়া পুনরায় স্বেচ্ছানুসারে ভূতলে ফিরিয়া আসিতেন। মনুষ্যগণ নিজের ইচ্ছানুসারে মৃত্যু বরণ করিতেন ও জীবিত থাকিতেন। ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিচরণ করিতেন। তাঁহাদের বাধা বিঘ্ন খুব অল্পই ছিল। তাঁহারা নির্ভয়, নিরুপদ্রব ও পূর্ণকাম ছিলেন।৬৫-৬৬

তখনকার মনুষ্যগণ দেবতা ও মহাত্মা ঋষিগণের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিতেন এবং সকল ধর্মের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, জিতেন্দ্রিয় ও মাৎসর্যশূন্য ছিলেন।৬৭

তাঁহাদের হাজার হাজার বৎসর আয়ু এবং সহস্র সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইত। তারপর কালক্রমে পৃথিবীর মধ্যে বিচরণকারী মানুষগণ কাম, ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হইল এবং ছল, চাতুরী ও কপটতা দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে লাগিল। তাহারা লোভ ও মোহের দ্বারা অভিভূত ছিল। তারপর মনুষ্যগণ নিজ নিজ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইল।৬৮-৬৯

অশুভ কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া পাপী হইয়া নরকে গমন ও তির্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল এবং এই সংসারে বিচিত্র কষ্টদায়ক যোনিসমূহে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হইতে লাগিল।৭০

তখন তাহাদের কামনা, সঙ্কল্প ও জ্ঞান সবই ব্যর্থ হইতে লাগিল এবং স্মরণ-শক্তি লোপ পাইল। তাহারা সকল বিষয়েই সন্দেহপরায়ণ হইয়া পরস্পরের ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিল।৭১

অশুভ কর্মের ফলে তাহাদের অশুভ কর্মের চিহ্নসমূহ শরীর মধ্যে প্রকটিত হইল। মনুষ্যলোকে নীচ কুলে, দুরাত্মা, ব্যাধিগ্রস্ত ও তেজঃশূন্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিল।৭২

পাপকর্মে লিপ্ত পাপিগণের আয়ু অল্প হইয়া গেল। তাহাদের পাপ-কর্মের অশুভ ফল উদয় হইল এবং সকল প্রকার কামনার বশীভূত হইয়া তাহারা যাচ্ঞা আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে নাস্তিক ও অস্থিরমতি হইয়া পড়িল।৭৩

কস্মৈতৎ সমুপাস্নাতি সুকৃতং যদি বেত্তরৎ।
ইতি তে দর্শনং যচ্চ তত্রাপ্যনুনয়ং শৃণু ॥৭৫

অয়মাদিশরীরেণ দেবসৃষ্টেন মানবঃ।
শুভানামশুভানাঞ্চ কুরুতে সঞ্চয়ং মহৎ ॥৭৬

আয়ুষোঽন্তে প্রহায়েদং ক্ষীণপ্রায়ং ফলেবয়ম্।
লভতেঽন্যে যুগপদ্ যোনৌ নাত্যন্তরাভবঃ ॥৭৭

তত্রাস্য সকৃতং কর্ম ছায়েবানুগতং সদা।
ফলত্যেষ সুখার্হো বা দুঃখার্হো বাথ জায়তে ॥৭৮

কৃতান্তবিধিসংযুক্তঃ স তস্তুর্লক্ষণৈঃ শুভৈঃ।
অশুভৈর্বা নিবাসানো লক্ষ্যতে জ্ঞানদৃষ্টিভিঃ ॥৭৯

এষা তাবদবুদ্ধীনাং গতিরুক্তা যুধিষ্ঠির।
অতঃ পরং জ্ঞানবতাং নিবোধ গতিমুত্তমাম্ ॥৮০

মনুষ্যাস্তপতপসঃ সর্বাগমপরায়ণাঃ।
স্থিরব্রতাঃ সত্যপরা গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ ॥৮১

সুশীলাঃ শুক্লজাতীয়াঃ কান্তা দান্তাঃ সুতেজসঃ।
শুচিধাম্যন্তরগতাঃ প্রায়শঃ শুভলক্ষণাঃ ॥৮২

জিতেন্দ্রিয়ত্বাদ্ বশিনঃ শুক্লস্যাম্মন্ত্রযোগিণঃ।
অল্পাবাধপরিত্রাণাদ্ ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ ॥৮৩

চ্যবন্তং জায়মানঞ্চ গর্ভস্থঞ্চৈব সর্বশঃ।
স্বমাত্মানং পরং চৈব বুধ্যন্তে জ্ঞানচক্ষুষা ॥৮৪

কুন্তীনন্দন! এই সংসারে মৃত্যুর পর জীব নিজ নিজ কর্মানুসারেই উচ্চ নীচ গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর জ্ঞানী ও অজ্ঞানী মনুষ্যের কর্ম্ম-সমূহ কোথায় অবস্থান করে?৭৪

তাহারা কোন স্থানে অবস্থান করত নিজ নিজ পুণ্য বা পাপ কর্ম্মের ফলভোগ করে? এইরূপ লক্ষ্য রাখিয়া তোমার যে প্রশ্ন ছিল, তোমার সেই প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭৫

মানুষ ঈশ্বরসৃষ্ট পূর্ব্ব শরীরের দ্বারা (অন্তঃকরণে) বহু পাপ ও পুণ্যের বিপুলরাশি সঞ্চয় করে।৭৬

পুনরায় আয়ুক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ পূর্ব্বস্থূল শরীর পরিত্যাগ করত নূতন অপর যোনি অর্থাৎ স্থূল শরীর ধারণ করে। ইহার মধ্যে সে একক্ষণও অন্যসারী হইয়া অবস্থান করে না।৭৭

তখন গৃহীত সেই অপর নূতন শরীরেই তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম ছায়ার ন্যায় সদা অনুগমন করে এবং যথাসময়ে ফলদান করে। এই জন্যই জীব সুখ বা দুঃখ ভোগের যোগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে।৭৮

যমরাজের বিধানের বশীভূত হইয়া নিজ শুভ বা অশুভ কর্ম্মের দ্বারা সুখ বা দুঃখভোগকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হয়—ইহা জ্ঞানিগণ জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পান।৭৯

যুধিষ্ঠির! ইহাই তত্ত্বজ্ঞানশূন্য মূঢ় মনুষ্যগণের স্বর্গ-নরকরূপ গতি কথিত হইয়াছে। অতঃপর জ্ঞানী পুরুষগণের লভ্য উত্তম গতির কথা বর্ণন করিব।৮০

যে সকল মনুষ্য তপস্বী, সকল শাস্ত্র অধ্যয়নে তৎপর, স্থিরসঙ্কল্প, সত্যবাদী, গুরুশুশ্রূষানিরত, সুশীল, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও তেজস্বী, তাহারা পবিত্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রায় শুভ লক্ষণযুক্ত হয়।৮১-৮২

তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হওয়ায় মনকে বশীভূত রাখেন, সাত্ত্বিক হওয়ায় রোগশূন্য হন ও অল্পবাধা-বিশিষ্ট হওয়ায় নিরুপদ্রব হইয়া থাকেন।৮৩

জ্ঞানী পুরুষগণ গর্ভে থাকা বা নির্গমন উভয়

ঋষয়স্তে মহাত্মানঃ প্রত্যক্ষাগমবৃত্তয়ঃ।
কর্মভূমিমিমাং প্রাপ্য পুনর্যান্তি সুরালয়ম্ ॥৮৫

কিঞ্চিৎ দৈবাচ্চকারৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব স্বকর্মভিঃ।
প্রাপ্নুবন্তি নরা রাজন্ ন তেষ্বস্তা বিচারণা ॥৮৬

ইত্যাত্রোপমাঞ্চাপি নিবোধ বদতাং বর।
মনুষ্যলোকে যচ্ছ্রেয়ঃ পরং মন্যে যুধিষ্ঠির ॥৮৭

ইহ চৈকস্য নামুত্র অমুত্রৈকস্য নো ইহ।
ইহ বামুত্র চৈকস্য নামুত্রৈকস্য নো ইহ ॥৮৮

ধনানি যেষাং বিপুলানি সন্তি
নিত্যং যতন্তে সুবিভূষিতাঙ্গাঃ।
তেষাময়ং শক্রবরস্য লোকো
নাস্তীহ সদা দেহসুখে রতানাম্ ॥৮৯

যে যোগযুক্তাস্তপসি প্রসক্তাঃ
স্বাধ্যায়শীলা জয়ন্তি দেহান্।
জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধে নিবৃত্তা-
স্তেষামসৌ নাস্তরিক্ষে লোকঃ ॥৯০

যে ধর্মমেব প্রথমং চরন্তি
ধর্মেণ লব্ধ্বা চ ধনানি কালে।
দারানবাপ্য ক্রতুভির্যজন্তে
তেষাময়ং চৈব পরশ্চ লোকঃ ॥৯১

যে নৈব বিদ্যাং ন তপো ন দানং
ন চাপি মূঢ়াঃ প্রজনে যতন্তি।
ন চানুগচ্ছন্তি সুখানি ভোগাং-
স্তেষামযং নৈব পরশ্চ লোকঃ ॥৯২

অবস্থাতেই জ্ঞানদৃষ্টিতে নিজ আত্মস্বরূপকে সর্ব্ব প্রকারে অনুভব করেন।৮৪

লৌকিক ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানকে প্রত্যক্ষকারী মহাত্মা ঋষিগণ এই কর্ম্মভূমিতে আগমন করত উহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দেবলোকে চলিয়া যান।৮৫

রাজন্! মানুষ কোন কর্ম্মের ফল প্রারব্ধের বশে, কোন কর্ম্মের ফল হঠাৎ এবং কোন কর্ম্মের ফল নিজ প্রযত্নে লাভ করে, ইহাতে তোমার অন্যরূপ বিচার করা উচিত নয়।৮৬

হে বাচকগণশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! মনুষ্যলোকে যাহা পরম শ্রেয় বলিয়া আমি মনে করি, সেই বিষয়ে তোমাকে উপমা দিতেছি, শ্রবণ কর।৮৭

কোন ব্যক্তি এই লোকেই সুখ ভোগ করে, কেহ বা পরলোকেই, কেহ বা ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই এবং কেহ কেহ ইহ বা পরলোক কোথাও সুখ পায় না।৮৮

শক্রদমন! যাহারা বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া নিজের শরীরকে সাজাইতে এবং ঐহিক দেহসুখলাভেই তৎপর থাকে, পরলোকের জন্য কিছুই করে না, তাহারা ইহলোকেই যাহা কিছু সুখ ভোগ করে, পরলোকে সুখ পায় না।৮৯

যাঁহারা যোগযুক্ত হইয়া তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন এবং জিতেন্দ্রিয় ও অহিংসাপরায়ণ হইয়া শরীরকে কৃশই করিতে থাকেন, তাঁহারা পরলোকেই সুখ ভোগ করেন, ইহলোকে নহে।৯০

যাঁহারা প্রথম হইতে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন এবং ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জিত ধনের দ্বারা বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইয়া যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ইহলোক ও পরলোকে উভয়ত্রই সুখ লাভ করেন।৯১

যে মূঢ়গণ বিদ্যা ও তপস্যা অর্জ্জনে এবং দানে প্রযত্নশীল নয়, বৈধ সুসন্তান উৎপাদনেও যত্নশীল নয়, তাহারা কোন সুখ লাভ করিতে পারে না এবং কোন ভোগ্যবস্তুও ভোগ করিতে পারে না। তাহারা ইহলোক ও পরলোক কোথাও সুখ পায় না।৯২

সর্বে ভবন্তস্ত্রিভিরাপ্তসত্ত্বা
দিব্যৌঘসঃ সংহননোপপন্নাঃ।
লোকানমুষ্মাদবনিং প্রপন্নাঃ
স্বর্জীতবিদ্যাঃ সুরকার্য্যহেতোঃ ॥৯৩
কৃত্বৈব কর্মাণি মহান্তি শূরা-
স্তপোদমাচার-বিহারশীলাঃ।
দেবানৃষীন্ প্রেতগণাংশ্চ সর্বান্
সন্তর্পয়িত্বা বিধিনা পবেণ ॥৯৪

হে যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলেই অতিশয় পরাক্রমী, ধৈর্য্যবান্, অলৌকিক ওজঃশক্তিসম্পন্ন ও সুদৃঢ় শরীরধারী, তোমরা উত্তম বিদ্যালাভ করিয়াছ এবং কেবল দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য পরলোক হইতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ।৯৩

তোমরা সকলেই বীরপুরুষ এবং তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযম ও উত্তম আচার-ব্যবহার-পরায়ণ। উত্তম বিধি অনুসারে মহৎ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিয়া তোমরা নিজ শুভকর্ম্মবলেই পুণ্যবান্‌দিগের নিবাসস্থান পরম স্বর্গলোকে অবশ্যই গমন করিবে। হে কৌরবেন্দ্র! ভাবী সুখের সূচক তোমার এই নিজ ক্লেশ দেখিয়া ইহাতে সন্দেহ পোষণ করিও না।৯৪-৯৫

স্বর্গং পরং পুণ্যকৃতো বিশন্তি
ক্রমেণ সম্প্রাপ্য কর্ম্মভিঃ স্বৈঃ।
মা ভূদ্ বিশঙ্কা তব কৌরবেন্দ্র
দৃষ্ট্বাত্মনঃ ক্লেশমিমং সুখার্হম্ ॥৯৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮০

ইতি শ্রীমদৃষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮০

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[তপোনিরতানাং স্বধর্ম্মপরায়ণানাঞ্চ ব্রাহ্মণানাং মাহাত্ম্যম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানমৃষিঃ পাণ্ডুসুতাস্তদা।
মাহাত্ম্যং দ্বিজমুখ্যানাং শ্রোতুমিচ্ছাম কথ্যতাম্ ॥১
এবমুক্তঃ স ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
উবাচ সুমহাতেজাঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

হৈহয়ানাং কুলকরো রাজা পরপুরঞ্জয়ঃ।
সুমাত্রো রূপসম্পন্নো মৃগয়াং যযচবান্ বলী ॥৩
চরমাণস্তু সোঽরণ্যে তৃণবীরুৎসমাবৃতে।
কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গং দদর্শ মুনিমন্তিকে ॥৪

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[তপোনিরত এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সময় পাণ্ডুপুত্রগণ পুনরায় মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক, আপনি কৃপা করিয়া বলুন।১

তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অতিশয় তেজস্বী মহাতপস্বী ভগবান্ মার্কণ্ডেয় বলিতে লাগিলেন।২

স তেন নিহতোঽরণ্যে মন্যমানেন বৈ মৃগম্।
ব্যথিতঃ কর্ম তৎ কৃত্বা শোকোপহতচেতনঃ ॥৫

জগাম হৈহয়ানাং বৈ সকাশং প্রথিতাত্মনাম্।
রাজ্ঞাং রাজীবনেত্রোঽসৌ কুমারঃ পৃথিবীপতিঃ।
তেষাঞ্চ তদ্ যথাবৃত্তং কথয়ামাস বৈ তদা ॥৬

তত্রাপি হিংসিতং তাত মুনিং মূলফলাশিনম্।
শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ তে তত্র বভূবুর্দীনমানসাঃ ॥৭

কস্যায়মিতি তে সর্বে মার্গমাণাস্ততস্ততঃ।
জগ্মুশ্চারিষ্টনেমেঽথ তার্ক্ষ্যস্যাশ্রমমণ্ডলম্ ॥৮

তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং তং মুনিং নিয়তব্রতম্।
তস্থুঃ সর্বে স তু মুনিস্তেষাং পূজামথাহরৎ ॥৯
তে তমূচুর্মহাত্মানং ন বয়ং তৎক্রিয়াং মুনে।
যতোঽর্হাঃ কর্মদোষেণ ব্রাহ্মণো
হিংসিতো হি নঃ ॥১০
তানব্রবীৎ স বিপ্রর্ষিঃ কথং বো ব্রাহ্মণো হতঃ।
ক চাসৌ ক্রত সহিতাঃ পশ্যধ্বং মে তপোবলম্ ॥১১
তে তু তৎ সর্বমখিলমাখ্যায়াস্মৈ যথাতথম্।
নাপশ্যংস্তমৃষিং তত্র গতাসুং তে সমাগতাঃ ॥১২
অন্বেষমাণাঃ সব্রীড়াঃ স্বপ্নবদ্গতচেতনাঃ।
তানব্রবীৎ তত্র মুনিস্তার্ক্ষ্যঃ পরপুরঞ্জয় ॥১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হৈহয়বংশবর্দ্ধন রাজা পরপুরঞ্জয় খুবই বলবান্ ও রূপবান্ ছিলেন, তিনি কৌমার অবস্থায় একদিন মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন।৪

তিনি সেইসময় মৃগয়ার্থ তৃণ ও লতাপূর্ণ বনে বিচরণ করিতে করিতে কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় পরিহিত এক মুনিকে নিকটে দেখিলেন।৪

তিনি তাঁহাকে মৃগভ্রমে বধ করিলেন এবং পরে বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত শোকাকুলচিত্তে অনুতাপ করিতে লাগিলেন।৫

রাজীবলোচন ভূপতি সেই কুমার হৈহয়বংশীয় অন্যান্য মুনিখ্যাত রাজগণের নিকট গমন করিলেন। তিনি সেখানে ঐ দুর্ঘটনার কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করিলেন।৬

তাত! তাঁহারা ফলমূলাহারী এক মুনির হিংসা (হত্যা) হইয়াছে শুনিয়া ও বুঝিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।৭

ঐ মৃত মুনি কাহার পুত্র ইহা জানিবার জন্য সকল রাজাই সেই সেই পূর্বোক্ত স্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে সত্বর কশ্যপনন্দন অরিষ্টনেমির আশ্রমে গেলেন।৮

তাঁহারা উত্তম ব্রতপরায়ণ মহাত্মা সেই মুনিকে অভিবাদন করিলেন এবং সেই মুনিও তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য অর্ঘ্যাদি পূজাসামগ্রী প্রদান করিলেন।৯

তাঁহারা ইহা দেখিয়া বলিলেন,—"হে মুনে! আমরা আপনার নিকট অভ্যর্থনা পাইবার যোগ্যপাত্র নহি; কারণ আমরা নিজ কর্মদোষে এক ব্রাহ্মণকে বধ করিয়া ফেলিয়াছি"।১০

তখন সেই ব্রহ্মর্ষি বলিলেন,—আপনাদের দ্বারা ব্রহ্মহত্যা কি করিয়া হইল? সেই মৃত-ব্রাহ্মণ কোথায় বলুন। আপনারা সকলেই একসঙ্গে আমার তপোবল প্রত্যক্ষ করুন।১১

তাঁহারা সব কথা তাঁহাকে যথাযথভাবে নিবেদন করিলেন। পরে মৃতদেহ খুঁজিবার জন্য মুনির সহিত তাঁহারা সেই স্থানে আসিলেন, যেখানে সেই মুনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।১২

তাঁহারা অন্বেষণ করত তখন মৃতদেহ খুঁজিয়া না পাইয়া লজ্জিতভাবে ব্যাপারটি স্বপ্নসদৃশ মনে করিতে লাগিলেন। তখন অরিষ্টনেমি তাঁহাদিগকে বলিলেন,

স্বাধ্যায়ং ব্রাহ্মণঃ সোঽথ যুষ্মাভির্যো বিনাশিতঃ।
পুত্রো হ্যয়ং মম নৃপাস্তপোবলসমন্বিতঃ ॥১৪

তে চ দৃষ্ট্বৈব তমৃষিং বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
মহদাশ্চর্য্যমিতি বৈ তে ব্রুবাণা মহীপতে ॥১৫

মৃতো হ্যয়মুপানীতঃ কথং জীবিতমাপ্তবান্।
কিমেতৎ তপসো বীর্য্যং যেনায়ং জীবিতঃ পুনঃ ॥১৬

শ্রোতুমিচ্ছামহে বিপ্র যদি শ্রোতব্যমিত্যুত।
স তানুবাচ নাস্মাকং মৃত্যুঃ প্রভবতে নৃপাঃ ॥১৭

কারণং বঃ প্রবক্ষ্যামি হেতুযোগসমাগতঃ।
(মৃত্যুঃ প্রভবনে যেন নাস্মাকং নৃপসত্তমাঃ।
শুদ্ধাচারা অনলসাঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরাঃ ॥
শুদ্ধাদ্যাঃ শুদ্ধমধুনা ব্রহ্মচর্য্যব্রতাশ্রিতাঃ।)

সত্যমেবাভিজানীমো নানৃতে কুর্মহে মনঃ।
স্বধর্মমনুতিষ্ঠামস্তস্মান্মৃত্যুভয়ং ন নঃ ॥১৮

যদ্ ব্রাহ্মণানাং কুশলং তদেষাং কথয়ামহে।
নৈষাং দুশ্চরিতং ক্রমস্তস্মান্মৃত্যুভয়ং ন নঃ ॥১৯

অতিথীনন্নপানেন ভৃত্যানত্যশনেন চ।
সন্ত্যজ্য শেষমশ্নীমস্তস্মান্মৃত্যুভয়ং ন নঃ ॥২০

শান্তা দান্তাঃ ক্ষমাশীলাস্তীর্থদানপরায়ণাঃ।
পুণ্যদেশনিবাসাচ্চ তস্মান্মৃত্যুভয়ং ন নঃ।
তেজস্বিদেশবাসাচ্চ তস্মান্মৃত্যুভয়ং ন নঃ ॥২১

এতদ্ বৈ শেষমাত্রং বঃ সমাখ্যাতং বিমৎসরাঃ।
গচ্ছধ্বং সহিতাঃ সর্বে ন পাপাদ্ ভয়মস্তি বঃ ॥২২

—হে পরপুরঞ্জয়! আপনারা যাহাকে বধ করিয়াছেন বলিলেন, সেই এই ব্রাহ্মণ নয় তো? হে নৃপগণ! ইনি আমার তপোবলসমন্বিত পুত্র।১৩-১৪

হে মহীপতে! তাঁহারা সেই মৃত ঋষিকে জীবিত দেখিয়াই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"এ বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার"।১৫

মৃত সেই মুনি এখানে কি করিয়া আনীত হইলেন এবং কিরূপেই বা জীবন পাইলেন? ইহার তপস্যার কি অদ্ভুত শক্তি যে, সেই মৃত ঋষি পুনরায় জীবিত হইয়াছেন।১৬

রাজারা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার তপোবীর্য্যের কথা যদি আমাদের শ্রবণের যোগ্য হয়, তবে তাহা বলুন—আমরা শুনিতে চাই। তখন ঋষি বলিলেন,—হে নৃপগণ! মৃত্যু আমাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।১৭

কেন মৃত্যু আমাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাহার কারণ আমি তর্ক ও যুক্তির সহিত সংক্ষেপে বলিব। (হে নৃপশ্রেষ্ঠগণ! মৃত্যু কেন আমাদের উপর প্রভাব-বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না, তাহা বলিতেছি—আমরা আলস্যশূন্য হইয়া শুদ্ধাচারে থাকি এবং প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করি এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ অন্ন ও ধন ভোগ করিয়া থাকি।) আমরা কেবল সত্যকেই জানি মিথ্যাতে কখনও মনোনিবেশ করি না। আমরা স্বধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করি, সুতরাং আমাদের মৃত্যুভয় নাই।১৮

ব্রাহ্মণের যাহা শুভকর কর্ম্ম, আমরা তাহারই আলোচনা করি এবং যাহা তাঁহাদের দোষে বলিয়া কথিত হয়, তাহা কখনও চর্চ্চা করি না, এজন্য আমাদের মৃত্যুভয় নাই।১৯

আমরা অতিথিগণকে এবং যাহাদের ভরণ-পোষণের ভার আমাদের উপর, তাহাদিগকে প্রচুর অন্নপানের দ্বারা অতি তৃপ্ত করাইয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ভোজন করি, সুতরাং আমাদের মৃত্যুভয় নাই।২০

আমরা শম, দম ও ক্ষমাশীল এবং আমরা

এবমস্ত্বিতি তে সর্বে প্রতিপূজ্য মহামুনিম্।
স্বদেশগমনং হৃষ্টা রাজানো ভরতর্ষভ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্ব্বণি ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যকথনে চতুঃশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।১৮৪

ঔর্ব্বজ্বলন, দান, পুণ্যদেশে নিবাস করি, সেইজন্য আমাদের মৃত্যুভয় নাই। আমরা তেজস্বী পুরুষের কোলে বাস করি অর্থাৎ সৎপুরুষগণের সন্নিধানে অবস্থান করি, সেই কারণেই আমাদের মৃত্যুভয় নাই।২১

ঈর্ষাশূন্য নৃপগণ! আমাদের তপস্যার লেশমাত্রই আপনাদের নিকট বলিলাম। আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া একসঙ্গে চলিয়া যান, আপনাদের পাপের কোন ভয় নাই।২২

হে ভরতর্ষভ! তখন রাজবৃন্দ "এইরূপই হউক" এই বলিয়া মহামুনি অরিষ্টনেমিকে যথোচিত পূজা করত হৃষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যকথনবিষয়ক চতুঃশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৪

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবিষয়ে অত্রিমুনে রাজ্ঞঃ পৃথোশ্চ প্রশংসা]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ভূয় এব মহাভাগ্যং ব্রাহ্মণানাং নিবোধ মে।
বৈণ্যো নামেহ রাজর্ষিরশ্বমেধায় দীক্ষিতঃ ॥১

তদত্রির্গন্তুমারেভে বিত্তার্থমিতি নঃ শ্রুতম্।
ভূয়োঽর্থং নানুরুধ্যৎ স ধর্মব্যক্তিবিদর্শনাৎ ॥২

স বিচিন্ত্য মহাতেজা বন মেবাত্মরোচয়ৎ।
ধর্মপত্নীং সমাহূয় পুত্রাংশ্চেদমুবাচ হ ॥৩

প্রাপ্যামঃ ফলমত্যন্তং বহুলং নিরুপদ্রবম্।
অরণ্যগমনং ক্ষিপ্রং রোচতাং বো গুণাধিকম্ ॥৪

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যবিষয়ে অত্রিমুনি এবং রাজা পৃথুর প্রশংসা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মহাভাগ্যের কথা আমার নিকট শ্রবণ কর। বেণপুত্র পৃথু নামে এক রাজর্ষি ছিলেন; তিনি অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।১

আমরা শুনিয়াছি—অত্রিমুনি ধনের জন্য তাঁহার নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে ধন লইতে হইলে নিজের ধার্ম্মিকত্ব খ্যাপন করিতে হইবে—ইহা জানিয়া তিনি তাঁহার নিকট ধন চাহিলেন না।২

মহাতেজস্বী অত্রিমুনি চিন্তা করিয়া (তপস্যার জন্য) বনে যাওয়াই স্থির করিলেন এবং ধর্ম্মপত্নী অনসূয়া ও পুত্রগণকে ডাকিয়া এই কথা বলিলেন।৩

তং ভার্য্যা প্রত্যুবাচাথ ধর্ম্মেবামুত্তমতী।
বৈণ্যং গত্বা মহাত্মানমর্থবদ্ধ ধনং বহু ॥৫

স তে দাস্যতি রাজর্ষির্যজমানোঽধিতো ধনম্।
তত আদায় বিপ্রর্ষে প্রতিগৃহ্য ধনং বহু ॥৬

ভৃত্যান্ সুতান্ সংবিভজ্য ততো ব্রজ যথেপ্সিতম্।
এষ বৈ পরমো ধর্ম্মো ধর্ম্মবিদ্ভিরুদাহৃতঃ ॥৭

অত্রিরুবাচ।

কথিতো মে মহাভাগে গৌতমেন মহাত্মনা।
বৈণ্যো ধর্ম্মার্থসংযুক্তঃ সত্যব্রতসমন্বিতঃ ॥৮

যেষ্টারঃ কিন্তু নঃ সন্তি বদন্ত্যত্র বৈ দ্বিজাঃ।
যথা মে গৌতমঃ প্রাহ ততো ন ব্যবসাম্যহম্ ॥৯

তত্র স্ম বাচং কল্যাণীং ধর্ম্মকামার্থসংহিতাম্।
মন্যোক্তামন্যথা ব্রুবন্তত্তত্তে বৈ নিরর্থিকাম্ ॥১০

গমিষ্যামি মহাপ্রাজ্ঞে যোচতে যে বচস্তব।
প্রাপ্তং যে দাস্যতে বৈণ্যঃ প্রভূতং চার্থসঞ্চয়ম্ ॥১১

এবমুক্ত্বা জগামাশু বৈণ্যযজ্ঞং মহাতপাঃ।
গত্বা চ যজ্ঞায়তনমত্রিস্তুষ্টাব তং নৃপম্ ॥১২

বাক্যৈর্মঙ্গলসংযুক্তৈঃ পূজয়ানোঽব্রবীদ্ বচঃ।

অত্রিরুবাচ।

রাজন্ বসুমতীপশ্চ ভূমি তং প্রথমো নৃপঃ ॥১৩

বনে গমন করিলে আমরা তপস্যার বহু উত্তম উপত্রব্যযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং শীঘ্র বনগমনে তোমাদেরও রুচি হওয়া প্রয়োজন; কারণ, গ্রাম্যজীবন অপেক্ষা বনে বাস করা অধিক লাভপ্রদ ।৪

অত্রিমুনির পত্নীও ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিতেন। তিনি যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম্মেরই বিস্তারের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নিজ পতিকে বলিলেন—আপনি বেণপুত্র মহাত্মা পৃথুর নিকটে গিয়া বহু ধন যাচ্ঞা করুন ।৫

সুতরাং সেই রাজর্ষি এখন যজ্ঞ করিতেছেন, প্রার্থিত হইলে অবশ্য ধন দিবেন। হে ব্রহ্মর্ষে! তাঁহার নিকট হইতে দানরূপে বহু ধন গ্রহণ করিয়া সেই ধন আপনি ভৃত্য ও পুত্রগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া যথেচ্ছ গমন করুন, ধর্ম্মবিদ্‌গণ ইহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন ।৬-৭

অত্রি বলিলেন,—হে মহাভাগে! মহাত্মা গৌতম মুনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বেণপুত্র রাজা পৃথু ধর্ম্ম ও অর্থ সাধনে তৎপর ও সত্যব্রত ।৮

কিন্তু তাঁহার যজ্ঞের যজ্ঞ ব্রাহ্মণব্রতী আছেন, তাঁহারা সকলেই আমাকে দ্বেষ করেন—ইহাও গৌতম মুনি আমাকে বলিয়াছেন, এজন্য আমি তথায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়াছি ।৯

সেখানে আমি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে যে সকল কল্যাণময়ী কথা বলিব, তাঁহার বিরুদ্ধ কথা বলিয়া আমার কথাকে নিরর্থক বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব ।১০

হে মহাপ্রাজ্ঞে! তথাপি (তুমি যখন বলিতেছ, তখন তোমার কথায়) আমি সেখানে যাইব। তোমার কথা আমার উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। রাজা পৃথু প্রভূত অর্থসহ অনেক গাভীও দিতে পারেন ।১১

এই বলিয়া মহাতপস্বী অত্রিমুনি বেণপুত্র রাজা পৃথুর যজ্ঞায়তনে শীঘ্র গমন করিলেন। তিনি যজ্ঞমণ্ডপে গিয়া সেই নৃপকে স্তব করিলেন ।১২

তিনি মাঙ্গলিক বচনসমূহের দ্বারা তাঁহাকে সমাদর করিয়া বলিতে লাগিলেন। অত্রি বলিলেন—হে রাজন্! তুমি পৃথিবীতে প্রথম রাজা; অতএব তুমি ধন্য এবং তুমি সকল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ।১৩

স্তবন্তি ত্বাং মুনিগণাস্তুদন্যো নাস্তি ধর্মবিৎ।
তমব্রবীদৃষিঃ ক্রুদ্ধো বচনং বৈ মহাতপাঃ ॥১৪

গৌতম উবাচ।

বৈবস্বতে পুনর্জ্ঞাতা ন তে প্রজ্ঞা সমাহিতা।
অত্র বঃ প্রথমং স্থাতা মহেন্দ্রো বৈ প্রজাপতিঃ ॥১৫

অথাত্রিরপি রাজেন্দ্র গৌতমং প্রত্যভাষত।
অয়মেব বিধাতা হি যথৈবেন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ।
ত্বমেব মুহ্যসে মোহান্ন প্রজ্ঞানং তবাস্তি হ ॥১৬

গৌতম উবাচ।

জানামি নাহং মুহ্যামি ত্বমেবাত্র বিমুহ্যতে।
স্তৌষি ত্বং দর্শনপ্রেপ্সু রাজানং জনসংসদি ॥১৭

মুনিগণ তোমার স্তব করেন। তাঁহারা আরও বলেন—তোমার ন্যায় অন্য কোন ধর্মজ্ঞ রাজা নাই। অত্রিমুনি এই কথা বলিতেই মহাতপস্বী গৌতম-মুনি কুপিত হইয়া বলিলেন ॥১৪

হে অত্রিমুনি। তুমি একথা পুনরায় বলিও না, তোমার বুদ্ধি স্থির নহে; কারণ, এখানে প্রথম প্রজাপতিরূপে সাক্ষাৎ ইন্দ্রই উপস্থিত আছেন ॥১৫

হে রাজেন্দ্র! তখন অত্রিমুনিও প্রত্যুত্তরে গৌতমমুনিকে বলিলেন,—এই রাজা পৃথুই বিধাতা, ইন্দ্র যেমন প্রজাপতি, তেমনই ইনিও ইন্দ্রসদৃশ প্রজাপতি। তোমারই উত্তম বুদ্ধি নাই, তোমার বুদ্ধি মোহগ্রস্তা ॥১৬

গৌতম বলিলেন,—আমি জানি আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্তা নহে, বরং তোমার বুদ্ধিই মোহগ্রস্তা। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি—তুমি কেবল রাজার দর্শনলাভের জন্য এই জনসভায় রাজার স্তুতি করিতেছ ॥১৭

ন বেত্থ পরমং ধর্মং ন চার্থেষু প্রয়োজনম্।
বালস্ত্বমসি মূঢ়শ্চ বৃদ্ধঃ কেনাপি হেতুনা ॥১৮

বিবদন্তৌ তথা তৌ তু মুনীনাং দর্শনে স্থিতৌ।
যে তস্য যজ্ঞে সংবৃত্তাস্তেঽপৃচ্ছন্ত কথং দ্বিজৌ ॥১৯

প্রবেশঃ কেন দত্তোঽমুতরোর্বৈণ্যসংসদি।
উচ্চৈঃ সমভিভাষন্তৌ কেন কার্যেণ বিষ্ঠিতৌ ॥২০

ততঃ পরমধর্মাত্মা কাশ্যপঃ সর্বধর্মবিৎ।
বিবাদিনাবনুপ্রাপ্তৌ তাবুভৌ প্রত্যবেদয়ৎ ॥২১

অথাব্রবীৎ সদস্যাংস্তু গৌতমো মুনিসত্তমান্।
আবয়োর্ব্যাহৃতং প্রশ্নং শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥২২

তুমি পরম ধর্মকে জান না এবং ধর্মের প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছুই বুঝ না। আমার দৃষ্টিতে তুমি বালক ও মূঢ়। তোমার এই বৃদ্ধত্ব, তাহা অন্য কোন বিশেষ কারণে (অর্থাৎ বয়সে) ॥১৮

যখন তাঁহারা উভয়ে মুনিগণের সমীপে থাকিয়া এইরূপ বিবাদ করিতেছেন, তখন ঐ যজ্ঞে পূর্ব হইতে বৃত ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন ইঁহারা উভয়ে বিবাদ করিতেছেন ॥১৯

এই দুইজনকে মহারাজ পৃথুর যজ্ঞস্থলে কে প্রবেশ করিতে দিল? ইঁহারা কি কার্যে এখানে আসিয়াছেন এবং কেনই বা উচ্চৈস্বরে কথা বলিতেছেন ॥২০

তখন পরম ধার্মিক সর্বধর্মতত্ত্বজ্ঞ কশ্যপমুনি কথায় বলিলেন,—ইঁহারা উভয়ে কোন এক বিষয়ে বিবাদ করিতেছেন এবং সেই বিবাদের মীমাংসার জন্য এখানে আসিয়াছেন ॥২১

তখন গৌতমমুনি যজ্ঞের সদস্য অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুনিগণকে বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ!

বৈশ্যং বিপ্রস্তেত্যাহাত্রিরত্র নৌ সংশয়ো মহান্।
শ্রুত্বৈব তু মহাত্মানো মুনয়োঽভ্যব্রবন্ ত্রুতম্ ॥২৩

সনৎকুমারং ধর্মজ্ঞং সংশয়চ্ছেদনায় বৈ।
স চ তেষাং বচঃ শ্রুত্বা যথাতত্ত্বং মহাতপাঃ।
প্রত্যুবাচাথ তানেবং ধর্মার্থসহিতং বচঃ ॥২৪

সনৎকুমার উবাচ।

ব্রহ্ম ক্ষত্রেণ সহিতং ক্ষত্রঞ্চ ব্রহ্মণা সহ।
সংযুক্তৌ দহতঃ শত্রূন্ বনানীবাগ্নিমারুতৌ ॥২৫

রাজা বৈ প্রথিতো ধর্মঃ প্রজানাং পতিরেব চ।
স এব শক্রঃ শুক্রশ্চ স ধাতা চ বৃহস্পতিঃ ॥২৬

প্রজাপতির্বিরাট্ সম্রাট্ ক্ষত্রিয়ো নৃপতির্নৃপঃ।
য এভিঃ স্তূয়তে শব্দৈঃ কস্তং নার্চিতুমর্হতি ॥২৭

পুরাযোনির্যুধাজিচ্চ অভিহ্বা মুদিতো ভবঃ।
স্বর্গেতা সহজিদ্ বজ্রিরিতি রাজাভিধীয়তে ॥২৮

সত্যযোনিঃ পুরাবিচ্চ সত্যধর্মপ্রবর্তকঃ।
অধর্মাদৃষয়ো ভীতা বলং ক্ষত্রে সমাদধন্ ॥২৯

আদিত্যো দিবি দেবেষু তমো নুদতি তেজসা।
তথৈব নৃপতির্ভূমাবধর্মান্নুদতে ভৃশম্ ॥৩০

ততো রাজ্ঞঃ প্রধানত্বং শাস্ত্রপ্রামাণ্যদর্শনাৎ।
উভয়ং বিদ্যতে পক্ষে যেন রাজেতি ভাষিতম্ ॥৩১

আপনারা আমাদের উভয়ের আলোচিত প্রশ্ন শুনুন।২২

এই অত্রিমুনি বেণপুত্র পৃথুকে বিরাজ বলিতেছেন, আমাদের উভয়ের এবিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। ইহা শুনিয়াই তখন অন্যান্য মহাত্মা মুনিগণ নিজেদের সংশয়চ্ছেদনের জন্য ধর্মজ্ঞ সনৎকুমারের নিকট দ্রুত গমন করিলেন। তাঁহাদের কথা যথাযথ শুনিয়া সেই মহাতপস্বী সনৎকুমার প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে ধর্ম ও অর্থযুক্ত এই কথা বলিলেন।২৩-২৪

সনৎকুমার বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া অগ্নি ও বায়ু সম্মিলিতভাবে বন-সমূহকে যেমন দগ্ধ করে, তেমনই ধর্মের শত্রুকে বিনাশ করে।২৫

রাজা প্রজাগণের পতি এবং ধর্মরূপে বিখ্যাত; তিনিই ইন্দ্র, তিনিই শুক্রাচার্য্য, তিনিই ধাতা এবং তিনিই বৃহস্পতি।২৬

এই রাজাকেই প্রজাপতি, বিরাট্ পুরুষ, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, নৃপতি, নৃপ আদি এই সকল শব্দের দ্বারাই স্তুতি করা হইয়া থাকে, সুতরাং কে তাঁহাকে অর্চনা না করিবেন।২৭

পুরাযোনি (প্রথম কারণ), যুধাজিৎ (যুদ্ধজয়ী), অভিহ্বা (রক্ষার জন্য সর্বত্র গমনশীল), মুদিত (প্রসন্ন), ভব (ঈশ্বর), স্বর্গেতা (স্বর্গের প্রাপক), সহজিৎ (তাৎকালিক বিজয়ী) এবং বজ্র (বিষ্ণু)—এই সকল নামেও রাজা অভিহিত হইয়া থাকে।২৮

রাজা সত্যের কারণ, পুরাতন ইতিহাসের জ্ঞাতা, সত্য ও ধর্মে প্রবৃত্তির জনক—এইজন্য অধর্ম হইতে ভীত হইয়া ঋষিগণ ক্ষত্রিয়ে নিজ ব্রাহ্ম বল স্থাপন করিয়াছেন।২৯

যেমন আকাশে অবস্থান করিয়া আদিত্যদেব স্বীয় কিরণে দেবলোকসমূহে সম্পূর্ণ অন্ধকারকে নাশ করেন, তেমন রাজাও ভূতলে অবস্থান করিয়া অধর্মকে সর্বথা বিদূরিত করেন।৩০

অতএব শাস্ত্রপ্রামাণ্যানুসারে রাজারই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং যিনি রাজাকে

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ স রাজা সংহৃষ্টঃ সিদ্ধে পক্ষে মহামনাঃ।
তমত্রিমব্রবীৎ প্রীতঃ পূর্বং যেনাভিসংস্তুতঃ ॥৩২

যস্মাৎ পূর্বং মনুষ্যেষু জ্যায়াংসং মামিহাব্রবীঃ।
সর্বদেবৈশ্চ বিপ্রর্ষে সম্মিতং শ্রেষ্ঠমেব চ ॥৩৩

তস্মাৎ তেঽহং প্রদাস্যামি বিবিধং বসু ভূরি চ।
দাসীশতং স্ত্রীয়ানানাং সুবস্ত্রাপীড়লঙ্কৃতম্ ॥৩৪

দশকোটীর্হিরণ্যস্য কম্বলানাংস্তথা দশ।
এতদ্ দদামি বিপ্রর্ষে সর্বজন্তুং মতো হি মে ॥৩৫

তমত্রির্ন্যায়তঃ সর্বং প্রতিগৃহ্যাভিসৎকৃতঃ।
প্রত্যাজগাম তেজস্বী গৃহানেব মহাতপাঃ ॥৩৬

প্রদায় চ ধনং প্রীতঃ পুত্রেভ্যঃ প্রযতাত্মবান্।
তপঃ সমভিসন্ধায় বনমেবান্বপদ্যত ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যে পঞ্চাশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৫

প্রজাপতি বলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষই উৎকৃষ্ট বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে।৩১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর এক পক্ষের উৎকৃষ্টতা সিদ্ধ হওয়ায় মহামনা রাজা পৃথু খুবই প্রসন্ন হইলেন এবং পূর্ব্বে যিনি তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, সেই অত্রিমুনিকে প্রীতমনে বলিলেন।৩২

হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি যখন পূর্ব্বে আমাকে মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকল দেবতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তখন আমি আপনাকেই বিবিধ প্রকার প্রচুর ধন দান করিব। আপনাকে সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত শতস্ত্রী সুন্দরী যুবতী দাসী, দশ কোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং দশখানি সুবর্ণ দান করিব। আপনি সর্ব্বজ্ঞ—ইহাই আমার ধারণা।৩৩-৩৫

তখন মহাতপস্বী ও তেজস্বী অত্রিমুনি রাজার নিকট সমাদৃত হইয়া তাঁহার প্রদত্ত সকল জিনিষ ন্যায়ানুসারে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।৩৬

অতঃপর মনঃসংযমী মহামুনি অত্রি পুত্রগণকে প্রসন্নতার সহিত সকল ধন বিভাগ করিয়া প্রদান করত তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিলেন।৩৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবিষয়ক পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৫

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[তার্ক্ষ্যমুনি-সরস্বত্যোশ্চ সংবাদঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অত্রৈব চ সরস্বত্যা গীতং পরপুরঞ্জয়।
পৃষ্টয়া মুনিনা বীর শৃণু তার্ক্ষ্যেণ ধীমতা ॥১

তার্ক্ষ্য উবাচ।

কিম্ শ্রেয়ঃ পুরুষস্যেহ ভদ্রে
কথং কুর্বন্ ন চ্যবতে স্বধর্মাৎ।
আচক্ষ্ব মে চারুসর্বাঙ্গি কুর্য্যাং
যথা শিষ্টো ন চ্যবেয়ং স্বধর্মাৎ ॥২

কথং বাগ্নিং জুহুয়াং পূজয়ে বা
কস্মিন্ কালে কেন ধর্মো ন নশ্যেৎ।
এতৎ সর্বং সুভগে প্রব্রবীহি
যথা লোকান্ বিরজাঃ সঞ্চরেয়ম্ ॥৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং পৃষ্টা প্রীতিযুক্তেন তেন
শুশ্রূষুণোক্তমবুদ্ধিযুক্তম্।
তার্ক্ষ্যং বিপ্রং ধর্মযুক্তং হিতঞ্চ
সরস্বতী বাক্যমিদং বভাষে ॥৪

সরস্বত্যুবাচ।

যো ব্রহ্ম জানাতি যথাপ্রদেশং
স্বাধ্যায়নিত্যঃ শুচিরপ্রমত্তঃ।
স বৈ পারং দেবলোকস্য গত্বা
সহামরৈঃ প্রাপ্নুয়াৎ প্রীতিযোগম্ ॥৫
তত্র স্ম রম্যা বিপুলা বিশোকাঃ
সুপুষ্পিতাঃ পুষ্করিণ্যঃ সুপুণ্যাঃ।
অকর্দমা যৌনবত্যঃ সুরূপা
হিরণ্ময়ৈর্বারুতাঃ পুণ্ডরীকৈঃ ॥৬

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[তার্ক্ষ্যমুনি ও সরস্বতীর সংবাদ।]

হে বীর! হে পরপুরঞ্জয় (শত্রুনগরবিজয়িন্)! এইখানে ধীমান্ তার্ক্ষ্যমুনি দেবী সরস্বতীকে কিছু প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরস্বরূপ সরস্বতী দেবী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।১

তার্ক্ষ্য বলিলেন,—হে মঙ্গলময়ি! ইহলোকে পুরুষের কল্যাণকর বস্তু কি? কি প্রকারে উহার অনুষ্ঠান করিলে মানুষ স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হয় না? হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি দেবি! আপনি আমাকে উহা বলুন; আমি আপনার আদেশ পালন করিব। আপনি উপদেশ দান করিলে আমি স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইব না।২

কোন সময় কিরূপে অগ্নিতে হোম বা অগ্নির পূজা করিব এবং কি করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয় না? হে সুভগে! এই সকল কথা আমাকে বলুন, যে প্রকারে রজোগুণশূন্য হইয়া আমি সম্পূর্ণ লোকসমূহে বিচরণ করিতে পারি।৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তার্ক্ষ্য কর্ত্তৃক এইরূপে প্রীতিভরে জিজ্ঞাসিতা হইয়া সরস্বতী দেবী উত্তম-বুদ্ধিমান্ ও শ্রবণ করিতে উৎসুক বিপ্র তার্ক্ষ্যকে এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত হিত কথা বলিলেন।৪

সরস্বতী বলিলেন,—যে ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া পবিত্রভাবে নিত্যই স্বাধ্যায় অভ্যাস করেন এবং যিনি অর্চ্চিরাদি মার্গদ্বারা প্রাপ্য সগুণ ব্রহ্মকে জানেন, সেই ব্যক্তি দেবলোকের পরপারে ব্রহ্মলোকে গিয়া দেবতাগণের সহিত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করত আনন্দ উপভোগ করেন।৫

তাসাং তীরেষ্বাসতে পুণ্যভাজো
মহীয়মানাঃ পৃথগপ্সরোভিঃ ।
সুপুণ্যগন্ধাভিরলঙ্কৃতাভি-
র্বিরণ্যবর্ণাভিরতীব হৃষ্টাঃ ॥৭

পরং লোকং গোপ্রদাস্থাপ্নুবন্তি
বস্ত্রানড্বাহং সূর্য্যলোকং ব্রজন্তি ।
বাসো দত্ত্বা চান্দ্রমসং তু লোকং
দত্ত্বা হিরণ্যমমরত্বমেতি ॥৮

ধেনুং দত্ত্বা সুপ্রভাং সুপ্রদোহাং
কল্যাণবৎসামপলাদিনীঞ্চ ।
যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি তস্যা-
স্তাবদ্ বর্ষাণ্যাসতে দেবলোকে ॥৯

অনড্বাহং সুব্রতং যো দদাতি
হলস্য বোঢ়ারমনড্বহীর্য্যম্ ।
ধুরন্ধরং বলবন্তং যুবানং
প্রাপ্নোতি লোকান্ দশ ধেনুদস্য ॥১০

দদাতি যো বৈ কপিলাং সচৈলাং
কাংস্যোপদোহাং দ্রবিণৈরুপেতাম্ ।
তৈস্তৈর্গুণৈঃ কামদুহাঞ্চ ভূত্বা
নরং প্রদাতারমুপৈতি সা গৌঃ ॥১১

যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি ধেনো-
স্তাবৎ ফলং ভবতি গোপ্রদানে ।
পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ কুলঞ্চ সর্ব-
মাসপ্তমং তারয়তে পরত্র ॥১২

সদক্ষিণাং কাঞ্চনচারুশৃঙ্গীং
কাংস্যোপদোহাং দ্রবিণৈরুপেতাম্ ।
ধেনুং তিলানাং দদতো দ্বিজায়
লোকা বসূনাং সুলভা ভবন্তি ॥১৩

সেই দেবলোকে রমণীয়, বিপুল, শোকরহিত, অত্যন্ত পবিত্র ও সুন্দর পুষ্পশোভিত পুষ্করিণীসমূহ আছে। যাহাতে কর্দ্দম নাই, অথচ মৎস্য আছে এবং তাহাতে নামিবার সুন্দর ঘাট রহিয়াছে ও ঐ পুষ্করিণীগুলি স্বর্ণপদ্মসমূহে আচ্ছাদিত আছে।৬

সেই পুষ্করিণীসমূহের তীরে পুণ্যবান্ পূজনীয় পুরুষগণ পবিত্র সুগন্ধে সুবাসিত, বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা এবং স্বর্ণবর্ণা অপ্সরাগণের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সেবিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বাস করেন।৭

গাভীদানকারী পুরুষগণ উত্তমলোকে গমন করে। বৃষদান করিলে সূর্য্যলোকে এবং বস্ত্রদান করিলে চন্দ্রলোকে গমন করে এবং সুবর্ণদান করিলে মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হয়।৮

উত্তমবর্ণযুক্তা সুখদোহনযোগ্যা, অপলায়িনী, সুন্দরবৎসযুক্তা ধেনু দান করিলে, ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম আছে, তত বৎসর দাতা দেবলোকে বাস করে।৯

যে ব্যক্তি বস্ত্র, উত্তরীয়, ঘন ও কাঁসার দোহনপাত্রসহ কপিলাগাভী প্রদান করে, সেই গাভী সেই সমস্ত গুণের সহিত কামদুহা হইয়া সেই দাতা পুরুষের নিকট আগমন করে।১১

ঐ ধেনুর শরীরে যত রোম থাকে, তত বৎসর দাতা পুরুষ গোদানের পুণ্যফল ভোগ করে এবং পরলোকে দাতার পুত্র, পৌত্রসহিত সপ্তমকুল পর্য্যন্ত সমগ্র কুলকে উদ্ধার করে।১২

দক্ষিণা, কাংস্য দোহনপাত্র, ঘন ও উত্তরীয়ের সহিত সুবর্ণমণ্ডিত ও সুন্দর পুচ্ছবিশিষ্ট তিলধেনু ব্রাহ্মণকে দান করিলে, দাতার বসুগণের লোক সুলভ হয়।১৩

স্বকর্মভির্দানবসন্নিরুদ্ধে
তীব্রান্ধকারে নরকে নিপতন্তম্।
মহার্ণবে নৌরিব বাতযুক্তা
দানং গবাং তারয়তে পরত্র ॥১৪

যো ব্রাহ্মণেভ্যস্তু দদাতি কন্যাং
ভূমিপ্রদানঞ্চ করোতি বিপ্রে।
দদাতি দানং বিধিনা চ যজ্ঞ
স লোকমাপ্নোতি পুরন্দরস্য ॥১৫

যঃ সপ্ত বর্ষাণি জুহোতি তার্ক্ষ্য
হব্যং স্বধর্মে নিয়তঃ সাধুশীলঃ।
সপ্তাবরান্ সপ্ত পূর্বান্ পুনাতি
পিতামহানাত্মনা কর্মভিঃ বৈঃ ॥১৬

তার্ক্ষ্য উবাচ।

কিমগ্নিহোত্রস্য ব্রতং পুরাণ-
মাচক্ষ্ব মে পৃচ্ছতশ্চানুরূপে।
যদগ্নিহোত্রস্য ব্রতং পুরাণম্ ॥১৭

সরস্বত্যুবাচ।

ন চাশুচির্নাপ্যনিশিক্তপাণি-
র্নাত্রহ্মবিজ্জুহুয়াদাবিপশ্চিৎ।
বুভুৎসবঃ শুচিকামা হি দেবা
নাশ্রদ্দধানাদ্ধি হবির্বহন্তি ॥১৮

নাশ্রোত্রিয়ং দেবহব্যে নিযুঞ্জ্যা-
ন্মোঘং পুরা সিঞ্চতি তাদৃশো হি।
অপূর্বমশ্রোত্রিয়মাহ তার্ক্ষ্য
ন বৈ তাদৃগ্ জুহুয়াদগ্নিহোত্রম্ ॥১৯

কৃশাশ্চ যে জুহ্বতি শ্রদ্দধানাঃ
সত্যব্রতা হুতশিষ্টাশিনশ্চ।
গবাং লোকং প্রাপ্য তে পুণ্যগন্ধং
পশ্যন্তি দেবং পরমং চাপি সত্যম্ ॥২০

যেরূপ অনুকূল বায়ুতাড়িত নৌকা মহাসমুদ্রে মগ্ন মানুষকে উদ্ধার করে, সেইরূপ নিজ কর্মের দ্বারা কাম, ক্রোধাদি দানবপরিপূর্ণ তীব্র অন্ধকারময় নরকে পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে গোদানরূপ পুণ্য পরলোকে উদ্ধার করে।১৪

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মবিবাহানুসারে দানযোগ্যা কন্যা দান করে, যে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে এবং বিধিপূর্বক অন্যান্য বস্তুসমূহ দান করে, সে-ই ব্যক্তি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।১৫

হে তার্ক্ষ্য! যে সাত বৎসরব্যাপী সাধুচরিত্রসম্পন্ন হইয়া নিয়মের সহিত অবস্থান করত আগ্নিতে হোম করে, সে নিজ কর্মের দ্বারা অধঃ সপ্ত পুরুষ ও ঊর্দ্ধ সপ্ত পুরুষ পিতামহদেরও উদ্ধার করে।১৬

তার্ক্ষ্য বলিলেন,—হে অনুরূপে! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অগ্নিহোত্রের প্রাচীন নিয়ম কি? তাহা বলুন। আপনি অগ্নিহোত্রের পুরাণ ব্রত উপদেশ করিলে আমি আজ উহা জানিতে পারিব।১৭

সরস্বতী বলিলেন,—অপবিত্র হইয়া, হাত-পা না ধুইয়া, বেদবিদ্ না হইয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অগ্নিহোত্র করিবে না; কারণ দেবতাগণ অপরের মনোভাব জানেন এবং পবিত্রতার পক্ষপাতী; অশ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত হবিষ্য দেবতারা গ্রহণ করেন না।১৮

দেবতার হোমের কার্য্যে অশ্রোত্রিয়কে (বেদানধ্যায়ীকে) নিযুক্ত করিবে না, কারণ ঐ পুরুষ যা হোম করিবে, তাহার সেই হোমকার্য্য ব্যর্থ হইবে। হে তার্ক্ষ্য! বেদে অশ্রোত্রিয়কে অপূর্ব (অপরিচিত) বলা হইয়াছে; এজন্য সে কখনও হোমকার্য্য করিবে না।১৯

যাহারা উপবাস কৃশ, হুতাবশিষ্টভোজী, সত্যব্রত ও শ্রদ্ধালু, তাহারা হোম করিলে পবিত্র

তার্ক্ষ্য উবাচ।

ক্ষেত্রজ্ঞভূতাং পরলোকভাবে
কর্মোদয়ে বুদ্ধিমতিপ্রবিষ্টাম্।
প্রজ্ঞাঞ্চ দেবীং সুভগে বিদ্মস্ত্বা
পৃচ্ছামি ত্বাং কা ত্বমি চারুরূপে ॥২১

সরস্বত্যুবাচ।

অগ্নিহোত্রাদহমভ্যাগতাস্মি
বিপ্রর্ষভাণাং সংশয়চ্ছেদনায়।
ত্বৎসংযোগাদহমেতমক্রবং
ভাবে স্থিতা তথ্যমর্থং যথাবৎ ॥২২

তার্ক্ষ্য উবাচ।

ন হি ত্বয়া সদৃশী কাচিদস্তি
বিভ্রাজসে শ্রুতিমাত্রেণ যথা শ্রীঃ।
রূপঞ্চ তে দিব্যমনন্তকান্তি
প্রজ্ঞাঞ্চ দেবীং সুভগে বিভর্ষি ॥২৩

সরস্বত্যুবাচ।

শ্রেষ্ঠানি যানি দ্বিপদাং বরিষ্ঠ
যজ্ঞেষু বিদ্বন্নুপপাদয়ন্তি।
তৈরেব চাহং সম্প্রবৃদ্ধা তবাদ্য
প্রীণয়িত্রী রূপবতী চ বিপ্র ॥২৪
যচ্চাপি দ্রব্যমুপযুজ্যতে হ
বানস্পত্যমায়সং পার্থিবং বা।
দিব্যেন রূপেণ চ প্রজ্ঞয়া চ
তেনৈব সিদ্ধিরিতি বিদ্ধি বিদ্বন্ ॥২৫

তার্ক্ষ্য উবাচ।

ইদং শ্রেয়ঃ পরমং মন্যমানা
ব্যায়চ্ছন্তে মুনয়ঃ সম্প্রতীতাঃ।
আচক্ষ্ব মে তং পরমং বিশোকং
লোকং পরং যং প্রবিশন্তি ধীরাঃ।
সাংখ্যা যোগা পরমং যং বিদন্তি
পরং পুরাণং তমহং ন বেদ্মি ॥২৬

সুগন্ধে পরিপূর্ণ গোলোক প্রাপ্ত হয় এবং সেখানে সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করে।২০

তার্ক্ষ্য বলিলেন,—হে সুন্দরি। হে সৌভাগ্যশালিনি। তুমি সমস্ত জীবের আত্মা, পরলোকপ্রাপক কর্ম্মের উৎপত্তিতে তুমিই উৎকৃষ্ট বুদ্ধিরূপিণী এবং তুমিই প্রজ্ঞাস্বরূপিণী দেবী, তোমার এই তিন প্রকার স্বরূপের মধ্যে কোন্‌টী তোমার প্রকৃত স্বরূপ ?২১

সরস্বতী বলিলেন,—বিদ্যারূপা সরস্বতী আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অগ্নিহোত্র হইতে উৎপন্না হইয়া তোমার সংশয়চ্ছেদের জন্য উপস্থিত হইয়াছি। (তুমি শ্রদ্ধালু) তোমার সান্নিধ্যে আসিয়া তোমার শ্রদ্ধাভাবে অধিষ্ঠিতা হইয়া যথার্থ সত্য বিষয়গুলি বলিয়া গেলাম।২২

তার্ক্ষ্য বলিলেন,—সৌভাগ্যশালিনি। আপনার ন্যায় সুন্দরী কোন নারী জগতে নাই; আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শ্রুতিমাত্র শোভা পাইতেছেন। আপনার রূপও যেমন দিব্য এবং অপরিমিত কমনীয়তায় পরিপূর্ণ, তেমনই আপনার প্রজ্ঞাও দিব্য।২৩

সরস্বতী বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ বিদ্বন্ বিপ্র। যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞে যে সকল শ্রেষ্ঠ কার্য্য করেন, তাহার দ্বারাই আমি পুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করি এবং তাহার দ্বারাই আমি রূপবতীও হইয়া থাকি।২৪

হে বিদ্বন্। যজ্ঞেতে উদুম্বর প্রভৃতি বনস্পতি হইতে উৎপন্ন সমিধ, স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি দ্রব্য, সুবর্ণাদি তৈজসবস্তু এবং ব্রীহি প্রভৃতি পার্থিব বস্তুসমূহের উপযোগ করা হয়; তাহার দ্বারাই আমার এই দিব্য রূপ ও প্রজ্ঞার সিদ্ধি—ইহা তুমি নিশ্চিত জানিবে।২৫

সরস্বত্যুবাচ।

তং বৈ পরং বেদবিদঃ প্রপন্নাঃ
পরং পরেভ্যঃ প্রথিতং পুরাণম্।
স্বাধ্যায়বন্তো ব্রতপুণ্যযোগৈ-
স্তপোধনা বীতশোকা বিমুক্তাঃ ॥২৭

তস্যাথ মধ্যে বেতসঃ পুণ্যগন্ধঃ
সহস্রশাখো বিপুলো বিভাতি।
তস্য মূলাৎ সরিতঃ প্রস্রবন্তি
মধূদকপ্রস্রবণাঃ সুপুণ্যাঃ ॥২৮

শাখাং শাখাং মহানদ্যঃ সংযান্তি সিকতাশয়াঃ।
ধানাপুণ্যা মাংসশাকাঃ সদা পায়সকর্দমাঃ ॥২৯

যস্মিন্নগ্নিমুখা দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সহমরুদ্গণাঃ।
ঈজিরে ক্রতুভিঃ শ্রেষ্ঠৈস্তৎ পদং পরমং মম ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি
সরস্বতী তার্ক্ষ্যসংবাদে ষড়শীত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৬

তার্ক্ষ্য বলিলেন,—যাহাকে পরম কল্যাণরূপে বিশ্বাস করিয়া মুনিগণ ইন্দ্রিয়ের সংযম করেন, যে শোকরহিত পরম মোক্ষপদ বীতরাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই শোকশূন্য পরম মোক্ষপদ বর্ণনা করুন। কারণ, যে পরমপদকে সাংখ্যযোগী ও কর্মযোগিগণ সাক্ষাৎকার করেন, আমি সেই সনাতন মোক্ষতত্ত্ব জানি না।২৬

সরস্বতী বলিলেন,—বেদবিদ্‌গণ যাঁহার শরণাপন্ন হন, স্বাধ্যায়পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ব্রত ও পুণ্যবলে নিষ্পাপ হইয়া যাঁহাকে দর্শন করেন এবং তপোধনগণ যাঁহাকে লাভ করত শোকরহিত হইয়া বিমুক্ত হইয়াছেন; সেই পরাৎপর, প্রখ্যাত, স্বতঃসিদ্ধ, পুরাতন পদই হইতেছেন পরব্রহ্ম।২৭

সেই পরব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডরূপী এক বিশাল বেতস বৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষ ভোগস্থানরূপী অনন্ত শাখায় সুশোভিত এবং শব্দাদি বিষয়রূপী পবিত্র সুগন্ধে পরিপূর্ণ। (ঐ ব্রহ্মাণ্ডরূপ বৃক্ষের মূল হইল অবিদ্যা।) উহার অবিদ্যারূপ মূল হইতে ভোগবাসনারূপিণী নিরন্তর প্রবহমাণা অনন্ত নদী নিঃসৃত হইতেছে। ঐ নদীগুলি বাহ্যতঃ দেখিতে খুবই রমণীয় এবং পবিত্র সুবাসযুক্ত বলিয়া মনে হয়। উহারা আবার আপাতদৃষ্টিতে মধুতুল্য মধুর এবং জলের ন্যায় তৃপ্তিকারক বিষয়সমূহ বহন করিয়া থাকে।২৮

ঐ বৃক্ষের প্রতি শাখায় শাখায় ঐরূপ বহু নদী প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু উহারা তুচ্ছ যবসমূহের ন্যায় ফল দিতে অসমর্থ, পিটুলির ন্যায় অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট, বৃথা হিংসাদ্বারা উৎপন্ন মাংসের ন্যায় অপবিত্র, শুষ্ক শাকের ন্যায় সারশূন্য এবং পায়সের ন্যায় আপাত মধুর হইলেও কর্দমের ন্যায় চিত্তে দুঃখ উৎপাদনকারী। বালুকার ন্যায় পরস্পর পৃথক্ এই বাসনারূপী নদীগুলি সংসাররূপ বেতসবৃক্ষের শাখা হইতে প্রবাহিত।২৯

হে মুনে! ইন্দ্র, অগ্নি, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণ যাঁহাকে পাইবার জন্য শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসমূহের দ্বারা যাঁহার অর্চনা করেন, তিনিই আমার পরম পদ পরব্রহ্ম।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে সরস্বতী-তার্ক্ষ্য সংবাদবিষয়ক ষড়শীত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৬

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বৈবস্বত-মনোশ্চরিত্রবর্ণনম্, মৎস্যাবতাররৃত্তান্তকথনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স পাণ্ডবো বিপ্রং মার্কণ্ডেয়মুবাচ হ।
কথয়স্বেতি চরিতং মনোর্বৈবস্বতস্য চ ॥১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বিবস্বতঃ সুতো রাজন্ মহর্ষিঃ সুপ্রতাপবান্।
বভূব নরশার্দূল প্রজাপতিসমদ্যুতিঃ ॥২

ওজসা তেজসা লক্ষ্ম্যা তপসা চ বিশেষতঃ।
অতিচক্রাম পিতরং মনুঃ স্বঞ্চ পিতামহম্ ॥৩

ঊর্ধ্ববাহুর্বিশালায়াং বদর্য্যাং স নরাধিপ।
একপাদস্থিতস্তীব্রং চকার সুমহৎ তপঃ ॥৪

অবাক্‌শিরাস্তথা চাপি নেত্রৈরনিমিষৈর্দৃঢ়ম্।
সোঽতপ্যত তপো ঘোরং বর্ষাণামযুতং তদা ॥৫

স কদাচিৎ তপস্তপ্তমার্দ্রচীরজটাধরম্।
চীরিণীতীরমাসাদ্য মৎস্যো বচনমব্রবীৎ ॥৬

ভগবন্ ক্ষুদ্রমৎস্যোঽস্মি বলবদ্ভ্যো ভয়ং মম।
মৎস্যেভ্যো হি ততো মাং ত্বং ত্রাতুমর্হসি সুব্রত ॥৭

দুর্বলং বলবন্তো হি মৎস্যা মৎস্যং বিশেষতঃ।
আদদন্তি সদা বৃত্তিরিয়ং নঃ সনাতনী ॥৮

তস্মাদ্ ভয়ৌঘাদ্যহতো মজ্জন্তং মাং বিশেষতঃ।
ত্রাতুমর্হসি কর্ত্তাস্মি কৃতে প্রতিকৃতং তব ॥৯

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[বৈবস্বতমনুর চরিত্রবর্ণন এবং মৎস্যাবতারের বৃত্তান্তকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! অনন্তর যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়মুনিকে বলিলেন,—আপনি আমাদের নিকট বৈবস্বতমনুর চরিত্র কীর্ত্তন করুন।১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! সূর্য্যদেবের এক পুত্র হইয়াছিল, তিনি খুব প্রতাপশালী, প্রজাপতির ন্যায় তেজস্বী এবং মহান্ ঋষি ছিলেন।২

ঐ বালক মনু নিজ ওজঃ (মানসিক বল), তেজঃ (শারীরিক বল), কান্তি, বিশেষতঃ তপস্যাদ্বারা স্বীয় পিতা ভগবান্ সূর্য্য এবং পিতামহ মহর্ষি কশ্যপকেও অতিক্রম করিলেন।৩

মহারাজ! তিনি বদরী বিশালাতে গমন করত প্রথমে ঊর্দ্ধবাহু ও একপদে দাঁড়াইয়া অতিশয় তীব্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন।৪

তারপর তিনি সেই সময় ঐ স্থানে হেটমুণ্ড হইয়া নিরন্তর অনিমেষনেত্রে দশ হাজার বৎসর ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন।৫

তিনি আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া মস্তকে জটাবন্ধন করত এক সময় চীরিণী নদীর তীরে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন একটি মৎস্য তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল।৬

হে ভগবন্! আমি একটি ক্ষুদ্র মৎস্য। বলবান্ মৎস্যসমূহ হইতে আমার বড়ই ভয় হয়। হে সুব্রত! আপনি আমাকে রক্ষা করুন।৭

বলবান্ মৎস্যেরা বিশেষরূপে দুর্বল মৎস্যগুলিকে খাইয়া থাকে। আমাদের এই সনাতনী জীবিকার ব্যবস্থা সদা বর্ত্তমান রহিয়াছে।৮

সুতরাং মহাভয়সাগরে নিমজ্জমান আমাকে বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করিয়া আপনি আমার উপকার করুন; আমিও আপনার এই উপকারের প্রত্যুপকার করিব।৯

স মৎস্যবচনং শ্রুত্বা কৃপয়াভিপরিপ্লুতঃ।
মনুর্বৈবস্বতোঽগৃহ্ণাৎ তং মৎস্যং পাণিনা স্বয়ম্ ॥১০

উদকান্তমুপানীয় মৎস্যং বৈবস্বতো মনুঃ।
অলিঞ্জরে প্রাক্ষিপৎ তং চন্দ্রাংশুসদৃশপ্রভম্ ॥১১

স তত্র বর্দ্ধতে রাজন্ মৎস্যঃ পরমসৎকৃতঃ।
পুত্রবৎ স্বীকরোৎ তস্মৈ মনুর্ভাবং বিশেষতঃ ॥১২

অথ কালেন মহতা স মৎস্যঃ সুমহানভূৎ।
অলিঞ্জরে যথা চৈব নাসৌ সমভবৎ কিল ॥১৩

অথ মৎস্যো মনুং দৃষ্ট্বা পুনরেবাভ্যভাষত।
ভগবন্ সাধু মেঽদ্যান্যৎ স্থানং সম্প্রতিপাদয় ॥১৪

উদ্ধৃত্যালিঞ্জরাৎ তস্মাৎ ততঃ স ভগবান্ মনুঃ।
তং মৎস্যমনয়দ্ বাপীং মহতীং স মনুস্তদা ॥১৫

তত্র তং প্রাক্ষিপচ্চাপি মনুঃ পরপুরঞ্জয়।
অথাবর্দ্ধত মৎস্যঃ স পুনর্বর্ষগণান্ বহূন্ ॥১৬

দ্বিযোজনায়তা বাপী বিস্তৃতা চাপি যোজনম্।
তস্যাং নাসৌ সমভবন্মৎস্যো রাজীবলোচন ॥১৭

বিচেষ্টিতুঞ্চ কৌন্তেয় মৎস্যো বাপ্যাং বিশাম্পতে।
মনুং মৎস্যস্ততো দৃষ্ট্বা পুনরেবাভ্যভাষত ॥১৮

নয় মাং ভগবন্ সাধো সমুদ্রমহিষীং প্রিয়াম্।
গঙ্গাং তত্র বিবৎস্যামি যথা বা তাত মন্যসে ॥১৯

মৎস্যের এই কথা শুনিয়া করুণার্দ্রচিত্ত বৈবস্বত-মনু স্বয়ং তাহাকে হাতে করিয়া তুলিয়া লইলেন।১০

বৈবস্বতমনু সেই চন্দ্রকিরণকুন্দাভপ্রভাবিশিষ্ট মৎস্যটিকে জলমধ্য হইতে আনিয়া একটি জলপূর্ণ কুম্ভের মধ্যে রাখিলেন।১১

রাজন্! মনু তাহাকে অতিশয় আদরের সহিত পোষণ করিতে থাকিলে সেই মৎস্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মনু তাহার উপর পুত্রের ন্যায় বিশেষ বাৎসল্যভাব রক্ষা করিতেন।১২

তারপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলে ঐ মৎস্য এমন বর্দ্ধিত হইল যে, সেই অলিঞ্জরে (কলসের মধ্যে) তাহার স্থান সঙ্কুলান হইল না।১৩

তখন মৎস্য মনুকে দেখিয়া পুনরায় বলিল,—হে ভগবন্! আপনি আমার থাকিবার জন্য আজ অন্য একটি উত্তম স্থানের ব্যবস্থা করুন।১৪

ইহা শুনিয়া ভগবান্ মনুও তাহাকে সেই কলস হইতে উঠাইয়া একটি বড় পুষ্করিণীর নিকট লইয়া গেলেন।১৫

হে শত্রুনগরবিজয়ী যুধিষ্ঠির! মনু তাহাকে সেই পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর মৎস্যও সেখানে বহু বৎসর ধরিয়া বাড়িতে লাগিল।১৬

হে রাজীবলোচন! পুষ্করিণীটী দুই যোজন (৮ ক্রোশ) লম্বা ও এক যোজন (৪ ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সেখানেও মৎস্যের স্থান সঙ্কুলান হইল না।১৭

হে কুন্তীনন্দন রাজন্! মৎস্য তখন সেই দীর্ঘীতে একটুও হেলিতে দুলিতে স্থান না পাইয়া পুনরায় মনুকে দেখিয়া বলিল।১৮

হে ভগবন্! হে সৎপুরুষ! আপনি আমাকে সমুদ্রের প্রিয়া মহিষী গঙ্গাতে লইয়া যান, আমি তথায় বাস করিব। অথবা হে তাত! যেখানে আপনি উচিত মনে করেন, সেখানে লইয়া চলুন।১৯

নিদেশে হি ময়া তুভ্যং স্থাতব্যমনসূয়তা।
বুদ্ধিহি পরমা প্রাপ্তা যৎকৃতে হি ময়ানঘ ॥২০

এবমুক্তো মনুর্মৎস্যমনয়ন্ ভগবান্ বশী।
নদীং গঙ্গাং তত্র চৈনং স্বয়ং প্রাক্ষিপদচ্যুতঃ ॥২১

স তত্র বহুবে মৎস্যঃ কিঞ্চিৎকালমরিন্দম।
ততঃ পুনর্মনুং দৃষ্ট্বা মৎস্যো বচনমব্রবীৎ ॥২২

গঙ্গায়াং হি ন শক্নোমি বৃহত্বাচ্চেষ্টিতুং প্রভো।
সমুদ্রং নয় মামাশু প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥২৩

উদ্ধৃত্য গঙ্গাসলিলাৎ ততো মৎস্যং মনুঃ স্বয়ম্।
সমুদ্রমনয়ৎ পার্থ তত্র চৈনমবাসৃজৎ ॥২৪

সুমহানপি মৎস্যস্তু স মনোর্নিরতস্তদা।
আসীদ্ বপুষ্টয়ার্থ্যশ্চ স্পর্শ-গন্ধসুখশ্চ বৈ ॥২৫

যদা সমুদ্রে প্রক্ষিপ্তঃ স মৎস্যো মনুনা তদা।
তত এনমিদং বাক্যং স্মরমাণ ইবাব্রবীৎ ॥২৬

ভগবন্ হি কৃতা রক্ষা ত্বয়া সর্বা বিশেষতঃ।
প্রাপ্তকালং তু যৎ কার্য্যং ত্বয়া তচ্ছ্রূয়তাং মম ॥২৭

অচিরাদ্ ভগবন্ ভৌমমিদং স্থাবর-জঙ্গমম্।
সর্বমেব মহাভাগ প্রলয়ং বৈ গমিষ্যতি ॥২৮

সম্প্রকালনকালোঽয়ং লোকানাং সমুপস্থিতঃ।
তস্মাৎ ত্বাং বোধয়াম্যদ্য যৎ তে হিতমনুত্তমম্ ॥২৯

ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ যচ্চেষ্টং যচ্চ নেঙ্গতি।
তস্য সর্বস্য সম্প্রাপ্তঃ কালঃ পরমদারুণঃ ॥৩০

নৌশ্চ কার্যাস্ত্বয়া তে দৃঢ়া সুক্তবটারিকা।
তত্র সপ্তর্ষিভিঃ সার্ধমারুহেথা মহামুনে ॥৩১

হে নিষ্পাপ! দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া আমার সদা আপনার আদেশ পালন করা উচিত। কেননা, আপনার কৃপাতেই আমি আজ এতবড় হইয়াছি।২০

মৎস্যের কথা শুনিয়া স্বমর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত, জিতেন্দ্রিয়, ভগবান্ মনু তাহাকে স্বয়ং গঙ্গা নদীতে নিয়া নিক্ষেপ করিলেন।২১

শত্রুদমন! তথায় মৎস্য কিছুকাল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে মনুকে পুনরায় দেখিয়া বলিল।২২

হে প্রভো! আমার শরীর এমন বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, আমি গঙ্গাতেও নড়িতে চড়িতে পারিতেছি না। হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমাকে শীঘ্রই সমুদ্রে লইয়া চলুন।২৩

হে পার্থ! তখন মনু সেই মৎস্যকে স্বয়ং গঙ্গা হইতে উত্তোলন করত সমুদ্রে লইয়া গেলেন এবং সেখানে ছাড়িয়া দিলেন।২৪

সেই মৎস্য প্রকাণ্ড শরীরধারী হইলেও মনু যাহাতে তাকে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারেন, সে সেইরূপ হইয়া যাইল। মৎস্যকে লইয়া যাইবার সময় তাহার শরীরের স্পর্শ ও গন্ধ তাঁহার নিকট সুখকর হইয়াছিল।২৫

মনু যখন সেই মৎস্যকে সমুদ্রে ফেলিলেন, তখন সেই মৎস্য যেন স্মিতহাস্যে মনুকে এই কথা বলিল।২৬

হে ভগবন্! আপনি আমাকে বিশেষ মনোযোগের সহিত সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়াছেন। এখন যে কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে, আমি উহা বলিতেছি আপনি শুনুন।২৭

হে ভগবন্! হে মহাভাগ! অচিরকালের মধ্যেই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সম্পূর্ণ পার্থিব জগতের প্রলয় হইবে।২৮

সমস্ত লোকের জলের নীচে ডুবিয়া যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য আমি আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি এবং আপনার পক্ষে যাহা পরম হিতকর, তাহাই বলিতেছি।২৯

স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহারা গমন করিতে বা হেলিতে দুলিতে পারে কি বা যাহারা গমন

বীজানি চৈব সর্ব্বাণি যথোক্তানি দ্বিজৈঃ পুরা।
তস্তামারোহয়েথাস্ত্বং যুক্তঃ সপ্তর্ষিভিঃ সহ ॥৩২

নৌস্থশ্চ মাং প্রতীক্ষেথাস্ততো মুনিজনপ্রিয়।
আগমিষ্যাম্যহং শৃঙ্গী বিজ্ঞেয়স্তেন তাপস ॥৩৩

এবমেতৎ ত্বয়া কার্য্যমাপৃষ্টোঽস্মি ব্রজাম্যহম্।
তা ন শক্যা ময়ত্যো বৈ আপস্তর্ত্তুং ময়া বিনা ॥৩৪

নাভিশঙ্কা ত্বয়িদং চাপি বচনং মে ত্বয়া বিভো।
এবং করিষ্য ইতি তং স মৎস্যঃ প্রত্যভাষত ॥৩৫

জগ্মতুশ্চ যথাকামমনুজ্ঞাপ্য পরস্পরম্।
ততো মনুর্মহারাজ যথোক্তং মৎস্যকেন হ ॥৩৬

বীজান্যাদায় সর্বাণি সাগরং পুপ্লুবে তদা।
নৌকয়া শুভয়া বীর মহোর্ম্মিমতিশঙ্কয় ॥৩৭
চিন্তয়ামাস চ মনুস্তং মৎস্যং পৃথিবীপতে।
স চ তচ্চিন্তিতং জ্ঞাত্বা মৎস্যঃ পরপুরঞ্জয় ॥৩৮
শৃঙ্গী তত্রাজগামাশু তদা ভরতসত্তম।
তং দৃষ্ট্বা মনুজব্যাঘ্র মনুর্মৎস্যং জলার্ণবে ॥৩৯
শৃঙ্গিণং তং যথোক্তেন রূপেণাদ্রিমিবোদ্যতম্।
বটাবকম্বং পাশেন মৎস্যস্য মূর্দ্ধনি ॥৪০
মনুর্মনুজশার্দ্দূল তস্মিন্ শৃঙ্গে ন্যবেশয়ৎ।
সংযতেন চ পাশেন মৎস্যঃ পরপুরঞ্জয় ॥৪১
বেগেন মহতা নাবং প্রাকর্ষল্লবণাম্ভসি।
স চ তাংস্তারয়ন্ নাবা সমুদ্রং মনুজেশ্বর ॥৪২

করিতে পারে না বা ঠেলিতে ঠুলিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে ভয়ানক কাল উপস্থিত হইয়াছে।৩০

আপনি একটা প্রকাণ্ড দৃঢ় নৌকা নির্ম্মাণ করাইবেন, যাহাতে বেশ শক্ত ও মোটা রজ্জু বাঁধা থাকিবে। হে মহামুনে! তাহাতে সপ্তর্ষিগণের সহিত আপনি স্বয়ং আরোহণ করিবেন।৩১

পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সমস্ত শস্যের বীজ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সযত্নে রক্ষা করিবেন।৩২

হে মুনিজনপ্রিয় নরেশ! এইরূপে নৌকাতে আরোহণ করিয়া আমার অপেক্ষা করিবেন। হে তাপস! তারপর মস্তকে শিং ধারণ করিয়া আমি তথায় আগমন করিব এবং আপনাকে চিনিয়া লইব।৩৩

এই সব কার্য্যই আপনি করিবেন। আমি এখন যাইবার আদেশ চাহিতেছি এবং চলিয়া যাইতেছি। ঐ মহান্ জলরাশি আমার সহায়তা বিনা আপনি উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।৩৪

এই বিষয়ে আমি ভিন্ন আর কেহ আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে না। তখন মনু সেই মৎস্যকে বলিলেন,—আমি আপনার কথা অনুসারে সব কাজ করিব।৩৫

হে মহারাজ! তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে আমন্ত্রণ করিয়া ইচ্ছানুসারে চলিয়া গেলেন। বীর শত্রুদমন। তারপর মনু মৎস্যের নির্দ্দেশমত বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে সম্পূর্ণ বীজ স্থাপন করত (সপ্তর্ষিগণের সহিত) আরোহণপূর্ব্বক উত্তালতরঙ্গমালাযুক্ত সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।৩৬-৩৭

শত্রুনগরজয়ী নৃপতে! মনু মনে মনে সেই মৎস্যকে চিন্তা করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি চিন্তা করিতেই সেই শৃঙ্গধারী মৎস্য তথায় শীঘ্র উপস্থিত হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ! তখন সেই পর্ব্বতাকার পূর্ব্বোক্ত রূপধারী মৎস্যকে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ মনু পাশ দিয়া দড়ির দ্বারা তাঁহার মস্তকে শৃঙ্গমধ্যে বাঁধিলেন। শত্রুনগরবিজয়ী নরশ্রেষ্ঠ! রজ্জুদ্বারা শৃঙ্গে নৌকাটি বাঁধা হইলে সেই মৎস্য তাঁহাদিগকে নৌকাদ্বারা পার করিয়া দিবার জন্য মহাবেগে উহা টানিয়া লবণসমুদ্রে লইয়া গেলেন।৩৮-৪২

নৃত্যমানমিবোর্মীভির্গর্জমানমিবাম্ভসা।
ক্ষোভ্যমাণা মহাবাতৈঃ সা নৌস্তস্মিন্
মহোদধৌ ॥৪৩

ঘূর্ণতে চপলেব স্ত্রী মত্তা পরপুরঞ্জয়।
নৈব ভূমির্ন চ দিশঃ প্রদিশো বা চকাশিরে ॥৪৪

সর্বমাপ্লুতমেবাসীৎ খং দ্যৌশ্চ নরপুঙ্গব।
এবম্ভূতে তদা লোকে সঙ্কুলে ভরতর্ষভ ॥৪৫

অদৃশ্যন্তর্ষয়ঃ সপ্ত মনুর্মৎস্যস্তথৈব চ।
এবং বহূন্ বর্ষগণাংস্তাং নাবং সোঽথ মৎস্যকঃ ॥৪৬

চকর্ষাকৃষ্যতো রাজংস্তস্মিন্ সলিলসঞ্চয়ে।
ততো হিমবতঃ শৃঙ্গং যৎ পরং ভরতর্ষভ ॥৪৭

তত্রাকর্ষৎ ততো নাবং স মৎস্যঃ কুরুনন্দন।
অথাব্রবীৎ তদা মৎস্যস্তানৃষীন্ প্রহসন্ শনৈঃ ॥৪৮

অস্মিন্ হিমবতঃ শৃঙ্গে নাবং বধ্নীত মা চিরম্।
সা বদ্ধা তত্র তৈস্তূর্ণমৃষিভির্ভরতর্ষভ ॥৪৯

নৌর্মৎস্যস্য বচঃ শ্রুত্বা শৃঙ্গে হিমবতস্তদা।
তচ্চ নৌবন্ধনং নাম শৃঙ্গং হিমবতঃ পরম্ ॥৫০

খ্যাতমদ্যাপি কৌন্তেয় তন্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ।
অথাব্রবীদনিমিষস্তানৃষীন্ সহিতস্তদা ॥৫১

অহং প্রজাপতির্ব্রহ্মা মৎ পরং নাধিগম্যতে।
মৎস্যরূপেণ ময়ৈবাস্মোক্ষিতা ভয়াৎ ॥৫২

মনুনা চ প্রজাঃ সর্বাঃ সদেবাসুর-মানুষাঃ।
স্রষ্টব্যাঃ সর্বলোকাশ্চ যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি ॥৫৩

নরপতে! ঐ সময় সমুদ্র নিজ তরঙ্গমালাদ্বারা যেন নৃত্য করিতেছিল এবং জলের দ্বারা ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। ঐ নৌকা তখন বেলিতে দুলিতে বায়ুতাড়িত উত্তাল তরঙ্গময় মহাসমুদ্রে চঞ্চলচিত্তা কামোন্মত্তা স্ত্রীর ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। (তখন বায়ু, তরঙ্গ ও মৎস্যের বেগজনিত শব্দে দশদিক্ একেবারে আচ্ছন্ন হইল।) হে শত্রুনগরবিজয়ী যুধিষ্ঠির! তখন ভূমি, দিক্ বা বিদিক্ কিছুই বুঝা যাইতেছিল না।৪৩-৪৪

ভরতকুলভূষণ নরেশ্বর! আকাশ ও দ্যুলোক সবকিছুই জলময় হইয়া গিয়াছিল। এইরূপে সম্পূর্ণ বিশ্ব যখন জলময় হইল, তখন সেই অবস্থায় একমাত্র মনু, সপ্তর্ষি ও মৎস্য—এই নয়জনকেই দেখা যাইতেছিল। রাজন্! এইভাবে মৎস্য সেই নৌকাকে বহুবর্ষব্যাপী সেই অগাধ জলরাশিপূর্ণ সমুদ্রে অবলীলাভাবে টানিয়া বেড়াইতেছিলেন। ভরতকুলতিলক! তারপর মৎস্য নৌকাটিকে টানিয়া হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে লইয়া যাইলেন। হে কুরুকুলনন্দন! তারপর তিনি হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে ঋষিগণকে বলিলেন,—"আপনারা এই হিমালয়ের শৃঙ্গে তাড়াতাড়ি নৌকাটিকে বাঁধিয়া দিন, বিলম্ব করিবেন না"। ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার কথামত ঋষিগণ দ্রুত হিমালয়ের সেই শৃঙ্গে নৌকাটিকে বন্ধন করিলেন। সেই অবধি হিমালয়ের সর্বোচ্চ ঐ শৃঙ্গের নাম 'নৌবন্ধন' হইয়াছে।৪৫-৫০

ভরতশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন। আজ পর্যন্ত ঐ শৃঙ্গ ঐ নামে প্রসিদ্ধ আছে—ইহা তুমি অবগত হও। অনন্তর সেই মৎস্য নিমেষশূন্যলোচনে সমবেত সকল ঋষিকে বলিলেন।৫১

আমিই প্রজাপতি, আমিই ব্রহ্মা, আমা ব্যতিরেকে জগতে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। আমিই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া এই ভয় হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিলাম।৫২

এখন মনুর কর্তব্য হইতেছে, দেবতা, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত প্রজা, লোকসমূহ ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রজা পুনরায় সৃষ্টি করা।৫৩

তপসা চাপি তীব্রেণ প্রতিভাস্ত ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসাদাৎ প্রজাসর্গে ন চ মোহং গমিষ্যতি ॥৫৪

ইত্যুক্ত্বা বচনং মৎস্যঃ ক্ষণেনাদর্শনং গতঃ।
স্রষ্টুকামঃ প্রজাশ্চাপি মনুর্বৈবস্বতঃ স্বয়ম্ ॥৫৫

প্রমূঢ়োঽভূৎ প্রজাসর্গে তপস্তেপে মহৎ ততঃ।
তপসা মহতা যুক্তঃ মোহেন স্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥৫৬

সর্বাঃ প্রজা মনুঃ সাক্ষাদ্ যথাবদ্ ভরতর্ষভ।
ইত্যেতদাত্মকং নাম পুরাণং পরিকীর্তিতম্ ॥৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি মৎস্যোপাখ্যানে সপ্তাশীত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৭

তীব্র তপস্যার বলে ও আমার কৃপায় মনুর মধ্যে জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রতিভার আবির্ভাব হইবে এবং প্রজাসৃষ্টিতে তাঁহার কোন মোহ হইবে না।৫৪

এই কথা বলিয়া ক্ষণকালমধ্যে মৎস্য অন্তর্ধান করিলেন। তারপর বৈবস্বতমনু স্বয়ং প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াও বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হওয়ায় কি করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিবেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি মহাতপস্যা অবলম্বন করত প্রজাসৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইলেন।৫৫-৫৬

হে ভরতকুলসূষণ! এইরূপে মনু সকল প্রজা পূর্বপূর্ব কল্পানুযায়ী যথাযথরূপে সৃষ্টি করিলেন। এই কথা আমি সংক্ষেপে বলিলাম উহা মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে।৫৭

মৎস্যকথিত মনুর এই চরিত্রকথা বলিলে সর্বপাপে নাশ হয়। যে ইহা নিত্য শ্রবণ করে, তাহার সর্বকামনা পূর্ণ হয় ও ইহলোকে সুখী হয়। অন্তে উৎকৃষ্ট লোকসমূহ লাভ করে।৫৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে মৎস্যউপাখ্যানবিষয়ক সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৭

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[চতুর্যুগবর্ষগণনম্, কলিযুগপ্রভাববর্ণনম্, প্রলয়কালদৃশ্য-কথনম্, মার্কণ্ডেয়েন বালমুকুন্দস্য দর্শনলাভঃ, তদুদরে প্রবেশপূর্ব্বকং মার্কণ্ডেয়স্য ব্রহ্মাণ্ডদর্শনম্, পুনর্বহিরাগত্য তেন সহালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ স পুনরেবাথ মার্কণ্ডেয়ং যশস্বিনম্।
পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১

নৈকে যুগসহস্রান্তাস্ত্বয়া দৃষ্টা মহামুনে।
ন চাপীহ সমঃ কশ্চিদায়ুষ্মান্ দৃশ্যতে ভব ॥২

ব্রহ্মিষ্ঠা মহাত্মানং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্।
ন তেঽস্তি সদৃশঃ কশ্চিদায়ুষা ব্রহ্মবিত্তম ॥৩

অনন্তরিক্ষে লোকেঽস্মিন্ দেবদানববর্জিতে।
ত্বমেব প্রলয়ে বিপ্র ব্রাহ্মণমুপতিষ্ঠসে ॥৪

প্রলয়ে চাপি নির্ব্বৃত্তে প্রবুদ্ধে চ পিতামহে।
ত্বমেকঃ সৃজ্যমানানি ভূতানীহ প্রপশ্যসি ॥৫

চতুর্বিধানি বিপ্রর্ষে যথাবৎ পরমেষ্ঠিনা।
বায়ুকৃতা দিশঃ কৃত্বা বিক্ষিপ্যাপস্ততস্ততঃ ॥৬

ত্বয়া লোকগুরুঃ সাক্ষাৎ সর্বলোকপিতামহঃ।
আরাধিতো দ্বিজশ্রেষ্ঠ তৎপরেণ সমাধিনা ॥৭

ত্বৎপ্রসাদমথো বিপ্র ত্বয়া কৃতমনেকশঃ।
ঘোরেণাবিশ্য তপসা বেদসো নির্জিতাত্মনা ॥৮

নারায়ণাক্ষপ্রখ্যত্বং সাম্পরায়েঽভিপঠ্যসে।
ভগবানেকশঃ কৃত্বঃ ত্বয়া বিষ্ণোশ্চ বিশ্বকৃৎ ॥৯

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[চারিযুগের বর্ষগণনা, কলিযুগের প্রভাব বর্ণন, প্রলয়কালের দৃশ্য কথন, মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক বাল-মুকুন্দের দর্শন লাভ, তাঁহার উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক মার্কণ্ডেয়ের ব্রহ্মাণ্ড দর্শন এবং পুনরায় বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় বিনয়ের সহিত যশস্বী মার্কণ্ডেয়মুনিকে প্রশ্ন করিলেন।১

হে মহামুনে। আপনি হাজার হাজার যুগের শেষে উহার অনেক কল্প স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। এই জগতে আপনার সমান আয়ুসম্পন্ন কাহাকেও দেখিতেছি না।২

ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ। পরমেষ্ঠী মহাত্মা ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ আপনার সদৃশ আয়ু লাভ করেন নাই।৩

হে বিপ্র। প্রলয়ে যখন এই জগৎ দেব, দানব, ঋষি ও অন্তরীক্ষ শূন্য হয়, তখন আপনিই একমাত্র ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার উপাসনা করত অবস্থান করেন।৪

হে ব্রহ্মর্ষে! প্রলয়ের শেষে ব্রহ্মা যখন জাগরিত হন, তখন সমস্ত দিক্ বায়ুতে সমাবৃত করিয়া জলরাশিকে (শুষ্কস্থানে) এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত করত ব্রহ্মাণ্ডস্থ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ নামক চারি প্রকার প্রাণীসমূহ সৃষ্টি হয়, তাহা একমাত্র আপনিই সর্ব্বপ্রথম ভালভাবে দর্শন করেন।৫-৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ সমাধির দ্বারা আপনি সাক্ষাৎ সর্ব্বলোকগুরু সর্ব্বলোকপিতামহকে আরাধনা করিয়াছেন।৭

হে বিপ্রবর। আপনি অনেকবার এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং তীব্র তপস্যায় আপনি মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণকেও জয় করিয়াছেন।৮

কর্ণিকোদরগং দিব্যং ব্রহ্মণঃ কামরূপিণঃ।
যস্যালঙ্কারযোগাভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাং দৃষ্টস্ত্বয়া পুরা ॥১০

তস্মাৎ তবান্তকো মৃত্যুর্জরা বা দেহনাশিনী।
ন ত্বাং বিশতি বিপ্রর্ষে প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥১১

যদা নৈব রবির্নাগ্নির্ন বায়ুর্ন চ চন্দ্রমাঃ।
নৈবান্তরিক্ষং নৈবোর্বী নেদং ভবতি কিঞ্চন ॥১২

তস্মিন্নেকার্ণবে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
নষ্টে দেবাসুরগণে সমুৎসন্নমহোরগে ॥১৩

শয়ানমমিতাত্মানং পদ্মোৎপলনিকেতনম্।
ত্বমেকঃ সর্বভূতেশঃ ব্রহ্মাণমুপতিষ্ঠসি ॥১৪

ভগবান্ নারায়ণের সমীপে অবস্থানকারী প্রিয় ভক্তগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ। পরলোকে আপনার মহিমা সর্ব্বত্র গীত হয়। আপনি প্রথমে স্বেচ্ছায় প্রকটিতবিগ্রহ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বারস্বরূপ হৃদয়কমলের কর্ণিকার (যোগের দ্বারা) অলৌকিক উদ্‌ঘাটনকর বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা প্রাপ্ত দিব্যদৃষ্টিতে সেই বিশ্বরচয়িতা ভগবান্‌কে অনেকবার সাক্ষাৎ করিয়াছেন।৯-১০

হে ব্রহ্মর্ষে। সুতরাং পরমেষ্ঠী নারায়ণের কৃপায় আপনাকে সকলের অন্তকারী মৃত্যু বা দেহনাশিনী জরা স্পর্শ করিতে পারে না।১১

যখন প্রলয়ে রাত্রি, দিন, বায়ু, নক্ষত্র, চন্দ্রমা, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী প্রভৃতির কোন কিছুই শেষ থাকে না, যখন সমস্ত চরাচর জগৎ সেই একার্ণব জলে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, যখন দেবতা ও অসুরগণেরও নাশ হয় এবং বড় বড় নাগগণেরও সংহার হয়, তখন নারায়ণের নাভিকমল ও উৎপলে নিবাস এবং শয়নকারী সর্ব্বভূতেশ্বর অমিতাত্মা ব্রহ্মার নিকটে অবস্থান করত একমাত্র আপনিই তাঁহার

এতৎ প্রত্যক্ষতঃ সর্বং পুরা বৃত্তং দ্বিজোত্তম।
তস্মাদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সর্বহেত্বাশ্রিতাং কথাম্ ॥১৫

অনুভূতং হি বহুশস্ত্বয়ৈকেন দ্বিজোত্তম।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ সর্বলোকেষু নিত্যদা ॥১৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

হন্ত তে বর্ণয়িষ্যামি নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে।
পুরুষায় পুরাণায় শাশ্বতায়াব্যয়ায় চ ॥১৭

অব্যক্তায় সুসূক্ষ্মায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
স এষ পুরুষব্যাঘ্র পীতবাসা জনার্দনঃ ॥১৮

এষ কর্তা বিকর্তা চ ভূতাত্মা ভূতকৃৎ প্রভুঃ।
অচিন্ত্যঃ মহদাশ্চর্য্যঃ পবিত্রমিতি চোচ্যতে ॥১৯

উপাসনা করেন।১২-১৪

হে দ্বিজোত্তম। এই সমস্ত পুরাতন ইতিহাস আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেইজন্য আপনার নিকট হইতেই সকলের হেতুভূত কালের নিরূপণকারী কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।১৫

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনিই কেবল অনেকবার বিশ্ব সৃষ্টির সবকিছুই অনুভব করিয়াছেন, এ সকল লোকে আপনার অজ্ঞাত বস্তু কিছুই নাই।১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্। আমি স্বয়ম্ভু, সনাতন, অব্যয়, অব্যক্ত, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, নির্গুণ গুণময়, পুরাণ পুরুষকে নমস্কার করিয়া তাঁহার কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। এই যে পুরুষোত্তম পীতবাসাধারী জনার্দন আমাদের নিকট বসিয়া আছেন, ইনি এই জগতের স্রষ্টা, সংহর্তা ও পালয়িতা, ইনিই সর্ব্বলোকের একমাত্র প্রভু, অন্তর্যামী আত্মা এবং সকলের রচয়িতা। ইহাকেই ঋষিগণ অচিন্ত্য, মহদাশ্চর্য্য ও পবিত্র বলিয়া থাকেন।১৭-১৯

আমি কিরীটী, আমি গদাধর, আমি চক্রপাণি, আমি তেজঃপুঞ্জরূপ, আমি দুর্দর্শনীয়, আমি অক্ষয়, আমি পরব্রহ্ম, আমি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়, আমি অব্যয়, আমি শাশ্বতধর্ম্মসংস্থাপক, আমি সনাতন-ধর্ম্মপ্রতিপালক, আমি আদি মধ্য ও অন্তহীন, আমি অনন্তবীর্য্য, আমি অনন্তবাহু, সূর্য্য চন্দ্র আমার নেত্র, প্রদীপ্ত অগ্নি আমার বদন, আমি স্বকীয়তেজে বিশ্বকে সন্তপ্ত করি, আমি অদ্ভুত, আমি উগ্র, আমি লোকত্রয়, আমি মহাত্মা, আমি সুরবৃন্দ, আমি মরুদ্গণ, আমি পিতৃকুলের, আমি রুদ্র, আমি আদিত্য, আমি বসুগণ, আমি সাধ্যসমূহ, আমি বিশ্বদেব, আমি অশ্বিনীকুমারযুগল, আমি মরুদ্গণ, আমি উষ্মপা পিতৃগণের, আমি গন্ধর্ব, আমি যক্ষ, আমি অসুর, আমি সিদ্ধগণ, আমি মহাবাহু, আমার বহুবক্ত্র-বদন, আমার বহু উদর, আমি করালদংষ্ট্রাবিশিষ্ট, আমি বিষ্ণু, আমি সুরেশ্বর, আমি জগন্নিবাস, আমি লোকক্ষয়কারী কাল, আমি কেশব, আমি কৃষ্ণ, আমি হৃষীকেশ, আমি ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা, আমি অনন্ত, আমি দেবেশ, আমি অক্ষর, আমি সদসৎ, আমি সর্ব্বজগতের অতীত, আমি আদিদেব, আমি পুরাণপুরুষ, আমি বিশ্বের পরমনিধান, আমি বেত্তা, আমি বেদ্য, আমি পরমধাম, আমি বিশ্বসমাচ্ছন্ন করে আছি। আমি অনন্তরূপ, আমি বায়ু, আমি যম, আমি অগ্নি, আমি বরুণ, আমি শশধর, আমি প্রজাপতি, আমি অমিতবীর্য্য, আমিঅবিক্রম, আমি বাসব,

Regd. No. C-67
POUS
1876 BS
Aryashastra
Dec. '69 – Jan. '70

3 JUNE 1970

আমি সখা, আমি অচ্যুত, আমি অপ্রমেয়, আমি চরাচরলোকের পিতা, আমি পূজনীয়, আমি গরীয়ান্ গুরু, আমি অপ্রতিম-প্রভাব, আমি ঈশ, আমি ঈড্য, আমি পিতাপুত্র, আমি সখা, আমি প্রিয়, আমি দেব (জ্যোতির্ময়), আমি দেবেন্দ্র, আমি বিশ্বনিলয়, আমি চতুর্ভুজ, আমি বিষ্ণবাহু, আমি সহস্রবাহু, আমি বিশ্বমূর্তি, আমি তেজোময়, আমি অনন্ত, আমি আদ্য, আমি অক্ষয়, আমি অনির্দেশ্য, আমি অব্যক্ত, আমি সর্ব্বত্রগ, আমি অচিন্ত্য, আমি কূটস্থ, আমি অচল, আমি ধ্রুব, আমি ক্ষেত্র, আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ, আমি জ্ঞান, আমি জ্ঞাতা, আমি জ্ঞেয়, সব আমি সব আমি সব আমি, ছিলাম আমি, থাকবো আমি, আছি আমি। আমার তেজে চন্দ্র, সূর্য্য তেজস্বী। আমাতেই আমি আছি, আমি আমি আমি।

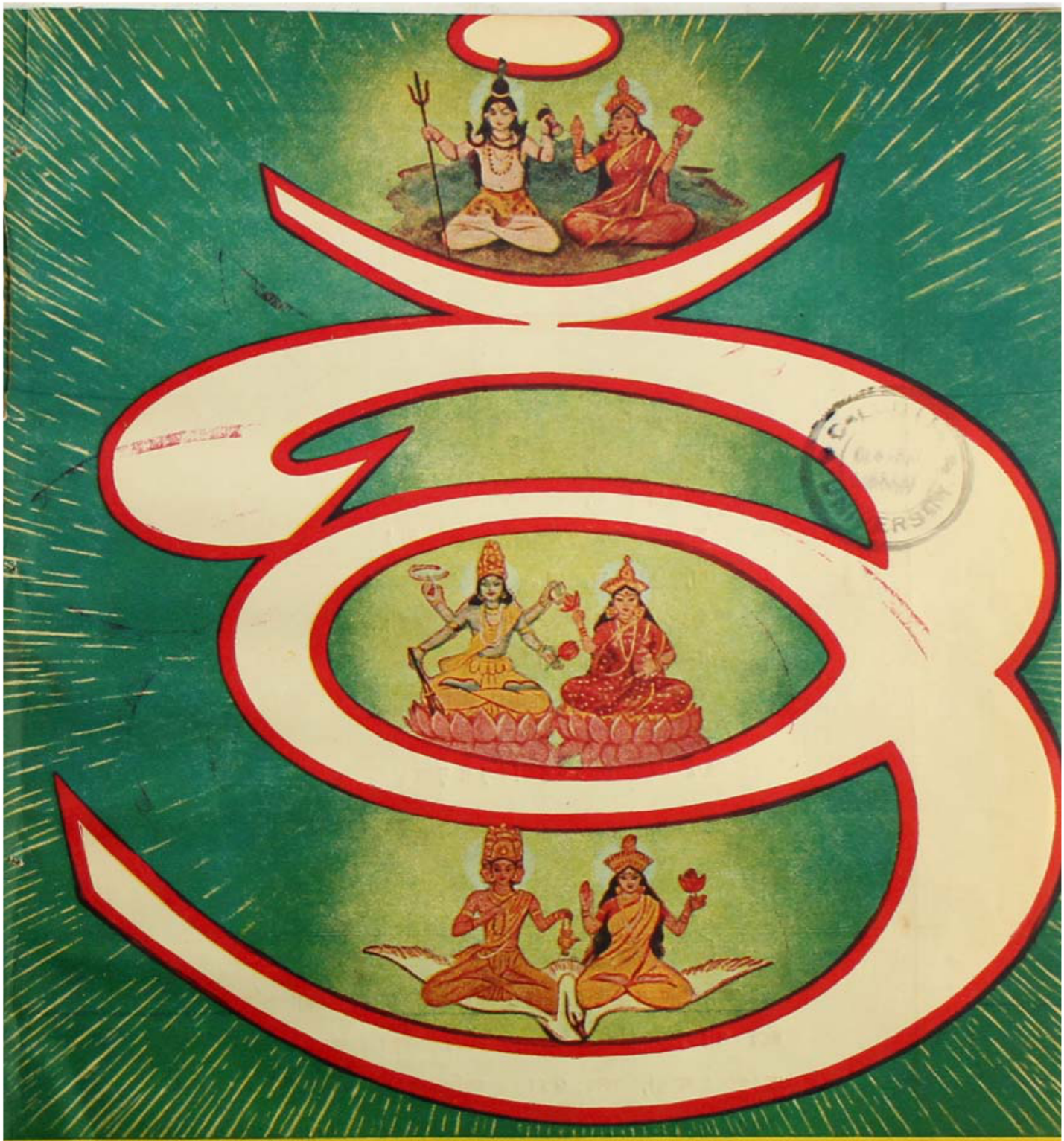

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

CAL
UNIVERSITY

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজমাধ্য-গাথা

৪ঠা বৈশাখ ১।২৮৬

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব।
অমৃতময়ি মা, মধুময়ি মা, প্রেমময়ি মা!
মা, মা, মা, মা, মা, মা!
গুরুদেব, প্রাণারাম প্রেমতম গুরুদেব!

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আমি ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

আমি নির্গুণ নিরীহ হয়েও সচ্চিদানন্দঘনরূপে আবির্ভূত হয়ে থাকি, আমার ভক্তগণকে রক্ষা করবার জন্য—আমি ভূতগণের আত্মা, সুহৃদ, ঈশ্বর। আমি ভূতসকলের অধিষ্ঠান, আমি তাদের সৃষ্টি-স্থিতি-নাশের কারণ, আমি কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতির গতি, আমি কালের কাল, আমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ — এই তিন গুণের সাম্যাবস্থারূপিণী প্রকৃতি, আমি গুণবান্

[অষ্টমবর্ষ, মাঘ মাস, ১৩৭৬] [অষ্টম সংখ্যা—অন্যোদনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

মুদ্রা-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অবধূত সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

মুদ্রক-কর্ম্মবিদ্বয় :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ, ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই মাঘ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুরনঘট
ভরতপুর-কুজ
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

অনাদিনিধনং ভূতং বিশ্বমব্যয়মক্ষয়ম্।
এষ কর্ত্তা ন ক্রিয়ন্তে কারণঞ্চাপি পৌরুষে ॥২০
যত্নেন পুরুষো বেদ বেদা অপি ন তং বিদুঃ।
সর্ব্বমাশ্চর্য্যমেবৈতন্নিবৃত্তং রাজসত্তম ॥২১
আদিতো মনুজব্যাঘ্র কৃৎস্নশ্চ জগতঃ ক্ষয়ে।
চত্বার্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগম্ ॥২২
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে ॥২৩
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।
তথা বর্ষসহস্রে দ্বে দ্বাপরং পরিমাণতঃ ॥২৪
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ।
সহস্রমেকং বর্ষাণাং ততঃ কলিযুগং স্মৃতম্ ॥২৫

তস্য বর্ষশতং সন্ধিঃ সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্।
সন্ধিসন্ধ্যাংশয়োস্তুল্যং প্রমাণমুপধারয় ॥২৬
ক্ষীণে কলিযুগে চৈব প্রবর্ত্তেত কৃতং যুগম্।
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥২৭

এতৎ সহস্রপর্য্যন্তমহো ব্রাহ্মমুদাহৃতম্।
বিশ্বং হি ব্রহ্মভবনে সর্ব্বতঃ পরিবর্ত্ততে ॥২৮

লোকানাং মনুজব্যাঘ্র প্রলয়ং তং বিদুর্বুধাঃ।
অল্পাবশিষ্টে তু তদা যুগান্তে ভরতর্ষভ ॥২৯

সহস্রান্তে নরাঃ সর্ব্বে প্রায়শোঽনৃতবাদিনঃ।
যজ্ঞপ্রতিনিধিঃ পার্থ দান-প্রতিনিধিস্তথা ॥৩০

ইহার আদিও নাই এবং অন্তও নাই, ইনি অব্যয় ও অক্ষয় হইয়াও সকল চরাচর জীবরূপে প্রকাশিত হন, ইনিই সকলের কর্ত্তা, কিন্তু তাঁহার কোন কর্ম্ম নাই। পুরুষার্থ-প্রাপ্তিতে ইনিই একমাত্র কারণ ॥২০

যদিও এই পুরুষ সবই জানেন, তথাপি তাঁহাকে বেদও জানিতে পারেন না। হে নৃপশ্রেষ্ঠ। সমস্ত জগতের প্রলয়ের পর এই আদিভূত পরমেশ্বর হইতে এই আশ্চর্য্যময় জগৎ পুনরায় উৎপন্ন হয়।

চারি হাজার দিব্য বৎসরে এক সত্যযুগ হয়। চারিশত দিব্য বৎসরে সত্যযুগের সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ।

তিন হাজার দিব্য বৎসরে ত্রেতাযুগ হয়, তিনশত দিব্য বৎসরে ত্রেতাযুগের সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ হইয়া থাকে।

এইরূপ দিব্য দুই হাজার বৎসরে দ্বাপরযুগ এবং উহার সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ দুই শত দিব্য বৎসরে হয়।

তারপর কলিযুগের আয়ু এক হাজার দিব্য বৎসর এবং উহার সন্ধি ও সন্ধ্যাংশও একশত দিব্য বৎসরে হয়। সন্ধি ও সন্ধ্যাংশের প্রমাণ সব যুগেরই সমান বলিয়া জানিবে ॥২১-২৬

কলিযুগ শেষ হইলে পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ হয়। এইরূপে বারশ সহস্র দিব্য বৎসরে চারি যুগ সম্পন্ন হয় ॥২৭

নরশ্রেষ্ঠ। এইরূপ এক হাজার চতুর্যুগ ব্যতীত হইলে ব্রহ্মার একদিন হয়। এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মার দিনের বেলাতেই অবস্থান করে ॥২৮

তারপর ব্রহ্মার রাত্রিকাল আরম্ভ হয়, তখন সমস্ত জগতের প্রলয় প্রাপ্ত হয়—ইহাই বিদ্বান্ পুরুষগণ জানেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ। সহস্র যুগের সমাপ্তির যখন অল্পই অবশিষ্ট থাকে, তখন (কলিযুগের সমাপ্তিতে) মনুষ্যগণ প্রায়শঃই মিথ্যাবাদী হয়। হে কুন্তীনন্দন! তখন যজ্ঞ, দান, ব্রত প্রভৃতির প্রতিনিধির ব্যবস্থা আরম্ভ হয়।

ব্রতপ্রতিনিধিশ্চৈব তস্মিন্ কালে প্রবর্ত্ততে।
ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রকর্ম্মাণস্তথা শূদ্রা ধনার্জ্জকাঃ ॥৩১
ক্ষত্রধর্ম্মেণ বাপ্যত্র বর্ত্তয়ন্তি গতে যুগে।
নিবৃত্তযজ্ঞস্বাধ্যায়া দণ্ডাজিনবিবর্জ্জিতাঃ ॥৩২
ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বভক্ষাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
অজপা ব্রাহ্মণাস্তাত শূদ্রা জপপরায়ণাঃ ॥৩৩
বিপরীতে তদা লোকে পূর্ব্বরূপং ক্ষয়ন্ত্ব তৎ।
বহবো ম্লেচ্ছরাজানঃ পৃথিব্যাং মনুজাধিপ ॥৩৪
মৃষানুশাসিনঃ পাপা মৃষাবাদপরায়ণাঃ।
অন্ধ্রাঃ শকাঃ পুলিন্দাশ্চ যবনাশ্চ নরাধিপাঃ ॥৩৫
কাম্বোজা বাহ্লিকাঃ শূরাস্তথাভীরা নরোত্তম।
ন তদা ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ স্বধর্ম্মমুপজীবতি ॥৩৬

ক্ষত্রিয়াশ্চাপি বৈশ্যাশ্চ বিকর্ম্মস্থা নরাধিপ।
অল্পায়ুষঃ স্বল্পবলাঃ স্বল্পবীর্য্যপরাক্রমাঃ ॥৩৭
অল্পসারান্নদেহাশ্চ তথা সত্যান্নভাষিণঃ।
বহুপুত্রা জনপদা মৃগব্যালাবৃতা দ্বিজঃ ॥৩৮
যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে বৃথা চ ব্রহ্মবাদিনঃ।
ভোবাদিনস্তথা শূদ্রা ব্রাহ্মণাশ্চার্য্যবাদিনঃ ॥৩৯
যুগান্তে মনুজব্যাঘ্র ভবন্তি বহুজন্তবঃ।
ন তথা প্রাণযুক্তাশ্চ সর্ব্বগন্ধা ভবিষ্যন্তি ॥৪০
রসাশ্চ মনুজব্যাঘ্র ন তথা স্বাদুযোগিনঃ।
বহুপ্রজা দুষ্টদেহাঃ শীলাচারবিবর্জ্জিতাঃ।
মুখে ভগাঃ স্ত্রিয়ো রাজন্ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৪১

যুগের সমাপ্তিতে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের কর্ম্ম করিতে থাকে এবং শূদ্রগণ বৈশ্যের ন্যায় ধনার্জ্জন অথবা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রাজ্যশাসনাদি কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। কলিযুগে যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, অজিন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণ (ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিয়া) সর্ব্বভক্ষক হয়। তাত! ব্রাহ্মণগণ জপ-তপস্যাবর্জ্জিত এবং শূদ্রগণ জপ-তপস্যাপরায়ণ হয় ।২৯-৩৩

হে রাজন্! এইরূপে মানুষের আচার-ব্যবহার যখন বিপরীত হইতে থাকে, তখনই প্রলয়ের পূর্ব্বভাগ আরম্ভ হইয়া যায় এবং তখন পৃথিবীতে ম্লেচ্ছগণ রাজা হইয়া রাজত্ব করিতে থাকে ।৩৪

মিথ্যাবাদী ও পাপী আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লীক এবং শৌর্য্যসম্পন্ন আভীরগণ রাজা হইয়া ছল-কপটতা অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য-শাসন করে। হে নরোত্তম! তখন কোন ব্রাহ্মণ নিজের ধর্ম্মানুসারে জীবিকা অর্জ্জন করে না ।৩৫-৩৬

নরপতে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধ কর্ম্ম অবলম্বন করিবে। তাহারা অল্পায়ু, অল্প-বল, অল্পবীর্য্য ও অল্পপরাক্রমশালী হইবে ।৩৭

মনুষ্যমাত্রই সারশূন্য ও ক্ষুদ্রদেহ হইবে এবং সত্য খুব কমই বলিবে। জনপদসমূহ বহু মনুষ্যশূন্য হইবে এবং চারিদিক্ হিংস্র পশুতে পরিপূর্ণ হইবে ।৩৮

কলিযুগের অন্তে মনুষ্য বৃথাই (অনুভব না হইলেও) ব্রহ্মবাদী হইবে। শূদ্রগণ সকলকেই 'তুমি' এবং ব্রাহ্মণগণ সকলকেই 'আর্য্য' অর্থাৎ 'আপনি' বলিবে ।৩৯

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! যুগান্তে জীবজন্তু বহু উৎপন্ন হইবে, কিন্তু তাহাদের প্রাণশক্তি তেমন থাকিবে না এবং সর্ব্বপ্রকার গন্ধযুক্ত পদার্থ হইলেও উহার গন্ধ তাদৃশ গন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হইবে না ।৪০

হে নরশ্রেষ্ঠ! তখন রসাল বস্তুগুলি তেমন স্বাদিষ্ট হইবে না। রমণীগণ বহুসন্তানবতী, দুষ্ট-দেহা ও শীলাচারশূন্যা হইবে। হে রাজন্!

অষ্টশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুষ্পথাঃ।
কেশশূলাঃ স্ত্রিয়ো রাজন্ ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৪২
অল্পক্ষীরাস্তথা গাবো ভবিষ্যন্তি জনাধিপ।
অল্পপুষ্পফলাশ্চাপি পাদপা বহুবাসদাঃ ॥৪৩
ব্রহ্মবধ্যানুলিপ্তানাং তথা মিথ্যাভিশংসিনাম্।
নৃপাণাং পৃথিবীপাল প্রতিগৃহ্নন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥৪৪
লোভমোহপরীতাশ্চ মিথ্যাধর্মধ্বজাবৃতাঃ।
ভিক্ষার্থং পৃথিবীপাল চক্ষূর্ষ্যন্তে দ্বিজৈর্দিশঃ ॥৪৫
করভারভয়াদ্ ভীতা গৃহস্থাঃ পরিমোষকাঃ।
মুনিচিহ্নপ্রতিচ্ছন্না বাণিজ্যমুপজীবিনঃ ॥৪৬
মিথ্যা চ নখরোমাণি ধারয়ন্তি তদা দ্বিজাঃ।
অর্থলোভাদ্ব্রহ্মচর্য্যাত্র তথা চ ব্রহ্মচারিণঃ ॥৪৭

আশ্রমেষু বৃথাচারাঃ পানপাঃ গুরুতল্পগাঃ।
ইহ লৌকিকমীহন্তে মাংসশোণিতবর্দ্ধনম্ ॥৪৮

বহুপাষণ্ডসংকীর্ণাঃ পরাক্রোশপরায়ণাঃ।
আশ্রমা মনুজব্যাঘ্র ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৪৯

যথর্তুবর্ষী ভগবান্ ন তথা পাকশাসনঃ।
ন চাপি সর্ববীজানি সম্যক্ রোহন্তি ভারত ॥৫০

হিংসাভিরামশ্চ জনস্তথা সম্পদ্যতেঽশুচিঃ।
অধর্মফলসংত্যর্থং তদা ভবতি চানঘ ॥৫১

তদা চ পৃথিবীপাল নো ভবেদ্ ধর্মসংযুতঃ।
অল্পায়ুষ ন হি মন্তব্যো ন হি ধর্মোঽস্তি কশ্চন ॥৫২

যুগান্তকালে স্ত্রীগণ মুখেই ব্যভিচারের কথা বলিবে ॥৪১

রাজন্! প্রায় সকল দেশের মনুষ্যই অন্নবিক্রয়ী, ব্রাহ্মণগণ বেদবিক্রয়ী এবং নারীগণ ভগবিক্রয়ী (বেশ্যা) হইবে ॥৪২

রাজন্! গাভীগুলি কম দুধ দিবে, বৃক্ষগুলির ফল ও পুষ্প কম হইবে এবং উহাতে (উত্তম পক্ষীর বাসা অপেক্ষা) কাকের বাসাই বেশী হইবে ॥৪৩

ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মহত্যাকার্য্যে লিপ্ত এবং মিথ্যাবাদী রাজার নিকট হইতেও দানগ্রহণ করিবে ॥৪৪

মহীপাল! মিথ্যা ধর্ম্মের ধ্বজা ধারণপূর্ব্বক লোভ ও মোহগ্রস্ত ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষার জন্য চারিদিকে বিচরণ করিবে ॥৪৫

করভারের ভয়ে গৃহস্থগণ চৌর্যকারী হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ মিথ্যা নখ ও রোম ধারণপূর্ব্বক মুনির বেশ ধারণ করিয়া বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবে ॥৪৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! অর্থলোভে ব্রহ্মচারিগণ নিজ আশ্রমে বৃথা আচার-নিষ্ঠা দেখাইবে, অনেকে মদ্যপায়ী ও গুরুপত্নীগামীও হইবে। নিজ শরীরের পুষ্টির জন্য মানুষ কেবল ইহলৌকিক কর্ম্মই করিতে থাকিবে ॥৪৭-৪৮

হে নরশ্রেষ্ঠ! যুগান্তে আশ্রমগুলি বহুপ্রকার পাষণ্ডে পূর্ণ থাকিবে ও পরাক্রোশপরায়ণদের আবাসস্থল হইবে ॥৪৯

ভগবান্ পাকশাসন (ইন্দ্র) যথাকালে বর্ষণ করিবেন না। হে ভারত! ভূমিতে রোপিত সকলপ্রকার বীজ যথাযথভাবে অঙ্কুরিত হইবে না ॥৫০

কলিযুগে মানুষ হিংসাতেই আনন্দলাভ করিবে, ফলে সর্ব্বদা অশুচি থাকিবে। হে নিষ্পাপ! ঐ সময় অধর্ম্মের ফল অধিক মাত্রায় লাভ হইবে ॥৫১

হে ভূপাল! এ সময়ে যাহারা ধর্ম্ম-নিরত

---

* অষ্টশূলং শিবো বেদো ব্রাহ্মণাশ্চ চতুষ্পথাঃ।
কেশশূলা ভবন্ত্যেতাঃ পুরুষং তু বিবর্জয়েৎ ॥

ভূয়িষ্ঠং কূটমানৈশ্চ পণ্যং বিক্রীণতে জনাঃ।
বণিজশ্চ নরব্যাঘ্র বহুমায়া ভবন্ত্যুত ॥৫৩
ধর্মিষ্ঠাঃ পরিহীয়ন্তে পাপীয়ান্ বর্ধতে জনঃ।
ধর্মস্য বলহানিঃ স্যাদধর্মশ্চ বলী তথা ॥৫৪
অল্পায়ুষো দরিদ্রাশ্চ ধর্মিষ্ঠা মানবাস্তথা।
দীর্ঘায়ুষঃ সমৃদ্ধাশ্চ বিধর্মাণো যুগক্ষয়ে ॥৫৫
নগরাণাং বিহারেষু বিধর্মাণো যুগক্ষয়ে।
অধর্মিষ্ঠৈরুপায়ৈশ্চ প্রজা ব্যবহরন্ত্যুত ॥৫৬
সঙ্করেণ তথাল্পেন ভবন্ত্যাঢ্যমদান্বিতাঃ।
ধনং বিশ্বাসতো ন্যস্তং মিথো ভূয়িষ্ঠশো নরাঃ ॥৫৭
হর্তুং ব্যবসিতা রাজন্ পাপাচারসমন্বিতাঃ।
নৈতদস্তীতি মনুজা বক্তারস্তে নিরপত্রপাঃ ॥৫৮

পুরুষাদানি সত্ত্বানি পক্ষিণোঽথ মৃগাস্তথা।
নগরাণাং বিহারেষু চৈত্যেষ্বপি চ শেরতে ॥৫৯
সপ্তবর্ষাষ্টবর্ষাশ্চ স্ত্রিয়ো গর্ভধরা নৃপ।
দশদ্বাদশবর্ষাণাং পুংসাং পুত্রঃ প্রজায়তে ॥৬০
ভবন্তি ষোড়শে বর্ষে নরাঃ পলিতিনস্তথা।
আয়ুঃক্ষয়ো মনুষ্যাণাং ক্ষিপ্রমেব প্রপদ্যতে ॥৬১
ক্ষীণায়ুষো মহারাজ তরুণা বৃদ্ধশীলিনঃ।
তরুণানাঞ্চ যচ্চীলং তদ্ বৃদ্ধেষু প্রজায়তে ॥৬২
বিপরীতাস্তদা নার্য্যো বক্তারশ্চার্হতঃ পতীন্।
ব্যুচ্চরন্ত্যপি দুঃশীলা দাসৈঃ পশুভিরেব চ ॥৬৩
বীরপত্ন্যস্তথা নার্য্যঃ সংশ্রয়ন্তি নরান্ নৃপ।
ভর্তারমপি জীবন্তমন্যান্ ব্যভিচরন্তি চ ॥৬৪

হইবেন, তাঁহারা অল্পায়ু হইবেন; কেননা, তখন কোন ধর্ম্মই থাকিবে না।৫২

লোকে ওজনে কম দিয়া বহু ওজন আছে বলিয়া দ্রব্য বিক্রয় করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! বণিক্‌গুলি বহুকপটী (ধূর্ত্ত) হইবে।৫৩

ধার্ম্মিকগণের পরাভব এবং অধার্ম্মিকগণের সমৃদ্ধি হইবে; ধার্ম্মিক দুর্ব্বল ও অধার্ম্মিক সবল হইবে।৫৪

যুগান্তকালে ধার্ম্মিক মানুষেরা অল্পায়ু ও দরিদ্র হইবে এবং অধার্ম্মিকগণ দীর্ঘায়ু ও ধনবান্ হইবে।৫৫

যুগক্ষয়কালে নগরের উদ্যানসমূহে অধার্ম্মিক পুরুষেরাই বিচরণ করিবে এবং তাহারা নানাবিধ অধার্ম্মিক উপায়ে সাধারণ জনতার সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিবে।৫৬

রাজন্! মানুষ অল্পধনের সঙ্করেই নিজেকে ধনী মনে করিয়া ধনমদে মত্ত হইবে। বিশ্বাস করিয়া ধনাদি কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখিলে, উহা হরণ করিবার ইচ্ছা করত অধিকাংশ পাপাচারী নির্লজ্জ মনুষ্য "তুমি আমার কাছে কিছু রাখ নাই" এইরূপ বলিয়া একেবারে অস্বীকার করিবে।৫৭-৫৮

নরমাংসভোজী হিংস্র জীব এবং পশু ও পক্ষীসমূহ নগরের উদ্যান ও দেবালয়সমূহে শয়ন করিয়া থাকিবে।৫৯

হে নৃপ! সাত বা আট বৎসর বয়সে স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করিবে এবং দশ বা বার বৎসর বয়স্ক পুরুষের সন্তান হইবে।৬০

ষোল বৎসর বয়সেই মানুষের চুল পাকিবে এবং উহাদের আয়ু শীঘ্র ক্ষয় হইবে অর্থাৎ অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের মৃত্যু হইবে।৬১

মহারাজ! ঐ সময়ে যুবকগণের আয়ু ক্ষীণ হইবে ও তাহারা বৃদ্ধের ন্যায় আচার-পরায়ণ হইবে। আবার যুবকগণের যে আচার ও স্বভাব, তাহা বৃদ্ধগণে দেখা যাইবে।৬২

যুগশেষে নারীগণ নিজের ভোগ্য স্বামীকেও

তস্মিন্ যুগসহস্রান্তে সম্প্রাপ্তে চাদ্ভুতঃ ক্ষয়ে।
অনাবৃষ্টির্মহারাজ জায়তে বহ্বহানিকী ॥৫৫
ততস্তাস্যন্নগাদীনি সত্ত্বানি ক্ষুধিতানি বৈ।
প্রলয়ং যান্তি ভূরিষ্ঠঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ॥৬৬
ততো দিনকরৈর্দীপ্তৈঃ সপ্তভির্মনুজাধিপ।
পীয়তে সলিলং সর্বং সমুদ্রেষু সরিৎসু চ ॥৬৭
যচ্চ কাষ্ঠং তৃণকাদি শুষ্কং চার্দ্রঞ্চ ভারত।
সর্বং তদ্ ভস্মসাদ্ ভূতং দৃশ্যতে ভরতর্ষভ ॥৬৮
ততঃ সংবর্তকো বহ্নির্বায়ুনা সহ ভারত।
লোকমাবিশতে পূর্বমাদিত্যৈরুপশোষিতম্ ॥৬৯
ততঃ স পৃথিবীং ভিত্ত্বা প্রবিশ্য চ রসাতলম্।
দেব-দানব-যক্ষাণাং ভয়ং জনয়তে মহৎ ॥৭০

নির্দহন্ নাগলোকঞ্চ যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্ষিতাবিহ।
অধস্তাৎ পৃথিবীপাল সর্বং নাশয়তে ক্ষণাৎ ॥৭১
ততো যোজনবিংশানাং সহস্রাণি শতানি চ।
নির্দহত্যনিলো বায়ুঃ স চ সংবর্তকোঽনলঃ ॥৭২
সদেবাসুর-গন্ধর্ব সযক্ষোরগ-রাক্ষসম্।
ততো ধ্মায়তি দীপ্তঃ স সর্বমেব জগদ্ বিভুঃ ॥৭৩

ততো গজকুলপ্রখ্যাস্তড়িন্মালাবিভূষিতাঃ।
উত্তিষ্ঠন্তি মহামেঘা নভস্তদ্ভূতদর্শনাঃ ॥৭৪
কেচিন্নীলোৎপলশ্যামাঃ কেঽচিৎ কুমুদসন্নিভাঃ।
কেচিৎ কিঞ্জল্কসঙ্কাশাঃ কেচিৎ পীতাঃ
পয়োধরাঃ ॥৭৫

বকনা করিয়া লম্পট ভৃত্যাদি ও (কুক্কুরাদি) পশুর সহিত রমণ করিবে।৬৫

রাজন্। বীরপুরুষের পত্নী স্ত্রীলম্ব পর্য্যন্ত নিজ স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিবে এবং স্বামীর জীবিতাবস্থাতেই পরপুরুষের সহিত ব্যভিচার করিবে।৬৬

মহারাজ। সেই সহস্রচতুর্যুগের অন্তে যখন কলিযুগের আয়ু ক্ষীণপ্রায় হইবে, তখন বহুবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টি হইবে।৬৫

হে মহীপতে। তাহার ফলে অল্পশক্তিমান্ অধিকাংশ প্রাণীই ক্ষুধার্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।৬৬

নরপতে। তারপর সাতটি প্রচণ্ড তেজস্বী সূর্য্য যুগপৎ উদিত হইয়া সমুদ্র, নদী ও পুষ্করিণীর সমস্ত জল শুষিয়া লইবে।৬৭

ভরতবংশভূষণ। ঐ সময় শুষ্ক কাষ্ঠ, তৃণাদি যাহা কিছু পদার্থ থাকিবে, সেই সব ঐ সূর্য্যতাপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে দেখা যাইবে।৬৮

হে ভারত! তারপর 'সংবর্তক' নামক প্রলয়-কালীন অগ্নির আবির্ভাব হইবে। পূর্ব্বোদিত সপ্তসূর্য্যের সহিত ঐ অগ্নি মিলিত হইয়া বায়ুর সাহায্যে সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করিবে।৬৯

তারপর সেই অগ্নি পৃথিবীকে ভেদ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া দেব, দানব ও যক্ষগণেরও অত্যন্ত ভয় জন্মাইবে।৭০

হে ভূপাল। পৃথিবীর নিম্নস্তরে অবস্থিত নাগলোক ও অন্য যাহা কিছু থাকিবে, সেই সমস্তই ক্ষণমধ্যে বিনাশ করিয়া ফেলিবে।৭১

তারপর সেই অমঙ্গলকর বায়ু ও ঐ সংবর্তক অগ্নি বাইশ হাজার যোজন পর্য্যন্ত পৃথিবীকে প্রাণি-সহিত ভস্মসাৎ করিবে।৭২

অনন্তর সর্ব্বত্র প্রসারিত ও প্রজ্বলিত ঐ অগ্নি দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসাদির সহিত সমস্ত জগৎকে ভস্মীভূত করিবে।৭৩

তারপর হস্তিযূথসদৃশ, বিদ্যুন্মালা-বিভূষিত

কেচিদ্ধারিত্রসঙ্কাশাঃ কারণ্ডবনিভাস্তথা ।
কেচিৎ কমলপত্রাভাঃ কেচিদ্ধিঙ্গুলপ্রভাঃ ॥৭৬

কেচিৎ পুরবরাকারাঃ কেচিদ্ গজকুলোপমাঃ ।
কেচিদঞ্জনসঙ্কাশাঃ কেচিন্মকরসন্নিভাঃ ॥৭৭

বিদ্যুন্মালাপিনদ্ধাঙ্গাঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি বৈ ঘনাঃ ।
ঘোররূপা মহারাজ ঘোরস্তনিনিনাদিতাঃ ।
ততো জলধরাঃ সর্বে ব্যাপ্নুবন্তি নভস্তলম্ ॥৭৮

তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপর্বতবনাকরা
আপূর্য্যতে মহারাজ সলিলৌঘপরিপ্লুতা ॥৭৯

ততস্তে জলদা ঘোরা বারিণঃ পুরুষর্ষভ ।
সর্বতঃ প্রাবয়ন্ত্যাশু চোদিতাঃ পরমেষ্ঠিনা ॥৮০

বর্ষমাণা মহৎ ঘোরং পুরয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ।
সুঘোরমশিবং কৌক্রং নাশয়ন্তি চ পাবকম্ ॥৮১

ততো দ্বাদশবর্ষাণি পয়োদাস্ত উপপ্লবে ।
ধারাভিঃ পুরয়ন্তো বৈ চোদ্যমানা মহাত্মনা ॥৮২

ততঃ সমুদ্রঃ স্বাং বেলামতিক্রামতি ভারত ।
পর্বতাশ্চ বিদীর্য্যন্তে মহী চাপ্লু নিমজ্জতি ॥৮৩

সর্বতঃ সহসা ভ্রান্তাস্তে পয়োদা নভস্তলম্ ।
সংবেষ্টয়িত্বা নশ্যন্তি বায়ুবেগপরাহতাঃ ॥৮৪

ততস্তৎ মারুতং ঘোরং স্বয়ম্ভুর্মুক্তবানধিপ ।
আদিঃ পন্নালয়ো দেবঃ পীত্বা স্বপিতি ভারত ॥৮৫

ও অদ্ভুতদর্শন মহামেঘসমূহ আকাশে সমবেত হইবে ।৭৪

ঐ মেঘসমূহমধ্যে কোন কোন মেঘ নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং কোন কোন মেঘ কুমুদপুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, কোন কোন মেঘ কেশরের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট। কোন কোন মেঘ হরিদ্রার ন্যায় পীতবর্ণ এবং কোন মেঘ আবার কারণ্ডবপক্ষীর ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। কোন মেঘ পদ্মপত্রতুল্য, আবার কোন মেঘ হিঙ্গুলসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ।৭৫-৭৬

ঐ মেঘগুলির মধ্যে কোন মেঘ শ্রেষ্ঠ নগরীতুল্য, কোন মেঘ হস্তিযূথসদৃশ বলিয়া প্রতীতি হইতে লাগিল। কোন মেঘ কজ্জলবর্ণ, আবার কোন মেঘ কুম্ভীরাকৃতির ন্যায় দেখা যাইল ।৭৭

ঐ সকল মেঘ বিদ্যুতের মালা পরিয়া যেন চতুর্দিক্‌কে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মহারাজ! ভয়ঙ্কর স্বরে গর্জন করিতে থাকায় তাহাদের রূপ আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত মেঘ সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল ।৭৮

মহারাজ! ঐ মেঘসমূহ বর্ষণ আরম্ভ করিলে, তাহাদের জলধারায় পর্বত, বন ও খনির সহিত সমগ্র পৃথিবী পরিপ্লুতা হইয়া সেই জলধারা ভরিয়া উঠিল ।৭৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তারপর বিধাতাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তর্জন-গর্জন করিতে করিতে ঐ ভয়ঙ্কর মেঘ-রাজি অতি দ্রুত সর্বদিক্ প্লাবিত করিয়া দিল ।৮০

বিশাল জলধারা বর্ষণ করত সমগ্র পৃথিবীকে জলে ডুবাইয়া ঐ সমস্ত মেঘ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অমঙ্গলকারী ও তীব্রতেজস্বী অগ্নিকে বিনষ্ট করিল।

তদনন্তর এই প্রলয়কালে ঐ মেঘসমূহ মহাত্মা ব্রহ্মাকর্তৃক প্রেরণা পাইয়া পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিতে বার বৎসরকাল ধারাবাহিকভাবে বর্ষণ করিল ।৮২

ভারত! অনন্তর বার বৎসর ধরিয়া বর্ষণের ফলে সমুদ্র তীরভূমি অতিক্রম করত পর্বত পর্যন্ত ধাবিত হইল; তাহাতে বহু পর্বত বিদীর্ণ হইয়া

তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্থাবর-জঙ্গমে।
নষ্টে দেবাসুরগণে যক্ষ-রাক্ষসবর্জিতে ॥৮৬
নিমগ্নায়াং মহীপাল নিঃস্বাপদমহীরুহে।
অনন্তরিক্ষে লোকেঽস্মিন্ ভ্রমাম্যেকোঽহমাহতঃ ॥৮৭
একার্ণবে জলে ঘোরে বিচরন্ পার্থিবোত্তম।
অপশ্যন্ সর্বভূতানি খৈরন্যত্রগমং ততঃ ॥৮৮
ততঃ সুদীর্ঘং গত্বাহং প্রযমানো নরাধিপ।
শ্রান্তঃ ক্বচিন্ন শরণং লভাম্যহমতন্দ্রিতঃ ॥৮৯
ততঃ কদাচিৎ পশ্যামি তস্মিন্ সলিলসঞ্চয়ে।
ন্যগ্রোধং সুমহান্তং বৈ বিশালং পৃথিবীপতে ॥৯০
শাখায়াং তস্য বৃক্ষস্য বিস্তীর্ণায়াং নরাধিপ।
পর্য্যঙ্কে পৃথিবীপাল দিব্যাস্তরণসংবৃতে ॥৯১
উপবিষ্টং মহারাজ পদ্মেন্দুসদৃশাননম্।
ফুল্লপদ্মবিশালাক্ষং বালং পশ্যামি ভারত ॥৯২
ততো মে পৃথিবীপাল বিস্ময়ঃ সুমহানভূৎ।
কথং ত্বয়ং শিশুঃ শেতে লোকে নাস্মিন্নুপাগতে ॥৯৩
তপসা চিন্তয়ংশ্চাপি তং শিশুং নোপলক্ষয়ে।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ জানন্নপি নরাধিপ ॥৯৪
অতসীপুষ্পবর্ণাভঃ শ্রীবৎসকৃতভূষণঃ
সাক্ষাল্লক্ষ্ম্যা ইবাবাসঃ স তদা প্রতিভাতি মে ॥৯৫
ততো মামব্রবীদ্ বালঃ স পদ্মনিভলোচনঃ।
শ্রীবৎসধারী দ্যুতিমান্ বাক্যং শ্রুতিসুখাবহম্ ॥৯৬

যাইল এবং পৃথিবী জলে নিমজ্জিত হইল ।৮৩

তারপর সমস্ত আকাশকে আচ্ছাদনকারী ঐ মেঘরাশি বায়ুর প্রচণ্ড আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া যাইল ।৮৪

হে রাজন্! অনন্তর আদিদেব, স্বয়ং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সেই ঘোর বায়ুকে পান করত নারায়ণের নাভিকমলে শয়ন করিলেন ।৮৫

সেই সময় দেবতা, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি জঙ্গম প্রাণী এবং বৃক্ষাদি স্থাবর প্রাণী ও অন্তরিক্ষ এক মহাসমুদ্রে পরিণত হইল—এই সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইল, ঐরূপ এক প্রলয়কালীন পৃথিবীতে আমি একাকী ব্যথিত হইয়া বিচরণ করিতেছিলাম ।৮৬-৮৭

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ঐ একার্ণবীকৃত ভয়ঙ্কর জলে বিচরণ করিতে করিতে কোন প্রাণীকেই না দেখিয়া আমি তখন খুবই ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম ।৮৮

হে নরপতে। তারপর সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিরলস-ভাবে সাঁতার কাটিতে কাটিতে গমন করিয়া আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, তথাপি আমি কোথাও কোন আশ্রয় দেখিতে পাইলাম না ।৮৯

হে পৃথিবীপতে। তারপর একদিন একার্ণবীকৃত সেই বিশাল জলরাশি মধ্যে অতিশয় বিশাল একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম ।৯০

হে নরপতে। হে ভূপাল। সেই বটবৃক্ষের এক বিস্তীর্ণ শাখায় একটি পালঙ্ক ছিল এবং উহাতে দিব্য শয্যা বিস্তৃত ছিল। মহারাজ। সেই পালঙ্ক মধ্যে একটি বালক বসিয়া আছে দেখিলাম। ভারত। উহার বদন পদ্ম ও চন্দ্রের ন্যায় কমনীয় এবং নয়ন বিকসিত পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল ছিল ।৯১-৯২

হে পৃথিবীনাথ। তাহাকে দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম—সমস্ত জগৎ যখন বিনষ্ট হইয়াছে, তখন এই শিশু এখানে কেমন করিয়া শুইয়া আছে ।৯৩

হে নরনাথ। তপস্যাদ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালের সকল বিষয় জানিবার শক্তি থাকিতেও আমি সেই শিশুর রহস্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ।৯৪

জানামি ত্বাং পরিশ্রান্তং ততো বিশ্রামকাঙ্ক্ষিণম্।
মার্কণ্ডেয় ইহাসস্ব যাবদিচ্ছসি ভার্গব ॥৯৭
অভ্যন্তরং শরীরে মে প্রবিশ্য মুনিসত্তম।
আসস্ব তো বিহিতো বাসঃ প্রসাদস্তে কৃতো ময়া॥৯৮
ততো বালেন তেনৈবমুক্তস্যাসীৎ তদা মম।
নির্বেদো জীবিতে হার্থে মনুষ্যত্বে চ ভারত ॥৯৯
ততো বালেন তেনাস্যং সহসা বিবৃতং ভৃশম্।
তস্যাহমবশো বক্ত্রং বৈবস্বতাৎ প্রবেশিতঃ॥১০০
ততঃ প্রবিষ্টস্তৎকুক্ষিং সহসা মনুজাধিপ।
সরাষ্ট্রনগরাকীর্ণাং কৃৎস্নাং পশ্যামি মেদিনীম্ ॥১০১
গঙ্গাং শতদ্রুং সীতাঞ্চ যমুনামথ কৌশিকীম্।
চর্মণ্বতীং বেত্রবতীং চন্দ্রভাগাং সরস্বতীম্ ॥১০২
সিন্ধুঞ্চৈব বিপাশাঞ্চ নদীং গোদাবরীমপি।
বয়োষ্ণসারাং নলিনীং নর্মদাং চৈব ভারত ॥১০৩
নদীং তাম্রাঞ্চ বেণাঞ্চ পুণ্যতোয়াং শুভাবহাম্।
সুবেণাং কৃষ্ণবেণাঞ্চ ইরামাঞ্চ মহানদীম্ ॥১০৪
বিতস্তাঞ্চ মহারাজ কাবেরীঞ্চ মহানদীম্।
শোণঞ্চ পুরুষব্যাঘ্র বিপল্যাং কিম্পুনামপি ॥১০৫
এতাশ্চান্যাশ্চ নদ্যোঽহং পৃথিব্যাং বা নরোত্তম।
পরিক্রামন্ প্রপশ্যামি তস্য কুক্ষৌ মহাত্মনঃ ॥১০৬
ততঃ সমুদ্রং পশ্যামি যাদোগণনিষেবিতম্।
রত্নাকরমমিত্রঘ্ন পরমো নিধিমুত্তমম্ ॥১০৭

ঐ শিশুর বর্ণ অতসীপুষ্পের ন্যায় শ্যাম এবং তাঁহার বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ছিল; তাঁহাকে দেখিয়া আমার তখন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর নিবাসস্থানের (নারায়ণের) কথাই বার বার মনে উদিত হইতেছিল।৯৫

তখন সেই কমললোচন শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত বালক শ্রুতিসুখকর মধুর ভাষায় আমাকে বলিলেন—"হে ভৃগুবংশজাত মার্কণ্ডেয়! আমি তোমাকে জানি; তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং সেইজন্য বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিতেছ। তুমি এখানে আসিয়া উপবেশন কর এবং যতক্ষণ ইচ্ছা বিশ্রাম কর।৯৬-৯৭

হে মুনিসত্তম! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম কর। তোমার জন্য আমি এইরূপ বাসেরই ব্যবস্থা করিয়াছি"।৯৮

হে ভারত! সেই বালক আমাকে সেই কথা বলিলে, আমার দীর্ঘজীবন ও মনুষ্যত্বের উপর খেদ ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইল।৯৯

তারপর সেই বালক সহসা তাঁহার মুখব্যাদন করিলেন এবং আমিও দৈবযোগে অবশ হইয়া তাঁহার মুখের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম।১০০

হে নরনাথ! তাঁহার অভ্যন্তরে উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই আমি রাষ্ট্র ও নগরে পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ পৃথিবীকেই দেখিতে পাইলাম।১০১

হে নরশ্রেষ্ঠ! তারপর সেই মহাত্মা বালকের উদরে পরিক্রমা করিতে করিতে গঙ্গা, শতদ্রু, সীতা, যমুনা, কৌশিকী, চর্মণ্বতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, বিপাশা, গোদাবরী, বয়োষ্ণ-সারা, নলিনী, নর্মদা, তাম্রপর্ণী, বেণা, পুণ্যসলিলা শুভবহা সুবেণা, কৃষ্ণবেণা, মহানদী, ইরামা, বিতস্তা, মহানদী কাবেরী, শোণ, বিপল্যা, কিম্পুনা প্রভৃতি নদীসমূহ এবং ইহা ছাড়াও অন্য যত নদী পৃথিবীতে আছে, সবই তাঁহার অভ্যন্তরে দর্শন করিলাম।১০২-১০৬

হে শত্রুসূদন! তারপর নানা জলজন্তুতে পরিপূর্ণ উত্তম রত্নসমূহের আকরস্বরূপ জলনিধি সমুদ্রকেও দেখিলাম।১০৭

তত্র পশ্যামি গগনং চন্দ্র-সূর্য্যবিরাজিতম্।
জাজ্বল্যমানং তেজোভিঃ পাবকার্কসমপ্রভম্ ॥১০৮
পশ্যামি চ মহীং রাজন্ কাননৈরুপশোভিতাম্।
(সপর্বতবনদ্বীপাং নিম্নগাশতসঙ্কুলাম্)।
যজন্তে হি তদা রাজন্ ব্রাহ্মণা বহুভির্মখৈঃ ॥১০৯
ক্ষত্রিয়াশ্চ প্রবর্ত্তন্তে সর্ববর্ণানুরঞ্জনৈঃ।
বৈশ্যাঃ কৃষিং যথান্যায়ং কারয়ন্তি নরাধিপ ॥১১০
শুশ্রূষায়াঞ্চ নিরতা দ্বিজানাং বৃষলাস্তদা।
ততঃ পরিপতন্ রাজংস্তস্য কুক্ষৌ মহাত্মনঃ ॥১১১
হিমবন্তঞ্চ পশ্যামি হেমকূটঞ্চ পর্বতম্।
নিষধং চাপি পশ্যামি শ্বেতঞ্চ রজতাদ্রিভম্ ॥১১২
পশ্যামি চ মহীপাল পর্বতং গন্ধমাদনম্।
মন্দরং মনুজব্যাঘ্র নীলঞ্চাপি মহাগিরিম্ ॥১১৩
পশ্যামি চ মহারাজ মেরুং কনকপর্বতম্।
মহেন্দ্রঞ্চৈব পশ্যামি বিন্ধ্যঞ্চ গিরিমুত্তমম্ ॥১১৪
মলয়ঞ্চাপি পশ্যামি পারিযাত্রঞ্চ পর্বতম্।
এতে চান্যে চ বহবো যাবন্তঃ পৃথিবীধরাঃ ॥১১৫
তস্যোদরে ময়া দৃষ্টাঃ সর্বে রত্নবিভূষিতা।
সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ বরাহাংশ্চ পশ্যামি
মনুজাধিপ ॥১১৬
পৃথিব্যাং যানি চান্যানি সত্ত্বানি জগতীপতে।
তানি সর্বাণ্যহং তত্র পশ্যন্ পর্য্যচরং তদা ॥১১৭
কুক্ষৌ তস্য নরব্যাঘ্র প্রবিষ্টঃ সঞ্চরন্ দিশঃ।
শক্রাদীংশ্চাপি পশ্যামি কৃৎস্নান্ দেবগণানহম্ ॥১১৮
সাধ্যান্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যান্ অশ্বকান্ পিতরস্তথা।
সর্পান্ নাগান্ সুপর্ণাংশ্চ বসূনপ্যগ্নিনাবপি ॥১১৯
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষানৃষীংশ্চৈব মহীপতে।
দৈত্য-দানবসঙ্ঘাংশ্চ নাগাংশ্চ মনুজাধিপ ॥১২০
সিংহিকাতনয়াংশ্চাপি যে চান্যে তৃণভক্ষয়ঃ।
যচ্চ কিঞ্চিন্ময়া লোকে দৃষ্টং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥১২১

তারপর চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডিত, স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান এবং অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য প্রভাযুক্ত আকাশও সেখানে দেখিলাম।১০৮

রাজন্! অনন্তর সেখানে বিবিধ কাননপরিশোভিতা (পর্ব্বত, বন ও দ্বীপে উপলক্ষিতা এবং শত শত নদীযুক্তা) পৃথিবীকে দেখিতে পাইলাম। রাজন্! সেখানে ব্রাহ্মণগণ বহুপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনা করিতেছেন।১০৯

নরপতে! ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যপালনের দ্বারা সকল বর্ণেরই প্রজাগণকে অনুরঞ্জন করিতেছে এবং বৈশ্যগণ যথাবিধি কৃষিকার্য্য করিতেছে।১১০

শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিরত রহিয়াছে। রাজন্! তারপর মহাত্মা সেই বালকের কুক্ষিতে ভ্রমণ করিতে করিতে আগে যাইয়া আমি হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, রজতময় শ্বেতগিরি, গন্ধমাদন, মন্দরাচল, মহাগিরি নীল, সুবর্ণময় মেরুপর্ব্বত, মহেন্দ্র, উত্তম বিন্ধ্যগিরি, মলয়, পারিযাত্র প্রভৃতি বৃহৎ পর্ব্বতসমূহ এবং ইহা ছাড়া পৃথিবীতে অবস্থিত অন্যান্য রত্নবিভূষিত পর্ব্বতসমূহও তাঁহার উদরে দেখিলাম। হে মহারাজ! সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহ প্রভৃতি পশুগণকেও দেখিতে পাইলাম।১১১-১১৬

ভূপতে! পৃথিবীতে যত প্রকার প্রাণী আছে, সে সমস্ত প্রাণীকে আমি তাঁহার উদরমধ্যে দর্শন করিতে করিতে বেড়াইতে লাগিলাম।১১৭

হে নরশ্রেষ্ঠ! এইভাবে তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে করিতে আমি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণকেও দেখিতে পাইলাম।১১৮

হে ভূপাল! হে রাজন্! তাহা ছাড়া আরও দেখিলাম—সাধ্য, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য,

সর্বং পশ্যাম্যহং রাজংস্তস্য কুক্ষৌ মহাত্মনঃ।
চরমাণঃ কলাহারঃ কৃৎস্নং জগদিদং বিভো ॥১২২

অন্তঃশরীরে তস্যাহং বর্ষাণামধিকং শতম্।
ন চ পশ্যামি তস্যাহং দেহস্যান্তং কদাচন ॥১২৩

সততং ধাবমানশ্চ চিন্তয়ানো বিশাম্পতে।
(ভ্রমংস্তত্র মহীপাল যদা বর্ষগণান্ বহূন্।)
আসাদয়ামি নৈবান্তং তস্য রাজন্ মহাত্মনঃ ॥১২৪

ততস্ত্বমেব শরণং গতোঽস্মি বিধিবৎ তদা।
বরেণ্যং বরদং দেবং মনসা কর্মণেব চ ॥১২৫

ততোঽহং সহসা রাজন্ বায়ুবেগেন নিঃসৃতঃ।
মহাত্মনো মুখাৎ তস্য বিবৃতাৎ পুরুষোত্তম ॥১২৬

ততস্তস্যৈব শাখায়াং ন্যগ্রোধস্য বিশাম্পতে।
আস্তে মনুজশার্দূল কৃৎস্নমাদায় বৈ জগৎ ॥১২৭

তেনৈব বালবেশেন শ্রীবৎসকৃতলক্ষণম্।
আসীনং তং নরব্যাঘ্র পশ্যাম্যমিততেজসম্ ॥১২৮

ততো মামব্রবীদ্ বালঃ প্রীতঃ প্রহসন্নিব।
শ্রীবৎসধারী দ্যুতিমান্ পীতবাসা মহাদ্যুতিঃ ॥১২৯

অপীদানীং শরীরেঽস্মিন্ মামকে মুনিসত্তম।
উষিতস্ত্বং সুবিশ্রান্তো মার্কণ্ডেয় ব্রবীহি মে ॥১৩০

মুহূর্তাদথ মে দৃষ্টিঃ প্রাদুর্ভূতা পুনর্নবা।
ততো নির্মুক্তমাত্মানমপশ্যং সকলেবরম্ ॥১৩১

তস্য তাম্রতলৌ তাত চরণৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ।
সুজাতৌ মৃদুরক্তাভিরঙ্গুলীভিরলঙ্কৃতৌ ॥১৩২

গুহ্যক, পিতৃগণ, সর্প, নাগ, সুপর্ণ (গরুড়), অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, ঋষি, দৈত্য, দানব এবং দেবশত্রু সিংহকাণ্ডনয় রাহু প্রভৃতি সেই মহাত্মার কুক্ষিতে বিরাজমান। অধিক কি বলিব, এই সকল এবং পৃথিবীতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা সবই তাঁহার অভ্যন্তরে দর্শন করিলাম। মহারাজ! আমি ফলাহার করত সমগ্র জগতে তখন বিচরণ করিতে লাগিলাম।১১৯-১২২

আমি সেই বালকের শরীরে শতবর্ষেরও অধিক কাল বিচরণ করিলাম, কিন্তু তাঁহার শরীরের শেষ কোথাও দেখিতে পাইলাম না।১২৩

রাজন্ যুধিষ্ঠির। আমি নিরন্তর ধাবিত হইয়া ও সতত চিন্তা করিয়াও যখন সেই মহাত্মার অন্ত নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না, তখন আমি বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা বরদায়ক ও বরেণ্য দেবতার বিধিপূর্ব্বক শরণ গ্রহণ করিলাম।১২৪-১২৫

হে পুরুষোত্তম রাজন্! তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবার পরই আমি সহসা বায়ুবেগে সেই মহাত্মার বিবৃত (হাঁকরা) মুখ হইতে বহির্গত হইলাম।১২৬

হে নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! তখন দেখিলাম সেই বালক সমস্ত জগৎকে নিজের মধ্যে সংহৃত করিয়া সেই বটবৃক্ষের শাখায় শ্রীবৎসচিহ্নে সুশোভিত ও অমিততেজস্বী বালকরূপে পূর্ব্বের ন্যায়তেজসই মূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন।১২৭-১২৮

অনন্তর সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, পীতবসন পরিহিত মহাতেজস্বী, জ্যোতির্ম্ময় বালক প্রসন্ন হইয়া যেন হাসিতে হাসিতেই আমাকে বলিলেন।১২৯

হে মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়! আমার শরীরের মধ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া তুমি বিশ্রাম লাভ করিয়াছ তো? তুমি উহা আমাকে বল।১৩০

তাঁহার কথার মুহূর্ত্তকাল মধ্যে আমার দৃষ্টির পরিবর্ত্তন হইল; আমি যেন নূতন দৃষ্টি লাভ করিলাম। তখন আমি আমাকে মায়ামুক্ত দেখিলাম এবং আমার যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।১৩১

প্রযত্নেন ময়া মূর্ধ্নি গৃহীত্বা স্থণ্ডিলশিতৌ।
দৃষ্ট্বা পরিবৃতং তত্র প্রভাবমমিতৌজসঃ ॥১৩৩

বিনয়েনাঞ্জলিং কৃত্বা প্রযত্নেনোপগম্য চ।
দৃষ্টো ময়া স ভূতাত্মা দেবঃ কমললোচনঃ ॥১৩৪

তমহং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা নমস্কৃত্যেদমব্রুবম্।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি দেব ত্বাং মায়াং চৈতাং
তবোদ্ভবাম্ ॥১৩৫

আস্যেনানুপ্রবিষ্টোঽহং শরীরে ভগবংস্তব।
দৃষ্টবানখিলান্ সর্বান্ সমস্তান্ জঠরে হি তে ॥১৩৬

তব দেব শরীরস্থা দেব-দানব-রাক্ষসাঃ।
যক্ষ-গন্ধর্ব-নাগাশ্চ জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥১৩৭

ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে দেব স্মৃতির্ন পরিহীয়তে।
দ্রুতমন্তঃশরীরে তে সততং পরিবর্তিনঃ ॥১৩৮

নির্গতোঽহমকামস্য ইচ্ছয়া তে মহাপ্রভো।
ইচ্ছামি পুণ্ডরীকাক্ষ জ্ঞাতুং ত্বামনিন্দিতম্ ॥১৩৯

ইহ ভূত্বা শিশুঃ সাক্ষাৎ কিং ভবানবতিষ্ঠতে।
পীত্বা জগদিদং সর্বমেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥১৪০

কিমর্থঞ্চ জগৎ সর্বং শরীরস্থং ভবানব।
কিমন্তঞ্চ ত্বয়া কার্যমিহ স্থেনমরিন্দম ॥১৪১

এতদিচ্ছামি দেবেশ শ্রোতুং ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ বিস্তরেণ যথাতথম্ ॥১৪২

তাত! তখন আমি তাঁহার ঈষৎ রক্তবর্ণ অঙ্গুলি-বিরাজিত, কোমল, তাম্রের ন্যায় রক্তবর্ণ চরণবিশিষ্ট, সুন্দর ও সুপ্রতিষ্ঠিত চরণদ্বয় যত্নের সহিত ধরিয়া আমার মস্তকে স্পর্শ করত প্রণাম করিলাম। অমিত-তেজস্বী সেই শিশুর অপরিমিত প্রভাব দর্শন করিয়া আমি বলসহকারে তাঁহার নিকটে যাইলাম এবং সবিনয়ে করযোড়ে সর্বভূতের আত্মস্বরূপ কমললোচন সেই দেবতাকে দর্শন করিতে লাগিলাম।১৩২-১৩৪

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে পুনরায় নমস্কার করত বলিলাম—'হে দেব! আমি আপনার স্বরূপ এবং আপনার উত্তমা মায়ার স্বরূপ জানিতে চাই।১৩৫

হে ভগবন্! আমি আপনার মুখের ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া আপনার উদরে সমস্ত সাংসারিক পদার্থসমূহ দেখিতে পাইলাম।১৩৬

হে দেব! আপনার শরীরমধ্যে দেবতা, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, নাগ এবং সমস্ত স্থাবরজঙ্গম-রূপ জগৎ বিদ্যমান আছে।১৩৭

আপনার কৃপায় আমার স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হয় নাই; আমি আপনার শরীরাভ্যন্তরে দ্রুত পরিবর্তনশীল স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে দেখিয়াছি।১৩৮

হে মহাপ্রভো! আমার ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল আপনার ইচ্ছাতেই আমি পুনরায় নির্গত হইয়াছি। হে কমললোচন! অনিন্দিতস্বরূপ আপনাকে আমি জানিতে চাই।১৩৯

এখানে শিশু হইয়া আপনি সাক্ষাৎ সমস্ত জগৎকেই পান করত কেন অবস্থান করিতেছেন, তাহা আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।১৪০

হে অকলঙ্ক! কেন আপনার শরীরের মধ্যে সমগ্র জগৎ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে? হে অরিন্দম! আপনি কতকালই বা এখানে এইরূপে অবস্থান করিবেন?১৪১

হে দেবেশ্বর! হে কমললোচন! ব্রাহ্মণের মধ্যে স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাবশতই উহা দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি আপনার নিকট হইতে সবিস্তারে যথাবিধি এই তত্ত্ব জানিতে চাই।১৪২

মহদ্‌যোগমচিন্ত্যঞ্চ যদহং দৃষ্টবান্ প্রভো।
ইত্যুক্তঃ স ময়া শ্রীমান্ দেবদেবো মহাদ্যুতিঃ।
সান্ত্বয়ন্ মামিদং বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ॥১৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৮

হে প্রভো! আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা সবই অপার ও অচিন্তনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই বাচকগণ-শ্রেষ্ঠ মহাজ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী দেবদেব আমাকে সান্ত্বনা দিয়া এই কথা বলিলেন ॥১৪৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥১৮৮

একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মার্কণ্ডেয়ায় শ্রীভগবতো নিজপরিচয়দানম্, মার্কণ্ডেয়স্য শ্রীকৃষ্ণমহিমকথনম্, পাণ্ডবানাং শ্রীকৃষ্ণস্য শরণগ্রহণঞ্চ।]

দেব উবাচ।

কামং দেবা অপি ন মাং বিপ্র জানন্তি তত্ত্বতঃ।
যৎপ্রীত্যা তু প্রবক্ষ্যামি যথেদং বিসৃজাম্যহম্ ॥১

পিতৃভক্তোঽসি বিপ্রর্ষে মাং চৈব শরণং গতঃ।
অতো দৃষ্টোঽস্মি তে সাক্ষাদ্ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তে মহৎ ॥২

অপাং নারা ইতি পুরা সংজ্ঞাকর্ম কৃতং ময়া।
তেন নারায়ণোঽপ্যুক্তো মম তৎ স্বয়নং সদা ॥৩

অহং নারায়ণো নাম প্রভবঃ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ।
বিধাতা সর্বভূতানাং সংহর্তা চ দ্বিজোত্তম ॥৪

অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শক্রশ্চাহং সুরাধিপঃ।
অহং বৈশ্রবণো রাজা যমঃ প্রেতাধিপস্তথা ॥৫

একোননবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট শ্রীভগবানের নিজ পরিচয় দান, মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কথন এবং পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বিপ্র! দেবতাগণও বহু চেষ্টা করিয়াও আমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে না। তোমার প্রতি প্রীত হইয়া আমি যেরূপে এই জগৎ সৃষ্টি করি, উহার প্রকৃত তত্ত্ব তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি ॥১

হে ব্রহ্মর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত, আমার শরণাগত এবং অখণ্ড ব্রহ্মচারী; এজন্যই তুমি আমার এই সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছ ॥২

আমিই পূর্ব্বে জলের নাম 'নারা' রাখিয়াছিলাম। সেই 'নারা' আমার সর্ব্বদা অয়ন (বাসস্থান), এজন্য আমার নাম নারায়ণ হইয়াছে ॥৩

নারায়ণ আমিই এই জগতের উৎপত্তির কারণ, সনাতন ও অবিনাশী। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমিই সকল প্রাণীর স্রষ্টা, বিধাতা ও সংহর্তা ॥৪

আমিই বিষ্ণু, আমিই ব্রহ্মা, আমিই দেবরাজ ইন্দ্র, আমিই রাজা কুবের এবং আমিই প্রেতপতি যম ॥৫

অহং শিবশ্চ সোমশ্চ কশ্যপোঽথ প্রজাপতিঃ।
অহং ধাতা বিধাতা চ যজ্ঞশ্চাহং দ্বিজোত্তম ॥৬

অগ্নিরাস্যং ক্ষিতিঃ পাদৌ চন্দ্রাদিত্যৌ চ লোচনে।
দ্যৌর্মূর্ধা খং দিশঃ শ্রোত্রে তথাঽপঃ
স্বেদসম্ভবাঃ ॥৭

সলিলঞ্চ বপুঃ কায়ে বায়ুর্মনসি যে স্থিতঃ।
ময়া ক্রতুপতেরিষ্টং বহুভিঃ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৮

যজন্তে মাং দ্বিজা বেদবিদো বৈ দেবযজনে স্থিতম্।
পৃথিব্যাং ক্ষত্রিয়েন্দ্রাশ্চ পার্থিবাঃ স্বর্গকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৯

যজন্তে মাং তথা বৈশ্যাঃ স্বর্গলোকজিগীষয়া।
চতুঃসমুদ্রপর্য্যন্তাং মেরুমন্দরভূষণাম্ ॥১০

শেষো ভূত্বাহমেবৈতাং ধারয়ামি বসুন্ধরাম্।
বারাহং রূপমাস্থায় মহেয়ং জগতী পুরা ॥১১

মজ্জমানা জলে বিপ্র যৌর্য্যোপাসীৎ সমুদ্ধৃতা।
অগ্নিশ্চ বড়বামুখো ভূত্বাহং দ্বিজসত্তম ॥১২

পিবাম্যপঃ সদা বিদ্ধি তাশ্চৈবং বিসৃজাম্যহম্।
ব্রহ্ম বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রমুরু মে সংস্থিতা বিশঃ ॥১৩

পাদৌ শূদ্রা ভবন্ত্যেমে বিক্রমেণ ক্রমেণ চ।
ঋগ্বেদঃ সামবেদশ্চ যজুর্বেদোঽথর্ববেদঃ ॥১৪

মত্তঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যেতে মামেব প্রবিশন্তি চ।
যতয়ঃ শান্তিপরমা ব্রহ্মাত্মানো বুভুৎসবঃ ॥১৫

কাম-ক্রোধবিমুক্তা নিঃসঙ্গা বীতকল্মষাঃ।
সত্ত্বস্থা নিরহঙ্কারা নিত্যমধ্যাত্মকোবিদাঃ ॥১৬

মামেব সততং বিপ্রাশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে।
অহং সংবর্ত্তকো বহ্নির্হং সংবর্ত্তকোঽনলঃ ॥১৭

দ্বিজোত্তম! আমিই শিব, আমিই চন্দ্র, আমিই প্রজাপতি কশ্যপ এবং আমি ধাতা, বিধাতা ও যজ্ঞস্বরূপ ।৬

অগ্নি আমার মুখ, পৃথিবী আমার চরণ, চন্দ্র ও সূর্য্য আমার লোচনদ্বয়, স্বর্গ আমার মস্তক, আকাশ ও দিক্‌সমূহ আমার কর্ণদ্বয়, আমার শরীরের ঘর্ম্ম হইতে জলের উৎপত্তি অর্থাৎ জল আমার শরীরের ঘর্ম্ম ।৭

সকল দিকের সহিত আকাশ আমার শরীর, বায়ু আমার মনে অবস্থিত; আমিই পর্য্যাপ্তদক্ষিণাযুক্ত শত শত যজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়া থাকি ।৮

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ দেবযজ্ঞে স্থিত যজ্ঞপুরুষ আমার যজন করেন। স্বর্গকামী পৃথিবীর ক্ষত্রিয়বৃন্দ ও স্বর্গলোক বিজয় করিবার ইচ্ছায় বৈশ্যগণ এই ভূতলে যজ্ঞসমূহের দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

আমি শেষনাগরূপ ধারণ করত চতুঃসমুদ্রপরিবেষ্টিতা মেরুমন্দরভূষণা বিভূষিতা এই সমগ্রা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া থাকি।

হে বিপ্র! আমিই পুরাকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই জলমগ্না পৃথিবীকে নিজ বলে উদ্ধৃত করিয়াছি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হে বিদ্বন্! আমিই বড়বামুখ অগ্নি হইয়া সমস্ত জলকে পান অর্থাৎ শোষণ করিয়া পুনরায় বর্ষাকালে উহাকে পরিত্যাগ করি। ব্রাহ্মণ আমার মুখ, ক্ষত্রিয় আমার বাহুদ্বয় এবং বৈশ্য আমার উরুদ্বয়রূপে স্থিত ।৯-১৩

শূদ্র আমার দুই চরণ। আমারই শক্তিতে ইহারা আমা হইতে ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হয়।

ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ আমা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া পুনরায় আমাতেই প্রলয়কালে প্রবিষ্ট হয়। শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, জিজ্ঞাসু, কাম-ক্রোধাদিশূন্য, আসক্তিশূন্য, নিষ্পাপ, সাত্ত্বিক, নিরহঙ্কার, নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞানতৎপর ও একাগ্র-

অহং সংবর্ত্তকঃ সূর্য্যস্ত্বহং সংবর্ত্তকোঽনিলঃ।
তারারূপাণি দৃশ্যন্তে যান্যেতানি নভস্তলে ॥১৮
মম বৈ রোমকূপাণি বিদ্ধি ত্বং দ্বিজসত্তম।
রত্নাকরাঃ সমুদ্রাশ্চ সর্ব্ব এব চতুর্দ্দিশম্ ॥১৯
বাসনং শয়নঞ্চৈব বিদ্ধি চৈব দ্বিজ।
ময়ৈব সুবিভক্তান্তে দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥২০
কামং ক্রোধঞ্চ হর্ষঞ্চ ভয়ং মোহং তথৈব চ।
মমৈব বিদ্ধি রোমাণি সর্ব্বাণ্যেতানি সত্তম ॥২১
প্রাপ্নুবন্তি নরা বিপ্র যৎ কৃত্বা কর্ম্ম শোভনম্।
সত্যং দানং তপশ্চোগ্রমহিংসা চৈব জন্তুষু ॥২২
মদ্বিধানেন বিহিতা মম দেববিধায়িনঃ।
মদ্ভাবিভূতবিজ্ঞানা বিচেষ্টন্তে ন কামতঃ ॥২৩
সম্যগ্ বেদমধীয়ানা যজন্তে বিবিধৈর্ম্মখৈঃ।
শান্তাত্মানো জিতক্রোধাঃ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজাত্তয়ঃ ॥২৪
প্রাপ্তুং ন শক্যো যো বিদ্বন্ নরৈর্দুষ্কৃতকর্ম্মভিঃ।
লোভাভিভূতৈঃ কৃপণৈরনার্য্যৈরকৃতাত্মভিঃ ॥২৫
তং মাং মহাফলং বিদ্ধি নরাণাং ভাবিতাত্মনাম্।
সুদুষ্প্রাপং বিমূঢ়ানাং মার্গং যোগৈর্নিষেবিতম্ ॥২৬
যদা যদা চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি সত্তম।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥২৭
দৈত্যা হিংসানুরক্তাশ্চ অবধ্যাঃ সুরসত্তমৈঃ।
রাক্ষসাশ্চাপি লোকেঽস্মিন্ যদোৎপৎস্যন্তি দারুণাঃ ॥২৮
তদাহং সম্প্রসূয়ামি গৃহেষু শুভকর্ম্মণাম্।
প্রবিষ্টো মানুষং দেহং সর্ব্বং প্রশময়াম্যহম্ ॥২৯

চিত্ত সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণগণ সতত আমারই ধ্যান করত উপাসনা করে।

আমিই সংবর্ত্তক (প্রলয়ের কারণ) অগ্নি ও সাবর্ত্তক অনল।১৪-১৭

আমি সংবর্ত্তক সূর্য্য ও আমি সংবর্ত্তক বায়ু। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। আকাশে নক্ষত্ররূপে যাহাদিগকে দীপ্তি পাইতে দেখিতেছ, ঐ তারাসমূহ আমারই শরীরের রোমকূপ বলিয়া জানিবে। রত্নাকর চারি-সমুদ্র ও চারিদিক্ আমার বস্ত্র, শয্যা এবং নিবাসস্থান জানিবে। আমিই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রচনা করিয়াছি।১৮-২০

হে সত্তম। কাম, ক্রোধ, হর্ষ, ভয় ও মোহ—এ সবই আমার শরীরের রোমাবলি জানিবে।২১

হে ব্রহ্মন্। যেসকল শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে মানুষ কল্যাণলাভ করে, সেই সমস্ত কর্ম্ম এবং সত্য, দান, উগ্রতপস্যা, প্রাণিগণের অহিংসা—এসবই আমারই বিধানানুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং আমারই শরীরে বিহার করিয়া থাকে। আমি সমস্ত প্রাণীর জ্ঞানকে যখন প্রকটিত করিয়া দিই, তখনই তাহারা চেষ্টাশীল হয়, অন্যথায় তাহারা নিজ ইচ্ছায় কিছু করিতে পারে না।২২-২৩

যে দ্বিজগণ উত্তমরূপে বেদের অধ্যয়ন করত শমগুণসম্পন্ন ও ক্রোধশূন্য হইয়া বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করে, তাহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয়।২৪

হে বিদ্বন্। দুষ্কৃতকারী, লোভী, কৃপণ, অনার্য্য ও অসংযতাত্মা মনুষ্যগণ যাহাকে কখনই লাভ করিতে পারে না, সেই আমাকে মহাফলস্বরূপ বলিয়া জানিবে। আমিই শুদ্ধান্তঃকরণ মানবগণের সুলভ যোগসেবিত মার্গ। মূঢ় মানুষগণের পক্ষে আমি অত্যন্ত দুর্ল্লভ।২৫-২৬

হে সাধুশ্রেষ্ঠ। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি আমাকে সৃজন করি।২৭

হিংস্র দৈত্যগণ যখন শ্রেষ্ঠ দেবগণের পক্ষে অবধ্য হইয়া উঠে এবং যখন ভয়ানক রাক্ষসগণ এই সংসারে

সৃষ্ট্বা দেব-মনুষ্যাংস্তে গন্ধর্বোরগ-রাক্ষসান্।
স্থাবরাণি চ ভূতানি সংহরাম্যাত্মমায়য়া ॥৩০

কর্মকালে পুনর্দেহমবিচিন্ত্যং সৃজাম্যহম্।
আবিশ্য মানুষং দেহং মর্য্যাদাবন্ধকারণাৎ ॥৩১

শ্বেতঃ কৃতযুগে বর্ণঃ পীতস্ত্রেতাযুগে মম।
রক্তো দ্বাপরমাসাদ্য কৃষ্ণঃ কলিযুগে তথা ॥৩২

ত্রয়ো ভাগো হৃতধর্মস্য তস্মিন্ কালে ভবন্তি চ।
অন্তকালে চ সম্প্রাপ্তে কালো ভূত্বাতিদারুণঃ ॥৩৩

ত্রৈলোক্যং নাশয়াম্যেকঃ কৃৎস্নং স্থাবর-জঙ্গমম্।
অহং ত্রিবর্ত্মা বিশ্বাত্মা সর্বলোকসুখাবহঃ ॥৩৪

আবির্ভূতঃ সর্বগোঽনন্তো হৃষীকেশ উরুক্রমঃ।
কালচক্রং নয়াম্যেকো ব্রহ্মন্নহমচক্রপকম্ ॥৩৫

শয়নং সর্বভূতানাং সর্বলোকসুতোত্তমম্।
এবং প্রণিহিতঃ সম্যঙ্ মমাত্মা মুনিসত্তম।
সর্বভূতেষু বিপ্রেন্দ্র ন চ মাং বেত্তি কশ্চন ॥৩৬

সর্বলোকে চ মাং ভক্তাঃ পূজয়ন্তি চ সর্বশঃ।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ত্বয়া প্রাপ্তং ময়ি ক্লেশাত্মকং দ্বিজ ॥৩৭

সুখোদয়ায় তৎ সর্বং শ্রেয়সে চ ভবানঘ।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ত্বয়া লোকে দৃষ্টং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥৩৮

বিহিতঃ সর্বথৈবাসৌ মমাত্মা ভূতভাবনঃ।
অর্ধং মম শরীরস্য সর্বলোকপিতামহঃ ॥৩৯

অহং নারায়ণো নাম শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।
যাবদ্ যুগানাং বিপ্রর্ষে সহস্রপরিবর্তনাৎ ॥৪০

উৎপন্ন হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করে, তখনই সুকৃতিসম্পন্ন পুরুষগণের গৃহে মানুষ শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হই এবং সেই দৈত্য ও রাক্ষসগণের উপদ্রব শান্ত করি।২৮-২৯

আমি নিজ মায়ায় দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস ও স্থাবরাদি প্রাণী সৃষ্টি করিয়া প্রলয়ে পুনরায় উহাদের সংহার করি।৩০

যদিও আমি জগৎসৃষ্টির সময় অচিন্ত্যনীয় রূপ ধারণ করি বটে, তথাপি কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্মের মর্য্যাদা স্থাপন ও রক্ষার সময় আমি পুনরায় মানুষ শরীর ধারণ করি।৩১

আমি সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতাযুগে পীতবর্ণ, দ্বাপরযুগে রক্তবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ শরীর ধারণ করি।৩২

কলিতে অধর্ম তিনভাগ এবং ধর্ম মাত্র একভাগ থাকে। কিন্তু প্রলয়কাল আসিলে আমি অতি-দারুণ কালরূপ ধারণ করিয়া একাকীই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সম্পূর্ণ ত্রিলোকতে নাশ করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! আমি ত্রিলোকে ব্যাপ্ত, আমিই বিশ্বের আত্মা এবং সকললোকের সুখবর্ধনকারী।৩৩-৩৪

সকল বস্তুর উৎপত্তির কারণ, সর্বব্যাপী, অনন্ত, হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা), অপ্রতিহতপরাক্রম। ব্রহ্মন্! আমি রূপশূন্য হইয়াও একাকী কালচক্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি, যে কালচক্র সর্বপ্রাণীর সংহারকারী এবং সকল লোকের সমস্ত উদ্যমের প্রতিই কারণ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এইরূপে আমার স্বরূপভূত আত্মা সকল প্রাণীর হৃদয়ে উত্তমরূপে অবস্থিত। হে বিপ্রেন্দ্র! তথাপি আমাকে কেহই জানিতে পারে না।৩৫-৩৬

ব্রহ্মন্! সকল লোকেই ভক্তগণ আমাকে সর্বপ্রকারে পূজা করিয়া থাকে। হে নিষ্পাপ! তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইতে যাহা কিছু ক্লেশ পাইয়াছ, সে সকল তোমার সুখোদয় ও শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির প্রতি কারণ হইবে। এই লোকে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু তুমি দেখিয়াছ, ঐসব রূপে সর্বথা আমার ভূতভাবন আত্মাই প্রকটিত হইয়াছে। এজগতে সর্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মা আমারই অর্ধ শরীর।৩৭-৩৯

তাবৎ ত্বপিমি বিশ্বাত্মা সর্বভূতানি মোহয়ন্।
এষ সর্বমহং কালমিহাস্যে মুনিসত্তম ॥৪১
অশিশুঃ শিশুরূপেণ যাবদ্ ব্রহ্মা ন বুধ্যতে।
ময়া চ ত্বত্তো বিপ্রাগ্র্য বরস্তে ব্রহ্মরূপিণা ॥৪২
অনন্তৎ পবিত্রুষ্টেন বিপ্রর্ষিগণপূজিত।
সর্বমেকার্ণবং দৃষ্ট্বা নষ্টং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥৪৩
বিক্লবোঽসি ময়া জ্ঞাতস্ততস্তে দর্শিতং জগৎ।
অভ্যন্তরং শরীরস্য প্রবিষ্টোঽসি যদা মম ॥৪৪
দৃষ্ট্বা লোকং সমস্তঞ্চ বিস্মিতো নাববুধ্যসে।
ততোঽসি বক্ত্রাদ্ বিপ্রর্ষে দ্রুতং
নিঃসারিতো ময়া ॥৪৫
আখ্যাতস্তে ময়া চাত্র দুর্জ্ঞেয়ো হি সুরাসুরৈঃ ॥৪৬

যাবৎ স ভগবান্ ব্রহ্মা ন বুধ্যেত মহাতপাঃ।
তাবৎ ত্বমিহ বিপ্রর্ষে বিশ্রব্ধশ্চর বৈ সুখম্ ॥৪৭
ততো বিবুদ্ধে তস্মিংস্তু সর্বলোকপিতামহে।
একীভূতো হি ব্রহ্মাণি শরীরাণি বিজোত্তম ॥৪৮
আকাশং পৃথিবীং জ্যোতির্বায়ুং সলিলমেব চ।
লোকে যচ্চ ভবেচ্ছেষমিহ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥৪৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতস্তাত স দেবঃ পরমাদ্ভুতঃ।
প্রজাশ্চেমাঃ প্রপশ্যামি বিচিত্রা বিবিধাঃ কৃতাঃ ॥৫০
এবং দৃষ্টং ময়া রাজংস্তস্মিন্ প্রাপ্তে যুগক্ষয়ে।
আশ্চর্য্যং ভরতশ্রেষ্ঠ সর্বধর্মভৃতাং বর ॥৫১

ব্রহ্মর্ষে! আমি সেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিশ্বাত্মা নারায়ণ; যুগসংহারান্তে যে প্রলয় হয় এবং উহা যতকাল থাকে, ততকাল আমি সকল প্রাণীকে (মহানিদ্রারূপ মায়াতে) মোহিত করিয়া জলমধ্যে শয়ন করিয়া অবস্থান করি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যেপর্য্যন্ত ব্রহ্মা নিদ্রা হইতে জাগরিত না হয়; সে পর্য্যন্ত আমি এখানেই অশিশু হইয়াও শিশুরূপে অবস্থান করিব।

হে ব্রহ্মর্ষিগণপূজিত বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমি ব্রহ্মরূপে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে অনেকবার বর দিয়াছি। আমি যখন বুঝিলাম, তুমি সম্পূর্ণ জগৎকে নষ্ট এবং একার্ণবে নিমগ্ন দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছ, তখন আমি তোমাকে পুনরায় জগৎ দর্শন করাইলাম। ব্রহ্মর্ষে! যখন তুমি আমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত জগৎ দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না দেখিলাম, তখন তোমাকে আমি মুখ হইতে দ্রুত বাহিরে নিঃসারিত করিলাম ॥৪০-৪৫

তারপর তোমার নিকট সুরাসুরেরও দুর্জ্ঞেয় আমার স্বরূপ বর্ণনা করিলাম ॥৪৬

ব্রহ্মর্ষে! যে পর্য্যন্ত মহাতপস্বী ভগবান্ ব্রহ্মার জাগরণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত তুমি আমার কথায় বিশ্বাস রাখিয়া এখানে সুখে বিচরণ করিতে থাক ॥৪৭

হে বিজোত্তম! সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা জাগরিত হইলে আমি উহার সহিত একীভূত হইয়া পুনরায় জীবগণের শরীরসমূহ সৃষ্টি করিব ॥৪৮

আকাশ, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, জল এবং জগতে অন্যান্য চরাচর যে সমস্ত ভূতসমূহ অবশিষ্ট আছে, সেই সমস্তই সৃষ্টি করিব ॥৪৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে তাত যুধিষ্ঠির! এই বলিয়াই সেই পরম অদ্ভুত দেবতা বালমুকুন্দ অন্তর্ধান করিলেন। তাঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিচিত্র নানাবিধ প্রজা পুনরায় পূর্বরূপেই উৎপন্ন দেখিতে পাইলাম ॥৫০

হে ধার্মিকগণশ্রেষ্ঠ ভরতকুলতিলক! হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! সেই যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে আমি এইরূপ মহাশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম ॥৫১

যঃ স দেবো ময়া দৃষ্টঃ পুরা পদ্মায়তেক্ষণঃ।
স এষ পুরুষব্যাঘ্র সম্বন্ধী তে জনার্দ্দনঃ ॥৫২

অতৈব বরদানাদ্ধি স্মৃতির্ন প্রজহাতি মাম্।
দীর্ঘমায়ুশ্চ কৌন্তেয় স্বচ্ছন্দমরণং মম ॥৫৩

স এষ কৃষ্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ পুরাণপুরুষো বিভুঃ।
আস্তে হরিশ্চিন্ত্যাত্মা ক্রীড়ন্নিব মহাভুজঃ ॥৫৪

এষ ধাতা বিধাতা চ সংহর্ত্তা চৈব শাশ্বতঃ।
শ্রীবৎসলক্ষ্মা গোবিন্দঃ প্রজাপতিপতিঃ প্রভুঃ ॥৫৫

দৃষ্ট্বৈনং বৃষ্ণিপ্রবরং স্মৃতির্মামিয়মাগতা।
আদিদেবমজং বিষ্ণুং পুরুষং পীতবাসসম্ ॥৫৬

হে নরশ্রেষ্ঠ। যে কমললোচন দেবতা বালমুকুন্দকে আমি পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিলাম, তিনিই তোমার সম্মুখে অবস্থিত তোমাদের সম্বন্ধী পুরুষোত্তম জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ।৫২

হে কুন্তীনন্দন। ইহারই বরদানের প্রভাবে আমার স্মৃতি কখনও আমাকে ত্যাগ করে না এবং ইহারই কৃপায় আমার এই দীর্ঘ আয়ু ও স্বেচ্ছা-মৃত্যু লাভ হইয়াছে।৫৩

সেই পুরাণপুরুষ সর্ব্বব্যাপক অচিন্ত্যনীয়স্বরূপ শ্রীহরিই আজ বৃষ্ণিবংশোদ্ভবে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণরূপে নানা লীলা করিতেছেন।৫৪

ইনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশকর্ত্তা। ইহারই বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন বর্ত্তমান। ইনিই সনাতন প্রভু গোবিন্দ; ইনি প্রজাপতিগণেরও পতি।৫৫

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ। এই আদিদেব, বিজয়শীল, পীতবসনধারী, পরমপুরুষ, বৃষ্ণিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই আমার এই পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে।৫৬

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং পিতা মাতা চ মাধবঃ।
গচ্ছধ্বমেনং শরণং শরণ্যং কৌরবর্ষভাঃ ॥৫৭

এই মাধবই সকলপ্রাণীর পিতা ও মাতা। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ বীরগণ! ইনি সকলের শরণদাতা, সুতরাং তোমরা সর্ব্বতোভাবে ইহারই শরণাগত হও।৫৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তাশ্চ তে পার্থা যমৌ চ পুরুষর্ষভৌ।
দ্রৌপদ্যা সহিতাঃ সর্বে নমশ্চক্রুর্জনার্দ্দনম্ ॥৫৮
স তৈস্তান্ পুরুষব্যাঘ্র সান্ত্বয়া পরমবল্গুনা।
সান্ত্বয়ামাস মানার্হো মন্যমানো যথাবিধি ॥৫৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! মার্কণ্ডেয়মুনি এই কথা বলিলে তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব—ইহারা দ্রৌপদীর সহিত জনার্দ্দনকে প্রণাম করিলেন।৫৮

হে নরশ্রেষ্ঠ। তখন সকলের সম্মাননীয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক পরম মধুর শান্ত ভাষায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি ভবিষ্যকথনে একোননবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৮৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ভবিষ্যকথনবিষয়ক একোননবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮৯

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুগান্তকালীন-কলিযুগস্য সন্দেশঃ, কল্ক্যবতারস্য বর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্তু কৌন্তেয়ো মার্কণ্ডেয়ং মহামুনিম্।
পুনঃ পপ্রচ্ছ সাম্রাজ্যে ভবিষ্যাং জগতো গতিম্ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আশ্চর্য্যভূতং ভবতঃ শ্রুতং মে বদতাং বর।
মুনে ভার্গব যদ্ বৃত্তং যুগাদৌ প্রভবাব্যয়ম্ ॥২

অস্মিন্ কলিযুগে প্রাপ্তি পুনঃ কৌতূহলং মম।
সমাকুলেষু ধর্ম্মেষু কিয়ৎ শেষং ভবিষ্যতি ॥৩

কিংবীর্য্যা মানবাস্তত্র কিমাহার-বিহারিণঃ।
কিমায়ুষঃ কিংবপুষো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৪

কাঞ্চ কাষ্ঠাং সমাসাদ্য পুনঃ সম্পৎস্যতে কৃতম্।
বিস্তরেণ মুনে ব্রূহি বিচিত্রাণীহ ভাষসে ॥৫

ইত্যুক্তঃ স মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুনরেবাভ্যভাষত।
বর্ষন্ বৃষ্ণিশার্দূল পাণ্ডবাংশ্চ মহামুনিঃ ॥৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ যথা দৃষ্টং যৎপুরা শ্রুতমেব চ।
অনুভূতঞ্চ রাজেন্দ্র দেবদেবপ্রসাদজম্ ॥৭

ভবিষ্যং সর্বলোকস্য বৃত্তান্তং ভরতর্ষভ।
কলুষং কালমাসাদ্য কথ্যমানং নিবোধ মে ॥৮

কৃতে চতুষ্পাৎ সকলো নির্ব্যাজোপাধিবর্জিতঃ।
বৃষঃ প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মো মনুষ্যে ভরতর্ষভ ॥৯

নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুগান্তকালীন কলিযুগের সংবাদ ও কল্কি অবতারের বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে নিজ সাম্রাজ্যে জগতের ভাবী গতি কি হইবে তাহা জানিবার জন্য পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বাগ্মিপ্রবর ভৃগুবংশের মুনে! যুগের আদিতে সংঘটিত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের আশ্চর্য্য কথাসমূহ আপনার নিকট শুনিলাম।২

আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে ইহা জানিবার জন্য যে, এই কলিযুগে সমস্ত ধর্ম্মের উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইলে কি অবশিষ্ট থাকিবে।৩

কলিযুগের শেষে মনুষ্যগণের কিরূপ বীর্য্য, কিরূপ আহার ও বিহার হইবে এবং তাহাদের আয়ু, এবং পরিধেয় বস্ত্র-আভরণসমূহ কিরূপ হইবে।৪

অধর্ম্মের কিরূপ পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ শেষসীমা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইবে? হে মুনে! আপনি ইহা সবিস্তারে বলুন; কারণ, আপনার কথাবার্ত্তা আমার নিকট সবই বিচিত্র মনে হইতেছে।৫

যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্ন শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বৃষ্ণিবংশভূষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে অভিনন্দিত করিয়া বলিতে লাগিলেন।৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! এই দেবদেবের কৃপায় আমি যাহা কিছু পূর্ব্বে শুনিয়াছি, দেখিয়াছি এবং অনুভব করিয়াছি, তাহা সবই বলিতেছি, শুন।৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই পাপ কলিযুগে সমস্ত পৃথিবীতে ভবিষ্যতে যাহা যাহা বৃত্তান্ত সংঘটিত হইবে, তাহা আমি বলিতেছি,—আমার নিকট শ্রবণ কর।৮

অধর্মপাদবিদ্ধস্তু ত্রিভিরংশৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্ধেন ব্যামিশ্রো ধর্ম উচ্যতে ॥১০
ত্রিভিরংশৈরধর্মস্তু লোকানাক্রম্য তিষ্ঠতি।
তামসং যুগমাসাদ্য তদা ভরতসত্তম ॥১১
চতুর্থাংশেন ধর্মস্তু মনুষ্যানুপতিষ্ঠতি।
আয়ুর্বীর্য্যমথো বুদ্ধির্বলং তেজশ্চ পাণ্ডব ॥১২
মনুষ্যাণামনুযুগং হ্রসতীতি বিবোধ মে।
রাজানো ব্রাহ্মণা বৈশ্যা শূদ্রাশ্চৈব যুধিষ্ঠির ॥১৩
ব্যাজৈর্ধর্মং চরিষ্যন্তি ধর্মবৈতংসিকা নরাঃ।
সত্যং সংক্ষেপ্স্যতে লোকে নরৈঃ
পণ্ডিতমানিভিঃ ॥১৪

সত্যহান্যা তদা তেষামায়ুরল্পং ভবিষ্যতি।
আয়ুষঃ প্রক্ষয়াদ্ বিদ্যাং ন শক্ষ্যন্ত্যুপজীবিতুম্ ॥১৫
বিদ্যাহীনাশ্চ বিজ্ঞানাল্লোভোঽপ্যভিভবিষ্যতি।
লোভক্রোধপরা মূঢ়াঃ কামাসক্তাশ্চ মানবাঃ ॥১৬
বৈরবদ্ধা ভবিষ্যন্তি পরস্পরবধৈষিণঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সংকীর্য্যন্তে পরস্পরম্ ॥১৭
শূদ্রতুল্যা ভবিষ্যন্তি তপঃসত্যবিবর্জিতাঃ।
অন্ত্যা যন্ত্যা ভবিষ্যন্তি যন্ত্যাশ্চান্ত্যা ন সংশয়ঃ ॥১৮
ঈদৃশে ভবিতা লোকে যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
বস্ত্রাণাং প্রবরা শাটী ধান্যানাং কোরদূষকাঃ ॥১৯
ভার্য্যাশ্চিত্রাশ্চ পুরুষা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে।
মৎস্যামিষেণ জীবন্তো দুষ্প্রপূরাশ্চ পাণ্ডবৈড়কম্ ॥২০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। সত্যযুগে মানুষগণের মধ্যে ছল, কপটতা ও দম্ভশূন্য চারিপাদে সম্পূর্ণ বৃষরূপী ধর্ম্ম বিরাজমান ছিল ॥৯

ত্রেতাতে একপাদ অধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত তিন-পাদ ধর্ম্ম এবং দ্বাপরে দুইপাদ অর্থাৎ অর্দ্ধেক অধর্ম্মের সহিত অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মিশ্রিত ছিল ॥১০

কিন্তু ভরতশ্রেষ্ঠ! যখন কলিযুগ আসিবে, তখন অধর্ম্ম নিজ তিনপাদের সহিত সমস্ত লোককে আক্রান্ত করিয়া অবস্থান করিবে ॥১১

কেবল একপাদ মাত্র ধর্ম্ম মনুষ্যগণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। হে পাণ্ডুনন্দন! আয়ু, বীর্য্য, বুদ্ধি, বল ও তেজ মানুষগণের মধ্যে পর পর প্রাপ্ত যুগে ক্রমশঃই হ্রাস পাইবে। হে যুধিষ্ঠির! এখন কলিযুগের বর্ণনা আমার নিকট শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র—প্রায় সকলেই কপটতার সহিত ধর্ম্ম আচরণ করিবে এবং ধর্ম্মের জাল বিছাইয়া অন্য লোককে ঠকাইবে। নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানকারী ব্যক্তিগণ সত্যকে ত্যাগ করিবে ॥১২-১৪

সত্যের হানিবশতঃ তাহাদের আয়ু অল্প হইবে এবং আয়ুর অল্পতাবশতঃ নিজ জীবননির্ব্বাহোপযোগী সম্পূর্ণ বিদ্যালাভ করিতে পারিবে না ॥১৫

বিদ্যাহীনতাবশতঃ লোকগুলি বিবেকশূন্য হইবে; তাহার ফলে তাহাদিগকে লোভ আক্রমণ করিবে, লোভ ও ক্রোধের অধীন হইয়া মানবগণ কামাসক্ত হইবে এবং কামের পরিপূর্ত্তির জন্য তাহারা বৈরবদ্ধ হইয়া পরস্পরের বধ কামনা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরস্পরের স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গে বর্ণসঙ্কর প্রাপ্ত হইবে এবং তপস্যা ও সত্যশূন্য হইয়া শূদ্রতুল্য হইবে। অন্ত্যজ (চণ্ডালাদি) জাতিগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি অন্ত্যজ জাতির কর্ম্ম করিবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥১৬-১৮

যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে মানুষের পরিস্থিতি এইরূপই হইবে। বস্ত্রের মধ্যে শণের বস্ত্র এবং ধান্যের মধ্যে কোরদূষক ধান্য শ্রেষ্ঠ হইবে ॥১৯

কলিযুগের শেষে পুরুষগণের স্ত্রীই পরম মিত্র

গোষু নষ্টাসু পুরুষা যেঽপি নিত্যং ধৃতব্রতাঃ।
তেঽপি লোভসমাযুক্তা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥২১

অন্যোন্যং পরিযুক্ষন্তো হিংসয়ন্তশ্চ মানবাঃ।
অজপা নাস্তিকাঃ স্তেনা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥২২

সরিত্তীরেষু কুদ্দালৈর্বাপয়িষ্যন্তি চৌষধীঃ।
তাশ্চাপ্যল্পফলাস্তেষাং ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥২৩

শ্রাদ্ধে দৈবে চ পুরুষা যেঽপি নিত্যং ধৃতব্রতাঃ।
তেঽপি লোভসমাযুক্তা ভোক্ষ্যন্তীহ পরস্পরম্ ॥২৪

পিতা পুত্রস্য ভোক্তা চ পিতুঃ পুত্রস্তথৈব চ।
অতিক্রান্তানি ভোজ্যানি ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥২৫

ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদনিন্দকাঃ।
ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ।
নিম্নেষ্বীহাং করিষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ ॥২৬

নিম্নে কৃষিং করিষ্যন্তি যোক্ষ্যন্তি ধুরি ধেনুকাঃ।
একহায়নবৎসাংশ্চ যোজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥২৭

পুত্রঃ পিতৃবধং কৃত্বা পিতা পুত্রবধং তথা।
নিরুদ্বেগো বৃথাবাদী ন নিন্দামুপলপ্স্যতে ॥২৮

ম্লেচ্ছভূতং জগৎ সর্বং নিষ্ক্রিয়ং যজ্ঞবর্জিতম্।
ভবিষ্যতি নিরানন্দমুৎসবসমযো তথা ॥২৯

প্রায়শঃ কৃপণানাং হি তথাবন্ধুমতামপি।
বিধবানাঞ্চ বিত্তানি হরিষ্যন্তীহ মানবাঃ ॥৩০

হইবে। বহু মানুষই মৎস্য ও মাংসের দ্বারা প্রাণধারণ করিবে এবং গোরু নষ্ট হইলে তখন ছাগ ও মেষের দুগ্ধ দোহন করত উহার দ্বারা প্রাণধারণ করিবে। কলিযুগক্ষয়ের সময় আসিলে যাহারা সদা ব্রতধারণ করিবে, তাহারাও লোভাকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।২০-২১

যুগান্তকাল আসিলে মানুষগণ পরস্পরের বিনিময় হরণ করিবে ও হানাহানি করিবে। উহারা জপ-পূজারহিত হইয়া নাস্তিক ও চোর হইবে।২২

যুগক্ষয়ে মানুষ নদীর তীরেই কোদাল প্রভৃতির সাহায্যে জমি চাষ করিয়া ধান্যাদি ওষধিসমূহ বপন করিবে। ঐসকল ওষধিতে ফলও অল্প হইবে।২৩

যাহারা সদা পরান্নত্যাগ প্রভৃতি ব্রতধারণ করিবে, তাহারাও শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদিতে লোভাকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের অন্ন ভোজন করিবে।২৪

কলিযুগের অন্তিমভাগে পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার শয্যাসনাদি ভোগ করিবে। ঐ সময়ে মানুষ প্রায়ই ত্যাজ্য (অভক্ষ্য) পদার্থভোজী হইবে।২৫

ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রতের আচরণ ত করিবেই না, পরন্তু বেদনিন্দুক হইবে এবং হেতুবাদে বিমোহিত হইয়া যাগ-হোমাদি কিছুই না করিয়া নীচ কর্ম্ম করিতে স্পৃহাশীল হইবে।২৬

নিম্নভূমিতে অর্থাৎ গোচারণস্থানে এবং গোরুর জলপানস্থানে কৃষিকার্য্য করিবে। দুগ্ধপ্রদায়িনী গাভীকে দিয়া ভার বহন করাইবে এবং একবৎসর বয়সের বাছুরকেও লাঙ্গলে জুড়িবে।২৭

পুত্র পিতাকে এবং পিতা পুত্রকে বধ করিয়াও লজ্জিত হইবে না; বরং নিরুদ্বেগে বড় বড় কথা বলিয়া আত্মপ্রশংসা করিবে; তাহাতে তাহারা সমাজে নিন্দিত হইবে না।২৮

সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছাচারে আক্রান্ত হইবে। কেহ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ করিবে না। সর্বত্র পৃথিবী আনন্দবর্জিত ও দৈবউৎসবাদিশূন্য হইবে।২৯

মনুষ্যগণ প্রায়শঃই কৃপণ, বন্ধুবান্ধবহীন ও বিধবার ধনাদি অপহরণ করিবে।৩০

স্বল্পবীর্য্যবলাঃ স্তব্ধা লোভমোহপরায়ণাঃ।
তৎকথাদানসন্তুষ্টা দুষ্টানামপি মানবাঃ ॥৩১
পরিগ্রহং করিষ্যন্তি মায়াচারপরিগ্রহাঃ।
সমাহূয়স্তঃ কৌন্তেয় রাজানঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ॥৩২
পরস্পরবশোদ্যুক্তা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভবিষ্যন্তি যুগান্তান্তে ক্ষত্রিয়া লোককণ্টকাঃ ॥৩৩
অরক্ষিতারো লুব্ধাশ্চ মানাহঙ্কারদর্পিতাঃ।
কেবলং দণ্ডরুচয়ো ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৩৪
আক্রম্যাক্রম্য সাধূনাং দারাংশ্চাপি ধনানি চ।
ভোক্ষ্যন্তে বিপ্রমুক্তোশা রুদতামপি ভারত ॥৩৫
ন কন্যাং যাচতে কশ্চিন্নাপি কন্যা প্রদীয়তে।
স্বয়ংগ্রাহা ভবিষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥৩৬

রাজানশ্চাপ্যসন্তুষ্টাঃ পরার্থান্ মূঢ়চেতসঃ।
সর্বোপায়ৈর্হরিষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥৩৭
ম্লেচ্ছীভূতং জগৎ সর্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
হস্তো হস্তং পরিমৃশেদ্ যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥৩৮
সত্যং সংক্ষিপ্যতে লোকে নরৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ।
স্থবিরা বালভাষিণো বালাঃ স্থবিরবুদ্ধয়ঃ ॥৩৯
ভীরুস্তথা শূরমানী শূরা ভীরুবিষাদিনঃ।
ন বিষহন্তি চান্যোন্যং যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥৪০
একাহার্য্যং যুগং সর্বং লোভমোহব্যবস্থিতম্।
অধর্মো বর্দ্ধতে তত্র ন তু ধর্মঃ প্রবর্ত্ততে ॥৪১
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ন নিষ্ঠন্তি জনাধিপ।
একবর্ণতরা লোকো ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে ॥৪২

মনুষ্যগণের বীর্য্য ক্ষীণ হইবে, দম্ভ বাড়িবে, লোভ, মোহ তাহাদিগকে অভিভূত করিবে, দুষ্ট পুরুষগণের কথাতেই তাহারা সন্তোষ লাভ করিবে।৩১

কপট-আচারপরায়ণ হইয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবে। কুস্তীনন্দন! পাপিষ্ঠ রাজারা পরস্পরের বশেচ্ছু হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করিবে। বস্তুতঃপক্ষে তাহারা মূর্খ হইয়াও লোক সমাজে নিজেকে পণ্ডিত (জ্ঞানী) বলিয়া পরিচয় দিবে। কলিযুগের শেষে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজারা লোকের কণ্টকস্বরূপ হইবে।৩২-৩৩

কলিযুগের সমাপ্তিসময়ে তথাকথিত রাজগণ প্রজাকে রক্ষা তো করিবেই না, পক্ষান্তরে লোভ, মান, অহঙ্কার ও দর্পে মত্ত হইয়া প্রজাগণকে কেবল দণ্ডপ্রদানেই ইচ্ছুক হইবে।৩৪

হে ভারত! সজ্জনগণের স্ত্রী ও ধন বলপূর্ব্বক হরণ করিবে এবং তাহারা কাঁদিতে থাকিলেও নির্দ্দয়ভাবে উহাদিগকে ভোগ করিবে।৩৫

কলিযুগের অন্তিমকাল আসিলে কেহ বিবাহের জন্য কন্যা যাচ্ঞাও করিবে না এবং কেহ কন্যা সম্প্রদানও করিবে না; কন্যা স্বয়ংই বর গ্রহণ করিবে।৩৬

যুগান্তকাল আসিলে অসন্তুষ্ট ও মূঢ়চেতা রাজগণ অপরের ধন সর্ব্বোপায়ে হরণ করিবে।৩৭

সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই এবং এক হাত অপর হাতের জিনিষ হরণ করিবে—সহোদর ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার ধন হরণ করিবে।৩৮

নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানকারী মানুষগণ সত্যকে পরিহার করিবে; বালকগণ বৃদ্ধের ন্যায়, বৃদ্ধগণ বালকের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন হইবে।৩৯

যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে ভীরুগণ নিজেকে বীর এবং বীরগণ নিজেকে ভীরু মনে করিয়া বিষাদে ডুবিবে।৪০

লোভ ও মোহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রায় সকলেই ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারশূন্য হইয়া মিলিতভাবে একসঙ্গে ভোজন করিতে থাকিবে। অধর্ম্মের এমন বৃদ্ধি হইবে যে, ধর্ম্মে মানুষের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হওয়াই কঠিন হইবে।৪১

ন ক্ষংস্যতি পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা।
ভার্য্যাশ্চ পতিশুশ্রূষাং ন করিষ্যন্তি সংক্ষয়ে ॥৪৩

যে যবাঢ্যা জনপদা গোধূমাঢ্যাস্তথৈব চ।
তান্ দেশান্ সংশ্রয়িষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥৪৪

স্বৈরাচারাশ্চ পুরুষা যোষিতশ্চ বিশাম্পতে।
অন্যোন্যং ন হনিষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে ॥৪৫

ম্লেচ্ছভূতং জগৎ সর্বং ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠির।
ন শ্রাদ্ধৈস্তর্পয়িষ্যন্তি দৈবতানীহ মানবাঃ ॥৪৬

ন কশ্চিৎ কস্যচিচ্ছ্রোতা ন কশ্চিৎ
কস্যচিদ্ গুরুঃ।
তমোগ্রস্তেষ্বিমা লোকা ভবিষ্যন্তি জনাধিপ ॥৪৭

পরমায়ুশ্চ ভবিতা তদা বর্ষাণি ষোড়শ।
ততঃ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যন্তি যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥৪৮

পঞ্চমে বাথ ষষ্ঠে বা বর্ষে কন্যা প্রসূয়তে।
সপ্তবর্ষাষ্টবর্ষাশ্চ প্রজাস্যন্তি নরাস্তদা ॥৪৯

পত্ন্যো স্ত্রী তু তদা রাজন্ পুরুষো বা স্ত্রিয়ং প্রতি।
যুগান্তে রাজশার্দূল ন তোষমুপযাস্যতি ॥৫০

অন্নত্রব্যা বৃথালিঙ্গা হিংসা চ প্রভবিষ্যতি।
ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্ দাতা ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে ॥৫১

অষ্টশূলাঃ জনপদাঃ শিংশূলাশ্চতুষ্পথাঃ।
কেশশূলাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৫২

ম্লেচ্ছাচারাঃ সর্বভক্ষা দারুণাঃ সর্বকর্মসু।
ভাবিনঃ পশ্চিমে কালে মনুষ্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৩

হে নরনাথ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্বধর্ম-প্রযুক্ত ভেদ প্রায় লুপ্ত হইবে। যুগান্তকালে সমগ্র বিশ্বে সকলেই প্রায় একবর্ণ এক জাতিতে পরিণত হইবে।৪২

কলিযুগের শেষে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে ক্ষমা করিবে না এবং পত্নীগণ পতির শুশ্রূষা করিবে না।৪৩

যুগান্তকাল আসিলে যে দেশে যব ও গম অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, সে দেশ নিষিদ্ধ ম্লেচ্ছাদি দেশ হইলেও মানুষ সেইখানেই আহারের লোভে চলিয়া যাইবে।৪৪

রাজন্! যুগক্ষয়সময়ে পুরুষগণ স্বেচ্ছাচারী ও নারীগণ স্বেচ্ছাচারিণী হইবে; তাহারা উভয়ে কাহারও কার্য্য বা বিচার সহ্য করিবে না।৪৫

যুধিষ্ঠির! সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদির দ্বারা কেহ পিতৃপুরুষ ও দেবতাদির সন্তোষবিধান করিবে না।৪৬

নরনাথ! শ্রদ্ধার সহিত কেহ কাহারও উপদেশ শুনিবে না। কেহ কাহারও গুরু হইবে না। সমগ্র জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে।৪৭

যুগের একেবারে অন্তিম সময়ে মানুষের সাধারণ পরমায়ু হইবে ষোল বৎসর। তাহার পরেই তাহাদের প্রাণবিয়োগ হইবে।৪৮

পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষে নারী সন্তান প্রসব করিবে এবং সপ্তম বা অষ্টমবর্ষে পুরুষ সন্তান উৎপাদন করিবে।৪৯

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যুগান্তকাল আসিলে পত্নী নিজ পতিতে এবং পতিও নিজ পত্নীতে তখন সন্তুষ্ট থাকিবে না।৫০

যুগের শেষে মানুষের নিকট ধনাদি অল্প পরিমাণে থাকিবে এবং লোককে দেখাইবার জন্য সাধুবেশ ধারণ করিবে। অল্প বিষয়ের জন্য এবং অল্প কারণে একজন অপরকে হত্যা করিবে; কেহ কাহাকেও কিছু দান করিবে না।৫১

যুগক্ষয়কালে সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকই অন্ন বিক্রয় করিবে, ব্রাহ্মণগণ বেদবিক্রয়ী হইবে এবং নারীগণ স্বেচ্ছাবৃত্তি করিবে।৫২

যুগান্তকালে প্রায় সকল মনুষ্যই ম্লেচ্ছাচার-সম্পন্ন এবং সর্ব্বভক্ষক হইবে। উহারা সকল কাজেই উগ্রস্বভাব হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৫৩

ক্রয়বিক্রয়কালে চ সর্বঃ সর্বস্য বঞ্চনম্।
যুগান্তে ভরতশ্রেষ্ঠ বিত্তলোভাৎ করিষ্যতি ॥৫৪
জ্ঞানানি চাপ্যবিজ্ঞায় করিষ্যন্তি ক্রিয়াস্তথা।
আত্মচ্ছন্দেন বর্তন্তে যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥৫৫
স্বভাবাৎ ক্রূরকর্মাণশ্চান্যোন্যমভিসংদিনঃ।
ভবিতারো জনাঃ সর্বে সম্প্রাপ্তে তু যুগক্ষয়ে ॥৫৬
আরাঘাতৈশ্চ বৃক্ষাংশ্চ নাশয়িষ্যন্তি নির্ঘৃণাঃ।
ভবিতা সংশয়ো লোকে জীবিতস্য হি দেহিনাম্ ॥৫৭
তথা লোভাভিভূতাশ্চ ভবিষ্যন্তি নরা নৃপ।
ব্রাহ্মণাংশ্চ হনিষ্যন্তি ব্রাহ্মণব্যোপজীবিনঃ ॥৫৮
হাহাকৃতা দ্বিজাশ্চৈব ভয়ার্তা ভৃশপীড়িতাঃ।
ত্রাতারমলভন্তো বৈ ভ্রমিষ্যন্তি মহীমিমাম্ ॥৫৯

জীবিতান্তকরাঃ ক্রূরা রৌদ্রাঃ প্রাণিবিহিংসকাঃ
যদা ভবিষ্যন্তি নরাস্তদা সংকল্প্যতে যুগম্ ॥৬০
আশ্রয়িষ্যন্তি চ নদীঃ পর্বতান্ বিষমাণি চ।
প্রধাবমানা বিত্রস্তা দ্বিজাঃ কুরুকুলোদ্বহ ॥৬১
দস্যুভিঃ পীড়িতা রাজন্ কাকা ইব দ্বিজোত্তমাঃ।
কুরাজভিশ্চ সততং করভারপ্রপীড়িতাঃ ॥৬২
ধৈর্য্যং ত্যক্ত্বা মহীপাল দারুণে যুগসংক্ষয়ে।
বিকর্মাণি করিষ্যন্তি শূদ্রাণাং পরিচারিকাঃ ॥৬৩
শূদ্রা ধর্মং প্রবক্ষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ পর্যুপাসকাঃ।
শ্রোতারশ্চ ভবিষ্যন্তি প্রামাণ্যেন ব্যবস্থিতাঃ ॥৬৪
বিপরীতশ্চ লোকোঽয়ং ভবিষ্যত্যধরোত্তরঃ।
এড়ূকান্ পূজয়িষ্যন্তি বর্জয়িষ্যন্তি দেবতাঃ ॥৬৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্থের লোভে ক্রয়-বিক্রয়-কালে সকলেই সকলকে ঠকাইবে।৫৪

কোন কর্ম্মের ফল ও অনুষ্ঠানসম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়াই মানুষ নিজের ইচ্ছামত কর্ম্ম করিবে। যুগান্তকালে সকলে স্বেচ্ছাচারী হইবে।৫৫

যুগান্তকাল আসিলে সকল মনুষ্যগণ স্বভাবতঃই ক্রূরস্বভাব হইবে এবং একে অন্যের উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিবার চেষ্টা করিবে।৫৬

মানুষেরা বাসগৃহের সুবিধার জন্য উদ্যান ও বৃক্ষসমূহ বিনাশ করিবে; ইহাতে তাহাদের মনে কোন পীড়া হইবে না। তখন সংসারে জীবনধারণ করাই মানুষের পক্ষে কঠিন হইবে।৫৭

রাজন্! তখন মনুষ্যগণ লোভাভিভূত হইয়া পড়িবে। যাহারা ব্রাহ্মণের ধন উপভোগ করিতে থাকে, তাহারা ব্রাহ্মণকে বধ করিতেও দ্বিধা হইবে না।৫৮

ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া হাহাকার করত ত্রাণকর্তা খুঁজিয়া না পাইয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিবে।৫৯

যখন সকল মনুষ্যই ক্রূর, জীবনস্বভাব, প্রাণি-হিংসক হইবে এবং অন্য মানুষের প্রাণবধ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না, তখনই বুঝিবে যে যুগান্তকাল উপস্থিত হইয়াছে।৬০

হে কুরুকুলবর্দ্ধন! ব্রাহ্মণগণ অত্যাচারীদিগের ভয়ে নদী, পর্ব্বত ও দুর্গমস্থানে পলাইয়া আশ্রয়-গ্রহণ করিবে।৬১

হে রাজন্! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও লুণ্ঠনকারী দস্যুদের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া কাকের মত কা কা করিয়া ফিরিবে। মহীপাল! ভয়ঙ্কর কলিযুগের শেষে কুরাজার শাসনে করভারে প্রপীড়িত হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের দাসত্ব প্রভৃতি নিষিদ্ধ ও হীনকর্ম্ম করিবে।৬২-৬৩

শূদ্রগণ ধর্ম্মের উপদেশ করিবে এবং ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সেবায় নিরত থাকিয়া উহার শ্রোতা হইবে এবং উহাই প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করিয়া

শূদ্রাঃ পরিচরিষ্যন্তি ন দ্বিজান্ যুগসংক্ষয়ে।
আশ্রমেষু মহর্ষীণাং ব্রাহ্মণাবসথেষু চ ॥৬৬
দেবস্থানেষু চৈত্যেষু নাগানাময়ালয়েষু চ।
এড়ুকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা ॥৬৭
ভবিষ্যতি যুগে ক্ষীণে তদ্ যুগান্তস্য লক্ষণম্।
যদা রৌদ্রা ধর্মহীনা মাংসাদাঃ পানপাস্তথা ॥৬৮
ভবিষ্যন্তি নরা নিত্যং তদা সংক্ষেপ্যতে যুগম্।
পুষ্পং পুষ্পে যদা রাজন্ ফলে বা ফলমাশ্রিতম্ ॥৬৯
প্রজাস্যন্তি মহারাজ তদা সংক্ষেপ্যতে যুগম্।
অকালবর্ষী পর্জন্যো ভবিষ্যতি গতে যুগে ॥৭০
অক্রমেণ মনুষ্যাণাং ভবিষ্যন্তি তদা ক্রিয়াঃ।
বিরোধমথ যাস্যন্তি বৃদ্ধাঃ ত্রাহ্মণৈঃ সহ ॥৭১

মহী ম্লেচ্ছজনাকীর্ণা ভবিষ্যতি ততোঽচিরাৎ।
করভারভয়াদ্ বিপ্রা ভজিষ্যন্তি দিশো দশ ॥৭২
বিবিধেষা জনপদাস্তথা বিষ্টিকরার্দিতাঃ।
আশ্রমানুপলপ্স্যন্তি ফলমূলোপজীবিনঃ ॥৭৩

এবং পর্য্যাকুলে লোকে মর্য্যাদা ন ভবিষ্যতি।
ন স্বাস্তস্যাপদেশে চ স্থিত্বা বিপ্রিয়কারিণঃ ॥৭৪

আচার্য্যোঽপি বিবিচ্ছৈব তৎ স্তুতে তদনন্তরম্।
অর্থযুক্ত্যা প্রবৎস্যন্তি মিত্রসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥৭৫

অভাবঃ সর্বভূতানাং যুগান্তে সমুপস্থিতে।
দিশঃ প্রজ্বলিতাঃ সর্বা নক্ষত্রাণ্যপ্রভাণি চ ॥৭৬

পালন করিবে। উচ্চজাতি নীচজাতির ও নীচজাতি উচ্চজাতির কর্ম্ম করিতে থাকিবে। সমস্ত লোক-ব্যবহার বিপরীত হইয়া যাইবে, লোকে দেবতা পরিত্যাগ করিয়া এড়ুকের (বাঁশ-কাঠাদিযুক্ত দেওয়ালের) পূজা করিবে।৬৪-৬৫

যুগসমাপ্তিকালে শূদ্রগণ দ্বিজাতির পরিচর্য্যা করিবে না; মহর্ষিগণের আশ্রমে, ব্রাহ্মণের গৃহে, দেবমন্দিরে, বটাদি চৈত্যবৃক্ষতলে এবং নাগালয়ে দেবতার মূর্ত্তির স্থলে এড়ুকের চিহ্নই দেখা যাইবে।৬৬-৬৭

যুগক্ষয়কালে এইসব যুগান্তের লক্ষণ দেখা যাইবে। যখন প্রায় সকল মনুষ্যই ভয়ঙ্করস্বভাব, ধর্ম্মহীন, মাংসাশী ও পানোন্মত্ত হইবে, তখনই জানিবে যে, যুগের অন্তসময় আসিয়াছে।

রাজন্! যখন ফুলের সহিত ফুল এবং ফলের সহিত ফল সংলগ্ন হইয়া উৎপন্ন হইবে, মহারাজ! তখনই জানিবে যুগের অন্ত হইবে। যুগান্তে মেঘ অসময়ে বর্ষণ করিবে।৬৮-৭০

সকল মানুষেরই আচরণ ধর্ম্মের বিপরীত হইবে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে।৭১

অচিরকালমধ্যে পৃথিবী ম্লেচ্ছ প্রজায় আকুলা হইবে, করভারে ভীত হইয়া ব্রাহ্মণগণ নানাদিকে পলায়ন করিবে।৭২

সকল মনুষ্যের আচার-ব্যবহার ও বেশভূষা একরূপ হইবে। মানুষ কর্ম্ম হীন হইয়া (বেকার) ও করভারে পীড়িত হইয়া বিবিধ ফলমূল আহার করত আশ্রমবাসী হইবে।৭৩

এইরূপ সকল লোক যখন নানাভাবে ব্যাকুল হইবে, তখন কোন মর্য্যাদা (নিয়মশৃঙ্খলা) থাকিবে না। শিষ্যগণ গুরুর উপদেশ শ্রবণ না করিয়া গুরুর অপ্রিয় কার্য্যই করিবে।৭৪

নিজকুলের আচার্য্যও যদি নির্ধন হন, তবে শিষ্যের তৎসেবা তাহাকে শুনিতে হইবে। কেবল ধনের লোভেই মিত্র, সম্বন্ধী ও ভাই-বন্ধুগণ নিকটে থাকিবে, স্নেহ বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে নহে।৭৫

যুগান্তে সমস্ত প্রাণীর বিনাশ হইবে। দিক্‌সমূহ জ্বলিতে থাকিবে এবং নক্ষত্রগুলি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে।৭৬

জ্যোতীংষি প্রতিকূলানি বাতাঃ পর্য্যাকুলস্তথা।
উল্কাপাতাশ্চ বহবো মহাভয়নিদর্শকাঃ ॥৭৭
ষড়্ভিরন্যৈশ্চ সহিতো ভাস্করঃ প্রতপিষ্যতি।
তুমুলাশ্চাপি নির্হ্রাদা বিস্ফোটাশ্চাপি সর্বশঃ ॥৭৮
কবন্ধান্তর্হিতো ভানুরুদয়াস্তমনে তথা।
অকালবর্ষী ভগবান্ ভবিষ্যতি সহস্রদৃক্ ॥৭৯
শস্যানি চ ন রোক্ষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
অভীক্ষ্ণং ক্রূরবাদিন্যঃ পরুষা রুধিরপ্রিয়াঃ ॥৮০
ভর্তৃণাং বচনে চৈব ন স্থাস্যন্তি ততঃ স্ত্রিয়ঃ।
পুত্রাংশ্চ মাতাপিতরৌ হনিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে ॥৮১
সূদয়িষ্যন্তি চ পতীন্ স্ত্রিয়ঃ পুত্রানপাশ্রিতাঃ।
অপর্ব্বণি মহারাজ সূর্য্যং রাহুরুপৈষ্যতি ॥৮২

যুগান্তে হুতভুক্ চাপি সর্বতঃ প্রজ্বলিষ্যতি।
পানীয়ং ভোজনঞ্চাপি যাচমানাস্তদাধ্বগাঃ ॥৮৩
ন লপ্স্যন্তে নিবাসঞ্চ নিরস্তাঃ পথি শেরতে।
নির্ঘাতবাদিনো নাগাঃ শকুনাঃ সমৃগদ্বিজাঃ ॥৮৪
রুক্ষা বাচো বিমোক্ষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
মিত্রসম্বন্ধিনশ্চাপি সন্ত্যক্ষ্যন্তি নরাস্তদা ॥৮৫
জনং পরিজনং চাপি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
অথ দেশান্ দিশশ্চাপি পত্তনানি পুরাণি চ ॥৮৬
ক্রমশঃ সংশ্রেয়িষ্যন্তি যুগান্তে পর্য্যুপস্থিতে।
হা তাত হা সুতেত্যেবং তদা বাচঃ সুদারুণাঃ ॥৮৭
বিক্রোশমানাশ্চান্যোন্যং জনো গাং পর্য্যটিষ্যতি।
ততস্তমুদপদ্যন্তে বর্ত্তমানে যুগক্ষয়ে ॥৮৮

জ্যোতিষ চক্র প্রতিকূল হইবে অর্থাৎ গ্রহগণ বিপরীত গতিতে চলিবে। বায়ু এমন তীব্র গতিতে বহিতে থাকিবে যে, লোক ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, এবং মহাভয়ের সূচক বহু উল্কাপাত হইবে।৭৭

সূর্য্য আরও ছয়টী সূর্য্যের সহিত উদিত হইয়া একসঙ্গে সাতটী সূর্য্য জগৎকে তাপিত করিবে; তুমুল বজ্রধ্বনি, বিদ্যুন্নিনাদ ও দিগ্‌দাহ হইতে থাকিবে।৭৮

উদয় ও অস্ত সময়ে সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইবে এবং সহস্রলোচন ভগবান্ ইন্দ্র অকালে বর্ষণ করিবেন।৭৯

যুগান্তকাল উপস্থিত হইলে ভূমিতে রোপিত শস্য উৎপন্ন হইবে না। নারীগণ অত্যন্ত কর্কশ-ভাষিণী, ক্রূরা ও রোষনপ্রিয়া হইবে।৮০

সেই সময়ে স্ত্রীগণ স্বামীর কথা শুনিবে না। যুগের শেষে পুত্রগণ মাতা ও পিতাকে বধ করিবে।৮১

নারীগণ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া পতিকে হত্যা করিবে। মহারাজ! পর্ব্ব অর্থাৎ অমাবস্যা ভিন্ন তিথিতেও রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিবে।৮২

যুগান্তে চারিদিকে সর্বত্র অগ্নি জ্বলিতে থাকিবে। মানুষ রাস্তায় বাহির হইয়া জল, অন্ন ও থাকিবার আশ্রয় যাচ্ঞা করিয়াও না পাইয়া নিরাশ হইয়া পথে শয়ন করিবে।

যুগান্তে বিদ্যুতের ন্যায় কড়কড় শব্দকারী কাক, নাগ, শকুনি, মৃগ ও পক্ষিসমূহ রুক্ষ ও কর্কশ শব্দ করিতে থাকিবে। যুগের অন্তিমকাল আসিলে মানুষ তখন বিনা কারণেই মিত্র, আত্মীয়, স্বজন ও কুটুম্বগণকে পরিত্যাগ করিবে।

যুগান্তকালে প্রায় সমস্ত মানুষ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন দিকে দেশ, গ্রাম ও নগরে যাইয়া আশ্রয় লইবে এবং 'হা তাত' 'হা পুত্র' এইরূপ অত্যন্ত দুঃখপ্রদ ধ্বনিতে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিবে। যুগান্তকালে পৃথিবীর এইরূপ দশা হইবে। তারপর তখন সমস্ত

দ্বিজাতিপূর্ব্বকো লোকঃ ক্রমেণ প্রতিষ্ঠাস্যতি।
ততঃ কালান্তরেঽতস্মিন্ পুনর্লোকবিবৃদ্ধয়ে ॥৮৯
ভবিষ্যতি পুনর্দৈবমনুকূলং যদৃচ্ছয়া।
যদা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ তথা তিষ্য-বৃহস্পতী ॥৯০
একরাশৌ সমেষ্যন্তি প্রপৎস্যতি তদা কৃতম্।
কালবর্ষী চ পর্জন্যো নক্ষত্রাণি শুভানি চ ॥৯১
প্রদক্ষিণা গ্রহাশ্চাপি ভবিষ্যন্ত্যনুলোমগাঃ।
ক্ষেমং সুভিক্ষমারোগ্যং ভবিষ্যতি নিরাময়ম্ ॥৯২
কল্কী বিষ্ণুযশা নাম দ্বিজঃ কালপ্রচোদিতঃ।
উৎপৎস্যতে মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ ॥৯৩
সম্ভূতঃ সম্ভলগ্রামে ব্রাহ্মণাবসথে শুভে।
(মহাত্মা বৃত্তসম্পন্নঃ প্রজানাং হিতকৃদ্ নৃপ।)
মনসা তস্য সর্বাণি বাহনান্যায়ুধানি চ ॥৯৪
উপস্থাস্যন্তি যোধাশ্চ শস্ত্রাণি কবচানি চ।
স ধর্ম্মবিজয়ী রাজা চক্রবর্ত্তী ভবিষ্যতি ॥৯৫
স চেমং সকলং লোকং প্রসাদয়িষ্যতি।
উত্থিতো ব্রাহ্মণো দীপ্তঃ কৃতান্তকৃদুদারধীঃ ॥৯৬
সংক্ষেপকো হি সর্বস্য যুগস্য পরিবর্ত্তকঃ।
স সর্ব্বত্র গতান্ ক্ষুদ্রান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
উৎসাদয়িষ্যতি তদা সর্ব্বান্ম্লেচ্ছগণান্ দ্বিজঃ ॥৯৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি
ভবিষ্যকথনে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯০

লোকের ভয়ানক সংহার হইবে।৮৪-৮৮

অনন্তর কালান্তরে সত্যযুগ আরম্ভ হইবে এবং পুনরায় ক্রমশঃ ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি হইবে। পরে লোকের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত পুনরায় দৈব যদৃচ্ছাক্রমে অনুকূল হইবে। যখন সূর্য্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি একসঙ্গে পুষ্য নক্ষত্রে ও তদনুরূপ এক রাশিতে অবস্থিত হইবে, তখন পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। তখন মেঘসমূহও যথাকালে বর্ষণ করিতে থাকিবে এবং নক্ষত্রগণ শুভকর হইবে।৮৯-৯১

গ্রহগুলি প্রদক্ষিণভাবে অনুকূল গতিতে নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইবে। তাহার ফলে পৃথিবীতে মঙ্গল হইবে, অন্নাদি সুলভ হইবে এবং রোগ ও শোক দূর হইবে।৯২

কালের প্রেরণা অনুসারে যুগান্তকালে সম্ভল-নামক গ্রামে কোন এক মঙ্গলময় ব্রাহ্মণের গৃহে মহাশক্তিশালী, মহামতি ও মহাপরাক্রমী এক বালক জন্মগ্রহণ করিবে, যাহার নাম হইবে বিষ্ণুযশা কল্কী।

তিনি স্মরণ করা মাত্রই সর্ব্বপ্রকার বাহন, অস্ত্র, শস্ত্র ও কবচসমূহ এবং যোদ্ধৃবর্গ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি ধর্ম্মবিজয়ী চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন।৯৩-৯৫

সেই উদারচেতা তেজোদীপ্ত ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিয়া দুঃখাকুল জগতে শান্তি আনয়ন করিবেন। কলিযুগের ক্ষয়ের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব হইবে।৯৬

সেই রাজচক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া ক্ষুদ্রস্বভাব ম্লেচ্ছগণকে সংহার করত সম্পূর্ণ কলিযুগের বিনাশ সাধন করিবেন এবং সত্যযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া যুগের পরিবর্ত্তন ঘটাইবেন।৯৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ভবিষ্য-কথনবিষয়ক নবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯০

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা কল্কিনা সত্যযুগস্য স্থাপনম্, যুধিষ্ঠিরায় মার্কণ্ডেয়স্য ধর্ম্মোপদেশশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততশ্চোরক্ষয়ং কৃত্বা দ্বিজেভ্যঃ পৃথিবীমিমাম্।
বাজিমেধে মহাযজ্ঞে বিধিবৎ কল্পয়িষ্যতি ॥১

স্থাপয়িত্বা চ মর্য্যাদাঃ স্বয়ম্ভুবিহিতাঃ শুভাঃ।
বনং পুণ্যযশঃকর্ম্মা রমণীয়ং প্রবেক্ষ্যতি ॥২

তচ্ছীলমনুবর্ত্তন্তি মনুষ্যা লোকবাসিনঃ।
বিপ্রেশ্চোরক্ষয়ে চৈব কৃতে ক্ষেমং ভবিষ্যতি ॥৩

কৃষ্ণাজিনানি শক্তীশ্চ ত্রিশূলাদ্যায়ুধানি চ।
স্থাপয়ন্ দ্বিজশার্দ্দূলো দেশেষু বিজিতেষু চ ॥৪

সংস্তূয়মানো বিপ্রেন্দ্রৈর্মানয়ানো দ্বিজোত্তমান্।
কল্কী চরিষ্যতি মহীং সদা দস্যুবধে রতঃ ॥৫

হা মাতস্তাত পুত্রেতি তারস্বা বাচঃ সুদারুণাঃ।
বিক্রোশমানান্ সুভৃশং দস্যূন্ নেষ্যতি সংক্ষয়ম্ ॥৬

ততোঽধর্ম্মবিনাশো বৈ ধর্ম্মবৃদ্ধিশ্চ ভারত।
ভবিষ্যতি কৃতে প্রাপ্তে ক্রিয়াবাংশ্চ জনস্তথা ॥৭

আরামাশ্চৈব চৈত্যাশ্চ তটাকাবসথাস্তথা।
পুষ্করিণ্যশ্চ বিবিধা দেবতায়তনানি চ ॥৮

যজ্ঞক্রিয়াশ্চ বিবিধা ভবিষ্যন্তি কৃতে যুগে।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব মুনয়শ্চ তপস্বিনঃ ॥৯

আশ্রমা হৃতপাষণ্ডাঃ স্থিতাঃ সত্যব্রতাঃ প্রজাঃ।
জনিষ্যন্তে চ বীজানি যোপ্যমাণানি চৈব হ ॥১০

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ কল্কিকর্ত্তৃক সত্যযুগের স্থাপন এবং যুধিষ্ঠিরকে মার্কণ্ডেয়ের ধর্ম্মোপদেশ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর চোর ও দস্যু-সমূহ ম্লেচ্ছগণের বিনাশ করত কল্কী অশ্বমেধযজ্ঞ করিবেন এবং যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণগণকে পৃথিবী ভাগ করিয়া দিবেন।১

তাঁহার ইচ্ছা ও কর্ম্ম সবই পরম পাবন। তিনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বিহিত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়া তপস্যার জন্য রমণীয় বনে প্রবেশ করিবেন।২

তখন ভূলোকবাসী সকল মনুষ্যই তাঁহারই স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিবে। ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দস্যুগণের ক্ষয় হওয়ায় সমস্ত লোকে শান্তি ও মঙ্গল বিরাজ করিবে।৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠ কল্কী বিজিত দেশসমূহে কৃষ্ণাজিন, শক্তি, ত্রিশূল ও অন্যান্য অস্ত্রে চিহ্নিত পতাকা প্রোথিত করত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া এবং ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিয়া সদা দস্যুপ্রায় ম্লেচ্ছগণকে বধ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন।৪-৫

তিনি 'হা মাতঃ' 'হা তাত' বলিয়া উচ্চৈস্বরে অত্যন্ত করুণচিত্তে ক্রন্দনরত দস্যুপ্রায় ম্লেচ্ছগণকে সমূলে বিনাশ করিবেন।৬

হে ভারত! তারপর সত্যযুগের আবির্ভাবে অধর্ম্মের নাশ ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে এবং সকল মনুষ্য তখন বেদোক্ত কর্ম্মপরায়ণ হইবে।৭

বহু উদ্যান, চৈত্যবৃক্ষ, তড়াগ, ধর্ম্মশালা, পুষ্করিণী, গৃহ এবং নানা দেবমন্দির স্থাপিত হইবে।৮

সত্যযুগে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে থাকিবে। ব্রাহ্মণগণ সাধুস্বভাব ও মুনিগণ তপঃ-পরায়ণ হইবেন।৯

সর্বেষ্বৃতুষু রাজেন্দ্র সর্বং শস্যং ভবিষ্যতি।
নরা দানেষু নিরতা ব্রতেষু নিয়মেষু চ ॥১১
জপযজ্ঞপরা বিপ্রা ধর্মকামা মুদা যুতাঃ।
পালয়িষ্যন্তি রাজানো ধর্মেণেমাং বসুন্ধরাম্ ॥১২
ব্যবহারপরা বৈশ্যা ভবিষ্যন্তি কৃতে যুগে।
ষট্‌কর্মনিরতা বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বিক্রমে রতাঃ ॥১৩
শুশ্রূষায়াং রতাঃ শূদ্রাস্তথা বর্ণত্রয়স্য চ।
এষ ধর্মঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াং দ্বাপরে তথা ॥১৪
পশ্চিমে যুগকালে চ যঃ স তে সম্প্রকীর্তিতঃ।
সর্বলোকস্য বিদিতা যুগসংখ্যা চ পাণ্ডব ॥১৫
এতত্তে সর্বমাখ্যাতমতীতানাগতং তথা।
বায়ুপ্রোক্তমনুস্মৃত্য পুরাণর্ষিসংস্তুতম্ ॥১৬

আশ্রমসমূহ পাষণ্ডপূর্ণ হইবে, প্রজা সত্যনিষ্ঠ হইবে এবং বীজসমূহ রোপণ করামাত্রই উৎকৃষ্ট শস্য উৎপাদন করিবে।১০

হে রাজেন্দ্র! সর্ব্বঋতুতেই সকলপ্রকার শস্য উৎপন্ন হইবে এবং মনুষ্যগণ দান, ব্রত ও নিয়ম-সমূহের অনুষ্ঠানে নিরত হইবে।১১

ধর্মকাম বিপ্রগণ জপ ও যজ্ঞপরায়ণ হইবেন এবং ক্ষত্রিয় রাজারা ধর্মপূর্ব্বক এই পৃথিবীর পালন করিবেন।১২

সত্যযুগে বৈশ্যগণ কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্ম্মে নিরত হইবেন, ব্রাহ্মণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়প্রকার কর্ম্মনিরত এবং ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রমে অনুরক্ত হইবেন।১৩

শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষায় নিরত হইবেন। ধর্ম্মের এই স্বরূপ সত্য-যুগে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে ধর্ম্মের ক্রমশঃ এক এক পাদ হ্রাস হইয়া যে অবস্থা হইবে, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হে পাণ্ডুনন্দন! সর্ব্বজনবিদিত যুগসংখ্যাও তোমাকে

এবং সংসারমার্গা যে বহুশশ্চিরজীবিনা।
দৃষ্টাশ্চৈবানুভূতাশ্চ তাংস্তে কথিতবানহম্ ॥১৭

ইদং চৈবাপরং ভূয়ঃ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ।
ধর্মসংশয়লোকার্থং নিবোধ বচনং মম ॥১৮
ধর্মে ধর্মাত্মা সংযোজ্যো নিত্যং ধর্মভৃতাং বর।
ধর্মাত্মা হি সুখং রাজন্ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥১৯

নিবোধ চ শুভাং বাণীং যাং প্রবক্ষ্যামি তেঽনঘ।
ন ব্রাহ্মণে পরিভবঃ কর্ত্তব্যস্তে কদাচন ॥২০
ব্রাহ্মণঃ কুপিতো হন্যাদপি লোকান্ প্রতিজ্ঞয়া।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মার্কণ্ডেয়বচঃ শ্রুত্বা কুরূণাং প্রবরো নৃপঃ ॥২১

বলিয়াছি।১৪-১৫

পুরাণ ঋষিগণের দ্বারা প্রশংসিত বায়ুপুরাণের বর্ণনা অনুসারে তোমাকে অতীত ও অনাগতের (ভবিষ্যতের) সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম।১৬

আমি চিরজীবী হওয়ায় এইরূপে সংসারমার্গের বহুবার দর্শন ও অনুভব করিয়াছি। তাহা সবই তোমাকে বলিলাম।১৭

ধর্ম্মসংশয় হইতে অবিচ্যুত যুধিষ্ঠির! ধর্ম্ম-বিষয়ে সংশয়নিরসনের জন্য আমি আরও কিছু কথা বলিতেছি, তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর।১৮

ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ! তুমি ধর্ম্মে নিজের মনকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিবে; কারণ, ধর্ম্মাত্মা পুরুষই ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ করে।১৯

হে নিষ্পাপ! আরও একটি কল্যাণকরী কথা বলিতেছি, তাহাও শুন। ব্রাহ্মণের কখনও অবমাননা করিবে না।২০

উবাচ বচনং ধীমান্ পরমং পরমদ্যুতিঃ।
কস্মিন্ ধর্মে ময়া স্থেয়ং প্রজাঃ সংরক্ষতা মুনে ॥২২
কথঞ্চ বর্ত্তমানো বৈ ন চ্যবেয়ং স্বধর্মতঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

দয়াবান্ সর্বভূতেষু স্নিগ্ধো ব্রহ্মোহনসূয়কঃ ॥২৩
সত্যবাদী মৃদুর্দান্তঃ প্রজানাং রক্ষণে রতঃ।
চর ধর্মং ত্যজাধর্মং পিতৄন্ দেবাংশ্চ পূজয় ॥২৪
প্রমাদাদ্ যৎ কৃতং তেঽভূৎ সম্যগ্ দানেন তজ্জয়।
অলং তে মানমাশ্রিত্য সততং পরবান্ ভব ॥২৫
বিজিত্য পৃথিবীং সর্বাং মোদমানঃ সুখী ভব।
এষ ভূতো ভবিষ্যচ্চ ধর্মস্তে সমুদীরিতঃ ॥২৬
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদতীতানাগতং ভুবি।
তস্মাদিমং পরিক্লেশং স্বং তাত হৃদি মা কৃথাঃ ॥২৭
প্রাজ্ঞাস্তাত ন মুহ্যন্তি কালেনাপি প্রপীড়িতাঃ।
এষ কালো মহাবাহো অপি সর্বদিবৌকসাম্ ॥২৮
মুহ্যন্তি হি প্রজাস্তাত কালেনাপি প্রচোদিতাঃ।
মা চ তত্র বিশঙ্কাভূদ্ ধর্মলোপোক্তং তবানঘ ॥২৯
আশঙ্ক্য যদ্বচো হ্যেতদ্ ধর্মলোপো ভবেৎ তব।
জ্ঞাতোঽসি প্রবিতে বংশে কুরূণাং ভরতর্ষভ ॥৩০
কর্মণা মনসা বাচা সর্বমেতৎ সমাচর।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যৎ ত্বয়োক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাক্যং শ্রুতিমনোহরম্ ॥৩১

কারণ, ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞার সাহায্যে সমস্ত লোককে সংহার করিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনিয়া কুরুকুলভূষণ বুদ্ধিমান্ পরমতেজস্বী যুধিষ্ঠির এই উত্তমবাক্য বলিলেন,—হে মুনে! প্রজাপালন করিতে করিতে কিরূপ ধর্মে আমাকে সর্বদা নিরত থাকিতে হইবে এবং কিভাবে অবস্থান করিলে স্বধর্ম হইতে আমি বিচ্যুত হইব না?

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে, সকলের হিত আকাঙ্ক্ষা করিবে, সকলের প্রতি অসূয়া (দোষ না দেখা) ও অনুরাগ দোষণ করিবে। সত্যবাদী, মৃদুস্বভাব ও দমগুণান্বিত হইয়া প্রজাগণের রক্ষা করিবে এবং অধর্ম সর্বথা পরিত্যাগ করত ধর্মকে আশ্রয় করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবে।২১-২৪

প্রমাদবশতঃ যদি কোন ব্যক্তির প্রতি অনুচিত ব্যবহার করিয়া ফেল, তবে উত্তম দানের দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বশীভূত করিবে। আমিই সকলের প্রভু এই অহঙ্কার করিবে না; নিজেকে সর্বদাই পরাধীন (ঈশ্বরের বশীভূত) বলিয়া মনে করিবে।২৫

সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়া তুমি আনন্দিত ও সুখী হও। এই তোমাকে ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত কথাই বলিলাম।২৬

এই জগতে ভূত ও ভবিষ্যৎকালের এমন কোন বৃত্তান্ত নাই, যাহা তুমি জান না। হে তাত! সুতরাং এই সময় তুমি যে ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াছ, উহার জন্য মনের মধ্যে কোন বিচার করিও না।২৭

তাত! কালের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াও প্রাজ্ঞগণ কখনও মোহপ্রাপ্ত হন না। হে মহাবাহো! এই কাল দেবতাগণের উপরেও প্রভাব বিস্তার করে।২৮

হে তাত! সুতরাং কালপীড়িত হইয়া সাধারণ মনুষ্য তো মোহপ্রাপ্ত হইবেই। হে নিষ্পাপ! আমি যে সমস্ত কর্মের কথা তোমাকে বলিলাম, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় করিও না।২৯

আমার বাক্যে কোন আশঙ্কা করিলে তোমার ধর্মলোপ হইবে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসিদ্ধ

তথা করিষ্যে যত্নেন ভবতঃ শাসনং বিভো।
ন মে লোভোঽস্তি বিপ্রেন্দ্র ন ভয়ং ন চ মৎসরঃ ॥৩২
করিষ্যামি হি তৎ সর্ব্বমুক্তং যত্তে ময়ি প্রভো।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ ॥৩৩
সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবা রাজন্ সহিতাঃ শার্ঙ্গধন্বনা।
বিপ্রর্ষভাশ্চ তে সর্ব্বে যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥৩৪

তথা কথাং শুভাং শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ।
বিস্মিতাঃ সমপদ্যন্ত পুরাণস্য নিবেদনাৎ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরানুশাসনে একনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯১॥

কুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং-কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা উক্ত ধর্ম্মগুলির তুমি আচরণ কর।৩০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে যে সকল উপদেশ করিলেন, উহা আমার কর্ণের ও মনের প্রিয় বলিয়া জানি। হে বিভো! আমি আপনার সেই উপদেশসমূহকে আপনার শাসন মনে করিয়া যত্নের সহিত পালন করিব। হে বিপ্রেন্দ্র! আমার রাজ্যাদিতে লোভ নাই, দুইকে দেখিয়া কোন ভয় নাই এবং কাহারও প্রতি মাৎসর্য্যও নাই; সুতরাং হে প্রভো! আমি আপনার সমস্ত উপদেশ যথাযথ পালন করিতে চেষ্টা করিব।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পরমজ্ঞানী মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন।৩১-৩৪

জ্ঞানী মার্কণ্ডেয়ের মুখে এই মঙ্গলময়ী কথা শুনিয়া পুরাণোক্ত বৃত্তান্তের জ্ঞান হওয়ায় সকলেই বিস্মিত হইলেন।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশদানবিষয়ক একনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯১

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইক্ষ্বাকুবংশীয়-পরীক্ষিতা সহ মদ্রুকরাজকন্যায়া বিবাহঃ, শল-দলয়োশ্চরিত্রবর্ণনম্, বামদেবমুনের্মহত্ত্বকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভূয় এব ব্রাহ্মণমহাভাগ্যং বক্তুমর্হসীত্যব্রবীৎ পাণ্ডবেয়ো মার্কণ্ডেয়ম্ ॥১

অথাচষ্ট মার্কণ্ডেয়োঽপূর্ব্বমিদং শ্রূয়তাং ব্রাহ্মণানাং চরিতম্ ॥২

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ইক্ষ্বাকুবংশীয় পরীক্ষিতের সহিত মদ্রুকরাজ-কন্যার বিবাহ, শল ও দলের চরিত্রবর্ণন এবং বামদেবমুনির মহত্ত্বকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন,—আপনি পুনরায় ব্রাহ্মণের মহিমা বর্ণনা করুন।১

তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণের এই অপূর্ব্ব চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর।২

অযোধ্যায়ামিক্ষ্বাকুকুলোদ্বহঃ পার্থিবঃ পরিক্ষিন্নাম মৃগয়ামগমৎ ॥৩

তমেকাশ্বেন মৃগমনুসরন্তং মৃগো দূরমপাহরৎ॥৪ অধ্বনি জাতশ্রমঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাভিভূতশ্চৈকস্মিন্ দেশে নীলং গহনং বনখণ্ডমপশ্যৎ ॥৫

তঞ্চ বিবেশ তত্তস্য বনখণ্ডস্য মধ্যেঽতীব রমণীয়ং সরো দৃষ্ট্বা সাশ্ব এব ব্যগাহত ॥৬

অথাশ্বস্তঃ স বিসমৃণালমশ্বায়াগ্রতো নিক্ষিপ্য পুষ্করিণীতীরে সংবিবেশ। ততঃ শয়ানো মধুরং গীতমশৃণোৎ ॥৭

স শ্রুত্বাচিন্তয়ন্নেহ মনুষ্যগতিং পশ্যামি। কস্য খল্বয়ং গীতশব্দ ইতি ॥৮

অথাপশ্যৎ কন্যাং পরমরূপদর্শনীয়াং পুষ্পাণ্যবচিন্বতীং গায়ন্তীঞ্চ। অথ সা রাজ্ঞঃ সমীপে পর্য্যক্রামৎ ॥৯

তামব্রবীদ্ রাজা কস্যাসি ভদ্রে কা বা ত্বমিতি। সা প্রত্যুবাচ কন্যাস্মীতি তাং রাজোবাচার্হো ত্বয়াহমিতি ॥১০

অথোবাচ কন্যা সময়েনাহং শক্যা ত্বয়া সঙ্গং লব্ধুং নান্যথেতি রাজা তাং সময়মপৃচ্ছৎ। কন্যোবাচ নোদকং মে দর্শয়িতব্যমিতি ॥১১

স রাজা তাং বাঢ়মিত্যুক্ত্বা তামুপযেমে কৃতোদ্বাহশ্চ রাজা পরিক্ষিৎ ক্রীড়মানো মুদা পরময়া যুক্তস্তস্যাং সঙ্গম্য তয়া সহাস্তে ॥১২

অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুকুলজাত পরীক্ষিৎ নামক এক রাজা ছিলেন। তিনি এক সময় মৃগয়া করিতে বহির্গত হইলেন।৩

তিনি একমাত্র অশ্বে আরোহণ করিয়া কোন হিংস্র পশুর অনুসরণ করিতেছিলেন; তাহার ফলে, সেই পশু অধিক বেগে দৌড়াইয়া তাঁহাকে দূরে লইয়া গেল।৪

পথশ্রমে শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া তিনি কোন প্রদেশে এক নীল গহনবন দেখিলেন।৫

তারপর সেই বনমধ্যে প্রবেশ করত এক রমণীয় সরোবর দর্শন করিলেন এবং তথায় অশ্বের সহিত অবগাহন করিলেন।৬

অনন্তর তিনি আশ্বস্ত হইয়া পশ্চের বালসমূহ অশ্বের অগ্রভাগে নিক্ষেপ করত তাহাকে খাইতে দিয়া স্বয়ং পুষ্করিণীতীরে উপবেশন করিলেন। তথায় শয়ান অবস্থায় তিনি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন।৭

রাজা সেই সঙ্গীত শুনিয়া বিস্ময় করিলেন যে, "নিশ্চয়ই এখানে কোন মনুষ্য আছে, নতুবা কাহার এই সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইতেছি' ।৮

তারপর রাজা দেখিলেন যে, একটি পরমা সুন্দরী কন্যা পুষ্পচয়ন করিতে করিতে গান করিতেছে। কন্যাটি ভ্রমণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।৯

রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে কল্যাণি। তুমি কে এবং কাহার ভার্য্যা"? মেয়েটি বলিল,—"আমি এখনও কন্যা—আমার বিবাহ হয় নাই"। রাজা বলিলেন,—"আমি তোমাকে পাইতে চাই"।১০

কন্যা বলিল,—"একটি সর্ত্তের বিনিময়ে আমাকে লাভ করিতে পারেন, অন্যথা নহে"। রাজা তখন তাহাকে তাহার "সর্ত্ত কি" তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কন্যা বলিল,—"আমাকে কখনও জল দেখাইবেন না—ইহাই সর্ত্ত"।১১

রাজা তাহার সর্ত্ত স্বীকার করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং বিবাহের পর রাজা আনন্দে

ততস্তত্রৈবাগীনে রাজনি সেনাগচ্ছৎ ॥১৩

সা সেনোপবিষ্টং রাজানং পরিবার্য্যাতিষ্ঠৎ। পর্য্যাপ্তস্চ রাজা তয়ৈব সহ শিবিকয়া প্রাসাদবরোষ্টিতয়া স্বং নগরমনুপ্রাপ্য রহসি তয়া সহাস্তে ॥১৪

তত্রাভ্যাসন্নোঽপি কঞ্চিন্নাপশ্যদথ প্রধানামাত্যোঽভ্যাগচ্ছত্তস্ত স্ত্রিয়োঽপৃচ্ছৎ ॥১৫

কিমত্র প্রয়োজনং বর্ত্ততে ইত্যথাব্রুবংস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৬

অপূর্ব্বমিব পশ্যাম উদকং নাত্র নীয়ত ইত্যথামাত্যোঽব্রুবীৎ বনং কামদ্রিয়োদারবৃক্ষং বহুপুষ্পফলমূলং তস্য মধ্যে যুক্তাজালময়ীং পার্শ্বে বাপীং গূঢ়াং সুধাসলিলনিপ্তাং স রহস্যুপগম্য রাজানমব্রবীৎ ॥১৭

বনমিদমুদারকং সাধ্বত্র রম্যতামিতি ॥১৮

স তস্য বচনাৎ তয়ৈব সহ দেব্যা তদ্ বনং প্রাবিশৎ স কদাচিৎ তস্মিন্ কাননে মধ্যে তয়ৈব সহ ব্যবাহরমথ ক্ষুত্তৃষ্ণাদিতঃ শ্রান্তোঽভিমুক্তকাগারমপশ্যৎ ॥১৯

তৎ প্রবিশ্য রাজা সহ প্রিয়য়া সুধাকল্পাং বিমলাং সলিলপূর্ণাং বাপীমপশ্যৎ ॥২০

দৃষ্ট্বৈব চ তাং তস্যাশ্চ তীরে সহৈব তয়া দেব্যাবাতিষ্ঠৎ ॥২১

অথ তাং দেবীং স রাজাব্রবীৎ সাধ্ববতর বাপীসলিলমিতি। সা তথেতি শ্রুত্বাবতীর্য্য বাপীং স্নাত্বোদ্ধৃত্য পুনরুদযচ্ছৎ ॥২২

তাহার সঙ্গে বিহার করিতে লাগিলেন। একান্তে তাহার সহিত মিলিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন।১২

তারপর একদিন সেইখানে বসিয়া আছেন, এমন অবস্থায় তাঁহার সেনাবাহিনী তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।১৩

সেই সেনা রাজাকে পরিবেষ্টন করত অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা তখন সেই সুন্দরীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া অবগুণ্ঠিত অবস্থায় নগরে লইয়া আসিলেন এবং তাহার সহিত একান্তে বাস করিতে লাগিলেন।১৪

রাজার নিকটস্থ হইয়াও কেহ রাজার দর্শন পাইত না। অনন্তর প্রধানমন্ত্রী রাজার নিকটস্থ প্রহরারত স্ত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৫

"তোমরা এখানে কি করিতেছ"? তদুত্তরে সেই স্ত্রীগণ বলিল।১৬

আমরা "এখানে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি, রাজার অন্তঃপুরে জল প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না"।

তখন প্রধানমন্ত্রী একটি জলশূন্য বহু ফলপুষ্পসমন্বিত বৃক্ষে পরিপূর্ণ একটি বন নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ বনের মধ্যভাগে একপার্শ্বে অমৃততুল্য সলিলে পরিপূর্ণা লতাগুল্মাদির দ্বারা আচ্ছন্না একটি বাপী (ক্ষুদ্র পুষ্করিণী) নির্ম্মাণ করিয়া রাজাকে একান্তে বলিলেন।১৭

এই বনটি বড়ই মনোরম, আপনি এখানে স্বচ্ছন্দে বিহার করুন।১৮

প্রধানমন্ত্রীর কথায় রাজা সেই দেবীর সহিত সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় একদিন তিনি ঐ দেবীর সহিত বিহার করিতে করিতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় শ্রান্ত হইয়া একটি বাসন্তী-লতানির্ম্মিত মণ্ডপ দেখিতে পাইলেন।১৯

তাহাতে প্রিয়ার সহিত প্রবেশ করিয়া রাজা সুধাতুল্য স্বচ্ছ জল-পরিপূর্ণা সেই বাপী দেখিতে পাইলেন।২০

বাপীকে দেখিয়া উহার তীরে সেই দেবীর সহিত দণ্ডায়মান হইলেন।২১

তাং স মুগয়মাণো রাজা নাপশ্যদ্ বাপীমথ নিষ্প্রাব্য মণ্ডূকং বক্ত্রমুখে দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধ আজ্ঞাপয়ামাস চ রাজা ॥২৩

সর্বত্র মণ্ডূকবধঃ ক্রিয়তামিতি যো মদ্রার্থী স মাং মৃতমণ্ডূকোপায়নমাদায়োপতিষ্ঠেদিতি ॥২৪

অথ মণ্ডূকবধে ঘোরে ক্রিয়মাণে দিদৃক্ষু সর্বান্ মণ্ডূকান্ ভয়মাবিবেশ। তে ভীতা মণ্ডূকরাজে যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ন্ ॥২৫

ততো মণ্ডূকরাট্ তাপসবেশধারী রাজানমভ্যগচ্ছদুপেত্য চৈনমুবাচ ॥২৬

মা রাজন্ ক্রোধবশং গমঃ, প্রসাদং কুরু, নার্হসি মণ্ডূকানামনপরাধিনাং বধং কর্তুমিতি। শ্লোকৌ চাত্র ভবতঃ ॥২৭

মা মণ্ডূকান্ বিনাংসীস্ত্বং

কোপং সংহারয়াচ্যুত।

প্রক্ষীয়তে ধনোদ্রেকো

জনানামবিজানতাম্ ॥২৮

প্রতিজানীহি নৈতাংস্ত্বং

প্রাপ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যসি।

অলং কৃত্বা তবাধর্মং

মণ্ডূকৈঃ। কং হনিষ্যসি তে ॥২৯

তমেবংবাদিনমিষ্টজনশোকপরীতাত্মা রাজাথোবাচ ॥৩০

ন হি ক্ষম্যতে তন্মম হনিষ্যাম্যেতানেভির্দুরাত্মভিঃ প্রিয়া মে ভক্ষিতা। সর্বথৈব মে বধ্যা মণ্ডূকা, নার্হসি বিঘ্নং মানুপরোদ্ধুমিতি ॥৩১

অনন্তর দেবীকে রাজা বলিলেন,—এই বাপীসলিলে সাবধানে অবতরণ কর। তিনি রাজার কথায় সেই বাপীসলিলে অবতীর্ণ হইয়া নিমজ্জিতা হইলেন, আর উঠিলেন না ।২২

রাজা তাঁহাকে অনেক অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাইলেন না। তখন বাপীকে জলশূন্য করাইয়া গর্তমুখে একটি মণ্ডূক দর্শন করত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই রাজা আজ্ঞা করিলেন ।২৩

সর্বত্র মণ্ডূকের বধ কর। যে আমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবে, সে মৃত মণ্ডূকই উপহারস্বরূপ লইয়া উপস্থিত হইবে ।২৪

অনন্তর সর্বদিকেই মণ্ডূকের ভয়ঙ্কর বধ আরম্ভ হইল; তাহাতে মণ্ডূকগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হইল। মণ্ডূকগণ ভীত হইয়া তখন মণ্ডূকরাজের নিকট গিয়া সব নিবেদন করিল ।২৫

তখন মণ্ডূকরাজ তাপসের বেশ ধারণ করত রাজার নিকট গমন করিলেন এবং গিয়া বলিলেন ।২৬

হে রাজন্! আপনি ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। আমার উপর কৃপা করুন। আপনি নিরপরাধ মণ্ডূকগণকে বধ করিবেন না। এসম্বন্ধে দুইটি শ্লোক আছে ।২৭

হে অমরতিয়া হইতে অবিচ্যুত রাজন্! আপনি মণ্ডূকগণকে বধ করিবেন না; ক্রোধকে সংযত করুন। অবিবেকপূর্বক যাহারা কাজ করে, তাহাদের ধনাগম ক্ষীণ হয় ।২৮

আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, মণ্ডূক পাইলেও ক্রোধ করিবেন না; এই অধর্ম করিয়া আপনার কি লাভ? এই মণ্ডূকগুলির বিনাশের বিনিময়ে আপনার কি লাভ হইবে ।২৯

তিনি এই কথা বলিলে প্রিয়জন বিরহে শোকাকুল রাজা তাঁহাকে বলিলেন ।৩০

স তদ্ বাক্যমুপলভ্য ব্যথিতেন্দ্রিয়মনাঃ প্রোবাচ প্রসীদ রাজন্নহমাসুর্নাম মতুকরাজো মম সা দুহিতা সুশোভনা নাম। তস্যা হি দৌঃশীল্যমেতদ্ বহবস্ত্বয়া রাজানো বিপ্রলব্ধাঃ পূর্ব্বা ইতি ॥৩২

তমব্রবীদ্ রাজা তয়া সমর্থো, না যে দীয়তামিতি ॥৩৩

অথৈনাং রাজ্ঞে পিতাদাদত্রয়ীজ্ঞেনাসেবং রাজানং শুশ্রূষেতি ॥৩৪

স এবমুক্ত্বা দুহিতরং ক্রুদ্ধঃ শশাপ যস্মাৎ ত্বয়া রাজানো বিপ্রলব্ধা বহবস্তস্মাদ্ব্রহ্মণ্যানি তবাপত্যানি ভবিষ্যন্ত্যনৃতিকত্বাৎ ত্বমেতি ॥৩৫

স চ রাজা তামুপলভ্য তস্যাং সুরতশ্রমনিবদ্ধহৃদয়ো লোকত্রয়ৈশ্বর্য্যমিবোপলভ্য হর্ষেণ বাষ্পকলয়া বাচা প্রণিপত্যাভিপূজ্য মতুকরাজমব্রবীদনুগৃহীতোঽস্মীতি ॥৩৬

স চ মতুকরাজো দুহিতরমনুজ্ঞাপ্য যথাগতমগচ্ছৎ ॥৩৭

অথ কস্যচিৎ কালস্য তস্যাং কুমারাস্ত্রয়স্তস্য রাজ্ঞঃ সম্বভূবুঃ শলো দলো বলশ্চেতি। তেষাং জ্যেষ্ঠং শলং সময়ে পিতা রাজ্যেঽভিষিচ্য তপসি ধৃতাত্মা বনং জগাম ॥৩৮

অথ কদাচিজ্জ্যেষ্ঠো মৃগয়ামনুচরন্ মৃগমাসাদ্য রথেনাশ্বাবৎ ॥৩৯

আমি ইহাদিগকে ক্ষমা করিব না, ইহারা আমার প্রিয়াকে খাইয়া ফেলিয়াছে, সেইজন্য সর্ব্বপ্রকারে মত্ক আমার বধ্য। বিদ্বন্! আপনি এবিষয়ে কোন অনুরোধ আমাকে করিবেন না।৩১

রাজার কথা শুনিয়া মতুকরাজের মন ও ইন্দ্রিয় ব্যথিত হইল। তিনি বলিলেন,—"হে রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন; আমি আসুনামক মতুকরাজ; আপনার প্রিয়া আমার কন্যা সুশোভনা; তাহার এই রূপই দুষ্টস্বভাব; সে এইভাবে পূর্ব্বে অনেক রাজাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে"।৩২

রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি আপনার কন্যাকে চাই; আপনি তাহাকে আমায় দিন।"৩৩

অনন্তর পিতা আসু রাজা পরীক্ষিৎকে সেই কন্যা প্রদান করত কন্যাকে বলিলেন,—"তুমি রাজার সেবা কর"।৩৪

এই কথা বলিয়া মতুকরাজ নিজ কন্যার দুষ্টস্বভাবের কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে শাপ দিয়া বলিলেন,—তুমি যেহেতু পূর্ব্বে বহু রাজাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছ, এজন্য তোমার পুত্রগণ ব্রাহ্মণবিরোধী হইবে, কারণ, তুমি মিথ্যাব্যবহারপরায়ণা।৩৫

রাজা তাহাকে পাইয়া তাহার রতিকলাসম্বন্ধী গুণে বশীভূত হইলেন। তাহাকে পাইয়া যেন তিনি লোকত্রয়ের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন। তখন হর্ষভরে বাষ্পগদ্গদচিত্তে মতুকরাজকে বলিলেন,—আমি পরম অনুগৃহীত হইলাম।৩৬

তারপর সেই মতুকরাজ কন্যার সম্মতি লইয়া নিজস্থানে প্রস্থান করিলেন।৩৭

তারপর কিছুকাল পরে রাজার ঔরসে ঐ মতুকন্যার গর্ভে শল, দল ও বল নামক তিনটি পুত্র হইল। তারপর জ্যেষ্ঠপুত্র শল বড় হইলে রাজা তাহার উপর রাজ্যভার প্রদান করিয়া তপস্যা

সূতং চোবাচ শীঘ্রং যাং বহস্বেতি। স তথোক্তঃ সূতো যাজ্ঞসেনমব্রবীৎ ॥৪০

ন ক্রিয়তামনুবন্ধো নৈষ শক্যস্ত্বয়া মৃগোঽয়ং গ্রহীতুং যদ্যপি তে রথে যুক্তৌ বাম্যৌ স্যাতামিতি। ততোঽব্রবীদ্ রাজা সূতমাচক্ষ্ব মে বাম্যৌ হয়ি চ স্বামিতি। স এবমুক্তো রাজভয়ভীতঃ সূতো বামদেবশাপভীতশ্চ তদ্ নাচখ্যৌ রাজ্ঞে। ততঃ পুনঃ স রাজা খড়্গমুদ্যম্য শীঘ্রং কথয়স্বেতি তমাহ ঘ্নিষ্যে ত্বামিতি। স তমাহ রাজভয়ভীতঃ সূতো বামদেবস্যাশ্বৌ বাম্যৌ মনোজবাবিতি ॥৪১

অথৈনমেবং ব্রুবাণমব্রবীদ্ রাজা বামদেবাশ্রমং প্রয়াহীতি স গত্বা বামদেবাশ্রমং তমৃষিমব্রবীৎ ॥৪২

ভগবন্ মৃগো মে বিদ্ধঃ পলায়তে সম্ভাবয়িতুমর্হসি বাম্যৌ দাতুমিতি। তমব্রবীন্মহর্ষির্দদানি তে বাম্যৌ কৃতকার্য্যেণ ভবতা মমৈব বাম্যৌ নির্যাত্যৌ ক্ষিপ্রমিতি। স চ তাবশ্বৌ প্রতিগৃহ্যানুজ্ঞাপ্য ঋষিং প্রায়াদ্ বাম্যপ্রযুক্তেন রথেন মৃগং প্রতিগচ্ছংশ্চাব্রবীৎ সূতমশ্বহৃদ্যাবিমাবযোগ্যৌ ব্রাহ্মণানাং নৈতৌ প্রতিদেয়ৌ বামদেবায়েত্যুক্ত্বা মৃগমবাপ্য স্বনগরমেত্যাশ্বাবন্তঃপুরেঽস্থাপয়ৎ ॥৪৩

অথাভিশ্চিন্তয়ামাস তদ্দিনে রাজপুত্রঃ কল্যাণং পত্রমাসাদ্য রমতে ন প্রতিনির্যাতয়ত্যেনং কচ্চিদিতি ॥৪৪

স মনসা বিচিন্ত্য মাসি পূর্ণে শিষ্যমব্রবীৎ ॥৪৫

করিবার জন্য মানসিক বাসনা লইয়া বনে চলিয়া গেলেন।৩৮

অনন্তর কোন সময়ে রাজা পল মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া রথে চড়িয়া একটি মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।৩৯

তখন তিনি সারথিকে বলিলেন,—"শীঘ্র রথ চালাও"। তাহা শুনিয়া সারথি রাজাকে বলিল।৪০

"আপনি এই মৃগকে ধরিবার জন্য অত্যাগ্রহ করিবেন না, কারণ, আপনি এই পশুকে ধরিতে পারিবেন না। আপনার রথে যদি দুইটি বাম্য-অশ্ব যোজিত হইত, তাহা হইলে হয়ত আপনি ইহাকে ধরিতেও পারিতেন। রাজা সারথিকে বলিলেন,—বাম্য-অশ্বের কথা বল, নতুবা তোমাকে বধ করিব। তখন সারথি রাজা ও বামদেবের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। রাজা খড়্গ উদ্যত করিয়া তাহাকে বলিলেন,—"তুমি শীঘ্র বল, নতুবা তোমাকে এখনই বধ করিব। তখন সে রাজভয়ে ভীত হইয়া বলিল,—মহর্ষি বামদেবের দুইটি অশ্বকেই বাম্য-অশ্ব বলা হয়। তাহাদের গতি মনের ন্যায় বেগবতী।৪১

সারথি এই কথা বলিলে তাহা শুনিয়া রাজা তাহাকে বামদেবের আশ্রমের দিকে রথ চালাইতে বলিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বামদেবাশ্রমে উপনীত হইয়া সেই ঋষিকে বলিলেন।৪২

"হে ভগবন্! আমি মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু সে পলাইয়া যাইতেছে; তাহাকে ধরিবার জন্য আপনার অশ্ব দুইটি দিন"। ঋষি বলিলেন,—"আমি দিতেছি বটে, কিন্তু আপনার কাজ হইলেই আপনি বাম্য অশ্ব দুইটি শীঘ্র ফিরাইয়া দিবেন। রাজা সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া অশ্বদুইটি লইয়া প্রস্থান করিলেন। তারপর সেই বাম্য-অশ্বযুক্ত রথে মৃগের প্রতি ধাবিত হইতে হইতে রাজা সারথিকে বলিলেন,—"দেখ এই অশ্বদ্বয় ব্রাহ্মণের যোগ্য নয়, সুতরাং ইহা বামদেবকে ফিরাইয়া দিব না"। তাহার পর মৃগলাভ করত রাজা স্বনগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া অশ্ব দুইটিকে অন্তঃপুরে রাখিয়া দিলেন।৪৩

গচ্ছাত্রেয় রাজানং ব্রূহি—যদি পর্য্যাপ্তং নির্যাত-য়োপাধ্যায়বাম্যাবিতি। স গত্বৈবং তং রাজানম-ব্রবীৎ তং রাজা প্রত্যুবাচ যাজ্ঞামেতদ্বাহনমনর্হা ব্রাহ্মণা বহ্বানামেবং বিধানাং কিং ব্রাহ্মণানামনৈঃ কার্য্যং সাধু গম্যতাম্ ॥৪৬

স গত্বৈতদুপাধ্যায়ায়চক্ষ্ট তচ্ছ্রুত্বা বচনমপ্রিয়ং বামদেবঃ ক্রোধপরীতাত্মা স্বয়মেব রাজানমভিগম্যা-র্থমচোদয়ত্ চোদ্যমানো রাজা ॥৪৭

বামদেব উবাচ।

প্রযচ্ছ বাম্যৌ মম পার্থিব ত্বং
কৃতং হি তে কার্য্যমাত্যাশকাম্।
মা ত্বা বধীদ্ বরুণো ঘোরপাশৈ-
র্ব্রহ্ম-ক্ষত্রান্তরে বর্ত্তমানম্ ॥৪৮

রাজোবাচ।

অনড্বাহৌ সুব্রতৌ সাধু দান্তা-
বেতদ্ বিপ্রাণাং বাহনং বামদেব।
তাভ্যাং যাহি ত্বং তত্র কামো যথর্ষে
ছন্দাংসি বৈ তাদৃশং সংবহন্তি ॥৪৯

বামদেব উবাচ।

ছন্দাংসি বৈ মাদৃশং সংবহন্তি
লোকেঽস্মিন্ পার্থিব যানি সন্তি।
অস্মিংস্তু লোকে মম যানমেত-
দস্মদ্বিধানামপরেষাঞ্চ রাজন্ ॥৫০

তারপর এদিকে ঋষি চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এই তরুণ রাজকুমার আমার উত্তম ঘোড়া দুইটিকে লইয়া আনন্দ করিতেছে; কিন্তু উহাকে ফিরাইয়া দিতেছে না; অহো কি কষ্ট!"৪৪

তিনি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া একমাস পূর্ণ হইলে শিষ্যকে বলিলেন।৪৫

হে আত্রেয়! তুমি গিয়া রাজাকে বল,—"আপনার কাজ হইয়া থাকিলে গুরুদেবের বাম্য-অশ্ব দুইটি ফিরাইয়া দিন"। সে গিয়া রাজাকে ঐ কথা বলিলে রাজা বলিলেন,—"এইরূপ অশ্বরথ ক্ষত্রিয়েরই যোগ্য, ব্রাহ্মণের নহে; এইরূপ অশ্বের দ্বারা ব্রাহ্মণের কি কার্য্য সিদ্ধ হইবে? ক্ষত্রিয়ের কার্য্যই ইহার দ্বারা সিদ্ধ হইবে। সুতরাং আপনি কুশলের সহিত প্রস্থান করুন"।৪৬

শিষ্য আত্রেয় আশ্রমে আসিয়া উপাধ্যায় বামদেবকে সব কথা বলিলেন। সেই অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া বামদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নিজেই রাজার নিকট গেলেন এবং অশ্ব দুইটিকে ফিরাইয়া দিবার জন্য রাজাকে বলিলেন; কিন্তু রাজা তাহা দিলেন না।৪৭

বামদেব বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার অসাধ্য কার্য্য তুমি আমার এই অশ্ব দুইটির দ্বারা করাইয়া লইয়াছ; এখন আমার অশ্ব দুইটিকে ফিরাইয়া দাও। তুমি এখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত; এমন না হয় যে, তোমার মিথ্যা-ভাষণের জন্য বরুণদেব তাঁহার ঘোর পাশের দ্বারা তোমাকে বাঁধিয়া ফেলেন।৪৮

রাজা বলিলেন,—হে মহর্ষি বামদেব! আপনাকে শান্ত, হৃষ্টপুষ্ট ও শিষ্টস্বভাবের দুইটি বৃষ প্রদান করিতেছি। আপনি উহাকে লইয়াই সন্তুষ্ট-চিত্তে ফিরিয়া যান; ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত বাহন। ইহাদিগকে গাড়ীতে জুড়িয়া আপনি যেখানে খুশী যাইতে পারিবেন। অধিক কি, আপনার ন্যায় মহাপুরুষগণের ভার বরং বেদই বহন করিয়া থাকেন।৪৯

বামদেব বলিলেন,—রাজন্! বেদসমূহ আমাদের ন্যায় মহর্ষিগণের ভার বহন করেন বটে,

রাজোবাচ।

চত্বারস্ত্বাং বা গর্দভাঃ সংবহন্তু
শ্রেষ্ঠাশ্বতর্য্যো হরয়ো বাতরংহাঃ।
তৈস্ত্বং যাহি ক্ষত্রিয়স্তৈরেব বাহৈ-
র্মমৈব বাহ্যৌ ন তবেতৌ হি বিদ্ধি ॥৫১

বামদেব উবাচ।

ঘোরং ব্রতং ব্রাহ্মণৈস্তদ্বহন্তং
বেত্তুং রাজন্ যদিহাজীবমানঃ।
অন্তর্ধয়া ঘোররূপা মহান্ত-
শ্চত্বারো বা যাতুধানাঃ সুরৌদ্রাঃ ॥
ময়া প্রযুক্তাস্ত্বদ্বধমীপ্সমানা
বহন্তু ত্বাং শিতশূলাশ্চতুর্থা ॥৫২

রাজোবাচ।

যে ত্বাং বিদুর্ব্রাহ্মণং বামদেব
বচা হন্তুং মনসা কর্মণা বা।
তে ত্বাং শলিষ্যন্তি পাতয়ন্তু
মদ্বাক্যসুখাঃ শিতশূলাদিহস্তাঃ ॥৫৩

বামদেব উবাচ;

মমৈতৌ বাহ্যৌ প্রতিগৃহ্য রাজন্
পুনর্দদানীতি প্রপদ্য যে ত্বম্।
প্রযচ্ছ শীঘ্রং মম বাহ্যৌ ত্বমদ্যৌ
যদ্যাত্মানং জীবিতুং তে ক্ষমং স্যাৎ ॥৫৪

রাজোবাচ।

ন ব্রাহ্মণেভ্যো মৃগয়া প্রসূতা
ন ত্বাদৃশাস্ত্বদ্বিধপ্রকৃতি হ্যসত্যম্।
তবৈবাজ্ঞাং সম্প্রতিধায় সর্বাং
তথা ব্রহ্মন্ পুণ্যলোকং লভেয়ম্ ॥৫৫

কিন্তু তাহা পরলোকে। ইহলোকে আমাদের ও অন্যান্যদের চলাফেরার পক্ষে এই অশ্বই তো উপযুক্ত বাহন।৫০

রাজা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তাহা হইলে চারিটি গর্দভ কিংবা বায়ুবেগে গমনশীল অন্য চারিটি অশ্ব আপনার বহনকার্য্যে নিযুক্ত থাকুক এবং ঐ বাহনদ্বারাই আপনি গমন করুন। এই যে বাহন দুইটি, ইহা আমাদের ন্যায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই যোগ্য; সুতরাং ইহা আমারই, আপনার নয়—ইহাই জানিয়া রাখুন।৫১

বামদেব বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি ব্রাহ্মণের ধন হরণ করত নিজে উপভোগ করিতে চাহিতেছ; ইহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কর্ম্ম। তুমি যদি আমাকে আমার অশ্ব ফিরাইয়া না দাও, তবে আমার আজ্ঞানুসারে চারিজন বিকটাকার ও লৌহবৎ কঠিন শরীরধারী রাক্ষস হাতে তীক্ষ্ণ ত্রিশূল লইয়া তোমার বধেচ্ছু হইয়া তোমার দিকে ধাবমান হইবে এবং তোমার শরীরকে চারিখণ্ড ছিন্নভিন্ন করিয়া উঠাইয়া লইয়া যাইবে।৫২

রাজা বলিলেন,—হে বামদেব! আপনি ব্রাহ্মণ হইয়াও বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা আমাকে বধ করিতে চাহেন; ইহা আমার অনুচরগণ সকলেই জানিতে পারিয়াছে; সুতরাং আমার আজ্ঞামাত্রই শলিষ্য আপনাকে তাহারা তীক্ষ্ণ ত্রিশূল ও শলির দ্বারা পূর্ব্বেই কৃপাতিত করিয়া ফেলিবে।৫৩

বামদেব বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি আমার শরণাগত হইয়া 'পুনরায় ফিরাইয়া দিব' এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে আমার বাহ্য-অশ্বদ্বয়কে লইয়াছিলে। এই অবস্থায় তুমি যদি প্রাণে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে শীঘ্র আমার অশ্ব ফিরাইয়া দাও।৫৪

রাজা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! (এই অশ্ব দুইটি

বামদেব উবাচ।

নানুযোগা ব্রাহ্মণানাং ভবন্তি
বাচা রাজন্ মনসা কর্ম্মণা বা।
যজ্ঞেবং ব্রহ্ম তপসাপ্নোতি বিদ্বাং-
স্তেন জ্যেষ্ঠো ভবতি হি জীবমানঃ ॥৫৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তে বামদেবেন রাজন্
সমুত্তস্থু রাক্ষসা ঘোররূপাঃ।
তৈঃ শূলহস্তৈর্বধ্যমানঃ স রাজা
প্রোবাচেদং বাক্যমুচ্চৈস্তদানীম্ ॥৫৭

ইক্ষ্বাকবো যদি বা মাং ত্যজেয়ু-
র্বিদেহা মে যদি চেমে বিশোঽপি।
নোৎসৃজ্যেঽহং বামদেবস্য বাজৌ
নৈবংবিধা ধর্ম্মশীলা ভবন্তি ॥৫৮

এবং ব্রুবন্নেব স যাতুধানৈ-
র্হতো জগামাশু মহীং ক্ষিতীশঃ।
ততো বিদিত্বা নৃপতিং নিপাতিত-
মিক্ষ্বাকবো বৈ বলমভ্যষিঞ্চন্ ॥৫৯

রাজ্যে তদা তত্র গত্বা স বিপ্রঃ
প্রোবাচেদং বচনং বামদেবঃ।
বলং রাজানং ব্রাহ্মণানাং হি দেয়-
মেবং রাজন্ সর্ব্বধর্ম্মেষু দৃষ্টম্ ॥৬০

বিভেষি চেৎ স্বধর্ম্মাদরেন্দ্র
প্রযচ্ছ মে শীঘ্রমেবাশু বাজৌ।
এতচ্ছ্রুত্বা বামদেবস্য বাক্যং
স পার্থিবঃ সূতমুবাচ ঘোষাৎ ॥৬১

শিকারের উপযোগী) ব্রাহ্মণের জন্য মৃগয়ার (শিকার করার) বিধান নাই যে, তাহার জন্য অশ্বের প্রয়োজন হইবে। যদিও আপনি অসত্য বলিতেছেন, তথাপি আমি আপনাকে দণ্ড দিব না এবং আজ হইতে আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া চলিব; যাহাতে আমি পুণ্যলোক লাভ করিতে পারি; (কিন্তু এই অশ্ব আপনি ফিরিয়া পাইবেন না)।৫৫

বামদেব বলিলেন,—হে রাজন্! বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা কোন অনুশাসন বা দণ্ড ব্রাহ্মণের উপর আপতিত করা চলে না—এইরূপ ভাবনা লইয়া যে কষ্ট সহন করত ব্রাহ্মণের সেবা করে, সেই ব্যক্তিই ঐ কর্ম্মের দ্বারা জ্যেষ্ঠ হইয়া জীবিত থাকে।৫৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! বামদেব এই কথা বলিতে বলিতেই ঘোরাকৃতি চারিটি রাক্ষস শূলহস্তে আবির্ভূত হইয়া রাজাকে ত্রিশূলের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল; তখন রাজা উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৫৭

যদি ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং আমার অনুচর প্রজাবর্গও আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বামদেবের বাজী অশ্ব দুইটিকে ফিরাইয়া দিব না; কারণ, এইরূপ আচরণকারী ব্যক্তিগণ কখনও ধার্ম্মিক হয় না।৫৮

এই কথা বলিতে বলিতেই রাজা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তারপর ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ যখন জানিলেন যে, নৃপতি বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন তাঁহারা বলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।৫৯

তখন বিপ্রবর বামদেব পুনরায় সেই রাজ্যে গমন করিয়া রাজা বলকে এই কথা বলিলেন,—রাজন্! ব্রাহ্মণের জিনিষ ব্রাহ্মণকেই দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বধর্ম্মের বিধান।৬০

একং হি মে সায়কং চিত্ররূপং
দিব্যং বিষেণাহর সংগৃহীতম্।
যেন বিদ্ধো বামদেবঃ পপাত
সন্দশ্যমানঃ শ্বভিরার্তরূপঃ ॥৬২

বামদেব উবাচ।
জানামি পুত্রং দশবর্ষং তবাহং
জাতং মহিষ্যাং শ্যেনজিতং নরেন্দ্র।
তং জাহি ত্বং মদ্বচনাৎ প্রণুন্ন-
স্তূর্ণং প্রিয়ং সায়কৈর্ঘোররূপৈঃ ॥৬৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবমুক্তো বামদেবেন রাজ-
ন্নন্তঃপুরে রাজপুত্রং জঘান।
স সায়কস্তিগ্মতেজা বিসৃষ্টঃ
শ্রুত্বা বলস্তত্র বাক্যং বভাষে ॥৬৪

হে মহারাজ! তুমি যদি অধর্মকে ভয় কর, তবে আমার বাম্য অবয়ব শীঘ্র প্রত্যর্পণ কর। বামদেবের এই কথা শুনিয়া রাজা ঘোরস্বরে সূতকে বলিলেন।৬১

হে সূত! তুমি আমার সেই বিষলিপ্ত ও মন্ত্রে রক্ষিত অদ্ভুত বাণটি লইয়া আইস। আমি উহা দ্বারা বামদেবকে বিদ্ধ করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিব এবং তারপর কুকুরে উহার মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে থাকিলে সে আর্ত হইয়া ছটফট করিবে।৬২

বামদেব বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! আমি জানি তোমার রাণীর গর্ভে উৎপন্ন একটী দশ বৎসর বয়স্ক শ্যেনজিৎ নামে প্রিয় পুত্র আছে। তুমি আমার বাক্যে প্রেরিত হইয়া সেই তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা এই মুহূর্তেই সেই পুত্রকে বধ করিবে।৬৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! বামদেব এই কথা বলামাত্রই ঐ প্রতিভেজা বাণ বহু

রাজোবাচ।
ইক্ষ্বাকবো হন্ত চরামি যঃ প্রিয়ং
নিহন্মীমং বিপ্রমস্য প্রবধ্য।
আনীয়তামপরস্তিগ্মতেজাঃ
পশ্যন্তু মে বীর্যমদ্য ক্ষিতীশাঃ ॥৬৫

বামদেব উবাচ।
যৎ ত্বমেনং সায়কং ঘোররূপং
বিষেণ দিগ্ধং মম সন্ধাসি।
ন ত্বেতং ত্বং শক্ষ্যসে বিমোক্তুং
সন্ধাতুং বা শক্যসে মানবেন্দ্র ॥৬৬

রাজোবাচ।
ইক্ষ্বাকবঃ পশ্যত মাং গৃহীতং
ন বৈ শক্নোম্যেষ শরং বিমোক্তুম্।
ন চাস্য কর্তুং নাশমভ্যুৎসহামি
আয়ুষ্মান্ বৈ জীবতু বামদেবঃ ॥৬৭

হইতে নির্গত হইয়া অন্তঃপুরস্থিত রাজপুত্রকে বধ করিল। এই সংবাদ শুনিয়া বল এই কথা বলিলেন।৬৪

রাজা বলিলেন,—হে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ! আমি আপনাদের প্রিয় কার্য করিব। আপনারা আমার বীর্য দর্শন করুন, আমি এখনই এই ব্রাহ্মণকে মথিত করিয়া বধ করিব। হে সারথে! তুমি অপর একটী তীব্রতেজা বাণ লইয়া আইস।৬৫

বামদেব বলিলেন,—তুমি যে এই বিষলিপ্ত ঘোর বাণ আমাকে মারিবার জন্য সন্ধান করিতে উদ্যত হইয়াছ, হে রাজন্! তুমি উহা সন্ধান করিতে বা আমার উপর নিক্ষেপ করিতেই সমর্থ হইবে না।৬৬

রাজা বলিলেন,—হে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ! দেখুন, আমার শক্তি এমন স্তম্ভীকৃত হইয়াছে যে, আমি বাণ গ্রহণ করিয়াও উহা পরিত্যাগ করিতে

বামদেব উবাচ।

সংস্পৃষ্টেনাং মহিষীং পাদকেন
ততস্তস্মাদেনসো মোক্ষ্যসে ত্বম্।
ততস্তথা কৃতবান্ পার্থিবস্ত
ততো মুনিং রাজপুত্রী বভাষে ॥৬৮

রাজপুত্র্যুবাচ।

যথা মুক্তা বাহুদেবাহমেনং
দিনে দিনে সংবিশন্তী নৃশংসম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো মৃগয়ন্তী সুনৃতানি
তথা ব্রহ্মন্ পুণ্যলোকং লভেয়ম্ ॥৬৯

বামদেব উবাচ।

ত্বয়া ত্রাতং রাজকুলং শুভেক্ষণে
বরং বৃণুষ্বাপ্রতিমং দদানি তে।
প্রশাধীমং স্বজনং রাজপুত্রি
ইক্ষ্বাকুরাজ্যং সুমহচ্চাপ্যনিন্দ্যে ॥৭০

রাজপুত্র্যুবাচ।

বরং বৃণে ভগবংস্ত্বত্প্রসাদে
বিমুচ্যতাং কিল্বিষাদস্য ভর্তা।
শিবেন চাদ্যাহি সপুত্রবান্ধবং
বরো বৃতো হ্যেষ ময়া দ্বিজাগ্র্য ॥৭১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শ্রুত্বা বচঃ স মুনী রাজপুত্র্যা-
স্তথাস্ত্বিতি প্রাহ কুরুপ্রবীর।
ততঃ স রাজা মুদিতো বভূব
যাম্যো চাস্মৈ প্রদদৌ সম্প্রণম্য ॥৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি মণ্ডূকোপাখ্যানে দ্বিনবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯২

পারিতেছি না। আমি ইহাকে বধ করার উৎসাহ হারাইয়া ফেলিতেছি। এই ব্রাহ্মণ বামদেব দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া জীবিত থাকুন।৬৭

বামদেব বলিলেন,—'তুমি এই বাণের দ্বারা তোমার মহিষীকে স্পর্শ করিলে তুমি এই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবে'। রাজা সেইরূপ করিলে তখন হইতে মুক্ত হইলেন। তখন মহিষী রাজপুত্রী মুনিকে বলিলেন।৬৮

রাজপুত্রী বলিলেন,—হে বামদেব। আমি সাবধান হইয়া আমার পতি এই নৃশংস রাজপুত্রকে প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণের সহিত মিষ্ট কথা বলিতে পরামর্শ দিয়া থাকি এবং আমি স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবার জন্য অবকাশ অন্বেষণ করি। হে ব্রহ্মন্! ইহাতে যেন আমি পুণ্যলোক লাভ করিতে পারি।৬৯

বামদেব বলিলেন,—হে শুভলোচনে! তুমি রাজকুলকে রক্ষা করিয়াছ। তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অনুপম বর দিব। হে অনিন্দ্যে রাজপুত্রি! তুমি ইক্ষ্বাকুগণের সুবিশাল রাজ্য ও স্বজনগণকে শাসন কর।৭০

রাজপুত্রী বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি আজ এইরূপ বরই যাচ্ঞা করিতেছি যে, এই আমার পতি রাজপুত্র সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হউক এবং পুত্রও ব্রাহ্মণগণের সহিত সুখে জীবনযাপন করুক। হে দ্বিজবর! আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিলাম।৭১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কুরুকুলপ্রবীর যুধিষ্ঠির! রাজপুত্রীর কথা শুনিয়া মুনি বলিলেন—"তথাস্তু"। তখন রাজা হৃদয় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মুনিকে প্রণাম করত বামী-অশ্বতর প্রদান করিলেন।৭২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে মণ্ডূকোপাখ্যানবিষয়ক দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯২

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(ইন্দ্রস্য বকমুনেশ্চ সম্বাদঃ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মার্কণ্ডেয়মৃষয়ো ব্রাহ্মণা যুধিষ্ঠিরশ্চ পর্য্যপৃচ্ছন্, ঋষিঃ কেন দীর্ঘায়ুরাসীদ্ বকো মার্কণ্ডেয়স্ত তান্ সর্বানুবাচ ॥১

মহাতপা দীর্ঘায়ুশ্চ বকো রাজন্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২

এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌন্তেয়ো ভ্রাতৃভিঃ সহ ভারত।
মার্কণ্ডেয়ং পর্য্যপৃচ্ছদ্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩

শ্রূয়তে হি মহাভাগ বকো দাল্ভ্যো মহাতপাঃ।
প্রিয়ঃ সখা চ শক্রস্য চিরজীবী চ সত্তম ॥৪

এতদিচ্ছাম্যহং ভগবন্ বক-শক্রসমাগমম্।
সুখ-দুঃখসমাযুক্তং তত্ত্বেন কথয়স্ব মে ॥৫

বৃত্তে দেবাসুরে রাজন্ সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
ত্রয়াণামপি লোকানামিন্দ্রো লোকাধিপোঽভবৎ ॥৬

সম্যগ্ বর্ষতি পর্জন্যে শস্যসম্পদ উত্তমাঃ।
নিরাময়াঃ সুখমিষ্টাঃ প্রজা ধর্মপরায়ণাঃ ॥৭

মুদিতশ্চ জনঃ সর্বঃ স্বধর্মেষু ব্যবস্থিতঃ।
তাঃ প্রজা মুদিতাঃ সর্বা দৃষ্ট্বা বলনিসূদনঃ ॥৮

ততস্তু মুদিতো রাজন্ দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
ঐরাবতং সমাস্থায় তাঃ পশ্যন্ মুদিতাঃ প্রজাঃ ॥৯

আশ্রমাংশ্চ বিচিত্রাংশ্চ নদীশ্চ বিবিধাঃ শুভাঃ।
নগরাণি সমৃদ্ধানি খেটান্ জনপদাংস্তথা ॥১০

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

(ইন্দ্র ও বকমুনির সংবাদ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণসহ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বকমুনি কি করিয়া দীর্ঘায়ু হইলেন"? তদুত্তরে মার্কণ্ডেয় তাঁহাদের সকলকে বলিলেন।১

হে রাজন্! বকমুনি যে মহাতপস্বী ও দীর্ঘায়ু ছিলেন—ইহাতে বিচারের প্রয়োজন নাই।২

হে ভরতবংশধর জনমেজয়! এই কথা শুনিয়া কুন্তীপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

হে মহাভাগসত্তম! শুনা যায়, দল্ভের পুত্র বক মহাতপস্বী, চিরজীবী ও ইন্দ্রের প্রিয়সখা ছিলেন।৪

হে ভগবন্! বকমুনির সহিত ইন্দ্রের যে সমাগম হইয়াছিল, সেই সুখদুঃখমিশ্রিত সংবাদ যথার্থরূপে আমাদের নিকট কীর্তন করুন।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! দেবতা ও অসুরগণের লোমহর্ষণ যুদ্ধ শেষ হইলে লোকপাল ইন্দ্র ত্রিলোকের অধিপতি হইলেন।৬

ইন্দ্রের শাসনকালে মেঘসমূহ যথাসময়ে বর্ষণ করায় ক্ষেত্রসমূহে উত্তম শস্যসম্পদ উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং প্রজাগণ ধর্মপথে স্থিত, রোগ-ব্যাধিশূন্য ও ধর্মপরায়ণ হইল।৭

প্রজাগণ ধর্মনিষ্ঠ হওয়ায় সকল মানুষই আনন্দিত হইল। সেই সমস্ত প্রজাগণকে সুখী দেখিয়া বলানুসূদনী দেবরাজ ইন্দ্রও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাজন্! একদিন ইন্দ্র সেই প্রজাগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ঐরাবতে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন।৮-৯

প্রজাপালনদক্ষাংশ্চ নরেন্দ্রান্ ধর্মচারিণঃ।
উদপানং প্রপা বাপী তড়াগানি সরাংসি চ ॥১১

নানা ব্রহ্মসমাচারৈঃ সেবিতানি দ্বিজোত্তমৈঃ।
ততোঽবতীর্ষো রম্যায়াং পৃথ্যাং রাজন্নুত্তরুভুঃ ॥১২

তত্র রম্যে শিবে দেশে বহুবৃক্ষসমাকুলে।
পূর্বস্যাং দিশি রম্যায়াং সমুদ্রাভ্যাসতো নৃপ ॥১৩

তত্রাশ্রমপদং রম্যং মৃগদ্বিজনিষেবিতম্।
তত্রাশ্রমপদে রম্যে বকং পশ্যতি দেবরাট্ ॥১৪

বকস্তু দৃষ্ট্বা দেবেন্দ্রং চচার প্রীতমানসঃ।
পাদ্যাসনার্ঘ্যদানেন ফলমূলৈরপার্চয়ৎ ॥১৫

সুখোপবিষ্টো বরদস্তত্ত্ব বলসূদনঃ।
ততঃ প্রশ্নং বকং দেব উবাচ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥১৬

শতং বর্ষসহস্রাণি যুবে জাতস্য তেঽনঘ।
সমাখ্যাহি মম ব্রহ্মন্ কিং দুঃখং চিরজীবিনাম্ ॥১৭

বক উবাচ।

অপ্রিয়ৈঃ সহ সংবাসঃ প্রিয়ৈশ্চাপি বিনাভবঃ।
অনর্থৈঃ সম্প্রয়োগশ্চ তদ্দুঃখং চিরজীবিনাম্ ॥১৮

পুত্রদারবিনাশোঽত্র জ্ঞাতীনাং সুহৃদামপি।
পরেষাঞ্চোপজীবিত্বং কিন্নু দুঃখতরং ততঃ ॥১৯

নান্যদ্ দুঃখতরং কিঞ্চিল্লোকেষু প্রতিভাতি মে।
অর্থৈর্বিহীনঃ পুরুষঃ পরৈঃ সম্পরিভূয়তে ॥২০

অকুলানাং কুলে জাতং কুলীনানাং কুলক্ষয়ম্।
সংযোগং বিপ্রয়োগঞ্চ পশ্যন্তি চিরজীবিনঃ ॥২১

রাজন্! তিনি ঐরাবতে চড়িয়া বিচিত্র আশ্রম, বিবিধ কল্যাণকারিণী নদী, সমৃদ্ধ নগর, গ্রাম ও জনপদ পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি সেখানে প্রজাপালননিপুণ ধার্মিক রাজগণ, কূপ, জলসত্র, পুষ্করিণী ও সরোবরসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐসকল সরোবরের তীরে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। এইরূপে নানাস্থান দর্শন করিতে করিতে দেবরাজ রমণীয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন।১০-১২

তারপর ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় পূর্ব্বদিকে বহুবৃক্ষে পরিপূর্ণ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রমে বহু পশু ও পক্ষী বাস করিত। দেবরাজ ইন্দ্র সেই মনোরম আশ্রমে তপস্যানিরত বকমুনিকে দেখিতে পাইলেন।১৩-১৪

বকমুনি দেবেন্দ্রকে দেখিবামাত্রই খুবই আনন্দিত হইলেন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, ফল ও মূলদ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।১৫

অনন্তর সুখে উপবেশন করত বলদৈত্যসূদন বরদাতা দেবরাজ বকমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৬

হে নিষ্পাপ! আপনার একলক্ষ বৎসর পরমায়ু হইল। হে ব্রহ্মন্! বলুন, চিরজীবীর জীবনে কি কি দুঃখের অনুভব হয়?১৭

বক বলিলেন,—অপ্রিয় মনুষ্যগণের সহিত বাস, প্রিয়জনের বিরহ এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও অসদ্ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ—এইগুলি চিরজীবীগণের দুঃখের কারণ।১৮

স্ত্রী-পুত্রাদি এবং জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণের মৃত্যু এবং জীবিকার জন্য অন্যের অধীনতা স্বীকার—ইহা হইতে অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে?১৯

অর্থবিহীন পুরুষের যে অন্যের নিকট হইতে তিরস্কারলাভ—ইহার চেয়ে অধিক দুঃখ লোকসমূহে আছে বলিয়াই মনে হয় না।২০

অকুলীনের কুলপ্রাপ্তি, কুলীনের কুলচ্যুতি এবং ইহাদের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ—এসবই চিরজীবীকে দেখিতে হয়।২১

অপি প্রত্যক্ষমেবৈতৎ তব দেব শতক্রতো।
অকুলানাং সমৃদ্ধানাং কথং কুলবিপর্য্যয়ঃ ॥২২

দেব-দানব-গন্ধর্ব-মনুষ্যোরগ-রাক্ষসাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি বিপর্য্যাসং কিন্নু দুঃখতরং ততঃ ॥২৩

কুলে জাতাশ্চ ক্লিশ্যন্তে দৌষ্কুলেয়বশানুগাঃ।
আঢ্যৈর্দরিদ্রাশ্চাক্রান্তাঃ কিন্নু দুঃখতরং ততঃ ॥২৪

লোকে বৈষম্যমেতৎ তু দৃশ্যতে বহুবিস্তরম্।
হীনজ্ঞানাশ্চ হৃষ্যন্তে ক্লিশ্যন্তে প্রাজ্ঞবেদিনঃ ॥২৫

বহুদুঃখপরিক্লেশং মানুষ্যমিহ দৃশ্যতে।

ইন্দ্র উবাচ।

পুনরেব মহাভাগ দেবর্ষিগণসেবিত ॥২৬

সমাখ্যাহি মম ব্রহ্মন্ কিং সুখং চিরজীবিনাম্।

বক উবাচ।

অষ্টমে দ্বাদশে বাপি শাকং যঃ পচতে গৃহে ॥২৭

কুম্ভিব্রাহ্মণমাশ্রিত্য কিং বৈ সুখতরং ততঃ।
যত্রাহানি ন গণ্যন্তে নৈনমাহুর্মহাশনম্ ॥২৮

অপি শাকং পচানস্য সুখং বৈ মঘবন্ গৃহে।
অন্নিতং যেন বীর্য্যেণ নাপ্যপাশ্রিত্য কঞ্চন ॥২৯

ফলশাকমপি শ্রেয়ো ভোক্তুং স্বকৃপণং গৃহে।
পরস্য তু গৃহে ভোক্তুঃ পরিভূতস্য নিত্যশঃ ॥৩০

সুসৃষ্টমপি ন শ্রেয়ো বিদুষোঽন্নমতঃ সতাম্।
শ্বেব কীলালপো যস্তু পরান্নং ভোক্তুমিচ্ছতি ॥৩১

হে দেবরাজ! আপনিও ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে, কিভাবে সমৃদ্ধশালী অকুলীন পুরুষগণের কুল পরিবর্তিত হইতেছে।২২

দেব, দানব, গন্ধর্ব, মনুষ্য, উরগ (সর্প) ও রাক্ষসগণ—ইহারা সকলে বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ হইয়া পড়ে—ইহা আপনার প্রত্যক্ষ। সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক দুঃখ হইতে পারে।২৩

কুলীনও দুষ্কুলজাত পুরুষের বশবর্ত্তী হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত হয়; ধনিকগণের দ্বারা দরিদ্রগণ আক্রান্ত হয়—ইহার চেয়ে দুঃখের কি আছে।২৪

জগতে এইরূপ অসামঞ্জস্য বহু দেখিতে পাওয়া যায়; জ্ঞানহীন মনুষ্য আনন্দে জীবনযাপন করিতেছে; অথচ বিদ্বান্ লোকই কষ্ট পাইতেছে।২৫

দেখিতেছি—মনুষ্যজন্মই বহু দুঃখ ও ক্লেশে পরিপূর্ণ।

ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেবর্ষিগণসেবিত মহাভাগ ব্রহ্মন্। আপনি পুনরায় আমাকে বলুন—চিরজীবিগণের সুখ কি?

বক বলিলেন,—যে ব্যক্তি কুম্ভিব্রাহ্মণের শরণাপন্ন না হইয়া দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশভাগে নিজগৃহে শুধু শাকান্নও পাক করিয়া খায়, তাহার চেয়ে অধিক সুখ কি আছে? যেখানে দিনের গণনা করিতে হয় না—প্রতিদিন যাঁহাদের অন্নের জন্য চিন্তা করিতে হয় না, তাঁহারাই সুখী। কারণ, এইরূপ পুরুষকে কেহ বহুভোজী বা পেটুক কিছুই বলিতে পারিবে না।২৬-২৮

ইন্দ্র! অন্য কাহারও বীর্য্যকে আশ্রয় না করিয়া নিজের শক্তিতে অর্জ্জিত শাকান্নও যে নিজের গৃহে পাক করিয়া খায়, সেই সুখী।২৯

অন্যের নিকট দীনতা দেখাইয়া তাহার কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া নিজগৃহে বসিয়া ফল বা শাক খাওয়াও ভাল; অন্যের গৃহে তিরস্কৃত হইয়া অন্যের গৃহে পরমান্ন ভোজনও ভাল নয়; সজ্জনগণের ইহা বিশেষ সিদ্ধান্ত। যে পরান্ন ভোজন করিতে চায়, সে কুকুরের ন্যায় শোণিত চাটিয়া খায়।৩০-৩১

বিগস্ত তস্য তদ্ ভুক্তং কৃপণস্য দুরাত্মনঃ।
যো দত্ত্বাতিথিভূতেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥৩২

শিষ্টান্নমাদি যো ভুঙ্‌ক্তে কিং বৈ সুখতরং ততঃ।
অতো মৃষ্টতরং নান্যৎ পুণ্যং কিঞ্চিদ্‌বৃকোত্তো ॥৩৩

দত্ত্বা বন্ধুতিথিভ্যো বৈ ভুঙ্‌ক্তে তেনৈব নিত্যশঃ।
যাবতো হ্যন্নকণান্ পিণ্ডান্ গ্রসতি দ্বিজঃ ॥৩৪

তাবতাং গোসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি দায়কঃ।
যজ্ঞেনো যৌবনকৃতং তৎ সর্বং নশ্যতে ধ্রুবম্ ॥৩৫

সদক্ষিণস্য ভুক্তস্য দ্বিজস্য তু করে গতম্।
যদ্ বারি বারিণা সিক্তং তত্ত্যেনত্তদ্বতে ক্ষণাৎ ॥৩৬

এতাশ্চান্যাশ্চ বৈ বহ্বীঃ কথয়িত্বা কথাঃ শুভাঃ।
বকেন সহ দেবেন্দ্র আপৃচ্ছ্য ত্রিদিবং গতঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্বণি ব্রাহ্মণমহাভাগ্যে বক-শক্রসংবাদে ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৩

ঐ দুরাত্মা কৃপণ পুরুষের ঐরূপ ভোজনকে ধিক্। যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ অতিথি, বান্ধবাদি প্রাপ্তী ও পিতৃপুরুষগণকে অন্ন প্রদান করত অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহার চেয়ে সুখী কে? হে শতক্রতো। উহার চেয়ে অধিক মধুর ও পবিত্র আর কিছু নাই ।৩২-৩৩

যে ব্যক্তি অতিথিকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট অন্ন নিজে ভোজন করে, অতিথি ব্রাহ্মণগণ তাহার যত গ্রাস অন্ন ভোজন করেন, তত সহস্র গোদানের ফল সে লাভ করিয়া থাকে এবং তাহার যৌবনকৃত সমস্ত পাপ নিশ্চয়ই নষ্ট হয় ।৩৪-৩৫

ভোজনকারী ব্রাহ্মণের হাতে দক্ষিণা দিয়া তাঁহার হাতে প্রতিগ্রহের যে জল থাকে, সেই জলকে যদি দাতা উৎসর্গ জলধারা সেচন করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সকল পাপ নষ্ট হয় ।৩৬

এইরূপ এবং আরও অন্যরূপ অনেক উত্তম কথাবার্তা বকমুনির সহিত ইন্দ্রের হইয়াছিল। তারপর ইন্দ্র তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করত স্বর্গে চলিয়া গেলেন ।৩৭

শ্রীমদ্‌কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে ব্রাহ্মণমহাভাগ্য সম্বন্ধে বক-শক্রসংবাদবিষয়ক ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৯৩

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ক্ষত্রিয়-নৃপাণাং মহত্ত্বকথনম্, সুহোত্রস্য শিবেশ্চ প্রশংসা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পাণ্ডবাঃ পুনর্মার্কণ্ডেয়মূচুঃ ॥১

কথিতং ব্রাহ্মণমহাভাগ্যং রাজন্যমহাভাগ্যমিদানীং শুশ্রূষামহ ইতি তানুবাচ মার্কণ্ডেয়ো মহর্ষিঃ শ্রূয়তামিতি ইদানীং রাজন্যানাং মহাভাগ্যমিতি। কুরূণামন্বয়ে সুহোত্রো নাম রাজা মহর্ষীনভিগম্য নিবৃত্ত্য রথস্থমেব রাজানমৌশীনরং শিবিং প্রদর্শমুখং তৌ সমেত্য পরস্পরেণ যথাবয়ঃ পূজাং প্রযুজ্য গুণসাম্যেন পরস্পরেণ তুল্যাত্মানৌ বিদিত্বান্যোন্যস্য পন্থানং ন প্রদদতুস্তত্র নারদঃ প্রাদুরাসীৎ কিমিদং ভবন্তৌ পরস্পরস্য পন্থানমাবৃত্য তিষ্ঠত ইতি ॥২

তাবূচতুর্নায়মং নৈতদ্ ভগবন্ পূর্বকর্মকর্ত্রাদিষ্টবিশিষ্টস্য পন্থা উপদিশ্যতে সমর্থায় বা আবাং চ সখ্যং পরস্পরেণোপগতৌ তচ্চাবধানতোঽস্ত্যুৎকৃষ্টমধরোত্তরং পরিহ্রষ্টং নারদস্তেষামুক্তঃ শ্লোকত্রয়মপঠৎ ॥৩

ক্রূরঃ কৌরব্য মৃদবে
মৃদুঃ ক্রূরে চ কৌরব।
সাধুশ্চাসাধবে সাধুঃ
সাধবে নাপ্নুয়াৎ কথম্ ॥৪

কৃতং শতগুণং কুর্য্যা-
দ্বান্তি দেবেষু নির্ণয়ঃ।
ঔশীনরঃ সাধুশীলো
ভবতো বৈ মহীপতিঃ ॥৫

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ক্ষত্রিয় নৃপগণের মাহাত্ম্যকথন ও সুহোত্র এবং শিবির প্রশংসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়। তারপর পাণ্ডবগণ পুনরায় মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন।১

মুনিবর! আপনি ব্রাহ্মণগণের মহাভাগ্যের কথা বলিলেন, এখন আমরা রাজন্যগণের মহাভাগ্যের কথা শুনিতে চাই। তখন মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তবে রাজন্যগণের মহাভাগ্যের কথাও শ্রবণ কর। কুরুবংশীয় সুহোত্র নামক রাজা এক সময় মহর্ষিগণকে দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন, এমন সময় রথে উপবিষ্ট উশীনরপুত্র শিবিকে পথিমধ্যে বিপরীত দিক হইতে আসিতে দেখিলেন। নিকটে আসিলে তাঁহারা উভয়ে বয়সানুসারে পরস্পরকে সম্মান দান করিলেন। পরন্তু পরস্পর পরস্পরকে কুশলীলাদিতে সমান জ্ঞান করিয়া কেহ কাহাকেও পথ দিলেন না। অকস্মাৎ দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'তোমরা উভয়ে পরস্পরের গতি রোধ করিয়া আছ কেন?২

তাঁহারা দুইজন দেবর্ষি নারদকে বলিলেন—হে ভগবন্। ব্যাপারটা বিবাদের মত কিছু নয়। পূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তাগণ (ধর্ম্মব্যবস্থাপকগণ) এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে, যে ক্রিয়া, গুণ ও জাতিতে উৎকৃষ্ট এবং শক্তিশালী, তাহাকেই পথ ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু আমরা দুইজন পরস্পর মিত্র এবং উভয়েই নিজেকে অপরের সমান মনে করি, এজন্য আমরা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না যে, কে কাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবে? তাহা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ তিনটী শ্লোক পাঠ করিলেন।৩

হে কৌরব্য! মৃদুর প্রতি ক্রূর ব্যক্তিও মৃদু হয়, ক্রূরের প্রতি মৃদু ব্যক্তিও মৃদু হয় এবং অসাধুর

জয়েৎ কদর্য্যং দানেন
সত্যেনানৃতবাদিনম্।
ক্ষময়া ক্রূরকর্মাণ-
মসাধুং সাধুনা জয়েৎ ॥৬

প্রতিত সাধু ব্যক্তি সাধু ব্যবহার করে, সে স্থলে একজন সাধুর প্রতি অপর সাধু ব্যক্তি সাধু ব্যবহার কেন করিবে না ?৪

তদ্ভূতাবেব ভবন্তাবুদারৌ ব ইদানীং ভবন্ত্যাবন্ত-
তরঃ সোঽপসর্পতু, এতদ্বৈ নিদর্শনমিত্যুক্ত্বা তূষ্ণীং
নারদো বভূব। এবঞ্চ ত্বা তু কৌরব্যঃ শিবিং

কদর্য্য অর্থাৎ নীচকে দানের দ্বারা জয় করিবে, মিথ্যাবাদীকে সত্যের দ্বারা, ক্রূরকর্মা মানুষকে ক্ষমার দ্বারা এবং অসাধুকেও সাধুতার দ্বারা জয় করিবে।৬

তোমরা উভয়েই উদার, সুতরাং দুইজনের মধ্যে যে অধিক উদার, সেই ব্যক্তি এস্থানে সরিয়া যাও, এই হইতেছে প্রকৃত নিদর্শন—এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ চুপ করিলেন। তাহা শুনিয়া কুরুবংশজাত সুহোত্র শিবিকে প্রদক্ষিণ করত তাঁহার শুভ কর্ম্মসমূহের বহু প্রশংসা করিয়া শিবিকে পথ ছাড়িয়া দিলেন।৭

এইরূপে দেবর্ষি নারদ ইঙ্গিতে রাজা শিবির মহাভাগ্যের কথা প্রকাশ করিলেন।৮

প্রদক্ষিণং কৃত্বা পন্থানং দত্ত্বা বহুকর্মভিঃ প্রশস্ত প্রযযৌ ॥৭

তদেতদ্ রাজ্ঞো মহাভাগ্যমপ্যুক্তবান্ নারদঃ ॥৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি শিবিচরিতে চতুর্নবত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে শিবিচরিতবিষয়ক চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৪

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো যযাতের্ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রধেনুদানম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইদমন্যদ্ভূতং যযাতির্নাহুষো রাজা রাজ্যস্থঃ পৌরজনাবৃত আসীনকং গুরবর্থী ব্রাহ্মণ উপেত্যা-

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা যযাতি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গাভী দান]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপ অপর আখ্যায়িকা শুন; নহুষের পুত্র রাজা যযাতি রাজসিংহাসনে

ব্রবীদ্ ভো রাজন্ গুরবর্থং ভিক্ষেয়ং সমবাপ্তুমিতি ॥১

রাজোবাচ।

ব্রবীতু ভবান্ যদয়মিতি ॥২

অধিষ্ঠিত অবস্থায় পৌরজনগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় গুরুদক্ষিণার জন্য ভিক্ষা করিতে আসিয়া একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে রাজন্! আমার গুরুদক্ষিণার জন্য ভিক্ষা চাহিতেছি, কিন্তু আমার দান গ্রহণের একটী সর্ত্ত আছে।১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

বিদ্যেষণং পরমং ভীবলোকে
কুর্য্যান্নরঃ পার্থিব যাচ্যমানঃ।
তং ত্বাং পৃচ্ছামি কথং তু রাজন্
দদ্যাদ্ ভবান্ দয়িতঞ্চ মেহদ্য ॥৩

রাজোবাচ।

ন চানুকীর্ত্তয়েদত্ত দত্ত্বা
অযাচ্যমর্থং ন চ সংশৃণোমি।
প্রাপ্যমর্থঞ্চ সংশ্রু ২)
তঞ্চাপি দত্ত্বা সুমুখো ভবামি ॥৪

দদামি তে রোহিণীনাং সহস্রং
প্রিয়ো হি মে ব্রাহ্মণো যাচমানঃ।
ন মে মনঃ কুপ্যতি যাচমানে
দত্তং ন শোচামি কদাচিদর্থম্ ॥৫

ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণায় রাজা গোসহস্রং দদৌ।
প্রাপ্তবাংশ্চ গবাং সহস্রং ব্রাহ্মণ ইতি ॥৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি নাহুষচরিতে পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।১৯৫

রাজা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি কৃপা করিয়া আপনার সঙ্কটটী কি তাহা বলুন।২

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে কৃপাল! এ সংসারে দেখা যায়, যে যাহার কাছে কিছু ভিক্ষা করে, সে তাঁহার প্রতি (অন্তরে মনেও) অত্যন্ত দ্বেষ পোষণ করে। অতএব হে রাজন্! আপনি আমাকে আমার প্রিয় বস্তু কি করিয়া দান করিবেন।৩

রাজা বলিলেন,—আমি কোন বস্তু দান করিয়া সে বস্তুসম্বন্ধে পরে কোন চর্চ্চাই করি না। আর আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমার নিকট এমন কোন বস্তু নাই, যা আপনার প্রার্থনার অযোগ্য হইবে। আমার নিকট প্রাপ্তি যোগ্য যদি কোন বস্তু থাকে, তবে তাহা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক দান করিয়াও আমি বেশী সুখী হই।৪

আমি আপনাকে রক্তবর্ণ এক হাজার গাভী দিতেছি। হে বিপ্র! যাচ্ঞাকারী ব্রাহ্মণ আমার কাছে খুবই প্রিয়। যাচ্ঞাকারীর প্রতি আমার মনে কখনও ক্রোধ হয় না এবং আমি প্রদত্ত অর্থের জন্য কখনও অনুশোচনা করি না।৫

এই কথা বলিয়া রাজা যযাতি ব্রাহ্মণকে সহস্র গোদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণও এইরূপে সহস্র গাভী প্রাপ্ত হইলেন।৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে নহুষপুত্র-যযাতিচরিতবিষয়ক পঞ্চনবত্যধিকশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৫

षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः।

[सेहुकस्य वृषदर्भस्य च चरित्रवर्णनम्।]

वैशम्पायन उवाच।

भूय एव महाभागं कथयतामित्यब्रवीत् पाण्डवः ॥१

अथाचष्ट मार्कण्डेयो महाराज वृषदर्भ-सेहुक-नामानौ राजानौ नीतिमार्गव्रतावस्त्रोपास्त्र-कृतिनौ ।२

सेहुको वृषदर्भस्य बालस्यैव उपांशुव्रतस्य-ज्ञानात् कृपायमेयः ब्राह्मणस्य ।३

अथ तं सेहुकं ब्राह्मणः कश्चित् वेदाध्ययन-सम्पन्न आशीर्वादं दत्त्वा गुरवर्थं भिक्षितवान् ॥४

अश्वसहस्रं मे भवान् ददात्विति तं सेहुको ब्राह्मणमब्रवीत् ॥५

नास्ति सम्भवो गुरवर्थं दातुमिति ॥६

स त्वं गच्छ वृषदर्भसकाशम्। राजा परमधर्मज्ञो ब्राह्मण तं भिक्षस्व। स ते दास्यति तस्यैत-दुपांशुव्रतमिति ॥७

अथ ब्राह्मणो वृषदर्भसकाशं गत्वा अश्वसहस्र-मयाचत्। स राजा तं कशेनाताडयत् ॥८

तं ब्राह्मणोऽब्रवीत्। किं विनापराधं मामिति ॥९

षण्णवत्यधिकशततम अध्याय।

[सेहुक ও বৃষদর্ভের চরিত্র বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে পুনরায় রাজগণের মহাভাগ্যের কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন।১

তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে মহারাজ! বৃষদর্ভ ও সেহুক নামে দুই রাজা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই নীতিমার্গে স্থিত ও অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন।২

সেহুক জানিত বাল্যকাল হইতেই বৃষদর্ভের এইরূপ গুপ্ত ব্রত আছে যে, সে ব্রাহ্মণকে সোনা ও রূপা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দান করে না।৩

অনন্তর রাজা সেহুকের নিকট একজন বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণ আসিয়া আশীর্বাদ প্রদান করত গুরুদক্ষিণা দানের জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন।৪

তিনি বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি আমাকে এক হাজার অশ্ব দান কর। ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলে সেহুক সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন।৫

আপনার অভীষ্ট গুরু দক্ষিণা দিবার সামর্থ্য আমার নাই।৬

আপনি রাজা বৃষদর্ভের নিকট যাউন। ব্রাহ্মণ! পরম ধর্মজ্ঞ সেই রাজা, আপনি তাঁহার নিকট ভিক্ষা করুন। তিনি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তাঁহার এইরূপই গুপ্ত ব্রত আছে।৭

অনন্তর ব্রাহ্মণ বৃষদর্ভের নিকট গিয়া সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। তিনি প্রার্থনা করামাত্রই সেই রাজা তাহাকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন।৮

ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি নিরপরাধ আমাকে কেন হিংসা করিতেছেন"।৯

এবমুক্ত্বা তং শপন্তং রাজাহ। বিপ্র কিং যো ন দদাতি তুভ্যমুতাহোস্বিদ্ ব্রাহ্মণ্যেভ্যঃ ॥১০

ব্রাহ্মণ উবাচ।

রাজাধিরাজ তব সমীপং সেতুকেন প্রেষিতো ভিক্ষিতুমাগতঃ। তেনানুশিষ্টেন ময়া ত্বং ভিক্ষিতোঽসি ॥১১

রাজোবাচ।

পূর্ব্বাহ্ণে তে দাস্যামি যো মেঽদ্য বলিরা-

গমিষ্যতি। যো হ্যস্যতে কশয়া কথং মোঘং ক্ষেপণং তস্য স্যাৎ ॥১২

ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণায় দৈবসিকামুৎপত্তিং প্রাদাৎ। অধিকাশ্বসহস্রস্য মূল্যমেবাদদাদিতি ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্বণি সেতুকবৃষদর্ভচরিতে বহ্বধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৬

এই বলিয়া শাপ দিতে উদ্যত সেই ব্রাহ্মণকে রাজা বলিলেন,—"হে বিপ্র। যে দান না করিবে, তাহাকেই আপনার কি শাপ দেওয়া উচিত? অথবা ইহাই কি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য?"১০

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজাধিরাজ! রাজা সেতুকের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছি।১১

রাজা বলিলেন,—আজ আমার নিকট যে অর্থ উপহাররূপে আসিবে, আগামীকল্য পূর্ব্বাহ্ণে আমি তাহা আপনাকে দিব। যাহাকে কশাঘাত করিয়াছি, তাহাকে মৃতহাতে কেমন করিয়া ফিরাইব ॥১২

এই বলিয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে রাজা ব্রাহ্মণকে একদিনের উপার্জ্জিত সমস্ত ধন দান করিলেন। এইভাবে রাজা সেই ব্রাহ্মণকে এক সহস্রেরও অধিক অশ্ব ক্রয় করিবার মূল্য দান করিলেন * ।১৩

---

* রাজা বৃষদর্ভের এইরূপ কঠোর ব্রত ছিল যে, তাঁহার নিকট যিনি স্বর্ণ বা রৌপ্য চাহিবেন, তাঁহাকে তিনি প্রসন্ন-চিত্তে উহা দিবেন। অন্যথায় ব্রতভঙ্গের জন্য যিনি অন্য কোন বস্তু চাহিবেন, তাঁহাকে তিনি দণ্ড দিবেন। এই ব্রাহ্মণ অন্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন জানিয়া পরে তাঁহাকে এক সহস্র অশ্ব ক্রয়ের অধিক স্বর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে সেতুক-বৃষদর্ভচরিতবিষয়ক বহ্বধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৬

সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ অগ্নিনা চ রাজ্ঞঃ শিবেঃ পরীক্ষা।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

দেবানাং কথা সমাপ্তা মহীতলং গত্বা মহীপতিং শিবিমৌশীনরং সাধ্বেনং শিবিং জিজ্ঞাস্যাম ইতি। এবং তৌ ইত্যুক্ত্বা অন্যোন্যমুপতিষ্ঠেতাম্ ॥১

অগ্নিঃ কপোতরূপেণ তদভ্যাবাবদামিষার্থমিন্দ্রঃ শ্যেনরূপেণ ॥২

অথ কপোতো রাজ্ঞো দিব্যাসনমাসীনস্তোৎসঙ্গং সুপতৎ ॥৩

অথ পুরোহিতো রাজানমব্রবীৎ। প্রাণরক্ষার্থং শ্যেনাদ্ ভীতো ভবন্তং প্রাণার্থী প্রপদ্যতে ॥৪

বহু দদাতু অস্তবান্ পার্থিবোঽস্য নিষ্কৃতিং কুর্য্যাদ্ ঘোরং কপোতস্য নিপাতমাহুঃ ॥৫

অথ কপোতো রাজানমব্রবীৎ। প্রাণরক্ষার্থং শ্যেনাদ্ ভীতো ভবন্তং প্রাণার্থী প্রপদ্যে অঙ্গৈরঙ্গানি প্রাপ্যার্থী মুনির্ভূত্বা প্রাণাংস্ত্বাং প্রপদ্যে ॥৬

স্বাধ্যায়েন কর্শিতং ব্রহ্মচারিণং মাং বিদ্ধি। তপসা দমেন যুক্তমাচার্য্যস্যাপ্রতিকূলতাবিণম্। এবং যুক্তমপাপং মাং বিদ্ধি ॥৭

গদামি বেদান্ বিচিনোমি নিত্যং
সর্বে বেদা অক্ষরশো যে অধীতাঃ।
ন সাধু দানং ব্রাহ্মণস্য প্রদানং
মা প্রাদাঃ শ্যেনায় ন কপোতোঽস্মি ॥৮

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্র ও অগ্নিকর্তৃক রাজা শিবিকে পরীক্ষা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—দেবগণের মধ্যে পরামর্শ হইল যে, পৃথিবীতে গিয়া রাজা ঔশীনরের পুত্র রাজা শিবির শ্রেষ্ঠতার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। 'এইরূপই হউক' এই বলিয়া ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ে রাজা শিবির কাছে চলিলেন।১

অগ্নি কপোত (পায়রা)-রূপে রাজা শিবির নিকট ছুটিয়া চলিলেন এবং ইন্দ্র যেন আমিষার্থী হইয়া শ্যেন (বাজপাখী)-রূপে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।২

রাজা শিবি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময় সেই কপোত যেন শ্যেনের ভয়ে উড়িয়া গিয়া রাজার কোলে গিয়া পড়িল।৩

তখন পুরোহিত রাজাকে বলিলেন,—"শ্যেনভয়ে ভীত এই কপোত প্রাণরক্ষার জন্য আপনার কোলে উড়িয়া পড়িয়াছে। ও আপনার শরণাগত।"৪

কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন,—এইরূপ কপোতের উড়িয়া পড়া ভয়ানক অমঙ্গলের সূচক; আপনি ইহার নিষ্কৃতির জন্য ধন দান করুন।৫

অনন্তর কপোত রাজাকে বলিল,—আমি শ্যেনের ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্য তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছি। আমি পূর্ব্বে মুনি ছিলাম, স্বেচ্ছায় এই শরীর ধারণ করিয়াছি। প্রাণরক্ষার কারণ বলিয়া তুমি আমার প্রাণস্বরূপ, আমি তোমার শরণাগত। তুমি আমাকে রক্ষা কর।৬

আমাকে বেদাধ্যয়নকারী দুর্ব্বল ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে। তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযমে আমি সদা ব্যাপৃত। আমি আচার্য্যের অপ্রতিকূল আচরণকারী, সুতরাং আমাকে নিষ্পাপ বলিয়া জানিবে।৭

অথ শ্যেনো রাজানমব্রবীৎ ॥৯
পর্য্যায়েণ বসতির্বা ভবেদ্
সর্গে জাতঃ পূর্ব্বমস্মাৎ কপোতাৎ।
ক্ষমাদদানোঽথ কপোতমেনং
মা ত্বং রাজন্ বিঘ্নকর্ত্তা ভবেথাঃ ॥১০

রাজোবাচ।

কেনেদৃশী ভাষা পরা হি দৃষ্টা
বাগুচ্যমানা শকুনেন সংস্কৃতা।
যাং বৈ কপোতো বদতে বাক্যং শ্যেন
উতো বিদিত্বা কথমস্ত সাধু ॥১১

নাস্ত বর্ষং বর্ষতি বর্ষকালে
নাস্ত বীজং রোহতি কাল উপ্তম্।
ভীতং প্রপন্নং যো হি দদাতি শত্রবে
ন ত্রাণং লভেৎ ত্রাণমিচ্ছন্ স কালে ॥১২

জাতা দ্রুত্বা প্রজা প্রমীয়তে
সদা ন বাসং পিতরোঽস্য কুর্বতে।
ভীতং প্রপন্নং যো হি দদাতি শত্রবে
নাস্ত দেবাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি হব্যম্ ॥১৩

যোঽস্মদ্ধং বিঘ্নতি চাপ্রচেতাঃ
স্বর্গাল্লোকাদ্ ভ্রশ্যতি শীঘ্রমেব।
ভীতং প্রপন্নং যো হি দদাতি শত্রবে
তমিন্দ্রো দেবাঃ প্রহরন্ত্যস্য বজ্রম্ ॥১৪

উক্ষাণং পক্ত্বা সহ ওদনেন
অস্মাৎ কপোতাৎ প্রতি তে দদন্তু।
যস্মিন্ দেশে রমসেঽন্তীব শ্যেন
তত্র মাংসং শিবমস্তে বহন্তু ॥১৫

আমি বেদের প্রবচন ও ছন্দের সংগ্রহে নিরত আছি, আমি সম্পূর্ণ বেদের প্রত্যেক অক্ষর অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি শ্রোত্রিয় বিদ্বান্। আমার ন্যায় প্রাণীকে কোন ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীর হাতে সমর্পণ করাকে উত্তম দান বলে না। সুতরাং আমাকে শ্যেনের হাতে দিও না, আমি কপোত নহি ॥৮

তখন শ্যেন রাজাকে বলিল,—মহারাজ! প্রায় সকল জীবকেই বিভিন্ন যোনিতে ক্রমানুসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মনে হয়, আপনিও কখনও সৃষ্টিপরম্পরাক্রমে এই কপোত হইতে কপোতযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নতুবা তাহাকে নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দিবেন কেন? হে রাজন্! আমার খাদ্য এই কপোতকে গ্রহণ করিয়া আমার ভোজনে বিঘ্ন করিবেন না ॥৯-১০

রাজা বলিলেন,—আশ্চর্য্য! কেহ কি এমন কখনও দেখিয়াছে যে, পাখী এমন বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা বলিতে পারে? এই কপোত ও শ্যেন যে ভাষা বলিতেছে, উহা সম্পূর্ণ সাধুভাষা। সুতরাং কিরূপ উত্তরের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া ইহাদের প্রতি আমি ন্যায়োচিত ব্যবহার করিব? ॥১১

যে ব্যক্তি ভীত ও শরণাগতকে তাহার শত্রুর হাতে প্রদান করে, তাহার রাজ্যে মেঘ যথাকালে বর্ষণ করে না, উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হয় না এবং সে সঙ্কটের সময় খুঁজিয়াও ত্রাণকর্ত্তা লাভ করে না ॥১২

যে রাজা নিজ শরণাগত ভীত প্রাণীকে তাহার শত্রুর হাতে তুলিয়া দেয়, তাহার রাজ্যে প্রজাগণ ধনে ও প্রাণে ক্ষীণ হয়, তাহার পিতৃপুরুষগণ পিতৃলোকে স্থান পায় না এবং দেবতাগণ তাহার হব্য গ্রহণ করেন না ॥১৩

যে রাজা শরণাগতকে শত্রুর হাতে দান করে, তাহার সকল অন্ন ব্যর্থ হয়, ঐ অপরাধে পুরুষ শীঘ্রই স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহার উপর বজ্র প্রহার করেন ॥১৪

হে শ্যেন! এই কপোতের পরিবর্ত্তে তোমার পুষ্টির জন্য আমার সেবকগণ বৃষভের মাংসের সহিত অন্ন পাক করিয়া লইয়া যাইবে। তুমি যেখানে

শ্যেন উবাচ।

নোক্ষাণং রাজন্ প্রার্থয়েয়ং ন চান্ত-
দস্মান্মাংসমধিকং বা কপোতাৎ।
দৈবৈর্যুক্তঃ সোহদ্য মমৈষ ভক্ষ-
স্তস্মে দদস্ব শকুনানামভাবাৎ ॥১৬

রাজোবাচ।

উক্ষাণং বেহতমনুং নয়ন্তু
তে পশ্যন্তু পুরুষা মমৈব।
তয়োস্তুলায়াং দাস্যং মমাস্তিকাৎ ত্বাং
প্রত্যাগ্রাহ্যং তু ত্বং হেনং মা হিংসীঃ ॥১৭

ত্যজে প্রাণান্ নৈব দদ্যাং কপোতং
সৌম্যো হ্যয়ং কিং ন জানাসি শ্যেন।

প্রসন্নচিত্তে থাকিবে, সেইখানে শিবিরাজের সকল ক্ষত্রিয়গণ ঐ অন্ন পৌঁছাইয়া দিবে ।১৫

শ্যেন বলিল,—হে রাজন্! আমি আপনার নিকট পক্ক বৃষভের মাংস চাহি না এবং এই কপোত-মাংস হইতে অধিক মাংসও আমি ইচ্ছা করি না। আজ অন্য পক্ষীর অভাবে ঈশ্বর আমার জন্য এই কপোতের মাংসই ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং কপোতকেই আজ আমার নিকট অর্পণ করুন ।১৬

রাজা বলিলেন,—উক্ষা (বৃষভমাংস) বা বেহত-নামক তদধি এই উভয়ই অত্যন্ত পুষ্টিকারক। আমার সেবকগণ যাইয়া উহাদের অন্বেষণ করত আনিয়া পর্য্যাপ্ত অন্নের সহিত পাক করিয়া তোমার নিকট পৌঁছাইবে। এই ভয়ভীত কপোতের পরিবর্ত্তে আমার নিকট প্রাপ্ত ইহাই তোমার পক্ষে ন্যায্যমূল্যই হইবে। ইহা গ্রহণ কর এবং এই কপোতকে তুমি পরিত্যাগ কর ।১৭

কপোতের পরিবর্ত্তে আমি নিজের প্রাণকে দিব,

যথা ক্লেশং মা কুরুষেহ সৌম্য
নাহং কপোতমর্পয়িষ্যে কথঞ্চিৎ ॥১৮

যথা মাং বৈ সাধুবাদৈঃ প্রসন্নাঃ
প্রশংসেয়ুঃ শিবয়ঃ কর্ম্মণা তু।
যথা শ্যেন প্রিয়মেব কুর্য্যাং
প্রশাধি মাং যদ্ যদেতৎ করোমি ॥১৯

শ্যেন উবাচ।

ঊরোর্দক্ষিণাদুৎকৃত্য স্বপিণ্ডিতং তাবদ্ রাজন্ যাবন্মাংসং কপোতেন সমম্। তথা তস্মাৎ সাধু ত্রাতঃ কপোতঃ প্রশংসেয়ুশ্চ শিবয়ঃ কুরুং চ প্রিয়ং স্যান্মমেতি ॥২০

অথ স দক্ষিণাদূরোরুৎকৃত্য স্বমাংসপেশীং তুলয়াধারয়ৎ। গুরুতর এব কপোত আসীৎ ॥২১

তবু কপোতকে দিব না। শ্যেন! তুমি কি জান না, এই পাখী কিরূপ সুন্দর! তুমি বৃথা কেন এখানে কষ্ট করিতেছ? সৌম্য! আমি কোনপ্রকারেই এই কপোতকে দিব না ।১৮

শ্যেন! যেরূপ করিলে শিবিদেশের প্রজাগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে সাধুবাদ প্রদান করিবে এবং যেরূপ করিলে তোমার প্রিয় হয়, তুমি এইরূপ কোন পথ আবিষ্কার কর; আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতেছি, আমি তাহা করিব ।১৯

শ্যেন বলিল,—রাজন্! তুমি তোমার দক্ষিণউরু হইতে মাংস কাটিয়া কপোতের সমান ওজন করিয়া দাও; তাহা হইলে ভালভাবে এই কপোত রক্ষিত হইবে, শিবিদেশের সমস্ত প্রজা তোমাকে প্রশংসাও করিবে এবং আমারও প্রিয়কার্য্য করা হইবে ।২০

অনন্তর রাজা দক্ষিণ উরু হইতে মাংস কাটিয়া উহা কপোতের সহিত তুলাদণ্ডে ওজন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সেই ওজনে কপোতই ভারী হইল ।২১

পুনরন্যমুৎকর্ত্ত গুরুতর এব কপোতঃ। এবং সর্বং সমধিকৃত্য শরীরং তুলায়ামারোপয়ামাস। তৎ তথাপি গুরুতর এব কপোত আসীৎ ॥২২

অথ রাজা স্বয়মেব তুলামারুরোহ। ন চ ব্যলীকমাসীদ্ রাজ্ঞ এতদ্ বৃত্তান্তং দৃষ্ট্বা ত্রাত ইত্যুক্ত্বা প্রালীয়ত শ্যেনোঽথ রাজা অব্রবীৎ ॥২৩

কপোতং বিদ্মঃ শিবরত্বাং কপোত
পৃচ্ছামি তে শকুনে কো নু শ্যেনঃ।
নানীশ্বর ঈদৃশং জাতু কুর্য্যা-
দেতং প্রশ্নং ভগবন্ মে বিচক্ষ্ব ॥২৪

কপোত উবাচ।

বৈশ্বানরোঽহং ধ্বজিনো ধূমকেতু-
রথৈষ শ্যেনো বজ্রহস্তঃ শচীপতিঃ।
সাধু জ্ঞাতুং বাসুষত্তং সৌরথেয়
নৌ জিজ্ঞাসয়া বৎসকাশং প্রপন্নৌ ॥২৫

যাবেতাং পেশীং মম নিষ্ক্রয়ায়
প্রাদাদ্ ভবানসিনোৎকৃত্য রাজন্।
এতদ্ বো লক্ষ্ম শিবং করোমি
হিরণ্যবর্ণং রুচিরং পুণ্যগন্ধম্ ॥২৬

এতাসাং প্রজানাং পালয়িত্বা যশস্বী
সুবর্ণাগমথ সম্মতো ভূশম্।
এতস্মাৎ পার্শ্বাৎ পুরুষো জনিষ্যতি
কপোতরোমেতি চ তস্য নাম ॥২৭

পুনরায় দক্ষিণ ও বাম উরু হইতে মাংস কাটিয়া কপোতের সহিত ওজন করিলেন; কিন্তু কপোত এইবারেও ভারী হইল; তখন রাজা সর্ব্বশরীরের মাংস কাটিয়া কপোতের সহিত ওজন করিলেন; তথাপি কপোত ভারী হইল ।২২

অনন্তর রাজা স্বয়ংই তুলাদণ্ডে আরোহণ করিলেন; কিন্তু তাহাতে রাজা কোন ক্লেশ অনুভব করিলেন না; ইহা দেখিয়া শ্যেন বলিল,—কপোত রক্ষিত হইল। এই বলিয়া শ্যেন তখন অদৃশ্য হইল। তখন রাজা বলিলেন ।২৩

হে কপোত! শিবিরাজ্যের প্রজাগণ তোমাকে কপোত বলিয়াই জানে বটে। কিন্তু হে পক্ষিবর! বল, এই শ্যেন কে? ঈশ্বর ভিন্ন এইরূপ চমৎকারপূর্ণ কার্য্য কেহ দেখাইতে সমর্থ নয়; হে ভগবন্! আমার প্রশ্নের উত্তর দাও ।২৪

কপোত বলিল,—হে রাজন্! আমি ধূমময়ধ্বজাবভূষিত বৈশ্বানর অগ্নি এবং এই শ্যেন স্বয়ং বজ্রধারী শচীপতি ইন্দ্র। হে সুরথানন্দন! আপনি এতজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আমরা আপনার শ্রেষ্ঠতার পরীক্ষা করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছিলাম ।২৫

রাজন্! আপনি যে আমার মূল্যস্বরূপ আপনার পেশীর মাংসগুলি কাটিয়া দিয়াছেন, আপনার ঐ স্থানগুলি আপনার মঙ্গলচিহ্নস্বরূপ হইবে, ঐ স্থানগুলি মাংস ও চর্ম্মে পূর্ণ হইয়া পূর্ব্ব হইতেও সুন্দর, সুগন্ধি ও সুবর্ণবর্ণ হইবে ।২৬

আপনার এই দক্ষিণপার্শ্ব হইতে এমন এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, যে দেবতাগণেরও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করত এই শিবিরাজ্যকে পালন করিয়া যশস্বী হইবে। তাহার নাম হইবে কপোত-রোমা ।২৭

কপোতরোষাণং শিবিনৌদ্ভিদং পুত্রং প্রাপ্স্যসি নৃপ বৃষসংহননং যশোধেয়্যমানং দ্রক্ষ্যসি পুরুষমুষভং সৌরধানাম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি শিবিচরিতে সপ্তনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৭

হে নৃপ। আপনার দ্বারা উৎপন্ন ঐ পুত্র, যাহাকে আপনি ভবিষ্যতে লাভ করিবেন, সেই পুত্র আপনার দক্ষিণ উরুকে ভেদ করিয়া উৎপন্ন হইবে, এজন্য উহার অপর নাম হইবে "ঔদ্ভিদ"। উহার শরীরের রোম কপোতের ন্যায় হইবে। বৃষের ন্যায় শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও দৃঢ় হইবে এবং সে যজ্ঞে যশোধেয়্যমান থাকিবে। সুরথার বংশধরগণের মধ্যে সে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হইবে।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে শিবিচরিতবিষয়ক সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৭

অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবর্ষিনারদেন শিবের্মহত্ত্বস্য প্রতিপাদনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভূয় এব মহাভাগ্যং কথ্যতামিত্যব্রবীৎ পাণ্ডবো মার্কণ্ডেয়ম্। অথাচষ্ট মার্কণ্ডেয়ঃ। অষ্টকস্য বৈশ্বামিত্রেরযজ্ঞে সর্বে রাজানঃ প্রাগচ্ছন্ ॥১

ভ্রাতরশ্চাস্য প্রতর্দনো বসুমনাঃ শিবিরৌশীনর ইতি। স চ সমাপ্তযজ্ঞো ভ্রাতৃভিঃ সহ রথেন প্রায়াৎ। তে চ নারদমাগচ্ছন্তমভিবাদ্যাব্রূহভ্যেবান্ রথমিত্যব্রুবন্ ॥২

তাংস্তথেত্যুক্ত্বা রথমারুরোহ। অথ তেষামেকঃ সুরথিং নারদমব্রবীৎ। প্রসাদ্য ভগবন্তং কিমিদমিত্যেবং প্রষ্টুমিতি ॥৩

পৃচ্ছেত্যব্রবীদৃষিঃ। সোঽব্রবীদায়ুষ্মন্তঃ সর্বগুণপ্রমুদিতাঃ। অথায়ুষ্মন্তং স্বর্গস্থানং চতুর্ভির্বাজপেয়ং স্যাৎ কোঽবভরেৎ। অয়মষ্টকোঽবভরেদিত্যব্রবীদৃষিঃ ॥৪

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দেবর্ষি নারদকর্তৃক শিবির মহত্ত্ব প্রতিপাদন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির পুনরায় মার্কণ্ডেয়মুনিকে রাজগণের মহাভাগ্যসম্বন্ধে বলিতে বলিলেন। তখন মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিতে লাগিলেন,—রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র অষ্টকের অশ্বমেধযজ্ঞে সকল রাজাই আগমন করিয়াছিলেন।১

এই অষ্টকের ভ্রাতা প্রতর্দন ও বসুমনা এবং উশীনরের পুত্র শিবিও আসিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে একদিন অষ্টক ভ্রাতাদের সঙ্গে লইয়া রথে চড়িয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা রথ হইতে নামিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত বলিলেন,—আপনি রথে আরোহণ করুন।২

দেবর্ষি তখন 'তাহাই হউক' বলিয়া রথে আরোহণ করিলেন। তারপর তাঁহাদের মধ্যে একজন দেবর্ষি নারদকে বলিলেন,—ভগবন্। আমরা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া আপনার কাছে

কিং কারণমিত্যপৃচ্ছৎ। অথাচষ্টাষ্টকস্য গৃহে ময়া উষিতং স মাং রথেনানুপ্রাবহদথাপশ্যমনেকানি গোসহস্রাণি বর্ণশো বিবিক্তানি তমহমপৃচ্ছং কস্যেমা গাব ইতি সোঽব্রবীৎ। ময়া বিসৃষ্টা ইত্যেতাস্তে নৈব স্বয়ং শ্লাঘতি কথিতেন। এষোঽবতরেদথ ত্রিভির্ধান্যব্যং সাম্প্রতং কোঽবতরেৎ ॥৫

প্রতর্দন ইত্যব্রবীদৃষিঃ। তত্র কিং কারণং প্রতর্দনস্যাপি গৃহে ময়োষিতং স মাং রথেনানুপ্রাবহৎ ॥৬

অথৈনং ব্রাহ্মণোঽভিকেতাশ্বং মে দদাতু ভবান্ নিবৃত্তো দাস্যামীত্যব্রবীদ্ ব্রাহ্মণং ত্বরিতমেব যৌবনাশ্বিত্যব্রবীদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বরিতমেব স ব্রাহ্মণস্যৈবমুক্ত্বা দক্ষিণং পার্শ্বমদদৎ ॥৭

অথান্যোঽপ্যাশার্ষী ব্রাহ্মণ আগচ্ছৎ। তথৈব চৈনমুক্ত্বা বামপার্শ্বিমস্যাদদথ প্রায়াৎ পুনরপি চান্যোঽপ্যাশার্ষী ব্রাহ্মণ আগচ্ছৎ ত্বরিতোঽথ তস্মৈ অপনহ্য বামং ধুর্য্যমদদৎ ॥৮

অথ প্রায়াৎ পুনরস্য আগচ্ছদন্যাশার্ষী ব্রাহ্মণস্তমব্রবীদতিযাতো দাস্যামি ত্বরিতমেব যে যৌবনাশ্বিত্যব্রবীদ্ ব্রাহ্মণস্তস্মৈ দত্ত্বাশ্বং রথধুরং গৃহীত্বা ব্যাহৃতং ব্রাহ্মণানাং সাম্প্রতং নাস্তি কিঞ্চিদিতি ॥৯

কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই ।৫

ঋষি বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা কর"। তখন তিনি বলিলেন,—"হে ঋষে। আমরা দীর্ঘায়ু ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন বলিয়া সদা প্রসন্ন আছি। আমরা চারিজন একত্রে দীর্ঘকাল ভোগযোগ্য স্বর্গে গমন করিতে যাইতেছি, কিন্তু সেখান থেকে আমাদের মধ্যে কে সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীতে অবতরণ করিবে?" ঋষি বলিলেন,—"অষ্টকই প্রথম অবতরণ করিবে" ।৪

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার কারণ কি? তারপর ঋষি বলিলেন,—কোন সময় অষ্টকের গৃহে আমি বাস করিয়াছিলাম, অষ্টক আমাকে রথে চড়াইয়া ভ্রমণ করিতে যাইতেছিল। আমি পথে দেখিলাম,—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কয়েক হাজার গাভী মাঠে পৃথক্ পৃথক্ চরিতেছে। উহা দেখিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ গরুগুলি কাহার?" অষ্টক উত্তর করিল—"ইহারা আমারই দানের গরু।" এই বলিয়া দান করিয়াও সে স্বয় বাক্যের দ্বারা আত্মশ্লাঘা করিল। এই আত্মগুণখ্যাপনের জন্যই তাহারই অবতরণ প্রথম হইবে। তখন তাঁহারা পুনরায় দেবর্ষিকে প্রশ্ন করিলেন—যদি আমরা অবশিষ্ট তিন জন স্বর্গে যাই, তবে কে আমাদের মধ্যে প্রথম অবতরণ করিবে ।৫

ঋষি বলিলেন,—'প্রতর্দন'। ইহাতে 'কারণ কি' জিজ্ঞাসা করিলে ঋষি বলিতে লাগিলেন,—আমি এক সময় প্রতর্দনের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। সেও আমাকে রথে লইয়া যাইতেছিল ।৬

এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার নিকট বলিলেন,—আপনি আমাকে একটি অশ্ব দান করুন। তখন সে বলিল,—আমি ফিরিয়া আসিয়া দিব। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—এক্ষুণি দাও। সে বলিল,—এক্ষুণি দিচ্ছি। ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া তখন তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের অশ্বটি রথ হইতে খুলিয়া তাঁহাকে দিয়া দিলেন ।৭

অনন্তর আর একজন অশ্বপ্রার্থী ব্রাহ্মণ আসিলেন। তিনি আসিয়া তাঁহার নিকট তখনই দান করিবার জন্য অশ্ব যাচ্ঞা করিলেন। তখন প্রতর্দন তাঁহাকে রথের বামপার্শ্বের অশ্বটি প্রদান করিলেন ।৮

য এব ঘ্রাতি চাসূংতি চ তেন ব্যাহৃতেন ওথাবতরেৎ। অথ যাভ্যাং যাতব্যমিতি কোহবতরেৎ ॥১০

বসুমনা অবতরেদিত্যত্রবীদৃষিঃ ॥১১

কিং কারণমিত্যপৃচ্ছদথাচষ্ট নারদঃ। অহং পরিভ্রমন্ বসুমনসো গৃহমুপস্থিতঃ ॥১২

স্বস্তিবচনমাসীৎ পুষ্পরথস্য প্রয়োজনেন তমহমস্মরঞ্চ স্বস্তিবাচিতেষু ব্রাহ্মণেষু রথো ব্রাহ্মণানাং দর্শিতঃ ॥১৩

তমহং রথং প্রাশংসমথ রাজাব্রবীৎ ভগবতা রথঃ প্রশস্তঃ। এষ ভগবতো রথ ইতি ॥১৪

অথ কদাচিৎ পুনরপ্যমুপস্থিতঃ, পুনরেব চ রথপ্রয়োজনমাসীৎ। সম্যগস্মরমেব ভগবন্ত ইত্যেবং রাজাব্রবীদিতি পুনরেব তৃতীয়ং স্বস্তিবাচনং সমভাবয়মথ রাজা ব্রাহ্মণানাং দর্শয়ন্ মামভিপ্রেক্ষ্যাব্রবীৎ। অথো ভগবতা পুষ্পরথস্য স্বস্তিবাচনানি সুষ্ঠু সম্ভাবিতানি এতেন ব্রোহবচনেনাবতরেৎ ॥১৫

অনন্তর সে যখন পুনরায় অগ্রে গমন করিতে লাগিল, তখন অন্যান্য আর একজন ব্রাহ্মণ তাহার নিকট আসিলেন। তিনি অশ্ব প্রার্থনা করিলে, প্রতর্দন বলিল,—আমি গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া অশ্ব দিব। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—দ্রুত যাও। তাঁহাকে প্রতর্দন তখনই অশ্ব দান করিল এবং স্বয়ং রথভার গ্রহণ করিয়া বলিল,—ব্রাহ্মণগণের অবজ্ঞাও নাই ॥৯

এই যে প্রতর্দন ব্রাহ্মণগণকে দানও করিল এবং সঙ্গেসঙ্গে এইরূপে তাঁহাদের রোষও অধিকার করিল, এই বাক্যের ফলে সে স্বর্গ হইতে শীঘ্র অবতরণ করিবে। তারপর প্রশ্ন করিল,—আমরা অবশিষ্ট দুইজন গমন করিতেছিলাম, আমাদের মধ্যে কে প্রথম অবতরণ করিবে ?১০

উত্তরে ঋষি বলিলেন,—বসুমনা প্রথম অবতরণ করিবে ।১১

'কারণ কি' জিজ্ঞাসা করিলে দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—আমি এক সময় ভ্রমণ করিতে করিতে বসুমনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম ।১২

তখন তাহার গৃহে স্বস্তিবাচন হইতেছিল। উহার নিকট পর্যন্ত, আকাশ ও সমুদ্র প্রভৃতি দুর্গমস্থানে সুখে গমন করিতে সমর্থ, 'পুষ্পরথ' নামে এক রথ ছিল, আমি সেই রথের প্রয়োজনেই সেখানে গিয়াছিলাম ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন শেষ হইলে বসুমনা ব্রাহ্মণদিগকে সেই রথ দেখাইল ।১৩

আমি সেই রথ দেখিয়া প্রশংসা করিলে রাজা বলিল,—"ভগবন্! আপনি এই রথের প্রশংসা করিলেন, সুতরাং এই রথ আপনারই রথ" ।১৪

অনন্তর পুনরায় আমি কোন এক সময় সেখানে উপস্থিত হইলাম। কারণ সেই রথের প্রয়োজন ছিল। তখন রাজা পুনরায় বলিল,—"ভগবন্। ইহা তো আপনারই রথ"। আমি পুনরায় তাহার গৃহে যাইয়া তৃতীয়বার স্বস্তিবাচন করিলাম। সেই সময় রাজা ব্রাহ্মণগণকে রথ দেখাইয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"ভগবন্। আপনি এই পুষ্পরথের জন্য স্বস্তিবাচনটি ভালভাবে নির্বাহিত করিয়াছেন"। (এইরূপ বলিয়াও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বসুমনা আমাকে রথটি দেয় নাই।) এইরূপ ছলযুক্ত বচনবলাতেই উহার পূর্বে অবতরণ হইবে ।১৫

অথৈকেন যাতব্যং স্যাৎ কোঽবতরেৎ ? পুনর্নারদ আহ শিবির্যায়াদহমবতরেয়মত্র কিং কারণমিত্যব্রবীৎ। অসাবহং শিবিনা সমো বাস্মি, যতো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদেনমব্রবীৎ ॥১৬

শিবে অন্নার্থ্যস্মীতি তমব্রবীচ্ছিবিঃ কিং ক্রিয়তামাজ্ঞাপয়ত্বু ভবানিতি ॥১৭

অথৈনং ব্রাহ্মণোঽব্রবীদ্ য এষ তে পুত্রো বৃহদ্গর্ভো নাম এষ প্রমার্তব্য ইতি তমেনং সংস্কৃত্য অন্নং চোপপাদয় ততোঽহং প্রতীক্ষ্য ইতি। ততঃ পুত্রং প্রমাথ্য সংস্কৃত্য বিধিনা সাধয়িত্বা পাত্র্যামর্পয়িত্বা শিরসা প্রতিগৃহ্য ব্রাহ্মণমন্বগমৎ ॥১৮

অথান্ত মৃগয়মাণস্ত কশ্চিদাচষ্ট এষ তে ব্রাহ্মণো নগরং প্রবিশ্য দহতি তে গৃহং কোশাগারমায়ুধাগারং স্ত্রাগারমন্তঃশালাং হস্তিশালাঞ্চ ক্রুদ্ধ ইতি ॥১৯

অথ শিবিস্তথৈবাবিকৃতমুখবর্ণো নগরং প্রবিশ্য ব্রাহ্মণং তমব্রবীৎ সিদ্ধং ভগবন্নন্নমিতি ব্রাহ্মণো ন কিঞ্চিদ্ ব্যাজহার বিস্ময়াদবোমুখশ্চাসীৎ ॥২০

ততঃ প্রাসাদমদ্ ব্রাহ্মণঃ ভগবন্ ভুজ্যতামিতি। মুহূর্তাদূর্ধ্বমীক্ষ্য শিবিমব্রবীৎ ॥২১

ত্বমেবৈতদশানেতি। তত্রাহ তথেতি শিবিস্তথৈবাবিমনা মহিত্বা কপালমভ্যুদ্ধার্য্য ভোক্তুমৈচ্ছৎ ॥২২

তারপর 'আমাদের মধ্যে মাত্র একজনই যদি আপনার সঙ্গে স্বর্গে যায়, তবে আপনাদের উভয়ের মধ্যে কে প্রথম অবতরণ করিবে ?' এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি বলিলেন,—"আমিই প্রথম অবতরণ করিব"। এই বিষয়ে 'কারণ কি' এই প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি বলিলেন,—"এই আমি শিবির সমান নহি"। কেননা, কোন ব্রাহ্মণ শিবিকে বলিয়াছিলেন।১৬

"হে শিবে। আমি অন্নের (অন্নভোজনের) জন্য আসিয়াছি"। শিবি বলিলেন,—"আপনি আদেশ করুন, আপনার জন্য কিরূপ অন্নের ব্যবস্থা করিব" ।১৭

তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন,—তোমার এই যে 'বৃহদ্গর্ভ' নামে পুত্র আছে, তুমি তাহাকে মারিয়া ফেল, তারপর তাহার সংস্কার কর। তৎপশ্চাৎ অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। রাজাও তাঁহার আদেশানুসারে পুত্রকে বিনাশ করিয়া তাহার সংস্কার করত বিধি অনুসারে অন্ন প্রস্তুত করিয়া একটি পাত্রে রাখিলেন। তারপর সেই পাত্র মস্তকে লইয়া ব্রাহ্মণকে খুঁজিতে লাগিলেন।১৮

তিনি খুঁজিতেছেন এমন সময় কোন অনুচর আসিয়া সংবাদ দিল, আপনি যে ব্রাহ্মণকে খুঁজিতেছেন, তিনি নগরে প্রবেশ করত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার গৃহ, কোষাগার, অস্ত্রাগার, অন্তঃপুর, অন্নশালা, হস্তিশালা সব দগ্ধ করিতেছেন।১৯

শিবি তাহা শুনিয়াও অবিকৃতমুখে নগরে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিলেন, —"ভগবন্। আপনার অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে"। ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া কোন উত্তর না করিয়া বিস্মিতচিত্তে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।২০

রাজা পুনরায় ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন, —"ভগবন্। আপনি কৃপা করিয়া ভোজন করুন"। ব্রাহ্মণ এক মুহূর্তকাল উপরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া পরে শিবিকে বলিলেন।২১

অথাস্ত ব্রাহ্মণো হস্তমগৃহ্লাৎ। অস্ত্রবীচ্চৈনং জিতক্রোধোঽসি ন তে কিঞ্চিদপরিত্যাজ্যং ব্রাহ্মণার্থে। ব্রাহ্মণোঽপি তং মহাভাগং সভাজয়ৎ ॥২৩

স হ্যবীক্ষমাণঃ পুত্রমপশ্যদগ্রে তিষ্ঠন্তং দেবকুমারমিব পুণ্যগন্ধান্বিতমলঙ্কৃতং সর্ব্বক তমর্থং বিধায় ব্রাহ্মণোঽন্তরধীয়ত ॥২৪

তস্য রাজর্ষের্বিধাতা তেনৈব বেশেন পরীক্ষার্থমাগত ইতি তস্মিন্নন্তর্হিতে অমাত্যা রাজানমূচুঃ। কিং প্রেপ্সুনা ভবতা ইদমেবং জানতা কৃতমিতি ॥২৫

শিবিরুবাচ।

নৈবাহমেতদ্ বশসে দদামি
ন চার্থহেতোর্ন চ ভোগতৃষ্ণয়া।
পাপৈরনাসেবিত এষ মার্গ
ইত্যেবমেতৎ সকলং করোমি ॥২৬
সদ্ভিঃ সদাধ্যাসিতং তু প্রশস্তং
তস্মাৎ প্রশস্তং শ্রয়তে মতির্মে।
এতন্মহাভাগ্যবরং শিবেন্দ্র
তস্মাদহং বেদ যথাযথেতৎ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি রাজন্যমহাভাগ্যে শিবিচরিতে অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৮

"তুমিই এই অন্ন ভক্ষণ কর"। রাজা কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া ব্রাহ্মণের বাক্যে শ্রদ্ধাস্থাপন করত তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক 'তাহাই হউক' বলিয়া মস্তক হইতে পাগড়ি নামাইয়া অবিষণ্ণচিত্তে ভোজন করিতে উদ্যত হইলেন।২২

তখন ব্রাহ্মণ তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি ক্রোধকে জয় করিয়াছ; ব্রাহ্মণের জন্য তোমার পরিত্যাজ্য এমন্তে কিছুই নাই"। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ মহাভাগ শিবির সমাদর করিলেন।২৩

রাজা মুখ উঠাইয়া দেখিলেন—তাঁহার পুত্র দেবকুমারের ন্যায় দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পুণ্যগন্ধযুক্ত সুন্দর শরীরে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ তাঁহার সকল বস্তুই পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবস্থা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।২৪

বিধাতা স্বয়ং রাজর্ষি শিবিকে পরীক্ষা করিবার জন্য সেই ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়াছিলেন। তারপর সেই ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলে অমাত্যগণ রাজাকে বলিলেন,—"আপনি কি লাভ করিতে চাহেন? যাহার জন্য জানিয়া শুনিয়াও এইরূপ অসাধ্য কার্য্য করিয়াছেন" ?২৫

শিবি বলিলেন,—"আমি যশের জন্য এই দান করি নাই। ধন বা ভোগতৃষ্ণায় বশবর্ত্তী হইয়াও ইহা করি নাই। এই মার্গ পাপিষ্ঠগণের অনুসৃত নহে, কিন্তু ধর্ম্মযোগীগণের অনুসরণীয়—এই জানিয়া আমি এসব করিয়াছি।২৬

সৎপুরুষগণ সর্ব্বদা যে পথে চলেন, উহাই প্রশস্ত পথ। সেইজন্য আমার বুদ্ধি ঐ প্রশস্ত মার্গ আশ্রয় করিয়াছে। ইহাই রাজা শিবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা, যাহা আমি উত্তমরূপে জানি। এইজন্যই আমিও এই কথাগুলি যথাযথরূপে বলিলাম।২৭

শ্রীমদ্ভগবদ্বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে রাজন্যমহাভাগ্যপ্রস্তাবে শিবিচরিতবিষয়ক অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৮

নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ ইন্দ্রদ্যুম্নস্য অন্যান্য-চিরজীবি-প্রাণিনাঞ্চ বৃত্তান্তবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মার্কণ্ডেয়মৃষয়ঃ পাণ্ডবাঃ পর্য্যপৃচ্ছন্নস্তি কশ্চিন্ ভবত্তশ্চিরজাততর ইতি ॥১

স তানুবাচাস্তি খলু রাজর্ষিরিন্দ্রদ্যুম্নো নাম ক্ষীণপুণ্যস্ত্রিদিবাৎ প্রচ্যুতঃ কীর্ত্তিস্তে ব্যুচ্ছিদ্যেতি স মামুপাতিষ্ঠদথ প্রত্যভিজানাতি মাং ভবানিতি ॥২

তমহমব্রুবং কার্য্যচেষ্টাকুলত্বান্ন বয়ং বাসায়-নিকা গ্রামৈকরাত্রবাসিনো ন প্রত্যভিজানীমোঽপ্যাত্মনোঽর্থানামনুষ্ঠানং ন শরীরোপতাপেনাত্মনঃ সমারম্ভামোঽর্থানামনুষ্ঠানম্ ॥৩

(এবমুক্তো রাজর্ষিরিন্দ্রদ্যুম্নঃ পুনর্মামব্রবীদ্। অথাস্তি কশ্চিৎ ত্বত্তশ্চিরং জাততর ইতি ॥)

(তং পুনঃ প্রত্যব্রুবম্) অস্তি খলু হিমবতি প্রাবারকর্ণো নামোলূকঃ প্রতিবসতি। স ত্বত্তশ্চির-জাতো ভবন্তং যদি জানীয়াদিতঃ প্রকৃষ্টে চাপ্যনি হিমবাংস্তত্রালৌ প্রতিবসতীতি ॥৪

ততঃ স মামধো ভূত্বা হস্তাবহন্ যত্র বভূবোলূকঃ। অথৈনং স রাজা পপ্রচ্ছ প্রতিজানাতি মাং ভবানিতি ॥৫

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও অন্যান্য চিরজীবী প্রাণিগণের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ পুনরায় মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন,—"ভগবন্! আপনার চেয়েও প্রথমে উৎপন্ন চিরজীবী কোন প্রাণী জগতে আছে কি?"১

মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমার চেয়েও চিরজীবী আছেন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন। তাঁহার বর ছিল—যতদিন লোকে তাঁহার কীর্ত্তি থাকিবে অর্থাৎ একজন লোকও ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা স্মরণ রাখিবে, ততকাল তিনি স্বর্গবাস করিবেন। তারপর পুণ্য ক্ষীণ হওয়ায় রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গ হইতে চ্যুত হইলেন; কারণ "তাঁহার কীর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে"। তখন তিনি আমার নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি আমাকে চিনিতে পারেন কি"?২

আমি বলিলাম,—আমি তীর্থাদিদর্শন, জপ, তপস্যা প্রভৃতি নিজ কার্য্যের চেষ্টায় ব্যগ্র থাকি, তাই কোন এক স্থানে সদা বাস করিতে পারি না। তাহা ছাড়া নগরে বা জনপদে একরাত্রির অধিক কখনও বাস করি না। সেইজন্য নিজের কাজই অনেক সময় ভুলিয়া যাই। ব্রত-উপবাসাদিতে আসক্ত থাকিয়া নিজের শরীরকে সর্ব্বদা কষ্ট দেওয়ায় আবশ্যক কার্য্যসমূহও সব সময় ঠিক রাখিতে পারি না। এই অবস্থায় আমি আপনাকে কি করিয়া চিনিব?৩

(তখন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনা হইতে অধিক চিরজীবী কাহাকেও আপনি জানেন কি"?) (আমি তাঁহাকে পুনরায় বলিলাম) আমার চেয়েও অধিক চিরজীবী এক উলূক (পেচক) আছেন, তাঁহার নাম প্রাবারকর্ণ। তিনি হিমালয়ে বাস করেন। তিনি আমার চেয়ে পূর্ব্বে জন্মিয়াছেন, সুতরাং তিনি যদি আপনাকে চিনিতে পারেন। এখান হইতে হিমালয় বহুদূরের পথ। তিনি হিমালয়েই বাস করেন।৪

তারপর ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্ব হইয়া আমাকে বহন করত তথায় লইয়া গেলেন, যেখানে সেই

স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বাব্রবীদেনং নাভিজানামি ভবন্তমিতি। স এবমুক্ত ইন্দ্রদ্যুম্নঃ পুনস্তমুলূকমব্রবীদ্ রাজর্ষিঃ ॥৬

অথাস্তি কশ্চিদ্ ভবতঃ সকাশাজ্জিবজাত ইতি স এবমুক্তোঽব্রবীদস্তি খল্বিন্দ্রদ্যুম্নঃ নাম সরস্তস্মিন্ নাড়ীজঙ্ঘো নাম বকঃ প্রতিবসতি সোঽস্মত্তশ্চিরজাততরঃ পৃচ্ছেতি। তত ইন্দ্রদ্যুম্নো মাং চোলূক মাদায় তৎ সরোঽগচ্ছদ্, যত্রাসৌ নাড়ীজঙ্ঘো নাম বকো বভূব ॥৭

সোঽস্মাভিঃ পৃষ্টো ভবানিমমিন্দ্রদ্যুম্নং রাজানমভিজানানীতি? স এবং মুহূর্ত্তং ধ্যাত্বাব্রবীন্নাভিজানাম্যমমিন্দ্রদ্যুম্নং রাজানমিতি। ততঃ সোঽস্মাভিঃ পৃষ্টঃ কশ্চিদ্ ভবতোঽস্তশ্চিরজাততরোঽস্তীতি? স সোঽব্রবীদস্তি খল্বস্মাদেব সরস্তকূপারো নাম কচ্ছপঃ প্রতিবসতি। স বতস্তশ্চিরজাততরঃ। স যদি কথঞ্চিদভিজানীয়াদিমং রাজানং ভবকূপারং পৃচ্ছধ্বমিতি ॥৮

তত্রঃ স বকস্তমকূপারং কচ্ছপং বিজ্ঞাপয়ামাস। অস্মাকমভিপ্রেতং ভবন্তং কিঞ্চিদর্থমভিপ্রষ্টুং সাধ্বাগম্যতাং তাবদিতি। তচ্ছ্রুত্বা কচ্ছপস্তস্মাৎ সরস উত্থায়াভ্যগচ্ছদ্, যত্র তিষ্ঠামো বয়ম্। তত স সরসস্তীরে আগত্য চৈনং বয়মপৃচ্ছাম, ভবানিন্দ্রদ্যুম্নং রাজানমভিজানাতীতি ?৯

স মুহূর্ত্তং ধ্যাত্বা বাষ্পসম্পূর্ণনয়ন উদ্বিগ্নহৃদয়ো বেপমানো বিসংজ্ঞকল্পঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ। কিমহমেনং ন প্রত্যভিজ্ঞাস্যামীহ স্থানে সহস্রকৃত্বস্তিষ্ঠিষু যুগা আহিতাঃ ॥১০

উলূক ছিলেন। তারপর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি আমাকে চেনেন কি?"৫

তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—না, আমি আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না। তখন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই কথা শুনিয়া পুনরায় উলূককে বলিলেন।৬

আপনার চেয়েও পূর্ব্বে উৎপন্ন চিরজীবী কাহাকেও আপনি জানেন কি? তখন উলূক বলিলেন,—ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একটি সরোবর আছে; সেই সরোবরের তীরে নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক বাস করে। সে আমার চেয়েও বহু পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাকে ও উলূককে বহন করিয়া তথায় লইয়া গেলেন, যেখানে নাড়ীজঙ্ঘ বাস করিতেন।৭

আমরা যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে কোন রাজাকে আপনি জানেন কিনা? তখন তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—না, আমি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে চিনি না। তাঁহার চেয়েও বহুপূর্ব্বে উৎপন্ন কেহ আছে কিনা আমরা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাদিগকে বলিলেন,—"এই সরোবরে অকূপারনামক এক কচ্ছপ আছে। সে ঐ সরোবরে বাস করে। আমার চেয়ে পূর্ব্বে সে জন্মিয়াছে। সুতরাং সে যদি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে জানিতে পারে। সেই অকূপারকে তোমরা জিজ্ঞাসা কর"।৮

তখন সেই বক সেই অকূপার কচ্ছপকে ডাকিয়া বলিলেন,—আমাদের সকলের একটি কথা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিব, আপনি কৃপা করিয়া একবার এখানে উঠিয়া আসুন। তাহা শুনিয়া কচ্ছপ সেই সরোবর হইতে উঠিয়া আমাদের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। তিনি আমাদের নিকট আসিলে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজাকে চেনেন কি?৯

তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বাষ্পাকুলনয়নে

সরশ্চেদমস্ত দক্ষিণাভির্দত্তাভির্গৌভিরতিক্রমদ্ভি-
র্গাপ্তিঃ কৃতম্ ; অত্র চাহং প্রতিবসামীতি ॥১১

অথৈতৎ সকলং কক্ষপেনোদাহৃতং শ্রুত্বা তদনন্তরং দেবলোকাদ্ দেবরথঃ প্রাদুরাসীদ্ বাচশ্চাশ্রায়ন্তেন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি প্রস্থিতস্তে স্বর্গো যথোচিতং স্থানং প্রতিপদ্যস্ব কীর্তিমানক্ষয়লোকো ভবীতি ॥১২

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ
শব্দঃ পুণ্যস্য কর্মণঃ।
যাবৎ স শব্দো ভবতি
তাবৎ পুরুষ উচ্যতে ॥১৩

অকীর্তিঃ কীর্ত্যতে লোকে
যস্য ভূতস্য কস্যচিৎ।
স পতত্যধমাঁল্লোকান্
যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্ত্যতে ॥১৪

তস্মাৎ কল্যাণবৃত্তঃ স্যা-
দনন্তায় নরঃ সদা।
বিহায় চিত্তং পাপিষ্ঠং
ধর্মমেব সমাশ্রয়েৎ ॥১৫

ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা স রাজাব্রবীৎ তিষ্ঠ তাবদ্ যাবদিমৌ বৃদ্ধৌ যথাস্থানং প্রতিপাদয়ামীতি ॥১৬

স মাং প্রাবারকর্ণং চোলূকং যথোচিতে স্থানে প্রতিপাদ্য তেনৈব যানেন সংস্থিতো যথোচিতং স্থানং প্রতিপেদে তদ্যথানুভূতং চিরজীবিনে-দৃশমিতি পাণ্ডবানুবাচ মার্কণ্ডেয়ঃ ॥১৭

উদ্বিগ্নহৃদয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অচেতনপ্রায় হইয়া করযোড়ে বলিলেন,—"আমি ইঁহাকে কেন জানিব না? ইনি একহাজার যজ্ঞে একহাজার বার অগ্নি-স্থাপনের জন্য যজ্ঞের যূপকাষ্ঠ স্থাপন করিয়াছেন।১০

ইনি দক্ষিণারূপে যে সকল গরু দান করিয়াছিলেন, তাহাদের খাতায়াতে এই সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে, তাই আমি এখানে বাস করি।১১

তদনন্তর এই কথা বলিতে বলিতেই স্বর্গ হইতে রথ অবতীর্ণ হইল এবং ইন্দ্রদ্যুম্নকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণীও শুনা গেল—হে ইন্দ্রদ্যুম্ন! তোমার জন্য স্বর্গ প্রস্তুত আছে; তুমি কীর্তিমান্। সুতরাং তোমার উপযুক্ত স্বর্গভূমিতে তুমি স্বচ্ছন্দে আসিয়া যথোচিত স্থানে বাস কর। তুমি সুস্থচিত্তে স্বর্গে গমন কর।১২

এই বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক পঠিত হয়—যে পর্য্যন্ত পুণ্যকর্ম্মের কথা স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়কেই স্পর্শ করিবে, যেপর্য্যন্ত ঐ কথা কীর্ত্তিরূপে উভয়লোকে গীত হইবে, ততকাল পর্য্যন্ত সেই পুরুষ স্বর্গবাসী হয় বলিয়া কথিত আছে।১৩

এইরূপ যতকাল অকীর্ত্তিই মানুষের লোকে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যতকাল সেই অকীর্ত্তি থাকে, ততকাল সেই পাপী পুরুষ নীচলোকে অর্থাৎ নরকে পতিত হয়।১৪

এজন্য পুরুষ অনন্তকাল স্বর্গভোগের জন্য সর্ব্বদাই কল্যাণকর সৎকর্ম্মের আচরণ করিবে। পাপিষ্ঠ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিবে।১৫

দেবদূতগণের মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন,—একটু দাঁড়াও। যেপর্য্যন্ত আমি এই বৃদ্ধদ্বয়কে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া না আসি, সেপর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর।১৬

তখন তিনি আমাকে (মার্কণ্ডেয়কে), উলূককে ও প্রাবারকর্ণকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া সেই রথে স্বয়ং আরূঢ় হইয়া যথোচিত স্থানে চলিয়া গেলেন।

পাণ্ডবাশ্চোচুঃ সাধু শোভনং ভবতা কৃতং রাজানমিন্দ্রদ্যুম্নং স্বর্গলোকাচ্চ্যুতং যে স্থানে প্রতিপাদয়তেত্যথৈতানব্রবীদসৌ নস্তু দেবকীপুত্রেণাপি কৃষ্ণেন নরকে মজ্জমানো রাজর্ষির্নৃগস্তস্মাৎ কৃচ্ছ্রাৎ পুনঃ সমুদ্ধৃত্য স্বর্গং প্রাপিত ইতি ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যানে নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৯৯

তাহাতেই আমি বুঝিলাম—এইরূপ চিরজীবীও জগতে হয়,—এই কথা মার্কণ্ডেয়মুনি পাণ্ডবগণকে বলিলেন।১৭

পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন,—আপনি স্বর্গলোক হইতে পতিত রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নকে যে স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—ইহা অতি উত্তমকার্য্য করিয়াছেন। তখন মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে বলিলেন,—(আমি আর কি করিয়াছি ?) আমার সম্মুখে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণও নরকে নিমজ্জমান রাজা নৃগকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গলাভ করাইয়াছেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যানবিষয়ক নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯৯

দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নিন্দিতদানম্, নিন্দিতভক্ষ্য, যোগ্যদানপাত্রম্, শ্রাদ্ধে গ্রাহ্যাগ্রাহ্য-ব্রাহ্মণঃ, দানপাত্রলক্ষণম্, অতিথিসৎকারঃ, বিবিধদানমহত্ত্বম্, বাগ্বিশুদ্ধিঃ, গায়ত্রীজপঃ, চিত্তশুদ্ধিঃ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশ্চেত্যাদীনাং বিষয়াণাং বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা স রাজা রাজর্ষেরিন্দ্রদ্যুম্নস্য তৎ তদা।
মার্কণ্ডেয়াম্মহাভাগাৎ স্বর্গস্য প্রতিপাদনম্ ॥১

যুধিষ্ঠিরো মহারাজ পুনঃ পপ্রচ্ছ তং মুনিম্।
কীদৃশীষু হ্যবস্থাসু দত্ত্বা দানং মহামুনে ॥২

ইন্দ্রলোকং মনুষ্যস্তৎ পুরুষস্তদ্ ব্রবীহি মে।
গার্হস্থ্যেঽপ্যথবা বাল্যে যৌবনে স্থবিরেঽপি বা ॥৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বৃথা জন্মানি চত্বারি বৃথা দানানি ষোড়শ।
বৃথা জন্ম হ্যপুত্রস্য যে চ ধর্মবহিষ্কৃতাঃ ॥৪

দ্বিশততম অধ্যায়।

[নিন্দিতদান, নিন্দিতভক্ষ্য, যোগ্যদানপাত্র, শ্রাদ্ধে গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য ব্রাহ্মণ, দানপাত্রলক্ষণ, অতিথি সৎকার, বিবিধ দানমহত্ত্ব, বাগ্বিশুদ্ধি, গায়ত্রীজপ, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়সমূহের বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির মহাভাগ মার্কণ্ডেয়ের দ্বারা রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের পুনঃ স্বর্গপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া পুনরায় মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে! কি কি অবস্থায় দান করিলে পুরুষ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন। মানুষ বাল্যকালে, গৃহস্থাশ্রমে, যৌবনকালে ও বার্দ্ধক্যে দান করিলে যে ফল পায়, তাহা আমাকে

পরপাকেষু যেঽশ্নন্তি আত্মার্থঞ্চ পচন্তি তু যঃ।
পর্য্যশ্নন্তি বৃথা যে চ তদসত্যং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥৫
আরূঢ়পতিতে দত্তমস্তারোপহৃতঞ্চ যৎ।
ব্যর্থন্তু পতিতে দানং ব্রাহ্মণে তস্করে তথা ॥৬
গুরৌ চানৃতিকে পাপে কৃতঘ্নে গ্রামযাজকে।
বেদবিক্রয়িণে দত্তং তথা বৃষলযাজকে ॥৭
ব্রহ্মবন্ধুষু যদ্ দত্তং যদ্ দত্তং বৃষলীপতৌ।
স্ত্রীজনেষু চ যদ্ দত্তং ব্যালগ্রাহে তথৈব চ ॥৮
পরিচারকবর্গেষু যদ্ দত্তং বৃথা দানানি ষোড়শ।
তমোবৃতস্তু যো দদ্যাদ্ ভয়াৎ ক্রোধাৎ তথৈব চ ॥৯
ভুঙ্‌ক্তে চ দানং তৎ সর্বং গর্ভস্থস্তু নরঃ সদা।
যদদ্ দানং দ্বিজাতিভ্যো বৃত্তভাবেন মানবঃ ॥১০

তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু সর্বদানানি পার্থিব।
দাতব্যানি দ্বিজাতিভ্যঃ স্বর্গমার্গমভীপ্সয়া ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

চাতুর্বর্ণ্যস্য সর্বস্য বর্তমানঃ প্রতিগ্রহে।
কেন বিপ্রো বিশেষেণ তারয়ন্তি তরন্তি চ ॥১২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

জপৈর্মন্ত্রৈশ্চ হোমৈশ্চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নেন চ।
নাবং বেদময়ীং কৃত্বা তারয়ন্তি তরন্তি চ ॥১৩

ব্রাহ্মণাংস্তোষয়েদ্ যস্তু তুষ্যন্তে তস্য দেবতাঃ।
বচনাচ্চাপি বিপ্রাণাং স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৪

বঙ্গানুবাদ।১-৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বৃথাদান চারিপ্রকার এবং বৃথাদান ষোলপ্রকার। (১) যে গৃহস্থ অপুত্রক, (২) যে ব্রহ্মচর্য্যভ্রষ্ট, (৩) যে সর্ব্বদা পরান্ন ভোজন করে এবং (৪) যে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া কেবল নিজের উদরপূরণের জন্য অন্ন পাক করে—এই চারিপ্রকার লোকের জন্য বৃথা এবং উহাদের অন্নও অসৎ অন্ন।১-৩

যে পূর্ব্বে সন্ন্যাস বা বানপ্রস্থ—এই উচ্চাশ্রম গ্রহণ করত পরে পুনরায় গৃহস্থ আশ্রমে চলিয়া আসে, তাহাকে 'আরূঢ়পতিত' বলে। তাহার দান বৃথা। অসদুপায়ে অর্জ্জিত ধনের দান বৃথা; পতিত ব্রাহ্মণ ও তস্করকে (চোরকে) প্রদত্ত দান বৃথা।৬

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন, মিথ্যাবাদী, পাপী, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, বেদবিক্রয়ী, শূদ্রযাজী, পতিত ব্রাহ্মণ, শূদ্রার ব্রাহ্মণপতি, স্ত্রীজন, সর্পাদি হিংস্রজন্তুর ব্যবসায়ী এবং পুত্র-ভৃত্যাদি পরিচারকবর্গকে দান বৃথা। এইরূপে এই ষোড়শ দান নিষ্ফল*।

তমোগুণে আবৃত হইয়া ভয় ও ক্রোধপূর্ব্বক দান, লোভবশতঃ দান,—এইসকল দানের ফল মানুষ গর্ভাবস্থায় ভোগ করে এবং ব্রাহ্মণকে দানের ফল অধিক বয়সে ক্রমানুসারে ভোগ করে।৭-১০

রাজন্! সুতরাং মানুষ যদি স্বর্গলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সর্ব্বাবস্থাতেই সকল দানই ব্রাহ্মণকে করিবে।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেরই দান গ্রহণ করেন, তিনি কি বিশেষ কর্ম্ম করিলে

---

* এইস্থলে পিতা আদি গুরুজন, সেবক ও স্ত্রীকে দেওয়া দান যে বৃথা হয় বলিয়া বলা হইয়াছে, ইহার অভিপ্রায় হইল,—মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা করা এবং স্ত্রী ও ভৃত্যগণকে পোষণ করা যে মনুষ্যের অবশ্যই কর্ত্তব্য। সেইজন্যই ইহাদিগকে দান করা যে কর্ত্তব্যের পালন, সুতরাং উহাদিগকে প্রদত্ত ধন দানের শ্রেণীমধ্যে গণ্য হয় নাই।

পিতৃ-দৈবতপূজাভির্ব্রাহ্মণাভ্যর্চনেন চ।
অনন্তং পুণ্যলোকস্থ গন্তাসি ন্বং ন সংশয়ঃ ॥১৫

শ্লেষ্মাদিভির্ব্যাপ্ততনুস্ত্রিয়মাণো বিচেতনঃ।
ব্রাহ্মণা এব সম্পূজ্যাঃ পুণ্যং স্বর্গমভীপ্সতা ॥১৬

শ্রাদ্ধকালে তু যত্নেন ত্যোজ্যা হ্যযুক্তলিতাঃ।
দুর্বর্ণঃ কুনখী কুষ্ঠী মায়াবী কুণ্ড-গোলকৌ ॥১৭

বর্জনীয়াঃ প্রযত্নেন কাণপৃষ্ঠাশ্চ দেহিনঃ।
হুতাশিতং হি যচ্ছ্রাদ্ধং দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥১৮

যে যে শ্রাদ্ধে ন যুজ্যন্তে যুক্তাশ্চাবধিরাদয়ঃ।
তেঽপি সর্বে নিযোক্তব্যা মিশ্রিতা বেদপারগৈঃ ॥১৯

প্রতিগ্রহন্তু যৈ দেয়ঃ শৃণু যত্ত যুধিষ্ঠির।
প্রদাতারং তথাত্মানং যস্তারয়তি শক্তিমান্ ॥২০

তস্মিন্ দেয়ং দ্বিজে দানং সর্বাগমবিজানতা।
প্রদাতারং যথাত্মানং তারয়েদ্ যঃ স শক্তিমান্ ॥২১

ন তথা হবিষো হোমৈর্ন পুষ্পৈর্নানুলেপনৈঃ।
অগ্নয়ঃ পার্থ তৃপ্যন্তি যথা হ্যতিথিভোজনে ॥২২

তস্মাৎ ত্বং সর্বযত্নেন যতস্বাতিথিভোজনে।
পাদোদকং পাদরজো দীপদানং প্রতিগ্রহম্ ॥২৩

নিজে সেই পাপ হইতে মুক্ত হন এবং অন্যকেও মুক্ত করিতে পারেন ।১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! ব্রাহ্মণ জপ, মন্ত্রপাঠ, হোম ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা বেদময়ী নৌকা নির্মাণ করত উহার দ্বারা নিজেও পাপমুক্ত হন এবং অন্যকেও পাপমুক্ত করেন ।১৩

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করেন, তাঁহার উপর দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন এবং ব্রাহ্মণের বাক্যবলেও মানুষ স্বর্গপ্রাপ্ত হইতে পারে ।১৪

পিতৃগণ ও দেবতাগণের পূজা এবং ব্রাহ্মণের অর্চনার দ্বারা তুমি পুণ্যলোকে অনন্তকাল বাস করিবে ।১৫

যাহার শরীরে শ্লেষ্মা (কফ) প্রভৃতিতে পূর্ণ, যে ম্রিয়মাণ এবং অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, সে যদি পুণ্যময় স্বর্গবাস করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার ব্রাহ্মণগণকে পূজা করা উচিত ।১৬

শ্রাদ্ধকালে অনিন্দিত ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাইবে। যাহারা দুর্বর্ণ (যাহার শরীরের বর্ণ ঘৃণাজনক), কুনখী, কুষ্ঠী, মায়াবী (কপটী), স্বামীর জীবিত অবস্থায় পরপুরুষের দ্বারা উৎপন্ন কুণ্ডপুত্র, বিধবার গর্ভজাত গোলকপুত্র ও কাণপৃষ্ঠ ব্রাহ্মণ (পৃষ্ঠে ওষধি বাঁধিয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৃত্তিধারী)—এইরূপ ব্রাহ্মণকে যত্নের সহিত শ্রাদ্ধে বর্জন করিবে। এইরূপ ভোজনে শ্রাদ্ধ নিন্দিত হয়; অগ্নি যেমন ইন্ধন (কাষ্ঠ) দগ্ধ করে, তেমনই এইরূপ নিন্দিত-শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধকর্তাকে দগ্ধ করে ।১৮

মূক (বোবা), অন্ধ, বধির (কালা) প্রভৃতি যাহারা শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ, তাহাদিগকেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত সম্মিলিতভাবে ভোজন করান চলিতে পারে ।১৯

যুধিষ্ঠির! যেরূপ ব্যক্তিকে দান করা উচিত, অতঃপর তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। যিনি দাতাকে ও নিজেকে এই উভয়কেই নিজ শক্তিতে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ ।২০

সর্বশাস্ত্রবিদ্ দাতা এমন ব্রাহ্মণকে দান করিবে, যে ব্রাহ্মণ দাতা ও আত্মা উভয়কেই ত্রাণ করিতে পারে এবং তিনিই শক্তিশালী ব্রাহ্মণ ।২১

হে পার্থ! হবির দ্বারা হোম, পুষ্প ও চন্দনাদির অনুলেপন প্রভৃতির দ্বারা অগ্নিদেব যেরূপ তৃপ্ত হন না, যেরূপ তৃপ্ত হন তিনি অতিথি-ভোজনে ।২২

প্রযচ্ছন্তি তু যে রাজন্ নোপসর্পন্তি তে যমম্।
দেবমাল্যাপনয়নং দ্বিজোচ্ছিষ্টাবমার্জনম্ ॥২৪
আক্রম্যঃ পরিচর্য্যা চ গাত্রসংবাহনানি চ।
অত্রৈকৈকং নৃপশ্রেষ্ঠ গোদানাদ্ব্যতিরিচ্যতে ॥২৫
কপিলায়াঃ প্রদানাৎ তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
তস্মাদলঙ্কৃতাং দদ্যাৎ কপিলাং তু দ্বিজাতয়ে ॥২৬
শ্রোত্রিয়ায় দরিদ্রায় গৃহস্থায়াগ্নিহোত্রিণে।
পুত্রদারাভিভূতায় তথা হ্যুপকারিণে ॥২৭
এবংবিধেষু দাতব্যা ন সমৃদ্ধেষু ভারত।
কো গুণো ভরতশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধেষ্বভিধীয়তাম্ ॥২৮
একস্যৈকা প্রদাতব্যা ন বহূনাং কথঞ্চন।
সা গৌর্বিক্রয়মাপন্না হন্যাৎ ত্রিপুরুষং কুলম্ ॥২৯

ন তারয়তি দাতারং ব্রাহ্মণং নৈব নৈব তু।
সুবর্ণঞ্চ বিশুদ্ধঞ্চ সুবর্ণং যঃ প্রযচ্ছতি ॥৩০
সুবর্ণানাং শতং তেন দত্তং ভবতি শাশ্বতম্।
অনড্বাহং তু যো দদ্যাদ্ বলবন্তং ধুরন্ধরম্ ॥৩১
স নিস্তরতি দুর্গাণি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
বহুন্ধরাং তু যো দদ্যাদ্ দ্বিজায় বিদুষে ক্ষিতিম্ ॥৩২
দাতারং হ্যুপগচ্ছন্তি সর্বে কামাভিবাঞ্ছিতাঃ।
পৃচ্ছন্তি চাত্র দাতারং বসন্তি পুরুষা ভুবি ॥৩৩
অন্ধানি ক্ষীণগাত্রাণি পাংসুপাদাবগুণ্ঠিতাঃ।
তেষামেব শ্রমার্তানাং যো হ্যহং কথয়েদ্ বুধঃ ॥৩৪

সেইজন্য তোমরা সর্বপ্রকার যত্নের সহিত অতিথি ভোজন করাইবে। হে রাজন্! যে অতিথিকে পা ধুইবার জল, পায়ে মালিশ করিবার তেল, আলোর জন্য দীপ, ভোজনের জন্য অন্ন এবং থাকিবার জন্য স্থান প্রদান করে, সে কখনও যমলোকে যায় না।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! দেবতার বিগ্রহের মাল্য-চন্দনাদি যথাকালে মুছিয়া ফেলা, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট পরিমার্জন, দেবতা ও ব্রাহ্মণকে চন্দন, মালা প্রভৃতির দ্বারা সাজান, উহাদের সেবা-পূজা ও ব্রাহ্মণের পাদাদির সংবাহন—এই সকল কর্মের মধ্যে যে-কোন একটি কর্মই গোদানের চেয়ে অধিক।২৩-২৫

কপিলাগাভী প্রদান করিলে মানুষ নিঃসন্দেহে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়, অতএব অলঙ্কৃতা কপিলাগাভী ব্রাহ্মণকে দান করিবে।২৬

হে ভারত! যিনি শ্রোত্রিয়, দরিদ্র, গৃহস্থ, নিত্য অগ্নিহোত্রী, দারিদ্র্যবশতঃ স্ত্রী-পুত্র লইয়া কষ্ট পাইতেছেন এবং উপকার করিবার সামর্থ্য যাঁহার নাই—এইরূপ ব্রাহ্মণগণকেই দান করিবে, ধনীকে দান করিবে না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সমৃদ্ধকে দান করিয়া কি লাভ?২৭-২৮

একজন ব্রাহ্মণকেই একটি গরু দিবে, একাধিক ব্রাহ্মণকে কখনও একটি গরু দিবে না; (কারণ, উহাতে তাহারা পরস্পর বিবাদ করিবে অথবা গরু বিক্রয় করিয়া মূল্য বাঁটিয়া লইবে।) প্রদত্ত গরু যদি গ্রহীতা বিক্রয় করিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা দাতার তিন পুরুষের ক্ষতিসাধন করে।

উহা দাতাকে উদ্ধার করে না আর গ্রহীতা ব্রাহ্মণকে তো উদ্ধার করেই না। যে উত্তম বর্ণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে বিশুদ্ধ সুবর্ণ দান করে, উহাতে তাহার নিরন্তর শত সুবর্ণ-মুদ্রা দানের ফল হয়।

যে ব্যক্তি বলবান্ ও ভারবহনক্ষম বৃষ ব্রাহ্মণকে দান করে, সে মহাসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ করে।

যে ব্যক্তি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করে,

অন্নদাতুসমঃ সোঽপি কীর্ত্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
তস্মাৎ ত্বং সর্বদানানি হিত্বান্নং সম্প্রযচ্ছ হ ॥৩৫
ন হীদৃশং পুণ্যফলং বিচিত্রমিহ বিদ্যতে।
যথাশক্তি চ যো দদ্যাদন্নং বিপ্রেষু সংস্কৃতম্ ॥৩৬
স তেন কর্মণাপ্নোতি প্রজাপতিসলোকতাম্।
অন্নমেব বিশিষ্টং হি তস্মাৎ পরতরং ন চ ॥৩৭
অন্নং প্রজাপতিশ্চোক্তঃ স চ সংবৎসরো মতঃ।
সংবৎসরস্তু যজ্ঞোঽসৌ সর্বং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩৮
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
তস্মাদন্নং বিশিষ্টং হি সর্বেভ্য ইতি বিশ্রুতম্ ॥৩৯
যেষাং তটাকানি মহোদকানি
বাপ্যশ্চ কূপাশ্চ প্রতিশ্রয়াশ্চ।
অন্নস্য দানং মধুরা চ বাণী
যস্যস্ত তে নির্বচনা ভবন্তি ॥৪০
যাজ্যং অমেণার্জিতবিত্তসঞ্চিতং
বিপ্রে সুশীলে চ প্রযচ্ছতে যঃ।
বসুন্ধরা তস্য ভবেৎ সুতুষ্টা
ধারাং বসূনাং প্রতিমুঞ্চতীব ॥৪১
অন্নদা প্রথমং যান্তি সত্যবাক্ তদনন্তরম্।
অযাচিতপ্রদাতা চ সমং যান্তি ত্রয়ো জনাঃ ॥৪২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
কৌতূহলসমুৎপন্নঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানং পুনরেব মহাদ্যুতিঃ ॥৪৩

ঐ দাতার নিকট অভিলষিত সমস্ত ভোগ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়।

যদি পথে শ্রান্ত-ক্লান্ত, ক্ষুধাতুর এবং ধূলি-ধূসরিতচরণবিশিষ্ট কোন পথিক অন্নদাতার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহাকে যে বিদ্বান্ ব্যক্তি অন্নপ্রাপ্তির স্থান বলিয়া দেয়, সে-ও অন্নদাতার সমান ফললাভ করিবে।

অতএব হে রাজন্! তুমি অন্যসকল দানকে উপেক্ষা করিয়া অন্নদানই করিবে। অন্নদানের ন্যায় বিচিত্র পুণ্যফল আর কিছুতে লাভ হয় না।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি প্রস্তুত অন্ন দান করে, সে সেই পুণ্যে প্রজাপতিলোক লাভ করে।

অন্নই সকল দেয় বস্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বেদ অন্নকেই প্রজাপতি বলিয়াছেন এবং প্রজাপতিই সংবৎসর বলিয়া খ্যাত এবং সংবৎসরই যজ্ঞ-স্বরূপ; সুতরাং যজ্ঞেতেই সকল প্রাণীর স্থিতি।২৯-৩৮

যেহেতু অন্ন হইতে সকল চরাচর প্রাণীর উৎপত্তি ও স্থিতি, সেইহেতু অন্ন সকল দেয় বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ।৩৯

যেসকল লোক অগাধ জলে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী, বাপী ও কূপ খনন করে, অতিথিগণের বাসের জন্য ধর্মশালা প্রভৃতি নির্মাণ করে, অন্নদান করে এবং গ্রহীতার প্রতি মধুর ভাষায় কথা বলে; তাহাকে বাচনিক দত্ত দিতেও যমের সামর্থ্য নাই।৪০

যে নিজশ্রমে উপার্জিত ও সঞ্চিত ধন-ধান্য সুশীল ব্রাহ্মণকে দান করে, বসুন্ধরা তাহার উপর সন্তুষ্টা হন এবং বসুর (ধনের) রাশি যেন তাহার উপর বর্ষণ করেন।৪১

অন্নদাতা পুরুষগণ প্রথমে স্বর্গে গমন করে, তারপর সত্যবাদী এবং তারও পর অযাচিত দানকারী ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে; এইভাবে এই তিনজনই একই গতি প্রাপ্ত হয়।৪২

যমলোকস্য চাধ্বানমন্তরং মানুষস্য চ।
কীদৃশং কিম্প্রমাণং বা কথং বা তন্মহামুনে।
তরন্তি পুরুষাশ্চৈব কেনোপায়েন শংস মে ॥৪৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
সর্বগুহ্যতমং প্রশ্নং পবিত্রমবিসংস্তুতম্।
কথয়িষ্যামি তে রাজন্ ধর্ম্যং ধর্মভৃতাং বর ॥৪৫

ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাং নরাধিপ।
যমলোকস্য চাধ্বানমন্তরং মানুষস্য চ ॥৪৬

আকাশং তদপানীয়ং ঘোরং কান্তারদর্শনম্।
ন তত্র বৃক্ষচ্ছায়া বা পানীয়ং কেতনানি চ ॥৪৭

বিশ্রমেদ্ যত্র বৈ শ্রান্তঃ পুরুষোঽধ্বনি কর্শিতঃ।
নীয়তে যমদূতৈস্তু যমস্যাজ্ঞাকরৈর্বলাৎ ॥৪৮

নরাঃ স্ত্রিয়স্তথৈবান্যে পৃথিব্যাং জীবসংজ্ঞিতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদানানি নানারূপাণি পার্থিব ॥৪৯

হয়াদীনাং প্রকৃষ্টানি তেঽধ্বানং যান্তি বৈ নরাঃ।
সংনিবার্য্যাতপং যান্তি ছত্রৈশ্চৈব হি ছত্রদাঃ ॥৫০

তৃপ্তাশ্চৈবান্নদাতারো হতৃপ্তাশ্চাপ্যনন্নদাঃ।
বস্ত্রিণো বস্ত্রদা যান্তি অবস্ত্রা যান্ত্যবস্ত্রদাঃ ॥৫১

হিরণ্যদাঃ সুখং যান্তি পুরুষাঃ স্বভালঙ্কৃতাঃ।
ভূমিদাস্তু সুখং যান্তি সর্বৈঃ কামৈঃ সুতর্পিতাঃ ॥৫২

যান্তি চৈবাপরিক্লিষ্টা নরাঃ শস্যপ্রদাতকাঃ।
নরাঃ সুখতরং যান্তি বিমানেষু গৃহপ্রদাঃ ॥৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনুজগণের সহিত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌতূহলপরবশ হইয়া পুনরায় মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন।৪৩

হে মহামুনে! এই মনুষ্যলোক হইতে যমলোক কতদূর এবং উহা দেখিতে কেমন ও কত বড়? মানুষ কি উপায়ে যম-যাতনা হইতে উদ্ধার পায়, তাহা আমাকে বলুন।৪৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! হে ধার্মিকগণশ্রেষ্ঠ! তুমি ঋষিগণপ্রশংসিত, পবিত্র, ধর্মসম্মত ও সর্বগুহ্যতম প্রশ্ন করিয়াছ। সুতরাং আমি তোমাকে এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিব।৪৫

মহারাজ! মনুষ্যলোক হইতে যমলোকের দূরত্ব ছিয়াশী হাজার যোজন (চার ক্রোশে এক যোজন)।৪৬

যমলোকের মার্গ জলরহিত শূন্য আকাশমাত্র। উহা দেখিতে ভয়ঙ্কর ও দুর্গম কাননসদৃশ; কিন্তু তথায় বৃক্ষছায়া, পানীয় জল বা এমন কোন আশ্রয়-গৃহ নাই, যেখানে পথশ্রমে শ্রান্ত-ক্লান্ত পুরুষ বিশ্রাম করিতে পারে।

যমরাজের আদেশে যমদূতগণ বলপূর্বক পুরুষ, স্ত্রী এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাণিগণকে যমলোকে লইয়া যায়।

হে ভূপাল! যাহারা ব্রাহ্মণগণকে অশ্বাদি নানাবিধ বাহন দান করিয়াছে, তাহারা সেই বাহনে চড়িয়াই যমলোকে যায় এবং যাহারা ব্রাহ্মণকে ছত্র দান করিয়াছে, তাহারা সেখানে যাইবার পথে ছত্রদ্বারা রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা করত চলিয়া থাকে।৪৭-৫০

যাহারা অন্নদাতা, তাহারা ভোজনে তৃপ্ত হইয়া এবং যাহারা অন্নদান করে নাই, তাহারা ক্ষুধার্ত হইয়া গমন করে; যাহারা বস্ত্রদান করিয়াছে, তাহারা কাপড় পরিয়া এবং যাহারা তাহা করে নাই, তাহারা উলঙ্গ হইয়া যমলোকের পথে গমন করে।৫১

স্বর্ণদাতা পুরুষগণ নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া এবং ভূমিদাতা মনুষ্যগণ সমস্ত ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া সুখে গমন করে।৫২

পানীয়দা হ্যুপবিতাঃ প্রহৃষ্টমনসো নরাঃ।
পন্থানং স্রোতরন্তশ্চ যান্তি দীপপ্রদাঃ সুখম্ ॥৫৪

গোপ্রদাস্তু সুখং যান্তি নির্মুক্তাঃ সর্বপাতকৈঃ।
বিমানৈর্হংসসংযুক্তৈর্যান্তি মাসোপবাসিনঃ ॥৫৫

তথা বহিপ্রযুক্তৈশ্চ ষষ্ঠবাত্রোপবাসিনঃ।
ত্রিরাত্রং ক্ষপতে যস্তু একভক্তেন পাণ্ডব ॥৫৬

অন্তরা চৈব নাশ্নাতি তস্য লোকা হ্যনাময়াঃ।
পানীয়স্য গুণা দিব্যাঃ প্রেতলোকসুখাবহাঃ ॥৫৭

তত্র পুষ্পোদকা নাম নদী তেষাং বিধীয়তে।
শীতলং সলিলং তত্র পিবন্তি হ্যমৃতোপমম্ ॥৫৮

যে চ দুষ্কৃতকর্মাণঃ পুরং তেষাং বিধীয়তে।
এবং নদী মহারাজ সর্বকামপ্রদা হি সা ॥৫৯

তস্মাৎ ত্বমপি রাজেন্দ্র পূজয়ৈনান্ যথাবিধি।
অধ্বনি ক্ষীণগাত্রাংশ্চ পথি পাংসুসমন্বিতঃ ॥৬০

পৃচ্ছতে হ্যন্নদাতারং গৃহমায়ান্তি চাশয়া।
তং পূজয়াথ যত্নেন সোদ্যতিথির্ব্রাহ্মণশ্চ সঃ ॥৬১

তং যান্তমনুগচ্ছন্তি দেবাঃ সর্বে সবাসবাঃ।
তস্মিন্ সম্পূজিতে প্রীতা নিরাশা যান্ত্যপূজিতে ॥৬২

তস্মাৎ ত্বমপি রাজেন্দ্র পূজয়ৈনং যথাবিধি।
এতত্তে শতশঃ প্রোক্তং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৬৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।
পুনঃ পুনরহং শ্রোতুং কথাং ধর্মসমাশ্রয়াম্ ।
পুণ্যামিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ কথ্যমানাং ত্বয়া বিভো ॥৬৪

শস্যদানকারী মনুষ্যগণ বিনা কষ্টে এবং গৃহদাতা বিমানে চড়িয়া অতি সুখে গমন করে।৫৩

জলদাতা তৃষ্ণাশূন্য হইয়া প্রসন্নমনে এবং দীপদাতা সেই পথকে আলোকিত করিয়া সুখের সহিত গমন করে।৫৪

সোদাতা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুখে এবং মাসব্যাপী উপবাসকারী হংসযুক্ত বিমানে (আনন্দে) গমন করে।৫৫

যে ছয়রাত্রি উপবাস করিয়াছে, সে মযূর-বাহিত বিমানে গমন করে। হে পাণ্ডুনন্দন। যে একবার আহারে তিনরাত্রি কাটায়, মধ্যে আর ভোজন করে না, সে রোগ-শোকশূন্য পুণ্যলোকে গমন করে।

জলদানের প্রভাব অলৌকিক। উহা প্রেতলোকে সুখ প্রদান করে। জলদাতাগণের জন্য সেখানে পুষ্পোদকে পরিপূর্ণ নদী ব্যবস্থিত আছে। জল-দাতাগণ ঐ নদীর অমৃততুল্য শীতল জল পান করে।৫৬-৫৮

যাহারা দুষ্কৃতকারী, তাহাদের জন্য পূয়ময়ী নদীর বিধান করা হয়। হে মহারাজ। সেখানে এই নদী সর্বকামপ্রদা; অর্থাৎ যাহার যেরূপ কর্ম, তাহার নিকট সেইরূপ নদী আসিয়া উপস্থিত হয়।৫৯

অতএব হে রাজেন্দ্র। তুমিও এই ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি অর্চনা কর; বিশেষ যাঁহারা পথশ্রমে ক্লান্ত, যাঁহারা ধূলিধূসরিতচরণে অন্নদাতাকে অন্বেষণ করে এবং যাঁহারা ভোজনের আশায় গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ অতিথি মনুষ্যমাত্রকে এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে যত্নের সহিত ভোজনাদির দ্বারা অর্চনা কর।৬০-৬১

এইরূপ অতিথির পশ্চাতে পশ্চাতে ইন্দ্রসহিত দেবগণ ধাবিত হন; যাঁহারা ইহার পূজা করেন, দেবতাগণ তাঁহাদের উপর বিশেষ প্রীত হন এবং ঐরূপ যে গৃহ হইতে তাঁহারা নিরাশ হন, দেবতাগণও তথা হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান।৬২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ধর্মান্তরং প্রতি কথাং কথ্যমানাং ময়া নৃপ।
সর্বপাপহরাং নিত্যং শৃণুষাবহিতো মম ॥৬৫

কপিলায়াং তু দত্তায়াং যৎ ফলং জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
তৎ ফলং ভরতশ্রেষ্ঠ বিপ্রাণাং পাদধাবনে ॥৬৬

দ্বিজপাদোদকক্লিন্না যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপর্ণেন পিবন্তি পিতরো জলম্ ॥৬৭

যাগতেনাগ্নয়স্তৃপ্তা আসনেন শতক্রতুঃ।
পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাদ্যেন প্রজাপতিঃ ॥৬৮

যাবদ্ বৎসস্য বৈ পাদৌ শিরশ্চৈব প্রদৃশ্যতে।
তস্মিন্ কালে প্রদাতব্যা প্রযত্নেনান্তরাত্মনা ॥৬৯

অন্তরিক্ষগতো বৎসো যাবদ্ যোন্যাং প্রদৃশ্যতে।
তাবদ্ গৌ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্ গর্ভং ন মুঞ্চতি ॥৭০

যাবন্তি তস্য রোমাণি বৎসস্য চ যুধিষ্ঠির।
তাবদ্ যুগসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৭১

সুবর্ণমালাং যঃ কৃত্বা রূপ্যখুরাং কৃষ্ণবেণুকাম্।
তিলৈঃ প্রচ্ছাদিতাং দত্ত্বা সর্ববরৈরলঙ্কৃতাম্ ॥৭২

প্রতিগ্রহং গৃহীত্বা যঃ পুনর্দদতি সাধবে।
ফলানাং ফলমাপ্নোতি তদা দত্ত্বা চ ভারত ॥৭৩

লবণার্ণবগুপ্তা চেয়ং সশৈলবনকাননা
চতুরন্তা ভবেদ্ দত্তা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥৭৪

অতএব হে রাজেন্দ্র! তুমিও এইরূপ বিধি অনুসারে অতিথির সেবা কর; এতদ্ব্যতীত তোমাকে শতবার বলিতেছি; বল, আর কি তুমি শুনিতে চাও ॥৬৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ধর্মজ্ঞ বিভো! ধর্মাশ্রিত পুণ্যকথাসমূহ আপনার নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না, আমি আরও শুনিতে চাই ।৬৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! ধর্মসম্বন্ধিনী আরও অন্য সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী কথা তোমাকে বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর ।৬৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠ পুষ্করতীর্থে কপিলা দোহনে যে ফললাভ হয়, ব্রাহ্মণের পাদধৌত করিলেও সেই ফলই লাভ হয় ।৬৬

ব্রাহ্মণের প্রক্ষালন জলে যতক্ষণ পৃথিবী ভিজা থাকে, ততক্ষণ পিতৃপুরুষগণ পদ্মপত্রে জলপান করেন ।৬৭

ব্রাহ্মণের আগতের দ্বারা গার্হপত্য, দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণানামক অগ্নিগণ তৃপ্ত হন, এইরূপ আসনদানের দ্বারা ইন্দ্র পিতৃগণ ব্রাহ্মণের পাদধৌতের দ্বারা এবং তাঁহাদের ভোজনযোগ্য অন্নদানের দ্বারা প্রজাপতি তৃপ্ত হন ।৬৮

গর্ভিণী গাভীর গর্ভ হইতে যখন বাছুরের মুখ ও পা দুইটি বহির্গত হইয়াছে, সেই সময় শ্রদ্ধার সহিত যত্নপূর্ব্বক সেই গাভীর দান করা কর্ত্তব্য ।৬৯

কারণ, গাভীর যোনি হইতে নির্গম্যমান বাছুর যতক্ষণ যোনিচ্যুত না হইয়া খুরেই অবস্থান করে, ততক্ষণ ঐ গাভীকে পৃথিবীরূপে মনে করিবে ।৭০

হে যুধিষ্ঠির! ঐ গাভীর দানে দাতা গাভীর ও তাহার বৎসের রোমসংখ্যার সমান হাজার যুগ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত থাকে ।৭১

হে ভারত! নাসিকা সুবর্ণে ও খুর রৌপ্যে মণ্ডিত করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার রত্নে অলঙ্কৃত ও তিলের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া যে কৃষ্ণবর্ণা গাভীকে দান করে এবং যে উহার প্রতিগ্রহ করত কোন সাধু পুরুষকে দান করে, তাহারা উভয়ে সর্ব্বোত্তম ফললাভ করে। ২-৭৩

অন্তর্জানুস্তরো যস্তু ভুঙ্‌ক্তে সংসক্তভাজনঃ।
যো দ্বিজঃ শব্দরহিতং স ক্ষমস্তারণায় বৈ ॥৭৫

অপানপা ন স্খলিতাস্তথান্যে যে দ্বিজাতয়ঃ।
জপন্তি সংহিতাং সম্যক্ তে হিত্বাং
তারণক্ষমাঃ ॥৭৬

হব্যং কব্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ সর্বং তচ্ছ্রোত্রিয়োঽর্হতি।
হুতং হি শ্রোত্রিয়ে সাধৌ স্খলিতেঽগ্নৌ যথা
হুতম্ ॥৭৭

মনুষ্যপ্রহরণা বিপ্রা ন বিপ্রাঃ শস্ত্রযোধিনঃ।
নিঘ্নন্ত্যমন্যুনা বিপ্রা বজ্রপাণিরিবাসুরান্ ॥৭৮

ধর্মাশ্রিতেয়ং তু কথা কথিতেহং তবানঘ
যাং শ্রুত্বা মুনয়ঃ প্রীতা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ॥৭৯

ঐরূপ গাভীর দানে সমুদ্র, গুহা, পর্ব্বত ও কাননসহিত চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিদানের সমান ফললাভ হয়—ইহাতে সংশয় নাই।৭৪

যে দ্বিজ আঙ্গুর মধ্য দিয়া হাত লইয়া পাত্রকে স্পর্শ করত মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভোজন করে, সে অন্যকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।৭৫

যে কখনও মদ্যপান করে নাই, যাহার শাস্ত্রোক্ত কোন দোষ নাই এবং যেসকল ব্রাহ্মণ বেদের সংহিতোক্ত মন্ত্রসমূহ নিত্য পাঠ করে, তাহারা অপরকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ।৭৬

হব্য (যজ্ঞ) ও কব্যের (শ্রাদ্ধের) সমস্ত দ্রব্য শ্রোত্রিয় (বেদাধ্যায়ী) ব্রাহ্মণকে দেয়। প্রজ্বলিত অগ্নিতে দত্ত আহুতির ফলের ন্যায় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হব্য ও কব্য মহাফলজনক।৭৭

ব্রাহ্মণগণের ক্রোধই অস্ত্রশস্ত্র, তাঁহারা অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করেন না। ব্রাহ্মণ ক্রোধমাত্রের দ্বারাই বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে বধ করে, তেমনই সকলকেই সংহার করিতে পারেন।৭৮

বীতশোকভয়ক্রোধা বিপাপ্মানস্তথৈব চ।
শ্রুত্বেমাং তু কথাং রাজন্ ন ভবন্তীহ মানবাঃ ॥৮০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং তচ্ছৌচং ভবেদ্ যেন বিপ্রঃ শুদ্ধঃ সদা ভবেৎ।
তদিচ্ছামি মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুং ধর্মভৃতাং বর ॥৮১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বাক্‌শৌচং কর্মশৌচঞ্চ যচ্চ শৌচং জলাত্মকম্।
ত্রিভিঃ শৌচৈরুপেতো যঃ স স্বর্গী নাত্র সংশয়ঃ ॥৮২

সায়ং প্রাতশ্চ সন্ধ্যাং যো ব্রাহ্মণোঽভ্যুপসেবতে।
প্রজপন্ পাবনীং দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥৮৩

স তয়া পাবিতো দেব্যা ব্রাহ্মণো নষ্টকিল্বিষঃ।
ন সীদেৎ প্রতিগৃহ্লানো মহীমপি সসাগরাম্ ॥৮৪

হে নিষ্পাপ। তোমাকে আমি ধর্মযুক্তা এই কথা বলিলাম। যাহা শুনিয়া নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।৭৯

রাজন্। এই কথা শুনিলে মনুষ্যগণ ভয়, শোক, ক্রোধ ও পাপশূন্য হইয়া এসংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না।৮০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ধার্মিকগণশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ। যে শৌচ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা শুদ্ধ হন; আপনি সেই শৌচাচারের কথা বলুন।৮১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বাক্‌শৌচ, কর্ম্মশৌচ এবং জলশৌচ—এই তিনপ্রকার শৌচ-অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা শুদ্ধ থাকে এবং তাহার ফলে স্বর্গলাভ করে—ইহাতে সংশয় নাই।৮২

যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে প্রতিদিন সন্ধ্যা করত সকলকে পবিত্রকারিণী বেদমাতা গায়ত্রীর (অধিকসংখ্যায়) জপ করেন, সেই ব্রাহ্মণ এই গায়ত্রীদেবীর কৃপায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া

যে চান্য দারুণাঃ কেচিদ্ গ্রহাঃ সূর্য্যাদয়ো দিবি।
তে চান্য সৌম্যা ভবন্তে শিবাঃ শিবতরাঃ সদা ॥৮৫

সর্বে নাশুভতং চৈনং দারুণাঃ পিশিতাশনাঃ।
ঘোররূপা মহাকায়া ধর্ষয়ন্তি দ্বিজোত্তমম্ ॥৮৬

নাধ্যাপনাদ্ যাজনাদ্ বা অন্যস্মাদ্ বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলিতাগ্নিসমা দ্বিজাঃ ॥৮৭

দুর্বেদা বা সুবেদা বা প্রাকৃতাঃ সংস্কৃতাস্তথা।
ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যা ভস্মচ্ছন্না ইবাগ্নয়ঃ ॥৮৮

যথা শ্মশানে দীপ্তোজাঃ পাবকো নৈব দুষ্যতি।
এবং বিদ্বানবিদ্বান্ বা ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ ।৮৯

প্রাকারৈশ্চ পুরদ্বারৈঃ প্রাসাদৈশ্চ পৃথগ্‌বিধৈঃ।
নগরাণি ন শোভন্তে হীনানি ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ ॥৯০

বেদাঢ্যা বৃত্তসম্পন্না জ্ঞানবন্তস্তপস্বিনঃ।
যত্র তিষ্ঠন্তি বৈ বিপ্রাস্তন্নাম নগরং নৃপ ॥৯১

ব্রহ্মে বাপ্যথবারণ্যে যত্র সন্তি বহুশ্রুতাঃ।
তৎ তদ্গবয়িত্যাহুঃ পার্থ তীর্থক তদ্ ভবেৎ ॥৯২

রক্ষিতারক রাজানং ব্রাহ্মণক তপস্বিনম্।
অভিগম্যাভিপূজ্যাথ সদ্যঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥৯৩

পুণ্যতীর্থাভিষেকক পবিত্রাণাক কীর্তনম্।
সদ্ভিঃ সম্ভাষণং চৈব প্রশস্তং কীর্ত্যতে বুধৈঃ ॥৯৪

পবিত্র হন; তিনি সসাগরা পৃথিবীর দান গ্রহণ করিলেও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।৮৩-৮৪

অন্তরিক্ষে বিচরণকারী সূর্য্য প্রভৃতি যেসকল তাঁহার পক্ষে ভয়ঙ্কর গ্রহ আছেন, তাঁহারাও গায়ত্রীজপকারীর প্রতি অনুকূল হন এবং সর্ব্বদা সুখদ ও পরম মঙ্গলকারী হন।৮৫

মাংসাশী, ঘোররূপী, বিশালকায় এবং দারুণ রাক্ষসগণও গায়ত্রীজপকারী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ধর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।৮৬

নিত্য সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপপরায়ণ ব্রাহ্মণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। তিনি অধ্যাপনা, যাজন বা প্রতিগ্রহ অন্য কোন দোষে লিপ্ত হন না (কারণ, ইহাই তাঁহার জীবিকা)।৮৭

বেদ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করুক বা নাই করুক, শাস্ত্রোক্ত সংস্কারসমূহে সংস্কৃত হউক বা না হউক, এমন অন্ততঃ ব্রাহ্মণকেও কখনও অবমাননা করিবে না। কেননা, সেই ব্রাহ্মণ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিসদৃশ।৮৮

অগ্নি শ্মশানে প্রজ্বলিত হইলেও কখনও অপবিত্র হয় না, তেমনই বিদ্বান্‌ই হউক অথবা অবিদ্বান্‌ই হউক—ব্রাহ্মণকেই মহান্ দেবতা বলিয়া মানা উচিত।৮৯

যতই উচ্চপ্রাচীর, পুরদ্বার (তোরণ) ও নানা-প্রকার অট্টালিকাই থাকুক না কেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-শূন্য নগরের তাহাতে শোভা হয় না।৯০

রাজন্। বেদপারদর্শী, সদাচারসম্পন্ন, জ্ঞানবান্ ও তপস্বী ব্রাহ্মণগণ যেখানে বাস করেন, সেইস্থানই নগরতুল্য।৯১

হে কুন্তীনন্দন। ব্রহ্ম (গোগণের থাকিবার স্থান) কিংবা অরণ্যই হউক, যেখানে বহুশ্রুত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহাকেই নগর বলা হয় এবং উহাই তীর্থ বলিয়া জানিবে।৯২

মানুষ প্রজারক্ষক রাজা এবং তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া দর্শন ও পূজনে সদ্যই পাপ হইতে মুক্ত হয়।৯৩

পুণ্যতীর্থে স্নান, পবিত্র চরিত্রসমূহের কীর্তন এবং সজ্জনগণের সহিত সদালাপ—এইসকলকে পণ্ডিতগণ প্রশংসা করিয়াছেন।৯৪

সাধুসঙ্গমপূতেন বাক্সুভাষিতবাদিনা।
পবিত্রীকৃতমাত্মানং সন্তো মন্যন্তি নিত্যশঃ ॥৯৫
ত্রিষবণস্নানং মৌনং জটাভারোঽথ মুণ্ডনম্।
বল্কলাজিনসংবেষ্টং ব্রহ্মচর্য্যাভিষেচনম্ ॥৯৬
অগ্নিহোত্রং বনে বাসঃ শরীরপরিশোষণম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি বিদ্যা হ্যথবি ভাবো ন নির্মলঃ ॥৯৭
ন দুষ্কৃতমনাশিত্বং সুকৃতং স্মরণং বিনা।
বিশুদ্ধিং চক্ষুরাদীনাং ধর্ম্মমিচ্ছন্নগাহিনাম্ ॥৯৮
বিকারি হেষাং রাজেন্দ্র সুদুষ্করকরং মনঃ।
যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ ॥৯৯
ন জ্ঞাতিভ্যো দয়া যস্য শুক্লদেহে হ্যবিকল্মষঃ।
হিংসা সা তপসস্তস্য নামাশিবস্য তপঃ স্মৃতম্ ॥১০০
তিষ্ঠন্ গৃহে চৈব মুনির্নিত্যং শুচিরলঙ্কৃতঃ।
যাবজ্জীবং দয়াবাংশ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০১
ন হি পাপানি কর্ম্মাণি শুদ্ধ্যন্ত্যনশনাদিভিঃ।
সীদন্ত্যনশনাদেব মাংসশোণিতলেপনঃ ॥১০২
অজ্ঞাতং কর্ম্ম কৃত্বা চ ক্লেশো নাস্যৎ প্রহীয়তে।
নাগ্নির্দহতি কর্ম্মাণি ভাবদুষ্টস্য দেহিনঃ ॥১০৩
পুণ্যাদেব প্রব্রজন্তি শুদ্ধ্যন্ত্যনশনাদি চ।
ন মূলফলভক্ষিত্বান্ন মৌনান্নানিলাশনাৎ ॥১০৪
শিরসো মুণ্ডনাদ্ বাপি ন স্থানকুটিকাসনাৎ।
ন জটাধারণাদ্ বাপি ন তু স্থণ্ডিলশয্যয়া ॥১০৫
নিত্যং হ্যনশনাদ্ বাপি নাগ্নিশুশ্রূষণাদপি।
ন চোদকপ্রবেশেন ন চ ক্ষ্মাশয়নাদপি ॥১০৬

পবিত্র সাধুসঙ্গ এবং তাঁহাদের মধুর উপদেশ শ্রবণে সজ্জনগণ নিজেকে সদা সর্ব্বদা পবিত্র বলিয়া মনে করেন।৯৫

যদি ভাব শুদ্ধ না হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি সত্যবাদী ও সরল না হয়; তবে ত্রিবণস্নান, মৌনাবলম্বন, জটাধারণ, মুণ্ডন, বল্কল (বৃক্ষের ত্বক্) ও অজিন (মৃগচর্ম্ম) পরিধান, ব্রহ্মচর্য্যপালন, অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান, বনে বাস এবং তপস্যার দ্বারা শরীর শোষণ—এসবই বৃথা হইবে।৯৬-৯৭

হে রাজেন্দ্র! আহার পরিত্যাগ করিয়া সাময়িকভাবে ছয়টি ইন্দ্রিয়ের সংযম খুব দুষ্কর নয়, কিন্তু মনকে ভাবশুদ্ধ করাই অত্যন্ত কঠিন; কারণ, মনের চাঞ্চল্যবশতঃ উহাকে বশীভূত করা অত্যন্ত দুষ্কর।৯৮

যে ব্যক্তি কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা পাপ করে না, সেই মহাত্মাই তপস্বী, কেবল শরীর শোষণ করাই তপস্যা নয়।৯৯

ব্রত, উপবাসাদির দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করিলেও যে জ্ঞাতিগণের প্রতি দয়াশূন্য নহে, তাহার ঐ নির্দ্দয়তা তাহার তপস্যার নাশক হয়; কেবল ভোজন ত্যাগ করিলেই তপস্যা সিদ্ধ হয় না।১০০

যে গৃহস্থ হইয়াও মৌন, শুচিতা ও সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি যাবজ্জীবন দয়া প্রভৃতিগুণে অলঙ্কৃত, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।১০১

ভোজন-ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারাই পাপকর্ম্মের শোধন হইয়া যাইবে—ইহা ঠিক নহে। তবে ভোজন-ত্যাগ করিলে এক-মাংসময় শরীর অবশ্যই ক্ষীণ হইয়া যায়।১০২

শাস্ত্রে অনুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানুষ ক্লেশমাত্র ফলই লাভ করে, উহাতে পাপ নাশ হয় না। কিন্তু বিশুদ্ধভাবযুক্ত পুরুষের পাপকর্ম্মসমূহকে অগ্নিহোত্রাদি শুভকর্ম্মও দগ্ধ করিতে পারে না।১০৩

মনুষ্য পুণ্যের প্রভাবেই উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। উপবাসও পুণ্য অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবের দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করে। (ভাবশুদ্ধ না হইলে) কেবল ফলমূল ভক্ষণ, মৌনাবলম্বন, বায়ুসেবন, মস্তকমুণ্ডন, কোন একস্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস, জটাধারণ, স্থণ্ডিলশয্যা (বেদীতে শয়ন), নিত্য উপবাস, অগ্নির সেবা, জলপ্রবেশ এবং ভূমিতে শয়ন—ইহারা কেহই তাহাকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না।১০৪-১০৬

জ্ঞানেন কর্মণা বাপি জরা মরণমেব চ।
ব্যাধয়শ্চ প্রহীয়ন্তে প্রাপ্যতে চোত্তমং পদম্ ॥১০৭
বীজানি হ্যগ্নিদগ্ধানি ন রোহন্তি পুনর্যথা।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সংযুজ্যতে পুনঃ ॥১০৮
আত্মনা বিপ্রহীণানি কাষ্ঠকুড্যোপমানি চ।
বিনশ্যন্তি ন সন্দেহঃ কেনানীব মহার্ণবে ॥১০৯
আত্মানং বিদ্যতে যেন সর্বভূতগুহাশয়ম্।
শ্লোকেন যদি বার্ধেন ক্ষীণং তস্য প্রয়োজনম্ ॥১১০
ত্র্যক্ষরাদভিসন্ধায় কেচিৎ শ্লোকপদাক্ষিতৈঃ।
শতৈরন্যৈঃ সহস্রৈশ্চ প্রত্যয়ো মোক্ষলক্ষণম্ ॥১১১
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।
উচ্ছিন্নসংশয়ো বৃদ্ধাঃ প্রত্যয়ো মোক্ষলক্ষণম্ ॥১১২

বিদিতার্থস্য বেদানাং পরিবেদপ্রয়োজনম্।
উদ্বিজেৎ স তু বেদেভ্যো দাবাগ্নেরিব মানবঃ ॥১১৩
শুষ্কং তর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়েত শ্রুতিং স্মৃতিম্।
একাক্ষরাভিসম্বন্ধং তত্ত্বং হেতুভিরিচ্ছসি।
বুদ্ধির্ন তস্য সিদ্ধ্যেত সাধনস্য বিপর্যয়াৎ ॥১১৪

বেদপূর্বং বেদিতব্যং প্রযত্নাৎ
তদ্ বৈ বেদস্য বেদঃ শরীরম্।
বেদস্তত্ত্বং তৎসমাসেন লব্ধ্বা
ক্ষীণত্বাত্মা তং ন বেদস্য বেদম্ ॥১১৫

বেদোক্তমায়ুর্দেবানামাশিষশ্চৈব কর্মণাম্।
ফলত্যনুযুগং লোকে প্রজাশ্চ পরিরক্ষতাম্ ॥১১৬

সংকর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জরা, মরণ ও ব্যাধির নাশ হয় এবং মৃত্যুর পর উত্তম গতি (মুক্তি) প্রাপ্ত হয় ॥১০৭

অগ্নিদগ্ধ বীজ যেমন পুনরায় অঙ্কুর উৎপাদন করিতে পারে না, তেমনই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ অবিদ্যাদি ক্লেশসমূহও আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥১০৮

আত্মার সহিত সম্বন্ধ বিযুক্ত হইলে এই শরীর কাষ্ঠ ও দেওয়ালের ন্যায় জড়বৎ হইয়া মহাসমুদ্রের ফেনার ন্যায় নাশপ্রাপ্ত হয়—ইহাতে সংশয় নাই ॥১০৯

যদি একটি শ্লোক বা শ্লোকার্ধের দ্বারাও সমস্ত প্রাণীর হৃদয়দেশে শয়নকারী আত্মাকে জানিতে পারা যায়, তাহা হইলেই মানুষের সকল শাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যায় ॥১১০

কেহ পরমাত্মার 'রাম' 'কৃষ্ণ' 'শিব' 'দুর্গা' আদি ত্র্যক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া, কেহ শ্লোক ও পদসমূহ দ্বারা অথবা শত ও সহস্র শাস্ত্রবাক্যসমূহের পাঠ দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ জানিতে পারে, বস্তুতঃ সন্দেহ দূর হইল মোক্ষের প্রতি কারণ ॥১১১

যে ব্যক্তি সর্ববিষয়েই সংশয়াপন্ন, সেই ব্যক্তির কি ইহলোক, কি পরলোক—কোথাও সুখলাভ হয় না। পরমাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ নিশ্চয়ই মুক্তির কারণ, ইহাই জ্ঞানী বৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন ॥১১২

বেদপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যদি বুঝিতে পারেন যে, বেদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি তখন দাবাগ্নি হইতে সাধারণ মানুষের ন্যায় বেদ হইতেও উদ্বিগ্ন হন ॥১১৩

যদি তুমি যুক্তির সহিত প্রণবরূপ একাক্ষর প্রতিপাদ্য তত্ত্বের অপরোক্ষ নিশ্চয় লাভ করিবার ইচ্ছা কর; তবে বেদাদিশাস্ত্রবিরুদ্ধ শুষ্ক তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতিকে আশ্রয় কর। যে শ্রুতি, স্মৃত্যাদি সাধনকে পরিত্যাগ করে, তাহার বুদ্ধি তত্ত্বনিশ্চয়ে সিদ্ধিলাভ করে না ॥১১৪

যে ব্যক্তি বেদপূর্বক বেদিতব্য বস্তুকে প্রযত্নসহকারে জানিয়াছে, সেই ব্যক্তিই বেদের শরীর। বেদতত্ত্ব সংক্ষেপে লাভ করিয়া যাহার আত্মা ক্ষীণ হইয়াছে, সে বেদের বেদ নহে ॥১১৫

বেদোক্ত আয়ু, দেবতাদিগের আশীর্বাদ এবং কর্মসমূহের ফল যুগে যুগে লোকে প্রজা ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদিগকে প্রাপ্ত হয় ॥১১৬

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসাদেন তপোভৎ পরিবর্দ্ধয়েৎ।
তস্মাদনশনং দিব্যং নিরুদ্ধেন্দ্রিয়গোচরম্ ॥১১৭
তপসা স্বর্গগমনং ভোগো দানেন জায়তে।
জ্ঞানেন মোক্ষো বিজ্ঞেয়স্তীর্থস্নানাদঘক্ষয়ঃ ॥১১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু রাজেন্দ্র প্রত্যুবাচ মহাযশাঃ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি প্রধানবিধিমুত্তমম্ ॥১১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যৎ ত্বমিচ্ছসি রাজেন্দ্র দানধর্মং যুধিষ্ঠির।
ইষ্টং চেদং সদা মহ্যং রাজন্ গৌরবতস্তব ॥১২০

শৃণু দানরহস্যানি শ্রুতিস্মৃত্যুদিতানি চ।
ছায়ায়াং কপিলঃ শ্রাদ্ধং তৎ কর্ণপরিবীজিতে।
দশ কল্পানুতানীহ ন ক্ষীয়তে যুধিষ্ঠির ॥১২১
জীবনায় সমাক্লিষ্টং বহু দত্ত্বা মহীয়তে।
বৈদ্যং তু বাসয়েদ্ যস্তু সর্বযজ্ঞৈঃ স ইষ্টবান্ ॥১২২

প্রস্রিস্রোতশ্চিত্রবাহাঃ পর্জন্যোঽন্নানুদকরম্।
মহাধুরি যথা নাবা মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১২৩

বিপ্লবে বিপ্রদত্তানি দধিমন্থকরাণি চ।
পর্বসু দ্বিগুণং দানমৃতৌ দশগুণং ভবেৎ ॥১২৪

অতি যত্নের সহিত বেদবাক্যসমূহের দ্বারাই জ্ঞাতব্য পরমাত্মার তত্ত্বকে জানিতে হইবে, কারণ, এই তত্ত্ব বেদ হইতে অভিন্ন, বেদ উহার শরীর এবং সেই পরমাত্মতত্ত্বের সহজভাবে প্রাপ্তি করাইতে বেদই হেতু; সুতরাং বেদের সাহায্য না লইয়া জীব স্বয়ং ঐ তত্ত্বজ্ঞান লাভে ক্লীব অর্থাৎ অসমর্থ। ঐ তত্ত্ব বেদ-তত্ত্বেরও বেদ্য অর্থাৎ উহা জানা বড়ই কঠিন।১১৫

বেদেই দেবতাগণের আয়ু ও কর্মের শুভাশুভ ফল বর্ণিত আছে। তদনুসারে দেহধারী জীব-সমূহের উপর কর্মের প্রভাব যুগে যুগে ফলিত হইয়া থাকে।১১৬

সুতরাং মনঃসংযমপূর্বক ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধির দ্বারা বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করা উচিত; মনের দ্বারা নিরুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের যে বিষয়ভোগে বিরাম—ইহাই প্রকৃত দিব্য অনশন।১১৭

তপস্যার দ্বারা স্বর্গ, দানের দ্বারা ভোগ, জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ এবং তীর্থস্নানের দ্বারা পাপক্ষয় হয়।১১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র জনমেজয়! মার্কণ্ডেয়ের এই কথা শুনিয়া মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! আমি দানের উত্তম ও প্রধান বিধিসমূহ শুনিতে ইচ্ছা করি।১১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি যে দানধর্মের কথা শুনিতে চাহিতেছ, উহা গৌরবযুক্ত হওয়ার আমারও সদা প্রিয়।১২০

হে যুধিষ্ঠির! বেদে ও স্মৃতিতে কথিত দানের রহস্যসমূহ শ্রবণ কর। বৃহস্পতিবারে অমাবস্যার যোগ হইলে অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়াকে গজচ্ছায়াপর্ব বলে। ঐদিন অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়া যেখানে লাগে, এইরূপ জলসন্নিহিত স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে উহার ফল একলক্ষ বহুকাল পর্যন্ত অক্ষয় থাকে।১২১

জীবিকার জন্য যে ব্যক্তি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে ধনদান করিলে মানুষ স্বর্গে গমন করে। কিংবা যে ব্যক্তি জীবিকার জন্য প্রস্তুত অন্ন দান করে, সে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রয়প্রার্থী বৈদ্যকে যে ভূমি দিয়া বসবাস করায়, সে সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করে।১২২

অয়নে বিষুবে চৈব ষড়শীতিমুখেষু চ।
চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগে চ শতমক্ষয়মুচ্যতে ॥১২৫
ঋতূনাং দশগুণং দত্তং
শতগুণমুত্তরনাদিষু ধ্রুবম্।
ভবতি সহস্রগুণং দিনক্ষয়ে বা-
বিষুবতি চাক্ষয়মশ্নুতে ফলম্ ॥১২৬
নাভূমিদো ভূমিমশ্নাতি রাজন্
নায়ানদো যানমারুহ্য যাতি।
যান্ যান্ কামান্ ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতি
তাংস্তান্ কামান্ আশ্নুতে দ ভুঙ্‌ক্তে ॥১২৭

অগ্নেরপত্যং প্রথমং সুবর্ণং
ভূর্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ।
লোকাত্রয়ন্তেন ভবন্তি দত্তা
যঃ কাঞ্চনং গাশ্চ মহীঞ্চ দদ্যাৎ ॥১২৮
পরং হি দানান্ন বভূব শাশ্বতং
তস্যাং ত্রিলোকে ভবতে কুতঃ পুনঃ।
তস্মাৎ প্রধানং পরমং হি দানং
বদন্তি লোকেষু বিশিষ্টবুদ্ধয়ঃ ॥১২৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-
পর্বণি দানমাহাত্ম্যে দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০০

প্রতিস্রোততীর্থে (পূর্ব্বমুখী নদী যেখানে পশ্চিম-মুখী হয়, সেইস্থানকে প্রতিস্রোততীর্থ বলে।) উত্তম অন্নের দান অক্ষয় পুণ্যের প্রাপক। অন্নার্থী হইয়া বিচরণকারী অতিথিরূপী ইন্দ্রকে যদি অন্নাদি ভোজন দ্বারা সন্তুষ্ট করান হয়, তবে উহা সর্ব্বপাপ-প্রণাশক হয়। এইরূপ নদীর মহাপ্রবাহে গ্রহণের সময় ঘৃতমধ্বাদি পদার্থের দানেও অক্ষয় পুণ্যলাভ হয় এবং ঐরূপ প্রবাহে স্নানেও মহাপাপসমূহ হইতে মুক্তি হয়।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে দানে দ্বিগুণ, ঋতুর আরম্ভে দানে দশগুণ এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, মহাবিষুব-সংক্রান্তি, মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন-সংক্রান্তি, সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণে প্রদত্ত দান অক্ষয় হয়।১২৩-১২৫

জ্ঞানিগণ বলেন—ঋতুর প্রারম্ভে প্রদত্ত বস্তু দশগুণ, অয়নে প্রদত্ত বস্তু শতগুণ, গ্রহণের সময় প্রদত্ত বস্তু সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায় এবং মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে প্রদত্ত দানে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়।১২৬

রাজন্! যে ভূমিদান করে না, সে পরলোকে ভূমিলাভ করে না, যে যান দান করে না, সে যানে আরোহণ করিয়া যাইবার সৌভাগ্য লাভ করে না। এইরূপে যে যেরূপ বস্তু ব্রাহ্মণগণকে দান করে, সেই সব বস্তুগুলিও পরলোকে ভোগ্যরূপে দাতার নিকট আসে।১২৭

সুবর্ণ অগ্নির প্রথম সন্তান, পৃথিবী বিষ্ণুর পত্নী এবং গোসমূহ সূর্য্যের সন্তান; সুতরাং যে কাঞ্চন, ভূমি ও গাভী দান করে, সে ত্রিলোকই দান করে।১২৮

পৃথিবীতে দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শাশ্বত পুণ্যফল-দায়ক অন্য বস্তু পূর্ব্বে হয় নাই, উহা এখন কিরূপে হইবে? এজন্য মনীষিগণ দানকেই পরম ও প্রধান ধর্ম্ম বলিয়াছেন।১২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে দানমাহাত্ম্যবিষয়ক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০০

একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উতঙ্কস্য তপসা সন্তুষ্টস্য শ্রীভগবতস্তস্মৈ বরদানম্, ইক্ষ্বাকুবংশীয়-নৃপ-কুবলাশ্বস্য ধুন্ধুমারনামলাভস্য কারণবর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তু রাজা রাজর্ষেরিন্দ্রদ্যুম্নস্য তৎ তথা।
মার্কণ্ডেয়াদ্দুরাভোগাৎ স্বর্গস্য প্রতিপাদনম্ ॥১
যুধিষ্ঠিরো মহারাজ পপ্রচ্ছ ভরতর্ষভ।
মার্কণ্ডেয়ং তপোবৃদ্ধং দীর্ঘায়ুষমকল্মষম্ ॥২
বিদিতাস্তব ধর্ম্মজ্ঞ দেব-দানব-রাক্ষসাঃ।
রাজর্ষয়শ্চ বিবিধা ঋষিবংশাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৩
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদস্মিঁল্লোকে দ্বিজোত্তম।
কথাং বেৎসি মুনে দিব্যাং মনুষ্যোরগ-রক্ষসাম্ ॥৪
দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষাণাং কিন্নরাপ্সরসাং তথা।
ইদমিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বেন দ্বিজসত্তম।৫
কুবলাশ্ব ইতি খ্যাত ইক্ষ্বাকুবরপার্থিবঃ।
কথং নামবিপর্য্যাসাদ্ ধুন্ধুমার ইতি স্মৃতঃ ॥৬
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন জ্ঞাতুং ভার্গবসত্তম।
বিপর্য্যস্তং যথা নাম কুবলাশ্বস্য ধীমতঃ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরেণৈবমুক্তো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
ধৌন্ধুমারমুপাখ্যানং কথয়ামাস ভারত ॥৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু রাজন্ যুধিষ্ঠির।
ধর্ম্মিষ্ঠমিদমাখ্যানং ধুন্ধুমারস্য তত্ত্বতঃ ॥৯

যথা স রাজা ইক্ষ্বাকুঃ কুবলাশ্বো মহীপতিঃ।
ধুন্ধুমারত্বমগমৎ তচ্ছৃণুষ্ব মহীপতে ॥১০

মহর্ষিবিপ্রকোপাত্তু উতঙ্ক ইতি ভারত।
মরুধন্বনি বন্যেষু আশ্রমস্তস্য কৌরব ॥১১

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[উতঙ্কের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের তাহাকে বরদান এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কুবলাশ্বের ধুন্ধুমার নাম লাভের কারণ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ জনমেজয়! রাজা যুধিষ্ঠির মহাভাগ মার্কণ্ডেয়-মুনির মুখে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের দীর্ঘজীবিত্ব ও পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া তপোবৃদ্ধ, নিষ্পাপ, দীর্ঘায়ু ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন।১-২

হে ধর্ম্মজ্ঞ মুনে! আপনি দেব, দানব ও রাক্ষসগণকে জানেন, নানাপ্রকার রাজগণ ও ঋষিগণের সনাতন বংশপরম্পরাও আপনার জানা আছে।৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার অবিদিত এ জগতে কিছুই নাই। হে মুনে! আপনি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, মনুষ্য, উরগ (সর্প) ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলের বিষয় অনেক কাহিনী জানেন

হে দ্বিজসত্তম! এই কথা জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে—ইক্ষ্বাকুকুলজাত রাজা কুবলাশ্বের নামের পরিবর্ত্তন হইয়া ধুন্ধুমার নাম কেন হইল? ভৃগুবংশেশ্বরশ্রেষ্ঠ! আমি এই সকল তত্ত্ব যথার্থরূপে শুনিতে চাই। পরম বুদ্ধিমান্ রাজা কুবলাশ্বের এইরূপ নাম বিপর্য্যয় হইল কেন?৪-৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় ধুন্ধুমারের উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন।৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! যুধিষ্ঠির! আমি উহা তোমাকে বলিতেছি শুন, আমি ধুন্ধুমারের ধর্ম্মযুক্ত উপাখ্যান বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর।৯

হে ভূপতে! যেমন করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা

উতথস্য মহারাজ তপোঽতপ্যৎ সুদুশ্চরম্।
আরিরাধয়িষুর্বিষ্ণুং বহূন্ বর্ষগণান্ বিভুঃ ॥১২

তস্য প্রীতঃ স ভগবান্ সাক্ষাদ্ দর্শনমেয়িবান্।
দৃষ্ট্বৈব চর্ষিঃ প্রহ্বস্তং তুষ্টাব বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥১৩

উতথ্য উবাচ।

ত্বয়া দেব প্রজাঃ সর্বাঃ সুরাসুর-মানবাঃ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি তথৈব চ ॥১৪

ব্রহ্ম বেদাশ্চ বেদাশ্চ ত্বয়া সৃষ্টং মহাদ্যুতে।
নিয়তে গগনং দেব নেত্রে শশি দিবাকরৌ ॥১৫

নিঃশ্বাসঃ পবনশ্চাপি তেজোঽগ্নিশ্চ তবাচ্যুত।
বাহবস্তে দিশঃ সর্বাঃ কুক্ষিশ্চাপি মহার্ণবঃ ॥১৬

ঊরু তে পর্বতা দেব খং নাভির্মধুসূদন
পাদৌ তে পৃথিবী দেবী রোমাণ্যোষধয়স্তথা ॥১৭

ইন্দ্রসোমাগ্নিবরুণা দেবাসুর-মহোরগাঃ।
প্রহ্বাস্ত্বামুপতিষ্ঠন্তি স্তবন্তো বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥১৮

ত্বয়া ব্যাপ্তানি সর্বাণি ভূতানি ভুবনেশ্বর।
যোগিনঃ সুমহাবীর্য্যাঃ স্তবন্তি ত্বাং মহর্ষয়ঃ ॥১৯

ত্বয়ি তুষ্টে জগৎ স্বাস্থ্যং ত্বয়ি ক্রুদ্ধে মহদ্ ভয়ম্।
ভবানাপদমেতাসি ত্বমেকঃ পুরুষোত্তম ॥২০

দেবানাং মানুষাণাঞ্চ সর্বভূতসুখাবহঃ।
ত্রিভির্বিক্রমণৈর্দেব ত্রয়ো লোকাস্ত্বয়া হৃতাঃ ॥২১

কুবলাশ্ব ধুন্ধুমার নাম পাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।১০

হে ভারত! উতথ নামে বিখ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন। কুরুনন্দন তাত! রমণীয় মরুধন্বপ্রদেশে তাঁহার আশ্রম ছিল।১১

হে মহারাজ! প্রভাবশালী মহামুনি উতথ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহুবর্ষব্যাপী সুদুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন।১২

তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই সবিনয়ে প্রণত হইয়া বহু স্তব-স্তুতির দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।১৩

উতথ্য বলিলেন,—হে দেব! সুর, অসুর, মানব আদি সমস্ত প্রজা আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যান্য জঙ্গম এবং বৃক্ষাদি স্থাবর প্রাণীসকলও আপনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।১৪

হে মহাতেজস্বী পরমেশ্বর! ব্রহ্ম, বেদ ও বেদতত্ত্ব সমস্ত বস্তুই আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন। দেব! আকাশ আপনার মস্তক এবং চন্দ্র ও সূর্য্য আপনার লোচনযুগল।১৫

হে অচ্যুত! বায়ু আপনার নিঃশ্বাস, অগ্নি আপনার তেজ, সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ আপনার বাহু এবং সমুদ্র আপনার কুক্ষিদেশ।১৬

হে দেব মধুসূদন! পর্ব্বতসমূহ আপনার ঊরু, অন্তরিক্ষ আপনার নাভি, পৃথিবী আপনার পাদদেশ এবং ওষধিসমূহ আপনার রোম।১৭

ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, অন্যান্য দেবতা, অসুর, মহাসর্প প্রভৃতি সকলেই নতমস্তক হইয়া বিবিধ স্তবের দ্বারা আপনার স্তুতি করত আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন।১৮

হে ভুবনেশ্বর! আপনি সমস্ত ভূতসমূহকে ব্যাপিয়া আছেন; মহাশক্তিশালী যোগী এবং মহর্ষিগণও আপনার স্তুতি করেন।১৯

পুরুষোত্তম! আপনি তুষ্ট হইলে জগতে শান্তি বিরাজ করে এবং আপনি ক্রুদ্ধ হইলে সকলেরই মহাভয় উপস্থিত হয়। একমাত্র আপনিই সকল ভয়ের নিবারক।২০

দেব! আপনি দেবতা, মনুষ্য এবং সম্পূর্ণ প্রাণীর সুখ-কারণ। আপনি তিন পাদবিক্ষেপ

অসুরাণাং সমৃদ্ধানাং বিনাশশ্চ ত্বয়া কৃতঃ।
তব বিক্রমযোগেন নির্বাণমগমন্ পরম্ ॥২২

পরাভূতাশ্চ দৈত্যেন্দ্রাস্ত্বয়ি ক্রুদ্ধে মহাদ্যুতে।
ত্বং হি কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ ভূতানামিহ সর্বশঃ ॥২৩

আরাধয়িত্বা ত্বাং দেবাঃ সুখমেধন্তি সর্বশঃ।
এবং স্তুতো হৃষীকেশ উত্তঙ্কেন মহাত্মনা ॥২৪

উত্তঙ্কমব্রবীদ্ বিষ্ণুঃ প্রীতস্তেঽহং বরং বৃণু।

উত্তঙ্ক উবাচ :

পর্য্যাপ্তো মে বরো হ্যেষ যদ্দৃষ্টবান্ হরিম্ ॥২৫

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং স্রষ্টারং জগতঃ প্রভুম্

বিষ্ণুরুবাচ।

প্রীতস্ত্বেঽহমলৌল্যেন ভক্ত্যা চ পরয়া ভৃগো ॥২৬

করিয়া (বামনাবতারে বলির নিকট হইতে) ত্রিলোক হরণ করিয়াছিলেন।২১

আপনি সমৃদ্ধশালী অসুরগণকে বধ করিয়াছিলেন। আপনারই পরাক্রমে দেবগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ-শান্তির ভাগী হইয়াছিলেন।২২

হে মহাতেজস্বী দেব! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে দৈত্যরাজগণও পরাভূত হন। আপনি সম্পূর্ণ প্রাণীসমূহের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা।২৩

আপনাকে আরাধনা করিয়া দেবগণ সর্ব্বপ্রকারে সুখলাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে মহাত্মা উত্তঙ্ক-কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু উত্তঙ্ককে বলিলেন,—আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তুমি বর চাহিয়া লও।

উত্তঙ্ক বলিলেন,—সমস্ত জগতের স্রষ্টা, দিব্য সনাতন-পুরুষ, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরি আপনাকে যে দর্শন করিলাম, ইহাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর।

বিষ্ণু বলিলেন,—সাধুশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

অবশ্যং হি ত্বয়া ব্রহ্মন্ মত্তো গ্রাহ্যো বরো দ্বিজ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং স ভাষ্যমাণস্তু বরেণ বরিণা তদা ॥২৭
উত্তঙ্কঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বরং তমবৃণোত্তদা।
যদি মে ভগবন্ প্রীতঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণ ॥২৮
ধর্ম্মে সত্যে দমে চৈব বুদ্ধির্ভবতু মে সদা।
অত্যাসশ্চ ভবেদ্ ভক্ত্যা ত্বয়ি নিত্যং মমেশ্বর ॥২৯

শ্রীভগবানুবাচ।

সর্বমেতদ্ভবিতা মৎপ্রসাদাৎ তব দ্বিজ।
প্রতিভাস্যতি যোগশ্চ যেন যুক্তো দিবৌকসাম্ ॥৩০
ত্রয়াণামপি লোকানাং মহৎ কার্য্যং করিষ্যসি।
উৎপাদনার্থং লোকানাং ধুন্ধুর্নাম মহাসুরঃ ॥৩১

ব্রহ্মন্! (আমার দর্শনের সাফল্যের জন্য) অবশ্যই কোন বর আমার নিকট হইতে তোমাকে লইতে হইবে।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক এইরূপে বরগ্রহণের জন্য উৎসাহিত হইয়া উত্তঙ্ক তখন করযোড়ে এই বর প্রার্থনা করিলেন। —হে কমললোচন ভগবন্! আপনি যদি প্রীত হইয়া অবশ্যই বর দিবেন, তবে এই বর দিন যেন ধর্ম্ম, সত্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে আমার মন সর্ব্বদা নিরত থাকে। হে আমার নাথ! ভক্তির সহিত আপনার ভজন অভ্যাস যেন নিত্য চলিতে থাকে।২৪-২৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দ্বিজ! আমার প্রসাদে তোমার এইসব প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। ইহা ছাড়া অনিমাদি যোগশক্তি তোমার মধ্যে আবির্ভূত হইবে। তুমি উহাদ্বারা দেবতাগণের এবং ত্রিলোকের কল্যাণজনক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবে।

তপস্তপ্তি তপো ঘোরং শৃণু যত্তং বদিষ্যতি।
রাজা হি বীর্য্যবাংস্তাত ইক্ষ্বাকুরপরাজিতঃ ॥৩২
বৃহদশ্ব ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি মহীপতিঃ।
তস্য পুত্রঃ শুচির্দান্তঃ কুবলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ ॥৩৩

স যোগবলমাস্থায় মামকং পার্থিবোত্তমঃ।
শাসনাৎ তব বিপ্রর্ষে ধুন্ধুমারো ভবিষ্যতি।
এবমুক্ত্বা তু তং বিপ্রং বিষ্ণুরন্তরধীয়ত ॥৩৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ধুন্ধুমারোপাখ্যানে একাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০১

সমস্ত লোকের বিনাশের জন্য ধুন্ধুনামক এক মহাসুর অত্যন্ত উগ্র তপস্যা করিতেছে। তাহাকে যে বীর বিনাশ করিতে পারিবে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শুন।

হে তাত। ইক্ষ্বাকুবংশে বৃহদশ্ব নামে অপরাজিত মহাপরাক্রমশালী এক নরপতি জন্মিবেন। কুবলাশ্ব-নামক তাঁহার এক পুত্র হইবে, সে পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া লোকে বিখ্যাত হইবে।৩০-৩৩

হে ব্রহ্মর্ষে! সেই নৃপশ্রেষ্ঠ কুবলাশ্ব আমার যোগশক্তিকে অবলম্বন করিয়া তোমার আদেশে ধুন্ধুকে বধ করিবে এবং পরে সে "ধুন্ধুমার" নামে খ্যাত হইবে। সেই বিপ্রকে এই কথা বলিয়া বিষ্ণু অন্তর্ধান করিলেন।৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ধুন্ধুমারোপাখ্যানবিষয়ক একাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০১

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা বৃহদশ্বেন ধুন্ধুং বিনাশয়িতুম্ উতঙ্কস্যাগ্রহঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইক্ষ্বাকৌ সংস্থিতে রাজন্ শশাদঃ পৃথিবীমিমাম্।
প্রাপ্তঃ পরমধর্ম্মাত্মা সোঽযোধ্যায়াং নৃপোঽভবৎ ॥১
শশাদস্য তু দায়াদঃ ককুৎস্থো নাম বীর্য্যবান্।
অনেনাশ্চাপি ককুৎস্থঃ পৃথুশ্চানেনসঃ সুতঃ ॥২

বিশ্বগশ্বঃ পৃথোঃ পুত্রস্তস্মাদদ্রিশ্চ জজ্ঞিবান্।
অদ্রেশ্চ যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্তাত্মজোঽভবৎ ॥৩

তস্য শ্রাবস্তকো জ্ঞেয়ঃ শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা।
শ্রাবস্তস্যাপি দায়াদো বৃহদশ্বো মহাবলঃ ॥৪

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাজা বৃহদশ্বকে দিয়া ধুন্ধুকে বিনাশ করিবার জন্য উতঙ্কের আগ্রহ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির। ইক্ষ্বাকুর মৃত্যুর পর পরম ধর্ম্মাত্মা শশাদ অযোধ্যার রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন।১

শশাদের পুত্র শক্তিশালী ককুৎস্থ, তাহার পুত্র অনেনা এবং অনেনার পুত্র পৃথু।২

বিশ্বগশ্ব পৃথুর পুত্র, তাহা হইতে অদ্রির জন্ম, অদ্রির পুত্র যুবনাশ্ব, তাহার শ্রাব নামে এক পুত্র হয়।৩

তাহার পুত্র শ্রাবস্তক, যিনি শ্রাবস্তীপুরী নির্ম্মাণ

বৃহদশ্বস্য ধারাদঃ কুবলাশ্ব ইতি স্মৃতঃ।
কুবলাশ্বস্য পুত্রাণাং সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥৫
সর্বে বিদ্যাসু নিষ্ণাতা বলবন্তো দুরাসদাঃ।
কুবলাশ্বশ্চ পিতৃতো গুণৈরত্যধিকোঽভবৎ ॥৬
সময়ে তং পিতা রাজ্যে বৃহদশ্বোঽভ্যষেচয়ৎ।
কুবলাশ্বং মহারাজ পুত্রমুত্তমধার্মিকম্ ॥৭
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু বৃহদশ্বো মহীপতিঃ।
জগাম তপসে ধীমাংস্তপোবনমমিত্রহা ॥৮
অথ শুশ্রাব রাজর্ষিং তমুতঙ্কো নরাধিপ।
বনং সম্প্রস্থিতং রাজন্ বৃহদশ্বং দ্বিজোত্তমঃ ॥৯
উতঙ্কো মহাতেজাঃ সর্বাস্ত্রবিদুষাং বরঃ।
স্বাধ্যায়তপসোর্যুক্তো সমাপ্তে নরোত্তমম্ ॥১০

করাইয়াছিলেন। এই ভার্য্যাগণের গর্ভে মহাবল বৃহদশ্ব।৪

এই বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব নামে খ্যাত। কুবলাশ্বের একুশ হাজার পুত্র হইবে।৫

এই পুত্রগণ সকলেই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী, বলবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ হইবে। কুবলাশ্ব গুণের দ্বারা পিতাকেও অতিক্রম করিল।৬

মহারাজ! যথাকালে পিতা বৃহদশ্ব ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ বীরপুত্র কুবলাশ্বকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।৭

পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শত্রুনাশী পরম বুদ্ধিমান্ রাজা বৃহদশ্ব তপস্যা করিতে তপোবনে গমন করিলেন।৮

হে রাজন্! অনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠ উতঙ্ক শুনিতে পাইলেন যে, রাজর্ষি বৃহদশ্ব বনে গমন করিতেছেন।৯

তখন মহাতেজস্বী উদারহৃদয় উতঙ্ক সর্ব্বাস্ত্রবিদ্-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরোত্তম রাজা বৃহদশ্বকে বনে

উতঙ্ক উবাচ।

ত্বয়তা রক্ষণং কার্য্যং তৎ তাবৎ কর্ত্তুমর্হসি।
নিরুদ্বিগ্না বয়ং রাজংস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ ভবেমহি ॥১১

ত্বয়া হি পৃথিবী রাজন্ রক্ষ্যমাণা মহাত্মনঃ।
ভবিষ্যতি নিরুদ্বিগ্না নারণ্যং গন্তুমর্হসি ॥১২

পালনে হি মহান্ ধর্ম্মঃ প্রজানামিহ দৃশ্যতে।
ন তথা দৃশ্যতেঽরণ্যে মা ভূৎ তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥১৩

ঈদৃশো ন হি রাজেন্দ্র ধর্ম্মঃ কশ্চন দৃশ্যতে।
প্রজানাং পালনে যো বৈ পুরা রাজর্ষিভিঃ কৃতঃ ॥১৪

রক্ষিতব্যাঃ প্রজা রাজ্ঞা তাস্ত্বং রক্ষিতুমর্হসি।
নিরুদ্বিগ্নস্তপশ্চর্ত্তুং ন হি শক্নোমি পার্থিব ॥১৫

যাইতে এইরূপে নিষেধ করিলেন।১০

উতঙ্ক বলিলেন,—রাজন্! প্রজাগণের রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রথমে আপনার এইরূপ কার্য্য করা উচিত, যাহাতে আমরা প্রজাবৃন্দ আপনার কৃপায় নিরুদ্বিগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে পারি।১১

হে রাজন্! আপনার ন্যায় মহাত্মাকর্ত্তৃক পৃথিবী রক্ষিতা হইয়া নিরুদ্বিগ্না হইবে। সুতরাং আপনি বনে যাইবেন না।১২

আপনি এখানে থাকিয়া এই প্রজাগণের পালন করিলেই মহান্ ধর্ম্ম পালিত হইবে—ইহাই দেখিতেছি। আরও দেখিতেছি—অরণ্যে গমনে উহা হইবে না। সুতরাং আপনার এইরূপ বুদ্ধি না হউক।১৩

মহারাজ! পুরাকাল হইতে রাজর্ষিগণ যাহা করিয়া আসিতেছেন, সেই প্রজাপালন অপেক্ষা রাজার আর কোন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম নাই—ইহাই দেখা যায়।১৪

মমাশ্রমসমীপে বৈ দেবেষু বরদৎবয়ম্।
সমুদ্রো বালুকাপূর্ণ উদ্দালক ইতি স্মৃতঃ ॥১৬
বহুযোজনবিস্তীর্ণো বহুযোজনমায়তঃ।
তত্র রৌদ্রো দানবেন্দ্রো মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ ॥১৭
মধুকৈটভয়োঃ পুত্রো ধুন্ধুর্নাম সুদারুণঃ।
অন্তর্ভূমিগতো রাজন্ বসত্যমিতবিক্রমঃ ॥১৮
তং নিহত্য মহারাজ বনং ত্বং গন্তুমর্হসি।
শেতে লোকবিনাশায় তপ আস্থায় দারুণম্ ॥১৯
ত্রিদশানাং বিনাশায় লোকানাং চাপি পার্থিব।
অবধ্যো দেবতানাং হি দৈত্যানামথ রক্ষসাম্ ॥২০
নাগানামথ যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সর্বশঃ।
অবাপ্য স বরং রাজন্ সর্বলোকপিতামহাৎ ॥২১

রাজার প্রজাগণকে রক্ষা করা কর্তব্য, সুতরাং তাহাদিগকে পালন করুন। কারণ, হে ভূপাল! তপস্বী ব্রাহ্মণ আমরা নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তপস্যা করিতে পারিতেছি না।১৫

আমার আশ্রমের নিকট সম্পূর্ণ মরুপ্রদেশে বালুকাপূর্ণ এক সমুদ্র আছে; উহার নাম উদ্দালক।১৬

বহুযোজন দীর্ঘ ও বিস্তৃত ঐ সমুদ্রে মহাবীর্য্য ও পরাক্রমশালী মধু ও কৈটভের পুত্র ভয়ঙ্কর দানবেন্দ্র ধুন্ধু বাস করে। রাজন্! অমিত-পরাক্রমশালী সেই দানবরাজ ভূমির অভ্যন্তরে তাহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া অনুদ্বেগভরে অবস্থান করিতেছে।১৭-১৮

মহারাজ! ঐ দানব সমস্ত লোকের ও দেবগণের বিনাশের জন্য দারুণ তপশ্চর্য্যা অবলম্বন-পূর্ব্বক পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং তাহাকে বধ করিয়া পরে আপনার বনে গমন করা উচিত।

তং বিনাশায় তদ্রং তে যা তে বুদ্ধিরতোঽন্যথা।
প্রাপ্স্যসে মহতীং কীর্তিং শাশ্বতীমব্যয়াং ধ্রুবাম্ ॥২২
ক্রূরস্য তস্য স্বপতো বালুকাস্তরিতস্য চ।
সংবৎসরস্য পর্য্যন্তে নিঃশ্বাসঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥২৩
যদা তদা তু চলতি সশৈলবনকাননা।
তস্য নিঃশ্বাসবাতেন রজ উদ্ধূয়তে মহৎ ॥২৪
আবিত্যপথমাচ্ছিত্য সপ্তাহং ভূমিকম্পনম্।
সবিস্ফুলিঙ্গং সজ্বালং ধূমমিশ্রং সুদারুণম্ ॥২৫
তেন রাজন্ ন শক্নোমি তস্মিন্ স্থাতুং স্ব আশ্রমে।
তং বিনাশয় রাজেন্দ্র লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥২৬
লোকাঃ স্বস্থা ভবিষ্যন্তি তস্মিন্ বিনিহতেঽসুরে।
ত্বং হি তস্য বিনাশায় পর্য্যাপ্ত ইতি মে মতিঃ ॥২৭

রাজন্! সে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে বর পাইয়া দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস ও সমস্ত গন্ধর্ব্বগণের অবধ্য হইয়াছে।১৯-২১

হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি এই দৈত্যকে বিনাশ করুন। ইহার বিপরীত আপনার বুদ্ধি না হউক। ইহাকে বধ করিলে আপনি চিরস্থায়ী অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিবেন।২২

বালুকার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত ও নিদ্রিত সেই ক্রূর দৈত্যের এক বৎসরে একবারমাত্রই নিঃশ্বাস পড়ে।২৩

যখন সে নিঃশ্বাসগ্রহণ করে, কানন-পর্ব্বতাদি সহিত সমস্ত পৃথিবী কাঁপিতে থাকে; নিঃশ্বাস-বায়ুর আঘাতে এমন ধূলিরাশি উড়ে যে, উহাতে সূর্য্যের গতিপথ আচ্ছন্ন হইয়া যায় ও ভূকম্পন হইতে থাকে এবং ধূম ও বিস্ফুলিঙ্গমিশ্রিত অগ্নির শিখা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।২৪-২৫

হে রাজন্! এই কারণে আমি নিজ আশ্রমে

তেজসা তব তেজশ্চ বিষ্ণুরাপ্যায়য়িষ্যতি।
বিষ্ণুনা চ বরো দত্তঃ পূর্ব্বং মম মহীপতে ॥২৮
বধ্যং মহাসুরং রৌদ্রং বধিষ্যতি মহীপতিঃ।
তেজস্তং বৈষ্ণবমিতি প্রবেক্ষ্যতি দুরাসদম্ ॥২৯
তৎ তেজস্তং সমাধায় রাজেন্দ্র ভুবি দুঃসহম্।
তং নিবৃণ্ধি রাজেন্দ্র দৈত্যং রৌদ্রপরাক্রমম্ ॥৩০

ন হি ধুন্ধুর্মহাতেজাস্তেজসাল্পেন শক্যতে।
নির্দ্ধক্তুং পৃথিবীপাল স হি বর্ষশতৈরপি ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বণি ধুন্ধুমারোপাখ্যানে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০২

অবস্থান করিতে পারিতেছি না। হে রাজেন্দ্র! সর্ব্বলোকের হিতের জন্য আপনি তাহাকে বধ করুন।২৬

ঐ অসুর বিনষ্ট হইলে সমস্ত প্রজা স্বস্তিলাভ করিবে। আমার বিশ্বাস—আপনি একাই উহাকে বিনাশ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।২৭

হে ভূপাল! বিষ্ণু স্বীয় তেজে আপনার তেজ বর্দ্ধন করিবেন। পূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণু আমাকে এইরূপ বর দিয়াছেন।২৮

যে ভূপতি ঐ ভয়ানক মহাসুরকে বধ করিতে উদ্যত হইবে, ঐ সময় দুর্দ্ধর্ষ সেই বীরের মধ্যে আমার বৈষ্ণব তেজ প্রবেশ করিবে।২৯

মহারাজ! আপনি সেই তেজের আশ্রয় হইয়া ত্রিলোকে দুর্দ্ধর্ষ হইবেন। অতএব আপনি ঐ রৌদ্রপরাক্রমশালী দৈত্যকে বধ করুন।৩০

হে ভূপাল! মহাতেজস্বী ধুন্ধু অল্প তেজে পরাজিত হইবার নয়। সাধারণ তেজ তাহাকে শতবর্ষেও বধ করিতে পারিবে না।৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ধুন্ধুমারউপাখ্যানবিষয়ক দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০২

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক মধু-কৈটভ বধ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
স এবমুক্তো রাজর্ষিরুত্তঙ্কেনাপরাজিতঃ।
উত্তঙ্কং কৌরবশ্রেষ্ঠ কৃতাঞ্জলিরথাব্রবীৎ ॥১
ন তেঽভিগমনং ব্রহ্মন্ মোঘমেতদ্ ভবিষ্যতি।
পুত্রো মমায়ং ভগবন্ কুবলাশ্ব ইতি স্মৃতঃ ॥২
ধৃতিমান্ ক্ষিপ্রকারী চ বীর্য্যেণাপ্রতিমো ভুবি।
প্রিয়ঞ্চ তে পরমেতৎ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩
পুত্রৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈঃ শূরৈঃ পরিঘবাহুভিঃ।
বিসর্জ্জয়ন্ত মাং ব্রহ্মন্ সুতপস্ত্রোঽস্মি দাম্প্রতম্ ॥৪

ঐরূপ বলিলে অপরাজিত বীর রাজর্ষি বৃহদশ্ব করযোড়ে মহর্ষি উতঙ্ককে বলিলেন।১

হে ব্রহ্মন্! আপনার আগমন ব্যর্থ হইবে না। ভগবন্! আমার পুত্র কুবলাশ্ব ধৈর্য্যশীল,

তথাস্ত্বিতি চ তেনোক্তো মুনিনামিততেজসা।
স তমাদিশ্য তনয়মুত্তঙ্কায় মহাত্মনে ॥৫

ক্রিয়তামিতি রাজর্ষির্জগাম বনমুত্তমম্।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক এষ ভগবন্ দৈত্যো মহাবীর্য্যতপোধন ॥৬
কস্য পুত্রোঽথ নপ্তা বা এতদিচ্ছামি বেদিতুম্।
এবং মহাবলো দৈত্যো ন শ্রুতো মে তপোধন ॥৭
এতদিচ্ছামি ভগবন্ যাথাতথ্যেন বেদিতুম্।
সর্বমেব মহাপ্রাজ্ঞ বিস্তরেণ তপোধন ॥৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্নিদং সর্বং যথাবৃত্তং নরাধিপ।
কথ্যমানং মহাপ্রাজ্ঞ বিস্তরেণ যথাতথম্ ॥৯

একার্ণবে তদা লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
প্রনষ্টেষু চ ভূতেষু সর্বেষু ভরতর্ষভ ॥১০
প্রভবং লোককর্তারং বিষ্ণুং শাশ্বতমব্যয়ম্।
যমাহুর্মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সর্বলোকমহেশ্বরম্ ॥১১
সুষাপ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্সু যোগত এব সঃ।
নাগস্য ভোগে মহতি শেষস্যামিততেজসঃ ॥১২
লোককর্তা মহাভাগ ভগবানচ্যুতো হরিঃ।
নাগভোগেন মহতা পরিবৃত্য মহীমিমাম্ ॥১৩
স্বপতস্তস্য দেবস্য পদ্মং সূর্য্যসমপ্রভম্।
নাভ্যাং বিনিঃসৃতং দিব্যং তস্যোৎপন্নঃ
পিতামহঃ ॥১৪
সাক্ষাল্লোকগুরুর্ব্রহ্মা পদ্মে সূর্য্যসমপ্রভঃ।
চতুর্বেদশ্চতুর্মূর্তিস্তথৈব চ চতুর্মুখঃ ॥১৫

ক্ষিপ্রযোদ্ধা এবং বীর্য্যে অতুলনীয় বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত।

পরিঘসদৃশ বাহুবিশিষ্ট আমার অন্যান্য পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া সে আপনার এই সমস্ত প্রিয়কার্য্য নিঃসংশয়ে সাধন করিবে। ব্রহ্মন্! আমাকে আপনি ছাড়িয়া দিন, আমি সম্প্রতি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।২-৪

'তথাস্তু' বলিয়া অমিততেজস্বী মহর্ষি উতঙ্ক সম্মত হইলে রাজর্ষি বৃহদশ্ব মহাত্মা উতঙ্কের হাতে পুত্র কুবলাশ্বকে সমর্পিত করিয়া তাঁহার কার্য্য-সাধন করিতে আদেশ করত বনে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে তপোধন। মহাবীর্য্য-শালী এই দানবটি কে? ভগবন্! সে কাহার পুত্র ও নপ্তা?—ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। হে তপোধন! এইরূপ মহাবলশালী দৈত্যের কথা পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই।৫-৭

হে মহামতে তপোধন! আমি যথার্থরূপে এই বিষয়ে জানিতে চাই; সুতরাং সবিস্তারে ইহার রহস্য আপনি বলুন।৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহামতে রাজন্! আমি সবিস্তারে এই বৃত্তান্ত যথার্থরূপে বর্ণনা করিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ভগবান্ বিষ্ণুকে মুনিগণ ও সিদ্ধগণ নিত্য, অব্যয়, জগৎস্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী, সকলের উৎপত্তির কারণ ও সর্ব্বলোকমহেশ্বর বলেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত প্রাণীসমূহ বিনষ্ট হইয়া যাইলে এবং প্রলয়কালে জলে প্লাবিত হইয়া পৃথিবী একার্ণবীকৃত হইলে, সমস্ত জগৎকে নিজ শরীরের মধ্যে সংহার করত অমিততেজস্বী শেষ-নাগের বিশাল শরীররূপ শয্যায় যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।১০-১২

মহাভাগ! সর্ব্বলোকের পালনকর্ত্তা, অচ্যুত ভগবান্ শ্রীহরি যখন শেষনাগের বিশাল ফণাদ্বারা বৃত এই পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া শেষনাগে শয়ন করিয়া আছেন, তখন নিদ্রামগ্ন সেই শ্রীবিষ্ণুর নাভি

স্বপ্রভাবাদ্ দুরাধর্ষৌ মহাবলপরাক্রমঃ।
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য দানবৌ বীর্য্যবত্তমৌ ॥১৬
মধুশ্চ কৈটভশ্চৈব দৃষ্টবন্তৌ হরিং প্রভুম্।
শয়ানং শয়নে দিব্যে নাগভোগে মহাদ্যুতিম্ ॥১৭
যোজনবিস্তীর্ণে যোজনমায়তে।
কিরীটকৌস্তুভধরং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥১৮
দীপ্যমানং শ্রিয়া রাজংস্তেজসা বপুষা তথা।
সহস্রসূর্য্যপ্রতিমমদ্ভুতোপমদর্শনম্ ॥১৯
বিস্ময়ঃ সুমহানাসীন্মধুকৈটভয়োস্তথা।
দৃষ্ট্বা পিতামহং চাপি পদ্মে পদ্মনিভেক্ষণম্ ॥২০
বিত্রাসয়েতামথ তৌ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
বিত্রস্যমানো বহুশো ব্রহ্মা তাভ্যাং মহাযশাঃ ॥২১

অকম্পয়ৎ পদ্মনালং ততোঽবুধ্যত কেশবঃ।
অথাপশ্যত গোবিন্দো দানবৌ বীর্য্যবত্তরৌ ॥২২
দৃষ্ট্বা তাবব্রবীদ্ দেবঃ স্বাগতং বাং মহাবলৌ।
দদামি বাং বরং শ্রেষ্ঠং প্রীতিহি মম জায়তে ॥২৩
তৌ প্রহস্য হৃষীকেশং মহাদর্পৌ মহাবলৌ।
প্রত্যব্রূতাং মহারাজ সহিতৌ মধুসূদনম্ ॥২৪
আবাং বরয় দেব ত্বং বরদৌ স্বঃ সুরোত্তম।
দাতারৌ যো বরং তুভ্যং তদ্ ব্রবীহ্যবিচারয়ন্ ॥২৫

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রতিগৃহ্যে বরং বীরাবীপ্সিতশ্চ বরো মম।
যুবাং হি বীর্য্যসম্পন্নৌ ন যাচতি নরঃ পুমান্ ॥২৬

হইতে একটি দিব্য পদ্ম উৎপন্ন হইল; যাহা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। সেই পদ্মে সাক্ষাৎ লোকগুরু সূর্য্যতুল্য জ্যোতির্ম্ময় পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।

চতুর্ব্বেদ ও চতুর্বিধ প্রাণীর আত্মস্বরূপ চতুরানন ব্রহ্মা স্বপ্রভাববশতঃই মহাবল পরাক্রমশালী এবং দুরাধর্ষ হইলেন।

তারপর কিছুদিন পরে শ্রীহরির কর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামে দুই মহাবলবান্ অসুর সর্ব্ব-সামর্থ্যবান্ ভগবান্ শ্রীহরিকে তথায় দেখিতে পাইল।

তখন সেই মহাতেজস্বী ভগবান্ যোজন দীর্ঘ ও বিস্তৃত দিব্য শেষনাগ-শয্যায় শয়ান আছেন। তিনি কিরীট ও কৌস্তুভ ধারণ করত পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন।১৬-১৮

রাজন্! তিনি নিজ কান্তিতে ও তেজে সেই সময় উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ শরীর দ্বারা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তখন অদ্ভুত ও অনুপম দেখাইতেছিল।১৯

ইঁহাকে দেখিয়া মধু ও কৈটভ দুইজনই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তারপর তাহাদের দৃষ্টি নাভি-পদ্মে উপবিষ্ট কমলনয়ন পিতামহ ব্রহ্মার দিকে নিপতিত হইল। অমিততেজস্বী ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে তাহারা বিত্রাসিত করিতে লাগিল। এইরূপে বহুবার বিত্রাসিত করিলে মহাযশস্বী ব্রহ্মা পদ্মের নালটী নাড়াইলেন। তাহাতে ভগবান্ কেশব জাগরিত হইলেন। গোবিন্দ জাগরিত হইয়া মহাবলবান্ সেই দানবদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন।২০-২২

দেবদেব জনার্দ্দন সেই মহাবল দুইজনকে দেখিয়া বলিলেন—"তোমাদের শুভাগমন হউক"। তোমাদিগকে আমি শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিব। কারণ, তোমাদিগকে দেখিয়া আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি।২৩

মহারাজ! সেই মহাদর্পী ও মহাবলশালী অসুরদ্বয় উপহাস করত হৃষীকেশ মধুসূদনকে একসঙ্গে বলিল।২৪

হে সুরোত্তম! আমরা দুইজনে বর দিতেছি, তুমি আমাদের নিকট বর যাচ্ঞা কর। আমরা

বধ্যাবমুপগচ্ছেতাং মম সত্যপরাক্রমৌ ।
এতদিচ্ছাম্যহং কামং প্রাপ্তুং লোকহিতায় বৈ ॥২৭॥

মধুকৈটভাবূচতুঃ ।
অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং নৌ বৈরেষ্বপি কুতোঽন্যথা ।
সত্যে ধর্ম্মে চ নিরতৌ বিদ্ধ্যাবাং পুরুষোত্তম ॥২৮

বলে রূপে চ শৌর্য্যে চ ন সমে চ সমোঽস্তি নৌ ।
ধর্ম্মে তপসি দানে চ শীলসত্ত্বদমেষু চ ॥২৯

উপপন্নৌ মহাত্মানমুপাবর্ত্তস্ব কেশব ।
উক্তং প্রতিকুরুষ ত্বং কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥৩০

আবামিচ্ছাবহে দেব কৃতমেকং বরং বিভো ।
অনাবৃতেঽস্মিন্নাকাশে বধং সুরবরোত্তম ॥৩১

পুত্রত্বমভিগচ্ছাব তব চাপি সুলোচন ।
বর এষ বৃতো দেব তদ্ বিদ্ধি সুরসত্তম ॥৩২

অনৃতং মা ভবেদ্ দেব ধর্ম্মে নৌ সংস্তুতং তদা ।
শ্রীভগবানুবাচ ।
বাঢ়মেবং করিষ্যামি সর্ব্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥৩৩

স বিচিন্ত্যাথ গোবিন্দো নাপশ্যদ্ বরমাবৃতম্ ।
অবকাশং পৃথিব্যাং বা দিবি বা মধুসূদনঃ ॥৩৪

তোমাকে অভীপ্সিত বর প্রদান করিব। তুমি কোন বিচার না করিয়া বর প্রার্থনা কর ।২৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বীরদ্বয়। তোমরা উভয়েই অত্যন্ত বীর্য্যশালী এবং তোমাদের তায় কোন পুরুষ দেখা যায় না, সুতরাং তোমাদের নিকট আমি অবশ্যই আমার অভীষ্ট বর চাহিয়া লইব ।২৬

হে সত্যপরাক্রমী বীরদ্বয়। আমি সকলের হিতের জন্য তোমাদের নিকট এই বর যাচ্ঞা করিতেছি যে, তোমরা উভয়ে আমার বধ্য হও ।২৭

মধু ও কৈটভ বলিল,—হে পুরুষোত্তম! আমরা স্বচ্ছন্দভাবে কথাবার্ত্তাস্থলে উপহাসাদিতেও পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। আমাদিগকে সত্যরূপ ধর্ম্মে সর্ব্বদাই নিরত বলিয়া জানিবে ।২৮

বল, রূপ, শৌর্য্য, মনঃসংযম, দানধর্ম্ম, তপস্যা, সদাচার, ওজঃশক্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই সব বিষয়ে আমাদের সমান কেহ নাই ।২৯

কেশব। কিন্তু তথাপি আমাদের উপর আজ মৃত্যুরূপ মহাসঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বকথিত বাক্য পরিপালন কর। কারণ, কালকে উল্লঙ্ঘন করা খুব কঠিন ।৩০

হে দেব সুরশ্রেষ্ঠ বিভো। তোমার নিকট একটিমাত্র সুবিধা চাই যে, আমাদিগকে তুমি অনাবৃত এই আকাশের নীচেই বধ কর ।৩১

হে সুনয়ন! হে দেব! হে দেবশ্রেষ্ঠ! মৃত্যুর পর যেন আমরা তোমার পুত্র হইয়া জন্মিতে পারি—এই বর তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ।৩২

হে দেব। আমরা পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাও মিথ্যা না হউক।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আচ্ছা; আমি তাহাই করিব। তোমাদের ইচ্ছানুসারেই সব কিছু হইবে ।৩৩

কিন্তু ভগবান্ গোবিন্দ মধুসূদন বহু চিন্তা করিয়া দেখিলেন, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে কোথাও অনাবৃত

স্বকাবনাবৃতাবুর্ব্ব দৃষ্ট্বা দেববরস্তদা।
মধুকৈটভয়ো রাজন্ শিরসী মধুসূদন।
চক্রেণ শিতধারেণ স্বকৃত্ত মহাযশাঃ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি ধুন্ধুমারোপাখ্যানে ত্র্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৩

অবকাশ স্থান নাই। হে রাজন্! তারপর দেখিলেন তাঁহার উরুদেশ একমাত্র স্থান, যাহা অনাবৃত ও অনাবৃত আকাশের নীচেও বর্ত্তমান। তখন দেবগণ মহাযশস্বী মধুসূদন মধু ও কৈটভের মস্তকদ্বয় নিজ উরুর উপর রাখিয়া তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা উহা কাটিয়া ফেলিলেন।৩৪-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ধুন্ধুমার-উপাখ্যানবিষয়ক ত্র্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৩

চতুরধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

। ধুন্ধোস্তপস্যা, বরপ্রাপ্তিশ্চ, কুবলাশ্বাত্ত দেবানাং বরদানঞ্চ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ধুন্ধুর্নাম মহারাজ তয়োঃ পুত্রো মহাদ্যুতিঃ।
স তপোঽতপ্যত মহন্মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ ॥১

অতিষ্ঠদেকপাদেন কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতো বরং বব্রে স চ প্রভুম্ ॥২

দেবদানবযক্ষাণাং সর্পগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্
অবধ্যোঽহং ভবেয়ং বৈ বর এষ বৃতো ময়া ॥৩

এবং তথেতু গচ্ছেতি তমুবাচ পিতামহঃ।
স এবমুক্তস্তৎপাদৌ মূর্দ্ধা স্পৃশ্য জগাম হ ॥৪

স তু ধুন্ধুর্ব্বরং লব্ধ্বা মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ।
অনুস্মরন্ পিতৃবধং দ্রুতং বিষ্ণুমুপাগমৎ ॥৫

স তু দেবান্ সগন্ধর্বান্ জিত্বা ধুন্ধুরমর্ষণঃ।
বধায় সর্ব্বানকরোদ্ বিষ্ণুং দেবাংশ্চ বৈ ভৃশম্ ॥৬

চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ধুন্ধুর তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি, কুবলাশ্ব কর্ত্তৃক ধুন্ধুর বধ এবং কুবলাশ্বকে দেবগণের বরদান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে মহারাজ! মহাতেজস্বী ধুন্ধু সেই মধু ও কৈটভেরই পুত্র। মহাবীর্য্যশালী সেই অসুর তীব্র তপস্যা করিতে লাগিল।১

সে এক পায়ে দাঁড়াইয়া ধমনি পার হইয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলে সে শক্তিমান ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিল।২

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সর্পের যেন আমি অবধ্য হই—ইহাই আমি আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি।৩

তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—ইহাই হইবে, তুমি যাও, ধুন্ধুও তাঁহার পায়ে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করত স্বস্থানে চলিয়া গেল।৪

মহাবীর্য্যশালী ও মহাপরাক্রমী ধুন্ধু এই বর পাইয়া পিতৃবধের কথা স্মরণ করত দ্রুত বিষ্ণুর নিকট গেল।৫

অত্যন্ত ক্রোধী সেই ধুন্ধু গন্ধর্ব্বদের সহিত দেবগণকে পরাজিত করিয়া বিষ্ণু সহিত সমস্ত দেবতাকে বার বার অত্যন্ত উৎপীড়িত করিতে লাগিল।৬

সমুদ্রে বালুকাপূর্ণে উদ্দালক ইতি শ্রুতে।
আগম্য চ স দুষ্টাত্মা তং দেশং ভরতর্ষভ ॥৭
বাধতে স্ম পরং শক্ত্যা তদুত্তঙ্কাশ্রমং বিভো।
অন্তর্ভূমিগতস্তত্র বালুকাস্তরিতস্তথা ॥৮
মধুকৈটভয়োঃ পুত্রো ধুন্ধুর্ভীমপরাক্রমঃ।
শেতে লোকবিনাশায় তপোবলমুপাশ্রিতঃ ॥৯
উত্তঙ্কস্যাশ্রমাভ্যাশে নিঃশ্বসন্ পাবকার্চিষঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা সবলবাহনঃ ॥১০
উত্তঙ্কবিপ্রসহিতঃ কুবলাশ্বো মহীপতিঃ।
পুত্রৈঃ সহ মহীপালঃ প্রযযৌ ভরতর্ষভ ॥১১
সহস্রৈরেকবিংশত্যা পুত্রাণামরিমর্দ্দনঃ।
কুবলাশ্বো নরপতির্বৃতো বলশালিনাম্ ॥১২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। সেই দুষ্টাত্মা বালুকাময় উদ্দালক সমুদ্রে আসিয়া অবস্থান করত সেখানকার অধিবাসিগণকে বার বার উৎপীড়িত করিতে লাগিল। বিভো। সে নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া ভূমির মধ্যে বালুকাতে আত্মগোপন করিয়া উতঙ্ক মুনির আশ্রমেও উপদ্রব আরম্ভ করিল।৭-৮

এইরূপে মধুকৈটভের পুত্র সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ধুন্ধু দৈত্য সমগ্র ভুবনের বিনাশের জন্য ঐ মরু-প্রদেশে শয়ন করিয়া থাকিত। তপোবলকে আশ্রয় করিয়া নিঃশ্বাসের দ্বারা উতঙ্ক মুনির আশ্রমের নিকট অগ্নি শিখাসমূহ সৃষ্টি করিতে লাগিল।

ভরতশ্রেষ্ঠ। এমন সময় মহারাজ কুবলাশ্ব নিজ উতঙ্ক, নিজ সৈন্য সামন্ত, বাহন ও পুত্রগণের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৯-১১

শত্রুমর্দ্দন রাজা কুবলাশ্ব একুশ হাজার নিজ বলশালী পুত্রগণে পরিবৃত হইয়াই (সসৈন্যে) তথায় গমন করিলেন।১২

তমাবিশৎ ততো বিষ্ণুর্ভগবাংস্তেজসা প্রভুঃ।
উতঙ্কস্য নিরোগেন লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥১৩
তস্মিন্ প্রয়াতে দুর্ধর্ষে দিবি শব্দো মহানভূৎ।
এষ শ্রীমানবধ্যোঽয়ং ধুন্ধুমারো ভবিষ্যতি ॥১৪
দিব্যাশ্চ পুষ্পবর্ষং দেবাঃ সমন্তাৎ পর্য্যবাসৃজন্।
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি নেদুঃ স্বয়মনীরিতাঃ ॥১৫
শীতশ্চ বায়ুঃ প্রববৌ প্রয়াণে তস্য ধীমতঃ।
বিপাংসুলাং মহীং কুর্বন্ ববর্ষ চ সুরেশ্বরঃ ॥১৬
অন্তরিক্ষে বিমানানি দেবতানাং যুধিষ্ঠির।
তত্রৈব সমদৃশ্যন্ত ধুন্ধুর্যত্র মহাসুরঃ ॥১৭
কুবলাশ্বস্য ধুন্ধোশ্চ যুদ্ধকৌতূহলান্বিতাঃ।
দেবগন্ধর্ব্বসহিতাঃ সমবৈক্ষন্ মহর্ষয়ঃ ॥১৮

তারপর সর্ব্বশক্তিমান সমগ্র জগতের হিতের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু উতঙ্কের বাক্যানুসারে নিজ তেজের সহিত কুবলাশ্বের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।১৩

দুর্দ্ধর্ষ বীর কুবলাশ্ব ধুন্ধুর বধের জন্য যাত্রা করিলে দেবতাগণ স্বর্গে সানন্দে আলোচনা করিলেন—এই শ্রীমান্ রাজা কুবলাশ্ব অবধ্য; অবশ্যই অদ্য ধুন্ধুকে বধ করিয়া 'ধুন্ধুমার' নাম ধারণ করিবে।১৪

দেবগণ তাঁহার উপর চতুর্দিক হইতে দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বিনা প্রেরণাতেই দেব দুন্দুভিসমূহ বাজিয়া উঠিল।১৫

পরম বুদ্ধিমান্ রাজা কুবলাশ্বের যাত্রাকালে শীতল বায়ু বহিতে লাগিল এবং দেবরাজ বারি বর্ষণে পৃথিবী ধূলি শূন্য করিলেন।১৬

যেখানে মহাসুর ধুন্ধু অবস্থান করিতেছিল, সেখানে দেবতাগণের বিমানসমূহ দেখা যাইতে লাগিল।১৭

নারায়ণেন কৌরব্য তেজসাপ্যায়িতস্তদা।
স গতো নৃপতিঃ ক্ষিপ্তং পুত্রৈরৈন্তঃ সর্বতো
দিশম্ ॥১৯

অর্ণবং খানয়ামাস কুবলাশ্বো মহীপতিঃ।
কুবলাশ্বস্য পুত্রৈশ্চ তস্মিন্ বৈ বাহুকার্ণবে ॥২০

সপ্তভির্দিবসৈঃ খাত্বা দৃষ্টো ধুন্ধুর্মহার্ণবঃ।
আসীদ্ ঘোরং বপুস্তস্য বালুকাসংবৃতং মহৎ ॥২১

দীপ্যমানং যথা সূর্যাস্তেজসা ভরতর্ষভ।
ততো ধুন্ধুর্মহারাজ দিশমাবৃত্য পশ্চিমাম্ ॥২২

সুপ্তোঽভূদ্ রাজশার্দূল কালানলসমদ্যুতিঃ।
কুবলাশ্বস্য পুত্রস্তু সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥২৩

অভিক্রুদ্ধঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্গদাভির্মুসলৈরপি।
পট্টিশৈঃ পরিঘৈঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈশ্চ বিমলৈঃ
শিতৈঃ ॥২৪

স যদ্যমানঃ সংক্রুদ্ধঃ সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ।
ক্রুদ্ধস্তাভস্করদ্ তেষাং শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥২৫

আস্যাদ্ বমন্ পাবকং স সংবর্তকসমং তদা।
তান্ সর্বান্ নৃপতেঃ পুত্রানদহৎ স্বেন তেজসা ॥২৬

মুখজেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধো লোকানুদ্বর্তয়ন্নিব।
ক্ষণেন রাজশার্দূল পুরৈব কপিলঃ প্রভুঃ ॥২৭
সগরস্যাত্মজান্ ক্রুদ্ধস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তেষু ক্রোধাগ্নিদগ্ধেষু তদা ভরতসত্তম ॥২৮
তং প্রবুদ্ধং মহাত্মানং কুম্ভকর্ণমিবাপরম্।
আসসাদ মহাতেজাঃ কুবলাশ্বো মহীপতিঃ ॥২৯

কুবলাশ্ব ও ধুন্ধু উভয়ের দর্শনের কৌতূহলে আক্রান্ত হইয়া দেবতা ও গন্ধর্বগণের সহিত মহর্ষিগণও তথায় আসিয়া সব বৃত্তান্ত দেখিতে লাগিলেন।১৮

হে কৌরব্য! নারায়ণের তেজে পরিপুষ্ট হইয়া রাজা কুবলাশ্ব সেই পুত্রগণের সহিত তথায় সত্বর উপস্থিত হইলেন।১৯

ভূপতি কুবলাশ্ব সেখানে সেই বালুকাময় সমুদ্র খনন করাইতে লাগিলেন। কুবলাশ্বের পুত্রগণ সাতদিন ধরিয়া সেই বালুকাময় সমুদ্র খনন করার পর ভূমির অভ্যন্তরে মহাবল ধুন্ধুকে দেখিতে পাইলেন। তাহার শরীর বিশাল এবং ভয়ঙ্কর ছিল। সে তখন বালুকার মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল। সেখানে সে নিজ তেজে সূর্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল। মহারাজ বালুকার অভ্যন্তরে পশ্চিম দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া সে নিদ্রিত আছে। নৃপশ্রেষ্ঠ! তাহার শরীর-কান্তি তখন প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।

কুবলাশ্বের পুত্রগণ একত্রে তাহাকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া আক্রমণ করিল এবং তীক্ষ্ণকার, গদা, মুষল, পরিঘ, পট্টিশ, প্রাস ও চকচকে তীক্ষ্ণধার খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। তখন সেই মহাবল দৈত্যরাজ জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান করত ক্রোধে তাহাদের সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।২০-২৫

তারপর সে মুখ হইতে প্রলয়াগ্নির ন্যায় অগ্নি বমন করত কুবলাশ্বের সকল পুত্রকে নিজ তেজে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।২৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! পূর্বকালে সগর রাজার পুত্রগণ যেমন ক্ষণকালমধ্যে শক্তিমান্ কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, কুবলাশ্বের পুত্রগণকেও তেমনই সমগ্র জগৎকে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত ক্রুদ্ধ ধুন্ধু নিজ মুখোত্থিত অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

তস্য বারি মহারাজ সুস্রাব বহু দেহতঃ।
তদাগ্নীয় ততস্তেজো রাজা বারিময়ং নৃপ ॥৩০
যোগী যোগেন বহ্নিক শময়ামাস বারিণা।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ রাজেন্দ্র দৈত্যং ক্রূরপরাক্রমম্ ॥৩১
দগ্ধাহ ভরতশ্রেষ্ঠ সর্বলোকভয়ায় বৈ।
সোঽস্ত্রেণ দগ্ধা রাজর্ষিঃ কুবলাশ্বো মহাসুরম্ ॥৩২
সুরশত্রুমমিত্রঘ্নং ত্রৈলোক্যেশ ইবাপরঃ।
ধুন্ধোর্বধাৎ তদা রাজা কুবলাশ্বো মহাযনাঃ ॥৩৩
ধুন্ধুমার ইতি খ্যাতো নামাপ্রতিরথোঽভবৎ।
প্রীতৈশ্চ ত্রিদশৈঃ সর্বৈর্মহর্ষিসহিতৈস্তদা ॥৩৪
বরং বৃণীষ্বেত্যুক্তঃ স প্রাঞ্জলিঃ প্রণতস্তদা।
অতীব মুদিতো রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩৫

ধন্যাং বিত্তং দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ শত্রূণাং চাপি দুর্ধরঃ।
সখ্যঞ্চ বিষ্ণুনা মে স্যাদ্ ভূতেষ্বদ্রোহ এব চ ॥৩৬
ধর্মে রতিশ্চ সততং স্বর্গে বাসস্তথাক্ষয়ঃ।
তথাস্ত্বিতি ততো দেবৈঃ প্রীতৈরুক্তঃ স
পার্থিবঃ ॥৩৭
ঋষিভিশ্চ সগন্ধর্বৈরুক্তকেন চ ধীমতা।
সম্ভাষ্য চৈনং বিবিধৈরাশীর্বাদৈস্ততো নৃপ ॥৩৮
দেবা মহর্ষয়শ্চাপি স্বানি স্থানানি তেজিরে।
তস্য পুত্রাস্ত্রয়ঃ শিষ্টা যুধিষ্ঠির তদাভবন্ ॥৩৯
দৃঢ়াশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ চন্দ্রাশ্বশ্চেব ভারত।
তেভ্যঃ পরম্পরা রাজন্নিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ॥৪০
বংশশ্চ সুমহাভাগ রাজ্ঞামমিততেজসাম্।
এবং স নিহতস্তেন কুবলাশ্বেন সত্তম ॥৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ। পুত্রগণ ধুন্ধুর ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলে তখন মহাতেজস্বী ভূপতি কুবলাশ্ব দ্বিতীয় কৃত্তকর্ণের ন্যায় জাগরিত দেহ বিশালদেহ ধুন্ধুর উপর আক্রমণ করিলেন।২৭-২৯

মহারাজ। সেই সময় ধুন্ধুর শরীর হইতে (তেজোময়) বহু জল নির্গত হইতে থাকিলে যোগিরাজ কুবলাশ্ব যোগবলে সেই তেজোময় জল পান করত নিজ যোগবলে জল সৃষ্টি করিয়া ধুন্ধুর মুখনিঃসৃত সমস্ত অগ্নি নির্বাপিত করিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ। সকল লোকের কল্যাণের জন্য রাজা কুবলাশ্ব ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই ক্রূরপরাক্রমী দৈত্য ধুন্ধুকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা শত্রুনাশক দেবশত্রু মহাসুর ধুন্ধুকে ভস্মীভূত করিয়া দ্বিতীয় ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় রাজর্ষি কুবলাশ্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। ধুন্ধুকে বধ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'ধুন্ধুমার' নামে মহাযনা রাজা কুবলাশ্বের খ্যাতি জগতে ব্যাপ্ত হইল। সেই সময় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার মত দ্বিতীয় কোন বীর ছিল না।

তখন মহর্ষিগণের সহিত সকল দেবতা প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—বর গ্রহণ কর। হে রাজন্। ইহা শুনিয়া তিনি করযোড়ে দেবগণকে প্রণাম করত প্রসন্নচিত্তে এই কথা বলিলেন।৩০-৩৫

আমি যেন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিতে পারি, শত্রুগণের দ্বারা দুর্ধর্ষ হই; ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত যেন আমার মিত্রতা হয় এবং কোন প্রাণীর প্রতি যেন দ্রোহ না করি।৩৬

ধর্মে যেন আমার সদাই অনুরাগ থাকে এবং আমার যেন অক্ষয় স্বর্গবাস হয়। দেবগণ পরম প্রীতমনে সেই ভূপতিকে বলিলেন—"তাহাই হইবে"।৩৭

রাজন্। গন্ধর্ব ও ঋষিগণের সহিত জ্ঞানী উত্তঙ্ক রাজাকে বিবিধ আশীর্বাদে করত তাঁহার সহিত বার্তালাপ করিতে লাগিলেন।৩৮

তারপর দেবতা ও মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া

যুদ্ধ্নাদ মহাবৈত্যো মধুকৈটভয়োঃ সুতঃ।
কুবলাশ্বশ্চ নৃপতির্ধুন্ধুমার ইতি স্মৃতঃ ॥৪২

রাজ্ঞা চ গুণসংযুক্তস্তদাপ্রভৃতি সোঽভবৎ।
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৪৩

যৌদ্ধুমাবনুপাখ্যানং প্রথিতং যস্য কর্ম্মণা।
ইদন্তু পুণ্যমাখ্যানং বিষ্ণোঃ সমনুকীর্ত্তনম্ ॥৪৪

শৃণুয়াদ্ যঃ স ধর্ম্মাত্মা পুত্রবাংশ্চ ভবেন্নরঃ।
আয়ুষ্মান্ ভূতিমাংশ্চৈব শ্রুত্বা ভবতি পর্ব্বয় ॥
ন চ ব্যাধিভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি বিগতজ্বরঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্ব্বণি ধুন্ধুমারোপাখ্যানে চতুরধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৪

গেলেন। যুধিষ্ঠির! যুদ্ধশেষে দেখা গেল, তাঁহার তিনজন পুত্র অবশিষ্ট আছেন।৩৯

তাহার। উহাদের নাম দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্ব। হে মহাভাগ রাজন্! তাঁহাদের হইতেই অমিততেজস্বী ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহাবল নরেশগণের বংশপরম্পরা এখনও চলিয়া আসিতেছে।

হে সত্তমশ্রেষ্ঠ! এইরূপে কুবলাশ্ব মধু ও কৈটভের পুত্র মহাবৈত্য ধুন্ধুকে বধ করায় ধুন্ধুমার নামে তিনি পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছেন।৪০-৪২

সেই হইতেই রাজা কুবলাশ্ব নিজ নামের অনুসারে বীরত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া ভূমণ্ডলে বিখ্যাত আছেন। যুধিষ্ঠির! তোমার জিজ্ঞাসিত সমস্ত যৌদ্ধুমার উপাখ্যানটী সবিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম, যাঁহার পরাক্রমাদি কর্ম দ্বারা ইহা খ্যাত হইয়াছে।

ইহার কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরই নাম ও লীলার কীর্ত্তন এবং শ্রবণ করা হয়। সুতরাং এই উপাখ্যান যে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করে, সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষ পুত্রবান্, আয়ুষ্মান্ ও ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া থাকে এবং শোক ও মোহশূন্য হইয়া ব্যাধিভয় হইতে মুক্ত হয়। তাহার কোন চিন্তা থাকে না।৪৩-৪৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ধুন্ধুমারউপাখ্যানবিষয়ক চতুরধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৪

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পতিব্রতামাহাত্ম্য, মাতাপিতৃসেবামাহাত্ম্যঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মার্কণ্ডেয়ং মহাদ্যুতিম্।
পপ্রচ্ছ ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রশ্নং সুদুর্বিদম্ ॥১

শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ স্ত্রীণাং মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র সূক্ষ্মং ধর্ম্মঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥২

পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পতিব্রতার মাহাত্ম্য ও মাতাপিতার সেবামাহাত্ম্য।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তারপর রাজা যুধিষ্ঠির মহাতেজস্বী মার্কণ্ডেয়মুনিকে ধর্ম্মবিষয়ক সুদুর্জ্ঞেয় প্রশ্ন করিলেন।১

হে ভগবন্! আপনার মুখ হইতে উত্তম পতিব্রতা

প্রত্যক্ষমিহ বিপ্রর্ষে দেবা দৃশ্যন্তি সত্তম।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বায়ুঃ পৃথিবী বহ্নিরেব চ ॥৩
পিতা মাতা চ ভগবন্ গুরুরেব চ সত্তম।
যচ্চান্যদ্ দেববিহিতং তচ্চাপি ভৃগুনন্দন ॥৪
মান্যা হি গুরবঃ সর্বে একপত্ন্যস্তথা স্ত্রিয়ঃ।
পতিব্রতানাং শুশ্রূষা দুষ্করা প্রতিভাতি মে ॥৫
পতিব্রতানাং মাহাত্ম্যং বক্তুমর্হসি নঃ প্রভো।
নিরুদ্ধ্য চেন্দ্রিয়গ্রামং মনঃ সংরুধ্য চানঘ ॥৬
পতিং দৈবতবচ্চাপি চিন্তয়ন্ত্যঃ স্থিতা হি যাঃ।
ভগবন্ দুষ্করং ত্বেতৎ প্রতিভাতি মম প্রভো ॥৭
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষা স্ত্রীণাং ভর্তরি চ দ্বিজ।
স্ত্রীণাং ধর্মাৎ সুঘোরান্হি নান্যং পশ্যামি দুষ্করম্ ॥৮

সাধ্বাচারাঃ ক্রিয়ো ব্রহ্মন্ যৎ কুর্ব্বন্তি সদাদৃতাঃ।
দুষ্করং খলু কুর্ব্বন্তি পিতরং মাতরঞ্চ বৈ ॥৯
একপত্ন্যশ্চ যা নার্য্যো যাশ্চ সত্যং বদন্ত্যুত।
কুক্ষিণা দশ মাসাংশ্চ গর্ভং সংধারয়ন্তি যাঃ ॥১০
নার্য্যঃ কালেন সম্ভূয় কিমন্যদ্ভুততরং ততঃ।
সংশয়ং পরমং প্রাপ্য বেদনামতুলামপি ॥১১
প্রজায়ন্তে সুতান্ নার্য্যো দুঃখেন মহতা দ্বিজো।
পুষ্ণন্তি চাপি মহতা স্নেহেন দ্বিজপুঙ্গব ॥১২
যাশ্চ ক্রূরেষু সর্বেষু বর্ত্তমানা জুগুপ্সিতাঃ
স্বকর্ম কুর্বন্তি সদা দুষ্করং ব্রহ্ম মে মতম্ ॥১৩
ক্ষত্রধর্মসমাচারস্ত্বয়া ব্যাখ্যাহি মে দ্বিজ।
ধর্মঃ সুদুর্লভো বিপ্র নৃশংসেন মহাত্মনাম্ ॥১৪

নারীগণের মাহাত্ম্য ও সূক্ষ্ম ধর্মসম্মত চরিত্র যথাযথরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।২

"হে সাধুশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে! এই জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, পৃথিবী, বহ্নি, পিতা, মাতা ও গুরু প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া দেখা যাইতেছে। হে ভগবন্! হে ভৃগুনন্দন! ইহা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহরূপ দেবতাগণকে আমরা প্রত্যক্ষ করি।৩-৪

গুরুগণ (পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মন্ত্রদাতা ও শিক্ষাগুরু) সকলেই মাননীয় এবং পতিব্রতা নারীগণও মাননীয়। পতিব্রতা নারীগণ যেভাবে নিজ পতির শুশ্রূষা করেন, তাহা অন্যের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর—ইহাই আমার মনে হয়।৫

হে প্রভো! পতিব্রতা নারীগণের মাহাত্ম্য আপনি আমাদিগকে বলুন। হে নিষ্পাপ! হে ভগবন্! হে প্রভো! কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনকে সংযত করিয়া তাঁহারা যে পতিকেই দেবতারূপে ধ্যান করত তাঁহার সেবা করেন, ইহা অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়াই আমার নিকট মনে হয়।৬-৭

হে ব্রহ্মন্! পুত্রের পক্ষে মাতা ও পিতাকে এবং স্ত্রীর পক্ষে পতিকে দেবতাবুদ্ধিতে সেবা করা—এই দুই কার্য্যই অত্যন্ত কঠিন। স্ত্রীগণের ইহা হইতে দুষ্করতর কার্য্য আর কিছুই দেখি না।৮

ব্রহ্মন্! শিষ্টসমাজে সর্ব্বদা সমাদৃতা পতিব্রতা নারীগণ পতির এবং যাঁহারা পিতা মাতার সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই কর্মও খুবই দুষ্কর কর্ম; এইরূপ পতিব্রতা ও সত্যবাদিনী স্ত্রীলোকগণ অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম পালন করেন। তাহা ছাড়া যাঁহারা দশমাস পর্য্যন্ত উদরমধ্যে গর্ভ ধারণ করেন এবং যথাকালে উহা প্রসব করেন, ইহা হইতে অত্যন্ত অদ্ভুত কার্য্য আর কি হইতে পারে?

হে দ্বিজো দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রতিমুহূর্তে প্রাণহানির আশঙ্কা করত অসহ্য বেদনা সহ্য করিয়া নারীগণ অতিকষ্টে সন্তানের প্রসব করেন ও পরবর্তী কালে অতিশয় স্নেহে তাহার পালন করেন।৯-১২

যে সকল সতী নারী ক্রূরস্বভাব পতির সেবায় নিরত থাকিয়া তাহার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াও নিজ পতিদেবারূপ কর্ম করেন, ইঁহারা আরও অধিক দুষ্কর কর্ম করেন বলিয়া আমার মনে হয়।১৩

এতদিচ্ছামি ভগবন্ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বর।
শ্রোতুং ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ শুশ্রূষে তব সুব্রত ॥১৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

হন্ত তেঽহং সমাখ্যাস্যে প্রশ্নমেতং সুদুর্বচম্।
তত্ত্বেন ভরতশ্রেষ্ঠ যথাতত্ত্বনিবোধ মে ॥১৬

মাতৃস্তু গৌরবাদন্যে পিতৃমন্যে তু মেনিরে।
দুষ্করং কুরুতে মাতা বিবর্ধয়তি যা প্রজাঃ ॥১৭

তপসা দেবতেজ্যাভিঃ স্তিতিক্ষয়া।
নয়প্রশমযোগৈশ্চাপীহন্তে পিতরঃ সুতান্ ॥১৮

এবং কৃচ্ছ্রেণ মহতা পুত্রং প্রাপ্য সুদুর্লভম্।
চিন্তয়ন্তি সদা বীর কীদৃশোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥১৯

আশংসন্তে হি পুত্রেষু পিতা মাতা চ ভারত।
যশঃ কীর্তিমথৈশ্বর্য্যং প্রজা ধর্মং তথৈব চ ॥২০

ওতোরাশাং তু সফলাং যঃ করোতি স ধর্মবিৎ।
পিতা মাতা চ রাজেন্দ্র তুষ্যতো যস্য নিত্যশঃ ॥২১

ইহ প্রেত্য চ তস্যাথ কীর্তির্ধর্মশ্চ শাশ্বতঃ।
নৈব যজ্ঞক্রিয়াঃ কাশ্চিন্ন শ্রাদ্ধং নোপবাসকম্ ॥২২

যা তু ভর্তরি শুশ্রূষা তয়া স্বর্গং জয়ন্ত্যুত।
এতৎ প্রকরণং রাজন্নধিকৃত্য যুধিষ্ঠির ॥২৩

পতিব্রতানাং নিয়তং ধর্মং চাধিতঃ শৃণু ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্বণি পতিব্রতোপাখ্যানে পঞ্চাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৫

হে দ্বিজবর! আপনি আমাকে ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম ও আচারের তত্ত্বসম্বন্ধে সবিস্তারে উপদেশ করুন। ব্রহ্মন্! কারণ, নৃশংস পুরুষের পক্ষে মহাত্মাগণের আচরিত এই ধর্ম্মের আচরণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।১৪

হে ভগবন্ ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি উত্তম-ব্রতের পালনকারী ও সকল প্রশ্নের সমাধানকারী বিদ্বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই প্রশ্নসমূহের উত্তর বলুন; ইহা আপনার নিকট হইতে আমার শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।১৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যদিও অত্যন্ত কঠিন, তথাপি আমি ইহার যথাযথ উত্তর দিতেছি, তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর।১৬

কেহ কেহ গৌরববশতঃ মাতাকে পিতার চেয়েও অধিক বলিয়া মনে করে, কেহ বা পিতাকেই মাতার চেয়েও অধিক বলিয়া মনে করে। কিন্তু মাতা যেরূপ কষ্ট করিয়া পুত্রকে পালন করে, তাহা অতি দুষ্কর কর্ম্ম।১৭

তপস্যা, দেবার্চ্চনা, তিতিক্ষা এবং শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ শ্রেষ্ঠ উপায়সমূহের দ্বারা পুত্রকে লাভ করিতে পিতামাতা চেষ্টা করেন।১৮

হে বীর! এইরূপ বহু কষ্টে সুদুর্লভ পুত্র প্রাপ্ত হইয়া মানুষ সদা চিন্তা করে,—এই পুত্র কিরূপ হইবে?।১৯

হে ভারত! পিতা ও মাতা নিজ পুত্রের যশ, ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি, সন্তান ও ধর্ম্ম কামনা করেন।২০

হে রাজেন্দ্র! তাহাদের আশাকে যে পুত্র সফল করে, সেই ধর্ম্মজ্ঞ; মাতা পিতা যে পুত্রের উপর সদা সন্তুষ্ট, ইহলোকে ও পরলোকে তাহার অক্ষয় কীর্ত্তি ও শাশ্বত ধর্ম্ম লাভ হয়।

স্ত্রীলোকের জন্য যজ্ঞক্রিয়া, শ্রাদ্ধ ও উপবাসাদির প্রয়োজন নাই; কেবল তাঁহাদের যে পতিসেবা; উহা দ্বারাই তাঁহারা স্বর্গকে জয় করেন।

হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! আমি এই প্রকরণে পতিব্রতা নারীর ধর্ম্ম সম্বন্ধেই বলিব, তুমি সাবধান হইয়া উহা শ্রবণ কর।২১-২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে দ্রৌপদীপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৫

ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌশিকব্রাহ্মণস্য পতিব্রতায়াশ্চ উপাখ্যানমধিকৃত্য ব্রাহ্মণানাং ধর্ম্মবর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কশ্চিদ্ দ্বিজাতিপ্রবরো বেদাধ্যায়ী তপোধনঃ।
তপস্বী ধর্ম্মশীলশ্চ কৌশিকো নাম ভারত ॥১

সাঙ্গোপনিষদো বেদানধীতে দ্বিজসত্তমঃ।
স বৃক্ষমূলে কস্মিংশ্চিদ্ বেদানুচ্চারয়ন্ স্থিতঃ ॥২

উপবিষ্টাচ্চ বৃক্ষস্য বলাকা সংহলীয়র।
তয়া পুরীষমুৎসৃষ্টং ব্রাহ্মণস্য তদোপরি ॥৩

তামবেক্ষ্য ততঃ ক্রুদ্ধঃ সমপধ্যায়ত দ্বিজঃ।
তৃণং ক্রোধাভিভূতেন বলাকা সা নিরীক্ষিতা ॥৪

অপধ্যাতা চ বিপ্রেণ সহসাতদ্ ধরণীতলে।
বলাকাং পতিতাং দৃষ্ট্বা গতসত্ত্বামচেতনাম্ ॥৫

কারুণ্যমতিসম্প্রাপ্তঃ পর্য্যশোচত তাং দ্বিজঃ।
অকার্য্যং কৃতবানস্মি রোষরাগবলাৎকৃতঃ ॥৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বহুশো বিদ্বান্ গ্রামং ভৈক্ষ্যায় সংশ্রিতঃ।
গ্রামে শুচীনি প্রচরন্ কুলানি ভরতর্ষভ ॥৭

প্রবিষ্টস্তৎ কুলং যত্র পূর্ব্বং চরিতবাংস্ত সঃ।
দেহীতি যাচমানোঽসৌ তিষ্ঠেত্যুক্তঃ স্ত্রিয়া ততঃ ॥৮

সোঽচিন্তয়ত যাবৎ কুরুতে ভাজনস্য কুটুম্বিনী।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ ক্ষুধাদম্পীড়িতো ভৃশম্ ॥৯

ভর্ত্তা প্রবিষ্টঃ সহসা তস্যা ভরতসত্তম
সা তু দৃষ্ট্বা পতিং সাধ্বী ব্রাহ্মণং ব্যবহারজম্ ॥১০

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কৌশিক ব্রাহ্মণ ও পতিব্রতা উপাখ্যানের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভারত। তপোধন কৌশিক নামে বেদাধ্যায়ী, তপস্বী, ধর্ম্মশীল দ্বিজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন।১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৌশিক উপনিষদের সহিত সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি কোন এক বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদ পাঠ করিতেছিলেন।২

উপরে এক বক বৃক্ষের পত্রান্তরালে গ্রচ্ছন্ন ছিল; সে সেই সময় ব্রাহ্মণের উপর বিষ্ঠাত্যাগ করিল।৩

তাহা দেখিয়া সেই দ্বিজ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি সেই বলাকার উপর দৃষ্টি করিয়া তাহার অনিষ্ট চিন্তন করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই পক্ষীর দিকে তাকাইলেন এবং অনিষ্ট চিন্তা করিলেন। তাহাতে সেই পক্ষী ভূতলে পতিত হইল।

অচেতন অবস্থায় বলাকাকে নিষ্প্রাণ হইয়া ভূপতিত ও মৃত দেখিয়া ব্রাহ্মণের করুণা হইল এবং তিনি এই বলিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিলেন যে, আমি ক্রোধ ও আসক্তির বশীভূত হইয়া কি অকার্য্যই করিয়াছি।৪-৬

এইরূপ পুনঃপুনঃ বলিয়া সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ গ্রামে ভিক্ষা করিতে গেলেন। অনেক সদাচার-সম্পন্ন গৃহে ভিক্ষা করত পূর্ব্বে যে গৃহে ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ কোন এক গৃহে গিয়া ভিক্ষা চাহিলে একটী স্ত্রীলোক তাঁহাকে বলিলেন, —"একটু দাঁড়ান"।৭-৮

রাজন্! সেই স্ত্রীলোকটীই গৃহকর্ত্রী ছিলেন এবং তিনি তখন উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিতে ছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ। এমন সময় তাঁহার পতি ক্ষুধা-পীড়িত হইয়া সহসা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পাদ্যমাচমনীয়ং চৈব মধৌ ভর্ত্তুস্তথাসনম্।
প্রহ্বা পর্য্যচরচ্চাপিভর্ত্তারমসিতেক্ষণা ॥১১

আহারেণাথ তৃপ্যন্তং ভোজ্যৈঃ সুমধুরৈস্তথা।
উচ্ছিষ্টং ভাবিতা ভর্ত্তুর্ভুঙ্‌ক্তে নিত্যং যুধিষ্ঠির ॥১২

দৈবতঞ্চ পতিং মেনে ভর্ত্তুশ্চিত্তানুসারিণী।
কর্ম্মণা মনসা বাচা নাস্যচিত্তাভ্যগাৎ পতিম্ ॥১৩

তং সর্ব্বভাবোপগতা পতিশুশ্রূষণে রতা।
সাধ্বাচারা শুচির্দক্ষা কুটুম্বস্য হিতৈষিণী ॥১৪

ভর্ত্তুশ্চাপি হিতং যৎ তৎ সততং সাধুবর্ত্ততে।
দেবতাতিথি-ভৃত্যানাং শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োস্তথা ॥১৫

শুশ্রূষণপরা নিত্যং সততং সংযতেন্দ্রিয়া।
সা ব্রাহ্মণং তদা দৃষ্ট্বা সংক্রুদ্ধং দৈবকাল্পিতম্।
কুর্ব্বতী পতিশুশ্রূষাং সম্ভ্রান্তাথ তদেক্ষণা ॥১৬

ব্রীড়িতা সাধ্বসাৎ সাধ্বী তদা ভরতসত্তম।
ভিক্ষাধারায় বিপ্রায় নির্জ্জগাম যশস্বিনী ॥১৭

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কিমিদং ভবতি ত্বং মাং তিষ্ঠেত্যুক্ত্বা বরাঙ্গনে।
উপরোধং কৃতবতী ন বিসর্জ্জিতবত্যপি ॥১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রাহ্মণং ক্রোধসন্তপ্তং জ্বলন্তমিব তেজসা।
দৃষ্ট্বা সাধ্বী মনুষ্যেন্দ্র সান্ত্বপূর্ব্বং বচোঽব্রবীৎ ॥১৯

স্ত্র্যুবাচ।

ক্ষন্তুমর্হসি মে বিপ্র ভর্ত্তা মে দৈবতং মহৎ।
স চাপি ক্ষুধিতঃ শ্রান্তঃ প্রাপ্তঃ শুশ্রূষিতো ময়া ॥২০

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ব্রাহ্মণা ন গরীয়াংসো গরীয়াংস্তে পতিঃ কৃতঃ।
গৃহস্থধর্ম্মে বর্ত্তন্তী ব্রাহ্মণানবমন্যসে ॥২১

সেই সাধ্বী স্ত্রীমনুষ্য স্ত্রী পতিকে দেখিয়া ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করতে পতিকে পাদ্য, আচমনীয়, আসন প্রভৃতি দিয়া বিনয়নম্রতা সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।৯-১১

হে যুধিষ্ঠির! এই সতী নারী প্রতিদিন পতিকে উৎকৃষ্ট সুমধুর ভক্ষ্য ভোজ্য ভোজন করাইয়া পরে নিজে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন।১২

তিনি পতিকেই দেবতা মনে করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই অনুগতা হইয়া তাঁহার সেবা করিতেন। অন্য কোন চিন্তা করিতেন না।১৩

সাধুআচারসম্পন্না, শুচি ও গৃহকর্ম্মনিপুণা নিজ কুটুম্ব ও পতির হিতৈষিণী হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেন।১৪

পতির যাহা হিত বলিয়া মনে করিতেন, তিনি তাহারই অনুসরণ করিতেন। তিনি সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশুর ও শাশুড়ী প্রভৃতির নিত্যই সেবা করিতেন।১৫

পতিশুশ্রূষা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টি পড়িল এবং ব্রাহ্মণকে যে ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা সেই শুভনয়নার মনে পড়িল।১৬

হে ভরতবংশকুলপ। তখন সেই যশস্বিনী, সাধ্বী দেবী লজ্জিতা হইয়া ভিক্ষা লইয়া ব্রাহ্মণের নিকট গেলেন।১৭

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে বরাঙ্গনে। তোমার একি ব্যবহার? তুমি যদি এতই বিলম্ব করিবে, তবে আমাকে দাঁড়াইতে বলিলে কেন? যাইতে বলিলে না কেন?১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,— রাজন্! ব্রাহ্মণকে নিজের ভেজে প্রজ্বলিত ও ক্রুদ্ধ দেখিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণকে বলিলেন।১৯

স্ত্রী বলিলেন,—হে বিপ্র! আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। পতি আমার পরম দেবতা; তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি তাঁহার শুশ্রূষার নিরতা ছিলাম।২০

ইন্দ্রোঽপ্যেবং প্রণমতে কিং পুনর্মানবো ভুবি।
অবলিপ্তে ন জানীষে বৃদ্ধানাং ন শ্রুতং ত্বয়া ॥২২
ব্রাহ্মণা হ্যগ্নিসদৃশা দহেয়ুঃ পৃথিবীমপি।

স্ত্র্যুবাচ।

নাহং বলাকা বিপ্রর্ষে ত্যজ ক্রোধং তপোধন ॥২৩
অনয়া ক্রূরয়া দৃষ্ট্যা ক্রুদ্ধঃ কিং মাং করিষ্যসি।
নাবজানাম্যহং বিপ্রান্ দেবৈস্তুল্যান্ মনস্বিনঃ ॥২৪
অপরাধমিমং বিপ্র ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ।
জানামি তেজো বিপ্রাণাং মহাভাগ্যঞ্চ ধীমতাম্ ॥২৫
অপেয়ঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ কৃতো হি লবণোদকঃ।
তথৈব দীপ্ততপসাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥২৬

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ব্রাহ্মণ তোমার নিকট পরীয়ান্ (সমাদরের পাত্র) না হইয়া পতিই তোমার নিকটে পরীয়ান্ হইল? তুমি গৃহস্থা হইয়া ব্রাহ্মণকে অবমাননা কর?২১

ইন্দ্রও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করে, মানুষ তো দূরের কথা। হে দাম্ভিকে! তুমি নিজেও জান না এবং কোন বৃদ্ধের নিকট উপদেশও শ্রবণ কর নাই; ব্রাহ্মণগণ অগ্নিসদৃশ, ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত পৃথিবীকেই দগ্ধ করিতে পারে।

স্ত্রী বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! আমি বলাকা নহি। হে তপোধন! আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই ক্রূর দৃষ্টিতে আমার কি হানি করিবেন? আমি মনস্বী ব্রাহ্মণগণকে দেবতুল্য শ্রদ্ধা করি, কখনও অবমাননা করি না।২২-২৪

হে নিষ্পাপ বিপ্র! আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণগণের তেজ ও মহত্ত্বের কথা জানি।২৫

ব্রাহ্মণগণের ক্রোধের ফলেই সাগর লবণোদক

যেষাং ক্রোধাগ্নিরদ্যাপি দণ্ডকে নোপশাম্যতি।
ব্রাহ্মণানাং পবিত্রত্বাদ্ বাতাপিঃ সুদুরাত্মবান্ ॥২৭
অগস্ত্যমুষিমাসাদ্য জীর্ণঃ ক্রূরো মহাসুরঃ।
বহুপ্রভাবাঃ শ্রূয়ন্তে ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ॥২৮
ক্রোধঃ সুবিপুলো ব্রহ্মন্ প্রসাদশ্চ মহাত্মনাম্।
অস্মিংস্তুভিক্রমে ব্রহ্মন্ ক্ষন্তুমর্হসি মেঽনঘ ॥২৯

পতিশুশ্রূষয়া ধর্মো যঃ স মে রোচতে দ্বিজ।
দৈবতেষ্বপি সর্বেষু ভর্তা মে দৈবতং পরম্ ॥৩০
অবিশেষেণ ভর্তারং কুর্য্যাং ধর্মং দ্বিজোত্তম।
শুশ্রূষায়াঃ ফলং পশ্য পত্যুর্ব্রাহ্মণ যাদৃশম্ ॥৩১

হইয়া অদ্যের হইয়াছে এবং তপোদীপ্ত পবিত্রাত্মা, মুনিগণের ক্রোধাগ্নি এখনও দণ্ডকারণ্যে প্রজ্বলিত আছে,—নির্ব্বাপিত হয় নাই।

ব্রাহ্মণগণের হিংসা করায় ক্রূরস্বভাব, অত্যন্ত দুরাত্মা মহাসুর বাতাপি অগস্ত্য ঋষি কর্তৃক জীর্ণ হইয়াছিল।

মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের এইরূপ বহু প্রভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।২৬-২৮

ব্রহ্মন্! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ ও কৃপা উভয়ই মহান্ অর্থাৎ ক্রোধ মহানিষ্টকারক এবং প্রসাদও মহাকল্যাণজনক। নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! সুতরাং আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।২৯

হে বিপ্র! পতি শুশ্রূষারূপ ধর্ম্ম আমার নিকট রুচিকর। সকল দেবতার মধ্যে আমি পতিকেই জ্যেষ্ঠ দেবতা বলিয়া মনে করি।৩০

হে দ্বিজোত্তম! আমি স্ত্রীলোকমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম যে পতিশুশ্রূষা, তাহাই পালন করি। এই পতিসেবার যে কি ফল, আপনি তাহা প্রত্যক্ষ করুন।৩১

বলাকা হি ত্বয়া ধৃষ্টা যোষাৎ তদ্ বিদিতং ময়া।
ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম ॥৩২

যঃ ক্রোধ-মোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ ॥৩৩

হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ॥৩৪

কাম-ক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ ॥৩৫

সর্বধর্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যোঽধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্ বা যাজয়ীত বা ॥৩৬

দদ্যাদ্ বাপি যথাশক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
ব্রহ্মচারী বদান্যো যোঽধীতে দ্বিজপুঙ্গবঃ ॥৩৭

স্বাধ্যায়বানবহিতো বৈ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যদ্ ব্রাহ্মণানাং কুশলং তদেষাং পরিকীর্তয়েৎ ॥৩৮

সত্যং তথা ব্যাহরতাং নানৃতে রমতে মনঃ।
ধর্মস্তু ব্রাহ্মণস্যাহুঃ স্বাধ্যায়ং দমমার্জবম্ ॥৩৯

ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহকে শাশ্বতং দ্বিজসত্তম।
সত্যার্জবে ধর্মমাহুঃ পরং ধর্মবিদো জনাঃ ॥৪০

দুর্জ্ঞেয়ঃ শাশ্বতো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
শ্রুতিপ্রমাণো ধর্ম ইতি বৃদ্ধানুশাসনম্ ॥৪১

বহুধা দৃশ্যতে ধর্মঃ সূক্ষ্ম এব দ্বিজোত্তম।
ভবানপি চ ধর্মজ্ঞঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ॥৪২

ন তু তত্ত্বেন ভগবন্ ধর্মং বেৎসীতি মে মতিঃ।
যদি বিপ্র ন জানীষে ধর্মং পরমকং দ্বিজ ॥৪৩

আপনি রোষভরে যে বলাকাকে দগ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমি এই ধর্ম বলে জা'নতে পারিয়াছি। হে দ্বিজোত্তম! এই শরীরস্থিত ক্রোধই মানুষের মহাশত্রু ॥৩২

যে ক্রোধ ও মোহকে পরিত্যাগ করিতে পারে, দেবগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলেন। যে এই সংসারে সত্য কথা বলে, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখে এবং হিংসিত হইয়াও যে কাহারও হিংসা করে না, দেবতাগণ তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন।

যে জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়নিরত, ধর্মনিষ্ঠ, পবিত্র এবং কাম ও ক্রোধ যাহার বশীভূত, দেবগণ তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন।

যে ধর্মজ্ঞ মনস্বী সমস্ত জগৎকেই আত্মভাবে দর্শন করে এবং সকল ধর্মেই সমান অনুরাগ-সম্পন্ন; তাহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলেন।

যে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে, যজ্ঞাদি কর্ম নিজে করে এবং অন্যকে করায় এবং যথাশক্তি (ব্রাহ্মণকে) দান করে, তাহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলেন।

যে ব্রহ্মচারী, বদান্য (উদার) ও সতত সাবধান হইয়া স্বাধ্যায়নিরত, তাহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে যাহা কল্যাণজনক, তাহাই তাঁহাদের সম্মুখে বর্ণনা করা উচিত। যাহারা সত্য কথা বলে, মিথ্যাতে তাহাদের মন লাগে না।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সরলতা ও মনঃসংযম এইগুলিকে ব্রাহ্মণের ধর্ম বলা হইয়াছে। ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ সত্য ও সরলতাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়াছেন ॥৩৩-৪০

সনাতন ধর্মের স্বরূপ জানা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে ও যাহা বেদ দ্বারা প্রমাণিত, উহাই ধর্ম—ইহা জ্ঞানী পুরুষগণ বলিয়া থাকেন ॥৪১

হে দ্বিজোত্তম! ধর্মের বহু প্রকার সূক্ষ্ম স্বরূপ দেখা যায়। আপনিও ধর্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়নিরত ও পবিত্রচিত্ত ॥৪২

ধর্মব্যাধং ততঃ পৃচ্ছ গত্বা বৈ মিথিলাং পুরীম্।
মাতা-পিতৃভ্যাং শুশ্রূষুঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪৪
মিথিলায়াং বসেদ্ ব্যাধঃ স তে ধর্মান্ প্রবক্ষ্যতি।
তত্র গচ্ছস্ব ভদ্রং তে যথাকামং দ্বিজোত্তম ॥৪৫
অত্যুক্তমপি যে সর্বং ক্ষন্তুমর্হস্যনিন্দিত।
স্ত্রিয়ো হ্যবধ্যাঃ সর্বেষাং যে চ ধর্মবিদো জনাঃ ॥৪৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রীতোঽস্মি তব ভদ্রং তে গতঃ ক্রোধশ্চ শোভনে।
উপালব্ধস্ত্বয়াত্যুক্তো মম নিঃশ্রেয়সং পরম্।
অস্তি তেঽন্যত্র গমিষ্যামি সাধয়িষ্যামি শোভনে ॥৪৭

(ধন্যা স্ম্যহমপি কল্যাণি যস্যাস্তে বৃত্তমীদৃশম্)

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তয়া বিসৃষ্টো নির্গম্য স্বমেব ভবনং যযৌ।
বিনিন্দন্ স স্বমাত্মানং কৌশিকো দ্বিজসত্তমঃ ॥৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি পতিব্রতোপাখ্যানে ষড়ধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৬

হে ভগবন্! আমার মনে হয়, আপনি ধর্মের প্রকৃত রহস্য জানেন না। হে ব্রহ্মন্! আপনি যদি পরম ধর্ম কি, তাহা না জানেন, হে দ্বিজ! তবে মিথিলাপুরীতে গিয়া ধর্মব্যাধকে উহা জিজ্ঞাসা করুন।

সেই ধর্মব্যাধ মাতা ও পিতার শুশ্রূষাকারী সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। সে মিথিলায় বাস করে; সে আপনাকে ধর্ম উপদেশ করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি ইচ্ছানুসারে তথায় গমন করুন, ইহাতে আপনার মঙ্গল হইবে ॥৪৩-৪৫

হে অনিন্দিত ব্রাহ্মণ! আমি যদি কিছু অনুচিত কথা বলিয়া থাকি, তবে সেই সকল ক্ষমা করিবেন যাঁহারা ধর্মবিদ্; স্ত্রীলোক তাঁহাদের নিকট অবধ্যনীয় ॥৪৬

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে কল্যাণি! তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন আছি, আমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছে। তোমার তিরস্কার আমার পরম কল্যাণের কারণ হইয়াছে। কল্যাণি! তোমার মঙ্গল হউক। আমি চলিলাম, যথাশক্তি ধর্মের সাধন করিতে চেষ্টা করিব। (কল্যাণি! তুমি ধন্যা, যাহার সদাচার এইরূপ উচ্চস্তরের) ॥৪৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সেই সাধ্বী স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৌশিক ব্রাহ্মণ নিজ আত্মাকে নিন্দা করিতে করিতে নিজ গৃহে গমন করিল ॥৪৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে পতিব্রতা-উপাখ্যানবিষয়ক ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২০৬

সপ্তাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্মব্যাধসমীপে কৌশিকস্য গমনম্, ততো বহুবিধধর্ম্মকথাশ্রবণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

চিন্তয়িত্বা তথাশ্চর্য্যং স্ত্রিয়া প্রোক্তমশেষতঃ।
বিনিন্দন্ স স্বমাত্মানমাগচ্ছত ইবাবভৌ ॥১

চিন্তয়ানঃ স্বধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাং গতিমথাব্রবীৎ।
শ্রদ্দধানেন বৈ তাবৎ গচ্ছামি মিথিলামহম্ ॥২

কৃতাত্মা ধর্ম্মবিৎ তস্যাং ব্যাধো নিবসতে কিল।
তং গচ্ছাম্যহমদ্যৈব ধর্ম্মং দ্রষ্টুং তপোধনম্ ॥৩

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা শ্রদ্দধানঃ স্ত্রিয়া বচঃ।
বলাকাপ্রত্যয়েনাসৌ ধর্ম্মৈশ্চ বচনৈঃ শুভৈঃ ॥৪

সম্প্রতস্থে স মিথিলাং কৌতূহলসমন্বিতঃ।
অতিক্রামন্নরণ্যানি গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ ॥৫

ততো জগাম মিথিলাং জনকেন সুরক্ষিতাম্।
ধর্ম্মসেতুসমাকীর্ণাং যজ্ঞোৎসবযুতাং শুভাম্ ॥৬

গোপুরাট্টালকবতীং হর্ম্ম্যপ্রাকারশোভনাম্।
প্রবিশ্য নগরীং রম্যাং বিমানৈর্বহুভির্যুতাম্ ॥৭

পণ্যৈশ্চ বহুভির্যুক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্।
অশ্বৈ রথৈস্তথা নাগৈর্যোধৈশ্চ বহুভির্যুতাম্ ॥৮

হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণাং নিত্যোৎসবসমাকুলাম্।
সোঽপশ্যদ্ বহুবৃত্তান্তাং ব্রাহ্মণঃ সমতিক্রমন্ ॥৯

ধর্ম্মব্যাধমপৃচ্ছচ্চ স চাস্য কথিতো দ্বিজৈঃ।
অপশ্যৎ তত্র গত্বা তং সূনামধ্যে ব্যবস্থিতম্ ॥১০

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ধর্ম্মব্যাধের নিকট কৌশিকের গমন এবং তাহার নিকট হইতে নানাবিধ ধর্ম্মকথাশ্রবণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! ঐ পতিব্রতা নারী কর্ত্তৃক কথিত সব কথা চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং নিজ আত্মাকে যেন অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিল।১

তারপর নিজ ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতির কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিল,—আমাকে সেই সতীর কথায় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে হইবে। আমি অবশ্যই মিথিলায় ধর্ম্মব্যাধের নিকট যাইব।২

পুণ্যাত্মা ও ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মব্যাধ মিথিলায় বাস করে, আমি সেই তপোধনকেই ধর্ম্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আজই মিথিলায় যাইব।৩

মনে মনে এই কথা চিন্তা করিয়া সেই কৌতূহলবশী দ্বিজ মিথিলা অভিমুখে গমন করিল। পতিব্রতা স্ত্রী স্বয়ং বকের হত্যা জানিয়াছে এবং ধর্ম্মানুকূল শুভবাক্যে ধর্ম্মোপদেশ করিয়াছে। ইহাতে সেই ব্রাহ্মণের পতিব্রতার বাক্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

সেই দ্বিজ অনেক বন, গ্রাম ও নগর অতিক্রম করত রাজর্ষি জনকের দ্বারা সুরক্ষিতা, ধর্ম্মসেতুব্যাপ্তা, যজ্ঞরূপ উৎসবে পরিপূর্ণা শুভময়ী মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইল।৪-৬

গোপুর (তোরণ), অট্টালিকা, প্রাসাদ ও প্রাচীরে ঐ নগরী শোভিতা ছিল। বহু বিমান, দোকান, বাজার, ক্ষুদ্র ও প্রশস্ত রাজপথ ঐ রমণীয়া নগরীর আরও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও যোদ্ধৃবৃন্দ ও হৃষ্টপুষ্ট প্রজাবৃন্দে পরিপূর্ণা, নিত্যই উৎসবে মুখরিতা এবং নিত্য বহুবিধ ঘটনা দ্বারা সুবেষ্টিতা সেই মিথিলা নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ সব কিছু ভাল করিয়া সাবধানে দেখিয়া লইল।৭-৯

মার্গমাহিষমাংসানি বিক্রীণন্তং তপস্বিনম্।
আকুলত্বাচ্চ ক্রেতৃণামেকান্তে সংস্থিতো দ্বিজঃ ॥১১

স তু জ্ঞাত্বা দ্বিজং প্রাপ্তং সহসা সম্ভ্রমোত্থিতঃ।
আজগাম যতো বিপ্রঃ স্থিত একান্তদর্শনে ॥১২

ব্যাধ উবাচ।
অভিবাদয়ে ত্বাং ভগবন্ স্বাগতং তে দ্বিজোত্তম।
অহং ব্যাধো হি ভদ্রং তে কিং করোমি
প্রশাধি মাম্ ॥১৩

একপত্ন্যা যদুক্তোঽসি গচ্ছ ত্বং মিথিলামিতি।
জানাম্যেতদহং সর্বং যদর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥১৪

শ্রুত্বা চ তস্য তদ্ বাক্যং স বিপ্রো ভৃশবিস্মিতঃ।
দ্বিতীয়মিদমাশ্চর্যমিত্যচিন্তয়ত দ্বিজঃ ॥১৫

অনেনস্বং হি তে স্থানমিতি ব্যাধোঽব্রবীদ্দ্বিজম্।
গৃহং গচ্ছাব ভগবন্ যদি তে রোচতেঽনঘ ॥১৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ
বাঢ়মিত্যেবং তং বিপ্রো হৃষ্টো বচনমব্রবীৎ।
অগ্রতস্তু দ্বিজং কৃত্বা স জগাম গৃহং প্রতি ॥১৭

প্রবিশ্য চ গৃহং রম্যমাসনেনাভিপূজিতঃ।
অর্ঘ্যেণ চ স বৈ তেন ব্যাধেন দ্বিজসত্তমঃ ॥১৮

ততঃ সুখোপবিষ্টন্তং ব্যাধং বচনমব্রবীৎ।
কর্মৈতদ্ বৈ ন সদৃশং তবতঃ প্রতিভাতি মে।
অনুতপ্যে ভৃশং তাত তব ঘোরেণ কর্মণা ॥১৯

ব্যাধ উবাচ ;
কুলোচিতমিদং কর্ম পিতৃপৈতামহং পরম্।
বর্ত্তমানস্য মে ধর্মে নে মন্যুঃ ন কৃপা দ্বিজ ॥২০

ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করত ধর্ম্মব্যাধের বাসস্থান অবগত হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক দেখিল যে, তপস্বী ধর্ম্মব্যাধ তমাইখানার মধ্যে বসিয়া মৃগ ও মহিষ মাংস বিক্রয় করিতেছে। ক্রেতার আতিশয্যে তাহাকে অত্যন্ত ব্যগ্র দেখিয়া ব্রাহ্মণ একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিল।১০-১১

ব্রাহ্মণ তাহার নিকট আসিয়াছে জানিতে পারিয়া ধর্ম্মব্যাধ তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত যেখানে ব্রাহ্মণ একান্তে অবস্থান করিতেছিল, সেইখানে গেল।১২

ব্যাধ বলিল,—হে ভগবন্! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি; হে দ্বিজোত্তম! আপনার শুভাগমন হউক। আমি ব্যাধ; আপনার কল্যাণ হউক; আমি আপনার কি করিতে পারি; আপনি তাহা আদেশ করুন।১৩

সেই পতিব্রতা যে আপনাকে বলিয়াছে—তুমি মিথিলায় যাও, আমি উহা জানিতে পারিয়াছি আপনি যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন, তাহাও অবগত আছি।১৪

তাহার সেই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিল,—ইহা এক দ্বিতীয় আশ্চর্য্য।১৫

ব্যাধ ব্রাহ্মণকে বলিল,—ভগবন্! এই স্থান আপনার অবস্থানের যোগ্য নয়। নিষ্পাপ! আপনি অনুমতি করিলে আমরা উভয়েই চলুন আমার গৃহে যাই।১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তাহার কথায় ব্রাহ্মণ হৃষ্ট হইয়া বলিল—আচ্ছা! তাহাই হউক। তখন ব্যাধ ব্রাহ্মণকে অগ্রভাগে রাখিয়া নিজের গৃহের দিকে চলিল।১৭

রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্যাধ পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা তাহার পূজা করত সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আসন দিল।১৮

আসনে আরামে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যাধকে বলিল,—মাননীয়! তোমার ন্যায় ধার্ম্মিকের পক্ষে

বিধাত্রা বিহিতং পূর্বং কর্ম স্বমনুপালয়ন্।
প্রযত্নাচ্চ গুরূ বৃদ্ধৌ শুশ্রূষেঽহং দ্বিজোত্তম ॥২১

সত্যং বদে নাস্যসূয়ে যথাশক্তি দদামি চ।
দেবতাতিথিভৃত্যানামবশিষ্টেন বর্ত্তয়ে ॥২২

ন কুৎসয়াম্যহং কিঞ্চিন্ন গর্হে বলবত্তরম্।
কৃতমন্বেতি কর্ত্তারং পুরা কর্ম দ্বিজোত্তম ॥২৩

কৃষি-গোরক্ষ্য-বাণিজ্যমিহ লোকস্য জীবনম্।
দণ্ডনীতিস্ত্রয়ীবিদ্যা তেন লোকো ভবত্যুত ॥২৪

কর্ম শূদ্রে কৃষির্বৈশ্যে সংগ্রামঃ ক্ষত্রিয়ে স্মৃতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ সত্যঞ্চ ব্রাহ্মণে সদা ॥২৫

রাজা প্রশাস্তি ধর্মেণ স্বকর্মনিরতাঃ প্রজাঃ।
বিকর্মাণশ্চ যে কেচিৎ তান্ যুনক্তি স্বকর্মসু ॥২৬

ভেতব্যং হি সদা রাজ্ঞঃ প্রজানামবিপা হি তে।
বারয়ন্তি বিকর্মস্থং নৃপা মৃগমিবেষুভিঃ ॥২৭

জনকস্যেহ বিপ্রর্ষে বিকর্মস্থো ন বিদ্যতে।
স্বকর্মনিরতা বর্ণাশ্চত্বারোঽপি দ্বিজোত্তম ॥২৮

স এষ জনকো রাজা দুর্বৃত্তমপি চেৎ সুতম্।
দণ্ড্যং দণ্ডে নিক্ষিপতি তথা ন গ্লায়তি ধার্মিকম্ ॥২৯

সুযুক্তচারো নৃপতিঃ সর্বং ধর্মেণ পশ্যতি।
শ্রীশ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডশ্চ ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিজোত্তম ॥৩০

এইরূপ ঘোর কর্ম্ম যোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে না। আমি ইহাতে বিশেষ অনুতাপ ভোগ করিতেছি।১৯

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজ। এই কর্ম আমার পিতা পিতামহ হইতে পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ কুলধর্ম্ম। আমি আমার কুলোচিত স্বধর্ম পালন করিতেছি। সুতরাং ইহাতে আপনার মনে ক্ষোভ হওয়া উচিত নয়।২০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। এই কুলে জন্ম দিয়া বিধাতাই আমার জন্য এই কর্ম্ম বিধান করিয়াছেন। আমি যত্নের সহিত ইহার অনুষ্ঠান করিয়া বৃদ্ধ পিতা-মাতার শুশ্রূষা করিয়া থাকি।২১

আমি সত্য কথা বলি, কাহারও প্রতি অসূয়া প্রকাশ করি না; যথাশক্তি সৎপাত্রে দানও করি এবং দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণকে ভোজন করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, উহা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করি।২২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। যেহেতু মানুষ স্বকৃত পূর্ব্ব কর্ম্মেরই ফল ভোগ করে, সেইহেতু আমি কাহারও কুৎসা করি না এবং আমার চেয়ে বলবান্ পুরুষের নিন্দাও করি না।২৩

কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি ও ত্রয়ীবিদ্যা—ঋক্, যজুঃ ও সামবেদানুসারে যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান-করা ও করান, ইহাই সকলের জীবিকার সাধন এবং ইহাতেই মানুষ ঐহিক ও পারলৌকিক উন্নতি লাভ করে।২৪

সেবা শূদ্রের, কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্যের, ধর্ম্মযুদ্ধ ও রাজ্যপালন ক্ষত্রিয়ের এবং ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মন্ত্রজপ ও সত্যবাদিতা ইহা সদা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।২৫

রাজা ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করত স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মনিরত প্রজাকে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থাপিত করেন এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণকারীকে স্বকর্মে আনয়ন করিয়া ধর্ম্মপথে পরিচালিত করেন।২৬

রাজাকে সর্ব্বদাই ভয় করিবে, কারণ, তাঁহারাই প্রজাগণের অধীশ্বর। রাজা বাণের দ্বারা হিংস্র জন্তুকে যেমন হিংসা হইতে নিবৃত্ত করে, তেমনই প্রজাগণকেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্ত করে।২৭

ব্রহ্মর্ষে। এই জনক রাজার রাজ্যে এমন কোন প্রজা নাই, যাহারা বর্ণধর্মবিরুদ্ধ আচরণ

রাজানো হি স্বধর্মেণ শ্রিয়মিচ্ছন্তি ভূয়সীম্।
সর্বেষামেব বর্ণানাং ত্রাতা রাজা ভবত্যুত ॥৩১

পরেণ হি হতান্ ব্রহ্মন্ বরাহমহিষানহম্।
ন স্বয়ং হন্মি বিপ্রর্ষে বিক্রীণামি সদা ত্বহম্ ॥৩২

ন ভক্ষয়ামি মাংসানি ঋতুগামি তথা ত্বহম্।
সদোপবাসী চ তথা নক্তভোজী সদা দ্বিজ ॥৩৩

অশীলশ্চাপি পুরুষো ভূত্বা ভবতি শীলবান্।
প্রাণিহিংসারতশ্চাপি ভবতে ধার্মিকঃ পুনঃ ॥৩৪

ব্যভিচারাদ্বরেন্দ্রাণাং ধর্মঃ সংকীর্য্যতে মহান্।
অধর্মো বর্ধতে চাপি সংকীর্য্যন্তে ততঃ প্রজাঃ ॥৩৫

ভেরুণ্ডা বামনাঃ কুব্জাঃ স্থূলশীর্ষাস্তথৈব চ।
ক্লীবান্ধান্ধাশ্চ বধিরা জায়ন্তেঽত্যুচ্চলোচনাঃ ॥৩৬

পার্থিবানামধর্মাচ্চ প্রজানামভবঃ সদা।
স এব রাজা জনকঃ প্রজা ধর্মেণ পশ্যতি ॥৩৭

অনুগৃহ্ণন্ প্রজাঃ সর্বা স্বধর্মনিরতাঃ সদা।
(পাত্যেব রাজা জনকঃ পিতৃবজ্জনমস্তথ।)
যে চৈব মাং প্রশংসন্তি যে চ নিন্দন্তি মানবাঃ ॥৩৮

সর্বান্ সুপরিতুষ্টেন কর্মণা তোষয়াম্যহম্।
যে জীবন্তি স্বধর্মেণ সংযুঞ্জন্তি চ পার্থিবাঃ ॥৩৯

করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। এখানে চারিবর্ণের প্রজাই স্ব স্ব কর্মে নিরত আছে।২৮

এই জনক রাজা, পুত্র দুর্বৃত্ত হইলে তাহাকেও দণ্ড দিতে দ্বিধা করেন না, কিন্তু ধার্মিককে কোন প্রকার কষ্ট দেন না।২৯

হে দ্বিজোত্তম। রাজা জনক চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া ধর্মানুসারে প্রজাগণের আচরণের উপর লক্ষ্য রাখেন। সম্পত্তির উপার্জন, রাজ্যের পালন এবং অপরাধীকে দণ্ডদান—এ সকলই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।৩০

রাজারা স্বধর্মে স্থিত হইয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। রাজা সকল বর্ণেরই রক্ষাকর্তা।৩১

ব্রহ্মন্। আমি অন্য কর্তৃক নিহত বরাহ মহিষাদি পশু ক্রয় করিয়া উহার মাংস বিক্রয় করি, নিজে হিংসা করি না।৩২

আমি স্বয়ং মাংস খাই না; মাত্র ঋতুকালেই স্ত্রীগমন করি। দ্বিজ। আমি নিত্যই দিনের বেলা উপবাস করত রাত্রিতে ভোজন করি।৩৩

সময়ানুসারে অনেক শীলহীন পুরুষও শীলবান্ হয় এবং প্রাণিহিংসানিরত পুরুষও কখনও ধার্মিক হয়।৩৪

রাজারা ব্যভিচারদোষে দুষ্ট হইলে সমস্ত ধর্মই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। তাহাতে অধর্ম বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং প্রজাগণও ধর্মসঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।৩৫

প্রজাগণের মধ্যে বর্ণসঙ্কর হইতে আরম্ভ হইলে ভেরুণ্ডক বিকৃতাকৃতি, বামন, কুব্জ, স্থূলমস্তকবিশিষ্ট, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও অধিক উচ্চ নেত্রসম্পন্ন প্রজা জন্মিতে থাকে।৩৬

রাজারা অধার্মিক হওয়ার ফলে প্রজাগণের অবনতি হয়। কিন্তু এই জনক রাজা ধর্মানুসারেই প্রজাগণের শাসন করেন।৩৭

রাজা জনক স্বধর্মনিরত সকল প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। (হে নরশ্রেষ্ঠ। সকলকে পিতার ন্যায় তিনি রক্ষা করেন।) যাহারা আমার নিন্দা করে এবং যাহারা প্রশংসা করে, আমি তাহাদের সকলের উত্তম ব্যবহারে তুষ্ট রাখি।

ন কিঞ্চিদুপজীবন্তি দাস্তা উত্থানশীলিনঃ।
শক্ত্যাগ্রহানং সততং তিতিক্ষা ধর্মনিত্যতা ॥৪০

যথার্হং প্রতি পূজা চ সর্বভূতেষু বৈ সদা।
ত্যাগাদ্ব্রাহ্মত্র মর্ত্যানাং গুণাস্তিষ্ঠন্তি পুরুষে ॥৪১

মৃষা বাদং পরিহরেৎ কুর্য্যাৎ প্রিয়মযাচিতঃ।
ন চ কামান্ন সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ ধর্মমুৎসৃজেৎ ॥৪২

প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ।
ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্মং পরিত্যজেৎ ॥৪৩

কর্ম চেৎ কিঞ্চিদন্যৎ স্যাদ্বিতরন্ন তদাচরেৎ।
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ ॥৪৪

ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ।
আত্মনৈব হতঃ পাপো যঃ পাপং কর্তুমিচ্ছতি ॥৪৫

কর্ম চৈতদসাধূনাং বৃজিনানামসাধুবৎ।
ন ধর্মোঽস্তীতি যেষানাং শুচীনবহসন্তি যে ॥৪৬

অশ্রদ্দধানা ধর্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
মহাদৃতিরিবাধ্মাতঃ পাপো ভবতি নিত্যদা ॥৪৭

(সাধুঃ সন্নতিমানেব সর্বত্র দ্বিজসত্তম।)
মূঢ়ানামবলিপ্তানামসারং ভাবিতং ভবেৎ।
ধর্মধ্বজান্তরাত্মা তং দিবা রূপমিবাংশুমান্ ॥৪৮

ন লোকে রাজতে মূর্খঃ কেবলাত্মপ্রশংসয়া।
অপি চেহ শ্রিয়া হীনঃ কৃতবিদ্যঃ প্রকাশতে ॥৪৯

অক্রবন্ কস্যচিন্নিন্দামাত্মপূজামবর্ণয়ন্।
ন কশ্চিদ্ গুণসম্পন্নঃ প্রকাশো ভুবি দৃশ্যতে ॥৫০

যে সকল রাজা নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান করে, ধর্মানুসারেই জীবিকা অর্জন করে, অন্যের জিনিষ অন্যায়পূর্বক ভোগ করে না এবং সংযতেন্দ্রিয়, তাহারাই উন্নতিশীল হয়।

যথাশক্তি অন্নকে অন্নদান, সতত অপরের অপরাধ সহ্য করা এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করা, ধর্মনিষ্ঠা, সকল প্রাণীর মধ্যে পূজনীয়ের পূজা—এইসকল সদ্গুণ যাথার্থ্যশী ভিন্ন অন্য পুরুষের মধ্যে থাকে না ॥৩৮-৪১

মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করিবে, অযাচিতভাবেও অন্যের প্রিয়কার্য্য করিবে এবং কাম, ক্রোধ বা দ্বেষবশতঃ কখনও ধর্মকে পরিত্যাগ করিবে না ॥৪২

প্রিয়সংযোগে অত্যন্ত আনন্দিত, অপ্রিয়-সংযোগে অত্যন্ত দুঃখিত এবং অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে অত্যন্ত মুহ্যমান হইবে না এবং কোন অবস্থাতেই ধর্মকে পরিত্যাগ করিবে না ॥৪৩

যদি ভ্রমবশতঃ কোন নিন্দিত-কর্ম অনুষ্ঠিতও হয়, তথাপি দ্বিতীয়বার তাহা করিবে না এবং যাহা কল্যাণজনক বলিয়া মনে হইবে, তাহাতেই নিজেকে নিযুক্ত করিবে ॥৪৪

পাপিষ্ঠের প্রতি পাপ আচরণ করিবে না, সাধু আচরণই করিবে। কেননা, যে পাপ করিতে চায়, সে নিজের দ্বারাই নিজে বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥৪৫

পাপীর প্রতি পাপাচরণ অসাধুর আচরণসদৃশ হইল, সুতরাং সাধু-ব্যক্তি তাহা করিতে পারেন না। "ধর্ম বলিয়া কিছু নাই" এইকথা বলিয়া যাহারা ধার্মিকগণকে উপহাস করে, তাহারা অচিরেই বিনষ্ট হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। পাপী কামারের হাপরের ন্যায় উপর হইতে পুষ্ট দেখাইলেও ভিতরে সারশূন্য ॥৪৬-৪৭

(হে দ্বিজোত্তম! সাধু-ব্যক্তি সর্বদা বিনয়শীল হইয়া থাকেন।) অহঙ্কারী মনুষ্যগণের সকল ভাবনাই অসার হয়। অন্তরাত্মা তাহাদের স্বরূপের দিবাভাগে সূর্য্যের নিকট প্রদর্শিত প্রকাশের ন্যায় অন্যান্যে প্রদর্শন করেন ॥৪৮

বিকর্ম্মণা তপ্যমানঃ পাপাদ্ বিপরিমুচ্যতে।
ন তৎ কুর্য্যাং পুনরিতি দ্বিতীয়াৎ পরিমুচ্যতে ॥৫১

কর্ম্মণা যেন তেনেহ পাপাদ্ দ্বিজবরোত্তম।
এবং শ্রুতিরিয়ং ব্রহ্মন্ ধর্ম্মেষু প্রতিদৃশ্যতে ॥৫২

পাপান্তবুদ্ধেঃ পুরুষাদ্ধর্ম্মো হরতি পুষ্কলাৎ।
প্রাগ্ধর্ম্মশীলোঽপি হিনস্তি পশ্চাৎ।
ধর্ম্মো রাজন্ সুবতে পুরুষাণাং
যৎ কুর্বতে পাপমিহ প্রমাদাৎ ॥৫৩

পাপং কৃত্বা হি মন্যেত নাহমস্মীতি পূরুষঃ।
তস্য দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তরপূরুষঃ ॥৫৪

মূর্খ কেবল আত্মপ্রশংসা করিয়াও লোকের নিকট শোভা পায় না, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি দরিদ্র হইলেও লোকের নিকট সম্মানের লাভ করে।৪৯

অন্যের নিন্দা এবং নিজের গুণের প্রশংসা করিবে না। কোন এমন বিদ্বান্ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি আত্মপ্রশংসা বা পরনিন্দা ত্যাগ না করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।৫০

নিন্দিত-কর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলেই ঐ পাপ হইতে মানুষ মুক্ত হয় এবং পুনরায় আর ঐরূপ কর্ম্ম করিব না—এই সঙ্কল্প করিয়া দ্বিতীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।৫১

ব্রহ্মন্! শাস্ত্রবিহিত জপ-তপাদি যে কোন কর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে অনুষ্ঠান করিলেই মানুষ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়—ধর্ম্মসম্বন্ধে এই শাস্ত্রীয় বচন দেখিতে পাওয়া যায়।৫২

ধর্ম্মশীল পুরুষ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা অজ্ঞানতা-বশতঃ কৃত পাপকে বিনাশ করিতে পারে। হে রাজন্! মানুষের ধর্ম্ম এ সংসারে তাহার প্রমাদকৃত পাপকে নাশ করে।৫৩

পাপ করিয়াও যে পুরুষ নিজেকে নিষ্পাপ মনে করে, সে বিভ্রান্ত; কারণ, সে ইহা জানে না যে, দেবতাগণও স্বয়ং তাহার হৃদয়ে অবস্থান করিয়াই ঐ পাপ দেখিতে পান; তাঁহাদের নিকট উহা গোপন করা চলে না।৫৪

চিকীর্ষেদেব কল্যাণং শ্রদ্দধানোঽনসূয়কঃ।
বসনস্যেব ছিদ্রাণি সাধূনাং বিবৃণোতি যঃ।
(অপশ্যন্নাত্মনো দোষান্ স পাপঃ প্রেত্য নশ্যতি)॥৫৫

পাপং চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো মহাহ্রদেনেব চন্দ্রমাঃ ॥৫৬

যথাদিত্যঃ সমুদ্যন্ বৈ তমঃ পূর্বং ব্যপোহতি।
এবং কল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫৭

পাপানাং বিদ্ধ্যবিষ্ঠানং লোভমেব দ্বিজোত্তম।
লুব্ধাঃ পাপং ব্যবস্যন্তি নরা নাস্তিবহুশ্রুতাঃ ॥৫৮

শ্রদ্ধালু পুরুষ অসূয়াশূন্য হইয়া সদা কল্যাণ করিতেই চেষ্টা করিবেন। যে দুষ্টবস্ত্রের ছিদ্র-সমূহের ন্যায় সাধুগণের ছিদ্রগুলি অন্যের নিকট প্রকাশ করে, সে নিজের দোষকে না দেখায় মৃত্যুর পর পরলোকে সুখলাভ করে না।৫৫

পাপ করিয়াও মানুষ যদি কল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তবে সে মহাহ্রদ হইতে চন্দ্রমার মুক্তির ন্যায় পাপ হইতে মুক্ত হয়।৫৬

যেমন সূর্য্য পূর্ব্বাবস্থিত অন্ধকারকে নাশ করে, তেমনই কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষও সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।৫৭

হে দ্বিজোত্তম! সমস্ত পাপের মূলই হইল লোভ, যেসকল লোভী পুরুষ শাস্ত্রের উপদেশ নানাভাবে শ্রবণ করে না, তাহারাই পাপের অনুষ্ঠান করে।৫৮

অধর্ম্মা ধর্মরূপেণ তৃপৈঃ কূপা ইবাবৃতাঃ।
তেষাং ধর্ম্মঃ পবিত্রাণি প্রলাপা ধর্মসংশ্রিতাঃ।
সর্বং হি বিদ্যতে তেষু শিষ্টাচারঃ সুদুর্লভঃ ॥৫৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তু বিপ্রো মহাপ্রাজ্ঞো ধর্ম্মব্যাধমপৃচ্ছত।
শিষ্টাচারং কথয়হং বিদ্যামিতি নরোত্তম ॥৬০

এতদিচ্ছামি ভদ্রং তে শ্রোতুং ধর্মভৃতাং বর।
ততো মহামতে ব্যাধ তন্ মে ব্রূহি যথাতথম্ ॥৬১

ব্যাধ উবাচ।

যজ্ঞো দানং তপো বেদাঃ সত্যঞ্চ দ্বিজসত্তম।
পঞ্চৈতানি পবিত্রাণি শিষ্টাচারেষু সর্বদা ॥৬২

কাম-ক্রোধৌ বশে কৃত্বা লোভমসরলতাং তথা।
ধর্মমিত্যেব সন্তুষ্টাস্তে শিষ্টাঃ সন্ত্যনাঃ ॥৬৩

ন তেষাং বিদ্যতেঽযুক্তং যজ্ঞ-স্বাধ্যায়শীলিনাম্।
আচারপালনং চৈব দ্বিতীয়ং শিষ্টলক্ষণম্ ॥৬৪

গুরুশুশ্রূষণং সত্যমক্রোধো দানমেব চ।
এতচ্চতুষ্টয়ং ব্রহ্মন্ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥৬৫

শিষ্টাচারে মনঃ কৃত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য চ সর্বশঃ।
যাদৃগ্ যং লভতে বৃত্তিং সা ন শক্যা হতোঽন্যথা ॥৬৬

বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্ দমঃ।
দমস্যোপনিষৎ ত্যাগঃ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥৬৭

যে তু ধর্মানসূয়ন্তে বুদ্ধিমোহান্বিতা নরাঃ।
অপথা গচ্ছতাং তেষামপুণ্যা তা চ পীড়তে ॥৬৮

যে তু শিষ্টাঃ সুনিয়তাঃ প্রতিত্যাগপরায়ণাঃ।
ধর্মপন্থানমাক্রূঢ়াঃ সত্যধর্মপরায়ণাঃ ॥৬৯

তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় ধর্মের আবরণে কলহ না করে। বাহ্যিকবেশধারী অবাস্থিক পুরুষগণের দম, পবিত্রতা, ধর্মসম্বন্ধী প্রলাপসমূহ থাকিলেও অর্থাৎ ইহারিগকে উপর হইতে ধর্ম্মের ন্যায় দেখাইলেও তাহাদের শিষ্টাচার অত্যন্ত দুর্লভ ॥৫৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন সেই পরম বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে নরশ্রেষ্ঠ! কোন্‌টা শিষ্টাচার ইহা কি করিয়া বুঝিব ॥৬০

বাগ্মিকশ্রেষ্ঠ ব্যাধ! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার নিকট এই কথা যথাযথরূপে শুনিতে চাই। হে মহামতে! তুমি যথাযথভাবে আমার নিকট ইহা বর্ণনা কর ॥৬১

ব্যাধ বলিল,—শিষ্টাচারের মধ্যে যজ্ঞ, দান, বেদাধ্যয়ন ও সত্য—এই পাঁচটি পবিত্র বস্তু শিষ্ট-পুরুষগণের আচরণে সর্ব্বদা দেখা যায় ॥৬২

কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও অসরলতা—এইগুলিকে বশীভূত করিয়া শুধু ধর্ম্মবুদ্ধিতে ধর্ম্মাচরণ করিয়া যাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্ট বলিয়া খ্যাত ॥৬৩

ইঁহারা সদাই স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন, ইঁহারা কখনও স্বেচ্ছাচারী হন না; সদাচারপালন শিষ্ট-গণের অপর বিশেষ লক্ষণ ॥৬৪

ব্রহ্মন্! গুরুশুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ ও দান—এই চারিটি সদ্‌গুণ শিষ্টাচারী পুরুষে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে ॥৬৫

শিষ্টাচারে মনকে সর্ব্বপ্রকারে নিবিষ্ট করিলে মানুষ চিত্তের যে ভূমিবিশেষ লাভ করে, তাহা আর অন্য কোন উপায়ে সম্ভব হয় না ॥৬৬

বেদের সার সত্য, সত্যের সার দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) এবং দমের সার হইতেছে ত্যাগ। এই ত্যাগ শিষ্টগণের আচরণে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় ॥৬৭

যেসকল মানুষ মোহান্বিত বুদ্ধিবশতঃ ধর্ম্মেতে দোষদর্শন করে, অপথগামী তাহাদের যাহারা অনুসরণ করে, তাহারা পর্য্যন্তও কষ্ট পাইয়া থাকে ॥৬৮

নিষজ্জন্তি পরাং বুদ্ধিং শিষ্টাচারান্বিতা জনাঃ।
উপাধ্যায়মতে যুক্তাঃ স্বিত্যা ধর্মার্থদর্শিনঃ ॥৭০

নাস্তিকান্ ভিন্নমর্য্যাদান্ ক্রূরান্ পাপমতৌ স্থিতান্।
ত্যজ তান্ জ্ঞানমাশ্রিত্য ধার্মিকানুপসেব্য চ ॥৭১

কামলোভগ্রহাকীর্ণাং পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং নদীম্।
নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্মদুর্গাণি সংতর ॥৭২

ক্রমেণ সঞ্চিতো ধর্মো বুদ্ধিযোগময়ো মহান্।
শিষ্টাচারে ভবেৎ সাধু রাগঃ শুক্লেব বাসসি ॥৭৩

অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পরম্।
অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠাস্তু প্রবর্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ ॥৭৪

সত্যমেব পরীপ্সন্তু শিষ্টাচারনিষেবিতম্।
আচারশ্চ সতাং ধর্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ ॥৭৫

যো যথা প্রকৃতির্জন্তুঃ স স্বাং প্রকৃতিমশ্নুতে।
পাপাত্মা ক্রোধকামাদীন্ দোষানা-
প্রোত্যনাত্মবান্ ॥৭৬

আরম্ভো ন্যায়যুক্তো যঃ স হি ধর্ম ইতি স্মৃতঃ।
অনাচারস্তুধর্মেতি এতচ্ছিষ্টানুশাসনম্ ॥৭৭

অক্রুধ্যন্তোঽনসূয়ন্তো নিরহঙ্কারমৎসরাঃ।
ঋজবঃ সমসম্পন্নাঃ শিষ্টাচারা ভবন্তি তে ॥৭৮

ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধাঃ শুচয়ো বৃত্তবন্তো মনস্বিনঃ।
গুরুশুশ্রূষবো দান্তাঃ শিষ্টাচারা ভবন্ত্যুত ॥৭৯

যাঁহারা শিষ্ট, তাঁহারা সর্ব্বদাই নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক বেদপাঠে তৎপর ও ত্যাগপরায়ণ হইয়া সত্য ও ধর্মনিষ্ঠার দ্বারাই ধর্মপথে দ্বারোহণ করেন।৬৯

শিষ্টাচার ও ধর্মার্থনিরত পুরুষগণ নিজের উত্তম বুদ্ধিকেও সংযত করেন এবং ধর্মমর্য্যাদার স্থিত হইয়া আচার্য্যের মতানুসারে জীবনযাপন করেন।৭০

ধার্ম্মিকগণের শুশ্রূষা করত জ্ঞানের আশ্রয় লাভ করিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদাসঙ্কটকারী নাস্তিক, ক্রূর ও পাপিষ্ঠ মনুষ্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।৭১

এই নদীর একটি নদী। পঞ্চ ইন্দ্রিয় উহার জল। কাম ও ক্রোধরূপী কুম্ভীরে উহা পরিপূর্ণ। জন্ম ও মৃত্যুর দুর্গমপ্রদেশে ঐ নদী প্রবাহিত। আপনি ধৈর্য্যরূপ নৌকায় বসিয়া ইহার দুর্গম স্থানসমূহ অর্থাৎ জন্ম আদি ক্লেশসমূহ পার হইয়া যান।৭২

যেমন যে কোনও রং সাদা কাপড়েই ভালভাবে লাগে, তেমনই শিষ্টাচারপালনকারী পুরুষেই ক্রমে সঞ্চিত বুদ্ধি যোগময় মহান্ ধর্ম উত্তমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়।৭৩

অহিংসা ও সত্য—ইহা সর্ব্বপ্রাণীর পক্ষেই অত্যন্ত হিতকর। অহিংসাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, পরন্তু উহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াই শিষ্টাচারী পুরুষের সৎপ্রবৃত্তিসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়।৭৪

শিষ্ট ব্যক্তিগণের আচারে গৃহীত সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবের বস্তু। সদাচার সজ্জনগণের ধর্ম্ম; এজন্য সদাচারই সৎপুরুষগণের লক্ষণ।৭৫

যে যেরূপ প্রকৃতির মানুষ, সে সেইরূপ প্রকৃতিরই অনুবর্ত্তন করে; পাপাত্মা পুরুষ অজিতেন্দ্রিয় হওয়ায় ক্রোধ—কামাদি দোষকেই অনুসরণ করে।৭৬

যে কর্ম্মের আরম্ভ (মীমাংসাশাস্ত্রের) ন্যায়সঙ্গত, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে। কিন্তু যাহা তাহার বিপরীত, তাহা অধর্ম্ম—ইহাই শিষ্টানুশাসন।৭৭

শিষ্টগণের আচরণ ক্রোধ, অসূয়া, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যরহিত এবং সরল ও সমগুণসম্পন্ন হইবে।৭৮

তেষামবিদ্বানসম্ভাবাং দুষ্করাচারকর্মণাম্।
তৈঃ কর্মভিঃ সংকৃতানাং ঘোরঃ সংপ্রণশ্যতি ॥৮০

তং সদাচারমাশ্চর্য্যং পুরাণং শাশ্বতং ধ্রুবম্।
ধর্মং ধর্মেণ পশ্যন্তঃ স্বর্গং যান্তি মনীষিণঃ ॥৮১

আস্তিকা যজ্ঞহীনাশ্চ দ্বিজাতিজনপূজকাঃ।
শ্রুতস্মৃতোপসম্পন্নাঃ সন্তঃ স্বর্গনিবাসিনঃ ॥৮২

বেদোক্তঃ পরমো ধর্মো ধর্মশাস্ত্রেষু চাপরঃ।
শিষ্টাচারশ্চ শিষ্টানাং ত্রিবিধং ধর্মলক্ষণম্ ॥৮৩

স্নানং চাপি দ্বিজানাং তীর্থানামবগাহনম্।
ক্ষমা সত্যার্জবং শৌচং সদ্ভিরাচরিতং সদা ॥৮৪

পরস্বেষু ন তাম্যন্তে সদা সন্তো দ্বিজপ্রিয়াঃ।
শুভানামশুভানাঞ্চ কর্মণাং ফলসঞ্চয়ে ॥৮৫

বিপাকমভিজানন্তি তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ।
দ্বারোপেতা গুণোপেতাঃ সর্বলোকহিতৈষিণঃ ॥৮৬

সন্তঃ স্বর্গজিতঃ শুদ্ধাঃ সন্নিবিষ্টাশ্চ সৎপথে।
দাতারঃ সংবিভক্তারো দীনানুগ্রহকারিণঃ ॥৮৭

সর্বপূজ্যাঃ শ্রুতধনাস্তথৈব চ তপস্বিনঃ।
সর্বভূতদয়াবন্তস্তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ ॥৮৮

দানশিষ্টাঃ সুখান্ লোকানাপ্নুবন্তীহ চ শ্রিয়ম্।
পীড়য়া চ কলত্রস্য ভৃত্যানাঞ্চ সমাহিতাঃ ॥৮৯

ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীবিদ্যায় যাঁহারা পারদর্শী, যাঁহারা শুচি, সদাচারসম্পন্ন, মনস্বী, জিতেন্দ্রিয় ও গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, তাঁহারাই শিষ্ট।৭৯

যাঁহারা সত্ত্বগুণসম্পন্ন, পাপীর পক্ষে দুষ্কর এমন আচারবান্ এবং নিজ কর্মের দ্বারাই যাঁহারা এসংসারে সংকৃত, তাঁহাদের হিংসা প্রভৃতি ঘোর মনোবৃত্তি আপনা-আপনিই নষ্ট হইয়া যায়।৮০

অন্যের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীত, পুরাতন ও অবিচ্ছিন্ন ধারায় সদাই প্রচলিত এই সদাচাররূপ ধর্মকে যাঁহারা ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করেন, সেই মনীষিগণ অবশ্যই স্বর্গে গমন করেন।৮১

যাঁহারা আস্তিক, যজ্ঞশূন্য, দ্বিজাতিগণের সেবক ও শাস্ত্রোক্ত আচারসম্পন্ন, তাদৃশ সৎপুরুষগণ স্বর্গে বাস করেন।৮২

বেদে যাহা কথিত আছে, উহা ধর্মের প্রধান লক্ষণ, স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিপাদিত কর্মসমূহ ধর্মের দ্বিতীয় লক্ষণ এবং শিষ্টগণের শিষ্টাচার হইল ধর্মের তৃতীয় লক্ষণ—এইরূপে শিষ্ট ব্যক্তিগণ ধর্মের ত্রিপ্রকার লক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন।৮৩

বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন, তীর্থসমূহে স্নান, ক্ষমা, সত্য, সরলতা এবং শৌচ—এই সকলই সদাচার।

যাঁহারা সজ্জন, তাঁহারা সর্বভূতে দয়াবান্, সদা অহিংসা-পালনে তৎপর, ব্রাহ্মণপ্রিয় এবং কখনও কর্কশ-বাক্য বলেন না।

যাঁহারা শুভ এবং অশুভ কর্মসমূহের ফলসঞ্চয়-বিষয়ে কি পরিণাম তাহা ভাল করিয়া জানেন, তাঁহারাই শিষ্টজনসম্মত শিষ্ট।

যাঁহারা দ্বারপরায়ণ, সদ্‌গুণসম্পন্ন, সর্বলোক-হিতৈষী, শুভকর্মপরায়ণ এবং সৎপথগামী, তাঁহারা স্বর্গকেও জয় করেন।

যাঁহারা দানশীল, কুটুম্বগণের প্রাপ্য বস্তুসমূহ সমানভাগে ভাগ করিয়া দেন, দীনে দয়াবান্, সকলেরই পূজনীয়, শাস্ত্রীয়জ্ঞানরূপ ধনে ধনী, তপস্বী এবং সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়াশীল—তাঁহারাই শিষ্টপুরুষসম্মত শিষ্ট।৮৪-৮৮

অতিশক্ত্যা প্রযচ্ছন্তি সন্তঃ সদ্ভিঃ সমাগতাঃ।
লোকযাত্রাঞ্চ পশ্যন্তো ধর্মমাত্মহিতানি চ ॥৮০

এবং সন্তো বর্ত্তমানাস্ত্বেবন্তে শাশ্বতীঃ সমাঃ।
অহিংসা সত্যবচনমানৃশংস্যমথার্জবম্ ॥৮১

অক্রোধো ধার্ষিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ।
ধীমন্তো ধৃতিমন্তশ্চ কৃতানামনুকম্পকাঃ ॥৮২

অকামদ্বেষসংযুক্তাস্তে সন্তো লোকসাক্ষিণঃ।
শ্রৌত্যেব তু পদাস্যাহুঃ সতাং ব্রতমনুত্তমম্ ॥৮৩

ন চৈব দ্রুহ্যেন্ন হন্যাচ্চ সত্যঞ্চৈব সদা বদেৎ।
সর্বত্র চ দয়াবন্তঃ সন্তঃ করুণবেদিনঃ ॥৮৪

পশ্যন্তীহ সুদন্তুষ্টা ধর্মপন্থানমুত্তমম্।
শিষ্টাচারা মহাত্মানো যেষাং ধর্মঃ সুনিশ্চিতঃ ॥৮৫

অনসূয়া ক্ষমা শান্তিঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
কাম-ক্রোধপরিত্যাগঃ শিষ্টাচারনিষেবণম্ ॥৮৬

কর্ম চ শ্রুতসম্পন্নং সতাং মার্গমনুত্তমম্।
শিষ্টাচারং নিষেবন্তে নিত্যং ধর্মমনুব্রতাঃ ॥৮৭

প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য মুচ্যন্তে মহতো ভয়াৎ।
প্রেক্ষন্তো লোকবৃত্তানি বিবিধানি দ্বিজোত্তম ॥

যাঁহারা যাগের শেষে অবশিষ্ট বস্তু ভোগ করেন, তাঁহারাই ইহলোকে ঐশ্বর্য্য এবং পরলোকে সুখময় লোক প্রাপ্ত হন। শ্রেষ্ঠপুরুষগণ স্ত্রী, পুত্র ও কুটুম্বগণকে কষ্ট দিয়াও মনোযোগের সহিত উত্তম পাত্রে সামর্থ্যের অধিক দান করেন। কারণ, ন্যায়পূর্ব্বক কি করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে? ধর্ম্ম কি করিয়া রক্ষিত হইবে এবং আত্মার পারলৌকিক কল্যাণ কেমন করিয়া হইবে? —এই বিষয়গুলির উপরই তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে।৮৯-৯০

এইরূপ আচরণসম্পন্ন শিষ্টগণ অনন্তকাল উন্নতির পথে চলিতে থাকেন। অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা, সরলতা, অক্রোধ, অভিমান-শূন্যতা, অধর্ম্ম হইতে লজ্জা, তিতিক্ষা, শম, দম, প্রতিজ্ঞা, ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা, কাম ও দ্বেষশূন্যতা প্রভৃতি গুণসমূহ যাঁহাদের মধ্যে আছে, তাঁহারাই জগতে প্রমাণভূত শিষ্ট পুরুষ।

শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের এই তিনটীই পথ (শ্রেষ্ঠত্ব-পরীক্ষা স্থান) কথিত আছে—অমোহ, সত্যবাদিতা এবং সৎপাত্রে দান। ইহাই সৎপুরুষগণের সর্ব্বোত্তম ব্রত।

যাঁহারা সর্ব্বত্র দয়া করেন, যাঁহাদের হৃদয়ে করুণার অনুভূতি হইতে থাকে এবং যাঁহারা অদৃষ্টপ্রাপ্ত বস্তুতেই সদা সন্তুষ্ট, তাঁহারাই ধর্ম্মপথে অপ্রতিহতগতিতে চলিতে পারেন। যাঁহারা ধর্ম্মপথকেই জীবনের উত্তম অবলম্বনরূপে আঁকড়াইয়া থাকেন এবং ধর্ম্মবিষয়ে সুনিশ্চিত, সেই মহাত্মাগণই শিষ্ট পুরুষ।৯১-৯৫

অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কাম ও ক্রোধের পরিত্যাগ এইগুলিই শিষ্টগণের আচরণীয় ধর্ম্ম।৯৬

যাঁহারা সদাই ধর্ম্মের অনুগামী, তাঁহারাই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মরূপ সন্মার্গকে এবং শিষ্টাচারকে সর্ব্বদা অনুবর্ত্তন করেন।৯৭

হে দ্বিজোত্তম! এইরূপ ধার্ম্মিক পুরুষগণ শাস্ত্রীয় প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করত বিবিধ লৌকিক আচারের রহস্য এবং অভিপুণ্য ও অভিপাপের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া সাবধানে সৎপথে চলেন এবং পরিণামে সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।৯৮

অতিপুণ্যানি পাপানি তানি দ্বিজবরোত্তম ॥৯৮
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যথাপ্রশ্নং যথাশ্রুতম্।
শিষ্টাচারগুণং ব্রহ্মন্ পুরস্কৃত্য দ্বিজর্ষভ ॥৯৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্ব্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে সপ্তাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হে ব্রহ্মন্! শিষ্টাচার সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু জানা ছিল, তাহা সবই আমার বুদ্ধি অনুসারে আপনাকে বলিলাম।৯৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদবিষয়ক সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৭

অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্মব্যাধস্য হিংসাহিংসাবিষয়বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তু বিপ্রমথোবাচ ধর্ম্মব্যাধো যুধিষ্ঠির।
যদহমাচরে কর্ম্ম ঘোরমেতদসংশয়ম্ ॥১

বিধিস্তু বলবান্ ব্রহ্মন্ দুস্তরং হি পুরা কৃতম্।
পুরা কৃতস্য পাপস্য কর্ম্মদোষো ভবত্যয়ম্ ॥২

দোষস্যৈতস্য বৈ ব্রহ্মন্ বিঘাতে যত্নবানহম্।
বিধিনা হি হতে পূর্ব্বং নিমিত্তং ঘাতকো ভবেৎ ॥৩

নিমিত্তভূতা হি বয়ং কর্ম্মণোঽস্য দ্বিজোত্তম।
যেষাং হতানাং মাংসানি বিক্রীণামীহ বৈ দ্বিজ ॥৪

তেষামপি ভবেদ্ ধর্ম্ম উপযোগে ন সংশয়ঃ।
দেবতাতিথি-ভৃত্যানাং পিতৃণাং চাপি পূজনম্ ॥৫

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ধর্ম্মব্যাধ কর্ত্তৃক হিংসা ও অহিংসার বিষয় বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! তারপর সেই ধর্ম্মব্যাধ সেই ব্রাহ্মণকে বলিল—আমি যে কর্ম্ম আচরণ করিতেছি, ইহা অতি ঘোর কর্ম্ম ইহাতে সন্দেহ নাই।১

হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বজন্মে কৃত কর্ম্মের নামই বিধি বা দৈব। উহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। পূর্ব্ব কর্ম্মদোষেই মানুষকে বাধ্য হইয়াই এইরূপ ঘোর কর্ম্ম করিতে হয়।২

ব্রহ্মন্! আমি এই দোষের বিনাশের জন্য বিশেষ যত্নবান্। সর্ব্বপ্রাণীরই মৃত্যু বিধিই বিধান করিয়া দিয়াছেন। ঘাতক স্বেচ্ছায় বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহার নিমিত্ত হওয়াতেই পাপভাগী হয়।৩

হে দ্বিজোত্তম! আমি এই কার্য্যে নিমিত্তমাত্র। ব্রহ্মন্! যে সকল মৃত প্রাণীর মাংস আমি বিক্রয় করিতেছি, যদি ঐ প্রাণীগুলির সদুপযোগ অর্থাৎ দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করা যায়, তাহা হইলে ঐ প্রাণিগণ ও মাংসভোজিগণের উভয়েরই ধর্ম্ম হয়; নতুবা যথামাংস ভক্ষণে ধর্ম্ম তো দূরের কথা, পাপই হইয়া থাকে।৪-৫

ওষধ্যো বীরুধশ্চৈব পশবো মৃগপক্ষিণঃ।
অনাদিভূতা ভূতানামিত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ ॥৬
আত্মমাংসপ্রদানেন শিবিরৌশীনরো নৃপঃ।
স্বর্গং সুদুর্লভং প্রাপ্তঃ ক্ষমাবান্ দ্বিজসত্তম ॥৭
স্বধর্ম ইতি কৃত্বা তু ন ত্যজামি দ্বিজোত্তম।
পূর্বা কৃতমিতি জ্ঞাত্বা জীবাম্যেতেন কর্মণা ॥৮
স্বকর্ম ত্যজতো ব্রহ্মন্নধর্ম ইহ দৃশ্যতে।
স্বকর্মনিরতো যস্তু ধর্মঃ স ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৯
পূর্বং হি বিহিতং কর্ম দেহিনং ন বিমুঞ্চতি।
ধাত্রা বিধিবদ্ধং দৃষ্টো বহুধা কর্মনির্ণয়ে ॥১০
ক্রষ্টব্যা তু ভবেৎ প্রজ্ঞা ক্রূরে কর্মণি বর্ততা।
কথং কর্ম শুভং কুর্য্যাং কথং মুচ্যে পরাভবাৎ ॥১১
কর্মণস্তস্য ঘোরস্য বহুধা নির্ণয়ো ভবেৎ।
দানে চ সত্যবাক্যে চ গুরুশুশ্রূষণে তথা ॥১২
দ্বিজাতিপূজনে চাহং ধর্মে চ নিরতঃ সদা।
অভিমানাতিবাদাভ্যাং নিবৃত্তোঽস্মি দ্বিজোত্তম ॥১৩
কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে তত্র হিংসা পরা স্মৃতা।
কর্ষন্তো লাঙ্গলৈঃ পুংসো ঘ্নন্তি ভূমিশয়ান্ বহূন্।
জীবানন্যাংশ্চ বহুশস্তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥১৪
বাল্যযৌবনি বার্দ্ধক্যান্যেতানি দ্বিজোত্তম।
সর্বাণ্যেতানি জীবানি তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥১৫
অধ্যাক্রম্য পশূংশ্চাপি ঘ্নন্তি বৈ ভক্ষয়ন্তি চ।
মুষ্কাংস্তথৌষধীশ্চাপি ছিন্দন্তি পুরুষা দ্বিজ ॥১৬

ওষধি, লতা, পশু ও মৃগ পক্ষিসমূহ অনাদিকাল হইতেই প্রাণিগণের উপভোগে আসা হয়—এই শ্রুতি শুনা যায় ।৬

হে দ্বিজোত্তম। নিজের মাংসের বিনিময়ে ক্ষমাবান্ ও দয়ালু উশীনরপুত্র রাজা শিবি পরম দুর্লভ স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন ।৭

হে দ্বিজোত্তম। এই মাংস-বিক্রয় আমার পূর্বপুরুষগণের আচরিত ও স্বধর্ম—এই কথা স্মরণ করিয়াই উহা ত্যাগ না করিয়া এই কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি ।৮

হে ব্রহ্মন্। স্বধর্ম পরিত্যাগ করিলেই অধর্ম হয়; শাস্ত্রোক্ত স্ব স্ব কর্মে নিরত থাকাই ধর্ম—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ।৯

বিধাতাই শাস্ত্রে বিভিন্ন জাতির বিভিন্নপ্রকার কর্মের বিধান করিয়াছেন; সুতরাং পূর্ববিহিত কর্ম দেহধারী জীবকে পরিত্যাগ করে না ।১০

যে পুরুষ ক্রূরকর্মে (ধর্মবুদ্ধিতেও) নিরত, তাহার সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, আমি কি করিয়া শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিব এবং কি করিয়াই বা এই নিন্দিতকর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইব ?১১

বার বার এইরূপ চেষ্টা করিলে ঐ ক্রূরকর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ও আবিষ্কৃত হয়। আমি দান, সত্যবাদিতা, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রূষা, দ্বিজাতির সেবা প্রভৃতিধর্মে নিরত থাকিয়া অভিমান ও আত্মশ্লাঘাকে পরিত্যাগ করিয়াছি ।১২-১৩

যাহারা কৃষিকর্মকে উত্তম কর্ম বলিয়া মনে করে; পরন্তু তাহাতেও অত্যন্ত হিংসা হইতে দেখা যায়। কেননা, লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করিবার সময় ভূমিস্থিত বহুপ্রাণীর হিংসা হয়—এবিষয়ে আপনার কি মনে হয় ?১৪

হে দ্বিজোত্তম। ধান, যব প্রভৃতির বীজসমূহও তো জীবই; এই সকলের অন্নের আহারে জীবহিংসা অনিবার্য্য—এইবিষয়ে আপনার কি মত ?১৫

হে দ্বিজ। কত লোক পশুগণকে আক্রমণ করিয়া বধ করে এবং উহা ভক্ষণ করে। কত লোক আবার বৃক্ষ ও ঘাসাদি ওষধিসমূহ (অন্নের জন্য)

জীবা হি বহবো ব্রহ্মন্ বৃক্ষেষু চ ফলেষু চ।
উদকে বহবশ্চাপি তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥১৭

সর্বং ব্যাপ্তমিদং ব্রহ্মন্ প্রাণিভিঃ প্রাণিজীবনৈঃ।
মৎস্যান্ গ্রসন্তে মৎস্যাশ্চ তত্র কিং
প্রতিভাতি তে ॥১৮

সত্ত্বৈঃ সত্ত্বানি জীবন্তি বহুধা দ্বিজসত্তম।
প্রাণিনোঽন্যোন্যভক্ষাশ্চ তত্র কিং
প্রতিভাতি তে ॥১৯

চঙ্ক্রম্যমাণা জীবাংশ্চ ধরণীসংশ্রিতান্ বহূন্।
পদ্ভ্যাং ঘ্নন্তি নরা বিপ্র তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২০

উপবিষ্টাঃ শয়ানাশ্চ ঘ্নন্তি জীবানবেক্ষণঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানবন্তশ্চ তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২১

জীবৈরাততমিদং সর্বমাকাশং পৃথিবী তথা।
অবিজ্ঞানাচ্চ হিংসন্তি তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২২

অহিংসেতি যদুক্তং হি পুরুষৈর্বিশ্বিতৈঃ পুরা।
কে ন হিংসন্তি জীবান্ বৈ লোকেঽস্মিন্
দ্বিজসত্তম ॥২৩

অহিংসায়াং তু নিরতা যতয়ো দ্বিজসত্তম।
কুর্বন্ত্যেব হি হিংসাং তে যত্নাদপ্রতরা ভবেৎ ॥২৪

আলক্ষ্যাশ্চৈব পুরুষাঃ কুলে জাতা মহাগুণাঃ।
মহাঘোরাণি কর্মাণি কৃত্বা লজ্জন্তি বৈ দ্বিজ ॥২৫

সুহৃদঃ সুহৃদোঽন্যাংশ্চ দুর্হৃদশ্চাপি দুর্হৃদঃ।
সম্যক্ প্রবৃত্তান্ পুরুষান্ ন সম্যগনুপশ্যতঃ ॥২৬

ছেদন করে। হে ব্রহ্মন্! অথচ দেখা যাইতেছে, বৃক্ষলতাদিতে এবং ফলসমূহেও জীব (প্রাণ) আছে, সুতরাং ইহাদের নাশে জীবহিংসা অনিবার্য্য। এইরূপ জলের মধ্যেও বহু জীব আছে কিন্তু জল না পান করিয়া কাহারও চলে না; সুতরাং জলপানেও জীবহিংসা অনিবার্য্য। এ সব বিষয়েই বা আপনার কি ধারণা ?১৬-১৭

ব্রহ্মন্! প্রাণীদিগের মাংসে যাইয়া প্রাণধারণকারী প্রাণিগণের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। জলে এক মৎস্য অপর মৎস্যকে গ্রাস করে—এবিষয়ে আপনার কি মত ?১৮

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বহু প্রাণিগণ প্রাণিগণের মাংসের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং প্রাণীরা পরস্পর পরস্পরের ভক্ষ্য হয়। এবিষয়ে আপনি কি চিন্তা করেন ?১৯

বিপ্র! মানুষ ভূমির উপর দিয়া চলিবার সময় ভূমিস্থ বহু প্রাণীকে (অসাবধানতাবশতঃ) পাদপিষ্ট করিয়া বিনাশ করে—ইহাতেই বা আপনি কি ধারণা পোষণ করেন ?২০

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষগণও উপবিষ্ট ও শয়ান অবস্থায় কত প্রাণী সংহার করেন—ইহাতে আপনার কি প্রতীতি হয় ?২১

সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী জীবের দ্বারা ব্যাপ্ত; সুতরাং অজ্ঞাতসারেও কত প্রাণীর হিংসা হয়, তাহার সীমা নাই। এসব বিষয়ে আপনার কি মত ?২২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে অভিমানশূন্য পুরুষগণ যে অহিংসার কথা বলিয়াছেন, তাহার রহস্য জানা দরকার। এজগতে এমন কে আছে, যে প্রাণীহিংসা না করিয়া চলিতে পারে? সুতরাং চিন্তা করিলে দেখা যায়, অহিংসক কেহই নাই ?২৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অহিংসায় নিরত হইয়া যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারা যত্ন করিয়াও অল্প হিংসা না করিয়া জীবনধারণ করিতে পারেন না ?২৪

হে ব্রহ্মন্! উত্তম কুলজাত, সকলের পূজনীয় ও সদ্‌গুণসম্পন্ন পুরুষগণও অত্যন্ত ভয়ানক কর্ম্ম

সম্বন্ধৈশ্চ ন নন্দন্তি বান্ধবা বান্ধবৈরপি।
গুরূংশ্চৈব বিনিন্দন্তি মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥২৭
বহু লোকে বিপর্য্যস্তং দৃশ্যতে দ্বিজসত্তম।
ধর্ম্মযুক্তমধর্ম্মঞ্চ তত্র কিং প্রতিভাতি তে ॥২৮
বক্তুং বহ্বিধং শক্যং ধর্ম্মাধর্ম্মেষু কর্ম্মসু।
স্বকর্ম্মনিরতো যো হি স যশঃ প্রাপ্নুয়াদ্মহৎ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি পতিব্রতোপাখ্যানে ব্রাহ্মণব্যাধ-সংবাদে অষ্টাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৮

করিয়া লজ্জিত হন।২৫

এক মিত্র অপর মিত্রকে ও এক শত্রু অপর শত্রুকে, তাহারা সৎকর্ম্মে সদা প্রবৃত্ত থাকিলেও তাহাদিগকে ভাল দৃষ্টিতে দেখেন না।২৬

বন্ধুগণ সমৃদ্ধিশালী বান্ধবগণকে দেখিয়াও প্রসন্ন হয় না। পণ্ডিতম্মন্য মূঢ় ব্যক্তিগণ গুরুজনেরও নিন্দা করিতে পশ্চাৎপদ হয় না।২৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। এ জগতে এইরূপ বহু বিপর্য্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্ম যেমন যুক্ত, তেমনই ধর্ম্মযুক্তও অধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়—ঐ বিষয়ে আপনি কি চিন্তা করেন?২৮

এইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয়ে বহু কিছু বিপরীত বলা চলে; সুতরাং যে স্বধর্ম্ম-নিরত, সেই মহৎ যশোভাগী হয়।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদ-উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৮

নবাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মতা, শুভাশুভকর্ম্ম, তৎফলম্, ব্রহ্মপ্রাপ্তেরুপায়শ্চেত্যাদীনাং বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ধর্ম্মব্যাধস্তু নিপুণং পুনরেব যুধিষ্ঠির।
বিপ্রর্ষভমুবাচেদং সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বর ॥১

ব্যাধ উবাচ।
শ্রুতিপ্রমাণো ধর্ম্মোঽয়মিতি বৃদ্ধানুশাসনম্।
সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্ম্মস্য বহুশাখা হ্যনন্তিকা ॥২
প্রাণাত্যয়িকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ ॥৩
যদ্ ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা।
বিপর্য্যয়কৃতোঽধর্ম্মঃ পশ্য ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মতাম্ ॥৪
যৎ করোত্যশুভং কর্ম্ম শুভং বা যদি সত্তম।
অবশ্যং তৎ সমাপ্নোতি পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ ॥৫

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

(ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা, শুভাশুভ কর্ম্ম ও তাহার ফল এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় প্রভৃতি বর্ণন।)

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে সর্ব্বধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ধর্ম্মব্যাধ পুনরায় সেই বিপ্রবরকে নিপুণভাবে এই কথা বলিতে লাগিলেন।১

ব্যাধ বলিল,—ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম, কারণ, উহার শাখা বহু এবং ভেদ অনন্ত, এজন্য পণ্ডিতগণ বলেন—শ্রুতিই ধর্ম্মের প্রমাণ।২

প্রাণসংশয় অবস্থায় এবং বিবাহ ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে মিথ্যা বলিবে। ঐরূপ স্থলে মিথ্যাতেই সত্যের এবং সত্য বলিলেই মিথ্যার ফল হইবে।৩

বিধাতাঽ ধনং প্রাপ্তো দেবান্ গর্হতি বৈ তৃশম্।
আত্মনঃ কর্মদোষাণি ন বিজানাত্যপণ্ডিতঃ ॥৬
মূঢ়ো নৈকৃতিকশ্চাপি চপলশ্চ বিশেষতঃ।
সুখ-দুঃখ-বিপর্য্যাসান্ সদা সমুপপদ্যতে ॥৭
নৈনং প্রজ্ঞা সুনীতং বা ত্রায়তে নৈব পৌরুষম্।
যোঽন্যমিচ্ছেদ্ যথা কামং তং তং কামং ন
আপ্নুয়াৎ ॥৮
যদি স্যাদপরাধীনং পৌরুষস্য ক্রিয়াফলম্।
সংযতাশ্চাপি দক্ষাশ্চ মনিমন্তশ্চ মানবাঃ ॥৯
দৃশ্যন্তে নিষ্ফলাঃ সন্তঃ প্রহীণাঃ সর্বকর্মভিঃ।
ভূতানামপরঃ কশ্চিদ্ধিংসায়াং সততোত্থিতঃ ॥১০

বঞ্চনায়াঞ্চ লোকস্য ন সুখী জীবতে সদা।
অচেষ্টমপি চানীহং শ্রীঃ কঞ্চিদুপতিষ্ঠতি ॥১১
কশ্চিৎ কর্মাণি কুর্বন্ হি ন প্রাপ্যমধিগচ্ছতি।
দেবানিষ্ট্বা তপস্তপ্ত্বা কৃপণৈঃ পুত্রগৃদ্ধিভিঃ ॥১২
দশমাসধৃতা গর্ভে জায়ন্তে কুলপাংসনাঃ।
অপরে ধনধান্যৈশ্চ ভোগৈশ্চ পিতৃকল্পিতৈঃ ॥১৩
বিপুলৈরভিজায়ন্তে লক্ষাভৈরেব মঙ্গলৈঃ।
কর্মজা হি মনুষ্যাণাং যোগা নাত্রাস্তি সংশয়ঃ ॥১৪
আধিভিশ্চৈব বাধ্যন্তে ব্যালৈঃ ক্ষুদ্রমৃগা ইব।
তে চাপি কুশলৈর্বৈদ্যৈর্নিপুণৈঃ সম্ভৃতৌষধৈঃ ॥১৫

যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতকর, তাহাই সত্য ইহাই সিদ্ধান্ত এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ যাহা প্রাণিগণের অহিতকর, তাহাই অসত্য—ধর্মজ্ঞ এতাদৃশী সূক্ষ্মতাকে সত্য বলুন।৪

হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! মানুষ শুভ বা অশুভ যে কোন কর্মই করে, তাহার ফল অবশ্যই তাহাকে ভোগ করিতে হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৫

যাহারা অপণ্ডিত, তাহারা সঙ্কটে পড়িয়া নিজ কর্মদোষের কথা চিন্তা না করত দেবতাগণ বা ঈশ্বরের অত্যন্ত নিন্দা করে।৬

মূঢ়, শঠ এবং চঞ্চলচিত্ত পুরুষগণ সর্বদাই সুখকে দুঃখ এবং দুঃখকে সুখ বলিয়া ভ্রম করে। কোন সুনীতি, প্রজ্ঞা বা পৌরুষ তাহাকে কখন রক্ষা করিতে পারে না।

যদি পুরুষার্থজনিত কর্মের ফল পরাধীন না হইত, তবে মানুষ যেরূপ কামনা করে, সেইরূপ ফলই লাভ করিতে পারিত।

সংযত, দক্ষ, বুদ্ধিমান্ মনুষ্যগণও প্রাণপণে সকল কর্ম করিয়াও অভিপ্রেত ফল লাভে ব্যর্থ হন—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার এরূপ দেখা যায় যে, সর্বদা প্রাণিহিংসা করিতে উদ্যত এবং লোক প্রবঞ্চনায় পটু মানুষও সদা সুখে জীবন যাপন করে। কেহ চেষ্টা না করিয়াও উদাসীন হইয়া থাকে, অথচ ঐশ্বর্য তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।৭-১১

আবার কেহ কর্ম করিয়াও প্রাপ্য ধন লাভ করে না। পুত্রার্থী হীন পুরুষ দেবতার উপাসনা ও তপস্যা করিয়া এবং তাহার স্ত্রী দশমাস গর্ভযন্ত্রণা করিয়াও কুলাঙ্গার পুত্র লাভ করে।

কেহ কেহ জন্ম হইতেই পিতৃসঞ্চিত ধন-ধান্য প্রভৃতি বিপুল ঐশ্বর্য ও ভোগ্যবস্তু লাভ করে। এই সব প্রাপ্তি তাহার পিতৃকৃত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইতেই হয়।

মানুষের যত শারীরিক ব্যাধি ও মানসিকপীড়া হয়, তাহা সবই নিজ পূর্ব কর্মেরই ফল—ইহাতে সন্দেহ নাই।১২-১৪

ব্যালগণ কর্তৃক ক্ষুদ্রমৃগের ন্যায় তাহারা নানা আধি-ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হয়। অনন্তর (তাহাদের ভোগফল পূর্ণ হইলে) ঔষধ সংগ্রহকারী চিকিৎসাশিল্পে নিপুণ চতুর চিকিৎসক সেই সকল রোগ-ব্যাধি এইরূপ ভাবে নিরাময় করে, যেরূপ ব্যাধ মৃগগণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়।

সমস্তবস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম, গুণিগণের মধ্যে আমি সূত্র। আমি মহৎপদার্থের মধ্যে মহত্তত্ত্ব, আমি সূক্ষ্মবস্তুর মধ্যে তাঁর আমি দুর্জ্জয়গণের মধ্যে মন, আমি বেদ-অধ্যাপকগণের মধ্যে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, আমি মন্ত্ররাশির মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবাত্মক প্রণব, আমি অক্ষরসকলের মধ্যে অকার, আমি ছন্দসমূহের মধ্যে ত্রিপদা গায়ত্রী, আমি দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, আমি বসুসমূহের মধ্যে অগ্নি, আমি আদিত্যবৃন্দের মধ্যে বিষ্ণু, আমি রুদ্রসকলের মধ্যে সদাশিব, আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, আমি রাজর্ষিগণের মধ্যে মনু, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, আমি সমস্ত ধেনুর মধ্যে কামধেনু, আমি সিদ্ধেশ্বরগণের মধ্যে কপিল, আমি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, আমি প্রজাপতিসমূহের মধ্যে দক্ষ, আমি পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, আমি দৈত্যগণের মধ্যে অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ, আমি নক্ষত্র ও ওষধিসকলের পালয়িতা চন্দ্র, আমি যক্ষ ও রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের, আমি গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত, জলজন্তুগণের মধ্যে বরুণ, আমি প্রতাপশালি-জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য্য, আমি মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা, আমি অশ্বসমূহের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, আমি ধাতুসকলের মধ্যে সুবর্ণ, আমি সংযমশীলগণের মধ্যে যম, আমি সর্পগণের মধ্যে বাসুকি, আমি সর্পরাজগণের মধ্যে অনন্ত, আমি নৃসিংহাদি পশুগণের মধ্যে সিংহ, আমি আশ্রমসমূহের মধ্যে সন্ন্যাস, আমি বর্ণসকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ, আমি প্রবাহযুক্ত তীর্থজলাশয়ের মধ্যে গঙ্গা, আমি স্থিরজলাশয় মধ্যে সমুদ্র, আমি আয়ুধসকলের মধ্যে ধনু, আমি ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে ত্রিপুরারী মহাদেব, আমি আশ্রয়স্থান-নিচয়ের মধ্যে মেরু,

Regd. No. C-67.
MAGH
1376 BS :
Aryashastra
Jan. – Feb. 1970

আমি দুর্গমদিগের মধ্যে হিমালয়, আমি বৃক্ষগণ মধ্যে অশ্বত্থ, আমি ওষধি মধ্যে যব, আমি পুরোহিতগণের মধ্যে বশিষ্ঠ, আমি ব্রহ্মনিষ্ঠগণের মধ্যে বৃহস্পতি, আমি সকল সেনাপতির মধ্যে ষড়ানন কার্ত্তিক, আমি অগ্রণীগণের মধ্যে ব্রহ্মা, আমি যজ্ঞসমূহের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ, আমি ব্রতনিবহমধ্যে অহিংসা, আমি তাপসমূহমধ্যে শুদ্ধ বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য ও বাক্য, আমি অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে আত্মসংযম।

---

10 AUG 1970

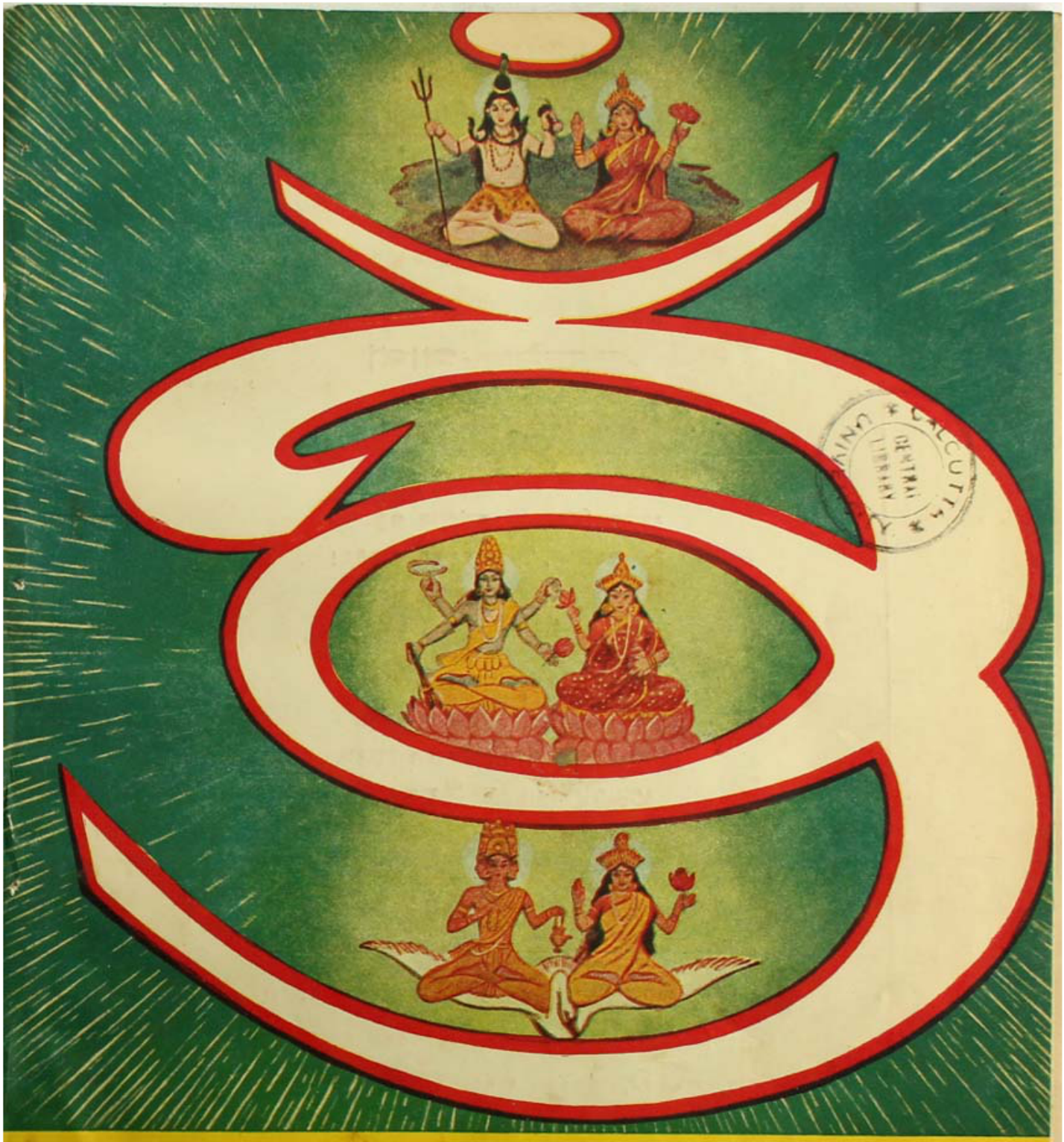

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঙ্কারেশ্বর
২৷২৷৬৬ সীতানবমী

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যে ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি অবতীর্ণ হই—সে ধর্ম কি ? ধরতি যঃ স ধর্মঃ—যিনি ধারণ করেন তিনি ধর্ম—সে ধর্ম হলাম আমি। আমিই প্রাণরূপে ও সূত্রাত্মারূপে সমস্ত ভূতদেহ এবং নিখিলব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে আছি। যখন মানুষ প্রাণের প্রাণ, মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, বাকের বাক্, ঘ্রাণের ঘ্রাণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়স্বরূপ, আত্মার আত্মস্বরূপ, আমাকে ভুলে গিয়ে দেহকে আত্মা জেনে তার পরিপোষণ ও তুষ্টির জন্য উন্মত্তের মত ছুটোছুটি করতে থাকে, যখন

[অষ্টমবর্ষ, ফাল্গুন মাস, ১৩৭৬] [নবম সংখ্যা—দোলযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

মুখ্য-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা। [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(রেজিঃ নম্বর)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

মুদ্রক-কর্ম্মবিভাগ :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ, ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা—৩৪" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না বোধ করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা ফিরিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৪

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুরুলমঠ
ওরওপুর-বুড়
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা ওঁকে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা
২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা
৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,
৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

ব্যাধয়ো বিনিবার্য্যন্তে মৃগা ব্যালৈরিব দ্বিজ।
ধ্বেষন্তি চ তোক্তব্যং গ্রহণীদোষপীড়িতাঃ ॥১৬

ন শক্নুবন্তি তে ভোক্তুং পশ্য ধর্মভৃতাং বর।
অপরে বাহুবলিনঃ ক্লিশ্যন্তে বহবো জনাঃ ॥১৭

দুঃখেন চাধিগচ্ছন্তি ভোজনং দ্বিজসত্তম।
ইতি লোকমনাক্রন্দং মোহশোকপরিপ্লুতম্ ॥১৮

স্রোতসাদৃত্য নীয়ন্তে ক্লিশ্যমানাঃ বলীয়সা।
ন ম্রিয়েরন্ জরা যৌষ্মুঃ সর্ব্বে স্যুঃ সার্ব্বকামিকাঃ ॥১৯

নাপ্রিয়ং প্রতিপদ্যেরন্ বলিষ্ঠং যদি বৈ ভবেৎ।
উপর্য্যুপরি লোকস্য সর্ব্বো গন্তুং সমীহতে।
যততে চ যথাশক্তি ন চ তদ্ বর্ত্ততে তথা ॥২০

বহবঃ সম্প্রদৃশ্যন্তে তুল্যনক্ষত্রমঙ্গলাঃ।
যত্র চ ফলবৈষম্যং দৃশ্যতে কর্ম্মসিদ্ধিষু ॥২১

ন কেচিদীপতে ব্রহ্মন্ স্বয়ংগ্রাহ্যন্ত সত্তম।
কর্ম্মণাং প্রাক্ কৃতানাং বৈ ইহ সিদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে ॥২২

যথাশ্রুতিরিয়ং ব্রহ্মন্ জীবঃ কিল সনাতনঃ।
শরীরমধ্রুবং লোকে সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥২৩

বধ্যমানে শরীরে তু দেহনাশো ভবত্যুত।
জীবঃ সঙ্ক্রমতেঽন্যত্র কর্ম্মবন্ধনিবন্ধনঃ ॥২৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।
কথং ধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠ জীবো ভবতি শাশ্বতঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বেন বদতাং বর ॥২৫

ধার্মিকগণশ্রেষ্ঠ! আরও দেখ, যাহাদের ভোগ্যবস্তু যথেষ্ট আছে, তাহারা গ্রহণী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইয়া তাহা ভোগ করিতে পারে না।

হে দ্বিজবর! আবার সেই সময় দেখা যাইতেছে, শারীরিক বলসম্পন্ন সুস্থ শরীরধারী বহু মানুষ কষ্ট ভোগ করিতেছে। তাহারা প্রচুর পরিশ্রম করিয়া অতিকষ্টে সামান্য অন্ন উপার্জ্জন করিতেছে।

এইরূপে এই সংসার অসহায়-অবস্থায় মোহ ও শোকে আচ্ছন্ন আছে। কর্ম্মসমূহের অত্যন্ত প্রবলপ্রবাহে পড়িয়া বারবার আধি-ব্যাধিরূপ তরঙ্গের আঘাত সহ্য করে এবং বিবশ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়।

জীব যদি অমরবর হইত, তাহা হইলে কেহই মরিত না ও বৃদ্ধ হইত না, অথবা অভীষ্টবস্তু লাভে বঞ্চিতও হইত না এবং অপ্রিয় বস্তু লাভ করিত না। এ জগতে সকল লোকই সকলের উপরে উপরে যাইতে ইচ্ছা করে এবং তাহার জন্য উহারা নানা চেষ্টাও করে; কিন্তু সেইরূপে বাড়িতে সমর্থ হয় না।১৯-২০

এই লোকদিগকে দেখা যায়, তুল্য রাশি নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াও তুল্য শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের ফললাভের সময় অত্যন্ত বৈষম্য দেখা যায় অর্থাৎ তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ করে।২১

হে ব্রহ্মন্! হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! অনেকে নিজ হস্তগত বস্তুও ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। এইসব দেখিয়া বুঝা যায়, জীব পূর্ব্বকৃত কর্ম্মেরই ফল এ জন্মে ভোগ করে।২২

ব্রহ্মন্! শ্রুতির সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল জীবাত্মাই নিত্য এবং এ জগতে সকল প্রাণীর শরীরই নশ্বর।২৩

শরীরে আঘাত করিলে সেই শরীরের নাশ হয়, কিন্তু অবিনাশী জীব বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। সে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পুনরায় অন্য শরীরের দ্বারা জন্মান্তর গ্রহণ করে।২৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ! হে বাগ্মিপ্রধান! জীব নিত্য, ইহা কি করিয়া বুঝিব?

ব্যাধ উবাচ।

ন জীবনাশোঽস্তি হি দেহভেদে
মিথ্যেতদাহুর্ম্রিয়তে কিলেতি।
জীবস্তু দেহান্তরিতঃ প্রয়াতি
বিনাশ এবাস্য শরীরভেদঃ ॥২৬

অন্তো হি নাশ্নাতি কৃতং হি কর্ম
মনুষ্যলোকে মনুজস্য কিঞ্চিৎ।
যৎ তেন কিঞ্চিদ্ধি কৃতং হি কর্ম
তদশ্নুতে নাস্তি কৃতস্য নাশঃ ॥২৭

সুপুণ্যশীলা হি ভবন্তি পুণ্যা
নরাধমাঃ পাপকৃতো ভবন্তি।
নরোঽসুখাতত্ত্বিহ কর্মভিঃ স্বৈ-
স্ততঃ সমুৎপদ্যতি তাদৃশৈস্তৈঃ ॥২৮

আমি ইহা যথার্থরূপে শুনিতে চাই, তুমি তাহা আমাকে বল।২৫

ব্যাধ বলিল,—ব্রহ্মন্! দেহের নাশ হইলেও জীব বিনষ্ট হয় না। লোকে যে মনে করে, জীব বিনষ্ট হয়, ইহা মিথ্যা; জীব কখনও বিনষ্ট হয় না। জীব মরিয়াছে—এই কথা মিথ্যা। জীব এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। শরীরের পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঞ্চভূতের সহিত মিলনের নামকেই নাশ বলা হয়।২৬

এই মনুষ্যলোকে একজনের কৃতকর্ম্মের ফল অন্যে ভোগ করে না, নিজ কৃতকর্ম্মের ফল কর্ম্ম-কর্ত্তাই ভোগ করে। কৃত কর্ম্ম (ভোগব্যতীত) কখনই নাশপ্রাপ্ত হয় না।২৭

পুণ্যাত্মা পুরুষ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং পাপাত্মা পুরুষের পাপ কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়। এই সংসারে জীব নিজ কর্ম্মেরই অনুসরণ করে এবং কৃত কর্ম্মের প্রভাবেই পরজন্ম লাভ করে।২৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কথং সম্ভবতে যোনৌ কথং বা পুণ্য-পাপয়োঃ।
জাতীঃ পুণ্যাস্বপুণ্যাশ্চ কথং গচ্ছতি সত্তম ॥২৯

ব্যাধ উবাচ।

গর্ভাধানসমাযুক্তং কর্ম্মেদং সম্প্রবৃত্ততে।
সমাসেন তু তে ক্ষিপ্রং প্রবক্ষ্যামি দ্বিজোত্তম ॥৩০

যথা সম্ভূতসম্ভারঃ পুনরেব প্রজায়তে।
শুভকৃচ্ছুভযোনীষু পাপকৃৎ পাপযোনিষু ॥৩১

শুভৈঃ প্রযোগৈর্দেবত্বং ব্যামিশ্রৈর্মানুষো ভবেৎ।
মোহনীয়ৈর্বিযোনীষু স্বযোগামী চ কিল্বিষী ॥৩২

জাতি-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ সততং সমভিদ্রুতঃ।
সংসারে পচ্যমানশ্চ দোষৈরাত্মকৃতৈর্নরঃ ॥৩৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সজ্জনশ্রেষ্ঠ! মানুষ পরজন্ম কিরূপে লাভ করে এবং সেই পাপ ও পুণ্যের সম্বন্ধই বা কিরূপে হয় এবং পবিত্র ও অপবিত্র জাতি প্রাপ্তি বা কি করিয়া লাভ করে?২৯

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজোত্তম! গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কার প্রতিপাদক শাস্ত্রে ইহার বর্ণনা দেখা যায় যে, "এ সংসারে যা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই কর্ম্মেরই পরিণতি"। অতএব কোন্ কর্ম্মে কোথায় জন্মলাভ হয়, আমি সংক্ষেপে আপনাকে তাহা বলিতেছি।৩০

জীব নিজ নিজ কর্ম্মবীজসমূহ সংগ্রহ করিয়া যেরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তাহা বলিতেছি। শুভকর্ম্মকারী শুভযোনিতে এবং অশুভকর্ম্মকারী অশুভযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।৩১

পুণ্য কর্ম্মসমূহের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। পুণ্য ও পাপ মিশ্রিত কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যযোনিতে জন্মলাভ করে। মোহপ্রধান তামস কর্ম্মের দ্বারা

তির্য্যগ্‌যোনিসহস্রাণি গত্বা নরকমেব চ।
জীবাঃ সম্পরিবর্ত্তন্তে কর্ম্মবন্ধনিবন্ধনাঃ ॥৩৪
অন্তস্ত কর্ম্মভিস্তৈস্তৈঃ স্বকৃতৈঃ প্রেত্য দুঃখিতঃ।
তদ্দুঃখপ্রতিঘাতার্থমপুণ্যাং যোনিমাপ্নুতে ॥৩৫
ততঃ কর্ম সমাদত্তে পুনরন্যং নবং বহু।
পচ্যতে তু পুনস্তেন ভুক্ত্বাপথ্যমিবাতুরঃ ॥৩৬
অজস্রমেব দুঃখার্ত্তোঽদুঃখিতঃ সুখসংজ্ঞিতঃ।
ততোঽনিবৃত্তবন্ধত্বাৎ কর্ম্মণামুদয়াদপি ॥৩৭
পরিক্রামতি সংসারে চক্রবদ্ বহুবেদনঃ।
ন চৈনিবৃত্তিবন্ধস্তু বিশুদ্ধশ্চাপি কর্ম্মভিঃ ॥৩৮
তপোযোগসমারম্ভং কুরুতে দ্বিজসত্তম।
কর্ম্মভির্বহুভিশ্চাপি লোকানশ্নাতি মানবঃ ॥৩৯
ন চৈনিবৃত্তবন্ধস্তু বিশুদ্ধশ্চাপি কর্ম্মভিঃ।
প্রাপ্নোতি সুকৃতান্ লোকান্ যত্র গত্বা ন শোচতি ॥৪০
পাপং কুর্বন্ পাপবৃত্তঃ পাপস্যান্তং ন গচ্ছতি।
তস্মাৎ পুণ্যং যতেৎ কর্ত্তুং বর্জয়ীত চ পাপকম্ ॥৪১
অনসূয়ুঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে।
সুখানি ধর্ম্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ ॥৪২
সংস্কৃতস্ত চ দান্তস্ত নিয়তস্ত যতাত্মনঃ।
প্রাজ্ঞস্যানন্তরা বৃত্তির্বিহ লোকে পরত্র চ ॥৪৩

পশ্বাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কেবল পাপকর্ম্মের দ্বারা নরকে গমন করে।৩২

জীব আত্মকৃত অপরাধসমূহের দ্বারাই জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখে সদা পীড়িত হইয়া বারংবার সংসারে পচিতে থাকে।৩৩

এইরূপে কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া জীব সহস্র পশু প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনি ও নরক গ্রহণ করত সংসার চক্রে আবর্ত্তিত হয়।৩৪

জীব নিজ কৃতকর্ম্মদোষেই মৃত্যুর পর দুঃখ ভোগ করে এবং সেই দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই (চণ্ডালাদি) অপুণ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।৩৫

সেখানে পুনরায় সে নব নব পাপ কর্ম করিতে থাকে, যাহার ফলে কুপথ্য ভক্ষণকারী রোগীর ন্যায় কেবল দুঃখভোগই করিতে হয়।৩৬

এইরূপে নিরন্তরদুঃখ ভোগ করিয়াও সে নিজেকে দুঃখী মনে করে না, পরন্তু উহাকেই সে সুখ মনে করে। যতদিন সে বন্ধজনক কর্ম্মের ফল-ভোগ পূর্ণ না হয় এবং নব নব কর্ম করিতে থাকে, ততদিন তাহাকে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া চক্রের ন্যায় এই সংসারে বিভিন্ন যোনিতে যাতায়াত করিতে হয়।

হে দ্বিজোত্তম! যখন বন্ধনকারণ কর্ম্মের ভোগ শেষ হয় এবং সৎকর্ম্মের দ্বারা মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধভাব জাগে, তখন সে যোগ ও তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন জীব সেই শুভ কর্ম্মসমূহের প্রভাবে উত্তম লোকসমূহ ভোগ করে।৩৭-৩৯

এইরূপে বন্ধনরহিত বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্য নিজ পুণ্য কর্ম্মসমূহের প্রভাবে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেখানে যাইয়া কোনরূপ শোক প্রাপ্ত হয় না।৪০

পাপাচারী ব্যক্তি পাপ করিতে করিতে পাপের অন্ত কখনও যাইতে পারে না; সুতরাং পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে ও সর্ব্বদাই পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।৪১

পুণ্যাত্মা পুরুষ দোষদৃষ্টিশূন্য হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে কল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং তাহা দ্বারা সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করে।৪২

সংস্কারসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, শৌচাচারপরায়ণ এবং সংযতচিত্ত প্রাজ্ঞ পুরুষ ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই সুখভে জীবিকা লাভ করত সুখলাভ করে।৪৩

সন্তাং ধর্ম্মেণ বর্ত্তেত ক্রিয়াং শিষ্টবদাচরেৎ।
অদংক্লেশেন লোকস্য বৃত্তিং লিপ্সেত বৈ দ্বিজ ॥৪৪

সন্তি ত্বাগমবিজ্ঞানাঃ শিষ্টাঃ শাস্ত্রে বিচক্ষণাঃ।
স্বধর্ম্মেণ ক্রিয়া লোকে কর্ম্মণঃ সোঽপ্যসঙ্করঃ ॥৪৫

প্রাজ্ঞো ধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মং চৈবোপজীবতি।
তস্মাদ্ ধর্ম্মাদবাপ্তেন ধনেন দ্বিজসত্তম ॥৪৬

তস্যৈব সিঞ্চতে মূলং গুণান্ পশ্যতি তত্র বৈ।
ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তং চাস্য প্রসীদতি ॥৪৭

স মিত্রজনসন্তুষ্ট ইহ প্রেত্য চ নন্দতি।
শব্দং স্পর্শং তথা রূপং গন্ধানিষ্টাংশ্চ সেবতে ॥৪৮

প্রভূতং লভতে চাপি ধর্ম্মস্তেভ্যঃ ফলং বিদুঃ।
ধর্ম্মস্য চ ফলং লব্ধ্বা ন তৃপ্যতি যথাদ্বিজ ॥৪৯

অতৃপ্যমাণো নির্বেদমাপেদে জ্ঞানচক্ষুষা।
প্রজ্ঞাচক্ষুর্হ্যয়ং দোষং নৈবানুপশ্যতে ॥৫০

বিরজ্যতি যথাকামং ন চ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি।
সর্ব্বত্যাগে চ যততে দৃষ্ট্বা লোকং ক্ষয়াত্মকম্ ॥৫১

ততো মোক্ষে প্রযততে নানুপায়াদুপায়তঃ।
এবং নির্বেদমাদত্তে পাপং কর্ম্ম জহাতি চ ॥৫২

ধার্ম্মিকশ্চাপি ভবতি মোক্ষঞ্চ লভতে পরম্।
তপো নিঃশ্রেয়সং তস্যোত্তস্য মূলং শমো দমঃ ॥৫৩

হে ব্রহ্মন্। সৎপুরুষগণের আচরিত ধর্ম্মকে পালন করিবে, শিষ্টগণের ন্যায় আচরণ করিবে এবং অন্যকে কষ্ট না দিয়া জীবিকা অর্জ্জনের ইচ্ছা করিবে ।৪৪

এই সংসারে বহু বেদবিদ্ সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানশীল শিষ্ট পুরুষ আছেন, তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে স্বধর্ম্মের পালনপূর্ব্বক প্রত্যেক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে; তাহা হইলে কর্ম্মের সঙ্কর হইবে না ।৪৫

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। প্রাজ্ঞ পুরুষ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানেই আনন্দলাভ করেন, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করেন এবং ধর্ম্ম হইতে লব্ধ ধনের দ্বারা ধর্ম্মেরই মূল সিঞ্চন করেন অর্থাৎ ধর্ম্মের পালন করেন এবং ধর্ম্মেতেই গুণসমূহ দর্শন করেন। এইরূপে তিনি ধর্ম্মাত্মা হন এবং তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হয় ।৪৬-৪৭

তাঁহার মিত্রবর্গ তাঁহার উপর সদা সন্তুষ্ট থাকেন; তাহার ফলে ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সুখ লাভ করেন। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মাত্মা পুরুষ শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও প্রিয় গন্ধ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের ভোগ্যবস্তুসমূহ প্রাপ্ত হন এবং জনসমাজে প্রভূত লাভ করেন। পণ্ডিতগণ এ-সকলকেই ধর্ম্মের ফল বলিয়াছেন।

হে দ্বিজোত্তম। ধর্ম্মের ফল ভোগাদি লাভ করিয়া মানুষ কখনও তৃপ্ত হয় না; এজন্য ধার্ম্মিক পুরুষ পরিশেষে জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে বিষয়ভোগে তৃপ্ত না হইয়া নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) লাভ করেন।

এজগতে জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ রাগ-দ্বেষাদি দোষে মগ্ন হন না; প্রত্যুত প্রভূত বিষয়-বৈরাগ্য লাভ করেন; কিন্তু কখনই তিনি ধর্ম্মত্যাগ করেন না।

জগতের সব বস্তুকে নশ্বর জানিয়া সর্ব্বত্যাগে যত্নবান্ হন। তারপর উচিত উপায়ে মোক্ষের জন্য তিনি প্রযত্ন করেন। কখনই উপায় নাই মনে করিয়া তিনি বসিয়া থাকেন না। এইরূপে তিনি বৈরাগ্য লাভ করত সমস্ত পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন ।৪৮-৫২

এইভাবে তিনি ধার্ম্মিক হন এবং শেষে উত্তম মোক্ষ লাভ করেন। জীবের তপস্যাই হইল নিঃশ্রেয়সের (পরম কল্যাণের) সাধন এবং সেই তপস্যার মূল হইল দম (মনোনিগ্রহ) ও শম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) ।৫৩

তেন সর্বানবাপ্নোতি কামান্ যান্ মনসেচ্ছতি।
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন সত্যেন চ দমেন চ।
ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি যৎ পরং দ্বিজসত্তম ॥৫৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইন্দ্রিয়াণি তু ধার্ম্মাণাং কানি তানি বতব্রত।
নিগ্রহশ্চ কথং কার্য্যো নিগ্রহস্য চ কিং ফলম্ ॥৫৫

কথঞ্চ ফলমাপ্নোতি তেষাং ধর্মভৃতাং বর।
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন ধর্মং জ্ঞাতুং নিবোধ মে ॥৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে নবাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২০৯

উপস্থার দ্বারা মানুষ সমস্ত মনোবাঞ্ছিত অভীষ্ট বস্তুই প্রাপ্ত হইতে পারে। হে দ্বিজসত্তম! ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যভাষণ ও দমের (মনোনিগ্রহের) দ্বারা মানুষ পরমব্রহ্মের পরমপদ প্রাপ্ত হয়।৫৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ব্রতব্রত! ইন্দ্রিয় কতগুলি ও কি কি? কি করিয়া তাহাদিগকে নিগ্রহ করিতে হইবে এবং নিগ্রহের ফল কি? তাহা আমাকে বলুন।৫৫

হে ধার্মিকগণশ্রেষ্ঠ! কেমন করিয়া মানুষ উহাদের ফল লাভ করে? আমি এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ ধর্ম যথার্থরূপে জানিতে চাই, এসকল কথা আপনি আমাকে বলুন।৫৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদবিষয়ক নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০৯

দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিষয়ভোগেন হানিঃ, সৎসঙ্গেন লাভঃ, ব্রাহ্মী বিদ্যা চেতি বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তস্তু বিপ্রেণ ধর্মব্যাধো যুধিষ্ঠির।
প্রত্যুবাচ যথা বিপ্রং তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ ॥১

ব্যাধ উবাচ।

বিজ্ঞানার্থং মনুষ্যাণাং মনঃ পূর্বং প্রবর্ত্ততে।
তৎ প্রাপ্য কাঙ্ক্ষতে ভোক্তুং ততস্তদর্থং যততে কর্ম চারভতে মহৎ।
ইষ্টানাং রূপ-গন্ধানামভ্যাসঞ্চ নিষেবতে ॥৩

ততো রাগঃ প্রভবতি দ্বেষশ্চ তদনন্তরম্।
ততো লোভঃ প্রভবতি মোহশ্চ তদনন্তরম্ ॥৪

ততো লোভাভিভূতস্য রাগদ্বেষহতস্য চ।
ন ধর্মে জায়তে বুদ্ধির্ব্যাজাদ্ ধর্মং করোতি চ ॥৫

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বিষয়ভোগে হানি, সৎসঙ্গে লাভ এবং ব্রাহ্মীবিদ্যার বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে ধর্মব্যাধ ব্রাহ্মণকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর।১

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে মানুষের মনঃ প্রথম প্রবৃত্ত হয়। মন বিষয় লাভ করিয়া উহার রসের উপলব্ধি করিলে পরে উহাতে রাগ ও (প্রতিবন্ধকে) দ্বেষ উপস্থিত হয়।২

তাহার পর যে বিষয়ে রাগ হয়, সেই বস্তু পাইবার জন্য যত্ন করে এবং তাহার জন্য অভ্যাসে কর্মও আরম্ভ করে। এইরূপে ইষ্টবস্তু রূপ ও গন্ধাদি পাইলে সে পুনঃপুনঃ সেই বিষয়ভোগের অভ্যাস করে এবং উহাই সেবন করিতে থাকে।৩

ব্যাজেন চরতে ধর্মমর্থং ব্যাজেন রোচতে।
ব্যাজেন সিধ্যমানেষু ধনেষু দ্বিজসত্তম ॥৬
তত্রৈব রমতে বুদ্ধিস্ততঃ পাপং চিকীর্ষতি।
সুহৃদ্ভির্বার্য্যমাণশ্চ পণ্ডিতৈশ্চ দ্বিজোত্তম ॥৭
উত্তরং শ্রুতিসম্বন্ধং ব্রবীত্যশ্রুতিযোজিতম্।
অধর্মস্ত্রিবিধস্তস্য বর্ত্ততে রাগ-দোষজঃ ॥৮
পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ।
তস্যাধর্মপ্রবৃত্তস্য গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ ॥৯
একশীলৈশ্চ মিত্রত্বং ভজতে পাপকর্মিণঃ।
স তেন দুঃখমাপ্নোতি পরত্র চ বিপদ্যতে ॥১০

পাপাত্মা ভবতি হ্যেবং ধর্ম্মশাঠ্যং তু মে শৃণু।
যত্ত্বেতান্ প্রজ্ঞয়া দোষান্ পূর্ব্বমেবানুপশ্যতি ॥১১
কুশলঃ সুখ-দুঃখেষু সাধূংশ্চাপ্যুপসেবতে।
তস্য সাধুসমাবস্তাদ্ বুদ্ধির্ধর্ম্মেষু রাজতে ॥১২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ব্রবীষি সূনৃতং ধর্ম্যং যস্য বক্তা ন বিদ্যতে।
দিব্যপ্রভাবঃ সুমহানৃষিরেব মতোঽসি মে ॥১৩

ব্যাধ উবাচ।

ব্রাহ্মণা বৈ মহাভাগাঃ পিতরোঽগ্রভুজঃ সদা।
তেষাং সর্বাত্মনা কার্য্যং প্রিয়ং লোকে মনীষিণা ॥১৪

অনন্তর পুনরায় তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাগ হয়, সেই রাগের পর দ্বেষ উপস্থিত হয়, আবার সেই দ্বেষের পর লোভ এবং লোভের পর মোহ উপস্থিত হয়।৪

অনন্তর লোভাভিভূত হইলে রাগ-দ্বেষাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া মানুষের বুদ্ধি ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, যদি ধর্ম্ম করেও, তবে তাহাও ছলনাদ্বারা বিষয়প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই করে, ধর্ম্মে অনুরাগবশতঃ করে না।৫

সে ছল করিয়া ধর্ম্মাচরণ করে এবং সেই ধর্ম্মের ভাণ দেখাইয়াও অর্থলাভের চেষ্টা করে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপ কপটতার দ্বারা ধনপ্রাপ্তি হইলে পুনরায় তাহার বুদ্ধি বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে প্রাপ্ত রাগ-দ্বেষাদিবশতঃ পাপই করিতে চেষ্টা করে।

হে দ্বিজোত্তম! সুহৃদ্‌গণ ও পণ্ডিতগণের দ্বারা নিবারিত হইয়াও সে পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ করে না, প্রত্যুত, উহার সমর্থনে অশাস্ত্রীয় কথাকেও শাস্ত্রীয় কথা বলিয়া বলিতে থাকে।

রাগরূপ দোষ হইতে তাহার কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ অধর্ম্ম উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সে মনে মনে পাপ চিন্তা করে, বাক্যে পাপের কথা বলে এবং ক্রিয়াদ্বারা সেই পাপের আচরণ করে। এইরূপ অধর্ম্ম-প্রবৃত্তিবশতঃ তাহার উত্তম গুণগুলি নষ্ট হইয়া যায়।৬-৯

সে নিজ পাপস্বভাবের অনুকূল মানুষের সঙ্গেই মিত্রতা করে; তাহার ফলে ইহলোকেও যেমন দুঃখ পায়, পরলোকেও তেমনই দুঃখ লাভ করে।১০

এইরূপে সেই ব্যক্তি পাপ-পরায়ণ হয়। এখন তাদৃশ লোকের ধর্ম্মলাভের উপায় বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখের স্বরূপ বিবেচনায় কুশল, সেই ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিদ্বারা বৈষয়িক দোষসমূহকে প্রথমেই বুঝিতে পারে। সেইজন্য বিষয়কে দূরে রাখিয়া সে সাধু-ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিতে থাকে এবং তাঁহাদের সেবা করে। সেই সাধুসঙ্গের প্রভাবে তাহার মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে।১১-১২

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি যে এই মধুর ও প্রিয় ধর্ম্মকথা বলিতেছ; তাহার বক্তা আর দ্বিতীয় কেহ নাই। দিব্য প্রভাবসম্পন্ন তোমাকে ঋষি বলিয়া আমার মনে হইতেছে।১৩

যৎ তেষাঞ্চ প্রিয়ং তৎ তে বক্ষ্যামি দ্বিজসত্তম। ।
নমস্কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো ব্রাহ্মীং বিদ্যাং নিবোধ মে ॥১৫
ইদং বিশ্বং জগৎ সর্বমব্যয়ং চাপি সর্বশঃ।
মহাভূতাত্মকং ব্রহ্ম নাতঃ পরতরং ভবেৎ ॥১৬
মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপস্তথা চ ভূঃ।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ ॥১৭
তেষামপি গুণাঃ সর্বে গুণবৃত্তিঃ পরস্পরম্।
পূর্বপূর্বগুণাঃ সর্বে ক্রমশো গুণিষু ত্রিষু ॥১৮
ষষ্ঠস্তু চেতনা নাম মন ইত্যভিধীয়তে।
সপ্তমী তু ভবেদ্ বুদ্ধিরহঙ্কারস্ততঃ পরম্ ॥১৯

ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চাত্মা রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা।
ইত্যেষ সপ্তদশকো রাশিরব্যক্তসংজ্ঞকঃ ॥২০

সর্বৈরিহেন্দ্রিয়ার্থৈস্তু ব্যক্তাব্যক্তৈঃ সুসংবৃতৈঃ।
চতুর্বিংশক ইত্যেষ ব্যক্তাবক্তময়ো গুণঃ।
এবন্তে সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি
ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যে দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১০

ব্যাধ বলিল,—মহাভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণগণ এবং পিতৃপুরুষগণ ইঁহারা সকলেই সব সময়েই অগ্রভোজী। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্বপ্রকারে ইঁহাদের প্রিয়কার্য্য করিবেন।৪

হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া আমি ওঁহাদের প্রিয়কথা বলিতেছি, আপনি আমার নিকট সেই ব্রাহ্মী বিদ্যা শ্রবণ করুন।১৫

পঞ্চ মহাভূতাত্মক এই সমস্ত চরাচর জগৎ সর্বথা অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং সেই ব্রহ্ম হইতে কোন বস্তুই উৎকৃষ্ট নহে।১৬

আকাশ, বায়ু, পৃথিবী, জল ও তেজ—এই পঞ্চ মহাভূত; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ উহাদের গুণসমূহ।১৭

এই গুণগুলির আবার অবান্তর ভেদ বহু আছে; আকাশাদি পূর্ব পূর্ব শব্দাদি গুণগুলি পরবর্তী বায়ু প্রভৃতির মধ্যে সংক্রমিত হওয়ায় ক্রমশঃ তেজ (অগ্নি), জল ও পৃথিবী এই তিন গুণবান্ মহাভূতেই গুণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—আকাশে কেবল শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচপ্রকার বিশেষ গুণ থাকে।১৮

এই পাঁচটি ভূত হইতে ভিন্ন ষষ্ঠ তত্ত্ব হইল মন, সপ্তম বুদ্ধি এবং অষ্টম অহঙ্কার।১৯

ইহা ছাড়া পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয়, প্রাণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই সতেরটি তত্ত্বের রাশিকে অব্যক্ত বলে।২০

ইহার সহিত শব্দ-স্পর্শাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সবই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব নহে। এই-সকল তত্ত্বের গুণই হইল ব্যক্ত ও অব্যক্ত। এই সব কথাই আমি আপনাকে বলিলাম। আপনি পুনরায় আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবিষয়ক দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১০

একাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পঞ্চমহাভূতানাং গুণানাম্, ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য চ বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তঃ স বিপ্রস্তু ধর্মব্যাধেন ভারত।
কথামকথয়দ্ ভূয়ো মনসঃ প্রীতিবর্ধনীম্ ॥১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

মহাভূতানি যান্যাহুঃ পঞ্চ ধর্মভৃতাং বর।
একৈকস্য গুণান্ সম্যক্ পঞ্চানামপি মে বদ ॥২

ব্যাধ উবাচ।

ভূমিরাপস্তথা জ্যোতির্বায়ুরাকাশমেব চ।
গুণোত্তরাণি সর্বাণি তেষাং বক্ষ্যামি তে গুণান্ ॥৩

ভূমিঃ পঞ্চগুণা ব্রহ্মন্নুদকং চতুর্গুণম্।
গুণাস্ত্রয়স্তেজসি চ ত্রয়শ্চাপি সমীরিতাঃ ॥৪

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
এতে গুণাঃ পঞ্চ ভূমেঃ সর্বেভ্যো গুণবত্তরাঃ ॥৫

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসশ্চাপি দ্বিজোত্তম।
অপামেতে গুণা ব্রহ্মন্ কীর্তিতাস্তব সুব্রত ॥৬

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ ত্রয়ঃ সোঽথ গুণাস্ত্রয়ঃ।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ বায়ো তু শব্দশ্চাকাশ এব তু ॥৭

এতে পঞ্চদশ ব্রহ্মন্ গুণা ভূতেষু পঞ্চসু।
বর্ত্তন্তে সর্বভূতেষু যেষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৮

অন্যোন্যং নাতিবর্ত্তন্তে সম্যক্ চ ভবতি দ্বিজ।
যদা তু বিষমং ভাবমাচরন্তি চরাচরাঃ ॥৯

তদা দেহী দেহমন্যং ব্যতিরোহতি কালতঃ।
আনুপূর্ব্যা বিনশ্যন্তি ভাবন্তে চানুপূর্বশঃ ॥১০

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পঞ্চ মহাভূতের গুণসমূহ ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! ধর্ম্ম-ব্যাধকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় মনের প্রীতিবর্দ্ধনী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ধার্ম্মিকপ্রবর! পঞ্চ মহাভূত বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেকের গুণগুলি ভালভাবে আমার নিকট বর্ণনা কর।২

ব্যাধ বলিল,—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—ইহাদের উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পূর্ব্বের গুণ যেরূপে প্রাপ্ত হয়, তাহা সবই বলিতেছি, শুনুন।৩

হে ব্রহ্মন্! পৃথিবীতে পাঁচটি, বায়ুতে চারিটি, তেজে তিনটি, জলে দুইটি এবং আকাশে একটি গুণ আছে।৪

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি গুণে বিশিষ্ট হইয়া পৃথিবী অন্য ভূতসকলের চেয়ে অধিক গুণবতী হইয়া থাকে।৫

হে দ্বিজোত্তম! জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চারি গুণ আছে। হে সুব্রত! ইহা পূর্ব্বেই আপনার নিকট বলিয়াছি।৬

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটী তেজে, শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটী বায়ুতে এবং কেবল শব্দ আকাশে থাকে।৭

ব্রহ্মন্! এইরূপে পঞ্চভূতে এই পনেরটী গুণ বর্ত্তমান; এই পঞ্চ মহাভূতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত।৮

হে দ্বিজ! এই পঞ্চভূতের মধ্যে একে অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না। পরস্পর মিলিত হইয়াই তবে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়। যখন চরাচরাত্মক মহাভূতসমূহ বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, তখন জীব কালপ্রেরণায় এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করে। এই ভূতগুলি অনুলোম ক্রমে উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রতিলোমক্রমে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।৯-১০

তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে ধাতবঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ।
তৈরাবৃতমিদং সর্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥১১

ইন্দ্রিয়ৈঃ সৃজ্যতে যদ্ যৎ তৎ তদ্-ব্যক্তমিতি-স্মৃতম্।
তদব্যক্তমিতি জ্ঞেয়ং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ॥১২

যথাস্বং গ্রাহকাণ্যেষাং শব্দাদীনামিমানি তু।
ইন্দ্রিয়াণি যদা দেহী ধারয়ত্যিব তপ্যতে ॥১৩

লোকে বিততমাত্মানং লোকং চাত্মনি পশ্যতি।
পশ্যন্নজো ধ্রুবঃ শুক্রঃ স তু ভূতানি পশ্যতি ॥১৪

পশ্যতঃ সর্বভূতানি সর্বাবস্থাস্থ সর্বদা।
ব্রহ্মভূতস্য সংযোগো নাশুভেনোপপদ্যতে ॥১৫

অজ্ঞানমূলং তং ক্লেশমতিবৃত্তস্য পৌরুষম্।
লোকবৃত্তিপ্রকাশেন জ্ঞানমার্গেণ গম্যতে ॥১৬

অনাদিনিধনং ভূতমাত্মযোনিং সদাব্যয়ম্।
অনৌপম্যমমূর্তঞ্চ ভগবানাহ বুদ্ধিমান্ ॥১৭

তপোমূলমিদং সর্বং ধাত্রা বিপ্রাণুপৃচ্ছসি।
ইন্দ্রিয়াণ্যেব সংযম্য তপো ভবতি নান্যথা ॥১৮

ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎ সর্বং যৎ স্বর্গনরকাবুভৌ।
নিগৃহীতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ ॥১৯

এষ যোগবিধিঃ কৃৎস্নো যাবদিন্দ্রিয়ধারণম্।
এতন্মূলং হি তপসঃ কৃৎস্নস্য নরকস্য চ ॥২০

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমার্চ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং সমাপ্নুয়াৎ ॥২১

যন্নাত্মানি নিত্যানামৈশ্বর্যং যোঽধিগচ্ছতি।
ন স পাপৈঃ কৃতোঽনর্থৈর্যুজ্যতে বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২২

প্রত্যেক শরীরে যে রক্ত প্রভৃতি ধাতু দেখা যায়, উহা সবই পঞ্চভূতের পরিণাম, যে পঞ্চভূতের দ্বারা এই চরাচর জগৎ আবৃত রহিয়াছে।১১

বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে যে বস্তুর সংসর্গ হয়, উহাদিগকে ব্যক্ত বলে; আর যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, পরন্তু অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়, তাহা অব্যক্ত নামে অভিহিত।১২

নিজ নিজ বিষয়ের অতিক্রম না করিয়া এই শব্দ প্রভৃতি বিষয়সমূহের গ্রহণকারী ইন্দ্রিয়গণকে যখন জীব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া বশে রাখে, তখনই সে তপস্যা করিতেছে বলা যায়।১৩

নির্গুণ পরব্রহ্মকে যিনি প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ, তিনি সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং নিজ আত্মাতে সমস্ত ভূত দর্শন করেন; আত্মব্যতিরিক্ত কোন বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভব করেন না।১৪

যিনি সর্বাবস্থায় সর্ববস্তুতে সদা আত্মদর্শন করেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানীকে কোন অশুভ কর্মাদি স্পর্শ করিতে পারে না।১৫

যিনি অজ্ঞানমূলক অবিদ্যাদি ক্লেশকে অতিক্রম করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের প্রভাব তাঁহার লৌকিক বাহ্য চেষ্টাযুক্ত জ্ঞানমার্গের দ্বারাই বুঝা যাইবে।১৬

বুদ্ধিমান্ ভগবান্ ব্রহ্মা বেদমুখে জীবকে আদিমধ্যশূন্য, অক্ষয়, সদা অবিকারী, অনুপম ও নিরাকার বলিয়াছেন।১৭

হে বিপ্রবর! আপনি আমাকে যে সকল তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল তত্ত্বজ্ঞান তপস্যামূলক; ইন্দ্রিয়গণকে সংযত না করিয়া অন্য কোন প্রকারে তপস্যা হয় না।১৮

এই ইন্দ্রিয়গুলিই স্বর্গ ও নরক এই উভয়ের কারণ; ইন্দ্রিয় বশে থাকিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা না হইলে উহার দ্বারা নরকের প্রাপ্তি হয়।১৯

মনের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বশে রাখার নামই যোগ; বশীভূত ইন্দ্রিয়ই সমস্ত তপস্যার মূল; অবশীভূত তাহারা নরকের কারণ।২০

ইন্দ্রিয়ের সংসর্গে দোষ লাভ হয়—ইহাকে

অথঃ শরীরং পুরুষস্য দৃষ্ট-
আত্মা নিয়ন্তেন্দ্রিয়াণ্যাহরশ্বান্।
তৈরপ্রমত্তঃ কুশলী সদশ্বৈ-
র্দান্তৈঃ সুখং যাতি যথৈব ধীরঃ ॥২৩
যদ্যাত্মনি যুক্তানামিন্দ্রিয়াণাং প্রধাবিনাম্।
যো ধীরো ধারয়েদ্ রশ্মীন্ স স্যাৎ
পরমসারথিঃ ॥২৪
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসৃষ্টানাং হয়ানামিব বর্ত্মসু।
ধৃতিং কুর্বীত সারথ্যে ধৃত্যা তানি জয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥২৫
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতে বুদ্ধিং নাবং বায়ুরিবাম্ভসি ॥২৬
যেষু বিপ্রতিপদ্যন্তে ষট্সু মোহাৎ ফলাগমম্।
তেষ্বধ্যবসিতাধ্যায়ী বিন্দতে ধ্যানজং ফলম্ ॥২৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-
পর্বণি ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে একাদশাধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১১

সংশয় নাই; কিন্তু উহারা সংযত থাকিলে মানুষ সিদ্ধি লাভ করে।২১

যে মানুষ স্বশরীর মধ্যস্থিত মনের সহিত ছয়টী ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখনও অনর্থের সহিত যুক্ত হয় না।২২

মানুষের এই শরীর হইতেছে রথ, ইন্দ্রিয়গুলি অশ্ব এবং বুদ্ধি উহাদের সারথি। যেমন কুশলী ধীর রথী সাবধানে থাকিয়া আনন্দে পথ অতিক্রম করে; তেমনই সাবধান, জিতেন্দ্রিয় পুরুষও আনন্দে কালযাপন করে।২৩

যে ধীর পুরুষ শরীরে নিত্য বর্তমান ছয়টি প্রধাবনশীল ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বের রাশ (লাগাম) নিজ আয়ত্তে রাখিতে পারে, তাহাকেই পরমসারথি বলে।২৪

পথে ধাবমান অশ্বসমূহের ন্যায় বিষয়সমূহের অভিমুখে ধাবমান ইন্দ্রিয়গুলিকে আয়ত্তীভূত করিবার জন্য যে ব্যক্তি ধৈর্যের সহিত প্রযত্ন করে; সে-ই উহাদিগকে জয় করিতে পারে।২৫

কিন্তু বিষয় অভিমুখে ধাবমান ইন্দ্রিয়গুলির পশ্চাতে যদি মনও ধাবিত হয়, তাহা হইলে উহারা পুরুষের বিবেকবুদ্ধিকে জলমগ্নাশ্রিত নৌকাকে বায়ুর ন্যায় প্রমথিত করে।২৬

এই ছয়টী ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াও মানুষ বিষয়ভোগের দ্বারা সুখরূপ ফললাভ বিষয়ে সন্দিহান থাকে। যিনি উহার দোষসমূহের অনুসন্ধানকারী বীতরাগ পুরুষ, তিনি ইন্দ্রিয়সমূহ নিগ্রহ করিয়া নিঃসন্দেহে ধ্যানজনিত আনন্দ অনুভব করেন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদ-বিষয়ক একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১১

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গুণত্রয়াণাং স্বরূপস্য ফলস্য চ বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং তু সূক্ষ্মে কথিতে ধর্ম্মব্যাধেন ভারত।
ব্রাহ্মণঃ স পুনঃ সূক্ষ্মং পপ্রচ্ছ সুসমাহিতঃ ॥১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সত্ত্বস্য রজসশ্চৈব তমসশ্চ যথাতথম্।
গুণাংস্তত্ত্বেন মে ব্রূহি যথাবদিহ পৃচ্ছতঃ ॥২

ব্যাধ উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
এষাং গুণান্ পৃথক্ত্বেন নিবোধ গদতো মম ॥৩

মোহাত্মকং তমস্তেষাং রজ এষাং প্রবর্ত্তকম্।
প্রকাশবহুলত্বাচ্চ সত্ত্বং জ্যায় ইহোচ্যতে ॥৪

অবিদ্যাবহুলো মূঢ়ঃ স্বপ্নশীলো বিচেতনঃ।
দুর্দ্ধর্ষীকস্তমোধ্বস্তঃ সক্রোধস্তামসোঽলসঃ ॥৫

প্রবৃত্তবাক্যো মন্ত্রী চ যো নরাগ্র্যোঽনসূয়কঃ।
বিবিৎসমানো বিপ্রর্ষে শুক্লো মানী স রাজসঃ ॥৬

প্রকাশবহুলো ধীরো নির্বিবিৎসোঽনসূয়কঃ।
অক্রোধনো নরো ধীমান্ দান্তশ্চৈব ন সাত্ত্বিকঃ ॥৭

সাত্ত্বিকস্তুথ সম্বুদ্ধো লোকবৃত্তেন ক্লিশ্যতে।
যদা বুধ্যতি বোদ্ধব্যং লোকবৃত্তং জুগুপ্সতে ॥৮

বৈরাগ্যস্য চ রূপস্য পূর্ব্বমেব প্রবর্ত্ততে
মুহূর্ত্তমবজ্ঞাহঙ্কারঃ প্রণীতস্যার্জবঞ্চ যৎ ॥৯

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[তিন গুণের স্বরূপ ও ফলের বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভারত! ধর্ম্মব্যাধ যখন এইরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ বলিল, তখন ব্রাহ্মণও একাগ্রচিত্তে তাহাকে আরও সূক্ষ্ম কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যথার্থ স্বরূপ ও উহার কার্য্য কি? আমার এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান কর।২

ব্যাধ বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সেই তিন গুণ-সম্বন্ধে এখন বলিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।৩

এই তিন গুণের মধ্যে তমোগুণ হইতেছে মোহাত্মক অর্থাৎ মোহের উৎপাদক। রজোগুণ হইল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; আর সত্ত্বগুণ প্রকাশবহুল অর্থাৎ জ্ঞানোৎকর্ষজনক; এইজন্য উহা সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।৪

যাহার মধ্যে অজ্ঞানের বাহুল্য আছে যে মোহগ্রস্ত, অধিক নিদ্রালু, বিবেকশূন্য, অজিতেন্দ্রিয়, ক্রোধী ও অলস, তাহাকে তমোগুণসম্পন্ন বলিয়া জানিবে।৫

হে ব্রহ্মর্ষে! যে কথাপ্রধান প্রবৃত্তিমার্গের কথাবার্ত্তা বলে, পরামর্শ দানে কুশল, মানুষের মধ্যে অভিজাত, দোষদৃষ্টিশূন্য, সর্ব্বদাই কোন না কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত, অহঙ্কারী ও মানী, তাহাকে রাজস বলিয়া জানিবে।৬

যাহার মধ্যে জ্ঞানের উৎকর্ষ আছে, যে ধীর, বন্ধনমূলক নব নব কর্ম্মকরণেচ্ছারহিত, দোষদৃষ্টিশূন্য, অক্রোধী, জিতেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিমান্, তাহাকে সাত্ত্বিক পুরুষ বলিয়া জানিবে।৭

সাত্ত্বিক পুরুষ বিবেকী হওয়ায়, রজোগুণ ও তমোগুণের কার্য্যকৃত লৌকিক ব্যবহারের মধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া কষ্টভোগ করিতে চাহেন না; যখন তিনি জ্ঞাতব্য তত্ত্বকে জানিতে পারেন, তখন সাংসারিক বিষয়ে তিনি দুঃখ অনুভব করেন।৮

ততোঽন্তে সর্বদ্বন্দ্বানি প্রশাম্যন্তি পরস্পরম্।
ন চাস্য সংশয়ো নাম কশ্চিদ্ ভবতি কস্যচিৎ ॥১০
শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সমাঃ পূর্বমুপস্থিতাঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ ॥১১
আর্জবে বর্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে।
গুণাস্তে কীর্তিতাঃ সর্বে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে দ্বাদশাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১২

সাত্ত্বিক পুরুষের মধ্যে বৈরাগ্য পূর্ব হইতেই আবির্ভূত হয়; তাঁহার মধ্যে মৃদুতা, অহঙ্কারশূন্যতা, প্রসন্নতা ও সরলতা প্রভৃতি গুণগুলির আবির্ভাব হয়।৯

তাহার ফলে তাহার রাগদ্বেষাদি সকল দ্বন্দ্ব পরস্পর শান্ত হইয়া যায় এবং কোন বিষয়ে তিনি কখনও সংশয়াকুল হইয়া থাকেন না।১০

ব্রহ্মন্! শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি সদ্‌গুণের দ্বারা মানুষ অলঙ্কৃত হইতে পারে; তাহা হইলে সে ক্রমে ক্রমে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ত্বও প্রাপ্ত হয়।১১

যাহার মধ্যে সরলতা গুণটী সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; সে জাতিতে শূদ্র হইলেও তাহার মধ্যে গুণগত ব্রাহ্মণ্য আসিয়া উপস্থিত হয়; গুণসম্বন্ধে সব কথাই বলিলাম; এখন আপনি পুনরায় আর কি শুনিতে চাহেন?১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদ-বিষয়ক দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১২

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রাণবায়ুস্থিতিবর্ণনম্, পরমাত্মসাক্ষাৎকারস্যোপায়শ্চ।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।
পার্থিবং ধাতুমাসাদ্য শারীরোঽগ্নিঃ কথং ভবেৎ।
অবকাশবিশেষেণ কথং বর্তয়তেঽনিলঃ ॥১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
প্রশ্নমেতং সমুদ্দিষ্টং ব্রাহ্মণেন যুধিষ্ঠির।
ব্যাধস্তু কথয়ামাস ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥২

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

প্রাণবায়ুর স্থিতির বর্ণন এবং পরমাত্মসাক্ষাৎকারের উপায়।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—শরীরমধ্যস্থিত অগ্নিস্বরূপ প্রাণ পার্থিব ধাতুকে অবলম্বন করিয়া কিভাবে অবস্থান করে? এবং প্রাণবায়ু নাড়ীসমূহের দ্বিজপথে কিভাবে রস, রক্ত প্রভৃতি সঞ্চালন করে?১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্ন শুনিয়া ব্যাধ মহাত্মা ব্রাহ্মণকে বলিল।১

ব্যাধ উবাচ।

মূর্ধানমাশ্রিতো বহ্নিঃ শরীরং পরিপালয়ন্।
প্রাণো মূর্ধনি চাত্মৌ চ বর্ত্তমানো বিচেষ্টতে ॥৩

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ সর্বং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্।
জ্যেষ্ঠং তমেব ভূতানাং ব্রহ্মযোনিমুপাস্মহে ॥৪

স জন্তুঃ সর্বভূতাত্মা পুরুষঃ স সনাতনঃ।
মহান্ বুদ্ধিরহঙ্কারো ভূতানাং বিষয়শ্চ সঃ ॥৫

(অব্যক্তং সত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ কালঃ স চৈব হি।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব প্রাণ এষ বিশোত্তম ॥

জাগর্ত্তি স্বপ্নকালে চ স্বপ্নে স্বপ্নায়তে চ সঃ।
জাগ্রৎসু বলমাধত্তে চেষ্টৎসু চেষ্টয়ত্যপি ॥

তস্মিন্ বিনষ্টে বিপ্রেন্দ্র মৃত ইত্যভিধীয়তে।
ত্যক্ত্বা শরীরং ভূতাত্মা পুনরন্যৎ প্রপদ্যতে ॥)
এবং স্থিত স সর্বত্র প্রাণেন পরিপাল্যতে।
পৃষ্ঠতস্তু সমানেন ব্যাং ব্যাং গতিমুপাশ্রিতঃ ॥৬
বস্তিমূলং গুদঞ্চৈব পাবকং সমুপাশ্রিতঃ।
যদা মূত্রং পুরীষং বাপ্যমানঃ পরিবর্ত্ততে ॥৭
প্রযত্নে কর্মণি বলে স এষ হি বর্ত্ততে।
উদানমিতি তং প্রাহুর্ব্যাত্মবিদুষো জনাঃ ॥৮
সন্ধৌ সন্ধৌ সন্নিবিষ্টঃ সর্বেষ্বপি তথানিলঃ।
শরীরেষু মনুষ্যাণাং ব্যান ইত্যুপদিশ্যতে ॥৯
ধাতুষ্বগ্নিস্তু বিপ্রেন্দ্র স তু বায়ুসমীরিতঃ।
যদান্ ধাতূংশ্চ দেহঞ্চ তদান্ পরিধাবতি ॥১০

ব্যাধ বলিল,—প্রাণিশরীরের পরিপালনকারী অগ্নিস্বরূপ উদানবায়ু মস্তককে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে এবং মুখ্য প্রাণ মস্তক ও উদানবায়ু এই উভয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া সমস্ত শরীরে জীবনের সঞ্চার করত অবস্থান করিতেছে।৩

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন সমস্ত বস্তু প্রাণেই প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ প্রাণই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এজন্য পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই প্রাণের আমরা উপাসনা করিয়া থাকি।৪

সেই প্রাণই জীবের স্বরূপ, সর্বভূতের আত্মা, সনাতন পরম পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চভূতের কার্য্যস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ ও উহার বিষয়ের স্বরূপ।৫

(প্রাণই অব্যক্ত, সত্ত্ব, কাল ও জীব। প্রকৃতি ও পুরুষ প্রাণই। হে বিপ্রোত্তম। এই প্রাণ জাগ্রৎ-অবস্থায় জাগিয়া থাকে এবং স্বপ্নকালে স্বপ্নজগতের নির্মাণ করিয়া স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত চেষ্টা করিতে থাকে। এই প্রাণই জাগ্রৎকালে বলাধান করে, স্বয়ং চেষ্টাশীল হইয়া প্রাণীমাত্রে চেষ্টা উৎপাদন করে। হে বিপ্রেন্দ্র এই প্রাণের বিরোধ হইলে জীব মৃত বলিয়া অভিহিত হয় এবং মৃত্যুর পর এই প্রাণই শরীরান্তর পরিগ্রহ করে।)
এইরূপে জগতে সমস্ত প্রাণেরই স্থিতি এবং প্রাণের দ্বারাই সব পরিপালিত হয়। পরে এই প্রাণই যখন সমান বায়ুরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন নিজ পৃথক্ পৃথক্ গতি আশ্রয় করে।৬

মূত্রাধার, গুহ্যদেশ ও জাঠরাগ্নিকে আশ্রয় করিয়া এই প্রাণবায়ুই যখন মূত্র ও বিষ্ঠাকে বহন করে, তখন উহা অপানসংজ্ঞা লাভ করত বিচরণ করে।৭

সেই প্রাণবায়ু যখন প্রযত্ন (কর্ম করার চেষ্টা), কর্ম (উৎক্ষেপণ গমনাদি) এবং বল (ভারোদ্বোলনাদি)—এই তিনটি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন অধ্যাত্মবিৎ পুরুষগণ তাহাকে উদান বলেন।৮

এই প্রাণবায়ু যখন মনুষ্যশরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থলে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, তখন তাহাকে ব্যান বলা হয়।৯

ধাতুসমূহের মধ্যে যে জাঠরানল ব্যাপ্ত আছে, উহা এই প্রাণাদি বায়ুর সাহায্যে প্রজ্বলিত হইয়া

প্রাণানাং সন্নিপাতাত্তু সন্নিপাতঃ প্রজায়তে।
উষ্মা চাগ্নিরিতি জ্ঞেয়ো যোঽন্নং পচতি দেহিনাম্ ॥১১

সমানোদানয়োর্মধ্যে প্রাণাপানৌ সমাহিতৌ।
সমধিতস্তদধিষ্ঠানং সম্যক্ পচতি পাবকঃ ॥১২

অস্যাপি পায়ুপর্য্যন্তস্তথা স্যাদ্ গুদসংজ্ঞিতঃ।
স্রোতাংসি তস্মাজ্জায়ন্তে সর্বপ্রাণেষু দেহিনাম্ ॥১৩

অগ্নিবেগবহঃ প্রাণো গুদান্তে প্রতিহন্যতে।
স ঊর্ধ্বমাগম্য পুনঃ সমুৎক্ষিপতি পাবকম্ ॥১৪

পক্বাশয়বয়ো নাভ্যামূর্ধ্বমামাশয়ঃ স্থিতঃ।
নাভিমধ্যে শরীরস্থ প্রাণাঃ সর্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥১৫

প্রসৃতা গুদয়াৎ সর্বে তির্য্যগূর্ধ্বমধস্তথা।
বহন্ত্যন্নরসান্ নাড্যো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ ॥১৬

যোগিনামেষ মার্গস্তু যেন গচ্ছন্তি তৎ পরম্।
জিতক্লমাঃ সদা ধীরা মূর্ধন্যাত্মানমাদধুঃ।
এবং সর্বেষু বিহতো প্রাণাপানৌ হি দেহিষু ॥১৭
(তাবগ্নিসহিতৌ ব্রহ্মন্ বিদ্ধি বৈ প্রাণমাত্মনি।)
একাদশবিকারাত্মা কলাসম্ভারসম্ভৃতঃ।
মূর্তিমন্তং হি তং বিদ্ধি নিত্যং যোগজিতাত্মকম্ ॥১৮

তস্মিন্ যঃ সংস্থিতো হ্যগ্নিনিত্যং স্যাল্যামিবাহিতঃ।
আত্মানং তং বিজানীহি নিত্যং যোগজিতাত্মকম্ ॥১৯

অন্নাদি রস, শুক্রাদি, ধাতু, পিত্তাদি দোষ প্রভৃতি বস্তুকে পরিপক্ক করিতে থাকিয়া সমগ্র শরীরে দৌড়াইতে থাকে।১০

প্রাণাদি বায়ুর পরস্পর মিলনে এক সংঘর্ষ হয়, উহা হইতেই যে উত্তাপের উৎপত্তি হয়, উহাই জঠরাগ্নি। এই অগ্নি দেহধারী প্রাণিগণের ভক্ষিত অন্নাদির পাক করে।১১

সমান ও উদান বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু অবস্থান করে। উহাদের সন্নিধানে উৎপন্ন জঠরানল অন্নাদি পরিপাক করে এবং উহাদের রসে এই শরীর উত্তমরূপে পুষ্ট করে।১২

এই জঠরানলের স্থান নাভি হইতে পায়ু পর্য্যন্ত। এই পায়ুকেই গুদ বলে। এই গুদ হইতে দেহধারিগণের সমস্ত প্রাণে স্রোত (নাড়ীমার্গ) প্রকটিত হয়।১৩

জঠরাগ্নির বেগবহনকারী প্রাণ গুদের অন্তভাগে প্রতিহত হয়। পুনঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া জঠরাগ্নিকেও ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করে।১৪

নাভির নীচে পক্বাশয় (পক্বাশয়স্থান) এবং নাভির ঊর্দ্ধে আমাশয় (অপক্বাশয়স্থান) থাকে। শরীরস্থিত সমস্ত প্রাণ নাভিতেই অধিষ্ঠিত; সুতরাং নাভিই সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল।১৫

দশটি (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়) প্রাণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া হৃদয় হইতে নিঃসৃত নাড়ীসমূহ অন্ন ও রসসমূহ তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোদেশের সমস্ত শরীরে বহন করে।১৬

যোগিগণের জন্য প্রাণমার্গ হইতেছে সুষুম্না, ঐ মার্গেই পরতত্ত্বকে লাভ করা যায়। সমস্ত ক্লেশজয়কারী সমস্তাবয়ব বীর ব্যক্তিগণই সুষুম্না-মার্গে প্রাণকে সহজভাবে লইয়া পরমাত্মাকে দর্শন করেন। এইরূপে সমস্ত জীবের শরীরেই প্রাণ ও অপান ব্যাপ্ত আছে।১৭

(হে ব্রহ্মন্। এই প্রাণ ও অপান জঠরানলের সহিত বর্ত্তমান থাকে। এই প্রাণ আত্মাতেই অবস্থিত।) এই জীবাত্মা একাদশ ইন্দ্রিয়রূপ বিকারের সহিত যুক্ত, নিত্য ষোড়শকলা—(প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশাদি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য্য, তপ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোক ও নাম)-সম্পন্ন এবং দেহধারণকারী। এই আত্মা যোগবলে মন-বুদ্ধিকে নিজের অধীন করিয়া রাখেন। আত্মার সমস্ত এইরূপ জানিবে।১৮

দেবো যঃ সংস্থিতস্তস্মিন্ বিন্দুরিব পুষ্করে।
ক্ষেত্রজ্ঞং তং বিজানীহি নিত্যং যোগজিতাত্মকম্ ॥২০
জীবাত্মকানি জানীহি রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা।
জীবযাত্মগুণং বিদ্ধি তথাত্মানং পরাত্মকম্ ॥২১
অচেতনং জীবগুণং বদন্তি
স চেষ্টতে চেষ্টয়তে চ সর্ব্বম্।
ততঃ পরং ক্ষেত্রবিদো বদন্তি
প্রাকল্পয়দ্ যো ভুবনানি সপ্ত ॥২২
এবং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মা সম্প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া জ্ঞানবেদিভিঃ ॥২৩
চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম শুভাশুভম্।
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমানন্ত্যমশ্নুতে ॥২৪
লক্ষণং তু প্রসাদস্য যথা তৃপ্তঃ সুখং স্বপেৎ।
নিবাতে বা যথা দীপো দীপ্যেৎ কুশলদীপিতঃ ॥২৫
পূর্ব্বরাত্রে পরে চৈব যুঞ্জানঃ সততং মনঃ।
লঘ্বাহারো বিশুদ্ধাত্মা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥২৬
প্রদীপ্তেনেব দীপেন মনোদীপেন পণ্ডিতঃ।
দৃষ্ট্বাত্মানং নিরাত্মানং স তদা বিপ্রমুচ্যতে ॥২৭

যেমন স্থালীতে অগ্নিকে রাখা হয়, তেমনই উক্ত সমস্ত কলারূপ শরীরে আত্মা সদা অবস্থিত। আপনি এই আত্মাকে জানুন। এই আত্মা নিত্য এবং যোগবলে মন ও বুদ্ধিকে নিজ অধীনে রাখিয়াছেন।১৯

যেমন পদ্মপত্রে জল নির্লিপ্ত হইয়া অবস্থান করে, তেমনই আত্মাও অসঙ্গভাবে ষোড়শকলা-বিশিষ্ট শরীরে অবস্থান করেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ ও নিত্য বলিয়া জানিবেন। ইনি যোগবলে মন ও বুদ্ধিকে নিজ অধীনে রাখিয়াছেন।২০

সত্ত্ব (প্রকাশ), রজঃ (প্রবৃত্তি) ও তমোগুণ (মোহ) জীবাত্মারই অন্তঃকরণের বিকার; এই জীব-পরমাত্মার সহিত গুণ-গুণীর ন্যায় অভিন্ন। এইরূপে আত্মস্বরূপ অবগত হউন।২১

অচেতন শরীরাদিকে জীবের গুণ অর্থাৎ ভোগ্য বলা হইয়াছে। শরীরের মধ্যে অবস্থান করত জীব নিজে চেষ্টাযুক্ত হইয়া শরীরাদি সকলকে চেষ্টিত করে। যিনি সপ্ত ভুবনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।২২

এইরূপে সমস্ত প্রাণীর আত্মস্বরূপ পরমাত্মা সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন। জ্ঞানী-গণ শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন।২৩

চিত্তের চরম প্রসাদ হইতে অর্থাৎ পবিত্রতা হইতে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী পুরুষ শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মকে নাশ করেন। যাঁহাদের অন্তঃকরণ প্রসন্ন (পবিত্র), তাঁহারা নিজ আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করত ব্রহ্মানন্দস্বরূপ অনন্ত সুখ অনুভব করেন।২৪

ভোজনাদির দ্বারা তৃপ্ত পুরুষ যেমন নিদ্রিত অবস্থায় পরম আনন্দ অনুভব করে এবং যেমন বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত দীপ নির্ব্বিঘ্নে জ্বলিতে থাকে, তেমনই লক্ষণ চিত্তের প্রসন্নতার অর্থাৎ প্রসন্নচিত্ত পুরুষও সদাই নির্ব্বাধায় ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন।২৫

যোগলাভেচ্ছু মানুষ মিতাহারী হইয়া চিত্তকে বিশুদ্ধ করত রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে স্বীয় মনকে পরমাত্মার চিন্তনে নিযুক্ত রাখিবে। যে এইভাবে নিরন্তর হৃদয়ে পরমাত্মার ধ্যান করিবে, তাহাতে সেই ব্যক্তি প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় প্রকাশমান নিজ মনোরূপ প্রদীপের দ্বারা হৃদয়ে নিরাকার পরমাত্মার দর্শন করত সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।২৬-২৭

সর্বোপায়ৈস্তু লোভস্য ক্রোধস্য চ বিনিগ্রহঃ।
এতৎ পবিত্রং লোকানাং তপো বৈ সংক্রমো মতঃ ॥২৮

নিত্যং ক্রোধাৎ তপো রক্ষেদ্ ধর্মং রক্ষেচ্চ মৎসরাৎ।
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্মানং তু প্রমাদতঃ ॥২৯

আনৃশংস্যং পরো ধর্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলম্।
আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং সত্যং ব্রতপরং ব্রতম্ ॥৩০

সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যং জ্ঞানং হিতং ভবেৎ।
যদ্ ভূতহিতমত্যন্তং তদ্ বৈ সত্যং পরং মতম্ ॥৩১

যস্য সর্বে সমারম্ভা নিরাশীর্বন্ধনাঃ সদা
ত্যাগে যস্য হুতং সর্বং স ত্যাগী স চ বুদ্ধিমান্ ॥৩২

যতো ন গুরবপ্যেনং জাবয়েয়ুরপাদয়েৎ
তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মণো যোগং বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥৩৩

ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।
নেদং জীবিতমাসাদ্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ ॥৩৪

আকিঞ্চন্যং সুসন্তোষো নিষ্কামত্বমচাপলম্।
এতদেব পরং জ্ঞানং সদাত্মজ্ঞানমুত্তমম্ ॥৩৫

পরিগ্রহং পরিত্যজ্য ভবেদ্ বুদ্ধ্যা ব্যবস্থিতঃ।
অশোকং স্থানমাস্থিত্য নিশ্চলং প্রেত্য চেহ চ ॥৩৬

তপোনিত্যেন দান্তেন মুনিনা সংযতাত্মনা।
অন্বিষ্টং ব্রহ্মকামেন ভাব্যং সর্বেন্দ্রিয়ৈরপি ॥৩৭

সর্বপ্রকারে লোভ ও ক্রোধের সংযমই চিত্তের পবিত্রতা সম্পাদনের প্রধান উপায় এবং এসমস্তের উহাই সকলের পরম তপস্যা এবং উহার অবসানে উত্তীর্ণ হইবার সেতু বলিয়া মনে করি।২৮

সর্বদাই তপস্যাকে ক্রোধ হইতে, ধর্মকে মাৎসর্য্য হইতে, মান ও অপমান হইতে বিদ্যাকে এবং নিজেকে প্রমাদ হইতে রক্ষা করিবে।২৯

অনৃশংসতাই পরম ধর্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান এবং সত্যভাষণই পরম ব্রত।৩০

সত্য বলাই শ্রেয়স্কর এবং সত্যজ্ঞানই যথার্থ হিতকারী। যাহা সর্বপ্রাণীর অত্যন্ত হিতকর, তাহাই সত্য বলিয়া জানিবে।৩১

যাহার সমস্ত কর্মই ফলকামনার বন্ধন হইতে মুক্ত এবং যে ত্যাগরূপ অগ্নিতে সর্বস্ব আহুতি দিয়াছে, সেই যথার্থ ত্যাগী এবং বুদ্ধিমান্।৩২

সেইজন্য মৃত্যুসংসার হইতে বিমুক্তকারী যোগ নামে অভিহিত এই ব্রহ্মযোগ স্বয়ং অবগত হইবে এবং সম্পাদন করিবে। আবার গুরুদত্ত এই বিদ্যা অযোগ্য শিষ্যকে উপদেশ করিবে না।৩৩

কোন প্রাণীকেই হিংসা করিবে না, সর্বপ্রাণীর প্রতিই মৈত্রীভাবাপন্ন হইবে এবং এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করত কখনও কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না।৩৪

অকিঞ্চনতা (কোন বস্তুর সংগ্রহ না করা), সুসন্তোষ, নিষ্কামতা এবং চাপল্যশূন্যতা—এইগুলি আত্মজ্ঞান লাভের উত্তম সাধন।৩৫

পরিগ্রহ পরিত্যাগ করত ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত শোকরহিত পরম ধাম লাভ করিবার জন্য বুদ্ধির দ্বারা মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিবে।৩৬

তপস্যানিরত, জিতেন্দ্রিয় ও জিতাত্মা মুনি অন্বিষ্ট সেই পরম তত্ত্বকে জয় করিবার জন্য আসক্তিজনক সকল ভোগ্যবিষয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করত অনাসক্তভাবে অবস্থান করিবে।৩৭

তপাগুণমনাসঙ্গমেককার্য্যমনন্তরম্।
এতদ্ তদ্ ব্রহ্মণো বৃত্তমাহুরেকপদং সুখম্ ॥৩৮
পরিত্যজতি যো দুঃখং সুখং চাপ্যুভয়ং নরঃ।
ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি যোঽত্যন্তমনঙ্গেন চ গচ্ছতি ॥৩৯
যথাশ্রুতমিদং সর্বং সমাসেন দ্বিজোত্তম।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে ত্রয়োদশাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৩

যাহা গুণের মধ্যে অবস্থান করিয়াও গুণ-রহিত, যাহা সদা সর্ব্বসঙ্গশূন্য, যাহা একমাত্র অন্তরাত্মা দ্বারাই সাধ্য এবং যাহার উপলব্ধিতে অবিদ্যা ব্যতীত অন্য ব্যবধান নাই, উহাই ব্রহ্মের অদ্বিতীয় নিত্য সিদ্ধপদ ও উহাই নিরতিশয় সুখ ।৩৮

যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়কেই পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই অনন্ত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। অনাসক্তি দ্বারাও ঐ পদ লাভ করা যায় ।৩৯

হে দ্বিজোত্তম। আমি তত্ত্বসম্বন্ধে যাহা গুরু-মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সবই সংক্ষেপে আপনাকে বলিলাম। আপনি আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন ?৪০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদবিষয়ক ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২১৩

চতুর্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মাতাপিত্রোঃ সেবায়া দিগ্‌দর্শনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সঙ্কথিতে কৃৎস্নে মোক্ষধর্মে যুধিষ্ঠির।
দৃঢ়প্রীতমনা বিপ্রো ধর্মব্যাধমুবাচ হ ॥১
ন্যায়যুক্তমিদং সর্বং ভবতা পরিকীর্তিতম্।
ন ত্বেবাত্রাধিকং কিঞ্চিদ্ ধর্মেষ্বিহ হি দৃশ্যতে ॥২

ব্যাধ উবাচ।

প্রত্যক্ষং মম যো ধর্মস্তং চ পশ্য দ্বিজোত্তম।
যেন সিদ্ধিরিয়ং প্রাপ্তা ময়া ব্রাহ্মণপূজয়া ॥৩
উত্তিষ্ঠ ভগবন্ ক্ষিপ্রং প্রবিশ্যাভ্যন্তরং গৃহম্।
দ্রষ্টুমর্হসি ধর্মজ্ঞ মাতরং পিতরঞ্চ মে ॥৪

চতুর্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মাতৃ-পিতৃসেবায় দিগ্‌দর্শন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! যখন ধর্মব্যাধ এইরূপে সেই ব্রাহ্মণের নিকট সমস্ত মোক্ষধর্ম্ম বর্ণনা করিল, তখন ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন ।১

তুমি আমাকে যাহা বলিলে, তাহা সবই যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছ। মনে হয়, এসংসারে ধর্ম্মসম্বন্ধে তোমার অজ্ঞাত কোন কিছুই নাই ।২

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজোত্তম। আমার যাহা প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম, তাহা আপনি দর্শন করুন। হে

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স প্রবিশ্যাথ দদর্শ পরমাচিতম্।
সৌধং হৃদ্যং চতুঃশালমতীব চ মনোরমম্ ॥৫
দেবতাগৃহসঙ্কাশং দৈবতৈশ্চ সুপূজিতম্।
শয়নাসনসম্বাধং গন্ধৈশ্চ পরমৈর্যুতম্ ॥৬
তত্র শুক্লাম্বরধরৌ পিতরাবস্য পূজিতৌ।
কৃতাহারৌ তু সন্তুষ্টাবুপবিষ্টৌ বরাসনে।
ধর্ম্মব্যাধস্তু তৌ দৃষ্ট্বা পাদেষু শিরসাপতৎ ॥৭

বৃদ্ধাবূচতুঃ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মস্ত্বামভিরক্ষতু।
প্রীতৌ স্বস্তব শৌচেন দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি ॥৮

গতিমিষ্টাং তপো জ্ঞানং মেধাঞ্চ পরমাং গতঃ।
সৎপুত্রেণ ত্বয়া পুত্র নিত্যং কালে সুপূজিতৌ ॥৯

(সুখমাবাং বসাবোঽত্র দেবলোকগতাবিব।)
ন তেঽস্ত্যদ্য দৈবতং কিঞ্চিদ্ দৈবতেষ্বপি বর্ত্ততে।
প্রযতত্বাদ্ বিজাতীনাং দমেনাপি সমন্বিতঃ ॥১০

পিতুঃ পিতামহা যে চ তথৈব প্রপিতামহাঃ।
প্রীতাস্তে সততং পুত্র দমেনাবাঞ্চ পূজয়া ॥১১

মনসা কর্ম্মণা বাচা শুশ্রূষা নৈব হীয়তে।
ন চাল্পা হি তথা বুদ্ধির্দৃশ্যতে সাম্প্রতং তব ॥১২

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। আমি যাহার দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ করিয়াছি।৩

হে ভগবন্! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ, অতএব আপনি উঠুন এবং শীঘ্র আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার প্রত্যক্ষ ধর্ম্মস্বরূপ মাতা ও পিতাকে দর্শন করুন।৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্যাধ এইরূপ বলিলে ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করত দেখিলেন—একটি অত্যন্ত সুন্দর পরিষ্কৃত গৃহ, উহার দেওয়ালগুলি চূণকাম করা। উহাতে চারিটি বৃহৎ কক্ষ আছে। ঐ গৃহ অতীব মনোরম এবং মনে হইতেছে যেন ইহা দেবতার নিবাসস্থান। ঐ গৃহ দেবগণও সমাদর করেন। উহার একদিকে শয়নের শয্যা ও অন্যদিকে বসিবার জন্য আসন পাতা ছিল। সেখানে ধূপ, চন্দনাদির উত্তম গন্ধ প্রবাহিত হইতেছিল।৫-৬

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, গৃহাভ্যন্তরে শুক্লাম্বরধারী তাঁহার পিতা ও মাতা পূজিত হইয়া আহারের অনন্তর সন্তুষ্টচিত্তে একটি উত্তম আসনে উপবিষ্ট আছেন; ব্যাধ তখন তাঁহার পিতা-মাতাকে দেখিয়াই তাঁহাদের চরণতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।৭

তখন তাঁহার বৃদ্ধ পিতা-মাতা (স্নেহভরে) বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! উঠ, উঠ; আমরা তোমার শুদ্ধ সেবায় খুবই সন্তুষ্ট; ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন; তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর।৮

তুমি অভীষ্ট গতি, তপস্যা, জ্ঞান ও উত্তম মেধা প্রাপ্ত হইয়াছ। পুত্র! তুমি আমাদের সৎপুত্র। তুমি নিত্য যথাকালে নিয়মপূর্ব্বক আমাদের সেবা করিয়া থাক।৯

(আমরা তোমার সেবায় এই গৃহে দেবলোকের সুখ অনুভব করিতেছি।) তুমি দেবতাগণের মধ্যে আমাদের উভয়কে শ্রেষ্ঠ দেবতাবোধে সেবা কর। আমরা ব্যতীত তোমার অন্য কোন দেবতা নাই। তুমি ইন্দ্রিয়ের সংযমের দ্বারা মনকে পবিত্র করিয়া ব্রাহ্মণের সংযমের তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছ।১০

পুত্র! আমার পিতার পিতামহ ও প্রপিতামহগণও তোমার ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা সদা প্রসন্ন আছেন এবং আমরা উভয়েই তোমার সেবা-পূজাদ্বারা খুবই সন্তুষ্ট।১১

জামদগ্ন্যেন রামেণ যথা বৃদ্ধৌ সুপূজিতৌ।
তথা ত্বয়া কৃতং সর্বং তদ্বিশিষ্টঞ্চ পুত্রক ॥১৩

ততস্তং ব্রাহ্মণং তাভ্যাং ধর্মব্যাধো ন্যবেদয়ৎ।
তৌ স্বাগতেন তং বিপ্রমর্চয়ামাসতুস্তদা ॥১৪

প্রতিপূজ্য চ তাং পূজাং দ্বিজঃ পপ্রচ্ছ তাবুভৌ।
সুপুত্রাভ্যাং সভৃত্যাভ্যাং কচ্চিদ্ বাং কুশলং গৃহে ॥
অনাময়ঞ্চ বাং কচ্চিৎ সদৈবেহ শরীরয়োঃ ॥১৫

বৃদ্ধাবূচতুঃ।
কুশলং নৌ গৃহে বিপ্র ভৃত্যবর্গে চ সর্বশঃ।
কচ্চিৎ ত্বমপ্যবিঘ্নেন সম্প্রাপ্তো ভগবন্নিতি ॥১৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
বাঢ়মিত্যেব তৌ বিপ্রঃ প্রত্যুবাচ মুদান্বিতঃ।
ধর্মব্যাধো নিরীক্ষ্যাথ ততস্তং বাক্যমব্রবীৎ ॥১৭

ব্যাধ উবাচ।
পিতা মাতা চ ভগবন্নেতৌ মদ্দৈবতং পরম্।
যদ্ দৈবতেভ্যঃ কর্তব্যং তদেতাভ্যাং করোম্যহম্ ॥১৮
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ যথা দেবাঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ।
সম্পূজ্যাঃ সর্বলোকস্য তথা বৃদ্ধাবিমৌ মম ॥১৯
উপহারানাহরন্তো দেবতানাং যথা দ্বিজাঃ।
কুর্বন্তি তদ্বদেতাভ্যাং করোম্যহমতন্দ্রিতঃ ॥২০
এতৌ মে পরমং ব্রহ্মন্ পিতা মাতা চ দৈবতম্।
এতৌ পুষ্পৈঃ ফলৈ রন্নৈস্তোষয়ামি সদা দ্বিজ ॥২১

তুমি মন, বাণী ও ক্রিয়াদ্বারা তখনও আমাদের উভয়ের সেবা পরিত্যাগ কর নাই। এখনও তোমার বুদ্ধি আমাদের সেবায় প্রতিকূল নয়—দেখিতেছি।১২

পুত্র। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম যেমন বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার চেয়েও অধিক সেবা আমাদের করিতেছ।১৩

তারপর ধর্মব্যাধ নিজ পিতা-মাতার নিকট সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় করিয়া দিল; তখন তাহার পিতা-মাতা স্বাগত অভ্যর্থনার দ্বারা ব্রাহ্মণের অর্চনা করিলেন।১৪

ব্রাহ্মণ তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা দুইজনে এই গৃহে সুপুত্র ও ভৃত্যগণের সহিত কুশলে আছেন ত? আপনাদের শরীরে সদা নীরোগতা আছে ত?১৫

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এই গৃহে আমাদের ও আমাদের ভৃত্যবর্গের সকলেরই কুশল। হে ভগবন্! আপনি এখানে নির্বিঘ্নেই আগমন করিয়াছেন ত?১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রাহ্মণ তখন প্রসন্নচিত্তে তাঁহাদের কথায় 'হাঁ' বলিয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন ধর্মব্যাধ ব্রাহ্মণের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল।১৭

হে ভগবন্! পিতা ও মাতাই আমার নিকট পরম দেবতা। দেবতাগণের যেরূপে অর্চনা করিতে হয়, আমি ইঁহাদেরও সেইরূপে অর্চনা করিয়া থাকি।১৮

ইন্দ্রাদি যে তেত্রিশটি* দেবতাকে সকল লোক যেমন পূজা করে, আমি এই বৃদ্ধ পিতা-মাতাকেও সেইরূপে অর্চনা করিয়া থাকি।১৯

যেমন ব্রাহ্মণগণ উপহারসমূহ সংগ্রহ করত দেবতাগণের পূজা করিয়া থাকেন, আমিও নিরলসভাবে সেইরূপে ইঁহাদের জন্য উপহার সংগ্রহ করত পূজা করিয়া থাকি।২০

---

* আট বসু, এগারো রুদ্র, বারো আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি—এই তেত্রিশটি দেবতা।

এতাবেবাগ্রয়ো মহ্যং যান্ বদন্তি মনীষিণঃ।
যজ্ঞা বেদাশ্চ চত্বারঃ সর্বমেতৎ ময় দ্বিজ ॥২২
এতদর্থং মম প্রাণা ভার্য্যা পুত্রঃ সুহৃজ্জনঃ।
সপুত্রদারঃ শুশ্রূষাং নিত্যমেব করোম্যহম্ ॥২৩
স্বয়ঞ্চ স্নাপয়াম্যেতৌ তথা পাদৌ প্রধাবয়ে।
আহারঞ্চ প্রযচ্ছামি স্বয়ঞ্চ দ্বিজসত্তম ॥২৪
অনুকূলং তথা বচ্মি বিপ্রিয়ং পরিবর্জয়ে।
অধর্মেণাপি সংযুক্তং প্রিয়মাভ্যাং করোম্যহম্ ॥২৫
ধর্মমেব গুরুং জ্ঞাত্বা করোমি দ্বিজসত্তম।
অতন্দ্রিতঃ সদা বিপ্র শুশ্রূষাং বৈ করোম্যহম্ ॥২৬

পঞ্চৈব গুরবো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য বুভূষতঃ।
পিতা মাতাগ্নিরাত্মা চ গুরুশ্চ দ্বিজসত্তম ॥২৭
এতেষু যস্তু বর্তেত সম্যগেব দ্বিজসত্তম।
ভবেদুরগ্নয়স্তস্য পরিচর্যাসু নিত্যশঃ।
গার্হস্থ্যে বর্ত্তমানস্য এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৪

হে ব্রহ্মন্! পিতা ও মাতাই আমার নিকট পরম দেবতা। দ্বিজ! আমি পুষ্প, ফল ও রত্নসমূহের দ্বারা সদা ইঁহাদের তুষ্টিবিধান করিয়া থাকি।২১

হে দ্বিজ! বিদ্বান্ পুরুষগণ যে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণনামক তিনটি অগ্নির কথা বলেন, এই পিতা-মাতাই আমার সেই অগ্নিত্রয়, ইঁহারাই আমার নিকট যজ্ঞ ও চারি বেদস্বরূপ।২২

আমার প্রাণ, স্ত্রী, পুত্র ও সুহৃদ্‌বর্গ—সবই ইঁহাদের জন্য; এমন কি স্ত্রী ও পুত্রের সহিত আমি নিত্যই ইঁহাদের সেবা করিয়া থাকি।২৩

হে দ্বিজোত্তম! আমি নিজে ইঁহাদের স্নান করাই এবং আমি ইঁহাদের চরণ প্রক্ষালন করি। (আমি স্বয়ং অর্চনা করিয়া থাকি এবং) আমি স্বহস্তে ইঁহাদিগকে আহার্যদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকি।২৪

আমি ইঁহাদের অনুকূল কথাই বলি এবং প্রতিকূল কথা সর্বথাই বর্জন করি। ইঁহাদের প্রিয় হইবে বুঝিলে আমি অধর্ম করিয়াও তাহা সম্পাদন করি।২৫

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পিতামাতার সেবারূপ ধর্মই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া উহা পালন করি। ব্রহ্মন্! আমি এইরূপে সদা অনলসভাবে ইঁহাদের শুশ্রূষা করিয়া থাকি।২৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! উন্নতিকামী পুরুষের পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা এবং আচার্য্য—এই পাঁচজনই গুরু।২৭

হে দ্বিজোত্তম! এই পঞ্চ গুরুর সেবা যে সম্যক্‌প্রকারে করে, সে অগ্নিহোত্রাদি না করিলেও অগ্নি পরিচর্যার ফল লাভ করে। গৃহস্থের পক্ষে ইহাই সনাতন ধর্ম।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদবিষয়ক চতুর্দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১৪

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্মব্যাধস্য কৌশিকব্রাহ্মণায় মাতাপিত্রোঃ সেবায়া উপদেশদানম্, নিজপূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তং কথয়িত্বা ব্যাধকুলে জন্মলাভস্য কারণবর্ণনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

গুরূং নিবেদ্য বিপ্রায় তৌ মাতাপিতরাবুভৌ।
পুনরেব স ধর্ম্মাত্মা ব্যাধো ব্রাহ্মণমব্রবীৎ ॥১

প্রবৃত্তচক্ষুর্জাতোঽস্মি দর্শনাৎ তপসো বলম্।
যদার্থমুক্তোঽসি তয়া গচ্ছ ত্বং মিথিলামিতি ॥২

পতিশুশ্রূষণরয়া দান্তয়া সত্যশীলয়া।
মিথিলায়াং বসেদ্ ব্যাধঃ স তে ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যতি ॥৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

পতিব্রতায়াঃ সত্যায়াঃ শীলাঢ্যায়া মহাব্রত।
সংস্মৃত্য বাক্যং ধর্ম্মজ্ঞ গুণবানসি মে মতঃ ॥৪

ব্যাধ উবাচ।

যৎ ত্বয়া স্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তয়োক্তো মাং প্রতি প্রভো।
দৃষ্টমেব তয়া সম্যগেকপত্ন্যা ন সংশয়ঃ ॥৫

স্বনুগ্রহবুদ্ধ্যা তু দ্বিজেন্দ্রত্বং দর্শিতং ময়া।
বাক্যং চ শৃণু মে তাত যৎ তে বক্ষ্যে হিতং দ্বিজ ॥৬

ত্বয়া বিনিকৃতা মাতা পিতা চ দ্বিজসত্তম।
অনিস্পৃষ্টোঽসি নিষ্ক্রান্তো গৃহাৎ ত্বাভ্যাননিন্দিত ॥৭

বেদোচ্চারণকার্য্যার্থমনুজ্ঞং তৎ ত্বয়া কৃতম্।
তব শোকেন বৃদ্ধৌ তাবন্ধীভূতৌ তপস্বিনৌ ॥৮

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ধর্ম্মব্যাধকর্ত্তৃক কৌশিক ব্রাহ্মণকে মাতৃ-পিতৃ-সেবার উপদেশ প্রদান এবং নিজ পূর্ব্ব-জন্মের বৃত্তান্ত বলিয়া ব্যাধকুলে জন্ম লাভের কারণবর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের নিকট নিজ মাতা-পিতারূপ দুই গুরুজনকে দর্শন করাইয়া এবং তাঁহাদের সেবা করার কথা বলিয়া পুনরায় সেই ব্রাহ্মণকে বলিল।১

হে বিপ্র! এই পিতা-মাতার সেবাই আমার তপস্যা; এই তপস্যার ফলেই আমি এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছি; যাহার দ্বারা সেই পতিশুশ্রূষা-পরায়ণা, জিতেন্দ্রিয়া ও সত্যস্বভাবা পতিব্রতা দেবী যে আপনাকে বলিয়াছেন, "যান, মিথিলায় এক ধর্ম্মব্যাধ বাস করে, সে আপনাকে ধর্ম্ম-উপদেশ করিবে"—ইহা আমি এখানে বসিয়াই জানিতে পারিয়াছি।২-৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে উত্তমব্রতপালনতৎপর ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ! সেই উত্তম চরিত্রব্রতী সত্যনিষ্ঠা পতিব্রতার বাক্য স্মরণ করিয়া আমি তোমাকে সদ্‌গুণবান্ বলিয়া মনে করিতেছি।৪

ব্যাধ বলিল,—হে প্রভাবশালী দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই পতিব্রতা দেবী আমার বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি পতিব্রতার কৃপায় স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিলেন; সুতরাং তাঁহার সেই কথা যে সত্য—ইহাতে সংশয় নাই।৫

হে দ্বিজবর! আপনাকে অনুগ্রহ করিবার মানসেই আমি এইসব বিষয় আপনাকে দেখাইলাম। হে ব্রহ্মন্! আপনার হিতকর আরও কয়েকটি কথা বলিব, তাহা আপনি তাহা শ্রবণ করুন।৬

হে দ্বিজবর! আপনি পিতা-মাতাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। অনিন্দিত ব্রাহ্মণ! তাঁহাদের অনুমতি না লইয়াই আপনি বেদাধ্যয়নে বহির্গত হইয়াছিলেন। ইহা আপনার পক্ষে অনুচিত হইয়াছে। আপনার শোকে সেই তপস্বী বৃদ্ধ পিতা ও মাতা অন্ধ হইয়াছেন।৭-৮

তৌ প্রসাদয়িতুং গচ্ছ মা ত্বাং ধর্ম্মোঽত্যগাদয়ম্।
তপস্বী ত্বং মহাত্মা চ ধর্ম্মে চ নিরতঃ সদা ॥৯

সর্ব্বমেতদপার্থং তে কিপ্রং তৌ সম্প্রসাদয়।
শ্রদ্দধস্ব মম ব্রাহ্মন্ নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি।
গম্যতামদ্য বিপ্রর্ষে শ্রেয়স্তে কথয়াম্যহম্ ॥১০

ব্রাহ্মণ উবাচ

যদেতদুক্তং ভবতা সর্ব্বং সত্যমসংশয়ম্।
প্রীতোঽস্মি তব ভদ্রং তে ধর্ম্মাচারগুণান্বিত ॥১১

ব্যাধ উবাচ।

দৈবতপ্রতিমো হি ত্বং ত্বত্তঃ ধর্ম্মমনুব্রতঃ।
পুরাণং শাশ্বতং দিব্যং দুষ্প্রাপ্যমকৃতাত্মভিঃ ॥১২

আপনি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য গৃহে ফিরিয়া যান; পিতা ও মাতার শুশ্রূষা-রূপ ধর্ম্ম আপনাকে ত্যাগ না করুক—ইহাই আমি চাই; আপনি তপস্বী, মহাত্মা এবং সদাই ধর্ম্মে নিরত আছেন।৯

তাঁহাদের অসন্তোষে আপনার সমস্ত তপস্যা বিফল হইবে; সুতরাং আপনি শীঘ্রই তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করুন; আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন; হে ব্রহ্মর্ষে। আপনি আজই গৃহে যান, আপনার শ্রেয়স্কর কথাই আমি বলিতেছি।১০

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি যাহা বলিলে, তাহা সবই নিঃসংশয়ে সত্য। তুমি ধর্ম্ম, সদাচার ও নানা সদ্‌গুণে ভূষিত; আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি; তোমার কল্যাণ হউক।১১

ব্যাধ বলিল,—আপনি নিত্যই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তনকারী; সুতরাং আপনি দেবতুল্য পুরুষ। অজিতাত্মা পুরুষ কখনও সেই দুষ্প্রাপ্য দিব্য শাশ্বত পুরাণ বস্তু লাভ করিতে পারে না।১২

মাতাপিত্রোঃ সকাশং হি গত্বা ত্বং দ্বিজসত্তম।
অতন্দ্রিতঃ কুরু ক্ষিপ্রং মাতাপিত্রোর্হি পূজনম্।
অতঃ পরতরং ধর্ম্মং নান্যং পশ্যামি কঞ্চন ॥১৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইহাহমাগতো দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা মে সঙ্গতং ত্বয়া।
ঈদৃশা দুর্লভা লোকে নরা ধর্ম্মপ্রদর্শকাঃ ॥১৪

একো নরসহস্রেষু ধর্ম্মবিদ্ বিদ্যতে ন বা।
প্রীতোঽস্মি তব সত্যেন ভদ্রং তে পুরুষর্ষভ ॥১৫

পতমানোঽদ্য নরকে ত্বয়াস্মি সমুদ্ধৃতঃ।
ভবিতব্যমথৈবঞ্চ যদ্ দৃষ্টোঽসি ময়ানঘ ॥১৬

রাজা যযাতির্দেবৈর্হি পতিতস্ত্রিদিবো যথা।
সদ্ভিঃ পুরুষশার্দ্দূল তথাহং ভবতা বিভঃ ॥১৭

হে দ্বিজোত্তম! মাতা-পিতার নিকট গমন করত আপনি অনলসভাবে শীঘ্র তাঁহাদের পূজায় নিরত হউন। আমি ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন ধর্ম্ম দেখিতে পাইতেছি না।১৩

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি সৌভাগ্যবশতঃই এখানে আসিয়াছি এবং সৌভাগ্যবশতঃই তোমার সঙ্গলাভ করিয়াছি। তোমার ন্যায় ধর্ম্মমার্গ-প্রদর্শক লোক জগতে দুর্লভ।১৪

সহস্রের মধ্যে একজনও যথার্থ ধর্ম্মবিদ্ আছে কিনা ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা সন্দেহ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। আমি তোমার সত্যনিষ্ঠায় খুবই প্রীত হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক।১৫

নিষ্পাপ। আমি নরকে পতিত হইতেছিলাম, তুমি আমাকে সেই পতন হইতে উদ্ধার করিয়াছ। এইরূপে তোমার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎকার হইল, তখন অবশ্যই তোমার উপদেশানুসারে আমার ভবিষ্যতে সবকিছুই কল্যাণময় হইবে।১৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যযাতি যেমন সৎস্বভাব দৌহিত্রগণের দ্বারা স্বর্গ হইতে পতিত অবস্থায়

মাতাপিতৃভ্যাং শুশ্রূষাং করিষ্যে বচনাৎ তব।
নাকৃতাত্মা বেদয়তি ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়ম্ ॥১৮

দুর্জ্ঞেয়ঃ শাশ্বতো ধর্মঃ শূদ্রযোনৌ হি বর্ত্ততে।
ন ত্বাং শূদ্রসমং মন্যে ভবিতব্যং হি কারণম্ ॥১৯

যেন কর্মবিশেষেণ প্রাপ্তোঽসি শূদ্রতাং ত্বয়া।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং তত্ত্বেন হি মহামতে।
কাময়া ব্রূহি মে সর্বং সত্যেন প্রযতাত্মনা ॥২০

ব্যাধ উবাচ।

অনতিক্রমণীয়া বৈ ব্রাহ্মণা মে দ্বিজোত্তম।
শৃণু সর্বমিদং বৃত্তং পূর্বদেহে মমানঘ ॥২১

অহং হি ব্রাহ্মণঃ পূর্বমাসং দ্বিজবরাত্মজঃ।
বেদাধ্যায়ী সকুশলো বেদাঙ্গানাঞ্চ পারগঃ ॥২২

আত্মদোষকৃতৈর্ব্রহ্মন্বধ্যামাপ্তবানিমাম্।
কশ্চিদ্ রাজা মম সখা ধনুর্বেদপরায়ণঃ ॥২৩

সংসর্গাদ্ ধনুষি শ্রেষ্ঠস্ততোঽহমভবং দ্বিজ।
এতস্মিন্নেব কালে তু মৃগয়াং নির্গতো নৃপঃ ॥২৪

সহিতো যোধমুখ্যৈশ্চ মন্ত্রিভিশ্চ সুসংবৃতঃ।
ততোঽহমগ্মন্ মৃগাংস্তত্র সুবহূনাশ্রমং প্রতি ॥২৫

অথ ক্ষিপ্তঃ শরো ঘোরো ময়াপি দ্বিজসত্তম।
তাড়িতশ্চ ঋষিস্তেন শরেণানতপর্বণা ॥২৬

ভূমৌ নিপতিতো ব্রহ্মন্ বাচ প্রতিনাদয়ন্।
নাপরাধ্যাম্যহং কিঞ্চিৎ কেন পাপমিদং কৃতম্ ॥২৭

মদ্বানস্তং মৃগং চারং সম্প্রাপ্তঃ সহসা প্রভো।
অপশ্যং তমৃষিং বিদ্ধং শরেণানতপর্বণা ॥২৮

উদ্ধার পাইয়াছিলেন, আমিও তেমনই তোমার দ্বারা উদ্ধার পাইলাম।১৭

আমি তোমার কথায় মাতা-পিতার শুশ্রূষা অবশ্যই করিব। অকৃতাত্মা পুরুষ ধর্ম ও অধর্ম-বিষয়ে নির্ণয় কি তাহা জানিতে পারে না।১৮

এই সনাতন ধর্ম—উহার স্বরূপ বুঝা অত্যন্ত কঠিন, শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন মনুষ্যমধ্যেও ইহা বিদ্যমান আছে। কিন্তু আমি তোমাকে শূদ্র মনে করিতে পারিতেছি না; তোমার এই শূদ্রযোনিতে জন্মলাভের মূলে বিশেষ কোন কারণ আছে।১৯

মহামতে! যে কর্মবশে তুমি শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আমি জানিতে চাই; তুমি সত্যবাক্ ও জিতাত্মা পুরুষ; তুমি যথাযথভাবে তাহা আমাকে বল।২০

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজোত্তম! ব্রাহ্মণের বাক্য অনতিক্রমণীয়। হে অনঘ! আমার পূর্বজন্মের দেহের দ্বারা যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছে, আমি তাহা বলিতেছি—শ্রবণ করুন।২১

আমি পূর্বজন্মে কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুত্র বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলাম। আমি বিদ্যাধ্যয়নে অত্যন্ত কুশল ও বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলাম।২২

ব্রহ্মন্! আমি নিজদোষেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; ধনুর্বেদে নিপুণ কোন এক রাজা আমার সখা ছিল।২৩

হে দ্বিজ! তাহার সংসর্গে আমিও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলাম। ঐ সময়ে একদিন রাজা মন্ত্রিগণ ও যোদ্ধৃবৃন্দসহ মৃগয়া করিতে বহির্গত হইলেন। সেই রাজা এক ঋষির আশ্রমের নিকট বহু মৃগ বধ করিলেন।২৪-২৫

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অনন্তর আমিও একটি ভয়ানক বাণ নিক্ষেপ করিলাম; সেই বাণের পর্ব (গাঁট) ঈষৎ বক্র ছিল। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ সেই বাণে এক-জন ঋষি বিদ্ধ হইলেন।২৬

ব্রহ্মন্! তিনি মাটিতে পড়িয়া আর্তনাদ করিতে করিতে বলিলেন,—আমি কাহারও কোন অপরাধ করি নাই, নিরপরাধ আমাকে বাণবিদ্ধ করিয়া এ পাপকার্য কে করিল?২৭

অকার্য্যকরণাচ্চাপি ভৃশং মে ব্যথিতং মনঃ।
তমুগ্রতপসং বিপ্রং নিষ্টনন্তং মহীতলে ॥২৯
অজানতা কৃতামেনং ময়েত্যহমথাব্রুবম্।
ক্ষন্তুমর্হসি মে সর্ব্বমিতি চোক্তো ময়া মুনিঃ ॥৩০
ততঃ প্রত্যব্রবীদ্ বাক্যমৃষির্মাং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
ব্যাধস্ত্বং ভবিতা ক্রূর শূদ্রযোনাবিতি দ্বিজ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে পঞ্চদশাধিকদ্বিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৫॥

প্রভো! আমি তাঁহাকে মৃগ মনে করিয়া তথায় ক্রত গিয়া দেখিলাম যে, সেই ঋষি আমার সেই শরে বিদ্ধ হইয়াছেন ।২৮

সেই উগ্রতপস্বী ঋষি মাটির উপর পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। এই অকার্য্য করায় আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল ।২৯

আমি তখন সবিনয়ে সেই মুনিকে বলিলাম,—আমি মৃগ মনে করিয়া অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে বিদ্ধ করিয়াছি। আপনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন ।৩০

তখন তিনি আমার কথার প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ! তুমি শূদ্রযোনিতে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ।৩১

ইতি শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদবিষয়ক পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২১৫

ষোড়শাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌশিক-ধর্ম্মব্যাধয়োঃ সংবাদস্যোপসংহারঃ, কৌশিকস্য স্বগৃহে গমনঞ্চ।]

ব্যাধ উবাচ।

এবং শপ্তোঽহমৃষিণা তদা দ্বিজবরোত্তম।
অতিপ্রসাদয়মৃষিং গিরা ত্রাহীতি মাং তদা ॥১
অজানতা ময়াকার্য্যমিদমদ্য কৃতং মুনে।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্বং প্রসীদ তপসাং নিধিরিতি ॥২

ঋষিরুবাচ।

নান্যথা ভবিতা শাপ এষমেতদসংশয়ম্।
আনৃশংস্যাৎ ত্বয়ং কিঞ্চিৎ কর্ত্তামুগ্রহমদ্য মে ॥৩
শূদ্রযোন্যাং বর্ত্তমানো ধর্ম্মজ্ঞো হি ভবিষ্যসি।
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষাং করিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥৪

ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কৌশিক ও ধর্ম্মব্যাধের সংবাদের উপসংহার এবং কৌশিকের স্বগৃহে গমন।]

ব্যাধ বলিল,—হে দ্বিজোত্তম। আমি এইরূপে অতিশপ্ত হইয়া সেই ঋষিকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিলাম,—ভগবন্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আজ অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ কার্য্য করিয়াছি। হে মুনে! আপনি প্রসন্ন হউন, আমাকে ক্ষমা করুন ।১-২

ঋষি বলিলেন,—আমার প্রদত্ত এই শাপ কখনও বিফল হইবে না। তবে করুণাবশতঃ তোমাকে আজ আমি কিছু অনুগ্রহ অবশ্যই করিব ।৩

তয়া শুশ্রূষয়া সিদ্ধিং মহত্বং সমবাপ্স্যসি।
জাতিস্মরশ্চ ভবিতা স্বর্গং চৈব গমিষ্যসি ॥৫
শাপক্ষয়ে তু নির্বৃত্তে ভবিতাসি পুনর্দ্বিজঃ।
এবং শপ্তঃ পুরা তেন ঋষিণাস্ম্যুগ্রতেজসা ।৬
প্রসাদশ্চ কৃতস্তেন মমৈব দ্বিপদাং বর।
শল্যং চোদ্ধৃত্য তস্যাস্যে তস্য বৈ দ্বিজসত্তম ॥৭
আশ্রমঞ্চ ময়া নীতো ন চ প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত।
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথা মম পুরাভবৎ ।৮
অভিতশ্চাপি গন্তব্যং ময়া স্বর্গং দ্বিজোত্তম ॥৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবমেতানি পুরুষা দুঃখানি চ সুখানি চ।
আপ্নুবন্তি মহাবুদ্ধে নোৎকণ্ঠাং কর্তুমর্হসি ॥১০

দুষ্করং হি কৃতং কর্ম জানতা জাতিমাত্মনঃ।
লোকবৃত্তান্ততত্ত্বজ্ঞ নিত্যং ধর্মপরায়ণ ॥১১

কর্মদোষশ্চ বৈ বিদ্বন্নাত্মজাতিকৃতেন তে।
কঞ্চিৎ কালমুষিত্বাত্র বৈ ততোঽসি
ভবিতা দ্বিজঃ ॥১২

প্রাপ্তশ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পততীত্যেষু বর্তমানো বিকর্মসু ॥১৩

দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রায়ঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্মে চ সততোত্থিতঃ ॥১৪

তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্ দ্বিজঃ।
কর্মদোষেণ বিদ্বন্মাং প্রতিপ্রেষি হি দারুণাম্ ॥১৫

শূদ্রযোনিতে জন্মলাভ করিলেও তুমি ধর্মজ্ঞ হইবে এবং মাতা-পিতার শুশ্রূষা করিবে—ইহাতে সংশয় নাই।৪

ঐ শুশ্রূষার দ্বারা তুমি মহত্ত্ব ও সিদ্ধি লাভ করিবে এবং তুমি জাতিস্মর হইবে ও সেই পুণ্যে পরবর্তীকালে স্বর্গলাভ করিবে।৫

আমার দেবতা শাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তুমি পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। সেই উগ্রতেজা ঋষির দ্বারা আমি পূর্বে এইরূপে অভিশপ্ত হইলাম।৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! তিনি আমার উপর এইরূপ কৃপা করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তারপর আমি তাঁহার শরীর হইতে সেই ভীষণ শরটি বাহির করিয়া লইলাম।৭

তারপর তাঁহাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া গেলাম। এইরূপে তিনি প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। আমার পূর্বজন্মের এইসকল বৃত্তান্ত আপনাকে বলিলাম। হে দ্বিজোত্তম! ইহার পর (ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়া) আমি স্বর্গে গমন করিব।৮-৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মহামতে! মনুষ্যগণ এইরূপে দুঃখ ও সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহার জন্য তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না।১০

তুমি পিতা-মাতার শুশ্রূষারূপ যে দুষ্কর কর্ম করিয়াছ, উহার ফলে তুমি জাতিস্মর, লোকবৃত্তান্ত-তত্ত্বজ্ঞ এবং সদাই ধর্মপরায়ণ হইয়াছ।১১

বিদ্বন্! তুমি পূর্বজন্মের কর্মদোষেই এই নীচজাতির কর্ম প্রাপ্ত হইয়াছ, এজন্মের কর্মফলে নহে; আরও কিছুদিন এইভাবে কাটাইলে তুমি পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।১২

এখন তুমি গুণতঃ ব্রাহ্মণই বটে—ইহাই আমি মনে করি; ব্রাহ্মণও যদি পাতিত্যজনক নিষিদ্ধ কর্মগুলি করে এবং দাম্ভিক ও দুষ্কৃতকারী হয়, তবে সে প্রায়ই গুণতঃ শূদ্রতুল্যই হয়।

যে শূদ্র সদা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম পালন করিতে উদ্যুক্ত থাকে; তাহাকে গুণগত ব্রাহ্মণ

ঔপদোষবহং মন্যে চাভিতপ্তাং নরোত্তম।
কর্তুমর্হসি নোৎকণ্ঠাং তদ্বিধা হ্যবিষাদিনঃ।
লোকবৃত্তানুবৃত্তজ্ঞা নিত্যং ধর্মপরায়ণাঃ ॥১৬

ব্যাধ উবাচ।

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ।
এতদ্ বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ ॥১৭
অনিষ্টসম্প্রয়োগাচ্চ বিপ্রয়োগাৎ প্রিয়স্য চ।
মনুষ্যা মানসৈর্দুঃখৈর্যুজ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ ॥১৮
শুভৈর্যুক্তানি যুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথৈব চ।
সর্বাণি মৈত্রদেকস্য শোকস্থানং হি বিদ্যতে ॥১৯

অনিষ্টং চাপ্যভিতপ্তং পশ্যংস্তথা ক্ষিপ্রং বিমুচ্যতে।
ততশ্চ প্রতিকুর্বন্তি যদি পশ্যন্ত্যুপক্রমাৎ ॥২০
শোচতা ন ভবেৎ কিঞ্চিৎ কেবলং পরিতপ্যতে।
পরিত্যজন্তি যে দুঃখং সুখং বাপ্যুভয়ং নরাঃ ॥২১
ত এব সুখমেধন্তে জ্ঞানতৃপ্তা মনীষিণঃ।
অসন্তোষপরা মূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ ॥২২
অসন্তোষস্য নাস্ত্যন্তস্তুষ্টিস্তু পরমং সুখম্।
ন শোচন্তি গতাধ্বানঃ পশ্যন্তঃ পরমাং গতিম্ ॥২৩
ন বিষাদে মনঃ কার্যং বিষাদো বিঘ্নরূপকম্।
মায়য়ৈষ কৃতপ্রজ্ঞং বালং ক্রুদ্ধ ইবোরগঃ ॥২৪

বলিয়াই মনে করি; কারণ, মানুষ সদাচারের দ্বারাও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

নিজ কর্মদোষেই মানুষ এইরূপ দারুণ গতি প্রাপ্ত হয়। হে নরোত্তম। আমি তোমাকে সর্বপ্রকার দোষশূন্য বলিয়াই মনে করি।

তোমাদের ন্যায় অবিষাদী, নিত্যই ধর্মানুবর্তনকারী, লোকবৃত্তান্তজ্ঞ পুরুষগণের পক্ষে কখনও উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।১৩-১৬

ব্যাধ বলিল,—জ্ঞানী পুরুষ ঔষধের দ্বারা শারীরিক দুঃখ এবং বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা মানস দুঃখকে নাশ করেন; বালকের ন্যায় শোক ও দুঃখের বশবর্তী হন না।১৭

অনিষ্টবস্তুর সংযোগে ও প্রিয়বস্তুর বিয়োগে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণই মানস দুঃখের দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে।১৮

সকল প্রাণীই তিন গুণের কার্যভূত বিভিন্ন বস্তুর সহিত যেরূপ সংযুক্ত হয়, আবার সেইরূপেই বিযুক্তও হয়। অতএব কোন একটি বস্তুর সহিত সংযোগ বা বিয়োগে শোক করা উচিত নয়।১৯

যদি কোন কার্যে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলে মানুষ তৎক্ষণাৎ উহা হইতে বিমুক্ত হয়; কিন্তু কার্য আরম্ভ করিবার পর অনিষ্ট দেখা দিলে তখন উহার প্রতিকারের চেষ্টা করে।২০

কেবল শোকের দ্বারা কোন ফল হয় না, পরিতাপ মাত্রই সার হয়। যাঁহারা সুখ ও দুঃখ উভয়কেই পরিত্যাগ করেন, সেইসকল জ্ঞানতৃপ্ত মনীষিগণই সুখ লাভ করেন; মূঢ়গণ সর্বদা সর্ববিষয়েই অসন্তুষ্ট থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতগণ সর্বদা সর্ববিষয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।২১-২২

অসন্তোষের কোন শেষ নাই, সুতরাং সন্তোষই পরম সুখ বলিয়া জানিবে। যাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা পরমা গতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ের জন্য শোক করেন না।২৩

বিষাদে মনকে কখনও নিমজ্জিত করিবে না; কারণ, বিষাদ উগ্র বিষস্বরূপ; ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় বিষাদ বিবেকহীন বালকতুল্য পুরুষকে বিনাশ করে।২৪

যং বিষাদোঽভিভবতি বিক্রমে সমুপস্থিতে।
তেজসা তস্য হীনস্য পুরুষার্থো ন বিদ্যতে ॥২৫

অবশ্যং ক্রিয়মাণস্য কর্মণো দৃশ্যতে ফলম্।
ন হি নির্বেদমাগম্য কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি শোভনম্ ॥২৬

অথাপ্যুপায়ং পশ্যেত দুঃখস্য পরিমোক্ষণে।
অশোচন্নাপ্নুতেঽত্যন্তং মুক্তশ্চাব্যসনী ভবেৎ ॥২৭

ভূতেষ্বভাবং সঞ্চিন্ত্য যে তু বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ।
ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাং গতিম্ ॥২৮

ন শোচামি চ বৈ বিপ্র কালাকাঙ্ক্ষী স্থিতো হ্যহম্।
এতচ্চানিদর্শনৈর্যুক্তং নাবসীদামি সত্তম ॥২৯

বিক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত হইলে যাহাকে বিষাদ অভিভূত করে, সেই তেজোহীন পুরুষের কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না।২৫

পূর্ব্বকৃত (প্রারব্ধ) কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কেবল দুঃখে বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া থাকিলে কোন সুফল লাভের সম্ভাবনা থাকে না।২৬

দুঃখ উপস্থিত হইলে উহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিবে। বিফল হইলেও শোক বা দুঃখ না করিয়া পুনরায় কর্ম্ম আরম্ভ করিবে; তাহাতে দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে এবং পুনরায় যাহাতে সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য যত্ন করিবে।২৭

যাঁহারা সমস্ত বস্তুর অনিত্যতা দর্শন করিয়া বুদ্ধির পারে গমন করত নিত্য পরমাত্মাকে লাভ করিয়াছেন; সেইসকল জ্ঞানী মহাপুরুষগণ পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া শোকের পরপারে গমন করেন।২৮

হে বিপ্র! আমি কোন বিষয়ের জন্যই শোক করি না এবং দুঃখেও অবসন্ন হই না; আমি পূর্ব্বোক্ত বিচার-বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া মাত্র কালেরই অপেক্ষা করিয়া আছি।২৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কৃতপ্রজ্ঞোঽসি মেধাবী বুদ্ধির্হি বিপুলা তব।
নাহং ভবন্তং শোচামি জ্ঞানতৃপ্তোঽসি ধর্ম্মবিৎ ॥৩০

আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি ভদ্রং তেঽস্তু ধর্ম্মজ্ঞাং পরিরক্ষতু।
অপ্রমাদস্তু কর্ত্তব্যো ধর্ম্মে ধর্ম্মভৃতাং বর ॥৩১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বাঢ়মিত্যেব তং ব্যাধঃ কৃতাঞ্জলিরুবাচ হ।
প্রদক্ষিণমথো কৃত্বা প্রস্থিতো দ্বিজসত্তমঃ ॥৩২

স তু গত্বা দ্বিজঃ সর্ব্বাং শুশ্রূষাং কৃতবাংস্তদা।
মাতাপিতৃভ্যাং বৃদ্ধাভ্যাং ধর্ম্মাত্মাঽঽহৃঃ সুসংযতঃ ॥৩৩

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং নিখিলেন যুধিষ্ঠির।
পৃষ্টবানসি যং তাত ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং বর ॥৩৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তুমি জ্ঞানী, মেধাবী এবং তোমার বুদ্ধিও বিশাল; যেহেতু তুমি ধর্ম্মবিৎ ও জ্ঞানতৃপ্ত, সেইহেতু তোমার জন্য আমি শোক করি না।৩০

এখন আমি গৃহে যাইবার জন্য তোমার নিকট বিদায় চাহিতেছি; তোমার মঙ্গল হউক, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করুন; হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবে।৩১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্যাধ তখন 'হাঁ, তাহাই হউক' এই কথা ব্রাহ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল। ব্রাহ্মণও ব্যাধকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।৩২

তারপর সেই ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে মাতা-পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তখন বৃদ্ধ মাতা-পিতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন।৩৩

হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ তাত যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্ম-

পতিব্রতায়া মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণস্য চ সত্তম।
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষা ধর্মব্যাধেন কীর্তিতা ॥৩৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ ধর্মাখ্যানমনুত্তমম্।
সর্বধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠ কথিতং মুনিসত্তম ॥৩৬

সুখশ্রব্যতয়া বিদ্বান্ মুহূর্ত ইব মে গতঃ।
ন হি তৃপ্যোঽস্মি ভগবন্ শৃণ্বানো ধর্মমুত্তমম্ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্বণি ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে ষোড়শাধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১৬ ॥

সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা সবই তোমাকে বলিলাম ।৩৪

সজ্জনশ্রেষ্ঠ। পতিব্রতা নারীর মাহাত্ম্য এবং ধর্মব্যাধকর্তৃক ব্রাহ্মণের নিকট বর্ণিত মাতা-পিতার শুশ্রূষার কথা সবই বলিলাম ।৩৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! হে ধার্মিক-গণশ্রেষ্ঠ মুনিবর। আপনি ধর্মসম্বন্ধে অদ্ভুত ও ধর্মযুক্ত উত্তম উপাখ্যান কীর্তন করিলেন ।৩৬

হে বিদ্বন্। ইহা শুনিতে এতই মধুর হইয়াছে যে, এই সুদীর্ঘ সময় যেন এক মুহূর্তের ন্যায় গত হইয়াছে। কিন্তু ভগবন্! এই উত্তম ধর্মকথা শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না ।৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদ-বিষয়ক ষোড়শাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২১৬

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অগ্নিনা অঙ্গিরসে প্রথমপুত্ররূপেণ স্বীকৃতেঃ প্রাধান্যম্, অঙ্গিরসো বৃহস্পতেরুৎপত্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বেমাং ধর্মসংযুক্তাং ধর্মরাজঃ কথাং শুভাম্।
পুনঃ পপ্রচ্ছ তমৃষিং মার্কণ্ডেয়মিদং তদা ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথমগ্নির্বনং যাতঃ কথং চাপ্যঙ্গিরাঃ পুরা।
নষ্টেঽগ্নৌ হব্যবহনমগ্নির্ভূত্বা মহাদ্যুতিঃ ॥২

অগ্নির্যদা ত্বেক এব বহ্বয়ং চাদ্য কর্মসু।
দৃশ্যতে ভগবন্ সর্বমেতন্নিচ্ছাম্যহং বেদিতুম্ ॥৩
কুমারশ্চ যথোৎপন্নো যথা চাগ্নেঃ সুতোঽভবৎ।
যথা রুদ্রাচ্চ সম্ভূতো গঙ্গায়াং কৃত্তিকাসু চ ॥৪
এতন্নিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ভার্গবস্য তব।
কৌতূহলসমাবিষ্টো যথাতথ্যং মহামুনে ॥৫

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অগ্নিকর্তৃক অঙ্গিরাকে প্রথম পুত্ররূপে স্বীকৃতি-দান এবং অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতির উৎপত্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়। ধর্ম-রাজ যুধিষ্ঠির মঙ্গলময়ী ধর্মযুক্ত এই কথা শুনিয়া পুনরায় মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন ।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অগ্নি কেন পুরাকালে জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং অগ্নির অদর্শনে মহাতেজস্বী অঙ্গিরা কেমন করিয়া অগ্নি হইয়া দেবতাদের জন্য হব্য বহন করিয়াছিলেন ।২

ভগবন্। অগ্নি এক হইলেও যজ্ঞাদি নানা কর্মে বহু অগ্নির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার কারণ কি? তাহাও আমি জানিতে ইচ্ছা করি ।৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যথা ক্রুদ্ধো হুতবহস্তপস্তপ্তুং বনং গতঃ ॥৬
যথা চ ভগবানগ্নিঃ স্বয়মেবাঙ্গিরাঽভবৎ।
সন্তাপয়ংশ্চ প্রভয়া নাশয়ংস্তিমিরাণি চ ॥৭
পুরাঙ্গিরা মহাবাহো চচার তপ উত্তমম্।
আত্রমস্থো মহাভাগো হব্যবাহং বিশেষয়ন্।
তথা স ভূয় এবাসীৎ তদা জগৎ সর্বং ব্যকাশয়ৎ ॥৮

তপশ্চরংস্তু হুতভুক্ সন্তপ্তস্তস্য তেজসা।
ভূশং গ্লানশ্চ তেজস্বী ন চ কিঞ্চিৎ প্রজজ্ঞিবান্ ॥৯

অথ সঞ্চিন্তয়ামাস ভগবান্ হব্যবাহনঃ।
অন্তোঽগ্নিরিতি লোকানাং ব্রহ্মণা সম্প্রকল্পিতঃ ॥১০
অগ্নিত্বং বিপ্রনষ্টং হি তপ্যমানস্য মে তপঃ।
কথমগ্নিঃ পুনরহং ভবেয়মিতি চিন্ত্য সঃ ॥১১
অপশ্যদগ্নিবল্লোকাংস্তাপয়ন্তং মহামুনিম্।
সোপাসর্পচ্ছনৈর্ভীতস্তমুবাচ তদাঙ্গিরাঃ ॥১২
শীঘ্রমেব ভবস্বাগ্নিস্ত্বং পুনর্লোকভাবনঃ।
বিজ্ঞাতশ্চাসি লোকেষু ত্রিষু সংস্থানচারিষু ॥১৩
ত্বমগ্নিঃ প্রথমং সৃষ্টো ব্রহ্মণা তিমিরাপহঃ।
স্বস্থানং প্রতিপদ্যস্ব শীঘ্রমেব তমোনুদ ॥১৪

কুমার কার্ত্তিকেয় কিভাবে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? কিভাবে তিনি অগ্নির পুত্র হইয়াছিলেন? রুদ্র হইতে গঙ্গা ও কৃত্তিকাতে তাঁহার জন্ম কিভাবে হইয়াছিল?৪

ভৃগুবংশভূষণ মহামুনি মার্কণ্ডেয়। এই সকল বিষয় জানিতে আমি বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি, আপনি যথাযথভাবে ইহা আমাকে বলুন।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এবিষয়ে আমি পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করিতেছি। যেভাবে ক্রুদ্ধ অগ্নি তপস্যা করিবার জন্য বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।৬

যেভাবে অঙ্গিরা স্বয়ং ভগবান্ অগ্নি হইয়া নিজ প্রভার দ্বারা অন্ধকার নাশ করত সর্বলোককে সন্তাপিত করিয়াছিলেন।৭

মহাবাহো! পুরাকালে মহাভাগ অঙ্গিরা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ আশ্রমে অবস্থান করিয়া অগ্নির তুল্য তেজস্বী হইবার জন্য এরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সফলতা লাভ করত অগ্নি হইতেও অধিক তেজস্বী হইয়া সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।৮

ঐ সময় অগ্নিদেবও তপস্যা করিতেছিলেন, তিনি তেজস্বী হইয়াও অঙ্গিরার তেজে অভিভূত হইয়া অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেলেন, কিন্তু তিনি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।৯

অনন্তর ভগবান্ অগ্নিদেব চিন্তা করিলেন। ব্রহ্মা বিধাতা জগতের জন্য অন্য এক অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন।১০

তপস্যা করিতে করিতে আমার অগ্নিত্বই নষ্ট হইল, আমি পুনরায় কি করিয়া অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইব—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি দেখিলেন—মহামুনি অঙ্গিরা অগ্নির ন্যায় সমস্ত লোককে তাপিত করিতেছেন।

তখন তিনি ভীত ভীত ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেই অঙ্গিরা ঋষি তখন তাঁহাকে বলিলেন,—দেব! আপনি পুনঃ শীঘ্রই লোকভাবন অগ্নিদেবের পদে প্রতিষ্ঠিত হউন; কারণ, ত্রিলোকে ও চরাচর জীবমধ্যে আপনারই প্রসিদ্ধি আছে।১১-১৩

হে অন্ধকারনাশন! ব্রহ্মা আপনাকেই প্রথম অন্ধকারনাশক অগ্নিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং আপনি শীঘ্রই স্বস্থান গ্রহণ করুন।১৪

অগ্নিরুবাচ

নষ্টকীর্ত্তিরহং লোকে ভবান্ জাতো হুতাশনঃ।
ভবন্তমেব জানন্তি পাবকং ন তু মাং জনাঃ ॥১৫

নিক্ষিপাম্যহমগ্নিত্বং ত্বয়ি প্রথমো ভব।
তৃতীয়োঽপি দ্বিতীয়োঽহং প্রাজাপত্যক এব চ ॥১৬

অঙ্গিরা উবাচ

কুরু পুণ্যং প্রজাবর্গাং ভবাগ্নিস্ত্বমিবাপহঃ।
যাক দেব কুরুষ্বাগ্রে প্রথমং পুত্রমপ্তথা ॥১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বাঙ্গিরসো বাক্যং জাতবেদাস্তথাকরোৎ।
রাজন্ বৃহস্পতির্নাম তস্যাপ্যাঙ্গিরসঃ সুতঃ ॥১৮

জাত্বা প্রথমজং তং তু বহ্নেরাঙ্গিরসং সুতম্।
উপেত্য দেবাঃ পপ্রচ্ছুঃ কারণং তত্র ভারত ॥১৯

স তু পৃষ্টস্তদা দেবৈস্ততঃ কারণমব্রবীৎ।
প্রত্যগৃহ্ণংস্ত দেবাশ্চ তদ্ বচোঽঙ্গিরসস্তদা ॥২০

তত্র নানাবিধানগ্নীন্ প্রবক্ষ্যামি মহাপ্রভান্।
কর্ম্মভির্বহুভিঃ খ্যাতান্ নানার্থান্ ব্রাহ্মণেষিহ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৭

অগ্নি বলিলেন,—সংসারে আমার কীর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে; আপনিই এখন অগ্নিরূপ ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে লোকে এখন অগ্নি বলিয়া জানে, আমাকে নহে।১৫

আমি আপনাতে আমার অগ্নির স্থাপন করিতেছি; আপনিই প্রথম অগ্নি হউন; আমি দ্বিতীয় প্রাজাপত্য অগ্নি হইব।১৬

অঙ্গিরা বলিলেন,—হে দেব! আপনিই অন্ধকারনাশক অগ্নি হইয়া প্রজাগণের স্বর্গজনক পুণ্যকর্ম্মগুলি সম্পাদন করুন। আপনি আমাকে সেই সঙ্গে আপনার প্রথম পুত্ররূপে স্বীকার করিয়া লউন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব।১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! অগ্নিদেব তখন অঙ্গিরার বাক্য শুনিয়া তাহাই করিলেন। তিনি অঙ্গিরাকে প্রথম পুত্ররূপে স্বীকার করিলেন। অঙ্গিরারও বৃহস্পতিনামক এক পুত্র উৎপন্ন হইল।১৮

হে ভারত! অঙ্গিরাকে অগ্নির প্রথম পুত্র জানিয়া দেবগণ অঙ্গিরার নিকট আসিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।১৯

দেবগণকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অঙ্গিরা তাহার কারণ বলিলেন এবং দেবগণ তাঁহার কথা স্বীকার করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।২০

এখন আমি অত্যন্ত কান্তিমান্ বিবিধ অগ্নি, যাহা ব্রাহ্মণ-প্রযোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মে বিভিন্ন প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য বিখ্যাত, তাঁহার বিবরণ বর্ণনা করিব।২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরসবিষয়ক সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১৭

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অঙ্গিরসঃ পুত্রাণাং বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রহ্মণো যস্তৃতীয়স্তু পুত্রঃ কুরুকুলোদ্বহ।
তস্যাভবৎ সুতা ভার্য্যা প্রজাস্তস্যাঞ্চ মে শৃণু ॥১

বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহজ্জ্যোতির্বৃহদ্ব্রহ্মা বৃহন্মনাঃ।
বৃহন্মন্ত্রো বৃহদ্ভাসস্তথা বাচন্ বৃহস্পতিঃ ॥২

প্রজাস্তু তাস্তু সর্বাসু রূপেণাপ্রতিমাভবৎ।
দেবী ভানুমতী নাম প্রথমাঙ্গিরসঃ সুতা ॥৩

ভূতানামেব সর্বেষাং যস্যাং রাগস্তদাভবৎ।
রাগানুরাগেতি যামাদ্বিতীয়াঙ্গিরসঃ সুতা ॥৪

যাং কপর্দিসুতামাহুর্দৃশ্যাদৃশ্যেতি দেহিনঃ।
তনুজাৎ সা নিশীথালী তৃতীয়াঙ্গিরসঃ সুতা ॥৫

পঞ্চত্যর্চিষ্মতী জ্ঞাতির্বিভিন্দ্ব হবিষ্মতী।
ষষ্ঠীমঙ্গিরসঃ কন্যাং পুণ্যামাহুর্মহিষ্মতীম্ ॥৬

মহামখেষ্বাঙ্গিরসী দীপ্তিমৎসু মহামতে।
মহামতীতি বিখ্যাতা সপ্তমী কথ্যতে সুতা ॥৭

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অঙ্গিরার পুত্রগণের বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরার সুভা নাম্নী এক পত্নী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর।১

রাজন্! বৃহৎকীর্ত্তি, বৃহজ্জ্যোতি, বৃহদ্ব্রহ্মা, বৃহন্মনা, বৃহন্মন্ত্র, বৃহদ্ভাস এবং বৃহস্পতি—এই সাত-পুত্র অঙ্গিরার ঔরসে ও সুভার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে।২

অঙ্গিরার ভানুমতী দেবী নাম্নী প্রথমা কন্যা উৎপন্না হইলেন। অঙ্গিরার সকল সন্তানের মধ্যে ভানুমতীর রূপের তুলনা ছিল না। (ভানু অর্থাৎ সূর্য্যদ্বারা যুক্ত থাকায় ভানুমতী দিনাভিমানিনী দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধা)।৩

অঙ্গিরার দ্বিতীয়া কন্যার নাম রাগা। তাঁহাকে দেখিয়া সকল প্রাণীরই তাঁহার উপর অত্যন্ত অনুরাগ হইয়াছিল, এজন্যই তাঁহার নাম হইল রাগা। (ইনি নিশাভিমানিনী দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধা)।৪

অঙ্গিরার তৃতীয়া কন্যার নাম নিশীথালী (চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী); তিনি অত্যন্ত কৃশা হওয়ায় দেহধারী প্রাণীরা কখনও দেখিতে পায় আবার কখনও দেখিতে পায় না; এজন্য তাঁহাকে দৃশ্যাদৃশ্যাও বলে। রুদ্র তাঁহাকে ললাটে ধারণ করেন, এজন্য তাঁহাকে রুদ্রসুতাও বলা হয়।৫

অঙ্গিরার চতুর্থ কন্যার নাম অর্চিষ্মতী (ইনি পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা যুক্ত হওয়ায় ইঁহাকে শুদ্ধ পৌর্ণমাসী বলা হয়।) ইনি পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া জগৎকে আলোকিত করেন। তাঁহার পঞ্চম কন্যার নাম হবিষ্মতী (প্রতিপদ্‌যুক্তা পূর্ণিমা 'রাকা'।) ইঁহার সান্নিধ্যে হবিষ্যদ্বারা দেবগণের যজন করা হয় এবং ষষ্ঠ কন্যার নাম পুণ্যবতী মহিষ্মতী (ইনি চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমা বলিয়া ইঁহাকে 'অনুমতি' বলা হয়)।৬

মহামতে। যিনি দীপ্তিশালী সোমযাগাদিরূপ মহাযজ্ঞে প্রকাশিত হওয়ায় 'মহামতী' নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন, তিনিই অঙ্গিরার সপ্তম কন্যা (ইনিই প্রতিপদ্‌যুক্তা অমাবস্যা)।৭

যাং তু দৃষ্ট্বা ভগবতীং জনঃ কুহুকুহায়তে।
একানংশেতি তামাহুঃ কুহুমঙ্গিরসঃ সুতাম্ ॥৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৮

যে ভগবতীকে প্রাপ্ত হইয়া লোকে কুহু কুহু শব্দ করে অর্থাৎ সচকিত হইয়া উঠে, অঙ্গিরার সেই অষ্টম কন্যার নাম হইতেছে 'কুহু'। উহাতে চন্দ্রের একটিমাত্র কলা সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি থাকে। (ইনি শুক্লা অমাবস্যা)।৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরসউপাখ্যানে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১৮

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বৃহস্পতেঃ সন্তানানাং বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বৃহস্পতেশ্চান্দ্রমসী ভার্য্যাসীদ্ যা যশস্বিনী।
অগ্নীন্ সাজনয়ৎ পুণ্যান্ ষড়েকাং চাপি পুত্রিকাম্।১

আহুতিষ্বেব যস্যাগ্নের্বিধানং বিধীয়তে।
সোঽগ্নির্বৃহস্পতেঃ পুত্রঃ শংযুর্নাম মহাব্রতঃ ॥২

চাতুর্মাস্যেষু যজ্ঞেষু মখমেধেষ্বথাগ্রতঃ প্রভুঃ।
দীপ্তো জ্বালৈরনেকাভৈরগ্নিরেকোঽথ বীর্য্যবান্ ॥৩

শংযোরপ্রতিমা ভার্য্যা সত্যা সত্যাথ ধর্ম্মজা।
অগ্নিস্তস্যাং সুতো জজ্ঞে ত্রিভিস্তিস্রঃ কন্যাশ্চ সুব্রতাঃ ॥৪

প্রথমেনাজভাগেন পূজ্যতে যোঽগ্নিরধ্বরে।
অগ্নিস্তস্য ভরদ্বাজঃ প্রথমঃ পুত্র উচ্যতে ॥৫

একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বৃহস্পতির সন্তানগণের বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বৃহস্পতির চান্দ্রমসী (তারা) নামে যে যশস্বিনী পত্নী ছিলেন, তিনি ছয়টি পবিত্র অগ্নিকে পুত্ররূপে এবং একটি কন্যাকে প্রসব করিয়াছিলেন।১

(দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি) যজ্ঞে যে অগ্নির উদ্দেশে প্রথম ঘৃতাহুতি প্রদান করা হয়, সেই মহাব্রত শংযু হইলেন বৃহস্পতির প্রথম পুত্র।২

চাতুর্ম্মাস্য ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে পূজনপূর্ব্বক যাহাতে প্রথম আহুতি প্রদান করা হয় এবং যে অগ্নি অনেক বর্ণবিশিষ্ট প্রভূত জ্বালায় প্রজ্বলিত হন, তিনিই হইতেছেন বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠপুত্র শক্তিমান্ প্রভাবশালী শংযুনামক পূর্ব্বোক্ত অগ্নি।৩

শংযুর পত্নী ছিলেন সত্যা, সত্যপরায়ণা এবং রূপে ও গুণে অতুলনীয়া সত্যা ধর্ম্মের কন্যা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে এক অগ্নিরূপ পুত্র ও উত্তমব্রত-পালিনী তিন কন্যার জন্ম হয়।৪

যজ্ঞে প্রথম আজ্যভাগের দ্বারা যে অগ্নির পূজা করা হয়, তিনিই শংযুর প্রথম পুত্র 'ভরদ্বাজ'-নামক অগ্নি।৫

পৌর্ণমাসেষু সর্ব্বেষু হবির্যাজ্যং স্রুবোদ্যতম্।
ভরতো নাম তঃ সোঽগ্নির্দ্বিতীয়ঃ সংবৃতঃ সুতঃ ॥৬

তিস্রঃ কন্যা ভরত্যস্তা যাসাং ন ভরতঃ পতিঃ।
ভরতস্তু সুতস্তস্য ভরতী চ চ পুত্রিকা ॥৭

ভরতো ভরতস্যাগ্নেঃ পাবকস্য প্রজাপতেঃ।
মহানভ্যর্থমহিতস্তস্মা ভরতসত্তম ॥৮

ভরদ্বাজস্য ভার্য্যা তু বীরা বীরস্য পিতৃষা।
প্রাহুরাজ্যেন তস্যেজ্যাং সোমস্যেব দ্বিজাঃ পুরা ॥৯

হবির্যা যো দ্বিতীয়েন সোমেন সহ যুজ্যতে।
যথপ্রভু যথধ্যানঃ কুম্ভরেতাঃ স উচ্যতে ॥১০

সরযূং জনয়ৎ সিন্ধিং ভানুং ভাভিঃ সমাবৃণোৎ।
আগ্নেয়মানহন্ নিত্যমাহ্বানে হ্যেব সূয়তে ॥১১

যস্তু ন চ্যবতে নিত্যং যশসা বর্চসা শ্রিয়া।
অগ্নির্বিশ্ব্যবনো নাম পৃথিবীং দ্যৌতি কেবলম্ ॥১২

বিপাপ্মা কলুষৈর্মুক্তো বিশুদ্ধশ্চাদিবা স্বলম্।
বিপাপোঽগ্নিঃ সুতস্তস্য সত্যঃ সময়ধর্মকৃৎ ॥১৩

আক্রোশতাং হি ভূতানাং যঃ করোতি হি নিষ্কৃতিম্।
অগ্নিঃ স নিষ্কৃতির্নাম লোভয়ত্যভিসেবিতে ॥১৪

অনুকূলন্তি যেনেহ বেদনার্ত্তাঃ স্বয়ং জনাঃ।
তস্য পুত্রঃ স্বনো নাম পাবকঃ স ক্রতুস্করঃ ॥১৫

পৌর্ণমাস যজ্ঞে স্রুবের দ্বারা যাহাতে আহুতি দেওয়া হয়, তিনি মরুতের দ্বিতীয় পুত্র "ভরত" (ঊর্জ্জ)-নামক অগ্নি।৬

মরুতের পরবর্ত্তীকালে আরও তিনটি কন্যা হইয়াছে, তাহাদের পালনকর্ত্তা অগ্রজ ভ্রাতা ছিল ভরত; ঐ ভরতেরও 'ভরত' নামে এক পুত্র এবং ভরতী নামে এক কন্যা হয়।৭

সকলের পরিপোষণকারী প্রজাপতি 'ভরত'-নামক অগ্নি হইতে 'পাবক'-নামক অপর অগ্নির উৎপত্তি হইল। হে ভরতসত্তম। তিনি সকলের পূজনীয়-গুণসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহাকে 'মহান্' বলা হয়।৮

মরুতের প্রথম পুত্র ভরদ্বাজের বীরা নাম্নী পত্নীর গর্ভে 'বীর'-নামক অগ্নির উৎপত্তি হইল। ব্রাহ্মণগণ সোম করিবার সময় সোমের ন্যায় এই 'বীর' অগ্নিতেও হুতাহুতি মন্ত্রের ধীরে ধীরে অর্থাৎ উপাংশু উচ্চারণ (উচ্চারণকর্ত্তা নিজেই শুনিতে পাইবে, অন্য কেহ শুনিতে পাইবে না এইভাবে) করিতে হয় বলিয়াছেন।৯

সোম দেবতার সহিত এই অগ্নিকেই দ্বিতীয় আজ্যভাগ প্রদান করা হয়; ইহার অপর নাম হইতেছে রথপ্রভু, রথধ্যান এবং কুম্ভরেতাঃ।১০

'বীর' অগ্নি নিজ পত্নী সরযূর গর্ভে 'সিন্ধি'-নামক অগ্নির জন্ম দিলেন। সিন্ধি নিজ প্রভার দ্বারা সূর্য্যকেও আচ্ছাদন করিলেন। সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া স্বয়ং অগ্নের যজ্ঞ করিলেন। সেই অগ্নির আবাহনমন্ত্রে এই 'সিন্ধি'-নামক অগ্নি-দেবতার স্তুতি আছে।১১

বৃহস্পতির দ্বিতীয় পুত্রের নাম 'বিশ্ব্যবন'। এই অগ্নি কখনও নিজ যশ, বর্চঃ (তেজ) ও কান্তি হইতে চ্যুত হন না এবং (ইনি বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেব,) ইনি কেবল পৃথিবীকে স্তুতি করিয়া থাকেন।১২

ইনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও তেজঃপুঞ্জের দ্বারা প্রকাশিত হন। ইহারই পুত্র নিষ্পাপ 'সত্য'-নামক অগ্নি কালধর্ম্মের প্রবর্ত্তক।১৩

বেদনায় আর্ত্ত মনুষ্যকে যিনি কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দেন, তিনিই এই 'সত্য'-নামক অগ্নি। এইজন্য ইহার অপর নাম "নিষ্কৃতি"। ইনিই মানুষের দ্বারা

যস্ত বিষক্ত জগতো বুদ্ধিমাক্রম্য তিষ্ঠতি।
তং প্রাহুরগ্ন্যাত্মবিদো বিশ্বজিন্নাম পাবকম্ ॥১৬

অন্তরাগ্নিঃ স্মৃতো যস্ত ভুক্তং পচতি দেহিনাম্।
স জ্ঞেয়ো বিশ্বভুগ্ নাম সর্বলোকেষু ভারত ॥১৭

ব্রহ্মচারী যতাত্মা চ সততং বিপুলব্রতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ পূজয়ন্ত্যেনং পাকযজ্ঞেষু পাবকম্ ॥১৮

পবিত্রা গোমতী নাম নদী যস্তাভবৎ প্রিয়া।
তস্মিন্ কর্মাণি সর্বাণি ক্রিয়ন্তে ধর্মকর্তৃভিঃ ॥১৯

বড়বাগ্নিঃ পিবত্যম্ভো যোঽসৌ পরমদারুণঃ।
ঔর্ব্বভাগূর্ধ্বভাগ্ নাম কবিঃ প্রাণাশ্রিতস্তু যঃ ॥২০

ঔদগ্হার্যং হবির্যস্ত গৃহে নিত্যং প্রণীয়তে।
ততঃ বিষ্টং তথেলায়াং বিষ্টকৃৎ পরমঃ স্মৃতঃ ॥২১

যঃ প্রশান্তেষু ভূতেষু মন্যুর্ভবতি পাবকঃ।
ক্রুদ্ধস্ত তু যদো জ্ঞেয়ো মন্যুতীব্রা চ পুত্রিকা।
স্বাহেতি দারুণা ক্রূরা সর্বভূতেষু তিষ্ঠতি ॥২২

ত্রিদিবে যস্ত সদৃশো নাস্তি রূপেণ কশ্চন।
অতুলত্বাৎ কৃতো দেবৈর্নাম্না কামস্তু পাবকঃ ॥২৩

যঃ হর্ষাদ্ ধারয়ন্ ক্রোধং যদ্বী স্রগ্বী রথে স্থিতঃ।
সমরে নাশয়েচ্ছত্রূনমোঘো নাম পাবকঃ ॥২৪

সেবিত গৃহ ও উদ্যানসমূহে শোভা পাইয়া থাকেন।১৫

যাঁহার দ্বারা পীড়িত হইয়া মানুষ আর্তনাদ করে, তিনিই নিঋতির পুত্র 'ঘন'-নামক অগ্নি। (পীড়া দিয়া আর্তনাদ করান বলিয়া ইঁহার নাম 'ঘন' হইয়াছে।) এই অগ্নি ব্যাধি রোগের জনক।১৬

যিনি জগতে সকল জীবের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকেই 'বিশ্বজিৎ'-নামক অগ্নি বলিয়া অভিহিত করেন। (ইনি বৃহস্পতির তৃতীয় পুত্র)।১৭

হে ভরতনন্দন। যে অগ্নি জঠরে অবস্থান করিয়া সকল প্রাণীর ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করেন, তিনিই 'বিশ্বভুক্' নামে জগতে বিখ্যাত অগ্নি বৃহস্পতির চতুর্থ পুত্ররূপে প্রকটিত হন।১৮

ইনি ব্রহ্মচারী, জিতাত্মা ও বহুব্রতানুষ্ঠানকারী। ব্রাহ্মণগণ পাক-যজ্ঞে ইঁহার অর্চনা করিয়া থাকেন।১৯

পবিত্র গোমতী নদী বিশ্বভুক্ অগ্নির প্রিয়া পত্নী। ধার্মিক ব্রাহ্মণগণ এই বিশ্বভুক্ অগ্নিতেই সমস্ত বৈধকর্মের অনুষ্ঠান করেন।১৯

যে পরমদারুণ বড়বাগ্নি সমুদ্রের জলকেও পান করেন এবং যিনি প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া উত্তমাঙ্গের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাকেই 'ঊর্দ্ধভাগ্' উদান অগ্নি বলে। (ইনি ত্রিকালদর্শী ও বৃহস্পতির পঞ্চম পুত্র)।২০

গৃহে প্রত্যেক অগ্নিকার্য্যে যে অগ্নির আহুতি উত্তরমুখ হইয়া দেওয়া হয় এবং যিনি প্রত্যেকের মনোরথের সিদ্ধি প্রদান করেন, তাঁহাকে 'বিষ্টকৃৎ' অগ্নি বলা হয়। (ইনি বৃহস্পতির ষষ্ঠ পুত্র)।২১

বৃহস্পতির ক্রোধস্বরূপ যে অগ্নি প্রশান্ত প্রাণিগণের উপর প্রকটিত হন, ঐ সময় বৃহস্পতির শরীর হইতে যে ঘর্ম নির্গত হইয়াছিল, তাহা হইতেই তীব্রক্রোধবিশিষ্টা 'স্বাহা' নাম্নী বৃহস্পতির কন্যার উৎপত্তি। ইনি সকল প্রাণীর মধ্যে (ক্রোধরূপে) অবস্থান করেন।২২

ইঁহারই পুত্রের নাম 'কাম'-রূপ অগ্নি। রূপে যাঁহার সমান স্বর্গেও কেহ নাই, ইনি ত্রিজগতে অতুলনীয় বলিয়া দেবতাগণ ইঁহার নাম 'কাম' রাখিয়াছেন।২৩

যে অগ্নি হৃদয়ে ক্রোধ ধারণ করত ধনু ও মালা

ঊর্দ্ধো নাম মহাভাগ ত্রিভিরুক্থৈরভিষ্টুতঃ।
মহাবাহুং যজন্নগ্নিং সমাধানং হি যং বিদুঃ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্ব্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে একোন-বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২১৯

ধারণ করিয়া হর্ষ ও উৎসাহের সহিত রথে অবস্থান করত শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তাঁহাকেই 'অমোঘ'-নামক অগ্নি বলে।২৪

হে মহাভাগ! যে অগ্নিকে তিনটি ঊক্থ মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করা হইয়াছে; যিনি মহাবাহুকে (পরা) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহাকে বেদবিদ্-গণ 'সমাধান' বলিয়া জানেন, তাঁহাকেই ঊক্থ অগ্নি বলে।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানবিষয়ক একোনবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১৯

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাঞ্চজন্যনামোঽগ্নেরুৎপত্তিঃ, তৎপুত্রাণাং বর্ণনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কাশ্যপো হ্যথ বাসিষ্ঠঃ প্রাণশ্চ প্রাণপুত্রকঃ।
অগ্নিরাঙ্গিরসশ্চৈব চ্যবনস্ত্রিষু বর্চকঃ ॥১

অচরন্ত তপস্তীব্রং পুত্রার্থে বহ্বাবিষম্।
পুত্রং লভেম বসিষ্ঠং যশসা ব্রহ্মণা সমম্ ॥২

মহাব্যাহৃতিভির্য্যাতঃ পঞ্চভিস্তৈস্তদা স্বয়ম্।
জজ্ঞে তেজো মহাচিষ্মান্ পঞ্চবর্ণঃ প্রভাবনঃ ॥৩
সমিদ্ধোঽগ্নিঃ শিরস্তস্য বাহূ সূর্য্যনিভৌ তথা।
স্রুক্-নেত্রে চ সুবর্ণাভে কৃষ্ণে জঙ্ঘে চ ভারত ॥৪
পঞ্চবর্ণঃ স তপসা কৃতস্তৈঃ পঞ্চভির্জনৈঃ।
পাঞ্চজন্যঃ শ্রুতো দেবঃ পঞ্চবংশকরস্তু সঃ ॥৫

বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

(পাঞ্চজন্য অগ্নির উৎপত্তি ও উহার পুত্রগণের বর্ণন।)

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! কশ্যপপুত্র কাশ্যপ, বশিষ্ঠপুত্র বাসিষ্ঠ, প্রাণপুত্র প্রাণক ও অঙ্গিরার দুই পুত্র যথাক্রমে চ্যবন ও ত্রিবর্চা—এই পাঁচটি অগ্নি।১

ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার ন্যায় যশস্বী ও বশিষ্ঠ পুত্রলাভের ইচ্ছায় বহু বৎসর ধরিয়া তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন।২

উক্ত পাঁচজন ঋষি পাঁচটি (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ) মহাব্যাহৃতি মন্ত্রে পরমাত্মার ধ্যান করিতে-ছিলেন, এমন সময় পাঁচটি বাণ হাতে লইয়া অত্যন্ত তেজস্বী এক পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখে প্রকটিত হইলেন, যিনি সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিতে সমর্থ।৩

হে ভারত! তাঁহার মস্তক প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ, বাহুদ্বয় সূর্য্যসদৃশ, চর্ম্ম ও চক্ষু স্বর্ণবর্ণ এবং জঙ্ঘা-দ্বয় কৃষ্ণবর্ণ ছিল।৪

পাঁচজন ঋষি তপস্যার দ্বারা দেবোপম ঐ পাঁচ-বর্ণের পুরুষকে সৃজন করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম হইল পাঞ্চজন্য। তিনি ঐ পাঁচজন ঋষির বংশ-প্রবর্ত্তক পুত্র হইলেন।৫

দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাতপাঃ।
জনয়ৎ পাবকং ঘোরং পিতৃণাং চ প্রজাঃ সৃজন্ ॥৬

বৃহন্ রথন্তর মুর্ধো বক্ত্রাদ্ বা তবসাহবৌ।
শিবং নাভ্যাং বলাদ্ধস্রং বায়ুমগ্নী প্রাণতোঽসৃজৎ ॥৭

বাহুভ্যামনুষ্টুভৌ চ বিষে ভূতানি চৈব হ।
এতান্ সৃষ্ট্বা ততঃ পঞ্চ পিতৃনামসৃজৎ সুতান্ ॥৮

বৃহদ্রথস্য প্রমিতিঃ কাণ্বস্য মহস্তরঃ।
আত্রেরস্য নিরেণো ধীরঃ পুত্রো বর্চস্য সৌভরঃ ॥৯

প্রাণস্য চানুষ্টুভস্তু ব্যাখ্যাতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
দেবান্ যজ্ঞমুখাংশ্চান্যান্ সৃজৎ পঞ্চদশোত্তরান্ ॥১০

সুভীমমতিভীমঞ্চ ভীমং ভীমবলাবলম্।
এতান্ যজ্ঞমুখঃ পঞ্চ দেবানাং ন্যসৃজৎ তপঃ ॥১১

সুমিত্রং মিত্রবন্তঞ্চ মিত্রজ্ঞং মিত্রবর্ধনম্।
মিত্রধর্মাণমিত্যেতান্ দেবানন্যসৃজৎ তপঃ ॥১২

সুরপ্রবীরং বীরঞ্চ সুরেশঞ্চ সুবর্চসম্।
সুরাণামপি হন্তারং পঞ্চৈতানসৃজৎ তপঃ ॥১৩

ত্রিবিধং সংবিভজ্যেহ পঞ্চ পঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
মুক্তস্ত্রয়ং বিভজ্যেহ স্বর্গতো যজ্ঞবাহিনঃ ॥১৪

তেষামিষ্টং হবস্ত্যেতে বিদুস্তি চ মহর্ষয়ঃ।
স্পর্ধয়া হব্যবাহানাং বিদুস্ত্যেতে হরন্তি চ ॥১৫

সেই মহাতপস্বী পাবকতনয় পিতৃগণের বংশ-বিস্তার মানসে দশ হাজার বৎসর তীব্র তপস্যা করত তাহাদের অক্ষিপাত্র সৃষ্টি করিলেন।৬

তিনি মস্তক হইতে বৃহৎসাম ও মুখ হইতে রথন্তর-সাম প্রকট করিলেন। এই দুই সাম বেদে আয়ু প্রভৃতি হরণ করিয়া দেয়, এজন্য ইহাদের উভয়ের নাম 'তবসাহব' হইয়াছে। অতঃপর তিনি নাভি হইতে কল্প, বল হইতে ইন্দ্র এবং প্রাণ হইতে বায়ু ও অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন।৭

তিনি দুই বাহু হইতে বৈকৃত ও প্রাকৃত ভেদ-বিশিষ্ট দুইটি অনুষ্টুপ্‌ছন্দকে এবং মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে তাহাদের সমস্ত (হয়) দেবতা ও পাঁচ মহাভূত সৃষ্টি করিলেন। ইহাদের সৃষ্টির অনন্তর তিনি পাঁচজন পিতৃপুরুষের জন্য পাঁচটি পুত্র সৃষ্টি করিলেন।৮

বশিষ্ঠ বৃহদ্রথের অংশ হইতে প্রমিতি, কাশ্যপের অংশ হইতে মহন্তর, আত্রিবংশ চ্যবনের অংশ হইতে ধীর এবং বর্চকের অংশ হইতে সৌভর নামক পুত্রের উৎপত্তি হইল।৯

প্রাণের অংশ হইতে অনুষ্টুপ্‌ছন্দের উৎপত্তি হইল। এইরূপ আরও পঁচিশটি পুত্রের নাম বলা হইয়াছে। তারপর 'তপো'-নামধারী পাবকতনয় যজ্ঞবিঘ্নকারী আরও পনেরটি পুত্রের সৃষ্টি করিলেন; ইহারা বিনায়ক নামে বিখ্যাত। তাহাদের উৎপত্তির প্রথমে তিনি সুভীম, অতিভীম, ভীম, ভীমবল ও অবল নামে যজ্ঞবিঘ্নকারী পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করিলেন।১০-১১

ইহার পর তপঃ মিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্র-বর্ধন ও মিত্রধর্মা নামে পাঁচটি বিনায়কস্থানীয় দেবতা সৃষ্টি করিলেন।১২

তদনন্তর তপঃ সুরপ্রবীর, বীর, সুরেশ, সুবর্চা ও সুরহন্তা—এই পাঁচটি বিনায়কের সৃষ্টি করিলেন।১৩

এই তিনশ্রেণীর পৃথক্ পৃথক্ পাঁচজন করিয়া পনেরজন বিনায়কস্থানীয় দেবতা এই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াই স্বর্গস্থ যজ্ঞানুষ্ঠানকারী পুরুষগণের যজ্ঞোপকরণসমূহ অপহরণ করে।১৪

এই বিনায়কগণ অগ্নির প্রতি স্পর্দ্ধাবশতঃ অগ্নিগণের অতি প্রিয় মহান্ হবি হরণ করেনই, উহা নষ্টও করিয়া ফেলেন।১৫

বহির্বেদ্যাং তদাদানং কুশলৈঃ সম্প্রবর্ত্তিতম্।
তদেতে নোপসর্পন্তি যত্র চাগ্নিঃ স্থিতো ভবেৎ ॥১৬

চিত্তোঽগ্নিরুদ্বহন্ যজ্ঞং পক্ষাভ্যাং তান্ প্রবাধতে।
মন্ত্রৈঃ প্রশমিতা হ্যেতে নেষ্টং মুষ্ণন্তি যজ্ঞিয়ম্ ॥১৭

বৃহদ্রথস্তপস্যেব পুত্রো ভূমিমুপাশ্রিতঃ।
অগ্নিহোত্রে হূয়মানে পৃথিব্যাং শস্তিরিষ্যতে ॥১৮

রথন্তরস্ত তপসঃ পুত্রোঽগ্নিঃ পরিপঠ্যতে।
মিত্রবিন্দায় বৈ তস্য হবিরধ্বর্য্যবো বিদুঃ ॥১৯

মুমুদে পরমপ্রীতঃ সহ পুত্রৈর্মহাযশাঃ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্ব্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে বিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২০

এজন্য যজ্ঞকুশল বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যজ্ঞ-বেদীর বহির্ভাগে যজ্ঞশালাস্থিত সেই বেদীতে এই বিনায়ক-গণের জন্য ভাগ রাখিবার নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা, যেখানে অগ্নির স্থাপনা হয়, সেখানে তাঁহার নিকট উহারা যাইতে পারেন না।১৬

মন্ত্রদ্বারা সংস্কার করিয়া যে অগ্নির স্থাপন করা হইয়াছে, সেই সংস্কৃত অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাহার দুইটি শিখার দ্বারা ইহাদিগকে পীড়িত করেন এবং মন্ত্রবলে প্রশমিত হইলেও ইঁহারা যজ্ঞের হবি হরণ করিতে সমর্থ হন না।১৭

এই পৃথিবীতে যখন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান হইতে থাকে, তখন তপের (পাঞ্চজন্যের) পুত্র বৃহদ্রথই এই ভূমিতে অবস্থান করিয়া সজ্জনগণের দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন।১৮

তপের (পাঞ্চজন্যের) যে পুত্রকে রথন্তর অগ্নি বলা হয়, তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত হবিরই ভাগ মিত্রবিন্দ দেবতাকে দেওয়া হয়,—ইহা যজুর্ব্বেদী বিদ্বান্‌গণ বলেন। মহাযশস্বী তপ তাঁহার এই পুত্রগণের সহিত প্রসন্ন হইয়া পরম আনন্দে অবস্থান করেন।১৯-২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানবিষয়ক বিংশত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২০

একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অগ্নিস্বরূপ-তপো-ভাস্বোর্বংশবর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ঊরুক্তিনিয়মৈর্যুক্তো ভরতো নাম পাবকঃ।
অগ্নিঃ পুষ্টিমতির্নাম তুষ্টঃ পুষ্টিং প্রযচ্ছতি।
ভরত্যেব প্রজাঃ সর্বাস্ততো ভরত উচ্যতে ॥১

অগ্নির্যশ্চ শিবো নাম শক্তিপূজাপরশ্চ যঃ।
দুঃখার্ত্তানাঞ্চ সর্বেষাং শিবকৃৎ সততং শিবঃ ॥২
তপসস্তু ফলং দৃষ্ট্বা সম্প্রবৃদ্ধং তপো মহৎ।
ঊর্দ্ধর্ত্বাখ্যো মতিমান্ পুত্রো ভস্মে পুরন্দরঃ ॥৩

একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অগ্নিস্বরূপ তপ এবং ভাস্ব (মনু)র বংশবর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বোক্ত ভরত (আয়ুর পৌত্র ও ঊর্দ্ধের পুত্র)-নামক অগ্নি ঊরুক্তনিয়মসমূহের দ্বারা যুক্ত; ইনি তুষ্ট হইলে যজমানের পুষ্টি প্রদান করেন; এজন্য ইহার নাম পুষ্টিমতি, এইভাবে পুষ্টির দ্বারা প্রজাগণকে ভরণ পোষণ করেন বলিয়া ইঁহাকে ভরত বলা হয়।১

উমা চৈবোরুপো জজ্ঞে সোঽগ্নিধৃতস্ত লক্ষ্যতে।
অগ্নিশ্চাপি মনুর্নাম প্রাজাপত্যমকারয়ৎ ॥৪
শম্ভুমগ্নিঞ্চ প্রাহুর্ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
আবসথ্যং দ্বিজাঃ প্রাহুর্দীপ্তমগ্নিং মহাপ্রভম্ ॥৫
ঊর্জস্বন্তং ধন্যবাহান্ সুবর্চসমনুপ্রভান্।
ততস্তপো দুজনয়ৎ পঞ্চ যজ্ঞসুতানিহ ॥৬
প্রশান্তেঽগ্নির্হবির্ভাগ পরিশ্রান্তো দবাং পতিঃ।
অসুরান্ জনয়ন্ ঘোরান্ মর্ত্যাংশ্চৈব পৃথগ্‌বিধান্ ॥৭

'শিব' নামক যে অগ্নি আছেন, ইনি সদা শক্তির আরাধনায় তৎপর। দুঃখপীড়িত সকলের শিব (কল্যাণ) করেন ব'লিয়া ইঁহাকে শিব বলা হয়।২

তপের (পাকযজ্ঞের) তপস্যালব্ধ ফল (ঐশ্বর্য্য) বর্দ্ধিত হইয়া এমন মহান্ হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া তৎপ্রাপ্তির ইচ্ছায় বুদ্ধিমান্ ইন্দ্রই যেন পুরন্দর নাম গ্রহণ করত তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলেন।*।৩

ঐ পাকযজ্ঞ (তপ) হইতে 'উমা' নামক অগ্নির উৎপত্তি হইল; ইনিই সমস্ত জীবের শরীরে উমারূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। 'মনু' নামক তপের যে অপর পুত্র হন, তিনি প্রাজাপত্য যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন।৪

বেদজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ শম্ভু এবং আবসথ্য-নামক অগ্নিকে মহাতেজে তেজীয়ান্ বলিয়া কীর্তন করেন।৫

অনন্তর যে সমস্ত অগ্নিতে যজ্ঞে সোমের আহুতি দেওয়া হয়, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী পুত্র তপ

* তপ অর্থাৎ পাকযজ্ঞের পূর্ব্বোক্ত চারিজন পুত্র ব্যতীত আরও পাঁচজন পুত্র ইনি উৎপন্ন করেন। তাঁহাদের নাম—পুরন্দর, উমা, মনু, শম্ভু ও আবসথ্য। অতঃপর ছয় সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত ইঁহাদেরই বর্ণনা আছে।

তপশ্চ মনুং পুত্রং ভানুং চাপ্যঙ্গিরাঃ সৃজৎ।
বৃহদ্ভানুং তু তং প্রাহুর্ব্রহ্মণা বেদপারগাঃ ॥৮
ভানোর্ভার্য্যা সুপ্রজা তু বৃহদ্ভাসা তু সূর্য্যজা।
অসূয়ত তাঃ তু ষট্ পুত্রান্ শৃণু তাসাং প্রজাবিধিম্ ॥৯
দুর্বলানাং তু ভূতানামসূন্ যঃ সম্প্রযচ্ছতি।
তমগ্নিং বলদং প্রাহুঃ প্রথমং ভানুতঃ সুতম্ ॥১০
যঃ প্রশান্তেষু ভূতেষু মন্যুর্ভবতি দারুণঃ।
অগ্নিঃ স মন্যুবামাম দ্বিতীয়ো ভানুতঃ সুতঃ ॥১১

উৎপাদন করিলেন। ইঁহারা সকলেই সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্, যজমানের বল ও তেজ সম্পাদনকারী এবং দেবতাগণের জন্য হবির্বহনকারী।৬

হে মহাভাগ! অন্তকালে পরিশ্রান্ত রশ্মিপতি সূর্য্যদেব অগ্নিস্বরূপ হইয়া মরণশীল অনেক প্রকার ঘোর অসুরের সৃষ্টি করেন (ইহাদিগকেও তপের পুত্র বলিয়া বলা হয়)।৭

তপের 'মনু' নামক পুত্র অঙ্গিরার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া ভানুনামক অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন। বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ এই ভানুকেই 'বৃহদ্ভানু' নামে অভিহিত করেন।৮

ভানুর দুই পত্নী সুপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা, ইঁহাদের মধ্যে বৃহদ্ভাসা সূর্য্যের কন্যা ছিলেন। ইঁহারা দুইজন ছয়টী সন্তান প্রসব করিলেন; তাঁহাদের বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।৯

যিনি দুর্ব্বল মনুষ্যগণের বল প্রদান করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন, তিনিই বলদনামক অগ্নি, ইনিই ভানুর প্রথম পুত্র।১০

যিনি শান্ত মনুষ্যগণের মধ্যেও ভয়ঙ্কর ক্রোধরূপে প্রকটিত হন, তাঁহার নাম মন্যুমান্; ইনি ভানুর দ্বিতীয় পুত্র।১১

দর্শে চ পৌর্ণমাসে চ যজ্ঞেষু হবিরুচ্যতে।
বিষ্ণুর্বাসেষু যোঽগ্র্যস্তু ধৃতিমান্নাম সোঽঙ্গিরাঃ ॥১২

ইন্দ্রেণ সহিতং যস্য হবিষাপ্রয়ণং স্মৃতম্।
অগ্নির্বাপ্রয়ণো নাম ভানোরেবাত্মজস্তু সঃ ॥১৩

চাতুর্মাস্যেষু নিত্যানাং হবিষাং যোনিরগ্রহঃ।
চন্দ্রেণ সহিতঃ পুত্রৈর্ভানোরেবাত্মজঃ স্মৃতঃ ॥১৪

নিশা ত্বজনয়ৎ কন্যামগ্নীষোমাবুতৌ তথা।
মনোরেষাভবন্ ভার্য্যা সুষুবে পঞ্চ পাবকান্ ॥১৫

পূজ্যতে হবিষাগ্র্যেণ চাতুর্মাস্যেষু পাবকঃ।
পর্জন্যসহিতঃ শ্রীমানগ্নির্বৈশ্বানরস্তু সঃ ॥১৬

অস্য লোকস্য সর্বস্য যঃ প্রভুঃ পরিপঠ্যতে।
যোঽগ্নির্বিবস্বতির্নাম দ্বিতীয়ো বৈ মনোঃ সুতঃ ॥১৭

ততঃ বিষ্টং ভবেদাজ্যং বিষ্টকৃৎ পরমস্তু সঃ।
কন্যা সা রোহিণী নাম হিরণ্যকশিপোঃ সুতা ॥১৮

কর্দমালী বভৌ ভার্য্যা স বহ্নিঃ স প্রজাপতিঃ।
প্রাণানাত্মজিত্য যো দেহং প্রবর্তয়তি দেহিনাম্।
তস্য সন্নিহিতো নাম শব্দরূপস্য সাধনঃ ॥১৯

শুক্লকৃষ্ণগতির্দেবো যো বিভর্তি হুতাশনম্।
অকল্মষঃ কল্মষাণাং কর্তা ক্রোধাত্মজস্তু সঃ ॥২০

কপিলং পরমর্ষিং যং প্রাহুর্ব্রহ্মসুতং সদা।
অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্তকঃ ॥২১

ধর্ম ও পৌর্ণমাস যজ্ঞে যাঁহার উদ্দেশে হবি অর্পণ করা হয়, তাঁহাতেই 'বিষ্ণু' নামক অঙ্গিরা-গোত্রীয় অগ্নি বলে। ইঁহারই অপর নাম 'ধৃতিমান্'।১২

ইন্দ্রের সহিত যে অগ্নির উদ্দেশে আগ্রয়ণ (নূতন অন্নদ্বারা সম্পাদনযোগ্য যজ্ঞ) কর্মে হবির আহুতি দেওয়া হয়, এই "আগ্রয়ণ" নামক অগ্নিও ভানুরই পুত্র।১৩

চাতুর্মাস্যযজ্ঞে আগ্নেয় প্রভৃতি আটটি হবির উৎপত্তিস্থান যে অগ্নি, ইনিই বৈশ্বদেবনামক ভানুর পঞ্চম পুত্র 'আগ্র'-নামা অগ্নি। 'শুক্ল'-নামক অগ্নিও ভানুরই পুত্র; পূর্বোক্ত চার পুত্রের সহিত এই দুইজন মিলিত হইয়া ভানুর ছয় পুত্র হইল *।১৪

মনুর (ভানুর) তৃতীয়া পত্নী নিশার গর্ভে এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যার নাম রোহিণী ও পুত্র দুইটির নাম অগ্নি ও সোম। ইহা ছাড়া নিশা আরও পাঁচটি অগ্নিস্বরূপ পুত্র প্রসব করিলেন।১৫

চাতুর্মাস্যযজ্ঞে পর্জন্যের সহিত যে অগ্নির অর্চনা করা হয়, তাহার নাম শ্রীমান্ বৈশ্বানর অগ্নি। ইনি মনুর প্রথম পুত্র।১৬

এই লোকের যিনি প্রভু বলিয়া পরিপঠিত হন, তিনিই বিবস্বতিনামক মনুর দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার প্রভাবে হবির আহুতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়; অতএব ইঁহাকে বিষ্টকৃৎ বলা হয়।

মনুর কন্যা রোহিণী কোন দুরদৃষ্টবশতঃ হিরণ্যকশিপুর পত্নীত্ব প্রাপ্ত হয়; বস্তুতঃপক্ষে মনুই যথার্থ বহ্নি এবং তিনিই প্রজাপতি।

দেহধারীমাত্রের প্রাণকে আশ্রয় করিয়া যিনি দেহকে কর্মে প্রবৃত্ত করান, তাঁহার নাম 'সন্নিহিত'-নামক অগ্নি; ইনিই মনুর তৃতীয় পুত্র এবং ইনি দেহীর শব্দ ও রূপ-গ্রহণে সহায়তা করেন।১৭-১৯

যিনি শুক্ল অর্থাৎ দেবযান ও কৃষ্ণ অর্থাৎ পিতৃযান মার্গের আধার, যিনি শরীরস্থিত অগ্নিকে পোষণ করেন, যিনি স্বয়ং নিষ্পাপ হইয়াও সকল পাপকর্মের প্রবর্তক, যাঁহাকে মহর্ষিগণ সাংখ্যযোগ-প্রবর্তক পরমর্ষি কপিল বলেন, তিনিই ক্রোধের আত্মজভূত 'কপিল'-নামক অগ্নি।২০-২১

---

* বসু, মন্যুমান্ ও বিভু—এই তিন অগ্নি ভানুর ভার্যা সুপ্রভা হইতে উৎপন্ন এবং আগ্রয়ণ, অহঃ ও শুভ—এই তিন অগ্নি ভানুর ভার্যা বৃহদ্ভানুর সন্তান।

অগ্রং যজন্তি ভূতানাং যেন ভূতানি নিত্যদা।
কর্মণ্যহ বিচিত্রেষু সোঽগ্রণীরভিধীয়তে ॥২২

ইমানস্যান্ দমস্যন্তং পাবকান্ প্রতিযান্ ভুবি।
অগ্নিহোত্রস্য দুষ্টস্য প্রায়শ্চিত্তাংস্যুদ্বণান্ ॥২৩

সংস্পৃশেদ্যুর্যদান্যোন্যং কথঞ্চিদ্ বায়ুনাগ্নয়ঃ
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা বৈ শুচয়েঽগ্নয়ে ॥২৪

দক্ষিণাগ্নির্যদা ছাদ্যাৎ সংসৃজেত তথা ত্রিভি।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা বৈ বাতবেঽগ্নয়ে ॥২৫

যজমানো হি স্পৃশ্যেতানবিশেষ্য যথাগ্নিনা।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা তু শুচয়েঽগ্নয়ে ॥২৬

অগ্নিং যজ্ঞস্থলা বৈ স্ত্রী সংস্পৃশেদগ্নিহোত্রিকম্।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা যজ্ঞাগ্নয়ে ॥২৭

মৃতঃ শ্রুবেণ যো জীবঃ পবেয়ুঃ পশবো যদা।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা সুরভিমতেঽগ্নয়ে ॥২৮

আর্তো ন জুহুয়াদগ্নিং ত্রিরাত্রং যস্তু ব্রাহ্মণঃ।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা স্যাদুত্তরাগ্নয়ে ॥২৯

দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ যস্য তিষ্ঠেৎ প্রতিষ্টিতম্।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা পবিত্রকৃতেঽগ্নয়ে ॥৩০

সূতিকাগ্নির্যদা চাগ্নিং সংস্পৃশেদগ্নিহোত্রিকম্।
ইষ্টিরষ্টাকপালেন কার্য্যা চাগ্নিমতেঽগ্নয়ে ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি
আঙ্গিরসোপাখ্যানে একবিংশত্যধিকদ্বিশততম-
সমোঽধ্যায়ঃ ২২১

যাঁহার সভ্যতাতে প্রাণধারণ বিভিন্ন বৈধকর্মে ভূতগণকে প্রথমে অগ্রভাগ প্রদান করে, তিনিই মনুর পঞ্চম পুত্র 'অগ্রণী'-নামক অগ্নি।২২

অগ্নিহোত্রের কর্মের বৈগুণ্যনিবারণের জন্য মনু আরও অনেক জগৎপ্রসিদ্ধ মহেশ্বর অগ্নির সৃষ্টি করেন, তাহারা পূর্ব্বোক্ত অগ্নিসমূহ [illegible]।২৩

যদি বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া অগ্নিগুলির পরস্পর সংস্পর্শ হইয়া যায়, তাহা হইলে যজমান সংস্কৃত অগ্নিতে অথবা শুচিনামক অগ্নিতে অষ্টকপাল পুরোডাশের দ্বারা ইষ্টি (যজ্ঞ) করিবে।২৪

যদি দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নির সহিত সংসৃষ্ট হইয়া যায়, তবে 'বাতি'-নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশের আহুতি প্রদান করিবে।২৫

যদি যজমান অগ্নিসমূহ দাবানলের সহিত মিশ্রিত হয়, তবে সংস্কৃত অগ্নিতে অষ্টাকপাল পুরোডাশের আহুতি প্রদান করিবে।২৬

যদি রজস্বলা স্ত্রী অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে স্পর্শ করিয়া ফেলে, তবে অষ্টকপাল পুরোডাশের দ্বারা যজ্ঞমান্ নামক অগ্নিতে ইষ্টি করিবে।২৭

যদি অগ্নিহোত্রের সময় কোন প্রাণীর মৃত্যু-সূচক শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, অথবা কুকুরাদি পশুর স্পর্শ হয়, তাহা হইলে সুরভিমান্ অগ্নিতে অষ্টাকপাল পুরোডাশের দ্বারা ইষ্টি করিবে।২৮

যদি ব্রাহ্মণ কোন পীড়ায় পীড়িত হইয়া তিন রাত্রি পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করিতে পারে, তবে উত্তরাগ্নির উদ্দেশে অষ্টকপাল পুরোডাশের দ্বারা ইষ্টি করিবে।২৯

দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞকারীর ঐ যজ্ঞ যদি মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়, তবে পবিত্রকৃত অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশের ইষ্টি করিবে।৩০

যদি সূতিকাগৃহের অগ্নির সহিত অগ্নিহোত্রের অগ্নির স্পর্শ হয়, তবে 'অগ্নিমান্' অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপালের ইষ্টি করিবে।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানবিষয়ে একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২১

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়।

[সহনামোঽগ্নের্জলপ্রবেশঃ, অঙ্গিরসা তস্য পুনঃ প্রকটীকরণঞ্চ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আপস্তু মূর্দ্ধিতা ভার্য্যা সহস্য পবমা প্রিয়া।
ভূপতির্ভুবর্ত্তা চ জনয়ৎ পাবকং পরম্ ॥১

ভূতানামপি সর্বেষাং যং প্রাহুঃ পাবকং পতিম্।
আত্মা ভুবনভর্ত্তেতি সাম্বয়েষু দ্বিজাতিষু ॥২

মহতামেষ ভূতানাং সর্বেষামিহ যঃ পতিঃ।
ভগবান্ স মহাতেজা নিত্যং চরতি পাবকঃ ॥৩

অগ্নির্মূর্দ্ধপতির্নাম নিত্যং যজ্ঞেষু পূজ্যতে।
হুতং বহতি যো হব্যমস্য লোকস্য পাবকঃ ॥৪

অপাং গর্ভো মহাভাগঃ সর্বভুক্ যো মহাদ্ভুতঃ।
ভূপতির্ভুবর্ত্তা চ মহতঃ পতিরুচ্যতে ॥৫

বহন্ মৃতানি ভূতানি তস্যাগ্নির্ভবতোঽভবৎ।
অগ্নিষ্টোমে চ নিয়তঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠো ততশ্চ তু ॥৬

স হ্যগ্নিঃ প্রথমো নিত্যং দেবৈরন্বিষ্যতে প্রভুঃ।
আয়ান্তং নিয়তং দৃষ্ট্বা প্রবিবেশার্ণবং ভয়াৎ ॥৭

দেবাস্তত্রাপি গচ্ছন্তি মার্গমাণা যথাবিধম্।
দৃষ্ট্বা বহ্নিমথর্বাণং তত্রো বচনমব্রবীৎ ॥৮

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সহনামক অগ্নির জলে প্রবেশ এবং অঙ্গিরা-কর্ত্তৃক পুনরায় তাঁহার প্রকটীকরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—জলমধ্যে বাসকারী বিশ্বভর্ত্তা 'সহ'-নামক অগ্নির 'মূর্দ্ধিতা' নাম্নী অতিশয় প্রিয়া পত্নীর গর্ভে ভূর্লোক ও ভুবর্লোক-পালনকারী 'অদ্ভুত'-নামক এক উৎকৃষ্ট অগ্নির উৎপত্তি হইল।১

বাগপরম্পরায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, এই 'অদ্ভুত' অগ্নি সমস্ত প্রাণীর অধিপতি। তিনি সকলের আত্মা ও বিশ্বভর্ত্তা।২

ইনি জগতের সমস্ত মহাভূতসমূহের অধিপতি। ইহার মধ্যে সকল ঐশ্বর্য্যই বর্ত্তমান, মহাতেজস্বী এই অগ্নি সর্ব্বত্র নিত্যই বিচরণ করেন।৩

'মূর্দ্ধপতি' নামে যে অগ্নি যজ্ঞে সদা পূজিত হইয়া থাকেন এবং যিনি সমস্ত হুত হব্যকে দেবোদ্দেশে বহন করেন, সেই 'অদ্ভুত' অগ্নি এই জগৎকে পবিত্র করেন।৪

যে মহাভাগ অগ্নি 'আপ'-নামক সহ-অগ্নির পুত্র, যিনি সর্ব্বভোক্তা এবং ভূর্লোক ও ভুবর্লোকের পালক, সেই এই 'অদ্ভুত' অগ্নি বৃদ্ধিত্বের অধিপতি।৫

এই অদ্ভুত বা 'বৃহস্পতি'-নামক অগ্নির এক পুত্র হইল, যাঁহার নাম ভরত। ইনি মৃত পুরুষগণের শবসমূহকে বাহ্য করেন এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে ইঁহার নিয়ত অধিষ্ঠান; এজন্য অগ্নিষ্টোমকে ক্রতুশ্রেষ্ঠ বলা হয়।৬

প্রথম অগ্নি সহ বড়ই প্রভাবশালী ছিলেন। এক সময় দেবতাগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছিলেন। দেবতাগণের সহিত তাঁহার সৌম্য নিয়তকেও আসিতে দেখিয়া সহাগ্নি ভয়ে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৭

তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য দেবতাগণও সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন সহাগ্নি অথর্ব্বা অর্থাৎ অথর্ব্ববেদজ্ঞ অঙ্গিরাকে দেখিয়া এইরূপ

দেবানাং বহ হব্যং ত্বমহং বীর সুদুর্বলঃ।
অথ ত্বং গচ্ছ মধ্যস্থং প্রিয়মেতৎ কুরুষ মে ॥৯
প্রেষয়ামাস চাগ্নিরথর্বাণমন্তং দেবৈ ততোঽগমৎ।
মৎস্যাস্তস্য সমাচখ্যুঃ ক্রুদ্ধস্তানগ্নিরব্রবীৎ ॥
তস্মাদ্যৈ বিবিধৈর্ভাবৈর্ভবিতৃষ্য শরীরিণাম্ ॥১০
অথর্বাণং তথা চাপি হব্যবাহোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥১১
অনুনীয়মানো হি ভৃশং দেববাক্যাদ্ভি তেন সঃ।
নৈচ্ছদ্ বোঢ়ুং হবিঃ সোঢ়ুং শরীরং চাপি সোঽত্যজৎ ॥১২

স তচ্ছরীরং সন্ত্যজ্য প্রবিবেশ ধরাং তদা।
ভূমিং স্পৃষ্টাস্তজম্ ধাতূন্ পৃথক্ পৃথগজীজনৎ হি ॥১৩
পুষ্পাৎ স গন্ধং তেজশ্চ অগ্নিভ্যো দেবদারু চ
শ্লেষ্মণঃ স্ফাটিকং তস্য পিত্তান্মারকতং তথা ॥১৪

বহুৎ কৃষ্ণায়সং তস্য ত্রিভিরেব বভূবুঃ প্রজাঃ।
নখাস্তস্যাভ্রপটলং শিরাজালানি বিদ্রুমম্ ॥১৫
শরীরাদ্ বিবিধাশ্চান্যে ধাতবোঽস্যাভবন্ নৃপ।
এবং ত্যক্ত্বা শরীরঞ্চ পরমে তপসি স্থিতঃ ॥১৬

ভৃগ্বঙ্গিরাদিভির্ভূয়স্তপসোত্থাপিতস্তদা।
ভৃশং জজ্বাল তেজস্বী তপসাপ্যায়িতঃ খিখা ॥১৭

দৃষ্ট্বা অগ্নিং তদাঙ্গাপি প্রবিবেশ মহার্ণবম্।
তস্মিন্ নষ্টে জগদ্ ভীতমথর্বাণমথাব্রিতম্।
অর্চয়ামাসুরেবৈনমথর্বাণং সুরাস্তদা ॥১৮

অথর্বা ত্বস্মল্লোকানাত্মনাংলোক্য পাবকম্।
বিবক্ষাং সর্বভূতানামুপধার্য মহার্ণবম্ ॥১৯

বলিলেন।৮

হে বীর! আপনিই দেবতাগণের হব্য বহন করুন; আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; আপনিই অগ্নির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করুন।৯

অগ্নি অথর্ব্বাকে (অঙ্গিরাকে) এই কথা বলিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেলেন। মৎস্যগণ তাঁহার স্থান দেবতাগণকে বলিয়া দিয়াছিল; এজন্য মহাগ্নি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মৎস্যগণকে অভিশাপ দিলেন —"তোমরা নানাপ্রকারে নানা জীবের ভক্ষ্য হইবে"।১০

সহ অগ্নি পুনরায় অঙ্গিরাকে ঐ কথা বলিলেন; সেই সময় দেবতাগণ অগ্নিকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেও তিনি হব্য বহন করিতে স্বীকার করিলেন না এবং নিজের শরীরকেও বহন করিতে সক্ষম না হইয়া তিনি শরীর ত্যাগ করিলেন।১১-১২

তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভূমি স্পর্শ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নানাবিধ ধাতু সৃষ্টি করিলেন।১৩

তাঁহার পুষ্প হইতে গন্ধের, রক্ত হইতে তৈজসের, অগ্নি হইতে দেবদারু বৃক্ষের, শ্লেষ্মা হইতে স্ফটিকের এবং পিত্ত হইতে মারকতমণির সৃষ্টি হইল।১৪

তাঁহার বহুৎ হইতে কৃষ্ণ লৌহ উৎপন্ন হইল, কাষ্ঠ, পাষাণ ও লৌহ—এই তিনটি বস্তুই প্রজাগণের অধিক উপকারী; তাঁহার নখ হইতে মেঘসমূহ এবং শিরাসমূহ হইতে বিদ্রুমের উৎপত্তি হইল।১৫

তাঁহার শরীর হইতে এইরূপ বিবিধ ধাতু উৎপন্ন হইল। হে রাজন্! এইরূপে তিনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া তীব্র তপস্যায় নিরত হইলেন।১৬

ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাকে পুনরায় তপস্যা হইতে বিরত করিলেন এবং তপস্যার দ্বারা পুষ্ট হইয়া অগ্নিদেব নিজ তেজে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন।১৭

এবমগ্নির্ভগবতা নষ্টঃ পূর্বমথর্বণা।
আহূতঃ সর্বভূতানাং হব্যং বহতি সর্বদা ॥২০

এবং স্বজনয়দ্ বিদ্বান্ বেদোক্তান্ বিবুধান্ বহূন্।
বিচরন্ বিবিধান্ দেশান্ ভ্রমমাণস্ত তত্র বৈ ॥২১

সিন্ধুনদং পঞ্চনদং বেধিকাথ সরস্বতীং।
গঙ্গা চ শতকুম্ভা চ সরযূর্গণ্ডকীহ্রদা ॥২২

চর্মণ্বতী মহী চৈব বেত্রা বেধাতিথিস্তথা।
তাম্রবতী বেত্রবতী নক্তস্রোতশ্চ কৌশিকী ॥২৩

তমসা নর্মদা চৈব নদী গোদাবরী তথা।
বেণোপবেণা ভীমা চ বড়বা চৈব ভারত ॥২৪

ভারতী সুপ্রয়োগা চ কাবেরী ঘূর্ণিকা তথা।
তুঙ্গবেণা কৃষ্ণবেণা কপিলা শোণ এব চ ॥২৫

এতা নদ্যস্তু বিখ্যাতাং মাতরো বঃ প্রকীর্তিতাঃ।
অদ্ভুতস্য প্রিয়া ভার্যা তস্য পুত্রো বিভূষণিঃ ॥২৬

যাবন্তঃ পাবকাঃ প্রোক্তাঃ সোমাস্তাবন্ত এব তু।
অত্রেশ্চাপ্যন্বয়ে জাতা ব্রহ্মণো মানসাঃ প্রজাঃ ॥২৭

অত্রিঃ পুত্রান্ সৃষ্টুকামস্তানেবাত্মন্যধারয়ৎ ॥২৮

তস্য তত্র ক্ষণঃ কার্ষ্ণ্যাদ্বিনির্যন্তি হুতাশনাঃ।
এবমেতে মহাত্মানঃ কীর্তিতাস্তেঽগ্নয়ো ময়া ॥২৯

অত্রেরেতে যথোৎপন্নাঃ শ্রীমন্তস্ত্রিদিবাপহাঃ।
অদ্ভুতস্য তু মাহাত্ম্যং যথা বেদেষু কীর্তিতম্ ॥৩০

কিন্তু অগ্নি অঙ্গিরা ঋষিকে দেখিয়াই পুনরায় মহাসাগরে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার অদর্শনে জগৎ ভীত হইয়া অঙ্গিরাকে আশ্রয় করিল; অনন্তর দেবতাগণ অঙ্গিরাকে পূজা করিলেন ॥১৮

অথর্বা ঋষি সকল প্রাণীর সঙ্গেই সমুদ্রকে মন্থন করিলেন এবং অগ্নিদেবের দর্শন করত নিজেই সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি করিলেন ॥১৯

এইরূপে পূর্বকালে ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি পুনরায় অদ্ভুত সহনামক অগ্নিকে আহ্বান করিলেন এবং পুনরায় পূর্ববৎ তিনি সকল জীবগণের হব্য বহন করিতে লাগিলেন ॥২০

এইরূপে অগ্নিদেব সমুদ্রের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ ও ভ্রমণ করিয়া বহু বেদোক্ত অগ্নিদেবতা ও তাঁহাদের স্থান সৃষ্টি করিলেন ॥২১

ভারত! সিন্ধুনদ, পঞ্চনদ, বেধিকা, সরস্বতী, গঙ্গা, শতকুম্ভা, সরযূ, গণ্ডকী, চর্মণ্বতী, মহী, মেধা, মেধাতিথি, তাম্রবতী, বেত্রবতী, কৌশিকী, তমসা, নর্মদা, গোদাবরী, বেণা, উপবেণা, ভীমা, বড়বা, ভারতী, সুপ্রয়োগা, কাবেরী, ঘূর্ণিকা, তুঙ্গবেণা, কৃষ্ণবেণা, কপিলা ও শোণ—এই নদ-নদীগুলি বিবিধ অগ্নির মাতৃস্থান (উৎপত্তিস্থল)।

অদ্ভুতের প্রিয়া ভার্যার গর্ভে 'বিভূষণি'-নামক অগ্নির উৎপত্তি হয়। অগ্নির যত সংখ্যা বলা হইয়াছে, সোমযাগেরও তত্তই সংখ্যা জানিবে। এইসকল অগ্নি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে অত্রিমুনির বংশে তাঁহারই সন্তানরূপে উৎপন্ন হন ॥২২-২৭

অত্রিমুনি প্রজা-সৃষ্টির ইচ্ছায় ঐ অগ্নিসমূহকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিলেন; পুনরায় সেই ব্রহ্মর্ষির শরীর হইতে ঐ অগ্নিসমূহের বিভিন্ন রূপে সৃষ্টি হয়।

এই আমি তোমাকে তোমার জিজ্ঞাসানুসারে সেই দীপ্তিমান্, ত্রিদিবাপহ, মহাত্মা ও অতুলনীয় অগ্নিসমূহের যথাক্রমে উৎপত্তির কথা বলিলাম।

অদ্ভুতের মাহাত্ম্য বেদে যেরূপ বর্ণিত আছে, অন্যান্য অগ্নির মাহাত্ম্য সেইরূপই বুঝিবে; কেননা, সকল অগ্নি বস্তুতঃ একই।

তাদৃশং বিদ্ধি সর্বেষামেকো হেষু হুতাশনঃ।
এক এবৈষ ভগবান্ বিজ্ঞেয়ঃ প্রথমোঽঙ্গিরাঃ॥
বহুধা নিঃসৃতঃ কায়াজ্জ্যোতিষ্টোমঃ ক্রতুর্যথা॥৩১
ইত্যেষ বংশঃ সুমহানগ্নীনাং কীর্ত্তিতো ময়া।
যোঽভিতো বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্হব্যং বহতি দেহিনাম্॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্ব্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানেঽঙ্গিরসমুদ্ভবে দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২২২

প্রথম ভগবান্ অগ্নি, যাঁহাকে অঙ্গিরা নামে অভিহিত করা হয়, তিনিই সর্ব্বত্র এক অগ্নিরূপে বর্ত্তমান। যেমন একই জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ উদ্ভিদ্ আদি অনেক যজ্ঞের আকারে আবির্ভূত, তেমনই একই অঙ্গিরা বিভিন্ন অগ্নিরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।৩১

এই অগ্নিদেবের সুমহান্ বংশের কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; যিনি বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া দেবগণের হব্য বহন করেন।৩২

শ্রীমদ্ঋষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরসবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২২

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ কেশিদানবাদ্ দেবসেনায়া উদ্ধারঃ।]

(বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বেমাং ধর্ম্মসংযুক্তাং ধর্ম্মরাজঃ কথাং শুভাম্
পুনঃ পপ্রচ্ছ তমৃষিং মার্কণ্ডেয়ং তপস্বিনম্॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কুমারস্য যথা জাতো যথা চাগ্নেঃ সুতোঽভবৎ।
যথা রুদ্রাচ্চ সম্ভূতো গঙ্গায়াং কৃত্তিকাসু চ॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কৌতূহলমতীব মে॥)

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
অগ্নীনাং বিবিধা বংশাঃ কীর্ত্তিতাস্তে ময়ানঘ।
শৃণু জন্ম তু কৌরব্য কার্ত্তিকেয়স্য ধীমতঃ॥১
অদ্ভুতস্যাদ্ভুতং পুত্রং প্রবক্ষ্যাম্যমিতৌজসম্।
জাতং ব্রহ্মর্ষিভার্য্যাভির্ব্রহ্মণ্যং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্॥২

ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রকর্ত্তৃক কেশিদানবের নিকট হইতে দেবসেনার উদ্ধার।]

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই ধর্ম্মসংযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় তপস্বী মার্কণ্ডেয় ঋষিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুমারের (কার্ত্তিকেয়ের) জন্ম কিরূপে হইল? তিনি অগ্নির পুত্র হইলেন কিভাবে? রুদ্র হইতেই বা তাঁহার জন্ম হইল? ও কৃত্তিকাগণের গর্ভে কিভাবে হইল? ইহা শুনিতে চাই। শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।) মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন,—হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির। অগ্নিগণের বিবিধ বংশের কথা বলিলাম, এখন কার্ত্তিকেয়ের জন্মের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।১

অদ্ভুত অগ্নির অদ্ভুত পুত্র এই কার্ত্তিকেয় অমিত বল ও তেজসম্পন্ন; ইনি ব্রহ্মর্ষিগণের পত্নীসমূহের

দেবাসুরাঃ পুরা যত্তা বিনিঘন্তঃ পরস্পরম্।
ওত্রাজয়ন্ সদা দেবান্ দানবা ঘোররূপিণঃ ॥৩

বধ্যমানং বলং দৃষ্ট্বা বহুশস্তৈঃ পুরন্দরঃ।
স সৈন্যনায়কার্থায় চিন্তামাপ তদা তদা ॥৪

দেবসেনাং দানবৈর্হি ত্রাণাং দৃষ্ট্বা মহাবলঃ।
পালয়েদ্ বীর্য্যমাশ্রিত্য স জ্ঞেয়ঃ পুরুষো ময়া ॥৫

স শৈলং মানসং গত্বা ব্যায়ন্নর্থমিদং ভৃশম্।
শুশ্রাবার্ত্তস্বরং ঘোরমথ যুক্তং স্ত্রিয়া তদা ॥৬

অভিধাবতু মাং কশ্চিৎ পুরুষস্ত্রাতু চৈব হ।
পতিত্বে বা প্রদিশতু স্বয়ং বা পতিরস্তু মে ॥৭

পুরন্দরস্তু তামাহ মা ভৈর্নাস্তি ভয়ং তব।
এবমুক্ত্বা ততোঽপশ্যৎ কেশিনং দিতিসত্তমঃ ॥৮

কিরীটিনং গদাপাণিং ধাতুমন্তমিবাচলম্।
হস্তে গৃহীত্বা কন্যাং তামথৈনং বাসবোঽব্রবীৎ ॥৯

অনার্য্যকর্ম্ম কস্মাৎ ত্বমিমাং কন্যাং জিহীর্ষসি।
যন্ত্রিণং মাং বিজানীহি বিরমাস্মাৎ প্রধাবনাৎ ॥১০

কেশ্যুবাচ।

বিসৃজস্ব ত্বমেবৈনাং শক্রেণ প্রার্থিতা ময়া।
ক্ষমং তে ভাবতো গন্তুং স্বপুরং পাকশাসন ॥১১

এবমুক্ত্বা গদাং কেশী চিক্ষেপেন্দ্রবধায় বৈ।
তামাপতন্তীং চিচ্ছেদ মধ্যে বজ্রেণ বাসবঃ ॥১২

অথাস্য শৈলশিখরং কেশী ক্রুদ্ধো ব্যসৃজৎ।
তদা পতন্তং সম্প্রেক্ষ্য শৈলশৃঙ্গং শতক্রতুঃ ॥১৩

গর্ভে জন্মগ্রহণ করত ব্রাহ্মণের ভক্ত ও কীর্ত্তিবর্দ্ধক হয়।২

পুরাকালে দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর যুদ্ধার্থী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অস্ত্রশস্ত্রসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর দানবগণ দেবগণকে জয় করিল।৩

পুনঃপুনঃ অসুরগণের দ্বারা দেবগণকে বধ্যমান হইতে দেখিয়া ইন্দ্র দেবসৈন্যগণের জন্য একজন উপযুক্ত সেনাপতির কথা বিশেষরূপে ভাবিতে লাগিলেন।৪

আমাকে এমন পুরুষের খোঁজ করিতে হইবে, যিনি মহাবলবান্ এবং নিজ পরাক্রমের আশ্রয়ে মহাবল অসুরগণকর্ত্তৃক ত্রস্তা দেবসেনাকে রক্ষা করিতে পারেন।৫

তিনি মানস পর্ব্বতে গিয়া এই কথা বার বার চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার কর্ণে একজন স্ত্রীলোকের ভয়ঙ্কর আর্ত্তস্বর প্রবিষ্ট হইল।৬

কোন বীর দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে রক্ষা করুন এবং তিনি আমাকে আমার পতির নির্দ্দেশ করুন অথবা স্বয়ং আমার পতি হউন।৭

পুরন্দর (ইন্দ্র) তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি ভয় করিও না"। এই বলিয়াই তিনি তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলেন যে, কেশীদৈত্য তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।৮

কিরীটপরিহিত গদাধারী সেই অসুর এক হস্তে সেই কন্যাকে ধারণ করত ধাতুমান্ পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে দাঁড়াইয়া ছিল; ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন।৯

তুমি এই কন্যাকে হরণ করিয়া অনার্য্যের কর্ম্ম করিতে চাহিতেছ; তুমি জানিও, আমি যন্ত্রধারী ইন্দ্র; তুমি এখনই ইহার পীড়াদান হইতে বিরত হও।১০

কেশী বলিল,—হে শক্র! আমিই এই কন্যাকে পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছি; অতএব তুমি ইহার আশা পরিত্যাগ কর। তাহা হইলেই তুমি জীবিত অবস্থায় নিজ পুরীতে গমন করিতে সমর্থ হইবে।১১

বিভেদ রাজন্ বজ্রেণ ভূমি তস্মিপপাত হ।
পতত্যা তু তয়া কেশী তেন শৃঙ্গেণ তাড়িতঃ।
হিত্বা কন্যাং মহাভাগাং প্রাদ্রবদ্ ভূশপীড়িতঃ ॥১৪
অপযাতেঽসুরে তস্মিংস্তাং কন্যাং বাসবোঽব্রবীৎ।
কাসি কন্যাসি কিঞ্চেহ কুরুষে ত্বং শুভাননে ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে স্কন্দোৎপত্তৌ কেশিপরাভবে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৩

এই বলিয়া সেই অসুর ইন্দ্রের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলে ইন্দ্র সেই গদাকে বজ্রের দ্বারা মধ্যপথেই ছিন্ন করিলেন।১২

অনন্তর কেশী ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের প্রতি পর্ব্বতের শিখর নিক্ষেপ করিল। রাজন্! ইন্দ্র তাঁহার উপরে পতিত সেই পর্ব্বতশিখরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। পর্ব্বত মাটিতে পড়িবার বলে তাহার দ্বারা কেশী তীব্রভাবে আহত হইল এবং সেই সৌভাগ্যশালিনী দেবসেনাকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।১৩-১৪

অসুর পলায়ন করিলে ইন্দ্র সেই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে? কাহার কন্যা? এখানে তুমি কি করিতেছ?১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বাঙ্গর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস উপাখ্যানে স্কন্দের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে ত্রয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৩

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবসেনয়া সহ মহেন্দ্রস্য ব্রহ্মসদিনো ব্রহ্মর্ষীণামাশ্রমেষু চ গমনম্, অত্রের্মোহো বনগমনঞ্চ।]

কন্যোবাচ।

অহং প্রজাপতেঃ কন্যা দেবসেনেতি বিশ্রুতা।
ভগিনী দৈত্যসেনা যে সা পূর্বং কেশিনা হৃতা ॥১
সদৈবাবাং ভগিন্যৌ তু সখীভিঃ সহ মানদম্।
আগচ্ছাবেহ ভর্ত্যর্থমনুজ্ঞাপ্য প্রজাপতিম্ ॥২

নিত্যং চাবাং প্রার্থয়তে হর্ত্তুং কেশী মহাসুরঃ।
ইচ্ছত্যেনং দৈত্যসেনা ন চাহং পাকশাসন ॥৩

সা হৃতানেন ভগবন্ মুক্তাহং ত্বদ্বলেন তু।
ত্বয়া দেবেন্দ্র নির্দ্দিষ্টং পতিমিচ্ছামি দুর্জ্জয়ম্ ॥৪

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দেবসেনার সহিত ইন্দ্রের ব্রহ্মসদীপে ও ব্রহ্মর্ষিগণের আশ্রমে গমন, অত্রির মোহ ও বনগমন।]

কন্যা বলিলেন,—আমার নাম দেবসেনা; আমি প্রজাপতির কন্যা; আমার ভগিনী দৈত্যসেনাকে এই কেশী অসুর পূর্ব্বেই হরণ করিয়াছে।১

আমরা দুই ভগিনী প্রজাপতির আজ্ঞা গ্রহণ করত সখীগণে পরিবৃতা হইয়া এই মানস পর্ব্বতে নিত্যই বিহার করিতে আসিয়া থাকি।২

এই মহাসুর আমাদিগকে হরণ করিবার জন্য নিত্যই আসিয়া প্রার্থনা করে। দৈত্যসেনা ইহাকে ইচ্ছা করে, কিন্তু হে ইন্দ্র! আমি ইহাকে চাহি না।৩

ইন্দ্র উবাচ।

মম মাতৃবলেয়ী ত্বং ভ্রাতা দাক্ষায়ণী মম।
আখ্যাহ্যুং ত্বামিচ্ছামি স্বয়মাত্মবলং ত্বয়া ॥৫

কন্যোবাচ।

অবলাহং মহাবাহো পিতুস্তু বলবান্ মম।
বরদানাৎ পিতুর্ভ্রাতা দুরাসদমকম্পনঃ ॥৬

ইন্দ্র উবাচ।

কীদৃশং তু বলং দেবি পত্যুস্তব ভবিষ্যতি।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তব বাক্যমনিন্দিতে ॥৭

কন্যোবাচ।

দেবদানবযক্ষাণাং কিন্নরোরগরক্ষসাম্।
জেতা যো দুষ্টদৈত্যানাং মহাবীর্য্যো মহাবলঃ ॥৮

ভগবন্! তাহাকে সে হরণ করিয়াছে, আমাকেও হরণ করিতে আসিয়াছিল; আপনি কৃপা করিয়া উহার হাত হইতে আমার রক্ষা করিলেন। হে দেবেন্দ্র! আপনি আমার জন্য একজন দুর্জয় বীর পতিকে নির্দ্দেশ করিয়া দিন।৪

ইন্দ্র বলিলেন,—কল্যাণি! তুমি আমার মাতৃভূত ভগিনী, দক্ষকন্যা দাক্ষায়ণী (দুর্গা) আমার মাতা। আমি ইচ্ছা করি—তুমি স্বয়ংই তোমার নিজ বলের কথা বল।৫

কন্যা বলিলেন,—হে মহাবাহো! আমি নিতান্তই অবলা; কিন্তু আমার মাতার বর আছে, আমার পতি সুর ও অসুরগণের নমস্কারার্হ হইবেন।৬

ইন্দ্র বলিলেন,—হে দেবি! তোমার পতির কথা বল কিরূপ হইবে? হে অনিন্দিতে! আমি তোমার মুখ হইতে ইহা শুনিতে চাই।৭

কন্যা বলিলেন,—দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, নাগ ও দুষ্ট দৈত্যগণকে যে মহাবীর্য্যশালী মহাবলী পুরুষ জয় করিবেন এবং আপনার সহিত

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি ত্বয়া সহ বিজেষ্যতি।
স হি মে ভবিতা ভর্ত্তা ব্রহ্মণ্যঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইন্দ্রস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা দুঃখিতোঽচিন্তয়ন্ তদা।
অস্যা দেব্যাঃ পতির্নাস্তি তাদৃশং সম্প্রভাষতে ॥১০
অথাপশ্যৎ স উদয়ে ভাস্করং ভাস্করদ্যুতিঃ।
সোমং চৈব মহাভাগং বিশমানং দিবাকরম্ ॥১১
অমাবাস্যাং প্রবৃত্তায়াং মুহূর্ত্তে রৌদ্র এব তু।
দেবাসুরক্ষয়ং সোঽপশ্যদুদয়ে গিরৌ ॥১২
লোহিতৈশ্চ ঘনৈর্মুক্তাং পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং শতক্রতুঃ।
অপশ্যল্লোহিতোদঞ্চ ভগবান্ বরুণালয়ম্ ॥১৩
স্রুগ্ভিশ্চাগ্নিরোভ্যশ্চ হুত্বা মন্ত্রৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
হব্যং গৃহীত্বা বহ্নিঞ্চ প্রবিশন্তং দিবাকরম্ ॥১৪

মিলিত হইয়া যিনি সকল প্রাণীদের ভয় করিবেন; সেই ব্রাহ্মণভক্ত কীর্ত্তিবর্দ্ধন পুরুষই আমার পতি হইবেন।৮-৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইন্দ্র তাঁহার কথা শুনিয়া দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই কন্যা যেরূপ পতির কথা বলিতেছে, তাদৃশ পুরুষ জগতে এখন নাই।১০

তারপর সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ইন্দ্র দেখিলেন যে, সূর্য্য উদয়াচলে উদিত হইতেছেন এবং চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।১১

অমাবস্যা আরম্ভ হইলে ঐ ভয়ঙ্কর সময়ে ইন্দ্র দেবাসুর সংগ্রামের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।১২

ভগবান্ ইন্দ্র প্রাতঃসন্ধ্যার সময়ে আকাশে লাল রংএর মেঘ দেখিতে পাইলেন এবং ঐ মেঘের রংএ সমুদ্রের জলও লাল হইয়াছে দেখিলেন।১৩

তিনি আরও দেখিলেন, ভৃগু ও অঙ্গিরাবংশীয় ঋষিগণকর্ত্তৃক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রদত্ত হবিষ্য বহন করত অগ্নিদেবও সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন।১৪

পর্ব্ব চৈব চতুর্বিংশং তদা সূর্য্যমুপস্থিতম্।
তথা ধর্ম্মকরং রৌদ্রং সোমং সূর্য্যগতঞ্চ তম্ ॥১৫
সমালোক্যৈকরাশৌ চ শশিনো ভাস্করস্য চ
সমবায়ং তু তং রৌদ্রং দৃষ্ট্বা শক্রোঽচিন্তয়ৎ ॥১৬
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগং দৃশ্যতে পরিবেষণম্।
এতস্মিন্নেব রাত্র্যন্তে মহদ্ যুদ্ধং তু সংপতি ॥১৭
পরিবৎসিন্ধুরপীয়ং প্রত্যস্যন্তী বিবাবিণী ফেনম্।
শৃগালিরগ্নিবক্ত্রা চ প্রত্যাদিত্যং বিরাবিণী ॥১৮
এষ রৌদ্রশ্চ সন্ধ্যাতো মহান্ যুক্তশ্চ তেজসা।
সোমস্য বহ্নিসূর্য্যাভ্যামদ্ভুতোঽয়ং সমাগমঃ ॥১৯

ঐ সময় সূর্য্যের নিকট চব্বিশটি পর্ব্ব উপস্থিত হইয়াছিল অর্থাৎ প্রথমে যে অমাবস্যা-পর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল, উহা হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইয়া পুনরায় সেই ভয়ানক সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সন্ধ্যা-হোমাদি ধর্ম্মকার্য্যের সময়ে সেই ভয়ানক সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং চন্দ্রও সূর্য্যের রাশিতে অবস্থিত হইয়াছেন।১৫

সূর্য্য ও চন্দ্রের এইরূপ একত্র (এক রাশিতে অবস্থিতি) এবং সেই সময়ে ঐ ভয়ঙ্কর অমাবস্যা তিথির সংযোগ দেখিয়া শক্র (ইন্দ্র) চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৬

অহো! এখন চন্দ্র ও সূর্য্যের ভয়ঙ্কর পরিবেষ্টন দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।১৭

এই সিন্ধুনদীতে বিপরীত স্রোতে অত্যন্ত রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে; শৃগালিনী মুখে অগ্নি-বমন করিতে করিতে সূর্য্যের অভিমুখী হইয়া বিকট চীৎকার করিতেছে।১৮

অনেক যোগের একত্রে এই ভয়ঙ্কর ও মহান্ সমাগম অর্থাৎ মিলন হইয়াছে এবং অগ্নি ও সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের এই অদ্ভুত সমাগম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।১৯

জনয়েদ্ যং সুতং সোমঃ সোঽস্যা দেব্যাঃ পতির্ভবেৎ।
অগ্নিশ্চৈতৈর্গুণৈর্যুক্তঃ সর্বৈরগ্নিশ্চ দেবতা ॥২০
এষ চেজ্জনয়েদ্ গর্ভং সোঽস্যা দেব্যাঃ পতির্ভবেৎ।
এবং সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ ব্রহ্মলোকং তদা গতঃ ॥২১
গৃহীত্বা দেবসেনাং তামবদৎ স পিতামহম্।
উবাচ চাস্যা দেব্যাস্ত্বং সাধুপুত্রং পতিং দিশ ॥২২

ব্রহ্মোবাচ।

যদ্বৈতচ্চিন্তিতং কার্য্যং ত্বয়া দানবসূদন।
তথা স ভবিতা গর্ভো বলবান্ মুক্তরিক্তঃ ॥২৩
স ভবিষ্যতি সেনানীস্ত্বয়া সহ শতক্রতো।
অস্যা দেব্যাঃ পতিশ্চৈব স ভবিষ্যতি বীর্য্যবান্ ॥২৪

ইহা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই সময় চন্দ্র যে পুত্রের জন্মদান করিবে, সেই এই দেবীর পতি হইবে; অথবা সর্ব্বগুণযুক্ত অগ্নিদেবতাও ইহার পতির জন্মদাতা হইতে পারেন।২০

এই অগ্নিদেবতা যদি কোন বালকের জন্মদান করেন, সে-ই এই দেবীর পতি হইবে। এইরূপ চিন্তা করত ভগবান ইন্দ্র দেবসেনাকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করত পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"আপনি এই দেবীর পক্ষে উপযুক্ত, সৎস্বভাব ও বীর পতি কে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করুন"।২১-২২

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দানবসূদন! ইহার পতির বিষয়ে তুমি যাহা চিন্তা করিয়াছ, আমি সেইরূপই ভাবিতেছি। এইরূপ সময়েই এক বলবান্ মহাপরাক্রমী পুরুষের প্রাদুর্ভাব হইবে।২৩

হে শতক্রতো! সে-ই তোমার সহিত দেবসৈন্যগণের মহাশক্তিশালী সেনাপতি হইবে এবং এই দেবীর পতিও হইবে।২৪

এবমুক্ত্বা নমস্তস্মৈ কৃত্বাসৌ সহ কন্যয়া।
তত্রাভ্যগচ্ছদ্ দেবেন্দ্রো যত্র দেবর্ষয়োঽভবন্ ॥২৫
বসিষ্ঠপ্রমুখা মুখ্যা বিপ্রেন্দ্রাঃ সুমহাবলাঃ।
ভাগার্থং তপসো ধাতুর্যে যাং সোমং তথাধ্বরে ॥২৬
পিপাসবো যযুর্যেষাঃ শতক্রতুপুরোগমাঃ।
ইষ্টিং কৃত্বা যথান্যায়ং সুসমিদ্ধে হুতাশনে ॥২৭
জুহ্বতস্তে মহাত্মানো হব্যং সর্বদিবৌকসাম্।
সমাহূতো হুতবহঃ সোঽহূতঃ সূর্যমণ্ডলাৎ ॥২৮
বিনিঃসৃত্য যযৌ বহ্নির্বাগ্ঘতো বিধিবৎ প্রভুঃ।
আগম্যাহবনীয়ং বৈ তৈর্বিজৈর্মন্ত্রতো হুতম্ ॥২৯
স তত্র বিবিধং হব্যং প্রতিগৃহ্য হুতাশনঃ।
ঋষিভ্যো ভরতশ্রেষ্ঠ প্রাযচ্ছত দিবৌকসাম্ ॥৩০

নিকামংশ্চাপ্যপশ্যৎ স পত্নীস্তেষাং মহাত্মনাম্।
স্বেষাসনেষূপবিষ্টাঃ স্বপন্তীশ্চ তথা সুখম্ ॥৩১
কৃষ্ণমেঘনিভাস্তাস্তু চন্দ্রলেখা ইবামলাঃ।
হুতাশনার্চিপ্রতিমাঃ সর্বাস্তারা ইবাদ্ভুতাঃ ॥৩২
স তত্র তেন মনসা বভূব ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ।
পত্নীর্দৃষ্ট্বা দ্বিজেন্দ্রাণাং বহ্নিঃ কামবশং যযৌ ॥৩৩
ভূয়শ্চ শঙ্কিতস্তাসাং ন স্যাদ্যং ক্ষুভিতো হ্যহম্।
সাধ্ব্যঃ পত্ন্যো দ্বিজেন্দ্রাণামকামাঃ কাময়াম্যহম্ ॥৩৪
নৈতাঃ শক্যা ময়া দ্রষ্টুং স্প্রষ্টুং বাপ্যনিমিত্ততঃ।
গার্হপত্যং সমাবিশ্য তস্মাৎ পশ্যাম্যতীক্ষ্ণতঃ ॥৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সংস্পৃশন্নিব সর্বাস্তাঃ শিখাভিঃ কাঞ্চনপ্রভাঃ।
পশ্যমানশ্চ মুমুহে গার্হপত্যং সমাশ্রিতঃ ॥৩৬

ব্রহ্মার মুখে এই কথা শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে নমস্কার করত সেই কন্যার সহিত সেইস্থানে গেলেন, যেখানে দেবর্ষিগণ সকলে অবস্থিত ছিলেন।২৫

ঐদিন বসিষ্ঠপ্রমুখ মহাশক্তিশালী বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ যে সোমযাগ করিতেছিলেন, তথায় নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণ সোমরসের পিপাসু হইয়া তথায় গমন করিলেন।

মহাত্মা ঋষিগণ যথাবিধি প্রজ্বলিত হুতাশনে ইষ্টি সম্পাদন করত সকল দেবতার উদ্দেশে হবির আহুতি প্রদান করিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! মন্ত্রের দ্বারা আহূত হইয়া সূর্যমণ্ডল হইতে অদ্ভুতনামক প্রভু অগ্নিদেবতা নির্গমন করত সেই যজ্ঞস্থলে আসিয়া বাক্যসংযমপূর্বক সেই ঋষিগণ দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বিধি অনুসারে প্রদত্ত বিবিধ হব্যসমূহ মহর্ষিগণের নিকট হইতে গ্রহণ করত দেবতাগণকে প্রদান করিলেন।২৬-৩০

দেবতাগণকে হব্য প্রদান করত অগ্নিদেব যখন যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি ঋষিপত্নীগণের উপর পড়িল। তাঁহাদের কেহ কেহ তখন আসনে উপবিষ্টা ছিলেন এবং কেহ কেহ সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন।৩১

চন্দ্রকলাসদৃশী নির্মলচিত্রবিশিষ্টা সুবর্ণময়ী বেদীর ন্যায় গৌরবর্ণা এবং অগ্নির শিখার ন্যায় তেজোময়ী সেই ঋষিপত্নীগণকে গগনে উদিত তারকারাশির ন্যায় দেখাইতেছিল।৩২

অগ্নিদেব সেই দ্বিজপত্নীগণকে দেখিয়া অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত হইলেন। এইভাবে সেই সময় অগ্নিদেব কামের বশীভূত হইয়া পড়িলেন।৩৩

তখন অগ্নিদেব পুনরায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—কামে ক্ষুভিতচিত্ত হইয়া আমার পক্ষে ইহা উচিত হইতেছে না; কারণ, এই সাধ্বী দ্বিজপত্নীগণ আমার প্রতি কামভাবশূন্য, অথচ আমি ইঁহাদিগকে কামনা করিতেছি।৩৪

আমি ইঁহাদিগকে অকারণে দর্শন বা স্পর্শ করিতে সমর্থ নহি; কিন্তু আমি যদি গার্হপত্য

নিরুধ্য তত্র শুচিরেবং বহির্বনং গতঃ।
সমস্তাস্থ বিনিক্ষিপ্য কামধানো বরাঙ্গনাঃ ॥৩৭
কামসন্তপ্তহৃদয়ো দেহত্যাগবিনিশ্চিতঃ।
অলাভে ব্রাহ্মণস্ত্রীণামগ্নির্বনমুপাগমৎ ॥৩৮
স্বাহা তু দক্ষদুহিতা প্রথমং কাময়ৎ তদা।
সা তস্য ছিদ্রমন্বেচ্ছচ্চিরাৎ প্রভৃতি ভাবিনী ॥৩৯
অপ্রমত্তস্য দেবস্য ন চ পশ্যত্যনিন্দিতা।
সা তং জ্ঞাত্বা যথাবৎ তু বহ্নিং বনমুপাগতম্ ॥৪০

অগ্নিতে প্রবিষ্ট হই, তবে ইঁহাদিগকে পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে পারিব।৩৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অগ্নিদেব গার্হপত্য অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ স্বর্ণসদৃশ নিশ্বাসমূহের দ্বারা সেই ঋষিপত্নীগণকে স্পর্শন ও দর্শন করত মনে প্রসন্নতার অনুভব করিতে লাগিলেন।৩৬

এইরূপে বহুক্ষণ সেখানে অবস্থান করিয়া অগ্নিদেব কামের বশীভূত হইলেন এবং সেই ঋষিপত্নীগণের উপর চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া সেই সুন্দরী বিজপত্নীগণের মিলনের বাসনা পোষণ করিতে লাগিলেন।৩৭

তিনি কামে এরূপ সন্তপ্ত হইয়াছিলেন যে, ঋষিপত্নীগণকে লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি শরীর পরিত্যাগ করিবার জন্য বনমধ্যে

তদ্গতঃ কামসন্তপ্তং চিন্তয়ামাস ভাবিনী।
অহং সপ্তর্ষিপত্নীনাং কৃত্বা রূপাণি পাবকম্ ॥৪১
কাময়িষ্যামি কামার্তা তাসাং রূপেণ মোহিতম্।
এবং কৃতে প্রীতিরস্য কামাবাপ্তিশ্চ মে ভবেৎ ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যা-পর্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে স্কন্দোৎপত্তৌ চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৪

প্রবিষ্ট হইলেন।৩৮

দক্ষকন্যা সুন্দরী স্বাহা বহুদিন হইতেই অগ্নিকে পতিরূপে কামনা করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি বহুদিন হইতেই অগ্নির চিত্তবৈকল্যরূপ ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিলেন।৩৯

স্বাহা যাহাদের প্রমাদশূন্য অবস্থায় অগ্নিদেবকে যথার্থরূপে কামসন্তপ্ত হৃদয়ে বনে সমাগত দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমি সপ্তর্ষিপত্নীগণের রূপ ধারণ করত অগ্নিদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিব। আমি তাঁহার প্রতি কামাসক্তা, তিনিও এই সময় তাঁহাদের উপর কামাসক্ত; সুতরাং ঐরূপে দর্শন দিলে তাঁহারও প্রীতি হইবে এবং আমারও কামবাসনা চরিতার্থ হইবে।৪০-৪২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে স্কন্দ-উৎপত্তিবিষয়ে চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৪

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মুনিপত্নীনাং মধ্যে ষণ্ণাং রূপাণি ধৃত্বা স্বাহায়া অগ্নিসমীপে গমনম্, স্কন্দস্যোৎপত্তিঃ, তস্য ক্রৌঞ্চাদিপর্ব্বতবিদারণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শিবা ভার্য্যা ঋষিবরঃ শীল-রূপ-গুণান্বিতা।
তস্যাঃ সা প্রথমং রূপং কৃত্বা দেবী জনাধিপ ॥১

জগাম পাবকাভ্যাশং তং চোবাচ বরাঙ্গনা।
মামগ্নে কামসন্তপ্তাং ত্বং কাময়িতুমর্হসি ॥২

করিষ্যসি ন চেদেবং মৃতাং মামুপধারয়।
অহমঙ্গিরসো ভার্য্যা শিবা নাম হুতাশন।
শিষ্টাভিঃ প্রহিতা প্রাপ্তা মন্ত্রয়িত্বা বিনিশ্চিতম্ ॥৩

অগ্নিরুবাচ।

কথং মাং ত্বং বিজানীষে কামার্ত্তমিতরাঃ কথম্।
যাভিস্ত্বয়া কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বাঃ সপ্তর্ষীণাং প্রিয়াঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪

শিবোবাচ।

অস্মাকং ত্বং প্রিয়ো নিত্যং বিভীষস্তু বয়ং তব।
ঋষিভির্নিঙ্গিতৈর্ভাবা প্রেষিতাস্মি তবান্তিকম্ ॥৫

মৈথুনায়েহ সম্প্রাপ্তা কামং প্রাপ্তং ক্রতুং চর।
জাময়ো মাং প্রতীক্ষন্তে গমিষ্যামি হুতাশন ॥৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততোঽগ্নিরুপযেমে তাং শিবাং প্রীতিমুদান্বিতঃ।
প্রীত্যা দেবী সমাযুক্তা শুক্রং জগ্রাহ পাণিনা ॥৭

অচিন্ত্যমস্মদেবং যে রূপং দ্রক্ষ্যন্তি কাননে।
তে ব্রাহ্মণীনামনৃতং দোষং বক্ষ্যন্তি পাবক ॥৮

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মুনিপত্নীগণের মধ্যে ছয়জনের রূপ ধারণ করত অগ্নির নিকট স্বাহার গমন, স্কন্দের উৎপত্তি এবং স্কন্দকর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চাদি পর্ব্বত বিদারণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! সুন্দরী স্বাহা প্রথমে অঙ্গিরা ঋষির চরিত্র, রূপ ও সদ্‌গুণসম্পন্না কল্যাণময়ী শিবানাম্নী পত্নীর রূপ ধারণ করিয়া অগ্নির নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন,—"হে অগ্নে! আমি কামপীড়িতা হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি; আপনি আমাকে কামনা করুন। আপনি যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করেন, তবে আমি মৃত্যুকে বরণ করিব। হে হুতাশন! আমি অঙ্গিরা ঋষির কল্যাণময়ী শিবানাম্নী পত্নী, অন্যান্য ঋষিপত্নীগণ পরামর্শ করিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন" ।১-৩

অগ্নি বলিলেন,—হে দেবি! তুমি এবং অন্যান্য ঋষিপত্নীগণ কি করিয়া জানিলে যে, আমি তোমাদের প্রতি কামাবিষ্ট? তুমি যাহাদের নাম করিলে, সেই ঋষিপত্নীগণ সকলেই নিজ নিজ পতির অত্যন্ত প্রিয়া (ইহাই আমার ধারণা) ।৪

শিবা বলিলেন,—আপনি আমাদের সকলেরই নিকট অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু আমরা ঋষিগণের ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করি না। তাই অন্যান্য ঋষিপত্নীগণ ইঙ্গিতের দ্বারা আপনার মনোভাব জানিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন ।৫

আমি মৈথুনের ইচ্ছায় এখানে সমাগতা হইয়াছি; অতঃপ্রাপ্ত মৈথুন-সুখ আপনি উপভোগ করুন। হে হুতাশন! আমার ভগ্নীস্বরূপা সখীগণ আমার অপেক্ষা করিতেছে, আমাকে শীঘ্রই ফিরিতে হইবে ।৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর অগ্নিদেব প্রীতি ও আনন্দের সহিত শিবাকে মৈথুনের নিমিত্ত স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর স্বাহাদেবী অগ্নির সহিত মৈথুন-সুখ উপভোগ করত অগ্নিদেবের বীর্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন ।৭

তস্মাদেতদ্ রক্ষ্যমাণা গরুড়ী পক্ষবাহ্যহম্।
বনাদ্বির্গমনং চৈব সুখং মম ভবিষ্যতি ॥৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সুপর্ণী সা তদা ভূত্বা নির্জগাম মহাবনাৎ।
অপশ্যৎ পর্বতং শ্বেতং শরস্তম্বৈঃ সুসংবৃতম্ ॥১০
দৃষ্টীবিষৈঃ সপ্তশীর্ষৈর্ঘোরৈস্তং ভোগিভিরদ্ভুতৈঃ।
রক্ষোভিশ্চ পিশাচৈশ্চ রৌদ্রৈর্ভূতগণৈস্তথা ॥১১
রাক্ষসীভিশ্চ সম্পূর্ণমনেকৈশ্চ মৃগদ্বিজৈঃ।
(নদীপ্রস্রবণোপেতং নানাতরুসমাচিতম্।)
সা তত্র সহসা গত্বা শৈলপৃষ্ঠং সুদুর্গমম্ ॥১২
প্রাক্ষিপৎ কাঞ্চনে কুম্ভে শুক্রং সা বরিতা শুভা।
সপ্তানামপি সা দেবী সপ্তর্ষীণাং মহাত্মনাম্ ॥১৩

পত্নীরূপধরাং কৃত্বা কাময়ামাস পাবকম্।
দিব্যরূপধরত্বাত্যাঃ কর্তুং ন শকিতং তয়া ॥১৪
তস্যাস্তপঃ প্রভাবেণ ভর্তুশুশ্রূষণেন চ।
ষট্ কৃত্বস্তু সু নিক্ষিপ্তমগ্নে রেতঃ কুরূত্তম ॥১৫
তস্মিন্ কুম্ভে প্রতিপদি কামিন্যা স্বাহয়া তদা।
তৎ স্কন্নং তেজসা তত্র সংবৃতং জনয়ৎ সুতম্ ॥১৬
ঋষিভিঃ পূজিতং স্কন্নমনয়ৎ স্কন্নতাং ততঃ।
ষট্ শিরা দ্বিগুণশ্রোত্রো দ্বাদশাক্ষিভুজক্রমঃ ॥১৭
একগ্রীবৈকজঠরঃ কুমারঃ সমপদ্যত।
দ্বিতীয়ায়ামভিব্যক্তস্তৃতীয়ায়াং শিশুর্বভৌ ॥১৮
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্ভূতশ্চতুর্থ্যামভবদ্ গুহঃ।
লোহিতাভ্রেণ মহতা সংবৃতঃ সহ বিদ্যুতা ॥১৯

তদনন্তর শিবারূপিণী স্বাহা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—পাবক। বনমধ্যে যাহারা আমার এই রূপ দেখিবে, তাহারাই ব্রাহ্মণপত্নীগণের উপর মিথ্যা দোষ আরোপ করিবে।৮

সুতরাং আমি এই রহস্য গুপ্ত রাখিবার জন্য গরুড়ী পাখীর রূপ ধারণ করিব, তাহা হইলে এই বন হইতে আমার নির্গমন সুখকর হইবে।৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন শিবারূপধারিণী স্বাহা গরুড়ীর রূপ ধারণ করত সেই মহাবন হইতে নির্গত হইয়া শরস্তম্বসমাবৃত শ্বেতপর্ব্বত দেখিতে পাইলেন।১০

ঐ পর্ব্বত দৃষ্টিমাত্র বিষ প্রদান করিতে সমর্থ এমন সপ্তশীর্ষ অদ্ভুত সর্পসমূহ, রাক্ষস, পিশাচ, ভয়ানক ভূতসমূহ, রাক্ষসীবৃন্দ এবং অনেক মৃগ-পক্ষিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। কল্যাণী স্বাহা সেই দুর্গম শৈলপৃষ্ঠে গমন করত (প্রতিপদ তিথিতে) সুবর্ণময় কুম্ভে ঐ অগ্নিবীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন।

এইরূপে স্বাহাদেবী মহাত্মা সপ্তর্ষিগণের এক পত্নীর রূপ ধারণ করত সাতবার অগ্নির সহিত সমাগতা হইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর তীব্র তপস্যা ও পতিশুশ্রূষার প্রভাব থাকায় তাঁহার রূপ ধারণ করিতে তিনি সমর্থা হইলেন না। হে কুরুশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ছয়টি ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করিয়া তিনি ছয়বার অগ্নির বীর্য্যকে ঐ শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিতে সমর্থা হইলেন।১৩-১৫

অগ্নিদেবের সহবাস-সুখাভিলাষিণী স্বাহাকর্তৃক প্রতিপদ্ তিথিতে সেই কুম্ভে নিক্ষিপ্ত ও স্খলিত অগ্নিবীর্য্য একত্রিত হইয়া একটি পুত্রের জন্ম দিল। ঋষিগণ উহার পূজা করিলেন এবং উহা স্কন্ন অর্থাৎ স্খলিত বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হওয়ায় উহার নাম হইল স্কন্দ। স্কন্দের ছয়টি মস্তক, বারটি কর্ণ, বারটি চক্ষু এবং বারটি বাহু উৎপন্ন হইল।১৬-১৭

কিন্তু ঐ কুমারের গ্রীবাদেশ ও জঠরদেশ একটিই ছিল। ঐ স্কন্দ দ্বিতীয়াতে অভিব্যক্ত হইয়া তৃতীয়া তিথিতে শিশুরূপ ধারণ করিলেন।১৮

চতুর্থী তিথিতে গুহ (কার্ত্তিকেয়) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

লোহিতাভ্রে সুমহতি ভাতি সূর্য্য ইবোদিতঃ।
গৃহীত্বস্তু ধনুস্তেন বিপুলং লোমহর্ষণম্ ॥২০
স্বস্তং যৎ ত্রিপুরঘ্নেন সুরারিবিনিকৃন্তনম্।
তদ্ গৃহীত্বা ধনুঃ শ্রেষ্ঠং ননাদ বলবাংস্তদা ॥২১
সম্মোহয়ন্নিবেমান্ স ত্রীন্ লোকান্ সচরাচরান্।
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা মহামেঘৌঘনিঃস্বনম্ ॥২২
উৎপেতুস্তূর্ণমানাগৌ চিত্রশ্চৈরাবতশ্চ হ।
তাবাপতন্তৌ সম্প্রেক্ষ্য স বালোঽর্কসমদ্যুতিঃ ॥২৩
বাহ্যাং গৃহীত্বা পাণিভ্যাং শক্তিং চান্যেন পাণিনা।
অপরেণাগ্রিধারাদন্তাগ্রচূড়ং ভুজেন সঃ ॥২৪
মহাকায়মুপস্থিতং কুক্কুটং বলিনাং বরম্।
গৃহীত্বা ব্যনদদ্ ভীমং চিক্রীড় চ মহাভুজঃ ॥২৫

বাহ্যাং ভুজাভ্যাং বলবান্ গৃহীত্বা শঙ্খমুত্তমম্।
প্রাধ্মাপয়ত ভূতানাং ত্রাসনং বলিনামপি ॥২৬
বাহ্যাং ভুজাভ্যামাকাশং বহুশো নিজঘান হ।
ক্রীড়ন্ ভাতি মহাসেনস্ত্রীন্ লোকান্ বদনৈঃ পিবন্ ॥২৭
পর্বতাগ্রেঽপ্রমেয়াত্মা বহ্নিমানুদয়ে যথা।
স তস্য পর্বতস্যাগ্রে নিষন্নোঽদ্ভুতবিক্রমঃ ॥২৮
ব্যালোকয়দমেয়াত্মা মুখৈর্নানাবিধৈর্দিশঃ।
স পশ্যন্ বিবিধান্ ভাবাংশ্চকার নিনদং পুনঃ ॥২৯
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা ন্যপতন্ বহবো জনাঃ।
ভীতাশ্চোদ্বিগ্নমনসস্তমেব শরণং যযুঃ ॥৩০
যে তু তং সংশ্রিতা দেবং নানাবর্ণাস্তদা জনাঃ।
তানপ্যাহুঃ পারিষদান্ ব্রাহ্মণাঃ সুমহাবলান্ ॥৩১

সহিত পূর্ণ-শরীর প্রাপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ বিশাল মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া লোহিতবর্ণের মেঘের আড়ালে তাঁহাকে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান দেখা যাইতে লাগিল।

ত্রিপুরারি ভগবান্ শঙ্কর ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়া যে ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন, বলবান্ কুমার সেই অসুরবিনাশন শ্রেষ্ঠ লোমহর্ষণ ধনু গ্রহণ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।১৯-২১

তাঁহার সেই সিংহনাদে চরাচর প্রাণীর সহিত ত্রিভুবন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। মহামেঘধ্বনিসদৃশ সেই গর্জ্জন শুনিয়া চিত্র ও ঐরাবতনামক দুই মহাহস্তী সেখানে দৌড়িয়া আসিল। তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বালক দুই হাতে তাহাদের দুইজনকে ধরিলেন এবং অপর দুই হাতের এক হাতে শক্তি ও অপর হাতে সমীপবর্ত্তী বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রক্তচূড়শোভিত এক বিশালকায় কুক্কুটকে ধরিলেন। তখন সেই মহাবাহু কুমার তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।২২-২৫

কুমার দুই হাতে বিরাট্ একটি উত্তম শঙ্খ ধারণ করিয়া উহা এমনভাবে বাজাইতে লাগিলেন যে, বলশালিগণেরও ত্রাস উৎপন্ন হইল।২৬

দুই বাহুতে বার বার আকাশকে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই মহাসেন কার্ত্তিকেয় এরূপ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, যেন মনে হইতে লাগিল, তিনি নিজ মুখসমূহের দ্বারা ত্রিলোককে পান করিয়া ফেলিবেন।২৭

অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন অদ্ভুত পরাক্রমশালী সেই স্কন্দ পর্ব্বতশিখরে উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তিনি পর্ব্বতশিখরে বসিয়া তাঁহার ছয় মুখের দ্বারা চারিদিকে তাকাইয়া নানাবিধ প্রাণীসমূহকে দেখিতে লাগিলেন। বিবিধ বস্তুসমূহকে দেখিয়া অমেয়াত্মা স্কন্দ পুনরায় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।২৮-২৯

তাঁহার সেই নিনাদ শুনিয়া বহু প্রাণী পৃথিবীতে পতিত হইল এবং ভীত-চকিত হইয়া উদ্বিগ্নমনে তাঁহারই শরণাগত হইল।৩০

ঐ সময়ে নানা বর্ণের যেসকল প্রাণী তাঁহার

স তূষ্ণীং মহাবাহুরুপসাদ্য চ তান্ জনান্।
ধনুর্বিকৃষ্য ব্যসৃজদ্ বাণান্ শ্বেতে মহাগিরৌ ॥৩২
বিভেদ স শরৈঃ শৈলং ক্রৌঞ্চং হিমবতঃ সুতম্।
তেন হংসাশ্চ শুক্লাশ্চ মেরুং গচ্ছন্তি পর্ব্বতম্ ॥৩৩
স বিশীর্ণোঽপতচ্ছৈলো ভূতলার্ত্তস্বরান্ কুবন্।
তস্মিন্ নিপতিতে স্কন্দে নেদুঃ শৈলা ভৃশং তদা ॥৩৪
স তং নাদং ভূতার্ত্তানাং শ্রুত্বাপি বলিনাং বরঃ।
ন প্রাচ্যবদমেয়াত্মা শক্তিমুদ্যম্য চানদৎ ॥৩৫
সা তদা বিমলা শক্তিঃ ক্ষিপ্তা তেন মহাত্মনা।
বিভেদ শিখরং ঘোরং শ্বেতস্য তরসা গিরেঃ ॥৩৬

স তেনাভিহতো ধীমান্ গিরিঃ শ্বেতোঽচলৈঃ সহ।
উৎপপাত মহীং ত্যক্ত্বা ভীতস্তস্মাদ্ধতাস্বনঃ ॥৩৭
ততঃ প্রব্যথিতা ভূমির্বিশীর্য্যত সমন্ততঃ।
আর্ত্তা স্কন্দং সমাসাদ্য পুনর্বলবতী বভৌ ॥৩৮
পর্ব্বতাশ্চ নমস্কৃত্য তত্রৈব পৃথিবীং গতাঃ।
অথৈনমব্রুবন্লোকাঃ স্কন্দং শুক্লস্য পঞ্চমীম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসে কুমারোৎপত্তৌ পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৫

শরণাগত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে তাঁহার মহাবলবান্ পরিষদরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।৩১

সেই মহাবাহু স্কন্দ গাত্রোত্থান করিয়া সেই শরণাগত প্রাণিগণকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং সেই বিরাট্ ধনু আকর্ষণ করত উক্ত শ্বেত মহাপর্ব্বতের উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৩২

তিনি বাণসমূহের দ্বারা হিমালয়পুত্র সেই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিলেন। তাহাতে জন্তুজ হিংস্র পশু, শুক্ল প্রভৃতি পক্ষীসমূহ মেরুপর্ব্বতে প্রস্থান করিল।৩৩

বিদীর্ণ হইয়া সেই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত ভয়ানক আর্ত্তনাদ করত ভূমিতে পতিত হইল এবং সঙ্গেসঙ্গে অন্যান্য সন্নিহিত পর্ব্বতগুলিও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।৩৪

সেই পর্ব্বত-পতনের ভীষণ শব্দেও এই অতুলনীয় শক্তিসম্পন্ন কুমার বিচলিত না হইয়া শক্তি উদ্যত করত ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।৩৫

তখন সেই উজ্জ্বল শক্তিকে নিক্ষেপ করত মহাত্মা স্কন্দ শ্বেতপর্ব্বতের ভয়ানক শিখরদেশকে বেগে ছেদন করিলেন।৩৬

তাঁহার শক্তির দ্বারা আহত ও বিদীর্ণ হইয়া অত্যন্ত ভীত শ্বেতপর্ব্বত অন্যান্য পর্ব্বতের সহিত পৃথিবীকে পরিত্যাগ করত আকাশে উত্থিত হইল।৩৭

তখন অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া পৃথিবীও বিদীর্ণা হইলেন; কিন্তু তিনি পীড়িতা হইয়া স্কন্দের শরণাগতা হওয়ায় পুনরায় বলবতী হইলেন।৩৮

তারপর সকল পর্ব্বতই স্কন্দের নিকট শির অবনত করিল এবং তাঁহার দ্বারা আহত হইয়া পুনরায় পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই হইতে সকল মানুষ প্রতি মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে এই স্কন্দদেবের পূজা করিয়া থাকে।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে কুমারেরউৎপত্তিবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৫

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিশ্বামিত্রেণ স্কন্দস্য জাতকর্মাদিসংস্কারস্য সম্পাদনম্, বিশ্বামিত্রেণ প্রবোধিতানামপি মহর্ষীণাং স্ব-স্বপত্নীগ্রহীতুমস্বীকারঃ, অগ্নিদেবপ্রভৃতিভির্বালকস্য স্কন্দস্য রক্ষা চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে মহাসেনে মহাবলে।
সমুত্তস্থুর্মহোৎপাতা ঘোররূপাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥১

স্ত্রীপুংসোর্বিপরীতঞ্চ তথা বস্ত্বানি যানি চ।
গ্রহা দীপ্তা দিশঃ খঞ্চ ববাল চ মহীকৃতাম্ ॥২

তথান্যাংশ্চ মহাঘোরান্ দৃষ্ট্বোৎপাতান্ সমন্ততঃ।
অকুর্বঞ্ছান্তিমৃষিয়া লোকানাং লোকভাবনাঃ ॥৩

নিবসন্তি বনে যে তু তস্মিংশ্চৈত্ররথে জনাঃ।
তেঽব্রুবন্নেষ নোঽনর্থঃ পাবকেনাহিতো মহান্ ॥৪

সঙ্গম্য ষড়্‌ভিঃ পত্নীভিঃ সপ্তর্ষীণামিতি স্ম হ।
অপরে গরুড়ীমাহুস্তয়ানর্থোঽয়মাহৃতঃ ॥৫

যৈর্দৃষ্টা সা তদা দেবী তস্য রূপেণ গচ্ছতী।
ন তু তৎ স্বাহয়া কর্ম কৃতং জানাতি বৈ জনঃ ॥৬

সুপর্ণী তু বচঃ শ্রুত্বা মমায়ং তনয়স্ত্বিতি।
উপগম্য শনৈঃ স্কন্দমাহাহং জননী তব ॥৭

অথ সপ্তর্ষয়ঃ শ্রুত্বা জাতং পুত্রং মহৌজসম্।
তত্যজুঃ ষট্ তদা পত্নীর্বিনা দেবীমরুন্ধতীম্ ॥৮

ষড়্‌ভিরেব তদা জাতমাহুস্তদ্বনবাসিনঃ।
সপ্তর্ষীণাহ চ স্বাহা মম পুত্রোঽয়মিত্যুত ॥৯

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বিশ্বামিত্রকর্তৃক স্কন্দের জাতকর্মাদি সংস্কারকরণ, বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া ঋষিগণের নিজ নিজ পত্নীকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার এবং অগ্নিদেব প্রভৃতি কর্তৃক বালক স্কন্দের রক্ষা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সেই মহাবল মহাবীর্য্যশালী মহাসেন উৎপন্ন হইলে চারিদিকে নানাবিধ ভয়ঙ্কর মহোৎপাত দেখা দিতে লাগিল।১

স্ত্রী ও পুরুষের স্বভাব বিপরীত হইতে লাগিল। সমস্ত শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুসমূহে পরিবর্তন আসিল অর্থাৎ শীতের সময় গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মের সময় শীত হইতে লাগিল। গ্রহ, দিক্‌সমূহ ও আকাশ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং পৃথিবী ভীষণ কম্প করিতে লাগিল।২

সকল লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ মহাঘোর উৎপাতসমূহ দর্শন করত উদ্বিগ্ন হইয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন।৩

চৈত্ররথ বনে যাহারা বাস করিতেন, তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অগ্নিই সপ্তর্ষিগণের পত্নীতে উপগত হইয়া এই মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। অপরে গরুড় পক্ষিণীকে বলিতে লাগিল, তুইই এইসকল অনর্থের মূল।৪-৫

যাহারা যাহাকে গরুড়ীর রূপ ধারণ করিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল যে, লোকে ইহা জানে না যে, এসকল অনর্থ স্বাহারই কৃত।৬

তখন সুপর্ণী লোকসমূহের কথা শুনিয়া বলিল, —"সে আমারই পুত্র" এবং সে ধীরে ধীরে স্কন্দের নিকট গিয়া বলিল,—"আমি তোমার জননী"।৭

অনন্তর সপ্তর্ষিগণ যখন শুনিলেন যে, আমাদেরই ছয় পত্নীর সহিত সঙ্গম করিয়া অগ্নির ঐ তেজস্বী পুত্র হইয়াছে, তখন তাঁহারা দেবী অরুন্ধতী ভিন্ন অন্য ছয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন।৮

বনবাসী লোকসমূহ এইরূপ কথা প্রচার করিয়াছিল যে, সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নীর গর্ভ হইতেই ঐ পুত্রের উৎপত্তি। কিন্তু স্বাহা স্বয়ং আসিয়া ঋষিগণকে বলিলেন যে, "এ লোকপ্রবাদ ঠিক নয়, এ আমারই পুত্র।৯

অহং জানে নৈষদেবমিতি রাজন্ পুনঃ পুনঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু কৃৎস্নেষ্টিং সপ্তর্ষীণাং মহামুনিঃ ॥১০

পাবকঃ কামসন্তপ্তমনৃষ্টঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
তৎ তেন নিখিলং সর্বমববুদ্ধং যথাতথম্ ॥১১

বিশ্বমিত্রস্তু প্রথমং কুমারং শরণং গতঃ।
স্তবং দিব্যং সস্রচক্রে মহাসেনস্য চাপি সঃ ॥১২

মঙ্গলানি চ সর্বাণি কৌমারাণি ত্রয়োদশ।
জাতকর্মাদিকান্তস্য ক্রিয়াশ্চক্রে মহামুনিঃ ॥১৩

ষড়্ বক্ত্রস্তু তু যাথাত্ম্যং কুক্কুটস্তু তু সাধনম্।
শক্ত্যা দেব্যাঃ সাধনঞ্চ তথা পারিষদানপি ॥১৪

বিশ্বামিত্রশ্চকারৈতৎ কর্ম লোকহিতায় বৈ।
তস্মাদৃষিঃ কুমারস্য বিশ্বামিত্রোঽভবৎ প্রিয়ঃ ॥১৫

অন্বজানাচ্চ যাথাত্ম্যং রূপান্তরং মহামুনিঃ।
অব্রবীচ্চ মুনীন্ সর্বান্ নাপরাধ্যন্তি বৈ স্ত্রিয়ঃ ॥১৬

শ্রুত্বা তু তত্ত্বতস্তস্মাৎ তে পত্নীঃ সর্বতোঽত্যজন্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স্কন্দং শ্রুত্বা তদা দেবা বাসবং সহিতাঽব্রুবন্ ॥১৭

অবিষহ্যবলং স্কন্দং জহি শক্রাশু মা চিরম্।
যদি বা ন নিহংস্যেনং দেবেন্দ্রোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥১৮

ত্রৈলোক্যং সংনিগৃহ্যাস্মাংস্ত্বাঞ্চ শক্র মহাবল।
স তানুবাচ ব্যথিতো বালোঽয়ং সুমহাবলঃ ॥১৯

স্রষ্টারমপি লোকানাং যুধি বিক্রম্য বাসয়েৎ।
ন বালমুৎসহে হন্তুমিতি শক্রঃ প্রভাষতে ॥২০

ভবিষ্যৎ। "আমি ইহার উৎপত্তির রহস্য জানি, এই লোকপ্রবাদ ঠিক নয়"। যাহা পুনঃ-পুনঃ ঐ কথা বলিলেও তাহার কথা ঋষিগণ বিশ্বাস করিলেন না। মহামুনি বিশ্বামিত্র যখন সপ্তর্ষিগণের ইষ্টি সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তখন তিনি কামপীড়িত অগ্নির পশ্চাতে অদৃশ্যভাবে গিয়া সকল বৃত্তান্ত যথাযথভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন।১০-১১

বিশ্বামিত্রমুনিই প্রথমতঃ কুমারের শরণাগত হইলেন এবং তিনি মহাসেনের দিব্য স্তবও করিলেন।১২

মহামুনি কুমারের ত্রয়োদশ প্রকার মঙ্গল কর্ম করাইয়া জাতকর্মাদি সংস্কার করিলেন।১৩

বিশ্বামিত্রমুনি ষড়ানন স্কন্দের মহিমা, স্কন্দকর্তৃক কুক্কুটপক্ষীকে ধারণ, দেবীর সমান প্রভাবশালিনী শক্তির গ্রহণ এবং পরিষদগণের বরণ প্রভৃতি স্কন্দের সকল কার্য্যই লোকহিতের জন্য অত্যাবশ্যকতা প্রমাণ করিলেন। এজন্য বিশ্বামিত্রমুনি স্কন্দের অত্যন্ত প্রিয় হইলেন।১৪-১৫

মহামুনি বিশ্বামিত্র যাহাকর্তৃক যেরূপ যাহারা রূপান্তর ধারণের কথা জানিলেন; এজন্য তিনি তাহা ঋষিগণের নিকট বর্ণনা করত স্ত্রীগণ যে নিরপরাধ —ইহা বলিলেন।১৬

তাঁহার মুখ হইতে সকল কথা তত্ত্বতঃ জানিয়াও ঋষিগণ স্বীয় পত্নীগণকে সর্বথা পরিত্যাগ করিলেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—স্কন্দের কথা শুনিয়া দেবতাগণ মিলিত হইয়া বাসবকে বলিলেন।১৭

দেবরাজ! আপনি এই অসহনীয় বলশালী স্কন্দকে অবিলম্বে বধ করুন। মহাবল ইন্দ্র! নতুবা এই পুরুষ বরপ্রাপ্ত হইলে ত্রৈলোক্য, আপনাকে ও আমাদিগকে নিগৃহীত করিয়া ইন্দ্রত্ব অধিকার করিবে।

তখন ইন্দ্র ব্যথিত হইয়া দেবগণকে বলিলেন, —"এ বালক হইলেও মহাবলশালী, এ বিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকেই বধ করিতে সমর্থ; সুতরাং এই বালককে বধ করিতে আমি উৎসাহবোধ করিতেছি না। ইন্দ্র এই কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন।১৮-২০

তেঽব্রুবন্ নাস্তি তে বীর্য্যং যত এবং প্রভাষসে।
সর্বাস্ত্বত্তোঽতিগচ্ছন্তু স্কন্দং লোকস্য মাতরঃ ॥২১
কামবীর্য্যা হ্যস্তু চৈনং তথেত্যুক্ত্বা চ তা যযুঃ।
তদপ্রতিবলং দৃষ্ট্বা বিষণ্ণবদনাস্তু তাঃ ॥২২
অশক্যোঽয়ং বিচিন্ত্যৈবং তমেব শরণং যযুঃ।
ঊচুশ্চৈনং ত্বদস্মাকং পুত্রো ভব মহাবল ॥২৩
অভিনন্দস্ব নঃ সর্বাঃ প্রসূতাঃ স্নেহবিক্লবাঃ।
তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পাতুকামঃ স্তনান্ প্রভুঃ ॥২৪
তাঃ সম্পূজ্য মহাসেনঃ কামাংশ্চাসাং প্রদায় সঃ।
অপক্রান্তমগ্নিদায়ান্তং পিতরং বলিনাং বলী ॥২৫
স তু সম্পূজিতস্তেন সহ মাতৃগণেন হ
পরিবার্য্য মহাসেনং রক্ষমাণঃ স্থিতঃ শিবঃ ॥২৬
সর্বাসাং বা তু মাতৃণাং নারী ক্রোধসমুদ্ভবা।
ধাত্রী স্বপুত্রবৎ স্কন্দং শূলহস্তাভ্যরক্ষত ॥২৭
লোহিতস্তোদবেঃ কন্যা ক্রূরা লোহিতভোজনা।
পরিষজ্য মহাসেনং পুত্রবৎ পর্য্যরক্ষত ॥২৮
অগ্নির্ভূত্বা নৈগমেয়শ্ছাগবক্ত্রো বহুপ্রজঃ।
রময়ামাস শৈলস্থং বালং ক্রীড়নকৈরিব ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি আঙ্গিরসে স্কন্দোৎপত্তৌ ষড়্‌বিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৬

দেবগণ বলিলেন,—"আপনার মধ্যে এখন আর সেরূপ বীর্য্য নাই; সেইজন্যই আপনি এইরূপ কথা বলিতেছেন। স্বেচ্ছানুসারে শক্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম এই লোক মাতৃকাগণ স্কন্দকে বধ করুন"। তখন মাতৃকাগণ 'তথাস্তু' বলিয়া সেস্থান হইতে স্কন্দের নিকট গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অপ্রতিহত বল বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা বিষণ্ণ হইলেন এবং তাঁহাকে বধ করা অসম্ভব নিশ্চয় করিয়া তাঁহারই শরণাগতা হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহাবল! তুমি আমাদের সকলের পুত্র হও।২১-২৩

"আমাদের কথাকে তুমি অভিনন্দিত কর, দেখ, পুত্রস্নেহে আমরা কিরূপ বিকল হইয়াছি, আমাদের স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইতেছে"। মাতৃকাগণের সেই কথা শুনিয়া শক্তিমান্ স্কন্দ দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করিলেন।২৪

তাঁহাদিগকে সম্পূজিত করিয়া স্কন্দ স্তনপান করত মাতৃকাগণের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তাহার পর বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ স্কন্দ দেখিলেন,—তাঁহার পিতা অগ্নিদেব আসিতেছেন।২৫

কুমার মহাসেনের দ্বারা পূজিত হইয়া মঙ্গলময় অগ্নিদেব মাতৃকাগণের সহিত তাঁহাকে ঘিরিয়া অবস্থান করত তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।২৬

সেই সময় সকল মাতৃকাগণের ক্রোধ হইতে উদ্ভূতা এক নারীমূর্ত্তি ধাত্রীর ন্যায় নিজ পুত্রতুল্য প্রিয় স্কন্দকে শূলহস্তে রক্ষা করিতে লাগিলেন।২৭

লোহিত সাগরের কন্যা, যিনি রক্তপায়িনী ও ক্রূরা ছিলেন, তিনি মহাসেনকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করিতে লাগিলেন।২৮

বহু সন্তানশালী ও ছাগতুল্য মুখ বিশিষ্ট অগ্নি নাগরিকের ন্যায় হইয়া খেলার সামগ্রীদ্বারা পর্ব্বতস্থিত বালক স্কন্দকে আমোদিত করিতে লাগিলেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস উপাখ্যানপ্রসঙ্গে স্কন্দের উৎপত্তিবিষয়ক ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৬

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাজিতৈঃ শরণাগতৈশ্চ দেবৈঃ সহ ইন্দ্রায় স্কন্দস্যাভয়দানম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

গ্রহাঃ সোপগ্রহাশ্চৈব ঋষয়ো মাতরস্তথা।
হুতাশনসমুখাশ্চৈব দৃপ্তাঃ পারিষদাং গণাঃ ॥১
এতে চান্যে চ বহবো ঘোরাস্ত্রিদশবাসিনঃ।
পরিবার্য্য মহাসেনং স্থিতা মাতৃগণৈঃ সহ ॥২
সন্দিগ্ধং বিজয়ং দৃষ্ট্বা বিজয়েপ্সুঃ সুরেশ্বরঃ।
আরুহৈরাবতস্কন্ধং প্রযযৌ দৈবতৈঃ সহ ॥৩
আদায় বজ্রং বলবান্ সর্বৈর্দৈবগণৈর্বৃতঃ।
বিজিঘাংসুর্মহাসেনমিন্দ্রস্তূর্ণতরং যযৌ ॥৪
উগ্রং তস্য মহানাদং দেবানীকং মহাপ্রভম্।
বিচিত্রধ্বজসংনাহং নানাবাহনকার্মুকম্ ॥৫
প্রবরাম্বরসংবীতং শ্রিয়া জুষ্টমলঙ্কৃতম্।
বিজিঘাংসুং তমায়ান্তং কুমারঃ শক্রমব্রবীৎ ॥৬
বিনদন্ পার্থ দেবেশো দ্রুতং যাতি মহাবলঃ।
সংহর্ষয়ন্ দেবসেনাং জিঘাংসুঃ পাবকাত্মজম্ ॥৭
সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈস্তথৈব পরমর্ষিভিঃ।
সমীপমস্য সম্প্রাপ্তঃ কার্ত্তিকেয়স্য বাসবঃ ॥৮
সিংহনাদং ততশ্চক্রে দেবেশঃ সহিতঃ সুরৈঃ।
গুহোঽপি শব্দং তং শ্রুত্বা ননদৎ সাগরো যথা ॥৯
তস্য শব্দেন মহতা সমুদ্রতোয়বিপ্লবম্।
বভ্রাম তত্র তত্রৈব দেবসৈন্যমচেতনম্ ॥১০
জিঘাংসূনুপসম্প্রাপ্তান্ দেবান্ দৃষ্ট্বা স পাবকিঃ।
বিনদর্জ মুখাৎ ক্রুদ্ধঃ প্রবৃত্তাঃ পাবকার্চিষঃ ॥১১
অদহদ্ দেবসৈন্যানি বেপমানানি ভূতলে।
তে প্রণীতশিরোদেহাঃ প্রণীতায়ুধবাহনাঃ ॥১২

সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাজিত এবং শরণাগত দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে স্কন্দের অভয়দান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—গ্রহ, উপগ্রহ, ঋষিগণ, মাতৃকাগণ, মুখে অগ্নি-উদ্গিরণকারী দর্পযুক্ত পারিষদ্‌গণ এবং এইরূপ আরও অনেক ঘোরাকৃতি স্বর্গবাসী দেবতাগণ মাতৃগণের সহিত মহাসেনকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।১-২

বিজয়ে সন্দেহান্বিত হইয়াও ইন্দ্রত্ব যাইবার ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত ঐরাবতে চড়িয়া স্কন্দের নিকটে গেলেন।৩

বলবান্ ইন্দ্র বজ্র গ্রহণ করত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া স্কন্দকে বধ করিবার জন্য দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিলেন।৪

কুমার যখন দেখিলেন, নানা ধ্বজ, কবচ, বাহন, কার্ম্মুকাদি সমন্বিত, উত্তম বস্ত্রালঙ্কারাদিতে অলঙ্কৃত, মহাতেজস্বী, ত্রিদশের অধিপ শ্রীসম্পন্ন দেবসৈন্য ইন্দ্রের সহিত মহানাদ করিতে করিতে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে আসিতেছে, তখন তিনিও শত্রুর দিকে অগ্রসর হইলেন।৫-৬

যুধিষ্ঠির! তখন মহাবলশালী দেবরাজ সিংহনাদে দেবদৈন্যগণকে আনন্দিত করিয়া অগ্নিপুত্র স্কন্দকে বধ করিতে দ্রুত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।৭

সেই সময় দেবগণ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া বাসব কার্ত্তিকেয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন।৮

তারপর দেবরাজ দেবগণের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দেবগণের সিংহনাদ শ্রবণে স্কন্দও সাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।৯

স্কন্দের ভয়ানক গর্জ্জন শ্রবণে উত্তাল সমুদ্রতুল্য দেবসৈন্য অচেতনপ্রায় হইয়া সেইস্থানেই বিভ্রান্তভাবে ঘুরপাক খাইতে লাগিল।১০

প্রচ্যুতাঃ সহসা তস্মিন্ ব্যক্তাত্তারাগণা ইব।
দহ্যমানাঃ প্রপদ্যন্তে শরণং পাবকাত্মজম্ ॥১৩

দেবা বজ্রবরং ত্যক্ত্বা ততঃ শান্তিমুপাগতাঃ।
ত্যক্তো দেবৈস্ততঃ স্কন্দে বজ্রং শক্রো ন্যপাতয়ৎ ॥১৪

তদ্বিসৃষ্টং জঘানাশু পার্শ্বং স্কন্দস্য দক্ষিণম্।
বিভেদ চ মহারাজ পার্শ্বং তস্য মহাত্মনঃ ॥১৫

বজ্রপ্রহারাৎ স্কন্দস্য সঞ্জাতঃ পুরুষোঽপরঃ।
যুবা কাঞ্চনসন্নাহঃ শক্তিধৃগ্ দিব্যকুণ্ডলঃ ॥১৬

যদ্বজ্রবিশনাজ্জাতো বিশাখস্তেন সোঽভবৎ।
সঞ্জাতমপরং দৃষ্ট্বা কালানলসমদ্যুতিম্ ॥
ভয়াদিন্দ্রস্তু তং স্কন্দং প্রাঞ্জলিঃ শরণং গতঃ ॥১৭

তস্যাভয়ং দদৌ স্কন্দঃ সহসৈন্যস্য সত্তমঃ।
ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশা বাদিত্রাণ্যভ্যবাদয়ন্ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি আঙ্গিরসোপাখ্যানে ইন্দ্রস্কন্দসমাগমে সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৭

অগ্নিপুত্র স্কন্দ নিকটস্থ দেবগণকে জিঘাংসু দেখিয়া ক্রোধে নিজ মুখ হইতে বিশাল আগুনের হুঙ্কারসমূহ দেবগণের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।১১

দেবসৈন্যগণ সেই আগুনে দগ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। এইরূপে সেই সময় ঐ আগুনে কাহারও মস্তক, কাহারও সমস্ত শরীর, কাহারও বাহন এবং কাহারও অস্ত্রশস্ত্রসমূহ জ্বলিয়া গেল।১২

আকাশে বিচ্ছিন্ন তারকাগণের ন্যায় দহ্যমান দেবসৈন্যসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করত অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইল। ইহাতে তাহারা শান্তিলাভ করিল। তারপর দেবগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ইন্দ্র মহাসেনের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিলেন।১৩-১৪

মহারাজ! ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্র অতিক্রত যাইয়া কার্ত্তিকেয়ের দক্ষিণপার্শ্বে আঘাত করিল এবং মহামনা স্কন্দের পার্শ্বভাগ ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইল।১৫

সেই বজ্র-প্রহারে স্কন্দের শরীর হইতে অপর একজন শক্তিধারী, স্বর্ণনির্ম্মিত কবচ ও দিব্যকুণ্ডল পরিহিত দিব্য যুবা-পুরুষ আবির্ভূত হইলেন।১৬

বজ্র-প্রবিষ্ট হইয়া উহার জন্ম হওয়ায় তাহার নাম হইল বিশাখ। অপর আর এক প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় মহাতেজস্বী পুরুষের উৎপত্তি হইতে দেখিয়া ইন্দ্র ভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া স্কন্দের শরণাপন্ন হইলেন।১৭

সৎপুরুষশ্রেষ্ঠ স্কন্দ তখন সৈন্যসহ দেবরাজকে অভয় প্রদান করিলেন। তারপর দেবগণ আনন্দিত হইয়া দিব্য বাদ্যসমূহ বাজাইতে লাগিলেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে ইন্দ্র-স্কন্দ সমাগমবিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৭

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্কন্দস্য পারিষদগণানাং বর্ণনম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স্কন্দপারিষদান্ ঘোরান্ শৃণুষ্বাদ্ভুতদর্শনান্।
বজ্রপ্রহারাৎ স্কন্দস্য জজ্ঞুস্তত্র কুমারকাঃ ॥১
যে হরন্তি শিশূন্ জাতান্ গর্ভস্থাংশ্চৈব দারুণাঃ।
বজ্রপ্রহারাৎ কন্যাশ্চ জজ্ঞিরেঽস্য মহাবলাঃ ॥২
কুমারাস্তে বিশাখঞ্চ পিতৃত্বে সমকল্পয়ন্।
স তুষ্টা ভগবান্ সংখ্যে বক্ষশ্ছাগমুখস্তদা ॥৩
বৃতঃ কন্যাগণৈঃ সর্ব্বৈরাত্মীয়ৈঃ সহ পুত্রকৈঃ।
মাতৃণাং প্রেক্ষমাণানাং ভদ্রশাখশ্চ কৌশলঃ ॥৪
ততঃ কুমারপিতরং স্কন্দমাহূর্জনা ভুবি।
রুদ্রমগ্নিমুমাং স্বাহাং প্রদেশেষু মহাবলম্ ॥৫
যজন্তি পুত্রকামাশ্চ পুত্রিণশ্চ সদা জনাঃ।
যাস্তাস্তজনয়ৎ কন্যাস্তপো নাম হুতাশনঃ ॥৬
কিং করোমীতি তাঃ স্কন্দং সম্প্রাপ্তাঃ সমভাষয়ন্।

কুমার্য্য ঊচুঃ।

ভবেম সর্বলোকস্য মাতরো বরযুক্তমাঃ ॥৭
প্রসাদাৎ তব পূজ্যাশ্চ প্রিয়মেতৎ কুরুষ্ব নঃ।
সোঽব্রবীদ্ বাঢ়মিত্যেবং ভবিষ্যধ্বং পৃথগ্‌বিধাঃ ॥৮
শিবাশ্চৈবাশিবাশ্চৈব পুনঃ পুনরুদারধীঃ।
ততঃ সঙ্কল্প্য পুত্রত্বে স্কন্দং মাতৃগণোঽগমৎ ॥৯
কাকী চ হলিমা চৈব মালিনী বৃংহতা তথা।
আর্য্যা পলালা বৈমিত্রা সপ্তৈতাঃ শিশুমাতরঃ ॥১০

অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[স্কন্দের পারিষদগণের বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে স্কন্দের শরীর হইতে যেসকল পারিষদ-স্বরূপ ঘোরাকৃতি অদ্ভুতদর্শন কুমারসমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।১

গর্ভ হইতে জাত ও গর্ভস্থ শিশুগণকে যাহারা হরণ করে, এমন দারুণা ও মহাবলা কন্যাসমূহ ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে স্কন্দের শরীর হইতে আবির্ভূতা হইল।২

পূর্ব্বোক্ত কুমারগণ বিশাখকে (স্কন্দকে) পিতা বলিয়া স্বীকার করিল। ভগবান্ স্কন্দ স্বয়ং ছাগ-মুখ গ্রহণ করত নিজ কন্যাগণ ও নিজ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া মাতৃগণের সম্মুখে যুদ্ধে নিজ পক্ষের রক্ষা করেন। ইঁহাকেই ভদ্রশাখ ও কৌশল বলে।৩-৪

এজন্য পৃথিবীতে মনুষ্যগণ স্কন্দকে কুমারগণের পিতা বলে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুত্রবান্ ও পুত্রাকাঙ্ক্ষী পুরুষগণ রুদ্র, অগ্নি, উমা ও শক্তিমতী স্বাহাদেবীকে (অথবা অগ্নিস্বরূপ রুদ্র ও স্বাহাস্বরূপা উমাকে) পূজা করিয়া থাকে।

তপনামক অগ্নি যেসকল কন্যার জন্ম দিয়া-ছিলেন, তাঁহারা সকলে স্কন্দের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"আমরা কি করিব"?

কুমারীগণ বলিলেন,—আমরা তোমার প্রসাদে সকল লোকের প্রধান মাতা ও পূজ্যা হইতে চাহি; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের এই প্রিয় অভিলাষ পূরণ কর।

সেই সময় উদারবুদ্ধি স্কন্দ বলিলেন,—"আচ্ছা তাহাই হইবে। তোমরা শিবা ও অশিবারূপিণী হইয়া মাতৃত্ব লোক লাভ করিবে। তখন তাঁহারা স্কন্দকে পুত্রত্বে বরণ করিয়া চলিয়া গেলেন।৫-৯

কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহতা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা—এই সাতজন হইলেন শিশুমাতা।১০

এতাসাং বীর্য্যসম্পন্নঃ শিতর্নামাতিদারুণঃ।
স্কন্দপ্রসাদজঃ পুত্রো লোহিতাক্ষো ভয়ঙ্করঃ ॥১১
এষ বীরাষ্টকঃ প্রোক্তঃ স্কন্দমাতৃগণোদ্ভবঃ।
ছাগবক্ত্রেণ সহিতো নবকঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥১২
ষষ্ঠং ছাগমুখং বক্ত্রং স্কন্দস্যেতি বিদ্ধি তৎ।
ষট্‌শিরোঽভ্যন্তরং রাজন্ নিত্যং মাতৃগণার্চিতম্ ॥১৩
যস্মাৎ তু প্রবরং তস্য শীর্ষাণামিহ গম্যতে।
শক্তিং যেনাসৃজদ্ দিব্যাং তস্মাচ্ছাখ ইতি স্মৃতঃ ॥১৪
ইত্যেতদ্ বিবিধাকারং বৃত্তং তুরগস্য পঞ্চম্যাম্।
অত্র যুদ্ধং মহাঘোরং বৃত্তং ষষ্ঠ্যাং জনাধিপ ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসে কুমারোৎপত্তৌ অষ্টাবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৮

ভগবান্ স্কন্দের কৃপায় উক্ত মাতৃকাগণ শিত নামক অতি দারুণ, রক্তচক্ষু, ভয়ঙ্কর বীর্য্যসম্পন্ন পুত্র পাইলেন।১১

শিত ও মাতৃকাগণকে লইয়া যে আটজন হইলেন—ইঁহাদিগকে বীরাষ্টক বলে; ইহার সহিত ছাগমুখ স্কন্দ মিলিয়া 'নবক' (বীর-নবক) নামক গণ হয়।১২

স্কন্দেরই ষষ্ঠ মুখ ছাগমুখ, ইহা জানিও। রাজন্! উহা ছয়টি মস্তকের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকে এবং মাতৃগণের দ্বারা নিত্যই পূজিত হন।১৩

ঐ মস্তকটিই স্কন্দের ছয়টি মস্তকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উনিই দিব্য শক্তির সৃজন করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার নাম হইয়াছে শক্তিশাখ।১৪

নরপতে! এইরূপে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে বিবিধাকার পার্ষদগণের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং ষষ্ঠী তিথিতে সেখানে মহাঘোর যুদ্ধ বাধিয়াছিল।১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরসউপাখ্যানে কুমারোৎপত্তিবিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৮

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ সহ স্কন্দস্য বার্ত্তালাপঃ, দেবসেনাপতিপদে স্কন্দস্যাভিষেকঃ, দেবসেনয়া সহ তস্য বিবাহশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
উপবিষ্টং তু তং স্কন্দং হিরণ্যকবচস্রজম্।
হিরণ্যচূড়মুকুটং হিরণ্যাক্ষং মহাপ্রভম্ ॥১
লোহিতাম্বরসংবীতং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মনোরমম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং ত্রৈলোক্যস্যাপি সুপ্রিয়ম্ ॥২
ততস্তং বরদং শূরং যুবানং মুষ্টকুণ্ডলম্।
অভজৎ পদ্মরূপা শ্রীঃ স্বয়মেব শরীরিণী ॥৩

একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রের সহিত স্কন্দের বার্ত্তালাপ, দেবসেনাপতি-পদে স্কন্দের অভিষেক এবং দেবসেনার সহিত উহার বিবাহ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সুবর্ণ কবচ ও মাল্য-পরিহিত, সুবর্ণ চূড়া ও মুকুটে মণ্ডিত, সুবর্ণলোচন, মহাপ্রভাময়, রক্তবস্ত্র পরিহিত, তীক্ষ্ণদন্ত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, ত্রিলোকবাসীর অত্যন্ত প্রিয়, বীর, বরদাতা, কুণ্ডলমণ্ডিত সুন্দর মনোরম যুবা-পুরুষ

শ্রিয়া জুষ্টঃ পৃথুযশাঃ স কুমারবরস্তদা।
নিষেবে দৃশ্যতে ভূতৈঃ পৌর্ণমাস্যাং যথা শশী ॥৪
অপূজয়ন্ মহাত্মানো ব্রাহ্মণাস্তং মহাবলম্।
ইষমাহুস্তদা চৈব স্কন্দং তত্র মহর্ষয়ঃ ॥৫

ঋষয় ঊচুঃ।

হিরণ্যগর্ভ ভদ্রং তে লোকানাং শঙ্করো ভব।
ত্বয়া ষড়্রাত্রজাতেন সর্বে লোকা বশীকৃতাঃ ॥৬
অভয়ঞ্চ পুনর্দত্তং ত্বয়ৈবৈষাং সুরোত্তম।
তস্মাদিন্দ্রো ভবানস্তু ত্রৈলোক্যস্যাভয়ঙ্করঃ ॥৭

স্কন্দ উবাচ।

কিমিন্দ্রঃ সর্বলোকানাং করোত্যেষ তপোধনাঃ।
কথং দেবগণাংশ্চৈব পাতি নিত্যং সুরেশ্বরঃ ॥৮

স্কন্দ যখন বলিয়াছিলেন, তখন যেন লক্ষ্মী স্বয়ংই রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিলেন।১-৩

পরম কান্তিমান্, বিপুলকীর্ত্তি ও উপনিষৎ কুমার শ্রেষ্ঠকে সকল প্রাণীই পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিতেছিল।৪

মহাত্মা ব্রাহ্মণ মহর্ষিগণ তখন সেই মহাবল স্কন্দকে পূজা করিয়া এইরূপ বলিলেন।৫

ঋষিগণ বলিলেন,—হে হিরণ্যগর্ভ। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি সকল লোককে মঙ্গল দান করুন; আপনার জন্মের পর মাত্র ছয়টি রাত্রি ব্যতীত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে আপনি সকল লোককে বশীভূত করিয়াছেন।৬

হে সুরোত্তম। আপনি ইহাদের সকলকেই অভয়দান করিয়াছেন; সুতরাং আপনি ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করত ত্রৈলোক্যের অভয়দান করুন।৭

স্কন্দ বলিলেন,—হে তপোধনবৃন্দ! ইন্দ্র এই পদে থাকিয়া সকল লোকের কি কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন? দেবরাজ দেবগণকেই বা কেমন করিয়া প্রত্যহ রক্ষা করেন?৮

ঋষয় ঊচুঃ।

ইন্দ্রো দদাতি ভূতানাং বলং তেজঃ প্রজাঃ সুখম্।
তুষ্টঃ প্রযচ্ছতি তথা সর্বান্ কামান্ সুরেশ্বরঃ ॥৯
দুর্বৃত্তানাং সংহরতি ব্রতস্থানাং প্রযচ্ছতি।
অনুশাস্তি চ ভূতানি কার্য্যেষু বলসূদনঃ ॥১০
অসূর্য্যে চ ভবেৎ সূর্য্যস্তথাঽচন্দ্রে চ চন্দ্রমাঃ।
ভবত্যগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পৃথিব্যাপশ্চ কারণৈঃ ॥১১
এতদিন্দ্রেণ কর্ত্তব্যমিন্দ্রে হি বিপুলং বলম্।
ত্বং চ বীর বলী শ্রেষ্ঠস্তস্মাদিন্দ্রো ভবস্ব নঃ ॥১২

শক্র উবাচ।

ভবস্বেন্দ্রো মহাবাহো সর্বেষাং নঃ সুখাবহঃ।
অভিষিঞ্চস্ব চৈবাত্ম প্রাপ্তরূপোঽসি সত্তম ॥১৩

ঋষিগণ বলিলেন,—ইন্দ্র সকল প্রাণিগণকে বল, তেজ, সন্তান ও সুখ প্রদান করেন। সুররাজ তুষ্ট হইলে প্রজাগণের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন।৯

তিনি দুর্বৃত্তকে সংহার করেন, ব্রতস্থ পুরুষগণকে বরদান করেন। বলদৈত্যনাশন ইন্দ্র সকল লোককে নিজ নিজ কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অনুশাসন করেন।১০

জগৎ সূর্য্যশূন্য হইলে তিনিই সূর্য্য হইয়া তাপদান করেন এবং প্রয়োজন হইলে তিনি চন্দ্র, অগ্নি, পৃথিবী ও জল হইয়া তাহাদের অভাব পূরণ করেন।১১

ইন্দ্রের এইসকল হইল কার্য্য এবং তাঁহাতে বিপুল বল বর্ত্তমান থাকে। হে বীর। আপনি শ্রেষ্ঠ বলবান্; আপনিই আমাদের ইন্দ্র হউন।১২

তখন ইন্দ্র বলিলেন,—হে মহাবাহো। তুমি ইন্দ্র হও এবং আমাদের সকলকে সুখ দান কর। হে সৎপুরুষশ্রেষ্ঠ। তুমি এই পদের যোগ্য অধিকারী, অতএব আজই এই পদে নিজেকে অভিষিক্ত কর।১৩

স্কন্দ উবাচ।

শাধি ত্বমেব ত্রৈলোক্যমব্যগ্রো বিজয়ে রতঃ।
অহং তে কিঙ্করঃ শক্র ন মমেন্দ্রত্বমীপ্সিতম্ ॥১৪

শক্র উবাচ।

বলং তবাদ্ভুতং বীর ত্বং দেবানামরীন্ জহি।
অবজ্ঞাস্যন্তি মাং লোকা বীর্য্যেণ তব বিস্মিতাঃ ॥১৫
ইন্দ্রত্বে তু স্থিতং বীর বলহীনং পরাজিতম্।
আবয়োশ্চ মিথো ভেদে প্রযতিষ্যন্ত্যভিদ্রুতাঃ ॥১৬
ভেদিতে চ ত্বয়ি বিভো লোকো দ্বৈধমুপেষ্যতি।
দ্বিধাভূতেষু লোকেষু নিশ্চিতেষ্বাবয়োস্তথা ॥১৭
বিগ্রহঃ সম্প্রবর্ত্তেত ভূতভেদান্মহাবল।
তত্র ত্বং মাং রণে তাত যথাশ্রদ্ধং বিজেষ্যসি ॥১৮
তস্মাদিন্দ্রো ভবানেব ভবিতা মা বিচারয়।

স্কন্দ উবাচ।

ত্বমেব রাজা ভদ্রং তে ত্রৈলোক্যস্য মমৈব চ ॥১৯
করোমি কিং তে শক্র শাসনং তদ্ ব্রবীহি মে।

ইন্দ্র উবাচ।

অহমিন্দ্রো ভবিষ্যামি তব বাক্যান্মহাবল ॥২০

যদি সত্যমিদং বাক্যং নিশ্চয়াদ্ ভাষিতং ত্বয়া।
যদি বা শাসনং স্কন্দ কর্ত্তুমিচ্ছসি মে শৃণু ॥২১

অভিষেচ্যস্ব দেবানাং সৈনাপত্যে মহাবল।

স্কন্দ উবাচ।

দানবানাং বিনাশায় দেবানামর্থসিদ্ধয়ে ॥২২

গোব্রাহ্মণহিতার্থায় সৈনাপত্যেঽভিষিঞ্চ মাম্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সোঽভিষিক্তো মঘবতা সর্বৈর্দেবগণৈঃ সহ ॥২৩

অতীব শুশুভে তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
তত্র তৎ কাঞ্চনং ছত্রং ধ্রিয়মাণং ব্যরোচত ॥২৪

স্কন্দ বলিলেন,—হে শক্র! আপনিই অসুর-বিজয়ে নিরত হইয়া সুস্থচিত্তে ত্রিলোককে শাসন করুন। আমি আপনার সেবক; ইন্দ্রত্ব আমার ঈপ্সিত নহে।১৪

ইন্দ্র বলিলেন,—হে বীর! তোমার অদ্ভুত বল; সুতরাং তুমিই ইন্দ্র হইয়া দেবশত্রুগণকে সংহার কর। বীর! আমি ইন্দ্র হইয়াও বলহীন ও পরাজিত হইয়াছি; সুতরাং আমি ইন্দ্র হইলে তোমার পরাক্রমে বিস্মিত হইয়া লোকে আমাকে অবমাননা করিবে এবং অনলসভাবে আমার ও তোমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে যত্ন করিবে।১৫-১৬

বিভো! তুমি ভেদপ্রাপ্ত হইলে এই দেবলোক দুইভাগে বিভক্ত হইবে। মহাবল! দেবলোক দুইভাগে বিভক্ত হইলে ও ভেদবুদ্ধি জন্মিলে অবশ্যই আমাদের দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ হইবে। হে তাত! আমার বিশ্বাস, তুমি সেই যুদ্ধে আমাকে অবশ্যই পরাজিত করিবে।১৭-১৮

সুতরাং তুমি এখনই আমার এই ইন্দ্রত্ব গ্রহণ কর—ইহাতে কোন বিচার করিও না।

স্কন্দ বলিলেন,—আপনার মঙ্গল হউক। আপনি আমার ও এই ত্রিলোকের রাজা। হে ইন্দ্র! আপনি বলুন, আমি আপনার কি আজ্ঞা পালন করিব?

ইন্দ্র বলিলেন,—আমি তোমার কথায় ইন্দ্র হইব ঠিকই; কিন্তু তোমার কথা যদি সত্য হয় এবং তুমি যদি আমার আজ্ঞা পালন কর, তবে তুমি দেবসৈন্যগণের সৈনাপত্য গ্রহণ কর।

স্কন্দ বলিলেন,—দানবগণের বিনাশ এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি এবং গো ও ব্রাহ্মণগণের হিতের জন্য আমাকে আপনি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করুন।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন সকল দেবতার সহিত ইন্দ্র তাঁহাকে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত

যথৈব সুসমিদ্ধস্য পাবকস্যাস্যমণ্ডলম্।
বিশ্বকর্মকৃতা চাস্য দিব্যা মালা হিরণ্ময়ী ।২৫

আবদ্ধা ত্রিপুরঘ্নেন স্বয়মেব যশস্বিনা।
আগম্য মনুজব্যাঘ্র সহ দেব্যা পরন্তপ ।২৬

অর্চয়ামাস সুপ্রীতো ভগবান্ গোবৃষধ্বজঃ।
রুদ্রমগ্নিং দ্বিজাঃ প্রাহুঃ রুদ্রসূনুস্ততস্ত সঃ ।২৭

রুদ্রেণ শুক্রমুৎসৃষ্টং তচ্ছ্বেতঃ পর্বতোঽভবৎ।
পাবকস্যেন্দ্রিয়ং শ্বেতো কৃত্তিকাভিঃ কৃতং নগে ।২৮

পূজ্যমানং তু রুদ্রেণ দৃষ্ট্বা সর্বে দিবৌকসঃ।
রুদ্রসূনুং ততঃ প্রাহুর্গুহং গুণবতাং বরম্ ।২৯

অনুপ্রবিশ্য রুদ্রেণ বহ্নিং জাতো হ্যয়ং শিশুঃ।
তত্র জাতস্ততঃ স্কন্দো রুদ্রসূনুস্ততোঽভবৎ ।৩০

রুদ্রস্য বহ্নেঃ স্বাহায়াঃ ষণ্ণাং স্ত্রীণাঞ্চ ভারত।
জাতঃ স্কন্দঃ সুরশ্রেষ্ঠো রুদ্রসূনুস্ততোঽভবৎ ।৩১

অরজে বাসসী রক্তে বসানঃ পাবকাত্মজঃ।
ভাতি দীপ্তবপুঃ শ্রীমান্ রক্তাভ্রাভ্যামিবাংশুমান্ ।৩২

কুক্কুটঞ্চাগ্নিনা দত্তস্তস্য কেতুরলঙ্কৃতঃ।
রথে সমুচ্ছ্রিতো ভাতি কালাগ্নিরিব লোহিতঃ ।৩৩

যা চেষ্টা সর্বভূতানাং প্রভা শান্তির্বলং তথা।
অগ্রতস্তস্য সা শক্তির্দেবানাং জয়বর্ধিনী ।৩৪

বিবেশ কবচং চাস্য শরীরে সহজং তথা।
যুধ্যমানস্য দেবস্য প্রাদুর্ভবতি তৎ সদা ।৩৫

করিলেন। তিনি মহর্ষিগণকর্তৃক পূজিত হইয়া অতীব শোভাপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার মস্তকোপরি সুবর্ণছত্র ধারণ করা হইল। তাহাতে তিনি প্রজ্বলিত অগ্নির মণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

নরশ্রেষ্ঠ। শত্রুদমন হর ত্রিপুরারি যশস্বী মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত তথায় আগমন করত বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত সুবর্ণময়ী দিব্য মালা তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।১৯-২৬

ভগবান্ বৃষভধ্বজ স্কন্দের খুবই সমাদর করিলেন; অগ্নি রুদ্রেরই স্বরূপ, এজন্য ব্রাহ্মণগণ স্কন্দকে মহাদেবের পুত্র বলেন।২৭

ভগবান্ রুদ্রের উৎকৃষ্ট বীর্য্যই শ্বেতপর্ব্বতরূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কৃত্তিকাগণ অগ্নির বীর্য্যকে শ্বেতপর্ব্বতে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। (তথায় উৎপন্ন হওয়ার জন্য স্কন্দকে রুদ্রপুত্র বলা হয়)।২৮

রুদ্রকর্তৃক সমাদৃত হইতে দেখিয়া সকল দেবতা গুণশ্রেষ্ঠ স্কন্দকে রুদ্রপুত্র বলিয়া অভিহিত করিলেন।২৯

স্বয়ং রুদ্রই অগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ শিশুর জন্মদান করিয়াছিলেন; রুদ্রস্বরূপ অগ্নি হইতে উৎপন্ন হওয়ার কারণে রুদ্রসূনু বলিয়া স্কন্দকে অভিহিত করা হয়।৩০

হে ভারত! স্কন্দের জন্ম রুদ্রস্বরূপ অগ্নি, স্বাহা এবং ছয়টি কৃত্তিকাগণ হইতে হইয়াছে; এজন্য সুরশ্রেষ্ঠ স্কন্দকে রুদ্রসূনু বলা হয়।৩১

সেই সময় রক্তমেঘদ্বয়ের মধ্যবর্তী সূর্য্যের ন্যায় রক্তবস্ত্রোত্তরীয় পরিহিত স্কন্দের শরীর দীপ্তি পাইতেছিল।৩২

অগ্নিদেব কুক্কুটকে স্কন্দের ধ্বজচিহ্নরূপে প্রদান করিলেন; ঐ কুক্কুট তাঁহার রথে নিজ লোহিত-বর্ণ দ্বারা প্রলয়াগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৩৩

কার্ত্তিকেয়ের শক্তিই প্রাণিগণের প্রভা, শান্তি, বল ও চেষ্টারূপে প্রকাশ পায়; ঐ শক্তি দেবগণেরও বিজয়বর্দ্ধিনী।৩৪

স্কন্দ যখন যুদ্ধে প্রবিষ্ট হন, তখন দিব্য কবচ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার শরীরে সহজ কবচরূপে সংলগ্ন হয়।৩৫

শক্তির্ধর্ম্মো বলং তেজঃ কান্তত্বং সত্যমুন্নতিঃ।
ব্রহ্মণ্যত্বমসম্মোহো ভক্তানাং পরিরক্ষণম্ ॥৩৬
নিকৃন্তনঞ্চ শত্রূণাং লোকানাং চাভিরক্ষণম্।
স্কন্দেন সহ জাতানি সর্ব্বাণ্যেব জনাধিপ ॥৩৭
এবং দেবগণৈঃ সর্ব্বৈঃ সোঽভিষিক্তঃ স্বলঙ্কৃতঃ।
বভৌ প্রতীতঃ সুমনাঃ পরিপূর্ণেন্দুমণ্ডলঃ ॥৩৮
ইষ্টৈঃ স্বাধ্যায়ঘোষৈশ্চ দেবতূর্য্যস্বরৈরপি।
দেব-গন্ধর্বগীতৈশ্চ নটৈরপ্সরসাং গণৈঃ ॥৩৯
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিস্তুষ্টৈর্হৃষ্টৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ।
সুসংবৃতঃ পিশাচানাং গণৈর্দেবগণৈস্তথা ॥৪০
ক্রীড়ন্ ভাতি তদা দেবৈরভিষিক্তশ্চ পাবকিঃ।
অভিষিক্তং মহাসেনমপশ্যন্ত দিবৌকসঃ ॥৪১
বিনিহত্য তমঃ সূর্য্যং যথেহোদ্যন্তমিতং তথা।
অথৈনমভ্যয়ুঃ সর্বা দেবসেনাঃ সহস্রশঃ ॥৪২

অস্মাকং ত্বং পতিরিতি ব্রুবাণাঃ সর্বতো বিশঃ।
তাঃ দদর্শাথ ভগবান্ সর্বভূতগণৈর্বৃতঃ ॥৪৩

অভিষিক্তস্তু সুতশ্চৈব সান্ত্বয়ামাস তা অপি।
শতক্রতুশ্চাভিষিচ্য স্কন্দং সেনাপতিং তদা ॥৪৪

সস্মার তাং দেবসেনাং যা সা তেন বিমোক্ষিতা।
অয়ং তস্যাঃ পতির্নূনং বিহিতো ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥৪৫

বিচিন্ত্যোত্থানয়ামাস দেবসেনাং স্বলঙ্কৃতাম্।
স্কন্দং প্রোবাচ বলভিদিয়ং কন্যা সুরোত্তম ॥৪৬

অভ্যাতে ত্বয়ি নিদিষ্টা তব পত্নী স্বয়ম্ভুবা।
তস্মাৎ ত্বমস্যা বিধিবৎ পাণিং মন্ত্রপুরস্কৃতম্ ॥৪৭

গৃহাণ দক্ষিণং দেব্যাঃ পাণিনা পল্লবর্চসা।
এবমুক্তঃ স জগ্রাহ তস্যাঃ পাণিং যথাবিধি ॥৪৮

হে রাজন্! শক্তি, ধর্ম্ম, বল, তেজ, কান্তি, সত্য, উন্নতি, ব্রাহ্মণভক্তি, অসম্মোহ (বিবেক), ভক্তগণের পরিরক্ষণ, শত্রুবিনাশ এবং লোক-সমূহের পালন—এসবই স্কন্দের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে।৩৬-৩৭

এইরূপে দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিখ্যাত স্কন্দ সন্তুষ্টচিত্তে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৩৮

সেই সময় অত্যন্ত প্রিয় বেদধ্বনি, দেবস্তুতি ধ্বনি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের গীত ও নৃত্য হইতেছিল। এইসকল এবং অন্যান্য বহুপ্রকার দেবগণ ও পিশাচগণ বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, হর্ষোৎফুল্ল ও সুমনস্ক স্কন্দকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩৯-৪০

দেবগণের দ্বারা সেনাপতি পদে অভিষিক্ত ও পরিবৃত অগ্নিপুত্র স্কন্দ বিবিধ লীলা করিতে করিতে শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে নাশ করিয়াই উদিত হয়, তেমনই দেবগণের অসুরভয়রূপ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দেবসেনাগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সমস্ত দেবসৈন্য সহস্র সহস্র সংখ্যায় আগমন করত 'আপনি আমাদের পতি' বলিয়া স্কন্দের চারিদিকে সমবেত হইল।

তখন সর্ব্বভূতগণের দ্বারা পরিবৃত ভগবান্ স্কন্দ দেবসেনাকর্ত্তৃক পূজিত ও সংস্তুত হইয়া দেবসৈন্যগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

শতক্রতু (ইন্দ্র) স্কন্দকে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত 'দেবসেনা'কে স্মরণ করিলেন, যাঁহাকে তিনি স্বয়ং পূর্ব্বে কেশী অসুরের নিকট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

'ইনিই তাঁহার উপযুক্ত পতি'—ইহা ব্রহ্মা স্বয়ং বিধান করিয়াছেন—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া

বৃহস্পতির্মন্ত্রবিধি জজাপ চ জুহাব চ।
এবং স্কন্দস্য মহিষীং দেবসেনাং বিদুর্জনাঃ ॥৪৯

ষষ্ঠীং যাং ব্রাহ্মণাঃ প্রাহুর্লক্ষ্মীরাশাং সুখপ্রদাম্।
সিনীবালীং কুহুং চৈব সদ্বৃত্তিমপরাজিতাম্ ॥৫০

যদা স্কন্দঃ পতির্নিত্যং শাশ্বতো দেবসেনয়া।
তদা তস্যাশ্রয়ল্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দেবী শরীরিণী ॥৫১

শ্রীজুষ্টঃ পঞ্চমীং স্কন্দস্তস্মাচ্ছ্রীপঞ্চমী স্মৃতা।
ষষ্ঠ্যাং কৃতার্থোঽভূদ্ যস্মাৎ তস্মাৎ ষষ্ঠী
মহাতিথিঃ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসে স্কন্দোপাখ্যানে একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২২৯

ইন্দ্র দেবসেনাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া তথায় আনয়ন করিলেন।

অনন্তর বলনায়ক দৈত্যনাশী দেবরাজ ইন্দ্র স্কন্দকে বলিলেন,—হে সুরোত্তম! তোমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে তোমার পত্নীরূপে এই কন্যাকে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তুমি বিধি-পূর্ব্বক মন্ত্র পড়িয়া নিজ পদ্মতুল্য কান্তিমান্ হস্ত-দ্বারা ইহার দক্ষিণ-হস্ত গ্রহণ কর। ইন্দ্র এই কথা বলিলে স্কন্দ বিধি অনুসারে দেবসেনার পাণিগ্রহণ করিলেন।৩৬-৪৮

মন্ত্রজ্ঞ বৃহস্পতি স্বয়ং বেদমন্ত্র জপ ও হোম করিলেন অর্থাৎ মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ-সংস্কার করাইলেন। এইরূপে সকলেই দেবসেনাকে স্কন্দের মহিষী বলিয়া জানিল।৪৯

এই দেবসেনার অপর নাম হইতেছে ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা, সিনীবালী, কুহু, সদ্বৃত্তি এবং অপরাজিতা।৫০

দেবসেনা যখন স্কন্দকে নিজ সনাতন পতিরূপে লাভ করিলেন, তখন (শোভাস্বরূপা) লক্ষ্মী স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন।৫১

পঞ্চমী তিথিতে স্কন্দদেব শ্রীযুক্ত হন, এজন্য ঐ তিথিকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয় এবং ষষ্ঠী-তিথিতে তিনি কৃতার্থ হন, এজন্য ষষ্ঠীকে মহাতিথি বলা হইয়াছে।৫২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে স্কন্দ-উপাখ্যানবিষয়ক একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২৯

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যে কৃত্তিকানাং স্থানলাভঃ, কষ্টদায়ক-বিবিধ-গ্রহাণাং বর্ণনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শ্রিয়া জুষ্টং মহাসেনং দেবসেনাপতিং কৃতম্।
সপ্তবিংশত্যঃ ষড়্ দেব্যস্তৎসকাশমথাগমন্ ॥১

ঋষিভিঃ সম্পরিত্যক্তা ধর্মযুক্তা মহাব্রতাঃ।
দ্রুতমাগম্য চোচুস্তা দেবসেনাপতিং প্রভুম্ ॥২

বয়ং পুত্র পরিত্যক্তা ভর্তৃভির্বৈনশ্মিতৈঃ।
অকারণাদ্ রুষা তৈস্তু পুণ্যস্থানাৎ পরিচ্যুতাঃ ॥৩

অস্মাভিঃ কিল জাতস্ত্বমিতি কেনাপ্যুদাহৃতম্।
তৎ সত্যমেতৎ সংশ্রুত্য তস্মান্নস্ত্রাতুমর্হসি ॥৪

অক্ষয়ঞ্চ ভবেৎ স্বর্গস্তৎপ্রসাদাদ্ধি নঃ প্রভো।
ত্বাং পুত্রং চাপ্যভীপ্সামঃ কৃত্বৈতদনৃণো ভব ॥৫

স্কন্দ উবাচ।

মাতরো হি ভবত্যো মে সুতো যোঽহমনিন্দিতাঃ।
যদ্ যদীচ্ছত তৎ সর্বং সম্ভবিষ্যতি বস্তুথা ॥৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

বিবক্ষন্তং ততঃ শক্রঃ কিং কার্য্যমিতি সোঽব্রবীৎ।
উক্তঃ স্কন্দেন ক্রহীতি সোঽব্রবীৎ বাসবস্ততঃ ॥৭
অভিজিৎ স্পর্ধমানা তু রোহিণ্যা অনুজা স্বসা।
ইচ্ছন্তী জ্যেষ্ঠতাং দেবী তপস্তপ্তুং বনং গতা ॥৮

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যে কৃত্তিকাগণের স্থানলাভ ও কষ্টদায়ক বিবিধ গ্রহগণের বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সপ্তবিংশতির পরিত্যক্তা হয় পত্নী কুমার মহাসেনকে শ্রীসম্পন্ন ও দেবসেনাপতি-পদে বৃত দেখিয়া সেই দেবীগণ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১

তাঁহারা মহাব্রতধারিণী ও ধর্মচারিণী হইলেও ঋষিগণকর্তৃক বিনা অপরাধে সর্বথা পরিত্যক্তা হইয়া দ্রুত দেবসেনাপতির নিকট গিয়া বলিলেন। "হে পুত্র! আমাদের বিনা দোষে দেবতুল্য পতিগণ রুষ্ট হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইজন্য আমরা পুণ্যস্থান লাভেও বঞ্চিতা হইয়াছি" ।২-৩

আমাদের গর্ভে তুমি জন্মিয়াছ—এইরূপ কথা কেহ কেহ বলিয়াছে। (কিন্তু উহা সত্য নহে।) অতএব তুমি আমাদের এই সত্য-কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে এই অপবাদ হইতে ত্রাণ কর।৪

প্রভাবশালী পুত্র! তোমার প্রসাদে যাহাতে আমাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। আমরা তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করিতে ইচ্ছুক; আমাদের এই কার্য্য করিয়া তুমি পুত্রোচিত ঋণ হইতে মুক্ত হও।৫

স্কন্দ বলিলেন,—অনিন্দিতা মাতৃগণ! তোমরা সকলেই আমার জননী, আমাকে তোমাদের পুত্র বলিয়া মনে করিবে। তোমাদের সকল অভিলাষ আমি পূরণ করিব।৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! ঐ সময় ইন্দ্র কিছু বলিতে চাহিতেছেন দেখিয়া কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বলুন"। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন।৭

অভিজিৎনাম্নী তারা জ্যেষ্ঠা ভগিনী রোহিণী হইতে জ্যেষ্ঠত্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়া রোহিণীর স্পর্দ্ধা করত তপস্যা করিবার জন্য বনে চলিয়া গিয়াছে।৮

তত্র যুঙ্ক্ষ্বে ভদ্রং তে নক্ষত্রং গগনাচ্যুতম্।
কালং ত্বিমং পরং স্কন্দ ব্রহ্মণা সহ চিন্তয় ॥৯
ধনিষ্ঠাদিস্তদা কালো ব্রহ্মণা পরিকল্পিতঃ।
রোহিণী হ্যভবৎ পূর্ব্বমেবং সংখ্যা সমাভবৎ ॥১০
এবমুক্তে তু শক্রেণ ত্রিদিবং কৃত্তিকা গতাঃ।
নক্ষত্রং সপ্তর্ষীণাং তাতি তদ্ বহ্নিদৈবতম্ ॥১১
বিনতা চাব্রবীৎ স্কন্দং যদি ত্বং পিতৃতঃ সুতঃ।
ইচ্ছামি নিত্যমেবাহং ত্বয়া পুত্র সহাসিতুম্ ॥১২

স্কন্দ উবাচ।

এবমস্তু নমস্তেঽস্তু পুত্রস্নেহাৎ প্রশাধি মাম্।
স্নুষয়া পূজ্যমানাম্ বৈ দেবি মৎসদি নিত্যদা ॥১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ মাতৃগণঃ সর্ব্বঃ স্কন্দং বচনমব্রবীৎ।
বয়ং সর্ব্বস্য লোকস্য মাতরঃ কবিভিঃ স্তুতাঃ।
ইচ্ছামো মাতরস্ত্বত্তঃ ভবিতুং পূজয়স্ব নঃ ॥১৪

স্কন্দ উবাচ।

মাতরো হি ভবত্যো যে ভবতীনামহং সুতঃ।
উচ্যতাং যন্ময়া কার্য্যং ভবতীনামভেপ্সিতম্ ॥১৫

মাতর উচুঃ।

যাস্তু তা মাতরঃ পূর্ব্বং লোকস্যাস্য প্রকল্পিতাঃ।
অস্মাকং তু ভবেৎ স্থানং তাসাং চৈব ন তদ্ ভবেৎ ॥১৬

ভবেম পূজ্যা লোকস্য ন তাঃ পূজ্যাঃ সুরর্ষভ।
প্রজাস্মাকং হৃতাস্তাভিস্ত্বৎকৃতে তাঃ প্রযচ্ছ নঃ ॥১৭

স্কন্দ উবাচ।

বৃত্তাঃ প্রজা ন তাঃ শক্যা ভবতীভির্নিষেবিতুম্।
অন্যাং যঃ কাং প্রযচ্ছামি প্রজাং যাং মনসেচ্ছথ ॥১৮

তোমার কল্যাণ হউক। এই নক্ষত্র গগনচ্যুত হওয়ায় তাহার কাজ কি করিয়া সম্পন্ন হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া এই উত্তম কালের ও নক্ষত্রের পূর্ত্তির উপায় চিন্তা কর।৯

অভিজিৎ-এর অভাবে ধনিষ্ঠাদি নক্ষত্র হইতেই ব্রহ্মা কাল গণনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে রোহিণীকেই যুগাদি কালনির্ব্বাহক নক্ষত্র মানা হইত।১০

ইন্দ্র এই কথা বলিলে স্কন্দের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কৃত্তিকাগণ নক্ষত্র হইয়া আকাশে গেলেন। বহ্নিদেবতাসম্বন্ধী সপ্তর্ষীণা নক্ষত্র হইয়া কৃত্তিকাগণ তদবধি আকাশে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।১১

গরুড়মাতা বিনতা আসিয়া স্কন্দকে বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমাকে পিতৃমাতৃ পুত্ররূপে পাইতে ইচ্ছা করি এবং তোমার সহিত সর্ব্বদাই বাস করিতে চাই।১২

স্কন্দ বলিলেন,—"এইরূপই হউক, আপনাকে নমস্কার। আপনি পুত্রস্নেহবশতঃ আমাকে শাসন করুন। দেবি! আপনার পুত্রবধূর দ্বারা নিত্য সেবিতা হইয়া আপনি আমার সহিত বাস করুন"।১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর মাতৃগণ আসিয়া স্কন্দকে বলিলেন। আমরা সর্ব্বলোকের মাতা বলিয়া কবিগণ আমাদিগকে স্তুতি করেন, আমরা তোমারও মাতা হইতে ইচ্ছা করি; তুমি আমাদিগকে মা বলিয়া সম্মান কর।১৪

স্কন্দ বলিলেন,—আপনারা আমার মাতা হউন, আমি আপনাদের পুত্র; বলুন, আপনাদের কি কার্য্য আমি সম্পাদন করিব।১৫

মাতৃগণ বলিলেন,—যাঁহারা (ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি) পূর্ব্বে লোকমাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমরা তাঁহাদের স্থান অধিকার করিব, তাঁহারা আর পূর্ব্বের মত লোকমাতা থাকিবেন না।১৬

মাতর ঊচুঃ।

ইচ্ছাম তাসাং মাতৄণাং প্রজা ভোক্তুং প্রযচ্ছ নঃ।
ত্বয়া সহ পৃথগ্ভূতা যে চ তাসামধেশ্বরাঃ ॥১৯

স্কন্দ উবাচ।

প্রজা যো ধন্যি কউন্ত ভবতীভিরুদাহৃতম্।
পরিরক্ষত তদ্রং বঃ প্রজাঃ সাধু নমস্কৃতাঃ ॥২০

মাতর ঊচুঃ।

পরিরক্ষাম তদ্রং তে প্রজাঃ স্কন্দ যথেচ্ছসি।
ত্বয়া নো যোচতে স্কন্দ সহবাসশ্চিরং প্রভো ॥২১

স্কন্দ উবাচ।

যাবৎ ষোড়শ বর্ষাণি ভবন্তি তরুণাঃ প্রজাঃ।
প্রযাবত মনুষ্যাণাং তাবদ্রূপৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥২২
অহঞ্চ বঃ প্রদাস্যামি যৌদ্রমাত্মানমব্যয়ম্।
পরমং তেন সহিতাঃ সুখং বৎস্যথ পূজিতাঃ ॥২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ শরীরাৎ স্কন্দস্য পুরুষঃ পাবকপ্রভঃ।
ভোক্তুং প্রজাঃ স মর্ত্যানাং নিষ্পপাত মহাপ্রভঃ ॥২২
অপতৎ সহসা ভূমৌ বিসংজ্ঞোঽথ ক্ষুধান্বিতঃ।
স্কন্দেন সোঽভ্যনুজ্ঞাতো যৌদ্ররূপোঽভবদ্ গ্রহঃ ॥২৫

আমরাই লোকমাতা বলিয়া পূজিতা হইব, তাঁহারা হইবেন না। তাঁহারা আমাদিগকে মিথ্যা অপবাদে পতিগণকে রুষ্ট করিয়া দিয়া পুত্রসুখলাভে বঞ্চিতা করিয়াছেন, তুমি আমাদের (পতিগণের মনের অনুকূলতা আনিয়া দিয়া) সন্তানসুখলাভের ব্যবস্থা কর।১৭

স্কন্দ বলিলেন,—হে মাতৃগণ! যেসকল প্রজা পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আপনারা আর পুত্ররূপে পাইতে পারেন না। আপনারা অন্য যে প্রজা কামনা করেন, তাহা বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব।১৮

মাতৃগণ বলিলেন,—যদি তাহাই হয়, তবে উক্ত মাতৃগণের সন্তানগণকে আমাদিগকে প্রদান কর। আমরা উহাদিগকে এবং তুমি ছাড়া উহাদের পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণকেও খাইয়া ফেলিতে চাই।১৯

স্কন্দ বলিলেন,—আপনারা অত্যন্ত দুঃখজনক কথা বলিলেন, আমি তাঁহাদের সন্তানদিগকে আপনাদিগকে দিব ঠিকই; কিন্তু আপনারা উহাদিগকে খাইবেন না, উহাদিগকে পালন করিবেন, ইহাতেই আপনাদের কল্যাণ হইবে, আপনাদিগকে নমস্কার।২০

মাতৃগণ বলিলেন,—হে স্কন্দ! তোমার ইচ্ছানুসারে আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিব। তোমার কল্যাণ হউক। শক্তিশালী কুমার! কিন্তু আমাদের ইচ্ছা, তোমার সহিত চিরকাল বাস করি।২১

স্কন্দ বলিলেন,—সংসারের মানবসন্তানগণ ষোড়শ-বর্ষ পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা পৃথক্ পৃথক্ তাদৃশ রূপ ধারণ করত তাহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবেন; কিন্তু তাহার পর আপনাদের আর পীড়া দিবার ক্ষমতা থাকিবে না।২২

আমি আপনাদিগকে আমার তুল্য আর একটি ভয়ঙ্কর পুরুষ প্রদান করিব; আপনারা তাহার দ্বারা পূজিতা হইয়া সুখে বাস করিবেন।২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর স্কন্দের শরীর হইতে অগ্নিতুল্য তেজস্বী এক পুরুষ মানবসন্তানগণকে ভক্ষণ করিবার জন্য আবির্ভূত হইল।২৪

সেই পুরুষ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অচেতনের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইল; অনন্তর স্কন্দের আদেশে সে ভয়ঙ্কর গ্রহরূপে পরিণত হইল।২৫

স্কন্দাপস্মারমিত্যাহুর্গ্রহং তং দ্বিজসত্তমাঃ।
বিনতা তু মহারৌদ্রা কথ্যতে শকুনিগ্রহঃ ॥২৬

পূতনাং রাক্ষসীং প্রাহুস্তং বিদ্যাৎ পূতনাগ্রহম্।
কষ্টা দারুণরূপেণ ঘোররূপা নিশাচরী ॥২৭

পিশাচী দারুণাকারা কথ্যতে শীতপূতনা।
গর্ভান্ সা মানুষীণাং তু হরতে ঘোরদর্শনা ॥২৮

অদিতিং দেবতাঃ প্রাহুর্গ্রহস্তস্যাস্তু দৈবতঃ।
সোঽপি বালান্ মহাঘোরো বাধতে বৈ মহাগ্রহঃ ॥২৯

দৈত্যানাং যা দিতির্মাতা তাং সুখমতিকাম্।
অত্যর্থং শিশুমাংসেন সম্প্রহৃষ্টা দুরাসদা ॥৩০

কুমারাশ্চ কুমার্যশ্চ যে প্রোক্তাঃ স্কন্দসম্ভবাঃ।
তেঽপি গর্ভভুজঃ সর্বে কৌরব্য দুষ্টগ্রহাঃ ॥৩১

তানেব তু পতীনাং পতয়স্তে প্রকীর্তিতাঃ।
আজায়মানান্ গৃহ্ণন্তি বালকান্ রৌদ্রকর্মিণঃ ॥৩২

গবাং মাতা তু যা প্রোক্তাঃ কথ্যতে সুরভির্নৃপ।
শকুনিস্তামথারুহ্য সহ ভুঙ্‌ক্তে শিশূন্ ভুবি ॥৩৩

সরমা নাম যা মাতা শুনাং দেবী জনাধিপ।
সাপি গর্ভান্ সমাদত্তে মানুষীণাং সদৈব হি ॥৩৪

পাদপানাং যা মাতা করঞ্জনিলয়া হি সা।
বরদা সা হি সৌম্যা চ বিত্যাৎ ভূতানুকম্পিনী ॥৩৫

করঞ্জে তাং নমস্যন্তি তস্মাৎ পুত্রার্থিনো নরাঃ।
ইমে ষড়ষ্টশান্তে বৈ গ্রহা মাংস-মধুপ্রিয়াঃ ॥৩৬

দ্বিপঞ্চরাত্রং তিষ্ঠন্তি সততং সূতিকাগৃহে।
রুদ্রঃ সূক্ষ্মবপুর্ভূত্বা গর্ভিণীং প্রবিশত্যথ ॥৩৭

ভুঙ্‌ক্তে সা তত্র তং গর্ভং সা তু নাগং প্রসূয়তে।
গন্ধর্বাণাং তু যা মাতা সা গর্ভং গৃহ্য গচ্ছতি ॥৩৮

ততো বিলীনগর্ভা সা মানুষী ভুবি দৃশ্যতে।
যা জনিত্রী স্বপ্নবতাং গর্ভমাস্তে প্রগৃহ্য সা ॥৩৯

সে 'স্কন্দাপস্মার' নামক গ্রহ নামে খ্যাত হইল। এইরূপে রৌদ্রস্বভাবিণী বিনতাও 'শকুনিগ্রহ' নামে খ্যাতা হইলেন।২৬

পূতনাকে রাক্ষসী বলা হইয়াছে; উহাকে 'পূতনা'গ্রহ জানিবে। ঐ ঘোরা নিশাচরী বালকগণকে কষ্ট প্রদান করে।২৭

শীতপূতনানাম্নী দারুণাকারা পিশাচী মানবীগণের গর্ভসমূহ হইতেই সন্তানসকলকে হরণ করে।২৮

লোকে অদিতি দেবীকে দেবতা বলেন। দেবতাগ্রহের নাম দৈবতগ্রহ। মহাভয়ঙ্কর ঐ মহাগ্রহও বালকগণকে পীড়া দেয়।২৯

দৈত্যগণের মাতা দিতিকে সুখমতিকা বলে। ঐ দুর্জয়া রাক্ষসী শিশুর মাংস পাইলে খুবই আনন্দিতা হয়।৩০

হে কুরুবংশধর! যেসকল কুমার ও কুমারী স্কন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাও গর্ভভোজী মহাগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ।৩১

ঐ কুমারগণকে কুমারীগণের পতি বলা হয়; উহারা ভয়ানক কর্মকারী। জন্মের পূর্বেই শিশুগণকে এই কুমারগণ গ্রহণ করে।৩২

হে রাজন্! বিদ্বান্‌পুরুষগণ যে সুরভিকে গোজাতির মাতা বলেন, শকুনিগ্রহ বিনতা অন্য গ্রহগণের সহিত তাহার উপর চড়িয়া পৃথিবীতে শিশুগণকে ভক্ষণ করে।৩৩

হে রাজন্! কুকুরদিগের মাতা যে সরমাদেবী, সে-ও মানুষীগণের গর্ভস্থ শিশুগণকে সর্বদাই গ্রহণ করে।৩৪

করঞ্জবৃক্ষে বাসকারিণী বৃক্ষগণের মাতা যে দেবী আছেন, তিনি বরদাত্রী, সৌম্যমূর্তি এবং সদা প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণা।৩৫

এজন্য পুত্রার্থী পুরুষগণ করঞ্জবৃক্ষে অবস্থানকারিণী সেই দেবীকে নমস্কার করে। উক্ত অষ্টাদশগ্রহ এবং আরও অন্যান্য অনেক গ্রহ মাসে ও

উপনষ্টং ততো গর্ভং কথয়ন্তি মনীষিণঃ।
লোহিতস্যোদধেঃ কন্যা ধাত্রী স্কন্দস্য সা স্মৃতা ॥৪০

লোহিতায়নিরিত্যেবং কদম্বে সা হি পূজ্যতে।
পুরুষেষু যথা রুদ্রস্তথার্য্যা প্রমদাস্বপি ॥৪১

আর্য্যা মাতা কুমারস্য পৃথক্ কামার্থমিষ্যতে।
এষমেতে কুমারাণাং ময়া প্রোক্তা মহাগ্রহাঃ ॥৪২

যাবৎ ষোড়শ বর্ষাণি শিশূনাং হ্যশিবাস্ততঃ।
যে চ মাতৃগণাঃ প্রোক্তাঃ পুরুষাংশ্চৈব যে গ্রহাঃ ॥
সর্বে স্কন্দগ্রহা নাম জ্ঞেয়া নিত্যং শরীরিভিঃ ॥৪৩

তেষাং প্রশমনং কার্য্যং স্নানং ধূপমথাঞ্জনম্।
বলিকর্মোপহারাংশ্চ স্কন্দস্যেজ্যা বিশেষতঃ ॥৪৪

এবমভ্যর্চিতাঃ সর্বে প্রযচ্ছন্তি শুভং নৃণাম্।
আয়ুর্বীর্য্যঞ্চ রাজেন্দ্র সম্যক্‌পূজানমস্কৃতঃ ॥৪৫

ঊর্ধ্বং তু ষোড়শাদ্ বর্ষাদ্ যে ভবন্তি গ্রহা নৃণাম্।
তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ॥৪৬

যঃ পশ্যতি নরো দেবান্ জাগ্রৎ বা শয়িতোঽপি বা।
উন্মাদ্যতি ন তু ক্ষিপ্রং তং তু দেবগ্রহং বিদুঃ ॥৪৭

আসীনশ্চ শয়ানশ্চ যঃ পশ্যতি নরঃ পিতৄন্।
জম্ভতে ন তু ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়স্তু পিতৃগ্রহঃ ॥৪৮

অবমন্যতি যঃ সিদ্ধান্ রুদ্ধাংশ্চাপি শপন্তি যম্।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং জ্ঞেয়ঃ সিদ্ধগ্রহস্তু সঃ ॥৪৯

উপাঘ্রাতি চ যো গন্ধান্ রসাংশ্চাপি পৃথগ্বিধান্।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়ো রাক্ষসো গ্রহঃ ॥৫০

মধুপ্রিয়, ইহারা দশরাত্র পর্য্যন্ত সূতিকাগৃহে অবস্থান করে। নাগমাতা কদ্রু সূক্ষ্ম-শরীর ধারণ করিয়া গর্ভিণী নারীর গর্ভে প্রবেশ করত গর্ভকে ভক্ষণ করে।

গন্ধর্বগণের যিনি মাতা, তিনি গর্ভকে গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান; তখন এই পৃথিবীতে দেখা যায় যে, সেই গর্ভিণীর গর্ভপাত হইয়াছে।

অপ্সরাগণের যিনি মাতা, তিনি গর্ভকে গ্রহণ করত তথায় অবস্থান করেন, তাহাতে মনীষিগণ বলেন যে গর্ভ নষ্ট হইয়াছে।

লোহিত-সমুদ্রের কন্যা, যিনি স্কন্দের ধাত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধা, তাঁহার নাম লোহিতায়নি। তিনি কদম্বমূলে পূজিতা হন। পুরুষের মধ্যে রুদ্র যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনই নারীগণের মধ্যে আর্য্যা শ্রেষ্ঠা।৩৯-৪১

এই আর্য্যা স্কন্দের জননী; লোকে নিজ কামনার পুষ্টির জন্য অন্যান্য গ্রহ হইতে ইহার পৃথক্ পূজা করেন। কুমারগণের এইসকল মহা-গ্রহের কথা বলিলাম। ইহারা সকলেই ষোড়শ-বর্ষের পূর্ব পর্যন্ত শিশুগণের পক্ষে অমঙ্গলকারী। যে মাতৃগণ ও পুরুষগ্রহগণকে বলা হইল—ইহাদিগকে দেহধারী মনুষ্যগণ স্কন্দগ্রহ নামে জানে।৪২-৪৩

এইসকল গ্রহের প্রশমনের জন্য স্নান, ধূপ, অঞ্জনদান, বলিদান ও উপহার প্রভৃতির দ্বারা বিশেষভাবে স্কন্দের অর্চনা করা কর্তব্য।৪৪

হে রাজেন্দ্র! এইরূপে ইহাদের বিধি অনুসারে সম্যক্‌রূপে পূজা-নমস্কারাদির দ্বারা অর্চনা করিলে ইহারা আয়ু, বীর্য্য প্রভৃতি প্রদান করত মানুষের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে।৪৫

ষোড়শবর্ষের ঊর্ধ্বে যেসকল গ্রহ মানুষের অপকার করে, আমি মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তাহাদের কথা বলিতেছি।৪৬

যে মানুষ জাগ্রৎ অবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায় যেসকল গ্রহকে দেখিয়া অল্প-সময়ের মধ্যেই পাগল হইয়া যায়, তাহাদিগকে দেবগ্রহ বলে।৪৭

বসিয়া অথবা শুইয়া যে মানুষ মৃত পিতৃ-পুরুষগণকে দর্শন করার অল্পদিনের মধ্যেই পাগল হইয়া যায়, তাহাকে পিতৃগ্রহ বলে।৪৮

গন্ধর্বাশ্চাপি যং দিব্যাঃ সংবিশন্তি নরং ভুবি।
উন্মাদয়ন্তি স তু ক্ষিপ্রং গ্রহো গন্ধর্ব এব সঃ ॥৫১
আবিশন্তি যং নিত্যং পিশাচাঃ পুরুষং প্রতি।
উন্মাদয়তি স তু ক্ষিপ্রং গ্রহঃ পৈশাচ এব সঃ ॥৫২
আবিশন্তি চ যং যক্ষাঃ পুরুষং কালপর্য্যয়ে।
উন্মাদয়তি স তু ক্ষিপ্রং জ্ঞেয়ো যক্ষগ্রহস্তু সঃ ॥৫৩
যস্য দোষৈঃ প্রকুপিতং চিত্তং মুহ্যতি দেহিনঃ।
উন্মাদয়তি স তু ক্ষিপ্রং সাধনং তস্য শাস্ত্রতঃ ॥৫৪
বৈক্লব্যাচ্চ ভয়াচ্চৈব ঘোরাণাং চাপি দর্শনাৎ।
উন্মাদয়তি স তু ক্ষিপ্রং সান্ত্বং তস্য তু সাধনম্ ॥৫৫
কশ্চিৎ ক্রীড়িতুকামো বৈ ভোক্তুকামস্তথাপরঃ।
অভিকামস্তথৈবান্য ইত্যেষ ত্রিবিধো গ্রহঃ ॥৫৬
যাবৎ সপ্তদশবর্ষাণি ভবন্ত্যেতে গ্রহা নৃণাম্।
অতঃপরং দেহিনাং তু গ্রহতুল্যো ভবেন্নরঃ ॥৫৭
অপ্রকীর্ণেন্দ্রিয়ং দান্তং শুচিং নিত্যমতন্দ্রিতম্।
আস্তিকং শ্রদ্দধানঞ্চ বর্জয়ন্তি সদা গ্রহাঃ ॥৫৮
ইত্যেষ তে গ্রহোদ্দেশো মানুষাণাং প্রকীর্তিতঃ।
ন স্পৃশন্তি গ্রহা ভক্তান্ নরান্ দেবং মহেশ্বরম্ ॥৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বণি আঙ্গিরসে মনুষ্যগ্রহকথনে ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩০

যে সিদ্ধ-পুরুষের অবমাননা করে এবং সিদ্ধ-পুরুষ ক্রুদ্ধ হইয়া যাহাকে শাপ দেয়, সে শীঘ্রই উন্মাদ হয়; তাহাকে সিদ্ধগ্রহ পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।৪৯

যে ব্যক্তি গন্ধ ও রসসমূহকে আঘ্রাণ করত শীঘ্রই পাগল হইয়া যায়, সে রাক্ষসগ্রহগ্রস্ত বুঝিতে হইবে।৫০

পৃথিবীতে যে মানুষের উপর দিব্য গন্ধর্বগণের আবেশ হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে পাগল হয়, সে গন্ধর্বগ্রহগ্রস্ত বলিয়া জানিবে।৫১

যে পুরুষের উপর সর্ব্বদাই পিশাচের ভর হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাগল হয়, তাহাকে পৈশাচ-গ্রহে গ্রস্ত জানিবে।৫২

যাহার পিত্তাদি দোষ প্রকুপিত হওয়ায় মূর্চ্ছা হয় এবং যে অল্পদিনের মধ্যেই পাগল হয়, তাহাকে শীঘ্রই বৈদ্যশাস্ত্রের চিকিৎসাধীনে আনিবে।৫৪

চিত্তবৈক্লব্য, ভয় অথবা ঘোরবস্তুর দর্শন হইতে যে শীঘ্রই পাগল হয়, সান্ত্বনাই তাহার একমাত্র চিকিৎসা।৫৫

কোন গ্রহ ক্রীড়ামোদী, কোন গ্রহ ভোজন-প্রিয় এবং কোন গ্রহ কামোপভোগপরায়ণা—এইভাবে গ্রহগণকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।৫৬

সপ্তদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইসকল গ্রহের প্রভাব থাকে, তারপর মানুষের (মৃত্যু-কারণ) গ্রহতুল্য অরি হয়।৫৭

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত, যিনি জিতেন্দ্রিয়, শুচি, সদাই আলস্যশূন্য, আস্তিক ও শ্রদ্ধালু, এই গ্রহগণ তাঁহাকে বর্জ্জন করেন।৫৮

এই তোমার নিকট মানুষের পীড়াদানকারী গ্রহগণের কথা বলিলাম। যাঁহারা ভগবান্ মহেশ্বরের ভক্ত, গ্রহগণ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করেন না।৫৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্ব্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে মনুষ্যগ্রহকথনবিষয়ে ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩০

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্কন্দেন স্বাহাদেব্যাঃ সৎকারঃ, রুদ্রদেবেন সহ স্কন্দস্য দেবানাঞ্চ ভদ্রঘটযাত্রা, দেবাসুরাণাং সংগ্রামঃ, মহিষাসুরস্য বধঃ, স্কন্দস্য প্রশংসা চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যদা স্কন্দেন মাতৃণামেবমেতৎ প্রিয়ং কৃতম্।
অথৈনমব্রবীৎ স্বাহা মম পুত্রস্ত্বমৌরসঃ ॥১

ইচ্ছাম্যহং ত্বয়া দত্তাং প্রীতিং পরমদুর্লভাম্।
তামব্রবীৎ ততঃ স্কন্দঃ প্রীতিমিচ্ছসি কীদৃশীম্ ॥২

স্বাহোবাচ।

দক্ষস্যাহং প্রিয়া কন্যা স্বাহা নাম মহাভুজ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি নিত্যঞ্চ ত্বামেকামা হুতাশনে ॥৩

ন স মাং কামিনীং পুত্র সম্যক্ জানাতি পাবকঃ।
ইচ্ছামি শাশ্বতং বাসং বস্তুং পুত্র সহাগ্নিনা ॥৪

স্কন্দ উবাচ।

হব্যং কব্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিদ্ দ্বিজানাং মন্ত্রসংস্কৃতম্।
হোষ্যত্যগ্নৌ সদা দেবি স্বাদেত্যুক্ত্বা সমুদ্ধৃতম্ ॥৫

অদ্য প্রভৃতি দাস্যন্তি হুয়মানাঃ সৎপথে স্থিতাঃ।
এবমগ্নিস্থয়া সার্দ্ধং সদা বৎস্যতি শোভনে ॥৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তা ততঃ স্বাহা তুষ্টা স্কন্দেন পূজিতা।
পাবকেন সমাযুক্তা ভর্ত্রা স্কন্দমপূজয়ৎ ॥৭

ততো ব্রহ্মা মহাসেনং প্রজাপতিরথাব্রবীৎ।
অভিগচ্ছ মহাদেবং পিতরং ত্রিপুরার্দ্দনম্ ॥৮

একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[স্কন্দকর্ত্তৃক স্বাহাদেবীর সৎকার, রুদ্রদেবের সহিত স্কন্দ ও দেবগণের ভদ্রঘটযাত্রা, দেবাসুর সংগ্রাম, মহিষাসুর বধ এবং স্কন্দের প্রশংসা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যখন স্কন্দ মাতৃগণের এইরূপ নানাবিধ উপকার করিলেন, তখন স্বাহা আসিয়া স্কন্দকে বলিলেন,—তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র।১

তুমি আমাকে অত্যন্ত দুর্লভা প্রীতি দান করিবে—ইহাই আমি ইচ্ছা করি। সেই সময় স্কন্দ তাঁহাকে বলিলেন,—মাতঃ! তুমি কিরূপ প্রীতিলাভ করিতে ইচ্ছা কর?২

হে মহাভুজ! আমি দক্ষ প্রজাপতির প্রিয়া কন্যা, আমার নাম স্বাহা। আমি বাল্যকাল হইতেই অগ্নিদেবকে নিত্য পতিরূপে কামনা করিয়া আসিতেছি।৩

হে পুত্র! কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তিনি আমাকে তাঁহার অনুরাগিণী বলিয়া জানেন না। পুত্র! আমি তোমার পিতা অগ্নির সহিত সর্ব্বদা বাস করিতে ইচ্ছা করি।৪

স্কন্দ বলিলেন,—হে দেবি! আজ হইতে সৎপথে স্থিত সদাচারী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ যাহা কিছু হব্য দেবগণ উদ্দেশে ও কব্য পিতৃগণ উদ্দেশে প্রদান করিবেন, সে সমস্তই 'স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দিবেন। শোভনে! এইরূপে অগ্নিদেবের সহিত তোমার নিত্য বাস হইবে।৫-৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—স্কন্দের ঐ কথা শুনিয়া ও তাঁহার দ্বারা পূজিতা হইয়া স্বাহা সন্তুষ্টা হইলেন এবং নিজ পতি অগ্নির সহিত মিলিতা হইয়া স্কন্দের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৭

তারপর প্রজাপতি ব্রহ্মা স্কন্দকে বলিলেন,—"এখন তুমি তোমার পিতা ত্রিপুরাসুরসূদন শঙ্করের সহিত মিলিত হও"।৮

রুদ্রেণাগ্নিং সমাবিশ্য স্বাহামাবিশ্য চোময়া।
হিতার্থং সর্বলোকানাং জাতস্ত্বমপরাজিতঃ ॥৯

উমাযোন্যাঞ্চ রুদ্রেণ শুক্রং সিক্তং মহাত্মনা।
অস্মিন্ গিরৌ নিপতিতং মিথুনং মিথুনিকং যতঃ ॥১০

সম্ভূতং লোহিতোদে তু শুক্রশেষমবাপতৎ।
সূর্য্যরশ্মিষু চাপ্যন্যদন্যচ্চৈবাপতদ্ ভুবি ॥১১

আসক্তমন্যদ্ বৃক্ষেষু হ্যেবং পঞ্চধাপতৎ।
তত্র তে বিবিধাকারা গণা জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
তব পারিষদা ঘোরা য এতে পিশিতাশিনঃ ॥১২

এবমস্ত্বিতি চাপ্যুক্ত্বা মহাসেনো মহেশ্বরম্।
অপূজয়দমেয়াত্মা পিতরং পিতৃবৎসলঃ ॥১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অর্কপুষ্পৈস্তু তে পঞ্চ গণাঃ পূজ্যা বনার্থিভিঃ।
ব্যাধিপ্রশমনার্থঞ্চ তেষাং পূজাং সমাচরেৎ ॥১৪

মিথুনামিথুনিকৌ চৈব মিথুনং রুদ্রসম্ভবম্।
নমস্কার্য্যং সদৈবেহ বালানাং হিতমিচ্ছতা ॥১৫

স্ত্রিয়ো মানুষমাংসাদা বৃদ্ধিকা নাম নামতঃ।
বৃক্ষেষু আস্তাস্তা দেব্যো নমস্কার্য্যাঃ প্রজার্থিভিঃ ॥১৬

এবমেতে পিশাচানামসংখ্যেয়া গণাঃ স্মৃতাঃ।
ঘণ্টায়াঃ সপতাকায়াঃ শৃণু মে সম্ভবং নৃপ ॥১৭

ঐরাবতস্য ঘণ্টে দ্বে বৈজয়ন্ত্যাবিতি শ্রুতে।
গৃহ্য তে স্বয়ং দত্তে ক্রমেণানায্য ধীমতা ॥১৮

একা তত্র বিশাখস্য ঘণ্টা স্কন্দস্য চাপরা।
পতাকা কার্ত্তিকেয়স্য বিশাখস্য চ লোহিতা ॥১৯

রুদ্র অগ্নিতে এবং উমা আহুতিতে সমাবিষ্ট হইয়া তাঁহারা উভয়ে লোকহিতার্থে তোমাকে অপরাজিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।৯

উমার যোনিতে রুদ্রদেব যে বীর্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কিছু অংশ এই পর্ব্বতে পড়িয়া মিথুন ও মিথুনিকানামক যুগল পক্ষী উৎপন্ন হয়। তাঁহার সেই বীর্য্যের কিছু অংশ লোহিত-সাগরে, কিছু অংশ সূর্য্যের রশ্মিতে, কিছু অংশ ভূমিতে এবং অন্য কিছু অংশ বৃক্ষে পতিত হইল। এইরূপে শিববীর্য্য পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া পতিত হয়। মনীষিগণ জানেন যে, বিভক্তশিববীর্য্য হইতে উৎপন্ন এইসকল বিবিধ জাতির বিবিধ আকারের অনুচর প্রাণিসমূহ তোমারই পারিষদ। ইহারা সকলেই ঘোর প্রকৃতির এবং মাংসাশী।১০-১২

তখন "এইরূপই হউক" এই বলিয়া অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন পিতৃভক্ত মহাসেন পিতা মহেশ্বরের পূজা করিলেন।১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ধনার্থী পুরুষগণ অর্ক-পুষ্পের দ্বারা শিবের পাঁচটি গণের পূজা করিবে। ব্যাধির বিনাশের জন্যও উহাদের পূজা করা উচিত।১৪

যাঁহারা বালকের হিত চাহেন, তাঁহারা রুদ্র হইতে উৎপন্ন মিথুনামিথুনিক যুগলকে সর্ব্বদাই নমস্কার করিবেন।১৫

মানুষের মাংসভক্ষণকারিণী বৃদ্ধিকা নামে স্ত্রীদেবতাসমূহ বৃক্ষে পতিত শঙ্করবীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। প্রজার্থী পুরুষ এই দেবীগণকে নমস্কার করিবেন।১৬

এইরূপ পিশাচগণের অসংখ্যেয় গণ আছে। রাজন্! এখন কার্ত্তিকেয়ের ঘণ্টা ও পতাকার উৎপত্তির কথা শ্রবণ কর।১৭

বৈজয়ন্তীনামক ঐরাবতের দুইটি ঘণ্টা ছিল; বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র ঐ ঘণ্টা দুইটি ক্রমশঃ আনাইয়া ওহকে (কার্ত্তিকেয়কে) দিয়াছিলেন।১৮

যানি ক্রীড়নকান্যস্য দেবৈর্দত্তানি বৈ তদা।
তৈরেব রমতে দেবো মহাদেনো মহাবলঃ ॥২০
স সংবৃতঃ পিশাচানাং গণৈর্দেবগণৈস্তথা।
শুশুভে কাঞ্চনে শৈলে দীপ্যমানঃ শ্রিয়া বৃতঃ ॥২১
তেন বীরেণ শুশুভে স শৈলঃ শুভকাননঃ।
আদিত্যেনেবাংশুমতা মন্দরশ্চারুকন্দরঃ ॥২২
সন্তানকবনৈঃ ফুল্লৈঃ করবীরবনৈরপি।
পারিজাতবনৈশ্চৈব জপালোকবনৈস্তথা ॥২৩
কদম্বতরুষণ্ডৈশ্চ দিব্যৈর্মৃগগণৈরপি।
দিব্যৈঃ পক্ষিগণৈশ্চৈব শুশুভে শ্বেতপর্বতঃ ॥২৪
তত্র দেবগণাঃ সর্বে সর্বে দেবর্ষয়স্তথা।
ঘোষতূর্যরবাশ্চৈব ক্ষুব্ধোদধিসমস্বনাঃ ॥২৫
তত্র দিব্যাশ্চ গন্ধর্বা নৃত্যন্তেঽপ্সরসস্তথা।
হৃষ্টানাং তত্র ভূতানাং শ্রূয়তে নিনদো মহান্ ॥২৬
এবং সেন্দ্রং জগৎ সর্বং শ্বেতপর্বতসংস্থিতম্।
প্রহৃষ্টং প্রেক্ষতে স্কন্দং ন চ গ্লায়তি দর্শনাৎ ॥২৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
যদাভিষিক্তো ভগবান্ সৈনাপত্যেন পাবকিঃ।
তদা সম্প্রস্থিতঃ শ্রীমান্ দৃষ্টো ভদ্রবটং হরঃ ॥২৮
রথেনাদিত্যবর্ণেন পার্বত্যা সহিতঃ প্রভুঃ।
(অনুযাতঃ সুরৈঃ সর্বৈঃ সহস্রাক্ষপুরোগমৈঃ)
সহস্রং তস্য সিংহানাং তস্মিন্ যুক্তং রথোত্তমে ॥২৯

উহার মধ্যে একটি ষষ্ঠা বিশাখ লইল এবং একটি কার্ত্তিকেয়ের জন্য থাকিল; বিশাখ ও কার্ত্তিকেয়ের উভয়েরই পতাকা লাল রঙের ছিল।১৯

সেই সময় দেবগণ যেসকল খেলার সামগ্রী কার্ত্তিকেয়কে দিয়াছিলেন, মহাবলশালী মহাসেন সেইগুলি লইয়া আনন্দে খেলা করিতেন।২০

অদ্ভুতশোভাসম্পন্ন কান্তিমান্ কুমার পিশাচ ও দেবতার গণসমূহের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই সুবর্ণময় শৃঙ্গে পরম শোভা বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।২১

সুন্দর সুন্দর গুহাবিশিষ্ট মন্দর-পর্ব্বত যেমন কিরণমালী সূর্য্যের দ্বারা সুশোভিত হয়, তেমনই ঐ সুন্দর বনযুক্ত শ্বেতপর্ব্বতও সেই বীর কার্ত্তিকেয়ের অবস্থানে পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল।২২

সেখানে কোথাও বিকসিত পুষ্পভূষিত সন্তানকবন, কোথাও করবীর বন, কোথাও পারিজাতবন, কোথাও কোথাও আবার জবা ও অশোকবন-শোভিত ছিল। কোথাও কদম্বতরুসমূহ এবং দিব্য পশু ও পক্ষিগণের দ্বারা শ্বেতপর্ব্বত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।২৩-২৪

সেখানে সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত দেবর্ষিগণ আসিয়া সমবেত হইলেন। ক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের-গম্ভীর গর্জ্জনতুল্য ঘোষধ্বনি ও দিব্য তূর্য্যধ্বনিতে তখন দশদিক্ মুখরিত হইল।২৫

তথায় দিব্য গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন হৃষ্ট প্রাণিগণের মহান্ কোলাহল-শব্দ তথায় শ্রুত হইতে লাগিল।২৬

এইরূপে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত জগৎ অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত শ্বেতপর্ব্বতে অবস্থান করত স্কন্দকে প্রতিদিন দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না।২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যখন অগ্নিপুত্র ভগবান্ স্কন্দকে দেবগণের সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করা হইল, তখন ভগবান্ হর স্বয়ং পার্ব্বতীর সহিত সূর্য্যতুল্য শ্বেতবর্ণ সুশোভন রথে করিয়া ভদ্রবটে

উৎপপাত দিবং শুভ্রং কালেনাভিপ্রচোদিতম্।
তে পিবন্ত ইবাকাশং ত্রাসয়ন্তশ্চরাচরান্ ॥৩০
সিংহা নভস্তগচ্ছন্ত নদন্তশ্চারুকেসরাঃ।
তস্মিন্ রথে পশুপতিঃ স্থিতো ভাত্যুময়া সহ ॥৩১
বিদ্যুতা সহিতঃ সূর্য্যঃ সেন্দ্রচাপে ঘনে যথা।
অগ্রতস্তস্য ভগবান্ ঘনেশো গুহকৈঃ সহ ॥৩২
আস্থায় রুচিরং ভাতি পুষ্পকং নরবাহনঃ।
ঐরাবতং সমাস্থায় শক্রশ্চাপি সুরৈঃ সহ ॥৩৩
পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ ধাতুঃ বরদং বৃষভধ্বজম্।
মৃত্যুকৈর্যক্ষরক্ষোভিঃ প্রমথৈঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥৩৪
ধাত্যমোঘো মহাযজ্ঞো দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিতঃ।
তস্য দক্ষিণতো দেবা বহবশ্চিত্রযোধিনঃ ॥৩৫
গচ্ছন্তি বসুভিঃ সার্দ্ধং রুদ্রৈশ্চ সহ সঙ্গতাঃ।
যমশ্চ মৃত্যুনা সার্দ্ধং সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥৩৬
ঘোরৈর্ব্যাবিংশতির্যাতি ঘোররূপবপুর্ভৃথা।
যমস্য পৃষ্ঠতশ্চৈষ ঘোরস্ত্রিশিখরঃ শিতঃ ॥৩৭
বিজয়ো নাম রুদ্রস্য যাতি শূলঃ সুলঙ্কৃতঃ।
তস্যুগ্রপাশো বরুণো ভগবান্ সলিলেশ্বরঃ ॥৩৮
পরিবার্য্য শনৈর্যাতি যাদোভির্বিবিধৈর্বৃতঃ।
পৃষ্ঠতো বিজয়স্যাপি যাতি রুদ্রস্য পট্টিশঃ ॥৩৯
গদামুসলশক্ত্যাদ্যৈর্বৃতঃ প্রহরণোত্তমৈঃ।
পট্টিশং ত্বন্বগাদ্ বাজ্ঞ্যং রৌদ্রং মহাপ্রভম্ ॥৪০
কমণ্ডলুশ্চাপ্যনু তং মহর্ষিগণসেবিতঃ।
তস্য দক্ষিণতো ভাতি দণ্ডো গচ্ছন্ শ্রিয়া বৃতঃ ॥৪১

গমন করিলেন (ইন্দ্রের সহিত অন্যান্য দেবগণ সেই সময় শিবের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছিলেন)। শিবের ঐ শ্রেষ্ঠ রথে তখন সহস্র সিংহকে যোজনা করা হইয়াছিল ।২৮-২৯

ঐ শুভ্র রথ সাক্ষাৎ কালরূপ সারথির দ্বারা প্রেরিত হইয়া আকাশে উড়িতেছিল। সেই মনোহর কেশর-সুশোভিত সিংহগুলি লম্ফ দিয়া শূন্যে উঠিল এবং গর্জ্জন-দ্বারা চরাচরপ্রাণীকে ত্রাসিত করিয়া আকাশকে যেন পান করিতে করিতেই চলিতে লাগিল।

ইন্দ্রধনুসমন্বিত মেঘে বিদ্যুতের সহিত সূর্য্যের যেমন শোভা হয়; সেইরূপ এই রথে উমার সহিত স্বয়ং পশুপতিও শোভাপ্রাপ্ত হইলেন।

শঙ্করের অগ্রভাগে নরবাহন ধনপতি ভগবান্ যক্ষের গুহ্যকগণের সহিত পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঐরাবতে চড়িয়া দেবরাজ ইন্দ্রও দেবগণের সহিত (তদ্রথটে গমনকারী) বরদায়ক ভগবান্ বৃষভধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

মাল্যধারী অমৃতকণ, যক্ষ ও রাক্ষস-সুশোভিত মহাযক্ষ অমোঘ শঙ্করের রথের দক্ষিণপার্শ্ব অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

তাঁহারও দক্ষিণে বিচিত্র যুদ্ধকারী বহু দেবতা অষ্ট বসু ও রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া রুদ্রের সহিত চলিতে লাগিলেন।

ভয়ঙ্কর রূপ ও শরীরধারী যম মৃত্যুর সহিত যাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে শত শত নানাবিধ ব্যাধি পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

যমের পশ্চাতে পশ্চাতে ভগবান্ শঙ্করের ত্রিশিখরবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও ভয়ঙ্কর বিজয়নামক শূল গমন করিতে লাগিল।

জলপতি ভগবান্ বরুণদেব নানাবিধ জলজন্তুতে পরিবৃত হইয়া উগ্রপাশ উদ্যত করত সেই ত্রিশূলকে ঘিরিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

'বিজয়'-নামক শঙ্করের শূলের পশ্চাতে পশ্চাতে গদা, মুসল, শক্তি প্রভৃতি উত্তম অস্ত্রে পরিবৃত হইয়া শঙ্করের পট্টিশ অস্ত্র গমন করিতে লাগিল।

ভৃগ্বঙ্গিরোভিঃ সহিতো দৈবতৈশ্চানুপূজিতঃ।
এবং তু পৃষ্ঠতো রুদ্রো বিমলে স্যন্দনে স্থিতঃ ॥৪২
যাতি সংহর্ষয়ন্ সর্বাংস্তেজসা ত্রিদিবৌকসঃ।
ঋষয়শ্চাপি দেবাশ্চ গন্ধর্বা ভুজগাস্তথা ॥৪৩
নদ্যো দ্রুমাঃ সমুদ্রাশ্চ তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব দেবানাং শিশবশ্চ যে ॥৪৪
স্ত্রিয়শ্চ বিবিধাকারা যান্তি রুদ্রস্য পৃষ্ঠতঃ।
সৃজন্ত্যঃ পুষ্পবর্ষাণি চারুরূপা বরাঙ্গনাঃ ॥৪৫
পর্জন্যশ্চাপ্যনুযযৌ নমস্কৃত্য পিনাকিনম্।
ছত্রঞ্চ পাণ্ডুরং সোমস্তস্য মূর্দ্ধ্নি ধারয়ৎ ॥৪৬
চামরে চাপি বায়ুশ্চ গৃহীত্বাগ্নিশ্চ তিষ্ঠতো।
শক্রশ্চ পৃষ্ঠতস্তস্য যাতি রাজন্ শ্রিয়া বৃতঃ ॥৪৭

রাজন্! পটিশের পশ্চাতে রুদ্রের মহাপ্রভাবশালী ছত্র যাইতেছিল এবং তাহার পশ্চাতে মহর্ষিগণসেবিত কমণ্ডলু চলিতে লাগিল।

কমণ্ডলুর দক্ষিণে গমনকারী ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ ও দেবগণের দ্বারা পরিপূজিত শঙ্করের পরমসুন্দর রথ শোভা পাইতে লাগিল।

ইহাদের সকলের পশ্চাতে স্বয়ং রুদ্রদেব সুন্দর রথে অবস্থিত হইয়া স্বীয় তেজে দেবগণকে আনন্দিত করিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ, নদী, দ্রুম, সমুদ্র, অপ্সরাবৃন্দ, নক্ষত্র, গ্রহ, দেবশিশু এবং মনোহর রূপধারিণী বরাঙ্গনাগণ শঙ্করের উপর দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩৩-৪৫

শঙ্করকে প্রণাম করিতে করিতে স্বয়ং পর্জন্যদেবও শঙ্করের সহিত চলিতে লাগিলেন। চন্দ্র তাঁহার মস্তকে পাণ্ডুবর্ণ ছত্র ধারণ করিলেন ॥৪৬

বায়ু ও অগ্নি দুইদিকে চামর-হস্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং ইন্দ্র বিপুল শ্রীশোভা পাইতে

সহ রাজর্ষিভিঃ সর্বৈঃ স্তুবানো বৃষকেতনম্।
গৌরী বিদ্যা গান্ধারী কেশিনী মিত্রলাহরা ॥৪৮
সাবিত্র্যা সহ সর্বাস্তাঃ পার্বত্যা যান্তি পৃষ্ঠতঃ।
তত্র বিদ্যাগণাঃ সর্বে যে কেচিৎ কবিভিঃ কৃতাঃ ॥৪৯
তস্য কুর্বন্তি বচনং সেন্দ্রা দেবাশ্চমুমুখে।
গৃহীত্বা তু পতাকা বৈ যাত্যগ্রে রাক্ষসো গ্রহঃ ॥৫০
ব্যাপৃতস্তু শ্মশানে যো নিত্যং রুদ্রস্য বৈ সখা।
পিঙ্গলো নাম যক্ষেন্দ্রো লোকস্যানন্দদায়কঃ ॥৫১
এভিশ্চ সহিতো দেবস্তত্র যাতি যথাসুখম্।
অগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈব ন হি তস্য গতির্ধ্রুবা ॥৫২
রুদ্রং সৎকর্মভির্মর্ত্যাঃ পূজয়ন্তীহ দৈবতম্।
শিবমিত্যেব যং প্রাহুরীশং রুদ্রং পিতামহম্ ॥
তাবৈস্তু বিবিধাকারৈঃ পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্ ॥৫৩

হইয়া রাজর্ষিগণের সহিত বৃষকেতন মহাদেবকে স্তব করিতে করিতে চলিলেন।

গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী, মিত্রা ও সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণ এবং কবিগণবর্ণিত সমস্ত বিদ্যাই পার্ব্বতীর সহিত চলিতে লাগিলেন ॥৪৭-৪৯

ইন্দ্রাদি দেবতা সেনামুখে অবস্থিত হইয়া শঙ্করের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন এবং এক রাক্ষসগ্রহ পতাকা লইয়া অগ্রে যাইতে লাগিলেন ॥৫০

যিনি রুদ্রের সখা এবং নিত্যই তাঁহার সঙ্গে শ্মশানে ভ্রমণ করেন, সেই লোকানন্দদায়ক যক্ষরাজ পিঙ্গলদেবও রুদ্রের সঙ্গে ছিলেন ॥৫১

ইহাদের সকলের সহিত রুদ্রদেব সুখে অভ্রঘটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কখনও রুদ্রসেনার সম্মুখে কখনও বা পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার কোন নিশ্চিত গতি ছিল না ॥৫২

মরণশীল মনুষ্যগণ বিবিধ ভাব ও সৎকর্মসমূহের দ্বারা এই রুদ্রের উপাসনা করিয়া থাকে। ইনিই

দেবসেনাপতিত্বেবং দেবসেনাভিরাবৃতঃ।
অনুগচ্ছতি দেবেশং ব্রহ্মণ্যঃ কৃত্তিকাসুতঃ ॥৫৪

অথাব্রবীন্মহাসেনং মহাদেবো বৃহদ্বচঃ।
সপ্তমং মারুতস্কন্ধং রক্ষ নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥৫৫

স্কন্দ উবাচ।
সপ্তমং মারুতস্কন্ধং পালয়িষ্যাম্যহং প্রভো।
যদপ্যপি মে কার্য্যং দেব তদ্ বদ মা চিরম্ ॥৫৬

রুদ্র উবাচ।
কার্য্যোঽহং ত্বয়া পুত্র সংদ্রষ্টব্যঃ সদৈব হি।
দর্শনাদ্মম ভক্ত্যা চ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যসি ॥৫৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা বিসসর্জ্জৈনং পরিষ্বজ্য মহেশ্বরঃ।
বিসৃজিতে তত্র স্কন্দে বভূবোৎপাতিকং মহৎ ॥৫৮

সহসৈব মহারাজ দেবান্ সর্বান্ প্রমোহয়ৎ।
জজ্বাল খং সনক্ষত্রং প্রমুমুহুর্ভুবনং ভৃশম্ ॥৫৯

চচাল ব্যনদচ্চোর্বী তমোভূতং জগদ্ বভৌ
ততস্তদ্ দারুণং দৃষ্ট্বা ক্ষুভিতঃ শঙ্করস্তদা ॥৬০

উমা চৈব মহাভাগা দেবাশ্চ সমহর্ষয়ঃ।
ততস্তেষু প্রমূঢ়েষু পর্বতাম্বুদসন্নিভম্ ॥৬১

নানাপ্রহরণং ঘোরমসৃক্তত মহদ্ বলম্।
তদ্ বৈ ঘোরমসংখ্যেয়ং গর্জচ্চ বিবিধা শিবঃ ॥৬২

অভ্যদ্রবদ্ রণে দেবান্ ভগবন্তঞ্চ শঙ্করম্।
তৈর্বিসৃষ্টান্তনীকেষু বাণজালান্যনেকশঃ ॥৬৩

পর্বতাশ্চ শতঘ্নাশ্চ প্রাসাসিপরিঘা গদাঃ।
নিপতন্তিশ্চ তৈর্ঘোরৈর্দেবানীকং মহাযুধৈঃ ॥৬৪

শিব, ঈশ, পিতামহ, মহেশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত হন ॥৪৩

দেবসেনাপতি ব্রাহ্মণগণের হিতৈষী কৃত্তিকানন্দন স্কন্দও দেবসেনাগণের সহিত রুদ্রের অনুগমন করেন ॥৫৪

অনন্তর মহাদেব মহাসেনকে (কার্ত্তিকেয়কে) এই উত্তম বাক্য বলিলেন,—বৎস! তুমি নিত্যই অনলসভাবে মারুতস্কন্ধনামক দেবতাগণের সপ্তম ব্যূহের রক্ষা করিবে ॥৫৫

স্কন্দ বলিলেন,—হে প্রভো! আপনার আজ্ঞানুসারে আমি সপ্তম মারুতস্কন্ধ রক্ষা করিব। দেব! আরও যদি অন্য কার্য্য থাকে, আপনি শীঘ্র আমাকে আদেশ করুন, আমি তাহাও পালন করিব ॥৫৬

রুদ্র বলিলেন,—পুত্র! যখনই কোন কাজ করিতে হইবে, তখন অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করিবে। আমাকে দর্শন ও ভক্তি করিলে তোমার পরম কল্যাণ হইবে ॥৫৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর কার্ত্তিকেয়কে বিদায় দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পরই ভয়ানক উৎপাত দেখা দিল ॥৫৮

মহারাজ! সহসাই দেবগণকে মোহিত করিয়া নক্ষত্রসহিত গগনমণ্ডল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সমস্ত সংসার যেন মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ॥৫৯

পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং নানাবিধ শব্দ করিতে লাগিল। সারা জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সেই দারুণ অবস্থা দেখিয়া উমা, মহাভাগ দেবগণ ও মহর্ষিগণসহ ভগবান্ শঙ্কর ক্ষুভিত হইলেন।

সকলে যখন এইরূপ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় বর্ত্তমান আছেন, এমন সময় পর্ব্বত ও মেঘরাশির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট নানা অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর অসংখ্য দৈত্যসৈন্যগণ নানাবিধ বাক্য বলিতে বলিতে

অথেন ব্যস্রবৎ সর্বং বিমুখং চাপ্যদৃশ্যত।
নিকৃত্তযোধনাগাশ্বং কৃত্তায়ুধমহারথম্ ॥৬৫
দানবৈরর্দিতং সৈন্যং দেবানাং বিমুখং বভৌ।
অসুরৈর্বধ্যমানং তৎ পাবকৈরিব কাননম্ ॥৬৬
অপতদ্ দগ্ধভূয়িষ্ঠং মহাদ্রুমবনং যথা।
তে বিভিন্নশিরোদেহাঃ প্রাদ্রবন্তো দিবৌকসঃ ॥৬৭
ন নাথমধিগচ্ছন্তি বধ্যমানা মহাবলে।
অথ তদ্ বিদ্রুতং সৈন্যং দৃষ্ট্বা দেবঃ পুরন্দরঃ ॥৬৮

আশ্বাসয়ন্ বাচেদং বলভিদ্ দানবার্দিতম্।
ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বঃ শূরাঃ শস্ত্রাণি গৃহ্ণত ॥৬৯
কুরুধ্বং বিক্রমে বুদ্ধিং মা বঃ কাচিদ্ ব্যথা ভবেৎ।
জয়তৈতান্ দুরাত্মানান্ দানবান্ ঘোরদর্শনান্ ॥৭০
অভিদ্রবত ভদ্রং বো ময়া সহ মহাসুরান্।
শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা সমাশ্বস্তা দিবৌকসঃ ॥৭১
দানবান্ প্রত্যযুধ্যন্ত শক্রং কৃত্বা ব্যপাশ্রয়ম্।
ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্বে মরুতশ্চ মহাবলাঃ ॥৭২
প্রত্যুদ্যযুর্মহাভাগাঃ সাধ্যাশ্চ বসুভিঃ সহ।
তৈর্বিসৃষ্টাস্তনৌকেষু ক্রুদ্ধৈঃ শস্ত্রাণি সংযুগে ॥৭৩

শরাশ্চ দৈত্যকায়েষু পিবন্তি রুধিরং বহু।
তেষাং দেহান্ বিনির্ভিদ্য শরাস্তে নিশিতাস্তদা ॥৭৪

ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল ।৬০-৬২

তাহারা রণভূমিমধ্যে দেবসৈন্যগণের উপর নানাপ্রকার অসংখ্য বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে দেবগণের সহিত ভগবান্ শঙ্করের অভিমুখে ধাবিত হইল ।৬৩

শত শত পর্ব্বতশিখর, শতঘ্নী, প্রাস, অসি, পরিঘ, গদা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর মহাস্ত্রসমূহ দেবসৈন্যের উপর নিপতিত হইতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই দেবসৈন্য বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতেছেন—ইহা দেখা যাইল।

সেই সময় দেবসৈন্যগণের বহু যোদ্ধা, রথ, হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্রসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইল। তখন দানবগণের দ্বারা দেবসৈন্যগণ এমনভাবে অর্দ্দিত হইল যে, তাহারা রণে বিমুখ হইতে বাধ্য হইল।

অগ্নির দ্বারা দহ্যমান কাননের ন্যায় অসুরগণের দ্বারা বধ্যমান দেবগণ দগ্ধপ্রায় বড় বড় বৃক্ষে পূর্ণ বনের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

সেই মহাযুদ্ধে আহত মস্তক ও দেহ লইয়া দেবগণ অসুরবৃন্দকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া অনাথের

ন্যায় চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

তখন দানব-পীড়িত সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বলাসুরবিনাশী দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে আশ্বাস দান করিয়া বলিলেন,—শূরগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা ভয় পাইও না, অস্ত্র গ্রহণ করত বীরের ন্যায় যুদ্ধ কর; এখন বিক্রম প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। তোমরা কোনরূপে ব্যথিত হইও না। দেখিতে ভয়ঙ্কর এই দুরাচারী দানবগণকে জয় কর। তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা আমার সহিত বেগে এই দুর্দ্ধর্ষ দানবগণের প্রতি ধাবিত হও। ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবসৈন্যগণ আশ্বস্ত হইলেন ।৬৪-৭১

তাঁহারা তখন ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া পুনরায় দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তারপর সকল দেবতা, মহাবল মরুদ্গণ ও বসুগণ এবং মহাভাগ সাধ্যগণ মিলিত হইয়া যুগপৎ দানবগণের প্রতি ধাবিত হইলেন।

তাঁহারা যুদ্ধে কুপিত হইয়া অস্ত্রসমূহ ও বাণসমূহ দানবসৈন্যগণের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

নিপতন্তোঽভ্যদৃশ্যন্ত নগেভ্য ইব পন্নগাঃ।
তানি দৈত্যশরীরাণি বিভিন্নানি স্ম সায়কৈঃ ॥৭৫
অপতন্ ভূতলে রাজংশ্ছিন্নাভ্রাণীব সর্বশঃ।
ততস্তদ্ দানবং সৈন্যং সর্বৈর্দেবগণৈর্যুধি ॥৭৬
ব্রাদ্ধং বিবিধৈর্বাণৈঃ কৃতকৈব পরাঙ্মুখম্।
অথোৎক্রুষ্টং তদা হৃষ্টৈঃ সর্বৈর্দেবৈরুদাহৃতৈঃ ॥৭৭
সংহতানি চ তূর্য্যাণি প্রাবাদ্যন্ত সহস্রশঃ।
এবমস্যোন্মথাযুক্তং যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্ ॥৭৮
দেবানাং দানবানাঞ্চ মাংসশোণিতকর্দ্দমম্।
অনয়ো দেবলোকস্য সহসৈবাভ্যবৃত্যত ॥৭৯
তথা হি দানবা ঘোরা বিনিঘ্নন্তি দিবৌকসঃ।
ততস্তূর্য্যপ্রণাদাংশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনঃ ॥৮০

বভূবুর্নিনদন্তোয়াং সিংহনাদাশ্চ দারুণাঃ।
অথ দৈত্যবলাদ্ ঘোরাদ্বিস্পন্দাচ্চ মহাবলঃ ॥৮১

দানবো মহিষো নাম প্রগৃহ্য বিপুলং গিরিম্।
তে তং ঘনৈরিবাদিত্যং দৃষ্ট্বা সম্পরিবারিতম্ ॥৮২
তমুদ্যতগিরিং রাজন্ ব্যাদধন্ত দিবৌকসঃ।
অথাভিদ্রুত্য মহিষো দেবাংশ্চিক্ষেপ তং গিরিম্ ॥৮৩

পততা তেন গিরিণা দেবসৈন্যস্য পার্থিব।
ভীমরূপেণ নিহতমভূতং প্রাপতদ্ ভুবি ॥৮৪

অথ তৈর্দানবৈঃ সার্ধং মহিষস্ত্রাসয়ন্ সুরান্।
অভ্যদ্রবদ্ রণে তূর্ণং সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥৮৫

ঐ অস্ত্রসমূহ দৈত্যগণের শরীরে প্রবেশ করিয়া উহাদের বহু শোণিত পান করিয়া ফেলিল।

পর্ব্বতশিখর হইতে আপতিত পন্নগসমূহের ন্যায় দেবগণ-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরসমূহের আঘাতে দৈত্যগণের শরীরসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতে দেখা যাইল।

রাজন্! দেবগণের বাণে বিদীর্ণ সেই দৈত্য-শরীরসমূহ সর্ব্বপ্রকারে ছিন্নভিন্ন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তারপর সমস্ত দেবগণ এই যুদ্ধে দানবসৈন্যবৃন্দকে বিবিধ বাণের প্রহারে ভয়ভীত করিয়া রণভূমি হইতে বিমুখ করিয়া দিলেন।

অনন্তর সেই সময় হইতে অস্ত্র উত্তোলন করত সমস্ত দেবতা কোলাহল করিতে লাগিলেন এবং একসঙ্গে অনেকপ্রকার বিজয়-বাদ্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপ কিছুক্ষণ দেব ও দানবের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে রক্ত ভূমিতে পড়িয়া কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছিল। তারপর আবার দেবতাগণের পরাজয়ের লক্ষণ প্রকটিত হইল। দানবগণ দেবতাগণকে ভীষণভাবে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়া ঘোর সিংহনাদ ও ভেরীনিনাদে চারিদিক্ মুখরিত করিতে লাগিল।

অনন্তর দৈত্যগণের মধ্য হইতে মহাবলশালী মহিষনামক দৈত্য বিরাট্ এক পর্ব্বত গ্রহণ করিয়া দেবগণের প্রতি ধাবিত হইল।

রাজন্! পর্ব্বতধারী সেই দৈত্যকে মেঘসমূহে আচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দেবগণ পলাইতে লাগিলেন।

সেই পলায়নপর দেবসৈন্যের দিকে ধাবিত হইয়া মহিষাসুর উক্ত পর্ব্বত নিক্ষেপ করিল।৭২-৮৩

রাজন্ যুধিষ্ঠির! তদনন্তর সেই পর্ব্বতের চাপে বলরাজার দেবসৈন্য নিষ্পিষ্ট হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।৮৪

অনন্তর মহিষাসুর দানবগণের সহিত ক্ষুদ্র পশুর প্রতি সিংহের ন্যায় দেবগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ক্রত ধাবিত হইল।৮৫

তমাপতন্তং মহিষং দৃষ্ট্বা সেন্দ্রা দিবৌকসঃ।
ব্যদ্রবন্ত রণে ভীতা বিকীর্ণায়ুধকেতনাঃ ॥৮৬

ততঃ স মহিষঃ ক্রুদ্ধস্তূর্ণং রুদ্ররথং যযৌ।
অভিদ্রুত্য চ জগ্রাহ রুদ্রস্য রথকূবরম্ ॥৮৭

যদা রুদ্ররথং ক্রুদ্ধো মহিষঃ সহসা গতঃ।
তেনতু ঘোরদৌ গাঢ়ং মুমুহুশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥৮৮

অনদংশ্চ মহাকায়া দৈত্যা জলধরোপমাঃ।
আনীচ্চ নিশ্চিতং দেবাং জিতমস্মাভিরিত্যুত ॥৮৯

তথাভূতে তু ভগবান্ স্কন্দো মহিষং রণে।
দদর্শ চ তদা স্কন্দং মৃত্যুং তস্য দুরাত্মনঃ ॥৯০

মহিষোঽপি রথং দৃষ্ট্বা রৌদ্রে রুদ্রস্য চানঘ।
দেবান্ সন্ত্রাসয়ংশ্চাপি দৈত্যাংশ্চাপি প্রহর্ষয়ন্ ॥৯১

ততস্তস্মিন্ ভয়ে ঘোরে দেবানাং সমুপস্থিতে।
আজগাম মহাসেনঃ ক্রোধাৎ সূর্য্য ইব জ্বলন্ ॥৯২

লোহিতাম্বরসংবীতো লোহিতস্রগ্বিভূষণঃ।
লোহিতাঙ্গো মহাবাহুর্হিরণ্যকবচঃ প্রভুঃ ॥৯৩

রথমাদিত্যসঙ্কাশমাস্থিতঃ জনকপ্রভম্।
তং দৃষ্ট্বা দৈত্যসেনা সা ব্যদ্রবৎ সহসা রণে ॥৯৪

স চাপি তাং প্রজ্বলিতাং মহিষস্য বিদারিণীম্।
মুমোচ শক্তিং রাজেন্দ্র মহাসেনো মহাবলঃ ॥৯৫

সা মুক্তাভ্যহরৎ তস্য মহিষস্য শিরো মহৎ।
পপাত ভিন্নে শিরসি মহিষস্যাকুলীকৃতঃ ॥৯৬

তখন মহিষাসুরকে আক্রমণ করিতে আসিতে দেখিয়া ভীত ইন্দ্রাদি দেবগণ অস্ত্রশস্ত্র ও ধ্বজাসমূহ নিক্ষেপ করত দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন ।৮৬

তখন ক্রুদ্ধ মহিষাসুর রুদ্রদেবের রথের দিকে দ্রুত ধাবিত হইল ও তাঁহার রথ-কূবর (রথের অগ্রভাগস্থিত কাষ্ঠবিশেষ) ধরিয়া ফেলিল ।৮৭

যখন ক্রুদ্ধ মহিষাসুর রুদ্র-রথের দিকে সহসা ধাবিত হইল, তখন স্বর্গ ও পৃথিবীতে ভয়ানক হাহাকার-ধ্বনি সমুত্থিত হইল এবং ঋষিগণ মোহ-প্রাপ্ত হইলেন ।৮৮

মহাসেবনভূত দানবগণ ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং তাহারা যে জয়লাভ করিবে—এবিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় লাভ করিল ।৮৯

তখন ভগবান্ রুদ্রদেব যুদ্ধে স্বয়ং মহিষাসুরকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না; কারণ, স্কন্দের হস্তেই সেই দুরাত্মার মৃত্যু অবধারিত ছিল; তাই তিনি স্কন্দকে স্মরণ করিলেন ।৯০

রুদ্রদেবের নিশ্চেষ্ট ভাব দেখিয়া মহিষাসুর আরও উল্লসিত হইয়া দেবগণের ত্রাসজনক ও দৈত্যগণের উল্লাসকর ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল ।৯১

তারপর সেই দেবগণেরও ভয়জনক অত্যন্ত দুঃসময় উপস্থিত দেখিয়া ভগবান্ স্কন্দ ক্রোধে প্রজ্বলিত সূর্য্যের ন্যায় তথায় আগমন করিলেন ।৯২

তাঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র ও উত্তরীয়, গলদেশে রক্তবর্ণ হার ও শরীরে রক্তবর্ণ আভরণ ছিল এবং তাঁহার রথের অশ্বসমূহও রক্তবর্ণ ছিল। সেই মহাবাহু শক্তিমান্ স্কন্দদেব স্বর্ণবর্ণ কবচ ধারণ করিয়াছিলেন ।৯৩

সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী সুবর্ণপ্রভাবিশিষ্ট দিব্য রথে আরোহণ করত তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সেই দৈত্যসেনা যুদ্ধে সহসা ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল ।৯৪

রাজেন্দ্র! মহাবলশালী মহাসেন অবিলম্বে মহিষাসুরের উপর এক প্রজ্বলিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, যে শক্তি তাহার শরীর বিদীর্ণ করিয়া

পতন্তা শিরসা তেন দ্বারং যোড়শযোজনম্।
পর্ব্বতাভেন পিহিতং তদাগম্যং ততোঽভবৎ ॥৯৭

উত্তরাঃ কুরবস্তেন গচ্ছন্ত্যস্ত যথাসুখম্।
ক্ষিপ্তাক্ষিপ্তা তু সা শক্তির্হত্বা শত্রূন্ সহস্রশঃ ॥৯৮

স্কন্দহস্তমনুপ্রাপ্তা দৃশ্যতে দেব-দানবৈঃ।
প্রায়ঃ শরৈর্বিনিহতা মহাসেনেন ধীমতা ॥৯৯

সেষা দৈত্যগণা ঘোরা ভীতাত্রস্তা দুরাসদৈঃ।
স্কন্দপারিষদৈর্হত্বা ভক্ষিতাশ্চ সহস্রশঃ ॥১০০

দানবান্ ভক্ষয়ন্তস্তে প্রপিবন্তশ্চ শোণিতম্।
ক্ষণাদ্দানবং সর্বমকার্ষুর্ভূমিসংস্থিতাঃ ॥১০১

তমাংসীব যথা সূর্য্যো বৃক্ষানগ্নির্ঘনান্ খগঃ।
তথা স্কন্দোঽজয়চ্ছত্রূন্ স্বেন বীর্য্যেণ কীর্ত্তিমান্ ॥১০২

সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈরভিবাদ্য মহেশ্বরম্।
শুশুভে কৃত্তিকাপুত্রঃ প্রকীর্ণাংশুরিবাংশুমান্ ॥১০৩

নষ্টশত্রুর্যদা স্কন্দঃ প্রযাতস্তু মহেশ্বরম্।
তদাব্রবীন্মহাসেনং পরিষজ্য পুরন্দরঃ ॥১০৪

ব্রহ্মদত্তবরঃ স্কন্দ ত্বয়ায়ং মহিষো হতঃ।
দেবাসুরসমা যস্ত বভূবুর্জয়তাং বর ॥১০৫

সোঽহং ত্বয়া মহাবাহো শমিতো দেবকণ্টকঃ।
শতং মহিষতুল্যানাং দানবানাং ত্বয়া রণে ॥১০৬

দিল।৯৫

কুমারের হস্ত হইতে মুক্ত সেই শক্তি মহিষাসুরের মস্তক ছেদন করিল। শিরশ্ছেদ হওয়ায় মহিষাসুর প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৯৬

মহিষাসুরের ছিন্ন পর্ব্বতসদৃশ মস্তক ষোল-যোজন লম্বা দ্বারকে আচ্ছাদিত করিয়া উত্তর-পূর্ব্বদিকে পতিত হইল। তাহাতে সেই দ্বার রুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং উহা সকলের পক্ষে অগম্য হইল।৯৭

এখন উত্তর-কুরুনিবাসী মনুষ্যগণ ঐ মার্গে সুখে যাতায়াত করে। দেব ও দানবগণ উহাই দেখিলেন যে, পুনঃপুনঃ কার্ত্তিকেয়কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শক্তি সহস্র সহস্র দানবসঙ্ঘকে বধ করিয়া পুনরায় তাঁহার হাতে ফিরিয়া যাইতেছে। এইরূপে পরম বুদ্ধিমান্ মহাসেন স্বয়ং বাণের দ্বারা প্রায় সমস্ত দানবগণকে সংহার করিলেন।৯৮-৯৯

ভীতত্রস্ত যেসকল দানব অবশিষ্ট ছিল, স্কন্দের দুর্দ্ধর্ষ পারিষদগণই সেই সহস্র সহস্র অসুরগণকে বধ ও ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন।১০০

তাঁহারা দানবগণের রক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করত অল্পকালের মধ্যে রণভূমি দানবশূন্য করিয়া খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন।১০১

সূর্য্য যেমন অন্ধকারসমূহকে নাশ করেন, অগ্নি যেমন বৃক্ষগণকে ভস্ম করেন এবং আকাশচারী বায়ু যেমন মেঘসমূহকে ছিন্নভিন্ন করেন, তেমনই কীর্ত্তিমান্ স্কন্দও মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজ শক্তিবলে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া জয়লাভ করিলেন।১০২

সেই সময় দেবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মহাদেবকে নমস্কার করত কৃত্তিকাপুত্র স্কন্দ প্রকীর্ণ রশ্মি সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।১০৩

শত্রুকে বিনাশ করিয়া স্কন্দ যখন মহেশ্বরের নিকটে গেলেন, তখন ইন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন।১০৪

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ এই অসুর; দেবগণ ইহার সম্মুখে তৃণতুল্য হইয়াছিলেন। কিন্তু হে বিজয়িগণ-শ্রেষ্ঠ। তুমি সেই মহিষাসুরকে অনায়াসে বধ করিয়াছ।১০৫

নিহত্য দেবশত্রূণাং বৈর্বয়ং পূর্বতাপিতাঃ।
তাবকৈর্ভক্ষিতাশ্চান্যে দানবাঃ শতসঙ্ঘশঃ ॥১০৭
অজেয়স্ত্বং রণেঽরীণামুমাপতিরিব প্রভুঃ।
এষ তে প্রথমং দেব খ্যাতং কর্ম ভবিষ্যতি ॥১০৮
ত্রিষু লোকেষু কীর্তিশ্চ ভবাক্ষয্যা ভবিষ্যতি।
বশগাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুরাস্তব মহাভুজ ॥১০৯
এবমুক্ত্বা মহাসেনং নিবৃত্তঃ সহ দৈবতৈঃ।
অনুজ্ঞাতো ভগবতা ত্র্যম্বকেণ শচীপতিঃ ॥১১০
গতো ভদ্রবটং রুদ্রো নিবৃত্তাশ্চ দিবৌকসঃ।
উক্তাশ্চ দেবা রুদ্রেণ স্কন্দং পশ্যত মামিব ॥১১১
স হত্বা দানবগণান্ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।
একাহ্নৈবাজয়ৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং বহ্নিনন্দনঃ ॥১১২
স্কন্দস্য ব ইদং বিপ্রাঃ পঠেজ্জন্ম সমাহিতঃ।
স পুষ্টিমিহ সম্প্রাপ্য স্কন্দলোক্যমাপ্নুয়াৎ ॥১১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি আঙ্গিরসে স্কন্দোৎপত্তৌ মহিষাসুরবধে একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩১

হে মহাবাহো! তুমি আজ দেবকণ্টক অসুরকে বিনাশ করিয়াছ। শুধু ইহাই নহে, মহিষের তুল্য শত শত দেবশত্রু দানবকে তুমি সংহার করিয়াছ এবং পূর্বে আমাদের দুঃখপ্রদানকারী এই অসুরগণের অবশিষ্টকে তোমার পারিষদগণ ভক্ষণ করিয়াছে।১০৬-১০৭

দেব! উমাপতি ভগবান্ শঙ্করের ন্যায় তুমি যুদ্ধে সকলের অজেয়; তোমার এই প্রথম পরাক্রমই ত্রিজগতে কীর্তি বিস্তার করিবে।১০৮

হে মহাভুজ! ত্রিলোকে তোমার কীর্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে এবং দেবগণ সর্বদাই তোমার বশীভূত থাকিবে।১০৯

মহাসেনকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্করের নিকট অনুমতি গ্রহণ করত দেবতাগণের সহিত শচীপতি ইন্দ্র প্রস্থান করিলেন।১১০

রুদ্র ভদ্রবটের নিকট গেলেন এবং দেবগণ তখন স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই সময় রুদ্রদেব দেবতাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা সকলে স্কন্দকে আমার ন্যায় মনে করিবে"।১১১

মহর্ষিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া অগ্নিনন্দন স্কন্দ একদিনেই দানবগণকে সংহার করিয়া ত্রিলোক জয় করিলেন।১১২

যে ব্রাহ্মণ স্কন্দের এই জন্মকথা একাগ্রচিত্তে পাঠ করিবে, সে পুষ্টিলাভ করত স্কন্দের সালোক্য প্রাপ্ত হইবে।১১৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে স্কন্দের উৎপত্তিবিষয়ক একত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩১

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কার্ত্তিকেয়স্য প্রসিদ্ধ-নামসমূহানাং বর্ণনম্, তস্য স্তোত্রঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি নামান্যস্য মহাত্মনঃ।
ত্রিষু লোকেষু যান্যস্য বিখ্যাতানি দ্বিজোত্তম ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তঃ পাণ্ডবেয়েন মহাত্মা ঋষিসন্নিধৌ।
উবাচ ভগবান্তত্র মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ॥২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আগ্নেয়শ্চৈব স্কন্দশ্চ দীপ্তকীর্ত্তিরনাময়ঃ।
ময়ূরকেতুর্ধর্ম্মাত্মা ভূতেশো মহিষার্দ্দনঃ ॥৩

কামজিৎ কামদঃ কান্তঃ সত্যবাগ্ ভুবনেশ্বরঃ।
শিতঃ শীঘ্রঃ শুচিশ্চণ্ডো দীপ্তবর্ণঃ শুভাননঃ ॥৪

অমোঘবরুণো রৌদ্রঃ প্রিয়শ্চন্দ্রাননস্তথা।
দীপ্তশক্তিঃ প্রশান্তাত্মা ভদ্রকৃৎ কূটমোহনঃ ॥৫

ষষ্টীপ্রিয়শ্চ ধর্ম্মাত্মা পবিত্রো মাতৃবৎসলঃ।
কন্যাভর্ত্তা বিভক্তশ্চ গ্রাহেয়ো রেবতীসুতঃ ॥৬

প্রভুর্নেতা বিশাখশ্চ নৈগমেয়ঃ সুরেশ্বরঃ।
সুব্রতো ললিতশ্চৈব বালক্রীড়নকপ্রিয়ঃ ॥৭

খচারী ব্রহ্মচারী চ শূরঃ শরণোদ্ভবঃ।
বিশ্বামিত্রপ্রিয়শ্চৈব দেবসেনাপ্রিয়স্তথা ॥৮

বাসুদেবপ্রিয়শ্চৈব প্রিয়ঃ প্রিয়কৃদেব চ।
নামান্যেতানি দিব্যানি কার্ত্তিকেয়স্য যঃ পঠেৎ।
স্বর্গং কীর্ত্তিং ধনঞ্চৈব স লভেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥৯

স্তোষ্যামি দেবৈর্ঋষিভিশ্চ জুষ্টং
শক্ত্যা গুহং নামভিরপ্রমেয়ম্।
ষড়াননং শক্তিধরং সুবীরং
নিবোধ তৈতানি কুরুপ্রবীর ॥১০

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কার্ত্তিকেয়ের প্রসিদ্ধ নামসমূহের বর্ণন ও তাঁহার স্তব।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! হে দ্বিজোত্তম! এ ত্রিলোকে মহাত্মা স্কন্দের যেসকল নাম বিখ্যাত আছে, সেই সকল নাম আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে ভগবান্ মহাতপস্বী মহাত্মা মার্কণ্ডেয় ঋষিগণের নিকটে বলিতে লাগিলেন।২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্! আগ্নেয়, স্কন্দ, দীপ্তকীর্ত্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিত, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, বরুণ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্ত্তা, বিভক্ত, গ্রাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয়, সুরেশ্বর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নপ্রিয়, খচারী (আকাশচারী), ব্রহ্মচারী, শূর, শরবণোদ্ভব, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, দেবসেনাপ্রিয়, বাসুদেবপ্রিয়, প্রিয় এবং প্রিয়কৃৎ,—কার্ত্তিকেয়ের এই দিব্য নামগুলি যে পাঠ করে, সে স্বর্গ, কীর্ত্তি ও ধন লাভ করে—ইহাতে সন্দেহ নাই।৩-৯

হে কুরুপ্রবীর! এখন আমি দেবতা ও ঋষিগণ-সেবিত, অনন্ত শক্তি ও অসংখ্য নামসম্পন্ন, বীর-শ্রেষ্ঠ, শক্তিধর, ষড়ানন স্কন্দের স্তব করিব, শ্রবণ কর।১০

ব্রহ্মণ্যো বৈ ব্রহ্মজো ব্রহ্মবিচ্চ
ব্রহ্মোদয়ো ব্রহ্মবতাং বরিষ্ঠঃ।
ব্রহ্মপ্রিয়ো ব্রাহ্মণসত্রতী ত্বং
ব্রহ্মজ্ঞো বৈ ব্রাহ্মণানাঞ্চ নেতা ॥১১

স্বাহা স্বধা ত্বং পরমং পবিত্রং
মন্ত্রস্তত্ত্বং প্রথিতঃ ষড়ঙ্গিঃ।
সংবৎসরস্তুমৃতবশ্চ ষড়্ বৈ
মাসার্ধমাসাবহরং দিশশ্চ ॥১২

ত্বং পুষ্করাক্ষস্ত্বমবিন্দবক্ত্রঃ
সহস্রবক্ত্রোঽসি সহস্রবাহুঃ।
ত্বং লোকপালঃ পরমং হবিশ্চ
ত্বং ভাবনঃ সর্বসুরাসুরাণাম্ ॥১৩

ত্বমেব সেনাধিপতিঃ প্রচণ্ডঃ
প্রভুর্বিভুশ্চাপ্যথ শক্রজেতা।
সহস্রভৃত্ত্বং ধরণী ত্বমেব
সহস্রদৃষ্টিশ্চ সহস্রভুক্ চ ॥১৪

হে স্কন্দদেব! তুমি ব্রাহ্মণবৎসল, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের প্রিয়, ব্রাহ্মণের সমান ব্রতধারী, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের নেতা।১১

তুমিই স্বাহা, তুমিই স্বধা, তুমি পরম পবিত্র, মন্ত্রতত্ত্ব; তুমিই সুপ্রসিদ্ধ ষট্‌শিখাবিশিষ্ট; তুমিই সংবৎসর, ছয় ঋতু, তুমি মাস, পক্ষ, অয়ন ও দিক্‌স্বরূপ।১২

তুমি কমললোচন, কমলবদন, সহস্রবদন ও সহস্রবাহু। তুমিই লোকপাল ও পরম হবিঃস্বরূপ এবং তুমিই সুর ও অসুরগণের পালনকর্তা।১৩

তুমিই সেনাপতি, অত্যন্ত কোপনস্বভাব, প্রভু, বিভু, অব্যয় ও শত্রুজেতা, তুমিই সহস্রভৃ, তুমিই পৃথিবী এবং তুমি সহস্রদৃষ্টি ও সহস্রভুক্।১৪

সহস্রশীর্ষত্বমনন্তরূপঃ
সহস্রপাৎ ত্বং গুহ শক্তিধারী।
গঙ্গাসুতত্বং স্বমতেন দেব
স্বাহামহীকৃত্তিকানাং তথৈব ॥১৫

ত্বং ক্রীড়সে যন্মুখ কুক্কুটেন
যথেষ্টনানাবিধরূপধারী।
দীক্ষাসি সোমো মরুতঃ সদৈব
ধর্মোঽসি বায়ুরচলেন্দ্র ইন্দ্রঃ ॥১৬

সর্বাত্তনানামপি শাশ্বতত্ত্বং
প্রভুঃ প্রভূনামপি চোগ্রধন্বা।
ঋতস্য কর্তা নিহিতাস্তকর্তৃং
জেতা রিপূণাং প্রবরঃ সুরাণাম্ ॥১৭

সূক্ষ্মং তপস্তৎ পরমং ত্বমেব
পরাবরজ্ঞোঽসি পরাবরত্বম্।
ধর্মস্য কালস্য পরস্য চৈব
ত্বত্তেজসা কৃৎস্নমিদং মহাত্মন্ ॥১৮

তুমি সহস্রশীর্ষা, অনন্তরূপী ও সহস্রপাৎ। গুহ! তুমি শক্তিধারী; তুমিই গঙ্গাসুত। হে দেব! তুমিই স্বেচ্ছায় স্বাহা, পৃথিবী ও কৃত্তিকার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছ।১৫

হে ষণ্মুখ! তুমি কুক্কুট লইয়া ক্রীড়া কর, ইচ্ছামত নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পার; তুমি সদাই দীক্ষা, সোম, বায়ু, মরুৎ, ধর্ম, গিরিরাজ ও ইন্দ্রস্বরূপ।১৬

তুমি নিত্যগণেরও নিত্য, প্রভুগণেরও প্রভু, উগ্রধন্বা, সত্যের প্রবর্তক, মানবহন্তা, শত্রুজয়ী ও সুরগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।১৭

তুমিই সর্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম তপস্যাস্বরূপ, তুমিই পরমতত্ত্বস্বরূপ, পরাবর (কার্য-কারণ) ও পরাবরজ্ঞ (কার্য-কারণতত্ত্বের জ্ঞাতা); তুমিই পরম ধর্ম

ব্যাপ্তং জগৎ সর্বমুরুপ্রভাব
শক্ত্যা ময়া সংস্তুত লোকনাথ।
নমোঽস্তু তে দ্বাদশ নেত্রবাহো
অতঃ পরং বেদ্মি গতিং ন তেঽহম্ ॥১৯
স্কন্দস্য য ইদং বিপ্রাঃ পঠেজ্জন্ম সমাহিতঃ।
শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো যঃ শৃণুয়াদ্ বা দ্বিজেরিতম্ ॥২০

ধর্মমায়ুর্যশো দীপ্তং পুত্রানুক্রময়ং তথা।
স পুষ্টিতুষ্টী সম্প্রাপ্য স্কন্দস্যালোক্যমাপ্নুয়াৎ ॥২১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বণি
আঙ্গিরসে কার্তিকেয়স্তবে দ্বাত্রিংশ-
দধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩২

ও কাষের স্বরূপ এবং তুমি নিজ তেজে সমস্ত জগদ্রূপে বিরাজমান।১৮

হে সর্বদেবময়ে শ্রেষ্ঠ বীর। তুমিই নিজ শক্তিবলে সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া আছ; হে লোকনাথ। আমি যথাশক্তি তোমাকে স্তুতি করিলাম। হে দ্বাদশনেত্র ও বাহুদ্বয়ে সুশোভিত দেব। তোমাকে নমস্কার। ইহার পর তোমার যে স্বরূপ, উহা আমি জানি না।১৯

যে মানুষ একাগ্র হইয়া স্কন্দের এই জন্মকথা নিজে পাঠ করে, অন্যকে পাঠ করিয়া শোনায় অথবা ব্রাহ্মণের মুখ হইতে উহা শ্রবণ করে, সে ধর্ম, আয়ু, দীপ্ত যশ, পুত্র, শত্রুক্ষয়, পুষ্টি, তুষ্টি প্রভৃতি লাভ করত স্কন্দের সালোক্য লাভ করে।২১

শ্রীমদ্বৈপায়নব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত মার্কণ্ডেয়সমাস্যাপর্বে আঙ্গিরস-উপাখ্যানপ্রসঙ্গে কার্তিকেয়-স্তববিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩২

(দ্রৌপদীসত্যভামা-সংবাদপর্ব)

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যা সত্যভামায়ৈ সতী-স্ত্রীকর্তব্যবিষয়কশিক্ষাদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
উপাসীনেষু বিপ্রেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
দ্রৌপদী সত্যভামা চ বিবিশাতে তদা সহ ॥১
তাভ্যস্তত্রাসনে সুপ্রীতে সুখং তত্র নিষীদতুঃ।
বিশ্রম্ভ দৃষ্ট্বা রাজেন্দ্র। তেঽন্যোন্যস্য প্রিয়ংবদে ॥২
কথয়ামাসতুশ্চিত্রাঃ কথাঃ কুরু যদূদ্বহাঃ।
অথাব্রবীৎ সত্যভামা কৃষ্ণস্য মহিষী প্রিয়া ॥৩

সাত্রাজিতী যাজ্ঞসেনীং রহসীদং সুমধ্যমা।
কেন দ্রৌপদি। বৃত্তেন পাণ্ডবানবিজিতেতি ॥৪

(দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদপর্ব)

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীকর্তৃক সত্যভামাকে সতী-স্ত্রীর কর্তব্য-বিষয়ক শিক্ষাদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! যখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্র ও ব্রাহ্মণগণ এইরূপে মার্কণ্ডেয়মুনির মুখে ধর্মকথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন দ্রৌপদী ও সত্যভামা একস্থানে একত্র উপবেশন করত উচ্চহাস্যসহকারে সুখে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজেন্দ্র! তাঁহাদের মধ্যে বহুদিন পর দেখা হওয়ায় তাঁহারা প্রীতির

লোকপালোপমান্ বীরান্ পুনঃ পরমসংহতান্।
কথঞ্চ বশগাস্তভ্যং ন কুপ্যন্তি চ তে শুভে ॥৫

ত্বয়ি বক্ত্রং হি সততং পাণ্ডবাঃ প্রিয়দর্শনে।
মুখপ্রেক্ষাশ্চ তে সর্বে তত্ত্বমেতদ্ ব্রবীহি মে ॥৬

ব্রতচর্য্যা তপো বাপি স্নানমন্ত্রৌষধানি বা।
বিদ্যাবীর্য্যং মূলবীর্য্যং জপহোমাগদাস্তথা ॥৭

মমাখ্যাচক্ষ্ব পাঞ্চালি! যশস্তং ভগদৈবতম্।
যেন কৃষ্ণে! ভবেদ্বিদ্যং মম কৃষ্ণো বশানুগঃ ॥৮

এবমুক্ত্বা সত্যভামা বিররাম যশস্বিনী।
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী প্রত্যুবাচ তাম্ ॥৯

সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন।১-২

তাঁহারা পরস্পর কুরুবংশীয় ও যদুবংশীয় বীরগণের কথা বলিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা দ্রৌপদীকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কল্যাণি! হে দ্রৌপদী! তুমি কিরূপ আচরণের দ্বারা লোকপালতুল্য বীর পরম ঐক্যবদ্ধ পাণ্ডবগণের হৃদয় জয় করত তাঁহাদিগকে নিজের বশ করিয়া রাখিয়াছ? কারণ, তোমার উপর তাঁহারা কখনও কুপিত হন না।৩-৫

প্রিয়দর্শনে! পাণ্ডবগণ সকলেই তোমার বশীভূত এবং তোমার মুখের দিকেই তাকাইয়া থাকে। ইহার প্রকৃত রহস্য কি বল।৬

পাঞ্চালরাজকুমারী কৃষ্ণে! আজ তুমি এইরূপ কোন ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, বিদ্যাবীর্য্য, গাছগাছড়ার মূলশক্তি, জপ, হোম বা ঔষধের কথা বল, যাহা যশস্কর ও ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধক, তাহা আমাকে বল; যাহার দ্বারা আমিও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি অর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে আমার বশীভূত

অসৎস্ত্রীণাং সমাচারং সত্যে! মামনুপৃচ্ছসি।
অসদাচরিতে মার্গে কথং স্যাদনুকীর্তনম্ ॥১০
অনুপ্রশ্নঃ সংশয়ো বা বৈতরণ্যাপগায়তে।
তথা হ্যপেক্ষা বৃদ্ধ্যা ত্বং কৃষ্ণস্য মহিষী প্রিয়া ॥১১
যদৈব ভর্ত্তা জানীয়াদ্বশ্যমন্ত্রমূলপরাং স্ত্রিয়ম্।
উদ্বিজেত তদৈবাস্যাঃ সর্পাদ্ বেশ্মগতাদিব ॥১২
উদ্বিগ্নস্য কুতঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।
ন জাতু বশগো ভর্ত্তা স্ত্রিয়াঃ স্যাদ্যন্ত্রকর্ম্মণা ॥১৩
অমিত্রপ্রহিতাংশ্চাপি গদান্ পরমদারুণান্।
মূলপ্রচারৈর্হি বিদং প্রযচ্ছন্তি জিঘাংসবঃ ॥১৪
জিহ্বয়া যানি পুরুষস্ত্বচা বাপ্যুপসেবতে।
তত্র চূর্ণানি বস্ত্রাণি দ্বয়ঃ কিংপ্রমসংশয়ম্ ॥১৫

করিতে পারি।৭-৮

এই কথা বলিয়া যশস্বিনী সত্যভামা বিরতা হইলেন। প্রত্যুত্তরে তখন পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী বলিতে লাগিলেন।৯

হে সত্যে! তুমি আমাকে অসৎ স্ত্রীগণের আচরণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ; অসৎ স্ত্রীগণের অবলম্বিত পথ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা কেমন করিয়া সম্ভব।১০

যখনই স্বামী বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার স্ত্রী মন্ত্র ও মূলাদি অবলম্বনে তাঁহাকে বশ করিতে চাহিতেছে, তখনই তিনি গৃহমধ্যগত সর্পের ন্যায় তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হন।১২

উদ্বিগ্ন পুরুষের শান্তি কোথায়? অশান্ত পুরুষের সুখ কোথায়? স্ত্রীলোকের মন্ত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা স্বামী কখনও বশীভূত হন না।১৩

ইহা ছাড়া এইরূপ নারীগণ পতিকে বশীভূত করিবার লোভে শত্রুপ্রদত্ত মূলাদি ভক্ষণ করাইয়া স্বামীর উৎকট রোগ সৃষ্টি করে এবং বিষ প্রভৃতি খাওয়াইয়া শত্রুর জিঘাংসাকে চরিতার্থ করে।১৪

অলোধ্রধূপসংযুক্তাঃ বিস্রিণঃ পলিতাস্তথা।
অপুষ্পাংসঃ কৃতাঃ স্ত্রীভির্জড়াস্ত্বধিরাস্তথা ॥১৬

পাপানুগাস্তু পাপাস্তাঃ পতীনুপসৃজন্ত্যুত।
ন জাতু বিপ্রিয়ং ভর্ত্তুঃ স্ত্রিয়া কার্য্যং কথঞ্চন ॥১৭

বর্ত্তাম্যহন্তু যাং বৃত্তিং পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
তাং সর্ব্বাং শৃণু মে সত্যাং সত্যভামে যশস্বিনি ॥১৮

অহঙ্কারং বিহায়াহং কাম-ক্রোধৌ চ সর্ব্বদা।
সমাধায় পাণ্ডবান্ নিত্যং প্রণতোপচরাম্যহম্ ॥১৯

প্রণয়ং প্রতিসংহৃত্য বিধায়াত্মানমাত্মনি।
তত্রভূমিরহংমানা পতীনাং চিত্তরক্ষিণী ॥২০

দুর্ব্যাহৃতাচ্ছঙ্কমানা দুঃস্থিতাদ্দুরবেক্ষিতাৎ।
দুরাসিতাদ্দুর্জ্জল্পিতাদ্দুঃশ্রুতাদধ্যাসিতাদপি ॥২১

সূর্য্যবৈশ্বানরসমান্ সোমকল্পান্ মহারথান্।
সেবে চক্ষুর্হণঃ পার্থানুগ্রবীর্য্যপ্রতাপিনঃ ॥২২

দেবো মনুষ্যো গন্ধর্ব্বো যুবা চাপি স্বলঙ্কৃতঃ।
দ্রব্যবানভিরূপো বা ন মেঽন্তঃ পুরুষো মতঃ ॥২৩

নাভুঙ্‌ক্তবতি নাস্নাতে নাসংবিষ্টে চ ভর্ত্তরি।
ন সংবিশামি নাস্নামি সদা কর্ম্মকরেষ্বপি ॥২৪

ক্ষেত্রাদ্ বনাদ্ বা গ্রামাদ্ বা ভর্ত্তারং গৃহমাগতম্।
প্রত্যুত্থায়াভিনন্দামি আসনেনোদকেন চ ॥২৫

প্রমৃষ্টভাণ্ডা মৃষ্টান্না কালে ভোজনদায়িনী
সংযতা গুপ্তবাক্যা চ সুসংমৃষ্টনিবেশনা ॥২৬

অতিহসনসন্ত্রাসা দুঃস্ত্রিয়ো নানুসেবতি।
অনুকূলবতী নিত্যং ভবাম্যনলসা সদা ॥২৭

যদি চূর্ণজাতীয় ঐসব বস্তু স্বামী জিঘ্রো বা স্বকৃদ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তাঁহার অবশ্যই মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।১৫

এইরূপে অসতী স্ত্রীগণ পতির ঊরুস্তম্ভ, শ্বেতকুষ্ঠ, চুলপাকা, শ্লীবত্ব, জড়ত্ব, অন্ধত্ব ও বধিরতা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে।১৬

এইরূপ পাপিষ্ঠা রমণীগণ পাপানুবর্ত্তিনী হইয়া অনেক সময় পতিকে পরিত্যাগ করে দেখা যায়। পতির অপ্রীতিজনক কোন কাজ কখনই স্ত্রীর করা উচিত নয়।১৭

হে যশস্বিনী সত্যভামে। আমি পাণ্ডবগণের যেরূপে সেবা করিয়া থাকি, তাহা সমস্তই তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।১৮

আমি অহঙ্কার; কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য পত্নীদিগের সহিত পাণ্ডবগণের সর্ব্বদা সেবা করি।১৯

নিজের প্রণয়কে সংযত এবং মনকে বুদ্ধির দ্বারা বশীভূত করত আমি সর্ব্বদা পতিগণের মন রাখিয়া শুশ্রূষা করি।২০

দুর্ব্বাক্য বলা, অসভ্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকা, নির্লজ্জের মত চারিদিকে তাকাইয়া থাকা, খারাপ জায়গায় ভ্রমণ করা, পতিগণের ইঙ্গিত বুঝিতে না পারা—এইসব বিষয়ে সতত সাবধান থাকিয়া আমি সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, চন্দ্রতুল্য আহ্লাদ-প্রদানকারী, মহারথী, দৃষ্টিমাত্রশত্রুসংহারকারী, উগ্রবীর্য্য ও প্রতাপশালী পৃথাতনয়গণকে সব সময় সেবা করি।২১-২২

দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব অথবা সর্ব্বালঙ্কারে সুশোভিত প্রচুর ধনবান্ যুবা পুরুষই হউক না কেন, আমি অন্য পুরুষকে মনেও চিন্তা করি না।২৩

পতি ও পতির সেবকগণকে ভোজন না করাইয়া আমি ভোজন করি না, তাঁহাদিগকে স্নান না করাইয়া আমি স্নান করি না এবং তাঁহাদিগকে না শোয়াইয়া আমি নিজে শয়ন করি না।২৪

ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহ প্রত্যাগত পতিকে প্রত্যুত্থান, আসন ও জলের দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া থাকি।২৫

অনর্থং চাপি হসিতং ত্বয়ি স্থানমভীক্ষ্ণশঃ।
অবস্করে চিরং স্থানং নিকুটেষু চ বর্জয়ে ॥২৮

(অন্যালাপমসম্ভোগং পরব্যাপারসংকথাম্।)
অতিহাসাতিরোষৌ চ ক্রোধস্থানানি বর্জয়ে।
নিয়তাহং সদা সত্যে! ভর্তৃণামুপসেবনে ॥২৯

সর্বথা ভর্তৃরহিতং ন মমেষ্টং কথঞ্চন।
যদা প্রবসতে ভর্তা কুটুম্বার্থেন কেনচিৎ ॥৩০

সুমনোবর্ণকাপেতা তদাহমি ব্রতচারিণী
যচ্চ ভর্তা ন পিবতি যচ্চ ভর্তা ন সেবতে ॥৩১

যচ্চ নাশ্নাতি যে ভর্তা সর্বং তদ্ বর্জয়াম্যহম্।
যথোপদেশং নিয়তা বর্তমানা বরাঙ্গনে! ॥৩২

স্বলঙ্কৃতা সুপ্রয়তা ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা।
যে চ ধর্মাঃ কুটুম্বেষু শ্রুতা যে কবিতাঃ পুরা ॥৩৩

অনুতিষ্ঠামি তৎ সর্বং নিত্যকালমতন্দ্রিতা।
ভিক্ষাবলিশ্রাদ্ধমিতি স্থালীপাকাংশ্চ পর্বসু ॥
মান্যানাং মানসৎকারা যে চাস্যে বিদিতা মম ॥৩৪

তান্ সর্বাননুবর্তেঽহং দিবারাত্রমতন্দ্রিতা।
বিনয়ান্ নিয়মাংশ্চৈব সদা সর্বাত্মনাশ্রিতা ॥৩৫

মৃদূন্ দান্তঃ সত্যশীলান্ সত্যধর্মানুপালিনঃ।
আশীবিষানিব ক্রুদ্ধান্ পতীন্ পরিচরাম্যহম্ ॥৩৬

আমি যাবতীয় পত্রসমূহ মার্জিয়া পরিষ্কার রাখি, শুদ্ধ ও সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন যথাসময়ে সকলকে ভোজন করাই, সাবধানচিত্তে ঘরে গোপনে ধান্যাদির সঞ্চয় করি এবং সর্বদা ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি।২৬

আমি এরূপ কথা কখনও বলি না, যাহাতে তিরস্কার শুনিতে হয়, দুষ্ট স্ত্রীগণের সম্পর্ক কখনও করি না, সদা পতিগণের অনুকূল থাকি এবং সর্বদাই অনলসভাবে অবস্থান করি।২৭

আমি পরিহাসের সময় ব্যতিরেকে কখনও পতির সম্মুখে হাসি না, দ্বারদেশে বেশীক্ষণ দাঁড়াই না, আঁস্তাকুড় প্রভৃতি অপবিত্রস্থানে বেশীক্ষণ থাকি না এবং বাগানের মধ্যে বেশীক্ষণ একলা ভ্রমণ করি না।২৮

(নীচ পুরুষের সঙ্গে কথা বলি না, মনে অসন্তোষ ভাব রাখি না বা অন্য পুরুষের চর্চাও করি না) আমি অধিক হাস্য বা অধিক ক্রোধ করি না। ক্রোধের উদ্রেকের কারণগুলি সব সময় বর্জন করি এবং সর্বদাই সত্যভাষিণী হইয়া পতিগণের সেবায় নিরত থাকি।২৯

পতিসেবকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও একলা যাওয়া আমি পছন্দ করি না। যখন স্বামী কোন কুটুম্বের কাজে অন্যত্র চলিয়া যান, তখন আমি পুষ্প ও আভরণের দ্বারা শৃঙ্গার বেশে না সাজিয়া ব্রহ্মচর্য ব্রতচারিণী হইয়া থাকি।

যে পেয় বস্তু স্বামী পান করেন না, স্বামী যাহা ভোগ করেন না ও যে বস্তু স্বামী খান না, আমি সে সকলকেই বর্জন করি।

সুন্দরি! শাস্ত্রের উপদেশানুসারে সকল কর্তব্য নিয়মিতভাবে সম্পাদন করি। বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়াই পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য করি এবং পূর্বে শাশুড়ী নিজ কুটুম্বগণের জন্য যে সকল কর্তব্য কর্মের উপদেশ করেন, অনলসভাবে তাহারও নিত্যই অনুষ্ঠান করি।৩০-৩৩

আমি দিনরাত নিরলসভাবে ভিক্ষাদান, বলি-বৈশ্বদেব, শ্রাদ্ধ, পর্বকালোচিত স্থালীপাকযজ্ঞ, মাননীয় পুরুষগণের সৎকার, বিনয়, নিয়ম, মৃদুতা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের আচরণীয় যে যে ধর্ম আমি জানি, তাহা সবই উৎসাহের সহিত সর্বদা পালন করি।৩৪-৩৫

পত্যাশ্রয়ো হি মে ধর্ম্মো মতঃ স্ত্রীণাং সনাতনঃ।
স দেবঃ সা গতির্নাথা তস্য কা বিপ্রিয়ং চরেৎ ॥৩৭

অহং পতীন্ নাতিশয়ে নাত্যন্নে নাতিভূষণে।
নাপি স্বচ্ছং পরিবদে সর্বদা পরিবর্জিতা ॥৩৮

অবধানেন সুভগে নিত্যোত্থিতভয়েব চ।
ভর্ত্তারো বশগা মহ্যং গুরুশুশ্রূষয়েব চ ॥৩৯

নিত্যমার্য্যামহং কুন্তীং বীরসূং সত্যবাদিনীম্।
স্বয়ং পরিচরাম্যেতাং পানাচ্ছাদন-ভোজনৈঃ ॥৪০

নৈতামতিশয়ে জাতু বস্ত্রভূষণভোজনৈঃ।
নাপি পরিবদে চাহং তাং পৃথাং পৃথিবীসমাম্ ॥৪১

আমার পতিগণ খুবই সত্য ও ধর্মপরায়ণ এবং মৃদুস্বভাব; কিন্তু তথাপি যেমন ক্রুদ্ধ সর্পকে মানুষ ভয় করে, আমিও তেমনই ভয়ের সহিত তাঁহাদের পরিচর্য্যা করি।৩৬

আমি জানি, পতির আশ্রয়ে থাকাই স্ত্রীর সনাতন ধর্ম্ম, পতিই স্ত্রীর দেবতা, পতি ভিন্ন স্ত্রীর অন্য কোন গতি নাই; কোন্ সতী রমণী পতির অপ্রিয় আচরণ করিতে পারে।৩৭

আমি কখনও পতির পূর্ব্বে শয়ন এবং ভোজন করি না, পতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অলঙ্কার ধারণ করি না এবং শাশুড়ীর কখনও নিন্দা করি না। এইভাবে আমি সর্ব্বদা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখি।৩৮

হে সৌভাগ্যশালিনী সত্যভামে! আমি সাবধানে ভোরে উঠিয়াই গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হই। এইরূপে গুরুজনের শুশ্রূষা করি, সেই জন্যই পতিগণ আমার বশীভূত আছেন।৩৯

আমি প্রত্যহই বীরপ্রসবিনী, সত্যবাদিনী, আর্য্যা কুন্তীদেবীকে বস্ত্র, পান ও ভোজনের দ্বারা স্বয়ং স্বহস্তে সেবা করিয়া থাকি।৪০

অষ্টাবগ্র্যে ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি স্ম নিত্যদা।
ভুঞ্জতে রুক্মপাত্রীষু যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥৪২

অশীতি সহস্রাণি স্নাতকা গৃহমেধিনঃ।
ত্রিংশদ্দাসীক একৈকো যান্ বিভর্ত্তি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪৩

দশান্যানি সহস্রাণি যেষামন্নং সুসংস্কৃতম্।
হিরণ্যে রুক্মপাত্রীভির্যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥৪৪

তান্ সর্বানগ্রহারেণ ব্রাহ্মণান্ বেদবাদিনঃ।
যথার্হং পূজয়ামি স্ম পানাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥৪৫

শতং দাসীসহস্রাণি কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
কম্বুকেয়ূরধারিণ্যো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৪৬

আমি শাশুড়ীর অপেক্ষায় ভাল কাপড়, গহনা বা ভোজন গ্রহণ করি না। আমার শাশুড়ী কুন্তীদেবী পৃথিবীতুল্যা ক্ষমাশীলা। আমি কখনও তাঁহার নিন্দা করি না।৪১

সর্ব্বপ্রথমে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে প্রত্যহ আট হাজার ব্রাহ্মণ স্বর্ণপাত্রে ভোজন করেন।৪২

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে ত্রিশ হাজার স্নাতক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহাদিগকে তিনি ভরণপোষণ করিতেন এবং এক একজনের সেবায় ত্রিশ জন দাসী নিযুক্ত করিতেন।৪৩

ইহা ছাড়া দশ হাজার ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী প্রত্যহ সুসংস্কৃত অন্ন সুবর্ণপাত্র হইতে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিতেন।৪৪

আমি সেই সকল বেদবাদী ব্রাহ্মণগণকে বৈশ্বদেব বলি দিবার পর অন্ন, পান ও ভোজনের দ্বারা যথোচিত পূজা করিতাম।৪৫

কুন্তীনন্দন মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের একলক্ষ দাসী ছিল। তাহারা হাতে শঙ্খ ও কেয়ূর এবং কণ্ঠে সুবর্ণের হার ধারণ করিত। এইভাবে তাহারা সর্ব্বদা নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা থাকিত।৪৬

মহার্হমাল্যাভরণাঃ সুবর্ণাস্তন্দনোক্ষিতাঃ।
মণীন্ বেদ চ বিভ্রত্যো নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥৪৭
তাসাং নাম চ রূপঞ্চ ভোজনাচ্ছাদনানি চ।
সর্বাসামেব বেদাহং কর্ম চৈব কৃতাকৃতম্ ॥৪৮
শতং দাসীসহস্রাণি কুন্তীপুত্রস্য ধীমতঃ।
পাত্রীহস্তা দিবারাত্রমতিথীন্ ভোজয়ন্ত্যুত ॥৪৯
শতমশ্বসহস্রাণি দশনাগযুতানি চ।
যুধিষ্ঠিরস্যানুযাত্রমিন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ ॥৫০
এতদাসীৎ তদা রাজ্ঞো যন্মহীঃ পর্যপালয়ৎ।
যেষাং সংখ্যাবিধিং চৈব প্রদিশামি শৃণোমি চ ॥৫১
অন্তঃপুরাণাং সর্বেষাং ভৃত্যানাং চৈব সর্বশঃ।
আগোপালাবিপালেভ্যঃ সর্বং বেদ কৃতাকৃতম্ ॥৫২
সর্বং রাজ্ঞঃ সমুদয়মায়ঞ্চ ব্যয়মেব চ।
একাহং বেদ্মি কল্যাণি পাণ্ডবানাং যশস্বিনি ॥৫৩

যার সর্বং সমাসজ্য কুটুম্বং ভরতর্ষভাঃ।
উপাসনরতাঃ সর্বে বটন্তি বরাননে ॥৫৪

তমহং ভারমাদত্তমনাধৃষ্যং দুরাত্মভিঃ।
সুখং সর্বং পরিত্যজ্য রাত্র্যহানি ঘটামি বৈ ॥৫৫

অধৃষ্যং বরুণস্যেব নিধিপূর্ণমিবোদধিম্।
একাহং বেদ্মি কোষং বৈ পতীনাং ধর্মচারিণাম্ ॥৫৬

অনিশায়াং নিশায়াঞ্চ সহায়া ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
আরাধয়ন্ত্যাঃ কৌরব্যাংস্তুল্যা রাত্রিরহশ্চ মে ॥৫৭

প্রথমং প্রতিবুধ্যামি চরমং সংবিশামি চ।
নিত্যকালমহং সত্যে এতৎ সংবননং মম ॥৫৮

এতজ্জানাম্যহং কর্তুং ভর্তৃসংবননং মহৎ।
অসৎস্ত্রীণাং সমাচারং নাহং কুর্যাং ন কাময়ে ॥৫৯

তাঁহারা মহামূল্য আভরণ, চন্দনাদি অনুলেপন ও মণিময় অলঙ্কারে যেমন বিভূষিতা ছিল, তেমনই সুন্দরী ও নৃত্যগীতনিপুণাও ছিল।৪৭

আমি তাহাদের নাম, রূপ, ভোজন ও আচ্ছাদন-বিষয়ে সকল সংবাদ রাখিতাম এবং তাহারা কে কি করিতেছে বা না করিতেছে, তাহা আমি সবই জানিতাম।৪৮

পরমজ্ঞানী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের ঐ একলক্ষ দাসী পাত্রহস্তে দিবারাত্র অতিথিগণকে ভোজন করাইত।৪৯

মহারাজ যুধিষ্ঠির কোথাও যাত্রা করিলে একলক্ষ ঘোড়া ও হাতী সব সময় তাঁহার অনুগমন করিত। ইহাদের সকলের সংখ্যা গণনা করিয়া যথাবিধি পাঠাইবার ও রাখিবার ব্যবস্থা আমিই করিতাম।৫০-৫১

গোপালক ও মেষপালক হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তঃপুরস্থিত সকল ভৃত্যেরই কাজকর্ম আমি দেখি। তাহারা কি কাজ করে বা না করে, তাহাও আমি দেখিয়া থাকি।৫২

কল্যাণী ও যশস্বিনী সত্যভামে! মহারাজ এবং পাণ্ডবগণের সমস্ত আয় ও ব্যয়ের পরিপূর্ণ হিসাব আমি জানিতাম এবং মনে করিয়া রাখিতাম।৫৩

বরাননে! ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ কুটুম্বগণের সমস্ত ভার আমার উপর দিয়া নিজেরা উপাসনায় নিরত থাকেন এবং তদনুরূপ চেষ্টা করেন।৫৪

আমার উপর প্রদত্ত ঐ ভার কোন দুষ্ট স্ত্রী বা পুরুষ কখনও বহন করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু আমি সকল সুখলিপ্সা পরিত্যাগ করত এই দুর্বহ ভার বহন করিতে দিনরাত্র তৎপর থাকিতাম।৫৫

বরুণদেবের রত্নপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় অধৃষ্য আমার ধর্মাত্মা পতিগণের অক্ষয় ধনভাণ্ডার একা আমিই জানিতাম।৫৬

দিন বা রাত্রি উভয়কালেই ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করিয়া আমি কুরুকুলভূষণ পাণ্ডবগণের সেবায় অহোরাত্র সমভাবে নিরত থাকিতাম।৫৭

হে সত্যে! আমি প্রতিদিনই সকলের পূর্বে

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ধর্মসহিতং ব্যাহৃতং কৃষ্ণয়া তদা।
উবাচ সত্যা সংকৃত্য পাঞ্চালীং ধর্মচারিণীম্ ॥৬০
অভিপন্নাস্মি পাঞ্চালি যাজ্ঞসেনি ক্ষমস্ব মে।
কামকারঃ সখীনাং হি সোপহাসঃ প্রভাষিতম্ ॥৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদপর্বণি ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৩

উঠিতাম এবং সকলের পরে শুইতাম। এই পতিভক্তি ও সেবাই আমার পতি-বশীকরণের উপায় ছিল।৫৯

পতিকে বশীভূত করিবার এই উপায়ই আমি জানি। অসৎ স্ত্রীগণের অবলম্বিত কোন পথকে আমি অবলম্বন করি নাই বা করিতে ইচ্ছুক নহি।৫৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়। সেই সময় ধর্মসংযুক্ত কৃষ্ণার এই কথা শুনিয়া সত্যভামা ধর্মচারিণী পাঞ্চালীকে সমাদর করত বলিলেন, —হে পাঞ্চালি! হে যাজ্ঞসেনি। আমি তোমার শরণাগতা হইলাম। আমার অনুচিত প্রশ্নের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সখীগণের মধ্যে পরিহাস হয়, আমি স্বেচ্ছায় সেইরূপ পরিহাসই করিয়াছি। অন্য কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য নয়।৬০-৬১

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদপর্বে ত্রয়স্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৩

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পতিদেবতসংবননোপায়স্য পত্যুরনন্যভাবেন সেবায়াশ্চ বর্ণনম্ ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

ইদং তু তে মার্গমপেতমোহং
বক্ষ্যামি চিত্তগ্রহণায় ভর্তুঃ।
অস্মিন্ যথাবৎ পথি বর্তমানা
ভর্তারমাচ্ছেৎস্যসি কামিনীভ্যঃ ॥১

নৈতাদৃশং দৈবতমস্তি সত্যে
সর্বেষু লোকেষু সদেবকেষু।
যথা পতিস্তস্য তু সর্বকামা
সত্যাঃ প্রসাদাৎ কুপিতশ্চ হন্যাৎ ॥২

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পতিদেবতকে অনুকূল করিবার উপায় এবং পতিকে অনন্যভাবে সেবার বর্ণন।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—সখি। আমি পতির মনকে আকর্ষণ করিবার এমন পথ বলিব, যাহাতে ভ্রম-প্রমাদের কোন আশঙ্কা নাই। এই পথে ঠিক ঠিক চলিতে পারিলে তুমি অন্য স্ত্রীগণ হইতে পতির মনকে তোমার দিকে অধিক আকর্ষণ করিতে পারিবে।১

হে সত্যে! স্ত্রীলোকের পক্ষে দেবলোকের সহিত সর্বলোকে পতির সমান কোন দেবতা নাই। পতি সন্তুষ্ট থাকিলে পত্নীর সকল কামনা পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু পতি কুপিত হইলে তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়।২

তস্মাদপত্যং বিবিধাশ্চ ভোগাঃ
শয্যাসনান্যুত্তমদর্শনানি।
বস্ত্রাণি মাল্যানি তথৈব গন্ধাঃ
স্বর্গশ্চ লোকো বিপুলা চ কীর্তিঃ ॥৩

সুখং সুখেনেহ ন জাতু লভ্যং
দুঃখেন সাধ্বী লভতে সুখানি।
সা কৃষ্ণমারাধয় সৌহৃদেন
প্রেম্না চ নিত্যং প্রতিকর্মণা চ ॥৪

তথাসনৈশ্চারুভিরগ্র্যবাস্যৈ-
র্দাক্ষিণ্যযোগৈর্বিবিধৈশ্চ গন্ধৈঃ।
অস্যাঃ প্রিয়োঽস্মীতি যথা বিদিত্বা
স্বামেব সংশ্লিষ্যতি তদ্ বিদৎস্ব ॥৫

শ্রুত্বা স্বয়ং দ্বারগতস্য ভর্তুঃ
প্রত্যুত্থিতা তিষ্ঠ গৃহস্য মধ্যে।
দৃষ্ট্বা প্রবিষ্টং ত্বরিতাসনেন
পাদ্যেন চৈনং প্রতিপূজয়স্ব ॥৬

সম্প্রেষিতায়াশ্চ চৈব দাস্যা-
মুত্থায় সর্বং স্বয়মেব কার্য্যম্।
জানাতু কৃষ্ণস্তব ভাবমেতং
সর্বাত্মনা মাং ভজতীতি সত্যে ॥৭

যৎসন্নিধৌ যৎ কথয়েৎ পতিস্তে
যস্যাপ্যগুহ্যং পরিরক্ষিতব্যম্।
কাচিৎ সপত্নী তব বাসুদেবং
প্রত্যাদিশেৎ তেন ভবেদ্ বিরাগঃ ॥৮

প্রিয়াংশ্চ বন্ধূাংশ্চ হিতাংশ্চ ভর্তু-
স্তান্ ভোজনৈর্বা বিবিধৈরুপায়ৈঃ।
যৈস্তৈরুপায়ৈর্বহিরৈশ্চ তস্য
ভিন্দ্যা নিত্যং কুহকোপ্তচৈশ্চ ॥৯

মদং প্রমাদং পুরুষেষু হিত্বা
সংযচ্ছ ভাবং প্রতিগৃহ্য মৌনম্।
প্রত্যুদ্গমাদ্যাবপি তে কুমারৌ
নোপাদিতব্যৌ রহিতে কদাচিৎ ॥১০

পতি হইতে স্ত্রী উপযুক্ত পুত্র, বিবিধ ভোগ, শয্যা, আসন, উত্তম দর্শনীয় বস্তুসমূহ, বস্ত্র, মালা, গন্ধ প্রভৃতি তো লাভ করিতেই পারে, এমন কি স্বর্গ ও বিপুলা কীর্তিও লাভ করিতে পারে।৩

এজগতে শুধু সুখের দ্বারা সুখলাভ করা যায় না, সাধ্বী স্ত্রী দুঃখের দ্বারাই সুখলাভ করে; তুমি সৌহার্দ্দ, প্রেম, সুন্দর বেশভূষা, সুন্দর আসন, উৎকৃষ্ট মাল্য, উদারতা, বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও ব্যবহার-নিপুণতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর আরাধনা কর। তাঁহার সহিত তুমি এইরূপ আচরণ করিবে যে, যাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন—"আমিই সত্যভামার নিকট সমস্ত বস্তু অপেক্ষা প্রিয়", তাহা হইলেই তিনি তোমাকে বক্ষে ধারণ করিবেন।৪-৫

দ্বারের নিকটে আসিয়া ভর্তার স্বর শুনিবামাত্র গৃহমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র পাদ্য ও আসনের দ্বারা তাঁহার যথাযথ-ভাবে পূজা করিবে।৬

হে সত্যে! যদি শ্যামসুন্দর কোন কার্য্যের জন্য দাসীকে প্রেরণ করেন, তুমি নিজেই উঠিয়া সেই কার্য্য করিবে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিবেন যে, "সত্যভামা সমস্ত হৃদয় দিয়া আমার ভজনা করে"।৭

যদি তোমার পতি তোমার নিকট কোন কথা বলেন এবং উহা যদি অশুভও হয়, তথাপি তাহাও গোপন রাখিবে, কাহাকেও বলিবে না। কেননা, তোমার মুখ হইতে শুনিয়া তোমার কোন সপত্নী যদি শ্যামসুন্দরকে সে কথা বলিয়া দেয়, তবে তোমার প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিতে পারে।৮

পতির প্রিয়, অনুরক্ত ও হিতকারী যাঁহারা,

মহাকুলীনাভিরপাপিকাভিঃ
স্ত্রীভিঃ সতীভিস্তব সখ্যমস্তু।
চণ্ডাশ্চ শৌণ্ডাশ্চ মহাশনাশ্চ
চৌরাশ্চ দুষ্টাশ্চপলাশ্চ বর্জ্যাঃ ॥১১
এতদ্ যশস্যং ভগদৈবতঞ্চ
স্বার্থ্যং তথা শত্রুনিবর্হণঞ্চ।
মহার্হমাল্যাভরণাঙ্গরাগা
ভর্ত্তারমারাধয় পুণ্যগন্ধা ॥১২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-সত্যভামা-
সংবাদপর্ব্বণি দ্রৌপদীকর্ত্তব্যকথনে
চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৪

ভাঁহাদিগকে বিবিধ উপায়ে ভোজনাদির দ্বারা আপ্যায়িত করিবে এবং যাহারা তাঁহার শত্রু, উপেক্ষণীয়, অহিতকারী অথবা তাঁহার প্রতি ছল-কপটতাপূর্ণ ব্যবহার করে, তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবে।৯

অন্য পুরুষগণের প্রতি মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া মৌন অবলম্বন করত নিজের মনোভাবকে গোপন করিয়া সংযত রাখিবে। এমন কি, তোমারই পুত্র যুবক প্রদ্যুম্ন ও শাম্বের সহিতও নির্জ্জনে বাস করিবে না।১০

উচ্চবংশসম্ভূতা, অপাতক্তিনী সতীনারীগণের সহিতই মধ্যভাব রাখিবে। অত্যন্ত ক্রোধস্বভাবা, পানোন্মত্তা, অধিকভোজনকারিণী, চৌরস্বভাবা, দুষ্টা ও চপলা স্ত্রীগণের সংসর্গ একেবারে বর্জ্জন করিবে।১১

তুমি বহুমূল্য আভরণ ও অঙ্গরাগে এবং সুগন্ধি পুষ্পমালো বিভূষিতা হইয়া সদা শ্যামসুন্দরের আরাধনা কর। ইহাতে তোমার যশ ও সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হইবে এবং মনোরথের সিদ্ধি ও শত্রুর বিনাশ হইবে।১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদপর্ব্বে দ্রৌপদীকর্ত্তৃক কর্ত্তব্যকথনবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৪

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদীং সমাশ্বাস্য শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভাময়োর্দ্বারকাগমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
মার্কণ্ডেয়াদিভির্বিপ্রৈঃ পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
কথাভিরনুকূলাভিঃ সহ স্থিত্বা জনার্দ্দনঃ ॥১
তত্তৈস্তৈঃ সংবিদং কৃত্বা যথাবন্মধুসূদনঃ।
আরুরুক্ষুঃ রথং সত্যামাহ্বয়ামাস কেশবঃ ॥২
সত্যভামা ততস্তত্র স্থজিত্বা দ্রুপদাত্মজাম্।
উবাচ বচনং হৃদ্যং যথাভাবং সমাহিতম্ ॥৩

কৃষ্ণে মা দুঃ ততোঽকণ্ঠা মা ব্যথা মা প্রজাগরঃ।
ভর্ত্তৃভির্ধৈবশক্তাসৈজিতাং প্রাপ্স্যসি মেদিনীম্ ॥৪

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীকে আশ্বাস প্রদান করত শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার দ্বারকায় গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনার্দ্দন মার্কণ্ডেয়াদি ব্রাহ্মণগণ এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত অনুকূল কথাবার্ত্তায় অনেকক্ষণ কাটাইয়া মধুসূদন কেশব তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত রথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া সত্যভামাকে ডাকিলেন।১-২

ন ত্বেবং শীলসম্পন্না নৈবং পুত্রিতলক্ষণাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি চিরং ক্লেশং যথা ত্বমসিতেক্ষণে ॥৫

অবশ্যক ত্বয়া ভূমিরিয়ং নিহতকণ্টকা।
ভর্ত্তৃভিঃ সহ ভোক্তব্যা নির্ব্বন্ধেতি শ্রুতং ময়া ॥৬

ধার্ত্তরাষ্ট্রবধং কৃত্বা বৈরাণি প্রতিযাত্য চ।
যুধিষ্ঠিরস্যাং পৃথিব্যাং দ্রক্ষ্যসি দ্রুপদাত্মজে ॥৭

যাস্তাঃ প্রব্রজমানা ত্বাং প্রাহসন্ দর্পমোহিতাঃ।
তাঃ ক্ষিপ্রং হতসঙ্কল্পা দ্রক্ষ্যসি ত্বং কুরূস্ত্রিয়ঃ ॥৮

তব দুঃখোপপন্নায়া বৈরাচরিতমপ্রিয়ম্।
বিদ্ধি সম্প্রস্থিতান্ সর্ব্বাংস্তান্ কৃষ্ণে যমসাদনম্ ॥৯

পুত্রস্তে প্রতিবিন্ধ্যশ্চ সুতসোমস্তথাধিকঃ।
শ্রুতকর্ম্মার্জ্জুনিশ্চৈব শতানীকশ্চ নাকুলিঃ ॥১০

সহদেবাচ্চ যো জাতঃ শ্রুতসেনস্তবাত্মজঃ।
সর্ব্বে কুশলিনো বীরাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ সুতাস্তব ॥১১

অভিমন্যুরিব প্রীত্যা দ্বারবত্যাং বৃতা ভৃশম্।
ধর্ম্মিষ্ঠৈষাং সুভদ্রা চ প্রীত্যা সর্ব্বাত্মনা স্থিতা ॥১২

প্রীয়তে তব নির্ব্বন্ধা তেষ্বপ্যতিবিশেষতঃ।
দুঃখিতা তেন দুঃখেন সুখেন সুখিতা তথা ॥১৩

অজেৎ সর্ব্বাত্মনা চৈব প্রদ্যুম্নজননী তথা।
তানুপ্রবৃত্তিরিষ্টেষু বিশিনষ্টি চ কেশবঃ ॥১৪

তখন সত্যভামা দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিয়া একাগ্রতাসহকারে এই প্রিয় ভাব-যুক্ত কথাগুলি বলিলেন।৩

হে কৃষ্ণে। তুমি উৎকণ্ঠিতা ও ব্যথিতা হইয়া রাত্রি জাগরণ করিও না। তুমি অবিলম্বেই দেবতুল্য পতিগণের দ্বারা বিজিতা মেদিনীকে প্রাপ্ত হইবে।৪

হে ভামলোচনে। তোমার ন্যায় শীলসম্পন্না ও প্রশস্তলক্ষণসম্পন্না নারীগণ চিরকাল ক্লেশভোগ করেন না।৫

আমি মহাত্মাগণের নিকট শুনিয়াছি যে, তুমি অবিলম্বেই পতিগণকর্ত্তৃক নির্ব্বন্ধ ও নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিবে।৬

দ্রুপদতনয়ে! তুমি দেখিতে পাইবে যে, দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বধ করিয়া ও পূর্ব্ব-শত্রুতার প্রতিশোধ লইয়া যুধিষ্ঠির এই পৃথিবীকে রাজ্যরূপে লাভ করিবেন।৭

তোমার বনগমনের সময় যে কুরুস্ত্রীগণ দর্পান্ধা হইয়া তোমাকে দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিয়াছে, তাহারা অবিলম্বেই নিজ পতিগণকে নিরাশা হইয়া দুরবস্থা মধ্যে পতিত দেখিতে পাইবে।৮

হে কৃষ্ণে। যে সকল পুরুষ দুঃখার্ত্তা তোমার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছে, শীঘ্রই তাহাদিগকে যমালয়ে উপস্থিত দেখিতে পাইবে।৯

যুধিষ্ঠিরের ঔরসজাত প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনজাত সুতসোম, অর্জ্জুনপুত্র শ্রুতকর্ম্মা, নকুলতনয় শতানীক এবং সহদেবের ঔরসজাত শ্রুতসেন এই তোমার পুত্রগণ সকলেই দ্বারকায় কুশলে আছে এবং সকলেই অস্ত্রবিদ্যানিপুণ ও বীর হইয়াছে।১০-১১

অভিমন্যুর ন্যায় তোমার পুত্রগণ সকলেই দ্বারকায় আনন্দে অবস্থান করিতেছে এবং দ্বারকানগরী তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়। সুভদ্রাও তোমার ন্যায় তাহাদের সকলকেই সর্ব্বপ্রকারে প্রসন্নচিত্তে পালন করিতেছেন।১২

সুভদ্রা দেবী কাহারও উপর ভেদভাব না রাখিয়া তোমার সকল পুত্রের উপর সমান স্নেহ বর্ষণ করত সকলের দুঃখে সমান দুঃখ এবং সকলের সুখে সমান সুখ অনুভব করিতেছেন।১৩

প্রদ্যুম্নের জননী রুক্মিণী দেবীও তাহাদের সকলকে সর্ব্বপ্রকারে পালন করিতেছেন। স্বয়ং কেশব ভানু প্রভৃতি নিজ পুত্রগণের চেয়েও ইহাদিগকে অধিক স্নেহের দ্বারা পালন করিতেছেন।১৪

ভোজনাচ্ছাদনে চৈষাং নিত্যং যে শ্বশুরঃ স্থিতঃ।
বাষ্ণেয়াশ্চান্ধকাশ্চৈব সর্বে ভজন্ত্যন্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥১৫

তুল্যো হি স্নেহস্তেষাং প্রদ্যুম্নস্য চ ভামিনি।
এবমাদি প্রিয়ং সত্যাং হৃদ্যমুক্ত্বা মনোঽনুগম্ ॥১৬

গমনায় মনশ্চক্রে বাসুদেবরথং প্রতি।
তাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণমহিষী চকারাভিপ্রদক্ষিণম্ ॥১৭

আমার শ্বশুরদেব উহাদের ভোজন ও আচ্ছাদনের ব্যবস্থা যথাযথ করিতেছেন এবং বলরাম বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় পুরুষগণ সকলেই তাহাদিগকে ভালবাসেন।১৫

হে ভামিনি! তোমার পুত্রগণ ও প্রদ্যুম্নের উপর তাহাদের স্নেহ সমভাবে বর্তমান। এইরূপ হৃদয়ের প্রিয়, সত্য ও মনের অনুকূল অনেক প্রিয় কথা বলিয়া কৃষ্ণাকে প্রদক্ষিণ করত শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের রথের দিকে অগ্রসর হইলেন।১৬-১৭

আরুরোহ স্বয়ং শৌরেঃ সত্যভামাথ ভামিনী।
স্ময়িত্বা তু বসুশ্রেষ্ঠো দ্রৌপদীং পরিসান্ত্ব্য চ।
উপাবর্ত্য ততঃ শীঘ্রৈর্হরৈঃ প্রায়াৎ পুরং স্বকম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদ-পর্বণি কৃষ্ণগমনে পঞ্চত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৫

সত্যভামা সুরনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রথে আরোহণ করিলেন। বসুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণও স্মিতহাস্যে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়া আগমন করত শীঘ্রগামী অশ্বযোজিত রথের দ্বারা দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত দ্রৌপদী-সত্যভামাসংবাদপর্বে শ্রীকৃষ্ণগমনবিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৫

(ঘোষযাত্রাপর্ব)

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা ধৃতরাষ্ট্রস্য খেদঃ, চিন্তাপূর্ণা উক্তিশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

এবং বনে বর্ত্তমানা নরাগ্র্যাঃ
শীতোষ্ণবাতাতপকর্শিতাঙ্গাঃ।
সরস্তদাসাদ্য বনঞ্চ পুণ্যং
ততঃ পরং কিমকুর্বত পার্থাঃ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পরন্তদাসাদ্য তু পাণ্ডুপুত্রা
জনং সমুৎসৃজ্য বিধায় বেশম্।
বনানি রম্যাণ্যথ পর্বতাংশ্চ
নদীপ্রদেশাংশ্চ তদা বিচেরুঃ ॥২

(ঘোষযাত্রা পর্ব। ১)

ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের সমাচার শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও চিন্তাপূর্ণ উক্তি।]

জনমেজয় বলিলেন,—এইরূপে শীত, গরম, বাতাস, রৌদ্র দ্বারা কৃশ শরীর হইয়া বনে বাস করত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে সেই পবিত্র সরোবরের তীরে কি করিতে লাগিলেন?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুপুত্রগণ জনসমুদায়কে বিদায় দান করিয়া সেখানে বাসের জন্য কুটীর নির্মাণ করত সেই সরোবরের নিকটবর্তী বনভূমি পর্বত ও নদীর তটপ্রদেশে আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।২

তথা বনে তান্ বসতঃ প্রবীরান্
স্বাধ্যায়বন্তশ্চ তপোধনাশ্চ।
অভ্যাযযুর্বেদবিদঃ পুরাণা-
স্তান্ পূজয়ামাসুরথো নরাগ্র্যাঃ ॥৩

ততঃ কদাচিৎ কুশলঃ কথাসু
বিপ্রোঽভ্যগচ্ছদ্ ভুবি কৌরবেয়ান্।
স তৈঃ সমেত্যাথ যদৃচ্ছয়ৈব
বৈচিত্রবীর্য্যং নৃপমভ্যগচ্ছৎ ॥৪

অথোপবিষ্টঃ প্রতিসৎকৃতশ্চ
বৃদ্ধেন রাজ্ঞা কুরুসত্তমেন।
প্রচোদিতঃ সংকথয়াম্বভূব
ধর্মানিলেন্দ্রপ্রভবান্ যমৌ চ ॥৫

কৃশাংশ্চ বাতাতপকর্শিতাঙ্গান্
দুঃখস্য চোগ্রস্য মুখে প্রপন্নান্।
তাং চাপ্যনাথামিব যাজ্ঞসেনীং
কৃষ্ণাং পরিক্লেশগণেন যুক্তাম্ ॥৬

ততঃ কথান্তে নিশম্য রাজা
বৈচিত্রবীর্য্যঃ কৃপয়াভিতপ্তঃ।
বনে তথা পার্থিবপুত্রপৌত্রান্
শ্রুত্বা তথা দুঃখবশীং প্রপন্নাম্ ॥৭

প্রোবাচ দৈন্যাভিহতান্তরাত্মা
নিঃশ্বাসবাতোপহতোত্তমাঙ্গঃ।
বাচং কথঞ্চিৎ স্থিরতামুপেত্য
তৎ সর্বমাত্মপ্রভবং বিচিন্ত্য ॥৮

কথং নু সদ্যঃ শুচিরার্য্যবৃত্তো
জ্যেষ্ঠঃ সুতানাং মম ধর্মরাজঃ।
অজাতশত্রুঃ পৃথিবীতলে স্ম
শেতে পৃথা বাহুকটশায়ী ॥৯

বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে বনে সমাগত জানিয়া বেদাধ্যয়ননিরত বেদবিদ্ তপস্বী পুরাতন ব্রাহ্মণগণ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের যথোচিত পূজা করিলেন।৩

তারপর একদিন কোন এক কথকতাকুশল ব্রাহ্মণ বনভূমিতে পাণ্ডবগণের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া হস্তিনাপুরে কৌরবগণের নিকট যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করিলেন।৪

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ও বয়োবৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক সংকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ উপবেশন করিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই পঞ্চ পাণ্ডবের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ তাঁহাদের কথা বলিতে লাগিলেন।৫

তিনি বলিলেন,—বাতাস ও রৌদ্রে কৃষ্ণশরীর অতএব দুঃখমুখে প্রবিষ্ট পাণ্ডবগণ এবং বীরপত্নিগণ বর্তমান থাকিতেও অনাথার ন্যায় ক্লেশভোগিনী দ্রৌপদীর কথা বর্ণনা করিলেন।৬

সেই ব্রাহ্মণের বর্ণনা শুনিয়া বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র দয়ায় দ্রবিত হইয়া দুঃখপ্রাপ্ত হইলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে, রাজার পুত্র ও পৌত্র হইয়াও পাণ্ডবগণ এইরূপ দুঃখদশাতে মজ্জিত হইয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি আর্ত হইয়া অতি দীনভাবে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং কোনরূপে ধৈর্য্য ধারণ করত সব কিছুই নিজ কৃতকর্মের পরিণাম চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন।৭-৮

অহো! যে যুধিষ্ঠির আমার পুত্রগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ, সত্যবাদী, পবিত্র ও সদাচারী এবং যে প্রথমে মৃদু মৃগের নরম রোমনির্মিত শয্যায় শয়ন করিত, সেই অজাতশত্রু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূতলে

প্রবোধ্যতে মাগধসূতপুত্রৈ-
নিত্যং স্তবদ্ভিঃ স্বয়মিন্দ্রকল্পঃ।
পতত্রিসঙ্ঘৈঃ স অবন্তরাত্রে
প্রবোধ্যতে সুনিভৃতাতলস্থঃ ॥১০

কথং নু বাতাতপকর্ষিতাঙ্গো
বৃকোদরঃ কোপপরিপ্লুতাক্ষঃ।
শেতে পৃথিব্যামতথোচিতাঙ্গঃ
কৃষ্ণাসমক্ষং বসুধাতলস্থঃ ॥১১

তথার্জ্জুনঃ সুকুমারো মনস্বী
বলে স্থিতো ধর্মসুতস্য রাজ্ঞঃ।
বিদূয়মানৈরিব সর্বগাত্রৈ-
র্ধ্রুবং ন শেতে বসতীরমর্ষাৎ ॥১২

যমৌ চ কৃষ্ণাঞ্চ যুধিষ্ঠিরঞ্চ
দৃষ্ট্বা তথাবিপ্রসুতং।

বিনিঃশ্বসন্ সর্প ইবোগ্রতেজা
ধ্রুবং ন শেতে বসতীরমর্ষাৎ ॥১৩

তথা যমৌ চাপ্যসুখৌ সুখার্হৌ
সমুদ্ভরূপাবসমৌ দিবীব।
প্রজাগরস্থৌ ধ্রুবমপ্রশান্তৌ
ধর্মেণ সত্যেন চ বার্য্যমাণৌ ॥১৪

সমীরণেনাথ সমো বলেন
সমীরণস্যৈব সুতো বলীয়ান্।
স ধর্মপাশেন নিবদ্ধোঽগ্রজেন
ধ্রুবং বিনিঃশ্বস্য সহস্যমর্ষম্ ॥১৫

স চাপি ভূমৌ পরিবর্ত্তমানো
বৃকোদরঃ মম কাঙ্ক্ষমাণঃ।
সত্যেন ধর্মেণ চ বার্য্যমাণঃ।
কালং প্রতীক্ষত্যধিকো বলেছক্তৈঃ ॥১৬

কেমন করিয়া শয়ন করিতেছে ?৯

যে যুধিষ্ঠিরকে মগধদেশীয় বন্দিগণ স্তুতিগান করিয়া জাগাইত, যে সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী ও পরাক্রমী, সেই রাজা যুধিষ্ঠির এখন নিশ্চয়ই ভূতলে শয়ন করিতেছে এবং রাত্রির শেষপ্রহরে পক্ষিগণের কলরবে জাগরিত হইতেছে।১০

বায়ু ও রৌদ্রের কষ্ট সহ্য করিয়া ভীমের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। তাহার এখন প্রতি অঙ্গ ক্রোধে পূর্ণ হইয়াছে। সেই বৃকোদর দ্রৌপদীর সমক্ষেই কিরূপে ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেছে? তাহার শরীর এইরূপ কষ্ট ভোগ করিবার যোগ্য নহে।১১

এইরূপ সুকুমার, মনস্বী রাজা যুধিষ্ঠিরের সহায়ীভূত অর্জ্জুনও নিশ্চয়ই ভূতলে শয়ন করিয়া অমর্ষবশতঃ সর্ব্বশরীরে সন্তাপ ভোগ করিতা

রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতেছে না।১২

যমজ দুই ভাই নকুল ও সহদেব, যুধিষ্ঠির, ভীম ও কৃষ্ণাকে সুখভ্রষ্ট দেখিয়া তাহার তেজস্বী অর্জ্জুন ব্যথিত হৃদয়ে সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিশ্চয়ই রাত্রিতে নিদ্রা যায় না।১৩

এইরূপ সুখভোগযোগ্য নকুল ও সহদেবেরও মনে সুখ নাই। অতি সুন্দর সুপুরুষ নকুল ও সহদেব স্বর্গস্থিত দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় দুর্লভ রূপবান্ হইয়া কেবল সত্য ও ধর্ম্মের অনুরোধে ভূমিতলে শয়ন করিলেও নিশ্চয়ই রাত্রিতে অমর্ষভাববশতঃ ঘুমাইতে পারে না।১৪

বায়ুতুল্য বলশালী বায়ুপুত্র শক্তিমান্ ভীম অগ্রজের ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়াই দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সকল কষ্ট সহ্য করিতেছে।১৫

অজাতশত্রৌ তু জিতে নিকৃত্যা
দুঃশাসনো যৎ পুরুষাপ্যবোচৎ।
তানি প্রবিষ্টানি বৃকোদরাঙ্গং
দহন্তি কক্ষাগ্নিরিবেন্ধনানি ॥১৭

ন পাপকং ব্যাহরতি ধর্মপুত্রো
ধনঞ্জয়শ্চাপ্যনুবর্ততে তম্।
অরণ্যবাসেন নিবর্ধতে তু
ভীমস্য কোপোঽগ্নিরিবানিলেন ॥১৮

স তেন কোপেন বিদহ্যমানঃ
করং করেণোন্নিপীড্য বীরঃ
নিঃশ্বসন্ভুজগেন্দ্রবদ্ভীম ঘোরং
দহন্নিবেমান্ মম পুত্রপৌত্রান্ ॥১৯

গাণ্ডীবধন্বা চ বৃকোদরশ্চ
সংরম্ভিণাবন্তককালকল্পৌ।
ন শেষয়েতাং যুধি শত্রুসেনাং
শরান্ বিসৃজ্যাবসানপ্রকাশান্ ॥২০

দুর্যোধনঃ শকুনিঃ সূতপুত্রো
দুঃশাসনশ্চাপি সুহৃদ্দুশ্চেতাঃ।
মধু প্রপশ্যন্তি ন তু প্রপাতং
যদ্ দ্যূতমালম্ব্য হরন্তি রাজ্যম্ ॥২১

শুভাশুভং কর্ম নরো হি কৃত্বা
প্রতীক্ষতে তস্য ফলং স্ম কর্তা।
স তেন মুহ্যত্যবশঃ ফলেন
মোক্ষঃ কথং স্যাৎ পুরুষস্য তস্মাৎ ॥২২

ক্ষেত্রে সুকৃষ্টে হ্যুপিতে চ বীজে
দেবে চ বর্ষত্যুতকালযুক্তম্।
ন স্যাৎ ফলং তস্য কুতঃ প্রসিদ্ধি-
র্যস্যত্র নৈবানিহ চিন্তয়ামি ॥২৩

সমরাঙ্গনে সকলের চেয়ে অধিক পরাক্রমশালী ভীম নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণের বধ আকাঙ্ক্ষা করিয়া শুধু সত্য ও ধর্মের অনুরোধে ভূতলে পরিবর্তিত হইয়া কেবল কালের প্রতীক্ষা করিতেছে।১৬

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কপটতার দ্বারা পাশা খেলায় পরাজিত হইলে দুঃশাসন যে সকল কর্কশ বাক্য বলিয়াছিল, তাহা বৃকোদরের অঙ্গে প্রবেশ করিয়া অগ্নি যেমন তৃণাদি ইন্ধনকে দগ্ধ করে, সেইরূপ বৃকোদরের অঙ্গসমূহকে দগ্ধ করিতেছে।১৭

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আমার অপরাধের কথা মনে না করিতে পারে এবং অর্জুনও হয়ত তাহারই অনুবর্তন করিবে, কিন্তু অরণ্যবাসদুঃখে ভীমের কোপ বায়ুদ্বারা বর্ধিত অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে।১৮

সেই ক্রোধে দহ্যমান হইয়া সেই বীরবর বৃকোদর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক হাতে হাত রগড়াইয়া নিশ্চয়ই আমার পুত্রগণকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।১৯

গাণ্ডীবধন্বা অর্জুন ও বৃকোদর যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহারা সাক্ষাৎ যমরাজ কালতুল্য হইয়া যায়। তাহারা যুদ্ধস্থলে বজ্রতুল্য শরসমূহ নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের নিশ্চয়ই অবশেষ রাখিবে না।২০

দুর্যোধন, শকুনি, সূতপুত্র কর্ণ ও দুঃশাসন—ইহারা সকলেই অত্যন্ত মন্দমতি; কারণ, পাশা-খেলার সাহায্যে তাহারা অন্যের রাজ্য অপহরণ করিয়াছে। তাহারা বৃক্ষশাখায় মধুচক্রে মধু দেখিতেছে, কিন্তু উহার আহরণে পতনের যে ভয় আছে, তাহা ভাবিতেছে না।২১

শুভাশুভ কর্ম করিয়া মানুষ যখন তাহার ফলের জন্য প্রতীক্ষা করে, তখন অবশ্য সেই

কৃতং মতাক্ষেণ যথা ন সাধু
সাধুপ্রবৃত্তেন চ পাণ্ডবেন।
ময়া চ দুষ্পুত্রবশানুগেন
তথা কুরূণামযমন্তকালঃ ॥২৪

ধ্রুবং প্রবাস্তত্যজমীরিতোঽপি
ধ্রুবং প্রজাস্তত্যজতী মমিতী বা।
ধ্রুবং দিনাদৌ রজনী প্রণাশ-
স্তথা ক্ষপাদৌ চ দিনপ্রণাশঃ ॥২৫

ক্রিয়েত কস্মাদপরে চ কুর্যু-
র্বিত্তং ন মত্যাঃ পুরুষাঃ কথঞ্চিৎ।
প্রাপ্যার্থকালঞ্চ ভবেদনর্থঃ
কথং ন তৎ স্যাদিতি তৎ কুতঃ স্যাৎ ॥২৬

কথং ন বিদ্যেত্র ন চ ব্রবেত
ন চ প্রসিচ্যেদিতি রক্ষিতব্যম্।
অরক্ষ্যমাণং নশ্যতি প্রকীর্য্যেদ্
ধ্রুবং ন নাশোঽস্তি কৃতস্য লোকে ॥২৭

গতো হ্যরণ্যাদপি শক্রলোকং
বনঞ্জয়ঃ পশ্যত বীর্য্যমস্য।
অস্ত্রাণি দিব্যানি চতুর্বিধানি
জ্ঞাত্বা পুনর্লোকমিমং প্রপন্নঃ ॥২৮

স্বর্গং হি গত্বা সশরীর এব
কো মানুষঃ পুনরাগন্তুমিচ্ছেৎ।
অন্যত্র কালোপহতাননেকান্
সমীক্ষমাণস্তু কুরূন্ মুমূর্ষূন্ ॥২৯

ফলের বশীভূত হইয়া পড়ে; এই অবস্থায় ঐ মানুষের মোহ হইতে মুক্তি কি করিয়া হইবে ?২২

আমি চিন্তা করিতেছি যে, ক্ষেত্র কর্ষণ করা হইল, বীজ বপন করা হইল এবং দেবতাও যথা-সময়ে বর্ষণ করিলেন; কিন্তু তারপরও যদি ফল না হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধরূপ দৈব ছাড়া আর কাহাকে বিফলতার কারণ বলা যাইবে ?২৩

দ্যূতনিপুণ শকুনি সাধুবৃত্তিসম্পন্ন পাণ্ডুপুত্রের সহিত পাশা খেলিয়া ভাল কাজ করে নাই। আমিও কুপুত্রের বশীভূত হইয়া ভাল কাজ করি নাই। আমার মনে হয়, কৌরবগণের অন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।২৪

ভাগ্যদেবতা দ্বারা প্রেরিত না হইয়াও বায়ু যথা-সময়ে প্রবাহিত হয়, গর্ভিণী যথাসময়ে সন্তান প্রসব করে, দিনের আরম্ভে রজনীর এবং রজনীর প্রারম্ভে দিনের অবশ্যই নাশ হয়। (যেমনই কুকর্ম্মের ফলও অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে)।২৫

যদি এই বিশ্বাস জন্মায়, তবে লোভ-বশবর্ত্তী হইয়া অযোগ্য কর্ম্ম কেন করিব এবং অন্য মানুষই বা কুকর্ম্ম কেন করিবে? অর্থের ব্যবহারের কাল উপস্থিত হইলেও পুরুষ তাহার সদ্ব্যবহার কেন করে না? বুদ্ধিমান্ মানুষই বা উপার্জ্জিত ধন দান করে না কেন? অর্থের সদ্ব্যবহার না করিলে উহা অনর্থ সৃষ্টি করে—ইহা লোকে ভাবে না। অতএব বিচার করিতে হইবে যে, ঐ ধনের সদ্ব্যবহার কেন হইতেছে না এবং কিরূপে হইবে ?২৬

অর্জ্জিত ধনের যদি সদুপভোগ না করা হয়, তবে উহা কাঁচা মাটির ঘড়ার রক্ষিত জলের ন্যায় নিঃসৃত হইয়া কেন নষ্ট হইবে না—ইহা চিন্তা করিয়া উহার রক্ষা করাই কর্ত্তব্য। যদি যথাযথ বিভাজন দ্বারা ধন সদ্ভাবে রক্ষিত না হয়, তবে এই ধন অবশ্যই শতরূপে বিকীর্ণ হইয়া নষ্ট হইবে। সুতরাং কৃতকর্ম্মের ফল কখনই নষ্ট হয় না, উহার ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী।২৭

ধনঞ্জয়ের বীর্য্য দেখ; সে এইলোক হইতে সশরীরে ইন্দ্রলোকে গেল এবং চতুর্বিধ দিব্যাস্ত্র

ধনুর্দ্ধরশ্চার্জ্জুনঃ সব্যসাচী
ধনুশ্চ তদ্ গাণ্ডিবং ভীমবেগম্।
অস্ত্রাণি দিব্যানি চ তানি তস্য
ত্রয়স্য তেজঃ প্রসহেত কোঽন্যঃ ॥৩০
নিশম্য তদ্বচনং পার্থিবস্য
দুর্য্যোধনং রহিতে সৌবলোঽথ।
অবোধয়ৎ কর্ণমুপেত্য সর্বং
স চাপ্যহৃষ্টোঽভবদল্পচেতাঃ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রখেদবাক্যে ষট্‌ত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৬

শিক্ষা করিয়া পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিল।২৮

কালের বশীভূত অসংখ্য কৌরবগণকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া তাহাদের বধ করিবার ইচ্ছা না থাকিলে সমরাঙ্গনে স্বর্গে গমন করিয়া অর্জ্জুন ভিন্ন কোন্ মানুষ পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে চায়।২৯

ধনুর্দ্ধারী সব্যসাচী অর্জ্জুন, তাহার ভয়ানক বেগবান্ গাণ্ডীবধনু এবং প্রাপ্ত সমস্ত দিব্যাস্ত্র—এই তিনের মিলিত বেগকে সহ্য করিতে পারে, এমন লোক জগতে কে আছে?৩০

এতান্তে কথিত ধৃতরাষ্ট্রের এই কথাগুলি সুবলপুত্র শকুনি গোপনে শুনিয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণকে সব বলিলেন। তাহাতে মন্দমতি দুর্য্যোধন উদাস ও চিন্তিত হইলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের খেদযুক্তবচনবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৬

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বনে পাণ্ডবদিগের সমীপে গমনার্থ কর্ণ-শকুনিভিন্ন দুর্য্যোধনের প্রবোচনাদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য তদ্ বাক্যং নিশম্য শকুনিস্তদা।
দুর্য্যোধনমিদং কালে কর্ণেন সহিতোঽব্রবীৎ ॥১
প্রব্রাজ্য পাণ্ডবান্ বীরান্ স্বেন বীর্য্যেণ ভারত।
ভুঙ্‌ক্ষ্বেমাং পৃথিবীমেকো দিবি শক্রবরা যথা ॥২
(ত্বয্যস্ত পৃথিবী রাজন্নখিলা সাগরাম্বরা।
সপর্ব্বতবনারামা সহ স্থাবরজঙ্গমা ॥)
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রতীচ্যোদীচ্যবাসিনঃ।
কৃতাঃ করপ্রদাঃ সর্বে রাজানস্তে নরাধিপ ॥৩

সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বনে পাণ্ডবগণের নিকট যাইবার জন্য শকুনি ও কর্ণকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে প্ররোচনা দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্রের ঐ কথা শুনিয়া শকুনি দুর্য্যোধন ও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে বলিতে লাগিলেন।১

হে ভারত। তুমি নিজ বীর্য্যে বীর পাণ্ডবগণকে দেশ হইতে বিতাড়নপূর্ব্বক বনবাসী করিয়া শম্বরাসুরহন্তা ইন্দ্রের স্বর্গভোগের ন্যায় একাই এই পৃথিবী ভোগ কর।২

(রাজন্! পর্ব্বত, বন, উপবন, স্থাবর ও জঙ্গম-পূর্ণা, সাগরাম্বরা সমগ্রা এই পৃথিবী তোমার

যা হি সা দীপ্যমানেব পাণ্ডবানভজৎ পুরা।
সাদ্য লক্ষ্মীস্ত্বয়া রাজন্নবাপ্তা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥৪

ইন্দ্রপ্রস্থগতে যাং তাং দীপ্যমানাং যুধিষ্ঠিরে।
অপশ্যাম শ্রিয়ং রাজন্ দৃশ্যতে সা তবাদ্য বৈ ॥৫

শত্রবস্তব রাজেন্দ্র ন চিরং শোককর্শিতাঃ।
সা ত্ব বুদ্ধিবলেনেহ রাজংস্তস্মাদ্ যুধিষ্ঠিরাৎ ॥৬

ত্বয়া ক্ষিপ্তা মহাবাহো দীপ্যমানেব দৃশ্যতে।
তথৈব তব রাজেন্দ্র রাজানঃ পরবীরহন্ ॥৭

শাসনেহবস্থিতাঃ সর্বে কিং কৃম ইতিবাদিনঃ।
তবেয়ং পৃথিবী রাজন্ নিখিলা সাগরাম্বরা ॥৮

সপর্বত-বনা দেবী সগ্রাম-নগরাকরা
নানাবমোদ্দেশবতী পরৈরুপশোভিতা ॥৯

(নানাধ্বজপতাকাভা স্ফীতরাষ্ট্রা মহাবলা।)
বন্দ্যমানো দ্বিজৈ রাজন্ পূজ্যমানশ্চ রাজভিঃ।
পৌরুষাদ্ দিবি দেবেষু ভ্রাজসে রশ্মিবানিব ॥১০

রুদ্রৈরিব যমো রাজা মরুদ্ভিরিব বাসবঃ।
কুরুভিস্ত্বং বৃতো রাজন্ ভাসি নক্ষত্রবাড়িব ॥১১

যৈঃ স্ম তে নাভ্রিয়েতাজ্ঞা ন চ যে শাসনে স্থিতাঃ।
পশ্যাবস্থাং শ্রিয়া হীনান্ পাণ্ডবান্ বনবাসিনঃ ॥১২

শ্রূয়তে হি মহারাজ সরো দ্বৈতবনং প্রতি।
বসন্তঃ পাণ্ডবাঃ সার্ধং ব্রাহ্মণৈর্বনবাসিভিঃ ॥১৩

স প্রয়াহি মহারাজ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ।
তাপয়ন্ পাণ্ডুপুত্রাংস্ত্বং রশ্মিবানিব তেজসা ॥১৪

করতলগতা।) হরনাথ! প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য, প্রতীচ্য ও উদীচ্য—সমস্ত দেশবাসী রাজারা তোমাকে কর প্রদান করিতেছে।৩

রাজন্! যেদীপ্যমানার ন্যায় যে রাজলক্ষ্মী এক সময় পাণ্ডবগণকে ভজনা করিত, সেই লক্ষ্মী আজ ভ্রাতৃগণের সহিত তোমাকেই ভজনা করিতেছে।৪

মহারাজ! ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরে যে দেদীপ্যমানা লক্ষ্মীকে দেখিয়াছিলাম, আজ সেই লক্ষ্মী তোমাতে দেখিতেছি।৫

হে রাজেন্দ্র! তোমার শত্রুগণ অচিরেই শোকে দুর্ব্বল হইয়া মিরিয়াছে। মহাবাহো! রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই লক্ষ্মীকে তুমি বুদ্ধিবলে কাড়িয়া লইয়াছ। আজ সেই লক্ষ্মীকে এখানে দেদীপ্যমানা দেখিতেছি।

হে শত্রুবীরহন্তা মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের ন্যায় আজ সকল রাজা 'আপনার কি কার্য্য সাধন করিব' এই বলিয়া তোমার শাসনের অধীন হইয়াছে।৬-৭

রাজন্! সুতরাং পর্ব্বত, বন, গ্রাম ও নগর-যুক্তা এবং সাগরবসনা এই সমগ্রা পৃথিবীদেবী সম্পূর্ণরূপে তোমারই বশীভূতা হইয়াছে। ইহা নানাপ্রকার প্রদেশ ও পর্ব্বতে সুশোভিতা।৮-৯

রাজন্! দ্বিজগণকর্ত্তৃক বন্দিত ও রাজগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তুমি নিজ পৌরুষে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ।১০

মহারাজ! যেমন রুদ্রগণকর্ত্তৃক যমরাজ এবং মরুদ্গণকর্ত্তৃক বাসব (ইন্দ্র) পরিবৃত থাকেন, তুমিও তেমনই কৌরবগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া নক্ষত্র-পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ।১১

যাহারা তোমার আজ্ঞা পালন করে নাই এবং তোমার শাসন স্বীকার করে নাই, সেই পাণ্ডবগণ শ্রীহীন হইয়া বনবাসী হইয়াছে।১২

মহারাজ! শুনা যাইতেছে, দ্বৈতবনে এক সরোবর আছে, সেখানে পাণ্ডবগণ বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত বাস করিতেছে।১৩

হে মহারাজ! তুমি শ্রীসম্পন্ন, তাহারা এখন শ্রীহীন। তুমিই [illegible] সেখানে

স্থিতো রাজ্যে হৃতান্ রাজ্যাচ্ছ্রিয়া হীনাচ্ছ্রিয়া বৃতঃ।
অসমৃদ্ধান্ সমৃদ্ধার্থঃ পশ্য পাণ্ডুসুতান্ নৃপ ॥১৫
মহাভিজননম্পন্নং তত্রে মহতি সংস্থিতম্।
পাণ্ডবাস্ত্বাভিবীক্ষন্তাং যযাতিমিব নাহুষম্ ॥১৬
যাং শ্রিয়ং সুহৃদশ্চৈব দুহৃদশ্চ বিশাম্পতে।
পশ্যন্তি পুরুষে দীপ্তাং সা সমর্থা ভবত্যুত ॥১৭
সমৃদ্ধো বিষমস্থান্ হি দুর্দ্দশো যোঽভিবীক্ষতে।
অগতীস্থানিবাত্মিঘ্নঃ কিমত্র পরমং সুখম্ ॥১৮
ন পুত্রধনলাভেন ন রাজ্যেনাপি বিদ্যতে।
প্রীতিং নৃপতিশার্দূল যাদৃশিত্রাবদর্শনাৎ ॥১৯
কিং নু তস্য সুখং ন স্যাদাশ্রমে যো ধনঞ্জয়ম্।
অভিবীক্ষেত সিদ্ধার্থো বল্কলাজিনবাসসম্ ॥২০
সুবাসসো হি তে ভার্য্যা বল্কলাজিনসংবৃতাম্।
পশ্যন্তু দুঃখিতাং কৃষ্ণাং সা চ নির্বিদ্যতাং পুনঃ ॥২১
বিনিন্দিতাং তথাত্মানং জীবিতঞ্চ ধনচ্যুতম্।
ন তথা হি সভামধ্যে তস্তা ভবিতুমর্হতি।
যৈবমস্তং যথা দৃষ্ট্বা তব ভার্য্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু রাজানং কর্ণঃ শকুনিনা সহ।
তূষ্ণীমভূদবৃক্রুতো বাক্যান্তে জনমেজয় ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি কর্ণ-শকুনিবাক্যে সপ্তত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৭

চল এবং সূর্য্য যেরূপ জগৎকে সন্তাপিত করে, সেইরূপ পাণ্ডবগণকে সন্তপ্ত কর।১৪

তুমি এখন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারা রাজ্যচ্যুত; তুমি এখন সমৃদ্ধ, কিন্তু তাহারা অসমৃদ্ধ; সুতরাং হে নৃপ! এই সময়ে তাহাদের কাছে চল।১৫

পাণ্ডবগণ তোমাকে মহাকুলোৎপন্ন মহারাজ নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় পরম মঙ্গলময় রাজ্যৈশ্বর্য্যে সংস্থিত দেখুক।১৬

যে প্রজাপালক নরেশ। পুরুষে প্রকাশিত যে ঐশ্বর্য্য তাহার শত্রু ও মিত্র উভয়েই দেখে, উহাই সবল ও সার্থক হয়।১৭

পর্ব্বতের চূড়ায় আরূঢ় পুরুষ ভূমিস্থিত বস্তুকে যেরূপ ছোট ও নীচু বলিয়া দেখে, সেইরূপ যে পুরুষ স্বয়ং সুখে থাকিয়া শত্রুগণকে সঙ্কটে পতিত দেখে, তাহার কাছে উহা অপেক্ষা আর অধিক সুখ কি থাকিতে পারে?।১৮

নৃপশ্রেষ্ঠ। মানুষ রাজ্য, পুত্র ও ধনলাভেও তত আনন্দ অনুভব করে না, যত আনন্দ অনুভব করে শত্রুর দুর্দ্দশা দেখিয়া।১৯

আমাদের দ্বারা সিদ্ধ মনোরথ হইয়া যে ব্যক্তি বল্কল ও অজিন-পরিহিত ধনঞ্জয়কে দর্শন করিবে, তাহার কি না সুখলাভ হইবে?।২০

উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তোমাদের পত্নীগণ বল্কল ও অজিন-পরিহিতা দুঃখপীড়িতা কৃষ্ণাকে দেখুক; তাহাতে সে আরও ঘৃণা হইবে।২১

কৃষ্ণা ধন হইতে বঞ্চিত নিজ আত্মা ও জীবনকে নিন্দা করুক এবং পুনঃপুনঃ ধিক্কার দিক্; সভামধ্যে তোমাদের কটূক্তিতে তাহার যে দুঃখ না হইয়াছে, তাহার চেয়ে অধিক দুঃখ সে অনুভব করিবে —তোমার পত্নীগণকে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা দেখিলে।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়। শকুনি ও কর্ণ উভয়ে রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া বাক্যশেষে মৌনাবলম্বন করিলেন।২৩

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে কর্ণ-শকুনিবাক্যবিষয়ক সপ্তত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৭

অষ্টাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য কর্ণ-শকুনিকৃতমন্ত্রণাস্বীকারঃ, ঘোষযাত্রামিষেণ দ্বৈতবনে গমনায় ধৃতরাষ্ট্রসমীপে কর্ণপ্রভৃতীনামাদেশগ্রহণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কর্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা দুর্য্যোধনস্ততঃ
হৃষ্টো ভূত্বা পুনর্দীন ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১

ব্রবীষি যদিদং কর্ণ সর্বং মনসি মে স্থিতম্।
ন ত্বভ্যনুজ্ঞাং লপ্স্যামি গমনে বত্র পাণ্ডবাঃ ॥২

পরিদেবতি তান্ বীরান্ ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
মন্যতেঽভ্যধিকাংশ্চাপি তপোযোগেন
পাণ্ডবান্ ॥৩

অথবাপ্যনুবুধ্যেত নৃপোঽস্মাকং চিকীর্ষিতম্।
এবমপ্যরতিং রক্ষন্ নাভ্যনুজ্ঞাতুমর্হতি ॥৪

ন হি দ্বৈতবনে কিঞ্চিদ্ বিদ্যতেঽন্যৎ প্রয়োজনম্।
উৎসাদনমৃতে তেষাং বনস্থানাং মহাত্মনাম্ ॥৫

জানাসি হি যথা কৃষ্ণা দ্যূতকাল উপস্থিতে।
অব্রবীদ্ যচ্চ মাং রাজন্ সৌবলং বচনং তথা ॥৬

তানি সর্বাণি বাক্যানি যচ্চান্যৎ পরিদেবিতম্।
বিচিন্ত্য নাধিগচ্ছামি গমনায়েতরায় বা ॥৭

মমাপি হি মহান্ হর্ষো যদহং ভীম-ফাল্গুনৌ।
ক্লিষ্টাবরণ্যে পশ্যেয়ং কৃষ্ণয়া সহিতাবিতি ॥৮

ন তথা হ্যাপ্নুয়াং প্রীতিমবাপ্য বসুধামিমাম্।
দৃষ্ট্বা যথা পাণ্ডুসুতান্ বল্কলাজিনবাসসঃ ॥৯

অষ্টাত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকর্তৃক কর্ণ ও শকুনির মন্ত্রণা স্বীকার এবং ঘোষযাত্রাকে নিমিত্ত করিয়া দ্বৈতবনে যাইবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কর্ণ প্রভৃতির আদেশ গ্রহণ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কর্ণের কথা শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন তখন খুবই আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই দীনভাবাপন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন।১

হে কর্ণ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমার মনেও লাগিতেছে বটে, কিন্তু পাণ্ডবগণের নিকট যাইবার জন্য রাজার কাছে অনুমতি পাওয়া যাইবে না।২

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের জন্য বিলাপ করিতেছেন এবং তিনি তপস্যার সুযোগবশতঃ পাণ্ডবগণকে আমাদের অপেক্ষা অধিক বীর্য্যসম্পন্ন মনে করিতেছেন।৩

অথবা যদি তিনি জানিতে পারেন যে, আমরা সেখানে যাইয়া কি করিতে চাই, তবে তিনি আমাদিগকে ভাবী সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে যাইতে কখনই অনুমতি দিবেন না।৪

মহাতেজস্বী কর্ণ! তিনি মনে করিবেন, দ্বৈতবনে পাণ্ডবগণের উচ্ছেদ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আমাদের থাকিতে পারে না।৫

তুমি তো ইহা জানই যে, বিদুর দ্যূতক্রীড়ার সময় তোমাকে, আমাকে ও শকুনিকে কি কথা বলিয়াছিল?৬

সেইসকল কথা এবং রাজার বিলাপের কথা জানিয়া আমি দ্বৈতবনে যাইব কি না যাইব এবিষয়ে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না।৭

(ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে) কৃষ্ণার সহিত ভীম ও অর্জ্জুনকে বনবাসক্লিষ্ট দেখিলে আমার মনে খুবই আনন্দ হইবে।৮

আমি পাণ্ডবগণকে বল্কল ও মৃগচর্ম্ম-পরিহিত দেখিয়া যে আনন্দ পাইব, সমস্ত পৃথিবী লাভ করিয়াও আমি সে আনন্দ পাই নাই।৯

কিন্নু তাদধিকং তস্মাদ্ যদহং দ্রুপদাত্মজাম্।
দ্রৌপদীং কর্ণ পশ্যেয়ং কাষায়বসনাং বনে ॥১০

যদি মাং ধর্মরাজশ্চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
যুক্তং পরময়া লক্ষ্ম্যা পশ্যেতাং জীবিতং ভবেৎ ॥১১

উপায়ং ন তু পশ্যামি যেন গচ্ছেম তদ্ বনম্।
যথা চাজ্ঞামুজানীয়াদ্ গচ্ছন্তং মাং মহীপতিঃ ॥১২

স সৌবলেন সহিতস্তথা দুঃশাসনেন চ।
উপায়ং পশ্য নিপুণং যেন গচ্ছেম তদ্ বনম্ ॥১৩

অহমপ্যত্র নিশ্চিত্য গমনায়েতরায় চ।
কল্যমেব গমিষ্যামি সমীপং পার্থিবস্য হ ॥১৪

যত্র ত্বত্তোপবিষ্টে তু ভীষ্মে চ কুরুসত্তমে।
উপায়ো যো ভবেদ্ দৃষ্টস্তং ব্রূয়াঃ সহসৌবলঃ ॥১৫

যচো ভীষ্মস্য রাজ্ঞশ্চ নিশম্য গমনং প্রতি।
ব্যবসায়ং করিষ্যেঽহমনুনীয় পিতামহম্ ॥১৬

তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্বে জগ্মুরাবসথান্ প্রতি।
ব্যতিক্রান্তায়াং রজন্যাং তু কর্ণো রাজানমভ্যগাৎ ॥১৭

ততো দুর্যোধনং কর্ণঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।
উপায়ঃ পরিদৃষ্টোঽয়ং তং নিবোধ জনেশ্বর ॥১৮

ঘোষা দ্বৈতবনে সর্বে ত্বৎপ্রতীক্ষা নরাধিপ।
ঘোষযাত্রোপদেশেন গমিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥১৯

উচিতং হি সদা গন্তুং ঘোষযাত্রাং বিশাম্পতে।
এবঞ্চ ত্বাং পিতা রাজন্ সমনুজ্ঞাতুমর্হতি ॥২০

তথা কথয়মানৌ তৌ ঘোষযাত্রাবিনিশ্চয়ম্।
গান্ধাররাজঃ শকুনিঃ প্রত্যুবাচ হসন্নিব ॥২১

হে কর্ণ! আমি যদি দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীকে বনমধ্যে কাষায়বসন-পরিহিতা অবস্থায় দেখিতে পাই, তবে তাহার চেয়ে অধিক আনন্দ আমার আর কিসে হইতে পারে ॥১০

যদি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম আমাকে পরমৈশ্বর্যযুক্ত দেখে, তাহা হইলে আমি আমার জীবনকে সফল মনে করিব ॥১১

কিন্তু রাজা যাহাতে আমাকে দ্বৈতবনে যাইবার অনুমতি দেন ও আমরা সেই বনে যাইতে পারি এরূপ কোন উপায় আমি তো দেখিতে পাইতেছি না ॥১২

তুমি শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত মিলিয়া এমন কোন উত্তম উপায় বাহির কর, যাহাতে আমি দ্বৈতবনে যাইতে পারি ॥১৩

আমিও যাওয়া ও না যাওয়া সম্বন্ধে একটা স্থির নিশ্চয় করিয়া আগামী কাল প্রভাতে রাজার নিকট যাইব ॥১৪

আমি ও কুরুসত্তম ভীষ্ম যখন সেখানে উপবিষ্ট থাকিব; তুমি সেই অবস্থায় সুবলপুত্র (মামা) শকুনির সহিত দ্বৈতবনে যাইবার যে উপায় দেখিতে পাইবে, উহা বলিবে ॥১৫

রাজা ও ভীষ্ম উভয়ের নিকট হইতে বন-গমনবিষয়ক কথা শুনিয়া আমি পিতামহকে অনুরোধ করিয়া যাইবার অনুমতি লইব ॥১৬

'তাহাই হউক' বলিয়া কর্ণাদি সকলেই নিজ নিজ প্রাসাদে চলিয়া গেলেন; রাত্রি ব্যতীত হইলে কর্ণ রাজা দুর্যোধনের নিকট আসিলেন ॥১৭

তখন কর্ণ হাস্য করিতে করিতে দুর্যোধনকে বলিলেন,—হে রাজন্! আমি এক উপায় বাহির করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ॥১৮

হে রাজন্! গোসমূহের রাখিবার সবই স্থান এখন দ্বৈতবনেই; তোমার গোরক্ষকগণ সেখানে তোমার দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছে; সুতরাং ঘোষযাত্রা ছল করিয়া আমরা সেখানে যাইতে পারিব—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১৯

হে ভূপতে! গোসকলকে দেখিবার জন্য

উপায়োঽয়ং ময়া দৃষ্টো গমনায় বিহায়সঃ।
অনুজ্ঞাস্যতি নো রাজা ঘোষদ্রষ্টুমিতি চাপ্যুত ॥২২

ঘোষা দ্বৈতবনে সর্বে ত্বৎপ্রতীক্ষা নরাধিপ।
ঘোষযাত্রাপদেশেন গমিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥২৩

ততঃ প্রহসিতাঃ সর্বে তেঽন্যোন্যস্য তলান্ দদুঃ।
তদেব চ বিনিশ্চিত্য যযুঃ কুরুসত্তমম্ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি ঘোষযাত্রা-প্রস্তাবে অষ্টাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৮

তোমার পক্ষে ঘোষযাত্রা করাই উচিত—ইহা বুঝিয়া পিতা তোমাকে নিশ্চয়ই অনুমতি দিবেন।২০

উত্তরে যখন ঘোষযাত্রা সম্বন্ধে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন গান্ধাররাজ শকুনি যেন হাসিয়া বলিলেন।২১

আমি দ্বৈতবনে যাইবার এই উপায়কে নির্দ্দোষ মনে করিতেছি; আশা করি রাজা আমাদিগকে যাইবার অনুমতি দিবেন; যদি দিতে না চান, তবে তাঁহাকে আমি বুঝাইব।২২

ঘোষগণ তোমার দর্শনের জন্য দ্বৈতবনে প্রতীক্ষা করিতেছে—ইহা সত্য, সুতরাং ঘোষযাত্রার ছল করিয়া আমরা নিঃসংশয়ে দ্বৈতবনে যাইতে পারিব।২৩

অনন্তর তাঁহারা আনন্দিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন ও পরস্পরের হাততালি বাজাইতে লাগিলেন এবং তাহাই নিশ্চয় করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গেলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে ঘোষযাত্রাপ্রস্তাব-বিষয়ক অষ্টাত্রিংশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৮

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্বৈতবনে গমনায় কর্ণপ্রভৃতীনাং প্রস্তাবঃ, রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য তত্রাস্বীকৃতিঃ, শকুনিনা ধৃতরাষ্ট্রায় প্রবোধস্য দানম্, ধৃতরাষ্ট্রস্যানুমতিদানম্, দুর্য্যোধনস্য প্রস্থানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্রং ততঃ সর্ব্বে দদৃশুর্জনমেজয়।
পৃষ্ট্বা সুখমথো রাজ্ঞঃ পৃষ্টা রাজ্ঞা চ ভারত ॥১

ততস্তৈর্বিদিতঃ পূর্ব্বং সমজ্ঞো নাম বল্লবঃ।
সমীপস্থাস্তদা গাবো ধৃতরাষ্ট্রে স্ববেদয়ৎ ॥২

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা দ্বৈতবনে যাইবার প্রস্তাব, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের তাহাতে অস্বীকৃতি, শকুনি কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধ দান, ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি প্রদান ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! তারপর তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনিও তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।১

তাঁহারা পূর্ব্বেই সমজনামে এক গোয়ালাকে শিখাইয়া পড়াইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিল—মহারাজ! আপনার গোসমূহ প্রায় নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।২

অনন্তরঞ্চ রাধেয়ঃ শকুনিশ্চ বিশাম্পতে।
আবব্রূতঃ পার্থিবশ্রেষ্ঠং ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্ ॥৩

রমণীয়েষু দেশেষু ঘোষাঃ সম্প্রতি কৌরব।
স্মারণে সময়ঃ প্রাপ্তো বৎসানামপি চাঙ্কনম্ ॥৪

মৃগয়া চোচিতা রাজন্নস্মিন্ কালে সুতস্য তে।
দুর্য্যোধনস্য গমনং সমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
মৃগয়া শোভনা তাত গবাং হি সমবেক্ষণম্।
বিশ্রব্ধস্তু ন গন্তব্যো বনেষ্বানামিতি স্মরে ॥৬

তে তু তত্র নরব্যাঘ্রাঃ সমীপ ইতি নঃ শ্রুতম্।
অতো নাভ্যনুজানামি গমনং তত্র বঃ স্বয়ম্ ॥৭

ছদ্মনা নির্জিতাস্তে তু কর্ষিতাশ্চ মহাবনে।
তপোনিত্যাশ্চ রাধেয় সমর্থাশ্চ মহারথাঃ ॥৮

ধর্মরাজো ন সংক্রুধ্যেদ্ ভীমসেনস্তমর্ষণঃ।
যজ্ঞসেনস্য দুহিতা তেজ এব তু কেবলম্ ॥৯

যূয়ং চাপ্যপরাধ্যেয়ুর্দর্পমোহসমন্বিতাঃ।
ততো বিনির্দহেয়ুস্তে তপসা হি সমন্বিতাঃ ॥১০

অথবা সাধুবা বীরা মন্যুনাভিপরিপ্লুতাঃ।
সহিতা বজ্রনির্ঘোষা দহেয়ুঃ শস্ত্রতেজসা ॥১১

অথ যূয়ং বহুত্বাৎ তানভিঘাত কথঞ্চন।
অনার্য্যং পরমং তৎ স্যাদস্মাকং তচ্চ বৈ মতম্ ॥১২

উষিতো হি মহাবাহুরিন্দ্রলোকে ধনঞ্জয়ঃ।
দিব্যান্যস্ত্রাণ্যবাপ্যাথ ততঃ প্রত্যাগতো বনম্ ॥১৩

অকৃতাস্ত্রেণ পৃথিবী জিতা বীতভয়া পুরা।
কিং পুনঃ স কৃতাস্ত্রোঽদ্য ন হন্যান্ বো মহারথঃ ॥১৪

মুহূর্তে জনমেজয়। তখন রাধাসুত কর্ণ ও শকুনি উভয়ে নৃপশ্রেষ্ঠ জননায়ক ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন।৩

হে কুরুরাজ। এই সময় আমাদের গোসমূহের চারণভূমি অতিমনোরম প্রদেশে অবস্থিত। সুতরাং এখন গোগণ ও উহাদের বৎসমূহের গণনা এবং উহাদের জাতি, আয়ু ও রং-এর হিসাব করিবারও ইহাই উপযুক্ত সময়।৪

এই সময়ে আপনার পুত্রের পক্ষে মৃগয়া করারও উপযুক্ত কাল; সুতরাং আপনি দুর্য্যোধনকে যাইবার জন্য অনুমতি দিন।৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বৎস। গোগণের সমবেক্ষণ ও মৃগয়া করিবার ইহা উপযুক্ত সময় সন্দেহ নাই; আমার একটী নীতিবচন মনে হইল যে, গোয়ালার কথায় বিশ্বাস করিতে নাই।৬

তাহা ছাড়া আমি শুনিয়াছি—নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ উহার নিকটেই অবস্থান করিতেছে, সুতরাং তোমাদের জন্যও এই সময়ে গমন আমি অনুমোদন করিতে পারি না।৭

ছলে তাহাদিগকে জয় করা হইয়াছে এবং তাহারা এখন মহাবন মধ্যে বাস করিয়া অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতেছে। হে রাধানন্দন। তাহারা তপস্যাপরায়ণ,—সকলেই শক্তিমান্ ও মহারথ।৮

জানি, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হয়তো ক্রোধ করিবে না, কিন্তু ভীমসেন তো সদাই অসহিষ্ণু, যজ্ঞসেন দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী তো অগ্নির অপরা মূর্ত্তি।৯

তোমরা দর্প ও মোহে অন্ধ, হয়ত কোন অপরাধ করিয়া ফেলিবে; তখন তপোবল-সমন্বিত তাহারা তোমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।১০

অথবা বীর পাণ্ডবগণ অস্ত্রশস্ত্রে যথেষ্ট শক্তি-সম্পন্ন এবং তাহারা তোমাদের উপর সদা ক্রুদ্ধ হইয়াই আছে; তোমাদিগকে নিকটে পাইলেই তাহারা অগ্নিবর্ষণ করিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করত অস্ত্রতেজে দগ্ধ করিবে।১১

আর তোমরা সংখ্যায় বহু হইয়া যদি বনস্থ তাহাদিগকে আক্রমণ কর, তাহা হইলে অত্যন্ত

অথবা মদ্‌বচঃ শ্রুত্বা তত্র যত্তা ভবিষ্যথ।
উদ্বিগ্নবাসো বিশ্রব্ধাদ্ দুঃখং তত্র ভবিষ্যতি ॥১৫

অথবা সৈনিকাঃ কেচিদপকুর্য্যুর্যুধিষ্ঠিরম্।
তদবুদ্ধিকৃতং কর্ম দোষমুৎপাদয়েচ্চ বঃ ॥১৬

তস্মাদ্ গচ্ছন্তু পুরুষাঃ স্মরণায়াপ্তকারিণঃ।
ন ত্বয়ং তত্র গমনং রোচয়ে তব ভারত ॥১৭

শকুনিরুবাচ।
ধর্মজ্ঞঃ পাণ্ডবো জ্যেষ্ঠঃ প্রতিজ্ঞাতঞ্চ সংসদি।
তেন দ্বাদশ বর্ষাণি বস্তব্যমিতি ভারত ॥১৮

অনুব্রতাশ্চ তে সর্ব্বে পাণ্ডবা ধর্মচারিণঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তু কৌন্তেয়ো ন নঃ কোপং করিষ্যতি ॥১৯

মৃগয়ার্থৈব নো গন্তুমিচ্ছা সংবর্ত্ততে ভৃশম্।
স্মারণং তু চিকীর্ষামো ন তু পাণ্ডবদর্শনম্ ॥২০

ন চানার্য্যসমাচারঃ কশ্চিৎ তত্র ভবিষ্যতি।
ন চ তত্র গমিষ্যামো যত্র তেষাং প্রতিশ্রয়ঃ ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তঃ শকুনিনা ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
দুর্য্যোধনং সহামাত্যমনুজজ্ঞে ন কামতঃ ॥২২

অনুজ্ঞাতস্তু গান্ধারিঃ কর্ণেন সহিতস্তদা।
নির্যযৌ ভরতশ্রেষ্ঠো বলেন মহতা বৃতঃ ॥২৩

অনার্য্যোচিত কার্য্য হইবে। আমার মতে তোমরা সেই অবস্থাতেও পাণ্ডবগণকে ভয় করিতে সমর্থ হইবে না।১২

তোমরা জান যে, মহাবাহু অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে গিয়া বাস করিয়াছিল এবং সেখান হইতে দিব্যাস্ত্র-সমূহ শিক্ষা করিয়া বনে ফিরিয়া আসিয়াছে।১৩

পূর্ব্বে সে যখন দিব্যাস্ত্র লাভ করে নাই, তখনই সে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিল। এখন সেই মহারথ অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছে, সুতরাং সে তোমাদিগকে পাইলে বধ করিয়া ফেলিবে না কি।১৪

অথবা আমার কথায় যদি তোমরা সেখানে সবেত হইয়া যাও, তাহা হইলে তাহারা বিশ্বাস-বশতঃ অবশ্য তোমাদিগকে কোন কষ্ট দিবে না; কিন্তু বনবাসস্থিত উদ্বিগ্ন পাণ্ডবগণের মধ্যে তোমার অবস্থান দুঃখজনক হইবে।১৫

অথবা সৈনিকগণ যদি যুধিষ্ঠিরের কোন অপকার করে, তাহা হইলে তোমাদের উহা অজ্ঞাত অবস্থায় হইলেও ঐ কর্ম্ম তোমাদের হানিকর হইবে।১৬

হে ভরতনন্দন! সুতরাং তোমাদের বিশ্বাস-পাত্র অন্য পুরুষগণ গো-গণনা ও প্রভৃতির জন্য গমন করুক। তোমরা স্বয়ং তথায় যাইও না, কারণ, উহা আমার রুচিপ্রদ নহে।১৭

শকুনি বলিলেন,—হে ভারত! জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মজ্ঞ; সে স্বয়ং রাজসভায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, আমরা বার বৎসর বনে বাস করিব।১৮

অন্যান্য পাণ্ডবগণও ধর্ম্মাত্মা ও তাঁহারই অনুগামী। ইহা নিশ্চিত যে, কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আমাদের উপর ক্রোধ করিবে না।১৯

মৃগয়া করিবার জন্য বনগমনে প্রবল ইচ্ছাও আমাদের হইয়াছে, আমরা কেবল গোসমূহের গণনার জন্যই যাইতেছি। পাণ্ডবদের দর্শন করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই।২০

আমাদের দ্বারা অনার্য্যোচিত কোন কার্য্য সেখানে অনুষ্ঠিত হইবে না। পাণ্ডবেরা যেখানে আছে, সেখানে আমরা যাইবই না।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শকুনি এই কথা বলিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমাত্যগণের সহিত দুর্য্যোধনকে দ্বৈতবনে যাইবার অনুমতি দিলেন।২২

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি পাইয়া কর্ণের সহিত মিলিত

দুঃশাসনেন চ তথা সৌবলেন চ ধীমতা।
সংবৃতো ভ্রাতৃভিশ্চান্যৈঃ স্ত্রীভিশ্চাপি সহস্রশঃ ॥২৪
তং নির্যান্তং মহাবাহুং দ্রষ্টুং দ্বৈতবনং সরঃ।
পৌরাশ্চানুযযুঃ সর্বে সহদারা বনঞ্চ তৎ ॥২৫
অষ্টৌ রথসহস্রাণি ত্রীণি নাগাযুতানি চ।
পত্তয়ো বহুসাহস্রা হয়াশ্চ নবতিঃ শতাঃ ॥২৬
শকটাপণবেশাশ্চ বণিজো বন্দিনস্তথা।
নরাশ্চ মৃগয়াশীলাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৭
ততঃ প্রযাণে নৃপতেঃ সুমহানভবৎ স্বনঃ।
প্রাবৃষীব মহাবারোরুদ্ধতস্য বিশাম্পতে ॥২৮
গব্যূতিমাত্রে স্যন্দন্ রাজা দুর্যোধনস্তদা।
প্রযাতো বাহনৈঃ সর্বৈস্ততো দ্বৈতবনং সরঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ঘোষযাত্রাপর্বণি দুর্যোধনপ্রস্থানে একোনচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৩৯

হইয়া ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন মহতী সেনার দ্বারা পরিবৃত হইয়া নগরের বাহিরে নির্গত হইলেন।২৩

দুঃশাসন, বুদ্ধিমান্ শকুনি, অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ এবং সহস্র সহস্র নারী পরিবৃত হইয়া দুর্যোধন দ্বৈতবন অভিমুখে গমন করিলেন।২৪

মহাবাহু দুর্যোধনকে দ্বৈতবন ও সরোবর দর্শন করিবার জন্য যাইতে দেখিয়া পুরবাসিগণও সকলে নিজ নিজ পত্নীর সহিত দুর্যোধনের অনুগমন করিল।২৫

আট হাজার রথ, ত্রিশ হাজার হাতী, নয় হাজার ঘোড়া এবং অনেক হাজার পদাতিক সৈন্য দুর্যোধনের সঙ্গে চলিল।২৬

বহু ভারবাহী গাড়ীতে দোকানপাট ও খেলনুয়ার সামগ্রী লইয়া বহু বণিক্ ও বন্দী এবং মৃগয়ানিপুণ শত শত সহস্র সহস্র মানুষও তাঁহার সঙ্গে চলিল।২৭

রাজন্! তারপর রাজা দুর্যোধন চলিতে থাকিলে বর্ষাকালীন উদ্ধত প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় মহাশব্দ হইতে লাগিল।২৮

রাজা দুর্যোধন প্রথমতঃ নগর হইতে দুই ক্রোশ দূরে গিয়া বাসস্থান স্থাপন করিলেন। তৎপরে তিনি সকল বাহনসহ দ্বৈতবনের সরোবরের দিকে অগ্রসর হইলেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্বে দুর্যোধনপ্রস্থানে একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩৯

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সেনাভিঃ সহ বনং গত্বা দুর্যোধনস্য গোগণনিরীক্ষণম্, তস্য সৈন্যৈঃ সহ গন্ধর্বাণাং কটূক্তিপূর্ণালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথ দুর্যোধনো রাজা তত্র তত্র বনে বসন্।
জগাম ঘোষানভিতস্তত্র চক্রে নিবেশনম্ ॥১
রমণীয়ে সমাজাতে সোদকে সমহীরুহে।
দেশে সর্বগুণোপেতে চক্রুরাবসথান্ পরাঃ ॥২

চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সেনার সহিত বনে যাইয়া দুর্যোধনের গোসকল নিরীক্ষণ এবং তাঁহার সৈন্যের সহিত গন্ধর্ব-গণের কটূক্তিপূর্ণ আলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাজা দুর্যোধন বনের নানাস্থানে বাস করিয়া ঘোষপল্লীর নিকটে গেলেন এবং সেখানে নিজ বাসস্থান স্থাপন করিলেন।১

তথৈব তৎসমীপস্থান্ পৃথগাবসথান্ বহূন্ ।
কর্ণস্য শকুনেশ্চৈব ভ্রাতৃণাং চৈব সর্ব্বশঃ ॥৩

দদর্শ স তদা গাবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
অঙ্কৈর্লক্ষৈশ্চ তাঃ সর্ব্বা লক্ষয়ামাস পার্থিব ॥৪

অঙ্কয়ামাস বৎসাংশ্চ তত্তে চোপসৃতাংস্তথা ।
বালবৎসাংশ্চ যা গাবঃ কালয়ামাস তা অপি ॥৫

অথ স স্মারণং কৃত্বা লক্ষয়িত্বা ত্রিহায়নান্ ।
বৃতো গোপালকৈঃ প্রীতো ব্যহরৎ কুরুনন্দনঃ ॥৬

স চ পৌরজনঃ সর্ব্বঃ সৈনিকাশ্চ সহস্রশঃ ।
যথোপজোষং ক্রীড়ুরনে তস্মিন্ যথাসুখাঃ ॥৭

ততো গোপাঃ প্রমাভারঃ কুশলা নৃত্যবাদনে ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রমুপাতিষ্ঠন্ কন্যাশ্চৈব স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৮

স স্ত্রীগণাবৃতো রাজা প্রহৃষ্টঃ প্রদদৌ বসু ।
ভোজ্যো যথার্হমন্নানি পানানি বিবিধানি চ ॥৯

ততস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে তরক্ষূন্ মহিষান্ মৃগান্ ।
গবয়র্ক্ষ-বরাহাংশ্চ সমন্তাৎ পর্য্যকালয়ন্ ॥১০

স তাঞ্ছরৈর্বিনির্ভিন্ন গজাংশ্চ সুবহূন্ বনে ।
রমণীয়েষু দেশেষু গ্রাহয়ামাস বৈ মৃগান্ ॥১১

গোরসানুপযুঞ্জান উপভোগাংশ্চ ভারত ।
পশ্যন্ স রমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ ॥১২

মত্তভ্রমরজুষ্টানি বহ্বিপাভিরুতানি চ ।
অপশ্যদ্বনমুখ্যেন পুণ্যং দ্বৈতবনং সরঃ ॥১৩

মত্তভ্রমরসংজুষ্টং নীলকণ্ঠরবাকুলম্ ।
পদ্মচ্ছদসমাকীর্ণং পুন্নাগবকুলৈর্বৃতম্ ॥১৪

বহু স্বচ্ছ জল ও বৃক্ষে পরিপূর্ণ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, রমণীয় ও সুসজ্জিত সেই স্থানে তাঁহার সঙ্গী পুরুষগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন ।২

দুর্য্যোধনের বাসস্থানের নিকটেই কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য ভাইগণের বহু বাসস্থান রচিত হইল ।৩

তারপর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শত শত সহস্র সহস্র গোসমূহকে সংখ্যা ও চিহ্নের দ্বারা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন ।৪

বৎসগুলিকে, শিক্ষাযোগ্য গরুগুলিকে ও শিশুবৎসবিশিষ্ট গরুগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গণনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন দিয়া দিলেন ।৫

এইভাবে রাজা দুর্য্যোধন তিন বৎসরের বৎস পর্য্যন্ত সব গণনা করিয়া তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ পালনকার্য্য শেষ করিলেন এবং তারপর বনের মধ্যে গোপালকগণে পরিবৃত হইয়া প্রীতমনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বনশোভা দর্শন করিতে লাগিলেন ।৬

পুরবাসিগণ ও সহস্র সহস্র সৈনিকগণের সহিত দুর্য্যোধন দেবরাজগণের ন্যায় ইচ্ছামত সেই বনে সুখে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ।৭

অনন্তর নৃত্যগীতবিশারদ গোপগণ ও অলঙ্কৃতা গোপকন্যাগণ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে নৃত্যগীতাদির দ্বারা আনন্দ দিতে লাগিলেন ।৮

স্ত্রীগণ পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বহু ধন, যথাযোগ্য নানাবিধ অন্ন ও বিবিধ পানীয় দ্রব্যসমূহের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন ।৯

তারপর তাঁহারা সকলে মিলিয়া বনে ব্যাঘ্রবিশেষ, মৃগ, মহিষ, গবয়, ভল্লুক ও বরাহাদি জন্তুগণকে চারিদিকে শিকার করিতে লাগিলেন ।১০

রাজা দুর্য্যোধন বনের রমণীয় প্রদেশে অনেক হস্তী প্রভৃতি জন্তু ও বহু দর্শনীয় মৃগাদি পশু বধ করিলেন এবং তাহাদের দর্শনীয় পশুগণকে ধরিয়া রাখিলেন ।১১

হে ভারতনন্দন ! এইরূপে গোদুগ্ধ প্রভৃতি পান এবং অন্যান্য উপভোগ্য পদার্থসমূহের উপভোগ করত রাজা দুর্য্যোধন রমণীয় বন ও উপবনসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন । ঐ বনমধ্যে মত্ত ভ্রমরসমূহ গুঞ্জন করিতেছিল এবং চারিদিক ময়ূরের মধুর বাণী ধ্বনিত হইতেছিল । তারপর তিনি

ঋদ্ধ্যা পরময়া যুক্তো মহেন্দ্র ইব বজ্রভৃৎ।
যদৃচ্ছয়া চ তত্রস্থো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৫

ঈজে রাজর্ষিযজ্ঞেন লাঙ্গলেন বিশাম্পতে।
দিব্যেন বিধিনা চৈব বন্যেন কুরুসত্তম ॥১৬

(বিপ্রৈঃ সহিতো ধীমান্ ব্রাহ্মণৈর্বনবাসিভিঃ।)
কৃত্বা নিবেশমভিতঃ সরসস্তস্য কৌরব।
দ্রৌপদ্যা সহিতো ধীমান্ ধর্মপত্ন্যা নরাধিপঃ ॥১৭

ততো দুর্যোধনঃ প্রেষ্যানাদিদেশ সহস্রশঃ।
আক্রীড়াবসথাঃ ক্ষিপ্রং ক্রিয়ন্তামিতি ভারত ॥১৮

তে তথেত্যেব কৌরব্য যুক্ত্বা বচনকারিণঃ।
চিকীর্ষন্তস্তদা ক্রীড়াং জগ্মুর্দ্বৈতবনং সরঃ ॥১৯

প্রবিশন্তং বনদ্বারি গন্ধর্বাঃ সমবারয়ন্।
সেনাগ্র্যং ধার্তরাষ্ট্রস্য প্রাপ্তং দ্বৈতবনং সরঃ ॥২০

তত্র গন্ধর্বরাজো বৈ পূর্বমেব বিশাম্পতে।
কুবেরভবনাদ্ রাজন্নাজগাম সপরিবৃতঃ ॥২১

সপত্নীকস্য সপরিচ্ছদস্য চৈব ত্রিদশানাং তথাপ্সরোভিঃ।
বিহারশীলঃ ক্রীড়ার্থং তেন তৎ সংবৃতং সরঃ ॥২২

তেন তৎ সংবৃতং দৃষ্ট্বা তে রাজপরিচারকাঃ।
প্রতিজগ্মুস্ততো রাজন্ যত্র দুর্যোধনো নৃপঃ ॥২৩

স তু তেষাং বচঃ শ্রুত্বা সৈনিকান্ যুদ্ধদুর্মদান্।
প্রেষয়ামাস কৌরব্য উৎসাদ্যন্তাং তানিতি ॥২৪

ক্রমানুসারে পবিত্র সরোবরের নিকটে আসিলেন।১২-১৩

ঐ সরোবর মত্ত ভ্রমরে পরিপূর্ণ। সেই স্থান নীলকণ্ঠ ময়ূর পক্ষীর রবে ব্যাপ্ত সপ্তচ্ছদ বৃক্ষে আচ্ছাদিত এবং পুন্নাগ ও বকুল বৃক্ষে সুশোভিত ছিল।১৪

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মপত্নী মহারাণী দ্রৌপদীর সহিত দেবরাজের ন্যায় পরম ঋদ্ধিযুক্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে একাই সাধ্য-সাঙ্গকর্ষনামক রাজর্ষিযজ্ঞ করিতেছিলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ জনমেজয়। দিব্য বিধিতে ফলমূলাদির দ্বারা তিনি বহু বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে ঐ যজ্ঞ করিতেছিলেন। হে কৌরব্য। নরপতি যুধিষ্ঠির ঐ সরোবরের তীরে চারিদিকে কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন।১৫-১৭

হে ভারত। ঐ সময় দুর্যোধন সহস্র ভৃত্যকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা ক্রীড়ামণ্ডপ তৈয়ারী কর।১৮

আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্যগণ "তথাস্তু" বলিয়া দুর্যোধনের আজ্ঞানুসারে ক্রীড়ামণ্ডপ নির্মাণের জন্য দ্বৈতবনের সরোবরের নিকটে গেল।১৯

দুর্যোধনের সেনানায়ক দ্বৈতবনের সরোবরের নিকট প্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল, এমন সময় বনের দ্বারদেশে গন্ধর্বগণ তাহাকে বাধা দিল।২০

রাজন্! সেখানে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন নিজ গণে পরিবৃত হইয়া পূর্ব হইতেই কুবের-ভবন হইতে তথায় আসিয়াছিলেন।২১

অপ্সরা ও দেবতাগণের গণের সহিত নিজ পুত্রগণসহ তিনি ক্রীড়ার্থে বিহার করিবার জন্য সরোবরকে অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।২২

রাজন্। সেই সরোবর গন্ধর্বরাজকর্তৃক আবৃত দেখিয়া রাজপরিচারকগণ যেখানে রাজা দুর্যোধন ছিলেন, সেইখানে ফিরিয়া আসিল।২৩

কুরুবংশধর জনমেজয়। দুর্যোধন নিজ সেবকগণের কথা শুনিয়া যুদ্ধ-দুর্মদ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন—"তোমরা গন্ধর্বগণকে তথা হইতে উৎসারিত কর।২৪

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞঃ সেনাগ্রযায়িনঃ।
সরো দ্বৈতবনং গত্বা গন্ধর্ব্বানিদমব্রুবন্ ॥২৫
রাজা দুর্য্যোধনো নাম ধৃতরাষ্ট্রসুতো বলী।
বিজিহীর্ষুর্বিহারার্থি তদ্বর্ষমপসর্পতি ॥২৬
এবমুক্তাস্ত গন্ধর্ব্বাঃ প্রহসন্তো বিশাম্পতে।
প্রত্যব্রুবংস্তান্ পুরুষানিদং হি পুরুষং বচঃ ॥২৭
ন চেতয়তি যো রাজা মন্দবুদ্ধিঃ সুযোধনঃ।
যোঽস্মানাজ্ঞাপয়ত্যেবং বৈশ্যানিব দিবৌকসঃ ॥২৮
মূঢ়ং মুমূর্ষবশ্চাপি মন্দপ্রজ্ঞা ন সংশয়ঃ।
যে তস্য বচনাদেবমস্মান্ ব্রূত বিচেতসঃ ॥২৯
গচ্ছধ্বং দ্বারতাঃ সর্ব্বে যত্র রাজা স কৌরবঃ।
ন চেদেতৈব গচ্ছধ্বং ধর্ম্মরাজনিবেশনম্ ॥৩০

এবমুক্তাস্ত গন্ধর্ব্বৈ রাজ্ঞঃ সেনাগ্রযায়িনঃ।
সম্প্রাদ্রবন্ ততো রাজা ধৃতরাষ্ট্রসুতোঽভবৎ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি গন্ধর্বদুর্য্যোধন-সেনাসংবাদে চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪০

তাঁহার আদেশে রাজসেনাপতিগণ দ্বৈত-সরোবরে গিয়া গন্ধর্ব্বগণকে এই কথা বলিল।২৫

ধৃতরাষ্ট্রতনয় বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন এখানে ক্রীড়া করিবার জন্য আসিতেছেন, সুতরাং তোমরা তাঁহার জন্য এ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।২৬

রাজন্! তাহাদের কথা শুনিয়া গন্ধর্ব্বগণ উচ্চহাস্য করিয়া সেই রাজপুরুষগণকে এইরূপ কর্কশ কথা বলিল।২৭

তোমাদের রাজা মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনের এতটুকুও চৈতন্য নাই যে, তিনি দেবলোকবাসী গন্ধর্ব্বগণকেও তাহার প্রজার ন্যায় আদেশ করিতেছে।২৮

তোমাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাই তোমরা মরিবার ইচ্ছা করিতেছ—ইহাতে সংশয় নাই। তোমরা দুর্য্যোধনের বাক্যানুসারে বিবেকশূন্য হইয়া আমাদিগকে এইরূপ কথা বলিতেছ।২৯

তোমরা সকলে এই মুহূর্তে সেই স্থানে ফিরিয়া যাও, যেখানে তোমাদের রাজা দুর্য্যোধন রহিয়াছে, নতুবা আজই তোমাদিগকে যমালয়ে যাইতে হইবে।৩০

গন্ধর্ব্বগণের এই কথা শুনিয়া রাজার সেনানায়কগণ ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের নিকট দ্রুত গমন করিলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে গন্ধর্ব্ব-দুর্য্যোধন সেনাসংবাদ-বিষয়ক চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪০

জীব তার পরমানন্দময় আত্মার জ্ঞান বিস্মৃত হয়ে অহরহঃ হাহাকার করতে থাকে, তখন আমাকে সৃষ্টি করে ধর্ম্মসংস্থাপন অর্থাৎ জীবের আত্মা যে আমি 'আমি ভিন্ন তার আর কাম্য নাই'—জীবের কামাকুলিত-চিত্তে ধর্ম্মকে অর্থাৎ আমাকে সম্যগ্‌রূপে সংস্থাপন করি, যার দ্বারা জীব নিঃসংশয়ভাবে বুঝতে পারে—সে দেহ নয় আত্মা, সে দিগ্‌দেশ-কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম,—এই জ্ঞানে জীবকে সংস্থিত করবার জন্যই আমাকে যুগে যুগে অবতীর্ণ হতে হয়, আমি না বোঝালে কে বোঝাবে? তাই জীবকে বোঝাবার জন্য, জীবকে পরমানন্দময়-স্বরূপ দেবার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমি তত্ত্বজ্ঞানীদিগের মধ্যে নীতি, বিবেকনিপুণগণের মধ্যে আমি আত্মানাত্মবিবেকবিদ্যা, আমি খ্যাতিবাদিসমূহের 'আমি এইরূপ কিংবা ওরূপ নহে' এবম্বিধ বিকল্প, আমি নারীগণের মধ্যে শতরূপা, আমি পুরুষদিগের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, আমি মুনিগণের মধ্যে নরনারায়ণ, আমি ব্রহ্মচারীসকলের মধ্যে সনৎকুমার, আমি দমসমূহের মধ্যে সন্ন্যাস, আমি অবস্থান-সমূহের মধ্যে অন্তর্নিষ্ঠা, আমি গোপ্যপদার্থদিগের মধ্যে প্রিয় বাক্য ও মৌন, আমি মিথুন মধ্যে স্বীয় অর্দ্ধাঙ্গরূপ প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমি কালসমূহের মধ্যে সংবৎসর, ঋতুগণ মধ্যে আমি বসন্ত, আমি মাস সকলের মধ্যে অগ্রহায়ণ, আমি নক্ষত্রনিকর মধ্যে অভিজিৎ, আমি যুগ-চতুষ্টয়ের মধ্যে সত্যযুগ, আমি বীরগণের মধ্যে ঋষি অসিত ও দেবল, আমি ব্যাসসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, আমি জ্ঞানীদিগের মধ্যে আত্মজ্ঞ শুক্রাচার্য্য, আমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী আবির্ভাবের মধ্যে বাসুদেব, আমি গুরুগণের মধ্যে উদ্ধব, আমি বানরগণের মধ্যে হনুমান, আমি বিদ্যাধরবৃন্দ মধ্যে সুদর্শন, আমি মণিগণ মধ্যে পদ্মরাগ, আমি সুন্দর পদার্থ মধ্যে পদ্মকোশ, আমি দূর্ব্বাদি তৃণজাতির মধ্যে কুশ, আমি

Regd. No. C-67.

FALGUN
1376 BS :

Aryashastra

Feb. – March 1970

11 JUN 1970

ঋষিসমূহের মধ্যে গব্যব্রত, আমি ব্যবসায়ি-গণের মধ্যে সম্পৎ, আমি বঞ্চনাবিদ্বের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া ধূর্ত্ততা, আমি লজ্জাশীলগণের ভিত্তিকা, আমি বলবান্‌দিগের বল, ওজঃসহ আমি সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব, আমি ভাগবতদিগের ভক্ত্যাত্মক-কর্ম্ম, আমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ, ব্রহ্মা,—এই নবমূর্ত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠমূর্ত্তি বাসুদেব, আমি গন্ধর্ব্ব-গণের মধ্যে বিশ্বাবসু, অপ্সরাগণ মধ্যে পূর্ব্বচিত্তি, আমি পৃথিবীধারী অনন্ত, আমি কূর্ম্মাদির স্থৈর্য্য, আমি বরণীর সুগন্ধ, আমি জলের মধুর রস, আমি দীপ্তিমান্ পদার্থসকলের মধ্যে অগ্নি, আমি সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সমূহের প্রভা, আমি আকাশের পরমপদ।

———

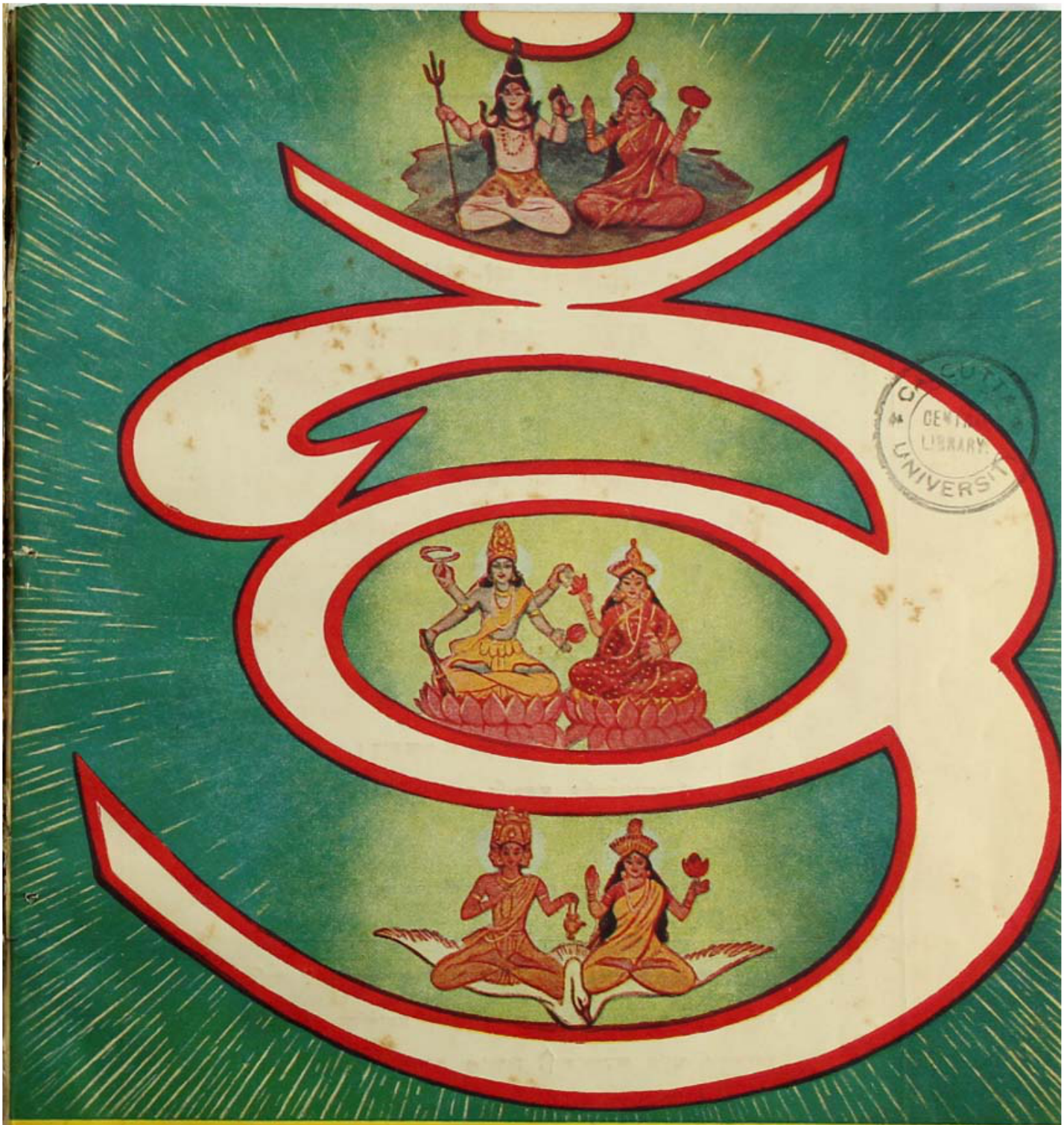

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঙ্কারমঠ
৩।২।৬৬

সচ্চিদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সচ্চিদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সচ্চিদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হই—সে ধর্ম আমি।

আমার ইচ্ছা হয়েছিল "বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" আমি বহু হব জন্মাব, আমার অপৃথগ্‌ভূতা মহাশক্তি যোগমায়া সহযোগে আমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড হলাম, সেই দানব মানব পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা নদ নদী ভূধর সব সাজলাম, ভুল ভুল খেলায় আমি আমাকে ভুলে গেলাম। মানবজন্মই মুক্তির সোপান। মানুষ হয়ে আমি আমাকে ভুলে গেলাম, বাহ্য

[অষ্টমবর্ষ, চৈত্র মাস, ১৩৭৬] [দশম সংখ্যা—মদনভঞ্জিকাযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

মুখ্য-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভারত সরকার)

সহ-সম্পাদকগণ

শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

মুদ্রক-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ্. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৭ই চৈত্র, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৬সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র সাহিত্য মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা—৩৪" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সকালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৪

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীউাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কশিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,

৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধর্ব্বাণাং সহ কৌরবাণাং যুদ্ধম্, কর্ণস্য পরাজয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে সহিতাঃ সর্ব্বে দুর্য্যোধনমুপাগমন্।
অব্রুবংশ্চ মহারাজ বচনং কৌরবং প্রতি ॥১

গন্ধর্ব্বৈর্বারিতে সৈন্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।
অমর্ষপূর্ণঃ সৈন্যানি প্রত্যভাষত ভারত ॥২

শাসতৈতানধর্ম্মজ্ঞান্ যদি বিপ্রিয়কারিণঃ।
যদি প্রক্রীড়তে সর্ব্বৈর্দেবৈঃ সহ শতক্রতুঃ ॥৩

দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ মহাবলাঃ।
সর্ব্ব এবাভিসন্নদ্ধা যোধাংশ্চাপি সহস্রশঃ ॥৪

ততঃ প্রমথ্য সর্ব্বাংস্তান্তদ্ বনং বিবিশুর্বলাৎ।
সিংহনাদেন মহতা পূরয়ন্তো দিশো দশ ॥৫

ততোঽপরৈরবার্য্যন্ত গন্ধর্ব্বৈঃ কুরুসৈনিকাঃ।
তে বার্য্যমাণা গন্ধর্ব্বৈঃ সাম্নৈব বসুধাধিপ ॥৬

তাননাদৃত্য গন্ধর্ব্বাস্তদ্ বনং বিবিশুর্মহৎ।
যদা বাচা ন তিষ্ঠন্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সরাজকাঃ ॥৭

ততস্তে খেচরাঃ সর্ব্বে চিত্রসেনে ন্যবেদয়ন্।
গন্ধর্বরাজস্তান্ সর্ব্বানব্রবীৎ কৌরবান্ প্রতি ॥৮

অনার্য্যান্ শাসতেত্যুক্তাংশ্চিত্রসেনোঽভ্যধর্ষণঃ।
অমুজ্ঞাতাশ্চ গন্ধর্ব্বাশ্চিত্রসেনেন ভারত ॥৯

প্রগৃহীতায়ুধাঃ সর্ব্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রানভিদ্রবন্।
তান্ দৃষ্ট্বা পততঃ শীঘ্রান্ গন্ধর্ব্বাংস্তুত্র তাম্যুবান্ ॥১০

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

(গন্ধর্ব্বগণের সহিত কৌরবদিগের যুদ্ধ ও কর্ণের পরাজয়।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! সেনানায়কগণ দ্রুত দুর্য্যোধনের নিকটে গিয়া গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সবই বলিল।১

হে ভারত! গন্ধর্ব্বগণ বারণ করায় প্রতাপশালী ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন অসহিষ্ণু হইয়া সৈন্যগণকে বলিলেন।২

যদি সমস্ত দেবগণের সহিত দেবরাজ শতক্রতু এখানে ক্রীড়া করিতে আসিয়া থাকেন, তথাপি আমার অপ্রিয়কারী সেই অধার্ম্মিকগণকে শাসন কর।৩

দুর্য্যোধনের আদেশ শুনিয়া মহাবল ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অন্যান্য সহস্র সহস্র যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত হইল।৪

তারপর তাহারা বনরক্ষক সেই গন্ধর্ব্বগণকে বলপূর্ব্বক প্রমথিত করিয়া সিংহনাদে দশদিক্ মুখরিত করত সেই বনে প্রবেশ করিল।৫

তখন অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ শান্তিপূর্ণ বাক্যে কুরুসৈন্যগণকে বারণ করিল। বারণ করিলেও কিন্তু কুরুসৈন্যগণ তাহা অবহেলা করিয়া বলপূর্ব্বক সেই বিশাল বনে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ তাহাদের কথা শুনিল না, তখন আকাশবিহারী গন্ধর্ব্বগণ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের নিকট গিয়া সব কথা বলিল।

তাহাদের কথা শুনিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কৌরবগণকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সকলকে বলিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ

প্রাদ্রবন্তে দিশঃ সর্ব্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতঃ সর্ব্বান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ পরাঙ্মুখান্ ॥১১

রাধেয়স্তু তদা বীরো নাসীৎ তত্র পরাঙ্মুখঃ।
আপতন্তীং তু সম্প্রেক্ষ্য গন্ধর্বাণাং মহাচমূম্ ॥১২

মহতা শরবর্ষেণ রাধেয়ঃ প্রত্যবারয়ৎ।
ক্ষুরপ্রৈর্বিশিখৈর্ভল্লৈর্বৎসদন্তৈস্তথায়সৈঃ ॥১৩

গন্ধর্বাঞ্ছতশোঽভ্যর্দ্দ্য ঘূর্ণয়ন্ সূতনন্দনঃ।
পাতয়ন্নুত্তমাঙ্গানি গন্ধর্ব্বাণাং মহারথঃ ॥১৪

ক্ষণেন ব্যধমৎ সর্ব্বাং চিত্রসেনস্য বাহিনীম্।
তে বধ্যমানা গন্ধর্বাঃ সূতপুত্রেণ ধীমতা ॥১৫

ভূয় এবাভ্যবর্ত্তন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ।
গন্ধর্বকৃতা পৃথিবী ক্ষণেন সমপদ্যত ॥১৬

আপতদ্ভির্মহাবেগৈশ্চিত্রসেনস্য সৈনিকৈঃ।
অথ দুর্য্যোধনো রাজা শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥১৭

দুঃশাসনো বিকর্ণশ্চ যে চান্যে ধৃতরাষ্ট্রজাঃ।
স্যন্দনৈস্তৎ তদা সৈন্যং রথৈর্গরুড়নিঃস্বনৈঃ ॥১৮

ভুরুণ্ডশ্চ রোধয়ামাসুঃ কৃত্বা কর্ণমথাগ্রতঃ।
মহতা রথসঙ্ঘেন রথচারেণ চাপ্যুত ॥১৯

বৈকর্ত্তনং পরীপ্সন্তো গন্ধর্বান্ সমবাকিরন্।
ততঃ সংস্থপতন্ সর্বে গন্ধর্বাঃ কৌরবৈঃ সহ ॥২০

তদা তুমুলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
ততস্তে মৃদবোঽভূবন্ গন্ধর্বাঃ শরপীড়িতাঃ ॥২১

অত্যন্ত অসভ্য, সুতরাং উহাদিগকে শাসন কর।

হে ভারত! চিত্রসেনের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্বগণ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের প্রতি ধাবিত হইলেন।

গন্ধর্বগণকে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তীব্রবেগে আক্রমণ করিতে উদ্যত দেখিয়া কুরুসৈন্যগণ দুর্য্যোধনের সম্মুখেই পলায়ন করিতে লাগিল।

সকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিলেও বীর রাধাপুত্র কর্ণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

গন্ধর্বগণের সেই মহতী সৈন্যবাহিনীকে নিজের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের উপর শরজাল বর্ষণ করত নিবারিত করিতে লাগিলেন।

সূতপুত্র কর্ণ ক্ষুরপ্র, বাণ, ভল্ল, বৎসদন্ত এবং লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রসমূহের দ্বারা ক্ষিপ্রহস্তে শত শত গন্ধর্বগণকে বিদ্ধ করিলেন।

গন্ধর্বগণের মস্তকসমূহ ছেদন করত মহারথ কর্ণ ক্ষণকালের মধ্যে চিত্রসেনের গন্ধর্ববাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন।

গন্ধর্বগণ সূতপুত্র ধীমান্ কর্ণকর্ত্তৃক এইরূপে বধ্যমান হইয়াও পলায়ন করিলেন না; বরং পুনরায় শত শত সহস্র সহস্র গন্ধর্ব মিলিতভাবে যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে তত্রত্য ভূমি গন্ধর্বে ছাইয়া গেল।১৬-১৯

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মিলিতভাবে গরুড়ের ন্যায় ধ্বনিকারী রথসমূহে আরোহণ করত গন্ধর্ববাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন।১৮-১৮

তাঁহারা কর্ণকে অগ্রভাগে রাখিয়া অসংখ্য রথসমূহের দ্বারা রথের বিভিন্ন গতিতে ক্রম রণ-ভূমিতে বিচরণ করত সূর্য্যপুত্র কর্ণকে রক্ষা করিতে করিতে গন্ধর্বগণকে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন।

তখন গন্ধর্বগণও প্রবল পরাক্রমে কৌরবগণের সহিত তুমুল রোমহর্ষণকর যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ যুদ্ধ হইবার পর কৌরবগণের বাণে পীড়িত হইয়া গন্ধর্বগণ হীনবল হইতে লাগিলেন।

উচ্চুক্রুশুশ্চ কৌরব্যা গন্ধর্বান্ প্রেক্ষ্য পীড়িতান্।
গন্ধর্বাংস্ত্রাসিতান্ দৃষ্ট্বা চিত্রসেনো দমর্ষণঃ ॥২২

উৎপপাতাসনাৎ ক্রুদ্ধো বধে তেষাং সমাহিতঃ।
ততো মায়াস্ত্রমাস্থায় যুযুধে চিত্রমার্গবিৎ।
তয়ামুগ্ধস্ত কৌরব্যশ্চিত্রসেনস্য মায়য়া ॥২৩

একৈকো হি তদা যোধো ধার্তরাষ্ট্রস্য ভারত।
পর্য্যবর্ত্তত গন্ধর্বৈর্দশভির্দশভিঃ সহ ॥২৪

ততঃ সম্পীড্যমানাস্তে বলেন মহতা তদা।
প্রাদ্রবন্ত রণে ভীতা যে চ রাজন্ বিগীষবঃ ॥২৫

ভজ্যমানেষনীকেষু ধার্তরাষ্ট্রেষু সর্বশঃ।
কর্ণো বৈকর্ত্তনো রাজংস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥২৬

দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
গন্ধর্বান্ যোধয়ামাসুঃ সমরে বৃত্তবিক্ষতাঃ ॥২৭

তেষু এবতু গন্ধর্বা শতশোঽথ সহস্রশঃ।
জিঘাংসমানাঃ সহিতাঃ কর্ণমভ্যদ্রবন্ রণে ॥২৮

অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈর্গদাভিশ্চ মহাবলাঃ।
সূতপুত্রং জিঘাংসন্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥২৯

অন্যেঽস্য যুগমচ্ছিন্দন্ ধ্বজমন্যে ন্যপাতয়ন্।
ঈষামন্যে হয়ানন্যে সূতমন্যে ন্যপাতয়ন্ ॥৩০

অন্যে ছত্রং বরুথঞ্চ বন্ধুরঞ্চ তথাপরে।
গন্ধর্বা বহুসাহস্রাস্তিলশো ব্যধমন্ রথম্ ॥৩১

গন্ধর্ব্বদিগকে পীড়িত দেখিয়া কৌরবগণ উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

গন্ধর্ব্বগণকে ভীত দেখিয়া অসহিষ্ণু চিত্রসেন ক্রোধবশে নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া কৌরবগণের বধের নিমিত্ত মন স্থির করিলেন।

চিত্রসেন যুদ্ধের বিচিত্র নানা পদ্ধতি জানিতেন। তিনি এখন মায়াস্ত্র লইয়া এমন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, কৌরবগণ তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া পড়িলেন।১৯-২৩

হে ভারত! তখন দেখা গেল, এক-একজন যুদ্ধসৈন্যের সহিত দশ-দশজন গন্ধর্ব যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২৪

হে রাজন্! গন্ধর্বগণের মহতী সেনার সহিত যুদ্ধে কৌরবগণ এমন পীড়িত হইল যে, যাঁহারা গন্ধর্বগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে ভাবিয়াছিলেন, সেই কৌরবগণ ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন।২৫

রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও সৈন্যগণ পলায়নপর হইলেও সূতপুত্র কর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় অচল-ভাবে যুদ্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন।২৬

তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি—এই তিনজনই যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াও গন্ধর্বগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২৭

অনন্তর গন্ধর্বগণ কর্ণেরই প্রাধান্য বুঝিতে পারিয়া শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় কর্ণকে বধ করিবার জন্য রণক্ষেত্রে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।২৮

সেই সময় মহাবল বীরগণ সূতপুত্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় অসি, পট্টিশ, শূল, গদা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া কর্ণকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন।২৯

গন্ধর্বগণের মধ্যে কেহ কেহ কর্ণের রথের যুগ, কেহ কেহ ধ্বজ, কেহ কেহ ঈষা বিনষ্ট করিলেন, কেহ কেহ তাঁহার অশ্বগণকে এবং কেহ কেহ তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন।৩০

অন্যান্য সহস্র সহস্র গন্ধর্ব মিলিতভাবে তাঁহার ছত্র, বরূথ ও রথের বন্ধুরকে ছেদন করত তাঁহার

ততো রথাদবপ্লুত্য সূতপুত্রোঽসিচর্মভৃৎ।
বিকর্ণরথমাস্থায় মোক্ষায়াথানচোদয়ৎ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি কর্ণপরাভবে একচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪১

রথখানিকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।৩১

তখন সূতপুত্র কর্ণ অসি ও চর্ম্ম লইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং বিকর্ণের রথে চড়িয়া প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার রথের ঘোড়াগুলিকে জোরে চালনা করিলেন।৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে কর্ণ-পরাভববিষয়ক একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪১

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(গন্ধর্বৈর্দুর্য্যোধনাদীনাং পরাজয়ঃ, তেষামপহরণঞ্চ)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গন্ধর্বৈস্তু মহারাজ তস্মিন্ কর্ণে মহারথে।
সম্প্রাদ্রবচ্চমূঃ সর্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ ॥১

তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতঃ সর্বান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ পরাঙ্মুখান্।
দুর্য্যোধনো মহারাজো নাগাৎ তত্র পরাঙ্মুখঃ ॥২

তামাপতন্তীং সম্প্রেক্ষ্য গন্ধর্বাণাং মহাচমূম্।
মমর্ত্ত শরবর্ষেণ সোঽভ্যবর্ষদ্বিসর্জ্জয়ঃ ॥৩

অচিন্ত্য শরবর্ষন্তু গন্ধর্বাস্তস্য তং রথম্।
দুর্য্যোধনং জিঘাংসন্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যগারয়ন্ ॥৪

যুগমীষাং বরূথঞ্চ তথৈব ধ্বজ-সারথী।
অশ্বাংশ্চ্রিবেণূংশ্চক্রঞ্চ ত্রিলশো ব্যধমন্ শরৈঃ ॥৫

দুর্য্যোধনং চিত্রসেনো বিরথং পতিতং ভুবি।
অভিদ্রুত্য মহাবাহুর্জীবগ্রাহমথাগ্রহীৎ ॥৬

দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[গন্ধর্বগণকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনাদির পরাজয় এবং তাঁহাদের অপহরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! মহারথ কর্ণ যখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন, তখন দুর্য্যোধনের সম্মুখেই সমস্ত সৈন্যবাহিনী উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল।১

সমস্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে ও অন্য সকল সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ হইয়া যুদ্ধে পলায়ন করিতে দেখিয়াও মহারাজ দুর্য্যোধন কিন্তু পশ্চাৎপদ হইলেন না।২

গন্ধর্বগণের মহতী সৈন্যবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া সেই শত্রুদমন দুর্য্যোধন তাঁহাদের উপর বিশাল শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।৩

সেই শরবৃষ্টিকে গ্রাহ্য না করিয়া গন্ধর্বগণ দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছা করত অল্পকালের মধ্যে তাঁহার রথকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন।৪

তারপর তাঁহারা মিলিতভাবে তাঁহার রথের যুগ, ঈষাদণ্ড, বরূথ, ধ্বজ, সারথি, অশ্বসমূহ, শরাসন ও ত্রিবেণু প্রভৃতি যেখান করত রথখানিকে ভিন্ন ভিন্ন

তস্মিন্ গৃহীতে রাজেন্দ্র স্থিতং দুঃশাসনং রথে।
পর্য্যগৃহ্ণন্ত গন্ধর্ব্বাঃ পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥৭

বিবিংশতিং চিত্রসেনমাদায়ান্যে বিদুদ্রুবুঃ।
বিন্দানুবিন্দাবপরে রাজদারাংশ্চ সর্বশঃ ॥৮

সৈন্যং তদ্ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য গন্ধর্ব্বৈঃ সমভিদ্রুতম্।
পূর্বং প্রণষ্টাঃ সহিতাঃ পাণ্ডবানভ্যুপাগমন্ ॥৯

শকটাপণবেশাংশ্চ যানযুগ্যঞ্চ সর্বশঃ।
শরণং পাণ্ডবান্ জগ্মুস্ত্রিয়মাণে মহীপতৌ ॥১০

সৈনিকা ঊচুঃ।

প্রিয়দর্শী মহাবাহুর্ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
গন্ধর্ব্বৈর্হ্রিয়তে রাজা পার্থাস্তমনুধাবত ॥১১

দুঃশাসনো দুর্বিষহো দুর্মুখো দুর্জয়স্তথা।
বন্ধূন্ হ্রিয়ন্তে গন্ধর্ব্বৈর্ রাজদারাংশ্চ সর্বশঃ ॥১২

ইতি দুর্য্যোধনামাত্যাঃ ক্রোশন্তো রাজসূদ্বিনঃ।
আর্ত্তা দীনাস্ততঃ সর্বে যুধিষ্ঠিরমুপাগমন্ ॥১৩

তাংস্তথা ব্যথিতান্ দীনান্ ভিক্ষমাণান্ যুধিষ্ঠিরম্।
বৃদ্ধান্ দুর্য্যোধনামাত্যান্ ভীমসেনোঽভ্যভাষত ॥১৪

মহতা হি প্রযত্নেন সংনহ্য গজবাজিভিঃ
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥১৫

অন্যথা বর্ত্তমানানামর্থো জাতোঽয়মন্যথা।
দুর্মন্ত্রিতমিদং তাবদ্ রাজ্ঞো দুর্যোধনস্য বৈ ॥১৬

করিয়া শরবর্ষণে কাটিয়া ফেলিলেন।৫

মহাবাহু চিত্রসেন ভীবিত দুর্য্যোধনকে বিরথ অবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া ধরিয়া ফেলিলেন।৬

হে রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধনকে ধরিয়া ফেলিতে দেখিয়া গন্ধর্বগণ দুঃশাসনকেও চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ধরিয়া ফেলিলেন।৭

কিছুসংখ্যক গন্ধর্ব মিলিয়া বিবিংশতিকে, কিছু-সংখ্যক বিন্দ ও অনুবিন্দকে এবং কিছুসংখ্যক রাজকুলনারীগণকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন।৮

গন্ধর্বগণ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। দুর্য্যোধনের কিছু সৈন্য যাহারা পূর্বেই পলাইয়াছিল, তাহারা একসঙ্গে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হইল।৯

ভূপতি দুর্য্যোধনকে ধরিয়া ফেলায় তাহারা পোষাক ও দোকান, বেশভূষা, অন্যান্য যান এবং স্কন্ধে জোয়াল লইয়া ভার বহিতে সক্ষম বৃষাদি সকল উপকরণের সহিত মিলিয়া পাণ্ডবগণের শরণাগত হইল।১০

সৈনিকগণ বলিল,—হে কুরুনন্দনগণ! আমাদের প্রিয়দর্শী মহাবাহু মহাবল দুর্য্যোধনকে গন্ধর্বগণ বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনারা তাঁহাকে রক্ষার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করুন। তাহারা দুঃশাসন, দুর্মুখ, দুর্বিষহ, দুর্জয় প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে রাজকুলস্ত্রীগণের সহিত বন্দী করিয়া বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। (আপনারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন)।১১-১২

ইত্যবসরে রাজাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক দুর্য্যোধনের প্রিয় অমাত্যগণ আর্ত ও দীনভাবে চীৎকার করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।১৩

সেই দীন, আর্ত ও যুধিষ্ঠিরের শরণপ্রার্থী বৃদ্ধ অমাত্যগণকে ভীমসেন বলিলেন।১৪

আমরা অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি লইয়া মহতী সেনার সাহায্যে কঠোর পরিশ্রমে যে কাজ করিতাম, সেই কাজই আজ গন্ধর্বগণ করিয়াছে।১৫

দুর্য্যোধনের অন্য কিছু দুষ্ট অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার পরিণাম বিপরীত হইয়াছে। কপট

যেষ্টাবয়ন্তে ক্লীবত্ব পাণ্ডবস্তীতি নঃ শ্রুতম্।
ইদং কৃতং নঃ প্রত্যক্ষং গন্ধর্ব্বৈরতিমানুষম্ ॥১৭
দিষ্ট্যা লোকে পুরাণস্তি কশ্চিদস্মদ্বিধো হিতঃ।
যেনাস্মাকং হৃতো ভার আসীনানাং সুখাবহঃ ॥১৮
শীতবাতাতপসহাংস্তপসা চৈব কর্শিতান্।
সমন্যো বিষমস্থান্ হি দ্রষ্টুমিচ্ছতি দুর্মতিঃ ॥১৯
অধর্মচারিণস্তস্য কৌরব্যস্য দুরাত্মনঃ।
যে শীলমনুবর্ত্তন্তে তে পশ্যন্তি পরাভবম্ ॥২০

অধর্ম্মো হি কৃতস্তেন যেনৈতদুপপদ্যতে।
অনৃশংসাস্তু কৌন্তেয়াস্তৎ প্রত্যক্ষং ব্রবীমি বঃ ॥২১
এবং ব্রুবাণং কৌন্তেয়ং ভীমসেনমপস্বরম্।
ন কালঃ পরুষস্যায়মিতি রাজাভ্যভাষত ॥২২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি
দুর্য্যোধনাদিহরণে দ্বিচত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৪

দ্যূতক্রীড়ামোদী দুর্য্যোধন অন্য কিছু দুষ্কৃতাপূর্ব ষড়যন্ত্র করিতেছিল, কিন্তু তাহা সফল হইতে পারিল না।১৬

আমি শুনিয়াছি, যাহারা কোন অপকার করিতে অসমর্থ লোকের প্রতি দ্বেষ করে, তাহাদিগকে অন্যলোকই নিপাতিত করে। আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, গন্ধর্ব্বগণ সেই অতিমানুষ কাজই সম্পন্ন করিয়াছে।১৭

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা আজ বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের প্রিয় ও হিতকারী অন্য লোক আছেন, যিনি আমাদের ভারকে হরণ করিয়া আমাদিগকে উপবিষ্ট রাখিয়াই সুখী করিতেছেন।১৮

ঐ দুর্ম্মতি নিজের সমৃদ্ধিতে সম্পন্ন হইয়া শীত, বায়ু ও রৌদ্র সহ্য করিয়া তপস্যাকর্শিত দীনাবস্থায় অবস্থিত আমাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিল অর্থাৎ আমাদিগকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে আসিয়াছিল।১৯

ঐ পাপাচারী দুরাত্মা কুরুনন্দনের চরিত্রকে যাহারা অনুবর্ত্তন করে, তাহারাও পরাভব প্রাপ্ত হয়।২০

যে ব্যক্তি দুর্য্যোধনকে এই কুমন্ত্রণা দিয়াছে, সে অত্যন্ত পাপ কাজ করিয়াছে। কুন্তীপুত্রগণ নৃশংস নহেন—একথা তোমাদের সম্মুখেই বলিয়া দিতেছি।২১

কুন্তীনন্দন ভীমসেন যখন এইরূপ কটূবাক্য অমাত্যগণকে বলিতেছিলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন,—"পরপাপরতকে (রক্ষা না করিয়া) কটূবাক্য বলিবার সময় এটা নয়"।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনাদিহরণবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪২

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধর্ব্বেভ্যো দুর্য্যোধনাদীনাং মুক্তয়ে ভীমসেনায় যুধিষ্ঠিরস্যাদেশদানম্, এতৎ কার্য্যং কর্ত্তুম্ অর্জ্জুনস্য প্রতিজ্ঞা চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অস্মানভিগতাংস্তাত ভয়ার্ত্তান্ শরণৈষিণঃ।
কৌরবান্ বিষমপ্রাপ্তান্ কথং ক্রূরাণ্যভাষথাঃ ॥১

ভবন্তি ভেদা জ্ঞাতীনাং কলহাংশ্চ বৃকোদর।
প্রণশ্যন্তি চ বৈরাণি কুলধর্ম্মো ন নশ্যতি ॥২

যদা তু কশ্চিজ্জ্ঞাতীনাং বাহ্যঃ পোষয়তে কুলম্।
ন মর্ষয়ন্তি তৎ সন্তো বাহ্যেনাভিপ্রধর্ষণম্ ॥৩

(পরৈঃ পরিভবে প্রাপ্তে বয়ং পঞ্চোত্তরং শতম্।
পরস্পরবিরোধে তু বয়ং পঞ্চ শতং তু তে।)

জানাত্যেষ হি দুর্ব্বুদ্ধিরস্মাসু চিরোষিতান্।
স এবং পরিভূয়াস্মানকর্ষীদমপ্রিয়ম্ ॥৪

দুর্য্যোধনস্য গ্রহণাদ্ গন্ধর্ব্বৈশ্চ বলাৎ প্রভো।
স্ত্রীণাং বাহ্যাভিমর্ষাচ্চ হতং ভবতি নঃ কুলম্ ॥৫

শরণঞ্চ প্রপন্নানাং ত্রাণার্থঞ্চ কুলস্য চ।
উত্তিষ্ঠত নরব্যাঘ্রাঃ সজ্জীভবত মা চিরম্ ॥৬

অর্জ্জুনশ্চ যমৌ চৈব বৃকশ্চ বীরাপরাজিতঃ।
মোক্ষয়ধ্বং নরব্যাঘ্রা হ্রিয়মাণং সুযোধনম্ ॥৭

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[গন্ধর্ব্বগণের হস্ত হইতে দুর্য্যোধনাদিকে মুক্ত করিবার জন্য ভীমসেনকে যুধিষ্ঠিরের আদেশদান এবং এই কার্য্য করিবার জন্য অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত। ভয়ার্ত্ত বিপন্নগ্রস্ত কৌরবগণ আমাদের নিকটে আসিয়া শরণাগত হইয়াছে। তুমি এই সময় তাহাদিগকে এইরূপ অপ্রিয় কথা কেন বলিতেছ ?১

হে বৃকোদর। জ্ঞাতিগণের এরূপ মতভেদ, কলহ ও শত্রুতা অনেক হইয়া থাকে। কখনও আবার শত্রুতা গভীরভাবে বহুদিন থাকে, তাই বলিয়া কুলধর্ম্মকে কেহ নষ্ট হইতে দেয় না।২

যদি বাহিরের কোন লোক জ্ঞাতিগণের কুলের উপর আক্রমণ করে, তবে সজ্জন জ্ঞানীপুরুষ বাহ্যপুরুষের ঐ ধর্ষণকে কখনও সহ্য করে না।৩

(অন্যের দ্বারা পরিভবের সময় আমরা দুই কুল মিলিয়া একশত পাঁচটি ভাই ; আর আমাদের যখন পরস্পর বিরোধ হইবে, তখন আমরা পাঁচ ভাই এবং উহারা একশত ভাই।) এই দুর্ব্বুদ্ধি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ইহা জানে যে, আমরা এইখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেছি, তথাপি আমাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়াই সে আমাদের এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিতে সাহস করিয়াছে।৪

শক্তিমান্ ভীমসেন। গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক দুর্য্যোধন বন্দী হওয়ায় এবং বহিরাগত পুরুষের দ্বারা আমাদের কুলস্ত্রীগণের অপহরণ হওয়াও আমাদের কুলকুলের মর্য্যাদা কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই।৫

নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ। শরণাগতগণকে রক্ষার জন্য এবং কুলের মর্য্যাদা উদ্ধারের জন্য তোমরা শীঘ্র উত্থিত হও ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—বিলম্ব করিও না।৬

হে বীর। তুমি, অর্জ্জুন ও ভ্রাতৃদ্বয় নকুল ও সহদেব কখনও পরাজিত হও নাই। নরশ্রেষ্ঠগণ। তোমরা মিলিত হইয়া অবিলম্বে অপহৃত দুর্য্যোধনকে

এতে রথা নরব্যাঘ্রাঃ সর্ব্বশস্ত্রসমন্বিতাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং বিমলাঃ কাঞ্চনধ্বজাঃ ॥৮

সম্বন্ধানধিরোহধ্বং নিত্যলজ্জানিমান্ রথান্।
ইন্দ্রসেনাদিভিঃ যুক্তৈঃ কৃতশস্ত্রৈরধিষ্ঠিতান্ ॥৯

এতানাস্থায় বৈ যত্তা গন্ধর্বান্ যোদ্ধুমাহবে।
সুযোধনস্য মোক্ষায় প্রযতধ্বমতন্দ্রিতাঃ ॥১০

ন এব কশ্চিদ্ রাজন্যঃ শরণার্থমিহাগতম্।
শক্ত্যা ত্যজেদকেতং কিং পুনস্ত্বং বৃকোদর ॥১১

(বৈশম্পায়ন উবাচ)
এবমুক্তস্তু কৌন্তেয়ঃ পুনর্বাক্যমভাষত।
কোপসংরক্তনয়নঃ পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ ॥

ভীম উবাচ।
পুরা জতুগৃহেঽনেন দগ্ধুমস্মান্ যুধিষ্ঠির।
দুর্যুক্তিহি কৃতা বীর ভৃশং দৈবেন রক্ষিতাঃ ॥
কালকূটং বিষং তীক্ষ্ণং ভোজনে মম ভারত।
উপ্ত্বা গঙ্গাং লতাপাশৈর্বদ্ধা চ প্রাক্ষিপৎ প্রভো ॥
সুপ্তকালে হি কৌন্তেয় বুদ্ধিনাশি কৃতানি বৈ।
পুরা কৃতানাং পাপানাং ফলং ভুঙ্‌ক্তে সুযোধনঃ ॥
অস্মাভিরেব কর্ত্তব্যো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য নিগ্রহঃ।
অন্যেন তু কৃতং তচ্চ মৈত্র্যমস্মাভিরিচ্ছতা ॥
উপকারী তু গন্ধর্ব্বো মা রাজন্ বিমনা ভব ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজংশ্চিত্রসেনেন বৈ হৃতঃ।
বিললাপ দুঃখার্ত্তো ব্রিয়মাণঃ সুযোধনঃ ॥

মুক্ত কর।৭

হে নরশ্রেষ্ঠগণ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের এইসকল রথ সুসজ্জিত, শস্ত্রযুক্ত, সর্ব্বাস্ত্র-পরিপূর্ণ কাঞ্চন-ধ্বজশালী নির্ম্মল রথ আছে। ঐসকল রথে শস্ত্র-বিদ্যানিপুণ ইন্দ্রসেনাদি সারথি বিদ্যমান আছে। অবিলম্বে তোমরা এই রথগুলিতে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হও এবং সাবধান হইয়া সুযোধনের মুক্তির জন্য প্রযত্ন কর ৮-১০

যে কোন রাজা শরণাগত ব্যক্তিকে নিজ সামর্থ্যানুসারে রক্ষা করিয়া থাকে। হে বৃকোদর! তুমি যে অবশ্যই শরণাগতকে রক্ষা করিবে—এবিষয়ে আর তোমাকে বলিবার কি আছে ?১১

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের এইরূপ কথা শুনিয়া ভীম পূর্ব্ব শত্রুতাকে স্মরণ করিয়া ক্রোধে আরক্তনয়নে পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

ভীম বলিলেন,—বীর যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে জতু-গৃহে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য দুর্য্যোধন কিরূপ অযত্ন বুদ্ধি করিয়াছিল; কিন্তু দৈববশে আমরা রক্ষা পাইয়া গিয়াছি।

হে ভারত! হে প্রভো! এই দুষ্ট আমাকে কালকূট-বিষ খাওয়াইয়া লতাদির দ্বারা আমার হাত-পা বাঁধিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছিল।

হে কৌন্তেয়! পাশাখেলার সময় এই দুষ্ট দুর্য্যোধন কত পাপ করিয়াছে। সভামধ্যে দ্রৌপদীকে আনাইয়া তাহার কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণ প্রভৃতি কত কুকর্ম্ম করিয়াছে। পূর্ব্বকৃত সেইসকল পাপের ফল সে এখন ভোগ করিতেছে।

ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের নিগ্রহ আমাদেরই কর্ত্তব্য ছিল, সে কাজ অন্যেই করিয়াছে। ইহাতে তাহারা উপকার ও মিত্রকার্য্যই করিয়াছে। হে রাজন্! আমাদের ইহাতে আনন্দিতই হওয়া উচিত, বিমনা হওয়া উচিত নয়।

দুর্য্যোধন উবাচ।

পাণ্ডুপুত্র মহাবাহো পৌরবাণাং যশস্কর।
সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বৈর্হ্রিয়তে বলাৎ॥

রক্ষস্ব পুরুষব্যাঘ্র যুধিষ্ঠির মহাযশঃ।
ভ্রাতরং তে মহাবাহো বদ্ধ্বা নয়তি মামযম্॥

দুঃশাসনং দুর্বিষহং দুর্মুখং দুর্জ্জয়ং তথা।
বদ্ধ্বা হরন্তি গন্ধর্ব্বা অন্যাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥

অনুধাবত মাং ক্ষিপ্রং রক্ষধ্বং পুরুষোত্তমাঃ॥

বৃকোদর মহাবাহো ধনঞ্জয় মহাযশঃ।
যমৌ মামনুধাবেতাং রক্ষার্থং মম সায়ুধৌ॥

কুরুবংশস্য তু মহদযশঃ প্রাপ্তমীদৃশম্।
ব্যপোহধ্বং গন্ধর্ব্বান্ বিদ্ধ্বা বীর্য্যেণ পাণ্ডবাঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বিলপমানস্য কৌরবস্যার্ত্তয়া গিরা।
শ্রুত্বা বিলাপং সম্ভ্রান্তো দুঃখাভিপরিপ্লুতঃ।
যুধিষ্ঠিরঃ পুনর্বাক্যং ভীমসেনমথাব্রবীৎ।)
ক ইহার্য্যো ভবেৎ ত্রাণমভিধাবেতি মোদিতঃ।
প্রাঞ্জলিং শরণাপন্নং দৃষ্ট্বা শক্রমপি ধ্রুবম্॥১২

বরপ্রদানং রাজ্যঞ্চ পুত্রজন্ম চ পাণ্ডবাঃ।
শত্রোশ্চ মোক্ষণং ক্লেশাৎ ত্রীণি চৈকঞ্চ
তৎসমম্॥১৩

কিং চাপ্যধিকমেতস্মাদ্ যদাপন্নঃ সুযোধনঃ।
তথাহ্যবলমাশ্রিত্য জীবিতং পরিমার্গতে॥১৪

স্বয়মেব প্রধাবেয়ং যদি ন স্যাদ্ বৃকোদর।
বিত্ততো মে ক্রতুর্যোব ন হি মেঽত্র বিচারণা॥১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীম ও যুধিষ্ঠিরের যখন এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন চিত্রসেনকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ দুর্য্যোধনের বিলাপ শুনিতে পাওয়া গেল।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে মহাবাহো পাণ্ডুপুত্র! হে পুরুবংশীয়গণের যশস্কর! হে ধার্ম্মিকপ্রবর! গন্ধর্ব্ব বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিতেছে।

হে মহাযশা পুরুষব্যাঘ্র যুধিষ্ঠির! তোমারই ভাই আমাকে এই ব্যক্তি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। আমার অন্যান্য ভাই দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, দুর্ম্মুখ ও দুর্জ্জয় এবং আমাদের সকলের পত্নীগণকেও হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। হে বৃকোদর! অর্জ্জুন! নকুল! সহদেব! পুরুষশ্রেষ্ঠ তোমরা আমাদের রক্ষার জন্য অস্ত্র লইয়া ধাবিত হও। কুরুবংশের আজ মহা অযশ হইতে বসিয়াছে। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা নিজ বীর্য্যে ইহাকে জয় করিয়া অযশ অপনয়ন কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কৌরব দুর্য্যোধনের এইরূপ আর্ত্তবাক্যে বিলাপ শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির করুণায় দ্রবীভূত হইলেন। তিনি সসম্ভ্রমে ভীমসেনকে পুনরায় বলিলেন।)

এমনস্তে এমন কোন্ সমর্থ সত্য-পুরুষ আছে যে, শত্রুও আর্ত্ত অবস্থায় কৃতাঞ্জলি হইয়া শরণাগত হইলে তাহাকে রক্ষা না করে?১২

পাণ্ডবগণ। বরদান, রাজ্যপ্রদান, পুত্রের জন্ম এবং বিপন্ন শরণাগত শত্রুকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করা,—ইহাদের মধ্যে শেষ কার্য্যটি একাকী অপর তিনটির সমকক্ষ।১৩

আজ দুর্য্যোধন বিপন্ন হইয়া তোমার বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে চাহিতেছে, ইহার চেয়ে তোমার নিকট অধিক আনন্দের আর কি থাকিতে পারে?১৪

হে বীর বৃকোদর! যদি এই যজ্ঞ আরম্ভ না হইত, তবে আমি নিজেই দুর্য্যোধনের মুক্তির জন্য

সান্ত্বেন তু যথা ভীম মোক্ষয়েথাঃ সুযোধনম্ ।
তথা সর্ব্বৈরুপায়ৈস্ত্বং যতেথাঃ কুরুনন্দন ॥১৬
ন সান্ত্বা প্রতিপদ্যেত যদি গন্ধর্ব্বরাড়সৌ
পরাক্রমেণ মৃদুনা মোক্ষয়েথাঃ সুযোধনম্ ॥১৭
অথাসৌ মৃদুযুদ্ধেন ন মুঞ্চেদ্ ভীম কৌরবান্ ।
সর্ব্বোপায়ৈর্বিমোচ্যাস্তে নিগৃহ্য পরিপন্থিনঃ ॥১৮
এতাবদ্ধি ময়া শক্যং সন্দেষ্টুং বৈ বৃকোদর ।
বৈতানে কর্ম্মণি তত্তে বর্ত্তমানে চ ভারত ॥১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অজাতশত্রোর্বচনং শ্রুত্বা তু ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রতিজজ্ঞে গুরোর্বাক্যাৎ কৌরবাণাং বিমোক্ষণম্ ॥২০

অর্জ্জুন উবাচ ।

যদি সান্ত্বা ন মোক্ষ্যন্তি গন্ধর্ব্বা ধৃতরাষ্ট্রজান্ ।
অদ্য গন্ধর্বরাজস্য ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥২১
অর্জ্জুনস্য তু তাং শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাং সত্যবাদিনঃ ।
কৌরবাণাং তদা রাজন্ পুনঃ প্রত্যাগতং মনঃ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনমোচনানুজ্ঞায়াং ত্রিচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৩

ছুটিয়া যাইতাম। তখন এবিষয়ে আমারও কোন বিচার করা উচিত হইত না ।১৫

হে কুরুনন্দন ভীম। তুমি প্রথমতঃ সামনীতির দ্বারাই দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে; যত প্রকার মিষ্ট ভাষায় উহা সম্ভব হয়, তাহা করিতে সর্ব্বপ্রকারে যত্ন করিতে চেষ্টা করিবে ।১৬

যদি সেই গন্ধর্ব্বরাজ সাম-নীতির বাধ্য না হয়, তবে সম্ভব হইলে মৃদু পরাক্রম প্রকাশ করিয়া দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে ।১৭

ভীম। যদি সে মৃদু পরাক্রমেও কৌরবগণকে পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে সর্ব্ব-উপায়ে গন্ধর্ব্বদিগকে নিগৃহীত করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিবে ।১৮

হে বৃকোদর। বর্ত্তমানে আমার যজ্ঞকার্য্য চলিতেছে, এসময় আমি এই পর্য্যন্ত উপদেশই করিতে পারি; ইহার অধিক কিছু করা আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয় ।১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অজাতশত্রুর কথা শুনিয়া অর্জ্জুন নিজ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ও গুরুর ইচ্ছানুসারে কৌরবগণের মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন ।২০

অর্জ্জুন বলিলেন,—যদি গন্ধর্বগণ মিষ্ট-ভাষায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে ছাড়িয়া না দেয়, তবে আজ পৃথিবী গন্ধর্ব্বরাজের রক্ত পান করিবে ।২১

রাজন্। অর্জ্জুনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কুরুপক্ষীয়গণের হৃদয়ে প্রাণ ফিরিয়া আসিল ।২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনের মুক্তির জন্য আদেশবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৪৩

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধর্বৈঃ সহ পাণ্ডবানাং যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরবচঃ শ্রুত্বা ভীমসেনপুরোগমাঃ।
প্রহৃষ্টবদনাঃ সর্বে সমুত্তস্থুর্নরর্ষভাঃ ॥১

অভেদ্যানি ততঃ সর্বে সন্নদ্ধাস্তু ভারত।
জাম্বূনদবিচিত্রাণি কবচানি মহারথাঃ ॥২

আয়ুধানি চ দিব্যানি বিবিধানি সমাদধুঃ।
তে ঘংশিতাঃ রথৈঃ সর্বে ধ্বজিনঃ সশরাসনাঃ ॥৩

পাণ্ডবাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত জ্বলিতা ইব পাবকাঃ।
তান্ রথান্ সাধুসম্পন্নান্ সংযুক্তান্ জবনৈর্হয়ৈঃ ॥৪

আস্থায় রথশার্দূলাঃ শীঘ্রমেব যযুস্ততঃ।
ততঃ কৌরবসৈন্যানাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ ॥৫

প্রয়াতান্ সহিতান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রান্ মহারথান্।
জিতকাশিনশ্চ খেচরাস্ত্রবিদাশ্চ মহারথাঃ ॥৬

ক্ষণেনৈব বনে তস্মিন্ সমাজগ্মুরভীতবৎ।
সুবর্ণস্তু ততঃ সর্বে গন্ধর্বা জিতকাশিনঃ ॥৭

দৃষ্ট্বা রথাগতান্ বীরান্ পাণ্ডবাংশ্চতুরো রণে।
তাংস্তু বিভ্রাজিতান্ দৃষ্ট্বা লোকপালানিবোদ্যতান্ ॥৮

ব্যূঢ়ানীকা ব্যতিষ্ঠন্ত গন্ধমাদনবাসিনঃ।
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা ধর্মপুত্রস্য ধীমতঃ ॥৯

ক্রমেণ মৃদুনা যুদ্ধমুপক্রান্তঞ্চ ভারত।
ন তু গন্ধর্বরাজস্য সৈনিকা মন্দচেতসঃ ॥১০

শক্যাস্তে মৃদুনা জেতুঃ প্রতিপাদয়িতুং তদা।
ততস্তান্ যুধি দুর্ধর্ষান্ সব্যসাচী পরন্তপঃ ॥১১

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[গন্ধর্বদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া ভীমসেনপ্রমুখ নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আনন্দিতমুখে গাত্রোত্থান করিলেন।১

হে ভারত! মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণ অভেদ্য ও স্বর্ণখচিত বিচিত্র কবচসমূহ পরিধান করিলেন।২

তাঁহারা বিবিধ দিব্যাস্ত্রসমূহ হস্তে গ্রহণ করিলেন ও কবচ গ্রহণ করত রথে আরোহণ করিয়া ধ্বজ এবং ধনুতে সুশোভিত এই পাণ্ডবগণ প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

যুদ্ধের সমস্ত সামগ্রীতে রথসমূহ পূর্ণ করিয়া দ্রুতগতি অশ্বসমূহ যোজনা করত রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

তখন কৌরবসৈন্যগণের মধ্যে মহানন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল।৩-৫

সেই মহারথী পাণ্ডবগণকে একত্রে যাত্রিত হইতে দেখিয়া বিজয়শ্রী-সুশোভিত আকাশচারী মহারথী গন্ধর্বগণ ক্ষণকালের মধ্যে অতি দ্রুত নির্ভয়ে একত্রে সম্মিলিত হইলেন। তারপর নিজেদের বিজয়ে উল্লসিত হইয়া গন্ধর্বগণ যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন।৬-৭

যুদ্ধে বীর বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই বিখ্যাত ও যুদ্ধ করিতে উদ্যত চারি পাণ্ডুপুত্রকে লোকপালসদৃশ নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া গন্ধমাদননিবাসী গন্ধর্বগণ ব্যূহ রচনা করত যুদ্ধার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

হে ভারত! পরম বুদ্ধিমান্ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আদেশ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ মৃদু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্ধর্বরাজের সৈনিকগণ মন্দবুদ্ধিতাবশতঃ সেই মৃদু যুদ্ধের দ্বারা নিজেদের কল্যাণকর পথে যাইতে সমর্থ হইলেন না।

তখন শত্রুদমন সব্যসাচী ধনঞ্জয় সেই যুদ্ধস্থলে

সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বাক্যমুবাচ খচরান্ বলে।
বিসর্জ্জয়ত রাজানং ভ্রাতরং মে সুযোধনম্ ॥১২
ত এবমুক্তা গন্ধর্ব্বাঃ পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
উৎসৃজন্তস্তদা পার্থমিদং বচনমব্রুবন্ ॥১৩
একস্যৈব বয়ং তাত কুর্য্যাম বচনং ভুবি।
যস্য শাসনমাজ্ঞায় চরামো বিগতজ্বরাঃ ॥১৪
তেনৈকেন ধনাদিষ্টং তথা বর্ত্তাম ভারত।
ন শাস্তা বিদ্যতেঽস্মাকমন্যস্তস্মাৎ সুরেশ্বরাৎ ॥১৫
এবমুক্তঃ স গন্ধর্বৈঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
গন্ধর্ব্বান্ পুনরেবেদং বচনং প্রত্যভাষত ॥১৬
ন তদ্ গন্ধর্বরাজস্য যুক্তং কর্ম্ম জুগুপ্সিতম্।
পরদারাভিমর্শশ্চ মানুষৈশ্চ সমাগমঃ ॥১৭
উৎসৃজধ্বং মহাবীর্য্যান্ ধৃতরাষ্ট্রসুতানিমান্।
দারাংশ্চৈষাং বিমুঞ্চধ্বং ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ ॥১৮
যদা সান্ত্বা ন মুঞ্চধ্বং গন্ধর্ব্বা ধৃতরাষ্ট্রজান্।
মোক্ষয়িষ্যামি বিক্রম্য স্বয়মেব সুযোধনম্ ॥১৯
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ।
সসর্জ্জ নিশিতান্ বাণান্ খচরান্ খচরান্ প্রতি ॥২০
তথৈব শরবর্ষেণ গন্ধর্বাস্তে বলোৎকটাঃ।
পাণ্ডবানভ্যবর্ত্তন্ত পাণ্ডবাশ্চ দিবৌকসঃ ॥২১
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং গন্ধর্ব্বাণাং তরস্বিনাম্।
বভূব ভীমবেগানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি পাণ্ডবগন্ধর্ব্বযুদ্ধে চতুশ্চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৪

মিত্রভাবে আকাশচারী দুর্দ্ধর্ষ গন্ধর্বগণকে বলিলেন,—"তোমরা আমার ভ্রাতা রাজা দুর্য্যোধনকে ছাড়িয়া দাও" ৮-১২

ত্রিলোকবিখ্যাত-কীর্ত্তিসম্পন্ন পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের সেই কথা শুনিয়া গন্ধর্বগণ তাঁহাকে উপহাস করিয়া বলিলেন ।১৩

হে বৎস! আমরা এই ভূমণ্ডলে একজনেরই বাক্য পালন করি। যাঁহার শাসন মানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত মনে জগতে বিচরণ করি, আমরা সেই এক-জনের কথাই শুনিব। তিনি যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমরা তাহাই করিতেছি, সেই দেবেশ্বর চিত্রসেন ভিন্ন আমাদের অন্য কোন শাসন-কর্ত্তা নাই ।১৪-১৫

গন্ধর্বগণের এইরূপ কথা শুনিয়া কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় পুনরায় গন্ধর্বগণকে এই কথা বলিলেন ।১৬

গন্ধর্বরাজের পক্ষে পরদারাপহরণের ন্যায় নিন্দিত কর্ম্ম এবং মানুষের সহিত কলহ করা উচিত নয় ।১৭

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনানুসারে আপনারা এই মহাবীর্য্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ এবং তাঁহাদের পত্নী-গণকে ছাড়িয়া দিন ।১৮

হে গন্ধর্বগণ! যদি আপনারা সামনীতি অনুসারে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে ছাড়িয়া না দেন, তবে আমি স্বয়ং বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে ছাড়াইয়া লইব ।১৯

এই কথা বলিয়া সব্যসাচী ধনঞ্জয় আকাশচারী গন্ধর্বগণকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ আকাশগামী বাণ-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।২০

তখন বলোন্মত্ত গন্ধর্বগণও পাণ্ডবগণের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আবার পাণ্ডবগণ গন্ধর্বগণকে মহাশরাক্রমে আক্রমণ করিলেন ।২১

ভারত! তখন বেগবান্ গন্ধর্বগণের সহিত ভয়ঙ্কর বেগবান্ পাণ্ডবগণের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল ।২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে পাণ্ডব-গন্ধর্ব-যুদ্ধবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৪৪

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবৈর্গন্ধর্বাণাং পরাজয়ঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দিব্যাস্ত্রসম্পন্না গন্ধর্বা হেমমালিনঃ।
বিসৃজন্তঃ শরান্ দীপ্তান্ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥১

চত্বারঃ পাণ্ডবা বীরা গন্ধর্বাশ্চ সহস্রশঃ।
রণে সংস্তম্ভয়ন্ রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২

যথা কর্ণস্য চ রথো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য চোভয়োঃ।
গন্ধর্বৈঃ শতশশ্ছিন্নো তথা তেষাং প্রচক্রিরে ॥৩

তান্ সমাপততো রাজন্ গন্ধর্বাঞ্ছতশো রণে।
প্রত্যগৃহ্ণন্ নরব্যাঘ্রাঃ শরবর্ষৈরনেকশঃ ॥৪

তে কীর্য্যমাণাঃ খগমাঃ শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
ন শেকুঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং সমীপে পরিবর্ত্তিতুম্ ॥৫

অভিক্রুদ্ধানভিক্রুদ্ধো গন্ধর্বানর্জ্জুনস্তদা।
লক্ষয়িত্বাথ দিব্যানি মহাস্ত্রাণ্যুপচক্রমে ॥৬

সহস্রাণাং সহস্রাণি প্রাহিণোন্ যমসাদনম্।
আগ্নেয়েনার্জ্জুনঃ সংখ্যে গন্ধর্বাণাং বলোৎকটঃ ॥৭

তথা ভীমো মহেষ্বাসঃ সংযুগে বলিনাং বরঃ।
গন্ধর্বাঞ্ছতশো রাজন্ জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৮

মাদ্রীপুত্রাবপি তথা যুধ্যমানৌ বলোৎকটৌ।
পরিগৃহ্যাগ্রতো রাজন্ জঘ্নতুঃ শতশঃ পরান্ ॥৯

তে বধ্যমানা গন্ধর্বা নিশ্চৈষ্টবস্ত্রৈর্মহারথৈঃ।
উৎপেতুঃ সমুপাদায় ধৃতরাষ্ট্রসুতাংস্ততঃ ॥১০

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বদিগের পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন স্বর্ণমালা-পরিহিত গন্ধর্বগণ প্রদীপ্ত শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে চারিদিকে পাণ্ডবগণকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।১

হে রাজন্! চারিজন বীর পাণ্ডুপুত্রের সহিত সহস্র সহস্র গন্ধর্ব যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল; ইহা এক আশ্চর্য্যজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল।২

তাঁহারা যে কৌশলে কর্ণ ও দুর্য্যোধনের রথকে শত শত খণ্ডে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন, সেই কৌশলে তাঁহাদের রথগুলিকে শতধা ছিন্নভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।৩

হে রাজন্! রণভূমিতে আক্রমণকারী গন্ধর্বগণকে নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ এইপ্রকার শরজাল বর্ষণ করত প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন।৪

পাণ্ডবগণের চারিদিক্ হইতে বারিধারাবৎ নির্ম্মুক্ত বাণসমূহের আঘাতে আহত হইয়া আকাশচারী গন্ধর্বগণ তাঁহাদের নিকটে অবস্থান করিতে সক্ষম হইলেন না।৫

তখন অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ গন্ধর্বগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।৬

উৎকট বলশালী অর্জ্জুন আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া দশ লক্ষ গন্ধর্বকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।৭

রাজন্! এইরূপ মহাধনুর্দ্ধর এবং যুদ্ধে বলিশ্রেষ্ঠ ভীম তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত শত গন্ধর্বকে সংহার করিলেন।৮

মাদ্রীপুত্রদ্বয় নকুল ও সহদেব যুদ্ধ করিতে করিতে শত শত শত্রুকে ধরিয়া সংহার করিলেন।৯

গন্ধর্বগণ মহারথগণের দিব্যাস্ত্রসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-

স তানুৎপতিতান্ দৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
মহতা শরজালেন সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ ॥১১

তে বদ্ধাঃ শরজালেন শকুন্তা ইব পঞ্জরে।
ববর্ষুরর্জুনং ক্রোধাদ্ গদাশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ ॥১২

গদাশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টীস্তা নিহত্য পরমাস্ত্রবিৎ।
গাত্রাণি চাহনদ্ তেষাং গন্ধর্ব্বাণাং ধনঞ্জয়ঃ ॥১৩

শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিশ্চ চরণৈর্বাহুভিস্তথা।
অশ্মবৃষ্টিরিবাত্যর্থং পরেষামভবদ্ ভয়ম্ ॥১৪

তে বধ্যমানা গন্ধর্বাঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
ভূমিষ্ঠমন্তরিক্ষস্থাঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥১৫

তেষাং তু শরবর্ষাণি সব্যসাচী পরন্তপঃ।
অস্ত্রৈঃ সংবার্য্য তেজস্বী গন্ধর্বান্ প্রত্যবিধ্যত ॥১৬

স্থূণাকর্ণেন্দ্রজালঞ্চ সৌরঞ্চাপি তথার্জ্জুনঃ।
আগ্নেয়ং চাপি সৌম্যঞ্চ সসর্জ্জ কুরুনন্দনঃ ॥১৭

তে বধ্যমানা গন্ধর্বাঃ কুন্তীপুত্রস্য সায়কৈঃ।
দৈত্যেয়া ইব শক্রেণ বিষাদমগমন্ পরম্ ॥১৮

ঊর্দ্ধমাক্রমমাণাংশ্চ শরজালেন বারিতাঃ।
বিসর্পন্তশ্চ তৈরেব বার্য্যন্তে সব্যসাচিনা ॥১৯

গন্ধর্বাংস্ত্রাসিতান্ দৃষ্ট্বা কুন্তীপুত্রেণ ভারত।
চিত্রসেনো গদাং গৃহ্য সব্যসাচিনমাদ্রবৎ ॥২০

তস্যাভিপততস্তূর্ণং গদাহস্তস্য সংযুগে।
গদাং সর্পাকৃতীং পার্থঃ শরৈশ্চিচ্ছেদ সপ্তধা ॥২১

স গদাং বহুধা দৃষ্ট্বা কৃত্তাং বাণৈস্তরস্বিনা।
সংবৃত্য বিস্ময়াদ্ বাণং যোদ্ধুমায়ান্ন পাণ্ডবম্ ॥২২

গণকে লইয়া আকাশে উঠিলেন।১০

কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় তাহাদিগকে আকাশে উঠিতে দেখিয়া মহাশরজালে তাহাদিগকে চারিদিকে আচ্ছাদিত করিলেন।১১

তাহারা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় অর্জ্জুনের শরজালে আবদ্ধ হইয়া ক্রোধে অর্জ্জুনের উপর গদা, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন।১২

উত্তম শরজ্ঞ ধনঞ্জয় তখন গদা, শক্তি ও ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রের বৃষ্টিকে নিবারণ করিয়া ভল্লাস্ত্রের দ্বারা গন্ধর্বগণের শরীরে বিদ্ধ করিলেন।১৩

তাহাতে পর্ব্বতশিখর হইতে শিলাবৃষ্টির ন্যায় গন্ধর্বগণের ছিন্ন মস্তক, বাহু ও চরণসমূহ মাটিতে পড়িতে লাগিল। তাহার ফলে শত্রুগণের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল।১৪

মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের শরজালে এইভাবে বধ্যমান হইয়া গন্ধর্বগণ অন্তরীক্ষ হইতে ভূমিস্থ অর্জ্জুনকে শরজালে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।১৫

তেজস্বী শত্রুদমন সব্যসাচী তাহাদের বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া নিজ অস্ত্রের দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন।১৬

অনন্তর কুরুনন্দন অর্জ্জুন স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও চান্দ্র প্রভৃতি দিব্যাস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।১৭

ইন্দ্রকর্তৃক বধ্যমান দৈত্যগণের ন্যায় কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন কর্তৃক বধ্যমান হইয়া গন্ধর্বগণ পরম বিষাদে নিমগ্ন হইলেন।১৮

ঊর্দ্ধে পলাইতে চেষ্টা করিলে অর্জ্জুন তাহাদিগকে শরজালে আবদ্ধ করেন এবং এদিক্-ওদিক্ পলাইতে চেষ্টা করিলে ভল্লাস্ত্রের দ্বারা অগ্রগতি রোধ করেন।১৯

ভারত! এইরূপ উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া গন্ধর্বগণ যখন অর্জ্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন, তখন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন গদা-হস্তে সব্যসাচীর প্রতি ধাবিত হইলেন।২০

গদা-হস্তে অর্জ্জুনের উপর আক্রমণ করিবার

অস্ত্রাণি তস্য দিব্যানি সম্প্রযুক্তানি সর্বশঃ।
দিব্যৈরস্ত্রৈস্তদা বীরঃ পর্য্যবারয়দর্জুনঃ ॥২৩
স বার্য্যমাণৈস্তৈরস্ত্রৈরর্জুনেন মহাত্মনা।
গন্ধর্ব্বরাজো বলবান্ মায়য়ান্তর্হিতস্তদা ॥২৪

অন্তর্হিতং তমালক্ষ্য প্রহরন্তমথার্জুনঃ।
তাড়য়ামাস খচরৈর্দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্ত্রিতৈঃ ॥২৫
অন্তর্ধানবধং চাস্য চক্রে ক্রুদ্ধোঽর্জুনস্তদা।
শব্দবেধং সমাশ্রিত্য বহুরূপো ধনঞ্জয়ঃ ॥২৬
স বধ্যমানৈস্তৈরস্ত্রৈরর্জুনেন মহাত্মনা।
ততোঽস্য দর্শয়ামাস তদাত্মানং প্রিয়ঃ সখা ॥২৭

চিত্রসেনস্ততোবাচ সখায়ং যুধি বিদ্ধি মাম্।
চিত্রসেনমথালক্ষ্য সখায়ং যুধি দুর্ব্বলম্ ॥২৮
সংজহারাস্ত্রমথ তৎ প্রসৃষ্টং পাণ্ডবর্ষভঃ।
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে সংহৃতাস্ত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥২৯
সংজহ্রুঃ প্রহৃতানস্ত্রাঞ্ছরবেগান্ ধনূংষি চ।
চিত্রসেনশ্চ ভীমশ্চ সব্যসাচী যমাবপি।
পৃষ্ট্বা কৌশলমন্যোন্যং রথেষ্বেবাবতস্থিরে ॥৩০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্বণি
গন্ধর্বপরাভবে পঞ্চচত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৫

সময় অর্জুন শরসমূহের দ্বারা তাঁহার গদাকে ছেদন করিলেন।২১

তিনি গদাকে বহুখণ্ডে ছিন্ন হইতে দেখিয়া অন্তর্দ্ধান-বিদ্যার বলে নিজেকে অন্তর্হিত করিয়া বেগবান্ পাণ্ডুপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২২

চিত্রসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সর্ব্বপ্রকার দিব্যাস্ত্রসমূহ বীর অর্জুন তখন নিজ-নিক্ষিপ্ত দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা নিবারণ করিলেন।২৩

মহাত্মা অর্জুনকর্তৃক এইভাবে তাঁহার দিব্যাস্ত্র-সমূহ নিবারিত হইতে দেখিয়া বলবান্ গন্ধর্বরাজ মায়ার দ্বারা নিজেকে অন্তর্হিত করিলেন।২৪

অর্জুন চিত্রসেনকে অন্তর্হিত হইয়া প্রহার করিতে দেখিয়া দিব্যাস্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত আকাশগামী শরসমূহের দ্বারা তাঁহাকে অভিশর বিদ্ধ করিলেন।২৫

রণভূমিতে দ্রুত-বিচরণকারী বহুরূপীর ন্যায় অর্জুন তখন ক্রুদ্ধ হইয়া শব্দবেধী বাণের দ্বারা তাঁহার মায়াকেও নিরাশ করিলেন।২৬

মহাত্মা অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শব্দবেধী বাণ-সমূহে আহত হইয়া চিত্রসেন অর্জুনের প্রিয়সখা-রূপে দর্শনদান করিলেন।২৭

চিত্রসেন অর্জুনকে বলিলেন,—"এই যুদ্ধে তুমি আমাকে তোমার সখা বলিয়া জান"। তখন সখা চিত্রসেনকে দুর্ব্বল দেখিয়া অর্জুন অস্ত্র সংবরণ করিলেন। অর্জুনকে অস্ত্র সংবরণ করিতে দেখিয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলে বাধিত অস্ত্র-সমূহ সংবৃত করিলেন এবং বেগে নিক্ষিপ্ত বাণরাজি ও ধনু-সকালন বন্ধ করিলেন। তখন চিত্রসেন, ভীম, সব্যসাচী অর্জুন এবং যমজ ভ্রাতৃদ্বয় নকুল ও সহদেব সকলে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন।২৮-৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে গন্ধর্বের পরাজয়বিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪৫

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[চিত্রসেনার্জুন-যুধিষ্ঠিরাণামালাপঃ, দুর্য্যোধনস্য মুক্তিলাভশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽর্জুনশ্চিত্রসেনং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।
মধ্যে গন্ধর্বসৈন্যানাং মহেষ্বাসো মহাদ্যুতিঃ ॥১

কিং তে ব্যবসিতং বীর কৌরবাণাং বিনিগ্রহে।
কিমর্থঞ্চ সদারোঽয়ং নিগৃহীতঃ সুযোধনঃ ॥২

চিত্রসেন উবাচ।

বিদিতোঽয়মভিপ্রায়স্তত্রস্থেন দুরাত্মনঃ।
দুর্য্যোধনস্য পাপস্য কর্ণস্য চ ধনঞ্জয় ॥৩

বনস্থান্ ভবতো জ্ঞাত্বা ক্লিশ্যমানানিবাধবৎ।
সমন্ত্র্য বিষমস্থাংস্তান্ দ্রক্ষ্যামীত্যনয়দ্বিতম্ ॥৪

ইমেঽহমহমিত্যুচ্চৈঃ প্রাপ্তা দ্রৌপদীঞ্চ যশস্বিনীম্।
জ্ঞাত্বা চিকীর্ষিতং চৈষাং তামুবাচ সুরেশ্বরঃ ॥৫

গচ্ছ দুর্য্যোধনং বদ্ধা সহামাত্যমিহানয়।
ধনঞ্জয়শ্চ তে রক্ষ্যঃ সহ ভ্রাতৃভিরাহবে ॥৬

স চ প্রিয়ঃ সখা ভক্ত্যং শিষ্যশ্চ তব পাণ্ডবঃ।
বচনাদ্ দেবরাজস্য ততোঽস্মীহাগতো দ্রুতম্ ॥৭

অয়ং দুরাত্মা বদ্ধশ্চ গমিষ্যামি সুরালয়ম্।
নেষ্যাম্যেনং দুরাচারং পাকশাসনশাসনাৎ ॥৮

অর্জুন উবাচ।

উৎসৃজ্যতাং চিত্রসেন ভ্রাতাস্মাকং সুযোধনঃ।
ধর্মরাজস্য সন্দেশাদ্যম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥৯

ষট্‌চত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[চিত্রসেন, অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের আলাপ এবং দুর্য্যোধনের মুক্তি লাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আপনি গন্ধর্বগণের মধ্যে মহাবলবান্ ও মহাতেজস্বী সম্রাট; হে বীর! এই কৌরবগণের নিগ্রহে আপনার কি উদ্দেশ্য ছিল; আপনি স্ত্রীগণের সহিত দুর্য্যোধনকে কেন নিগ্রহ করিলেন।১-২

চিত্রসেন বলিলেন,—ধনঞ্জয়! দেবরাজ স্বর্গে অবস্থান করিয়াই দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও পাপিষ্ঠ কর্ণের দুষ্ট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আপনারা বনবাসে অনাথের ন্যায় ক্লেশ ভোগ করিতেছেন এবং বিষম অবস্থায় পড়িয়া অস্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন জানিয়াও আরও দুঃখদানের ইচ্ছায় আপনাদিগকে দেখিতে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। দুর্য্যোধন স্বয়ং সমস্ত অর্থাৎ সুখপূর্ণ অবস্থায় আছে, তথাপি আপনাদিগকে ও যশস্বিনী দ্রৌপদীকে উপহাস করাইয়া আনন্দ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছে। দেবরাজ ইহাদের দুষ্ট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন।৩-৫

চিত্রসেন! তুমি যাও, অমাত্যগণের সহিত দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া এখানে আনয়ন কর। কিন্তু ভ্রাতৃগণের সহিত ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে রক্ষা করিবে। কেননা, ধনঞ্জয় তোমার প্রিয় সখা ও শিষ্য। তারপর আমি দেবরাজের আজ্ঞায় দ্রুত এখানে আসিয়াছি।৬-৭

এই দুরাত্মাকে আমি বন্ধন করিয়াছি, আমি এখন দেবলোকে যাইব। আমি ইন্দ্রের আজ্ঞায় এই দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে স্বর্গে লইয়া যাইব।৮

অর্জুন বলিলেন,—হে চিত্রসেন। দুর্য্যোধন আমাদের ভ্রাতা; আপনি যদি আমার প্রিয় করিতে চাহেন, তবে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে ইহাকে পরিত্যাগ করুন।৯

চিত্রসেন উবাচ।

পাপোঽয়ং নিত্যসন্তুষ্টো ন বিমোক্ষমর্হতি।
প্রলব্ধা ধর্মরাজস্য কৃষ্ণায়াশ্চ ধনঞ্জয় ॥১০

নেয়ং চিকীর্ষিতং তস্য কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
জ্ঞাস্যতি ধর্মরাজো হি শ্রুত্বা কুরু যদেচ্ছসি ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে সর্ব এব রাজানমভিজগ্মুর্যুধিষ্ঠিরম্।
অভিগম্য চ তৎ সর্বং শশংসুস্তস্য চেষ্টিতম্ ॥১২

অজাতশত্রুস্তচ্ছ্রুত্বা গন্ধর্বস্য বচস্তদা।
মোক্ষয়ামাস তান্ সর্বান্ গন্ধর্বান্ প্রশশংস চ ॥১৩

দিষ্ট্যা ভবদ্ভিরলিভিঃ সক্তৈঃ সর্বৈর্ন হিংসিতঃ।
দুর্বৃত্তো ধার্তরাষ্ট্রোঽয়ং পামাত্যস্তু বিশেষতঃ ॥১৪

উপকারো মহাংস্তাত কৃতোঽয়ং মম খেচরৈঃ।
কুলং ন পরিভূতং মে মোক্ষণেঽস্য দুরাত্মনঃ ॥১৫

আজ্ঞাপয়ধ্বমিষ্টানি প্রীয়ামো দর্শনেন বঃ।
প্রাপ্য সর্বানভিপ্রায়াংস্ততো ব্রজত মা চিরম্ ॥১৬

অনুজ্ঞাতাস্তু গন্ধর্বাঃ পাণ্ডুপুত্রেণ ধীমতা।
মহাপ্সরোভিঃ সংহৃষ্টাশ্চিত্রসেনমুখা যযুঃ ॥১৭

(দেবলোকং ততো গত্বা গন্ধর্বৈঃ সহিতস্তদা।
স্ববেশ্মচ্ছ তৎ সর্বং চিত্রসেনঃ শতক্রতোঃ।)

দেবরাড়পি গন্ধর্বান্ মৃতাংস্তান্ সমজীবয়ৎ।
দিব্যেনামৃতবর্ষেণ যে হতাঃ কৌরবৈর্যুধি ॥১৮

জ্ঞাতীংস্তানবমুচ্যাথ রাজদারাংশ্চ সর্বশঃ।
কৃত্বা চ দুষ্করং কর্ম প্রীতিযুক্তাশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥১৯

চিত্রসেন বলিলেন,—ধনঞ্জয়! এই পাপিষ্ঠ রাজৈশ্বর্য্যের নিত্য ভোগসুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। হে ধনঞ্জয়! এ ধর্ম্মরাজ ও কৃষ্ণাকে প্রবঞ্চনা ক'রতে আসিয়াছিল।১০

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ইহাদের এই পাপ অভিসন্ধি জানেন না। চল, ধর্ম্মরাজের কাছে যাই; তিনি ইহা জানিবার পর যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করা যাইবে।১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহারা সকলে তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধির সকল কথা বলিলেন।১২

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির গন্ধর্ব চিত্রসেনের সেই কথা শুনিয়া তখন গন্ধর্বগণের হাত হইতে কৌরবগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গন্ধর্বগণকে খুবই প্রশংসা করিলেন।১৩

আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনারা সমস্ত

হইয়াও অমাত্য ও জ্ঞাতি বন্ধুবর্গের সহিত এই দুর্বৃত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে সংহার করেন নাই।১৪

তাত! আকাশবিহারী গন্ধর্বগণ আমার এই মহোপকার করিয়াছেন যে, এই দুরাত্মাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য আমাদের কুলের মর্য্যাদা নষ্ট হইল না।১৫

আপনারা আমার আজ্ঞা করুন আপনাদের কি সেবা আমি করিব। আমরা আপনাদের দর্শনে অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছি। আপনাদের মনোবাঞ্ছিত বস্তুসমূহ লাভ করিয়া আপনারা শীঘ্রই এস্থান হইতে প্রস্থান করুন।১৬

অপ্সরাগণের সহিত চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্বগণ বুদ্ধিমান্ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট অনুমতি গ্রহণ করত হৃষ্ট হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।১৭

(চিত্রসেন গন্ধর্বগণসহ দেবলোকে গিয়া দেবরাজকে সব নিবেদন করিলেন।) দেবরাজ ইন্দ্রও কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে নিহত গন্ধর্বগণকে দিব্য অমৃতবর্ষণের দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া দিলেন।১৮

সস্ত্রীকুমারৈঃ কুরুভিঃ পূজ্যমানা মহারথাঃ।
যজ্ঞাজিরে মহাত্মানঃ ক্রতুমধ্যে যথাগ্নয়ঃ ॥২০
ততো দুর্য্যোধনং মুক্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা।
যুধিষ্ঠিরস্ত প্রণয়াদিদং বচনমব্রবীৎ ॥২১
মা স্ম তাত পুনঃ কার্ষীরীদৃশং সাহসং ক্বচিৎ।
ন হি সাহসকর্ত্তারঃ সুখমেধন্তি ভারত ॥২২
যাহি ত্বং সহিতঃ সর্ব্বৈর্ভ্রাতৃভিঃ কুরুনন্দন।
গৃহান্ ব্রজ যথাকামং বৈমনস্যঞ্চ মা কৃথাঃ ॥২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডবেনাভ্যনুজ্ঞাতো রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
প্রণম্য ধর্ম্মপুত্রং তু শক্রেণ্দ্রিয় ইবাতুরঃ ॥২৪

বিসর্জ্যমাণো ক্রীড়াবান্ জগাম নগরং প্রতি।
তস্মিন্ গতে কৌরবেয়ে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৫

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ।
তপোধনৈশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈর্বৃতঃ শক্র ইবামরৈঃ ॥২৬

তথা দ্বৈতবনে তস্মিন্ বিজহার মুদা যুতঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনমোক্ষণে ষট্চত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।২৪৬

পাণ্ডবগণ গন্ধর্বগণের সহিত যুদ্ধে দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করত জ্ঞাতিগণ ও রাজপত্নীগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন। স্ত্রী ও কুমারগণের সহিত কৌরবগণ মহারথ পাণ্ডবগণকে সম্মানিত করিলেন। তখন সেই মহাত্মাগণ যজ্ঞমধ্যে অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।১৯-২০

অনন্তর ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠির বন্ধনমুক্ত দুর্য্যোধনকে প্রণয়বশতঃ এই কথা বলিলেন ।২১

হে তাত! এইরূপ এই দুঃসাহসের কাজ আর কখনও করিও না। হে ভারত! কারণ, দুঃসাহসী লোক কখনও সুখলাভ করে না ।২২

কুরুনন্দন! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত কুশল-পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে গৃহে গমন কর। মনে কোন দুঃখ করিও না ।২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা দুর্য্যোধন তখন পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা লাভ করত বিকৃতেন্দ্রিয় রোগীর ন্যায় ব্যথায় বিদীর্য্যমাণ হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করত সলজ্জভাবে নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দুর্য্যোধন চলিয়া গেলে ভ্রাতাদিগের সহিত দ্বিজাতিবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রশংসিত বীর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অমরগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় তপস্বী মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া দ্বৈতবনে আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন ।২৪-২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধন-মুক্তিবিষয়ক ছিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৪৬

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মার্গমধ্যে সেনাভিঃ সহ দুর্যোধনস্যাবস্থানম্, কর্ণেন তস্যাভিনন্দনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

শত্রুভির্নিজিতৈর্বদ্ধস্তথা পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
মোক্ষিতস্তু যুধা পশ্চাদ্ধ্যানিনঃ সুদুরাত্মনঃ ॥১

কথমস্যাবলিপ্তস্য গর্বিতস্য চ নিত্যশঃ।
সদা চ পৌরুষোদার্য্যৈঃ পাণ্ডবানবমন্যতঃ ॥২

দুর্যোধনস্য পাপস্য নিত্যাহঙ্কারবাদিনঃ।
প্রবেশো হাস্তিনপুরে দুষ্করঃ প্রতিভাতি মে ॥৩

তস্য লজ্জান্বিতস্যৈব শোকব্যাকুলচেতসঃ।
প্রবেশং বিস্তরেণ ত্বং বৈশম্পায়ন কীর্ত্তয় ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধর্ম্মরাজনিসৃষ্টস্তু ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ।
লজ্জয়াধোমুখঃ শ্রীমান্ প্রত্যাবর্ত্তত দুঃখিতঃ ॥৫

স্বপুরং প্রযযৌ রাজা চতুরঙ্গবলানুগঃ।
শোকোপহতয়া বুদ্ধ্যা চিন্তয়ানঃ পরাভবম্ ॥৬

বিমুচ্য পথি যানানি দেশে সুখবসোদকে।
সন্নিবিষ্টঃ শুভে রম্যে ভূমিভাগে যথেপ্সিতম্ ॥৭

হস্ত্যশ্বরথপাদাতং যথাস্থানং সুবেশয়ৎ।
অথোপবিষ্টং রাজানং পর্য্যঙ্কে জ্বলনপ্রভে ॥৮

উপপ্লুতং যথা সোমং রাহুণা রাত্রিসংক্ষয়ে।
উপাগম্যাব্রবীৎ কর্ণো দুর্যোধনমিদং তদা ॥৯

দিষ্ট্যা জীবসি গান্ধারে দিষ্ট্যা নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ।
দিষ্ট্যা ত্বয়া জিতাশ্চৈব গন্ধর্বাঃ কাময়রূপিণঃ ॥১০

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পথিমধ্যে সেনাগণের সহিত দুর্যোধনের অবস্থান এবং কর্ণ কর্ত্তৃক তাঁহার অভিনন্দন।]

জনমেজয় বলিলেন,—দুর্যোধনকে শত্রুগণ জয় করিয়া বন্ধন করিল এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করিয়া গন্ধর্বগণের নিকট হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। এইরূপ অবস্থায় অভিমানী ও অত্যন্ত দুরাত্মা দুর্যোধনের পক্ষে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করা তো আমার পক্ষে দুষ্কর মনে হইতেছে, কারণ, দুর্যোধন, আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, অত্যন্ত দাম্ভিক ও গর্বিত ছিলেন এবং নিজের পৌরুষ ও ঔদার্য্যের অহঙ্কারে পাণ্ডবগণকে অবমাননা করিতেন। পাপী দুর্যোধন নিত্য কেবল অহঙ্কারপূর্ণ কথাই বলিতেন। সেই পাণ্ডবগণের কৃপায় জীবন লাভ করিয়া হস্তিনাপুরে তাঁহার পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার। হে বৈশম্পায়ন! লজ্জাবনতমুখে ও শোকব্যাকুলিত হৃদয়ে তিনি হস্তিনাপুরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিলেন, তাহা আপনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।১-৪

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বিদায় দিলে লজ্জাবনতমুখে এবং দুঃখিত ও অবসন্ন হৃদয়ে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন।৫

রাজা দুর্যোধন চতুরঙ্গসেনা পরিবৃত হইয়া শোকার্তচিত্তে নিজ পরাভবের কথা চিন্তা করিতে করিতে নিজ পুরীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।৬

পথে প্রচুর ঘাস ও জলপূর্ণ ভূমি দেখিয়া তিনি নিজ যানসমূহ ত্যাগ করিয়া রমণীয় ও সুন্দর সেই ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গ সেনাকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিলেন।

দুর্যোধন তথায় একটী অগ্নিতুল্য উদ্দীপ্ত (স্বর্ণের) পালঙ্কে উপবেশন করিলে তখন তাঁহাকে

দিষ্ট্যা সমগ্রান্ পশ্যামি ভ্রাতৄংস্তে কুরুনন্দন।
বিজিগীষূন্ রণে যুক্তান্ বিজিতারীন্ মহারথান্ ॥১১

অহং স্বভিদ্রুতঃ সর্বৈর্গন্ধর্বৈঃ পশ্যতস্তব।
নাসক্নুবং স্থাপয়িতুং দীর্য্যমাণাং বাহিনীম্ ॥১২

শরক্ষতাঙ্গশ্চ ভৃশং ব্যপয়াতোঽভিপীড়িতঃ।
ইদং ত্বত্যদ্ভুতং মন্যে যদ্ যুষ্মানিহ ভারত ॥১৩

অরিষ্টানক্ষতাংশ্চাপি সদার-বলবাহনান্।
বিমুক্তান্ সম্প্রপশ্যামি যুদ্ধাৎ তস্মাদমানুষাৎ ॥১৪

নৈতস্য কর্ত্তা লোকেঽস্মিন্ পুমান্ ভারত বিদ্যতে।
যৎ কৃতং তে মহারাজ সহ ভ্রাতৃভিরাহবে ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কর্ণেন রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
উবাচ চাঙ্গরাজানং বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি কর্ণদুর্য্যোধনসংবাদে সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।২৪৭

রাত্রিশেষে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় দেখাইতেছিল।

ঐরূপভাবে দুর্য্যোধন উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় কর্ণ তাঁহার নিকট আসিয়া এই কথা বলিলেন।১-৯

হে গন্ধর্বরাজনন্দন! সৌভাগ্যবশতঃ এখনও তোমাকে জীবিত দেখিতেছি; সৌভাগ্যানুসারে আমরা পুনরায় মিলিত হইতে পারিয়াছি। সৌভাগ্য বশতঃই তুমি কামরূপী গন্ধর্বগণকে পরাজিত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ।১০

হে কুরুনন্দন! ভাগ্যানুসারে সমরে শত্রু-পরাজয়কারী তোমার এই যুদ্ধে বিজিগীষু ও যুদ্ধ-নিরত মহারথ ভাইগণকে জীবিত দেখিতেছি।১১

তোমার সমক্ষেই গন্ধর্বগণের সহিত যুদ্ধে আমি পরাজিত হইয়া বিদীর্য্যমাণা সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছি।১২

আমি বাণের আঘাতে এরূপ ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াছিলাম যে, সমস্ত শরীরের অসহ্য বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়াছি। হে ভারত! ইহা আমার নিকট খুব আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইতেছে যে, তুমি ভ্রাতা, স্ত্রী, সেনা ও বাহন-গণের সহিত অক্ষত শরীরে সেই অমানুষ যুদ্ধ হইতে কুশলে মুক্ত হইয়াছ।১৩-১৪

হে মহারাজ! হে ভরতবংশধর! আজ ভাই-গণের সহিত তুমি গন্ধর্বগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যে অদ্ভুত কাজ করিয়াছ, তাহা এ পৃথিবীতে কেহই করিতে পারিবে না।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের এই কথা শুনিয়া তখন রাজা দুর্য্যোধন বাষ্পগদ্গদ স্বরে অঙ্গরাজ কর্ণকে বলিলেন।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে কর্ণ-দুর্য্যোধনসংবাদবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪৭

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণসমীপে দুর্য্যোধনস্য স্বপরাজয়বৃত্তান্তবর্ণনম্।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

অজানন্তস্তু রাধেয় নাভ্যসূয়ামহং বচঃ।
জানাসি ত্বং জিতান্ শত্রূন্ গন্ধর্বাংস্তেজসা মম ॥১

আযোধিতাস্তু গন্ধর্বাঃ সুচিরং মোহরৈর্মম।
মযা সহ মহাবাহো কৃতস্তোভনদৃঢ়ঃ ক্ষযঃ ॥২

মাযাধিকাস্তুমুষ্যন্ত যদা শূরা বিহাযসঃ।
তদা নো ন সমং যুদ্ধমভবৎ যেচরৈঃ সহ ॥৩

পরাজযঞ্চ প্রাপ্তাঃ স্মো বলে বন্ধনমেব চ।
সদ্ভ্রাতৃভ্যো মযাপুত্রাশ্চ সদারবলবাহনাঃ ॥৪

উচ্চৈরাকাশমার্গেণ হৃতাঃ স্মস্তৈঃ সুদুঃখিতাঃ।
অথ নঃ সৈনিকাঃ কেচিদমাত্যাশ্চ মহারথাঃ ॥৫

উপসম্যাব্রুবন্ দীনাঃ পাণ্ডবান্ শরণপ্রদান্।
এষ দুর্য্যোধনো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সহানুজঃ ॥৬

সামাত্যদারো হ্রিযতে গন্ধর্বৈর্দিবমাস্থিতৈঃ।
তং মোক্ষযত ভদ্রং বঃ সহদারং নরাধিপম্ ॥৭

পরাভবো মা ভবিষ্যৎ কুরুদারেষু সর্বশঃ।
এবমুক্তে তু ধর্মাত্মা জ্যেষ্ঠঃ পাণ্ডুসুতস্তদা ॥৮

প্রসাদ্য পাণ্ডবান্ সর্বানাজ্ঞাপযত মোক্ষণে।
অবাগম্য তমুদ্দেশং পাণ্ডবাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥৯

সান্ত্বপূর্বমযাচন্ত শক্রাঃ স্থস্থো মহারথাঃ।
যদা চাস্মান্ ন মুঞ্চন্তি গন্ধর্বাঃ সান্ত্বিতা অপি ॥১০

অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণের নিকট দুর্য্যোধনের নিজ পরাজয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে রাধানন্দন! তুমি কিছুই না জানিয়া এই কথা বলিতেছ, এজন্য তোমার কথাকে খারাপভাবে লইতেছি না; কারণ, তুমি জান যে, আমি নিজ শক্তিতে শত্রুকুল গন্ধর্বগণকে জয় করিয়াছি। কিন্তু তাহা নহে।১

মহাবাহো! আমি ও আমার ভ্রাতৃবৃন্দ আমরা এবত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া গন্ধর্বগণের সহিত দীর্ঘসময় পশ্চাৎপদ না হইয়া সম্যক্‌রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলাম এবং ঐ যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।২

কিন্তু যখন সেই বীর গন্ধর্বগণ আকাশে উঠিয়া মায়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখন খেচরগণের সহিত আমাদের যুদ্ধে সমতা রক্ষা করা গেল না।৩

আমরা পরাজয় প্রাপ্ত হইলাম এবং সেবক, মন্ত্রী, স্ত্রী, সৈন্যবাহনসমূহের সহিত বন্দী হইলাম।৪

যখন তাহারা উচ্চ আকাশমার্গে আমাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়া কতকগুলি মহারথ সৈনিক এবং কয়েকজন অমাত্য দ্রুতগতিতে দীনভাবে শরণদাতা পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হইয়া বলিল।

ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন অনুজবৃন্দ ও অমাত্যগণের সহিত গন্ধর্বগণ কর্তৃক হৃত হইয়া আকাশমার্গে অপহৃত হইতেছেন।

আপনাদের কল্যাণ হউক। আপনারা নারীগণের সহিত রাজা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করুন। যাহাতে কুরুনারীগণের কোনরূপে অপমান কিছু না হয়।

তাহাদের কথা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির অন্যান্য ভাইগণকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

(আকাশচারিণো বীরা নদন্তো জলদা ইব)
অতোঽর্জুনশ্চ ভীমশ্চ যমৌ চ বলোৎকটৌ।
মুমুচুঃ শরবর্ষাণি গন্ধর্বান্ প্রত্যনেকশঃ ॥১১
অথ সর্বে বলং মুক্ত্বা প্রযাতাঃ খেচরা দিবম্।
অস্মানেবাভিকর্ষন্তো দীনান্ মুদিতমানসাঃ ॥১২
ততঃ সমস্তাৎ পাশ্যাঃ শরজালেন বেষ্টিতম্।
অথাস্মাসুষাণি চাস্ত্রাণি প্রমুক্তস্তং ধনঞ্জয়ম্ ॥১৩
সমাবৃতা দিশো দৃষ্ট্বা পাণ্ডবেন শিতৈঃ শরৈঃ।
ধনঞ্জয়সখাত্মানং দর্শয়ামাস বৈ তদা ॥১৪

চিত্রসেনঃ পাণ্ডবেন সখায়মিত্য পরস্পরম্।
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তৈঃ পৃষ্টশ্চাপ্যনাময়ম্ ॥১৫
তে সমেত্য তথান্যোন্যং সম্প্রহান্ বিপ্রমুচ্য চ।
একীভূতাস্ততো বীরা গন্ধর্বাঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥
অপূজয়েতামস্যোন্যং চিত্রসেন-ধনঞ্জয়ৌ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনবাক্যে অষ্টচত্বারিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৮

অনন্তর পুরুষসিংহ মহারথ পাণ্ডবগণ সেই স্থানে আসিয়া সমর্থ হইয়াও সামনীতি অবলম্বন করত আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য গন্ধর্বগণের নিকট প্রার্থনা করিল।

গন্ধর্বগণ যখন সান্ত্বনাবাক্যেও আমাদিগকে ছাড়িল না, (পরন্তু আকাশচারী সেই বীরগণ মেঘের গর্জন করিতে লাগিল) তখন ভীম ও অর্জুন এবং উৎকট বলশালী নকুল ও সহদেব—এই চারি ভাই গন্ধর্বগণের উপর বহু বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।৫-১১

তারপর গন্ধর্বগণ সকলে যুদ্ধ ছাড়িয়া দীন-ভাবাপন্ন আমাদিগকে টানিয়া লইয়া আনন্দিত-মনে আকাশমার্গে গমন করিতে চেষ্টা করিল।১২

তখন দেখিলাম ধনঞ্জয় চারিদিক্ হইতে অলৌকিক অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়া গন্ধর্বগণকে বেষ্টন করত তাহাদের গতিপথ রুদ্ধ করিল।১৩

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়ের সুতীক্ষ্ণশরে আচ্ছন্ন হইয়া যখন তাহারা আমাদিগকে লইয়া পলায়ন করিতে অসমর্থ হইল, তখন ধনঞ্জয়ের সখা চিত্রসেন নিজ পরিচয় তাহার নিকট দিল।১৪

তারপর চিত্রসেন ও ধনঞ্জয় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের কুশল ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।১৫

তখন পাণ্ডব ও গন্ধর্বগণ অস্ত্রশস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ করত একত্রে মিলিত হইয়া গেল এবং চিত্রসেন ও ধনঞ্জয় পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল।১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনবাক্যবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪৮

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণসমীপে স্বয়ানিবর্ণনপূর্ব্বকং দুর্য্যোধনস্য প্রায়োপবেশনপ্রতিজ্ঞা, রাজপদে দুঃশাসনং স্থাপয়িতুমাদেশদানম্, দুঃশাসনস্য দুঃখপ্রকাশঃ, দুর্য্যোধনায় কর্ণস্য প্রবোধদানঞ্চ।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

চিত্রসেনং সমাগম্য প্রহসন্নর্জুনস্তদা।
ইদং বচনমক্লীবমব্রবীৎ পরবীরহা ॥১

ভ্রাতৄনর্হসি যে বীর মোক্তুং গন্ধর্ব্বসত্তম।
অনর্হধর্ষণা হ্যেতে জীবমানেষু পাণ্ডুষু ॥২

এবমুক্তস্তু গন্ধর্ব্বঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
উবাচ যৎ কর্ণ বয়ং মন্ত্রয়ন্তো বিনির্গতাঃ ॥৩

দ্রষ্টারঃ স্ম সুযোধীনান্ সদারান্ পাণ্ডবানিতি।
তস্মিন্নুচ্চার্য্যমাণে তু গন্ধর্ব্বেণ বচস্তথা ॥৪

ভূমেবিবরমন্বিচ্ছং প্রবেষ্টুং ব্রীড়য়ান্বিতঃ।
যুধিষ্ঠিরমথাগম্য গন্ধর্ব্বাঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥৫

অস্মদ্দুর্ম্মন্ত্রিতং তস্মৈ বন্ধাংশ্চাস্মান্ স্ত্রিয়ো বয়ম্।
স্ত্রীসমক্ষমহং দীনো বদ্ধঃ শত্রুবশং গতঃ ॥৬

যুধিষ্ঠিরস্তোপহৃতঃ কিন্নু দুঃখমতঃ পরম্।
যে মে নিরাকৃতা নিত্যং রিপুর্যেষামহং সদা ॥৭

তৈর্মোক্ষিতোঽহং দুর্বুদ্ধির্বৃতং তৈরেব জীবিতম্।
প্রাপ্তঃ স্যাং যদহং বীর বধং তস্মিন্ মহারণে ॥৮

শ্রেয়স্তদ্ ভবিতা মহ্যং নৈবংভূতস্য জীবিতম্।
হতেন্দ্র যশঃ পৃথিব্যাং মে খ্যাতং গন্ধর্ব্বতো বধাৎ ॥৯

প্রাপ্তাশ্চ পুণ্যলোকাঃ সুর্মহেন্দ্রসদনেঽক্ষয়াঃ।
যৎ ত্বস্য মে ব্যবসিতং তচ্ছৃণুধ্বং নরর্ষভাঃ ॥১০

একোনচত্বারিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণের নিকট নিজের গ্লানি বর্ণনাপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের আমরণ অনশন করিবার প্রতিজ্ঞা, দুঃশাসনকে রাজপদে বরণ করিতে আদেশ, দুঃশাসনের দুঃখ প্রকাশ এবং দুর্য্যোধনকে কর্ণের প্রবোধদান।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—শত্রুবীরহন্তা অর্জ্জুন তখন চিত্রসেনের নিকটবর্ত্তী হইয়া উচ্চহাস্য করিতে করিতে বীরোচিত এই বাক্য বলিল।১

হে গন্ধর্ব্বসত্তম। হে বীর। আপনি আমার ভাইদিগকে মুক্ত করিয়া দিন। পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে অন্য কেহ ইহাদিগকে ধর্ষণ করিবে, ইহা হইতে পারে না।২

কর্ণ। মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া গন্ধর্ব্বরাজ "আমরা যে মন্ত্রণা করিয়া নগর হইতে নির্গত হইয়াছিলাম, সেইসব কথা অর্জ্জুনকে বলিয়া দিল। সে বলিল,—আমরা দ্রৌপদী সহিত অন্যান্য পাণ্ডবগণের দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছিলাম।

এই কথা যখন গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনকে বলিতেছিল, তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলাম।

সেই সময় আমার ইচ্ছা হইতেছিল, পৃথিবী বিদীর্ণ হউক এবং আমি উহার মধ্যে প্রবেশ করি।

তারপর গন্ধর্ব্বগণ পাণ্ডবগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া আমাদের দুষ্টমন্ত্রণার কথা নিবেদন করিয়া সেই জন্যই যে তাহারা আমাদিগকে বন্দী করিয়াছে, তাহা বলিল।

স্ত্রীগণের সমক্ষে আমরা শত্রুর বশীভূত হইয়া বন্দী হইলাম এবং পরে বন্দী অবস্থায় আমাদিগকে যুধিষ্ঠিরের হাতে সমর্পণ করা হইল। ইহার চেয়ে দুঃখ আর কি হইতে পারে?

যাহাদিগকে সর্ব্বদাই আমি তিরস্কার করিয়া আসিয়াছি এবং আমি যাহাদের শত্রু বলিয়া

ইহ প্রায়মুপাসিষ্যে যূয়ং ব্রজত বৈ গৃহান্।
ভ্রাতরশ্চৈব মে সর্বে যাস্যন্তু স্বপুরং প্রতি ॥১১
কর্ণপ্রভৃতয়শ্চৈব সুহৃদো বান্ধবাশ্চ যে।
দুঃশাসনং পুরস্কৃত্য প্রয়ান্তু পুরং প্রতি ॥১২
ন হ্যহং সম্প্রযাস্যামি পুরং শত্রুনিরাকৃতঃ।
শত্রূণামাপহো ভূত্বা সুহৃদাং মানকৃৎ তথা ॥১৩
স সুহৃচ্ছোকদো জাতঃ শত্রূণাং হর্ষবর্ধনঃ।
বারণাহ্বয়মাসাদ্য কিং বক্ষ্যামি জনাধিপম্ ॥১৪
ভীষ্ম-দ্রোণৌ কৃপ-দ্রৌণী বিদুরঃ সঞ্জয়স্তথা।
বাহ্লীকঃ সৌমদত্তিশ্চ যে চান্যে বৃদ্ধসম্মতাঃ ॥১৫
ব্রাহ্মণাঃ শ্রেণিমুখ্যাশ্চ তথোদাসীনবৃত্তয়ঃ।
কিং মাং বক্ষ্যন্তি কৃপণা প্রতিবক্ষ্যামি তানহম্ ॥১৬
বিপুলাং শিরসি স্থিত্বা তথা বিক্রম্য চোরসি।
আত্মদোষাৎ পরিভ্রষ্টঃ কথং বক্ষ্যামি তানহম্ ॥১৭
দুর্বিনীতাঃ শ্রিয়ং প্রাপ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব চ।
তিষ্ঠন্তি ন চিরং তত্রে যথাহং মদগর্বিতঃ ॥১৮
অহো নাইবিদং কর্ম কষ্টং দুশ্চরিতং কৃতম্।
স্বয়ং দুর্বুদ্ধিনা মোহাদ্ যেন প্রাপ্তোঽস্মি সংশয়ম্ ॥১৯
তস্মাৎ প্রায়মুপাসিষ্যে ন হি শক্ষ্যামি জীবিতুম্।
চেষ্টয়ানো হি কো জীবেৎ কৃচ্ছ্রাস্ত্রক্রান্তিরুদ্ধৃতঃ ॥২০

পরিগণিত, আমি দুর্বুদ্ধি ইহা জানিয়াও তাহারাই আমাকে মুক্ত করিল ও প্রাণদান করিল।

যদি আমি গন্ধর্বগণের হাতে মৃত্যুও বরণ করিতাম, সে-ও আমার পক্ষে ভাল ছিল, কিন্তু এইরূপ জীবন দুর্বহ। গন্ধর্বগণের হাতে মরিলে পৃথিবীতে আমার যশ হইত এবং মৃত্যুর পর ইন্দ্রলোকে অক্ষয় পুণ্যধাম লাভও করিতাম।

হে নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ! আজ আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি এখানে প্রায়োপবেশন করিয়া মরিব, তোমরা সকলে পুরে ফিরিয়া যাও।

আমার সকল ভ্রাতৃবৃন্দ আজ রাজধানীতে ফিরিয়া যাউক। কর্ণ, সুহৃদ ও বান্ধবগণ সকলে দুঃশাসনকে অগ্রভাগে রাখিয়া হস্তিনাপুরে ফিরিয়া যাউক ।৩-১২

যে আমি শত্রুর মানহরণকারী ও সুহৃদ্‌গণের মানদাতা ছিলাম, সেই আমি শত্রুর দ্বারা অপমানিত হইয়া পুরীতে ফিরিয়া যাইব না ।১৩

সুহৃদ্‌গণের শোকবর্ধন ও শত্রুগণের আনন্দবর্ধন করিয়া আমি হস্তিনাপুরে গিয়া রাজাকে (ধৃতরাষ্ট্রকে) কি বলিব ।১৪

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সঞ্জয়, বাহ্লীক, জয়দ্রথ ও অন্যান্য বৃদ্ধ কুটুম্বগণ এবং ব্রাহ্মণগণ, শ্রৈষ্ঠগণ এবং উদাসীন বৃত্তিসম্পন্ন মনুষ্যগণ আমাকে কি বলিবেন এবং আমিই বা তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব ।১৫-১৬

পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণের মস্তক ও বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া আমি নিজদোষে নীচে পড়িয়াছি, সুতরাং আমি তাঁহাদিগকে কি উত্তর দিব ।১৭

দুর্বিনীত পুরুষগণ বিদ্যা, কান্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও দীর্ঘকাল সেই কল্যাণময় পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না; যেমন মদ গর্বিত আমি পারি নাই ।১৮

অহো! এইরূপ কুকর্ম করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে, মোহযুক্ত দুর্বুদ্ধি বশতঃই এইরূপ দুঃখপ্রদ দুষ্কর্ম করিয়াছি এবং সেই জন্যই আজ আমি গন্ধর্বগণের দ্বারা জীবনসংশয়ের প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ।১৯

সুতরাং আমি প্রায়োপবেশন (আমরণ অনশন) করিব। আর আমি প্রাণরক্ষা করিতে চাই না। শত্রুগণ যাহার প্রাণ বাঁচাইয়াছে, এইরূপ কোন বিচারশীল পুরুষ আর বাঁচিয়া থাকিতে চাহে ।২০

শত্রুভিশ্চাবহসিতো মানী পৌরুষবর্জিতঃ।
পাণ্ডবৈর্বিক্রমাচ্চৈশ্চ সাবমানমবেক্ষিতঃ ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং চিন্তাপরিগতো দুঃশাসনমথাব্রবীৎ।
দুঃশাসন নিবোধেদং বচনং মম ভারত ॥২২

প্রতীচ্ছ ত্বং ময়া দত্তমভিষেকং নৃপো ভব।
প্রশাধি পৃথিবীং স্ফীতাং কর্ণ-সৌবলপালিতাম্ ॥২৩

ভ্রাতৄন্ পালয় বিস্রব্ধং মরুতো বৃত্রহা যথা।
বান্ধবাংশ্চোপজীবন্তু দেবা ইব শতক্রতুম্ ॥২৪

ব্রাহ্মণেষু সদা বৃত্তিং কুর্বীথাশ্চাপ্রমাদতঃ
বন্ধূনাং সুহৃদাঞ্চৈব ভবেথাস্ত্বং গতিঃ সদা ॥২৫

জ্ঞাতীংশ্চাপ্যনুপশ্যেথা বিষ্ণুর্দেবগণান্ যথা।
গুরবঃ পালনীয়াস্তে গচ্ছ পালয় মেদিনীম্ ॥২৬

নন্দয়ন্ সুহৃদঃ সর্বান্ শাত্রবাংশ্চাবভর্ৎসয়ন্।
কণ্ঠে চৈনং পরিষজ্য গম্যতামিত্যুবাচ হ ॥২৭

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দীনো দুঃশাসনোঽব্রবীৎ।
অশ্রুকণ্ঠঃ সুদুঃখার্তঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রণিপত্য চ ॥২৮

সগদ্গদমিদং বাক্যং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমাত্মনঃ।
প্রসীদেত্যপতদ্ ভূমৌ দূয়মানেন চেতসা ॥২৯

দুঃখিতঃ পাদয়োস্তস্য নেত্রজং জলমুৎসৃজন্।
উক্তবাংশ্চ নরব্যাঘ্রো নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥৩০

শত্রুগণ আমার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়াছে; আমার নিজ পৌরুষের অভিমান ছিল, কিন্তু আমি এই যুদ্ধে সেই পৌরুষ কিছুই দেখাইতে পারি নাই; পাণ্ডবগণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে এবং তাহারা অবহেলার চক্ষে আমাকে দেখিয়াছে।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়। এইরূপে চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া দুর্যোধন দুঃশাসনকে বলিলেন,—হে ভরতবংশধর দুঃশাসন। তুমি আমার কথা শ্রবণ কর।২২

আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি, তুমি তাহা স্বীকার করিয়া রাজা হও এবং কর্ণ ও শকুনির দ্বারা পরিপালিত এই পৃথিবীকে শাসন কর।২৩

বৃত্রাসুরনাশী ইন্দ্র যেমন মরুদ্গণকে পালন করেন, তুমি তেমনই ভাইগণকে পালন কর এবং দেবগণ যেমন শতক্রতু ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করেন, তেমনই আত্মীয়গণও তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করুন।২৪

প্রমাদশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণগণের সদা জীবিকার ব্যবস্থা করিবে এবং বন্ধুগণ সুহৃদ্গণের তুমিই একমাত্র গতি হইয়া অবস্থান কর।২৫

বিষ্ণু যেমন দেবগণের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন, তেমনই তুমি জ্ঞাতিগণকে সর্বপ্রকারে লক্ষ্য রাখিবে এবং গুরুগণকে পালন করিবে। আচ্ছা, এখন যাও। তুমি সুহৃদ্গণের আনন্দবর্দ্ধন, শত্রুগণের তিরস্কার করত এই পৃথিবী পালন কর। দুঃশাসনকে এই কথা বলিয়া দুর্যোধন তাহার কণ্ঠে কণ্ঠ সংলগ্ন করত আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, —এবার যাও।২৬-২৭

তাঁহার কথা শুনিয়া দুঃশাসন দীনভাবে ও অত্যন্ত দুঃখে আর্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণকণ্ঠে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্গদস্বরে নিজ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা দুর্যোধনকে বলিতে লাগিল—"আপনি প্রসন্ন হউন"। ব্যথিতচিত্তে এই কথা বলিয়া অশ্রু-বিসর্জন করিতে করিতে দুর্যোধনের পাদতলে পতিত হইয়া নরশ্রেষ্ঠ দুঃশাসন পুনরায় বলিল,—

বিদীর্য্যেৎ দকদা ভূমির্দ্যৌশ্চাপি শকলীভবেৎ।
রবিরাত্মপ্রভাং জহ্যাৎ সোমঃ শীতাংশুতাং
ত্যজেৎ ॥৩১

বায়ুঃ শীঘ্রত্বযোগং জহ্যাদ্ধিমবাংশ্চ পরিব্রজেৎ।
শুষ্যেৎ তোয়ং সমুদ্রেষু বহ্নির্বপুষ্কতাং ত্যজেৎ॥৩২

ন চাহং জীবিতে রাজন্ প্রশাসেয়ং বসুন্ধরাম্।
পুনঃ পুনঃ প্রসীদেতি বাক্যং হেদমুবাচ হ ॥৩৩

ত্বমেব নঃ কুলে রাজা ভবিষ্যসি শতং সমাঃ।
এবমুক্ত্বা স রাজানং সুস্বরং প্রজুহোব হ ॥৩৪

পাদৌ সংস্পৃশ্য মানার্হৌ ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভারত।
তথা তৌ দুঃখিতৌ দৃষ্ট্বা দুঃশাসন-সুযোধনৌ ॥৩৫

অভিগম্য ব্যথাবিষ্টঃ কর্ণস্তৌ প্রত্যভাষত।
বিষীদথঃ কিং কৌরব্যৌ বালিশাৎ প্রাকৃতাবিব ॥৩৬

ন শোকঃ শোচমানস্য বিনিবর্ত্তেত কর্হিচিৎ।
যদা চ শোচতঃ শোকো ব্যসনং নাপকর্ষতি ॥৩৭

সামর্থ্যং কিং ততঃ শোকে শোচমানৌ প্রপশ্যথঃ।
ধৃতিং গৃহীত মা শত্রূন্ শোচন্তৌ নন্দয়িষ্যথঃ ॥৩৮

কর্ত্তব্যং হি কৃতং রাজন্ পাণ্ডবৈস্তব মোক্ষণম্।
নিত্যমেব প্রিয়ং কার্য্যং রাজ্ঞো বিষয়বাসিভিঃ ॥৩৯

পাল্যমানাস্ত্বয়া তে হি নিবসন্তি গতজ্বরাঃ।
নার্হন্তেবং গতে মন্যুং কর্ত্তুং প্রাকৃতবদ্ যথা ॥৪০

"ইহা হইতে পারে না" ।২৮-৩০

পৃথিবীও বিদীর্ণ হইতে পারে, আকাশও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে পারে, সূর্য্যও নিজ প্রভা পরিত্যাগ করিতে পারে, চন্দ্র শীতলতা এবং বায়ু শীঘ্রগামিতা ত্যাগ করিতে পারে; হিমালয় স্বস্থান ছাড়িয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে পারে, সমুদ্র জলকে এবং অগ্নিও উষ্ণতা পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজ্যশাসন করিতে পারিব না। রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন—এই কথা দুঃশাসন বার বার বলিতে লাগিল ।৩১-৩৩

আর্ত্ত! আপনিই আমাদের কুলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত রাজা হউন। ভরতবংশের জনমেজয়! এই কথা বলিয়া দুঃশাসন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সম্মানযোগ্য চরণদ্বয় ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

দুঃশাসন ও দুর্য্যোধন উভয়কে দুঃখিত দেখিয়া কর্ণ তাহাদের নিকটে গিয়া ব্যথিতচিত্তে বলিলেন।

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ বীরদ্বয়! তোমরা উভয়ে বালকের ন্যায় বিষণ্ণ হইতেছ কেন? কারণ, শোককারীর শোক কখনও নিবৃত্ত হয় না। তোমরা উভয়েই শোক করিয়া ইহা প্রত্যক্ষই বুঝিতে পারিতেছ যে, শোকের দ্বারা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সুতরাং শোক করিয়া কি লাভ? ধৈর্য্য ধারণ কর ও শোক পরিত্যাগ কর। শোক করিয়া বৃথা শত্রুর আনন্দ বাড়াইবে না ।৩৪-৩৮

রাজন্! পাণ্ডবগণ যদি তোমাদিগকে মুক্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্যই সম্পাদন করিয়াছে। কারণ, রাজার প্রিয়কার্য্য করাই রাজ্যবাসী প্রজাগণের কাজ ।৩৯

তোমার দ্বারা পালিত হইয়াই তাহারা বনে বিনা কষ্টে বাস করিতেছে। সুতরাং সাধারণ মানুষের ন্যায় তোমাদের শোক করা উচিত নয় ।৪০

বিষণ্ণাস্তব সোদর্য্যাস্তুয়ি প্রায়ং সমাশ্রিতে।
তবলং দুঃখিতাবেক্ষান্ কর্ত্তুং সর্ব্বান্ নরাধিপ ॥
উত্তিষ্ঠ ব্রজ ভদ্রং তে সমাশ্বাসয় সোদরান্ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনপ্রায়োপবেশে একোনপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৪৯

তুমি প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করায় তোমার ভাইগণ সকলেই দুঃখার্ত্ত হইয়াছে। রাজন্! ইহাদিগকে দুঃখ না দিয়া তুমি উত্থিত হও। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি সহোদরগণকে আশ্বাসিত কর ॥৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনের প্রায়োপবেশনবিষয়ক একোনপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৪৯

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য প্রবোধদানানন্তরমপি দুর্য্যোধনস্য প্রায়োপবেশনে নিশ্চয়ঃ।]

কর্ণ উবাচ।

রাজন্নস্যাবগচ্ছামি তবেহ লঘুসত্ত্বতাম্।
কিমত্র চিত্রং যদ্বীর মোক্ষিতঃ পাণ্ডবৈরসি ॥১
সদ্যো বশং সমাপন্নঃ শত্রূণাং শত্রুকর্ষন।
সেনাজীবৈশ্চ কৌরব্য তথা বিষয়বাসিভিঃ ॥২
অজ্ঞাতৈর্যদি বা জ্ঞাতৈঃ কর্ত্তব্যং নৃপতেঃ প্রিয়ম্।
প্রায়ঃ প্রধানাঃ পুরুষাঃ ক্ষোভয়ন্ত্যরিবাহিনীম্ ॥৩
নিগৃহ্যন্তে চ যুদ্ধেষু মোক্ষ্যন্তে চৈব সৈনিকৈঃ।
সেনাজীবাশ্চ যে রাজ্ঞাং বিষয়ে সন্তি মানবাঃ ॥৪

তৈঃ সঙ্গম্য নৃপার্থায় ঘটিতব্যং যথাতথম্।
যত্তেদং পাণ্ডবৈ রাজন্ ভবদ্বিষয়বাসিভিঃ ॥৫
যদৃচ্ছয়া মোক্ষিতোঽসি তত্র কা পরিদেবনা।
ন চৈতৎ সাধু যদ্ রাজন্ পাণ্ডবাস্ত্বাং নৃপোত্তম ॥৬

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণের প্রবোধদানের পরও দুর্য্যোধনের প্রায়োপবেশনে নিশ্চয়।]

কর্ণ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি আজ হৃদয়ের যেরূপ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতেছ, তাহার কারণ কিছুই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। শত্রুনাশক বীর! যদি একবার শত্রুর বশীভূত হওয়ায় পাণ্ডবগণ তোমাকে মুক্ত করে, তবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে?

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেনাবৃত্তিজীবী ও রাজ্যবাসী ইহারা জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, ইহাদের কর্ত্তব্য রাজার প্রিয় করা।

প্রায়শঃ দেখা যায়, প্রধান পুরুষগণ শত্রুসৈন্য-বাহিনীকে ক্ষুভিত করেন, কিন্তু কখনও শত্রুকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলে সাধারণ সৈনিকগণই তাঁহাকে শত্রুর হাত হইতে মুক্ত করে।

সৈনিক ও যেসকল মানুষ রাজার রাজ্যে বাস করে, উভয়েই মিলিত হইয়া যথাযথরূপে রাজার প্রিয় করার জন্য প্রযত্ন করা উচিত।

রাজন্! অতএব তোমারই রাজ্যে বাসকারী পাণ্ডবগণ যদি যদৃচ্ছাক্রমে তোমাকে মুক্ত করিয়াই

স্বলেনয়া সম্প্রয়ান্তং নানুযান্তি স্ম পৃষ্ঠতঃ।
শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ সংযুগেষ্বপলায়িনঃ ॥৭
তবতস্তে সহায়া বৈ প্রেষ্যতাং পূর্ব্বমাগতাঃ।
পাণ্ডবেয়ানি রত্নানি স্বয়ঞ্চাপ্যুপভুঞ্জতে ॥৮
সন্তস্যান্ পাণ্ডবান্ পশ্য ন তে প্রায়ুপাবিশন্।
(তদলং তে মহাবাহো বিষাদং কর্ত্তুমীদৃশম্।)
উত্তিষ্ঠ রাজন্ ভদ্রং তে ন চিরং কর্ত্তুমর্হসি ॥৯
অবশ্যমেব নৃপতে রাজ্ঞো বিষয়বাসিভিঃ।
প্রিয়াণ্যাচরিতব্যানি তত্র কঃ পরিদেবনা ॥১০
মদ্বাক্যমেতদ্ রাজেন্দ্র যদ্যেবং ন করিষ্যসি।
স্বাস্তামীহ ভবৎপাদৌ শুশ্রূষন্নরিমর্দ্দন ॥১১
নোৎসহে জীবিতমহং ত্বদ্বিহীনো নরর্ষভ।
প্রায়োপবিষ্টস্য নৃপ রাজ্ঞো হাস্যো ভবিষ্যসি ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কর্ণেন রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
নৈবোত্থাতুং মনশ্চক্রে স্বর্গায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনপ্রায়োপবেশে কর্ণবাক্যে পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫০

থাকে, তাহাতে বিলাপ করিবার কি আছে?

রাজন্! তুমি মহারাজ, সুতরাং সসৈন্যে বনে যাত্রা করিলে পাণ্ডবগণ যে এখানে থাকিয়াও যদি তোমার অনুগমন না করিত, তবে ইহাই বরং তাহাদের পক্ষে অনুচিত হইত।

তাহারা বীর, বলবান্ ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইলেও তাহারা পূর্ব্বেই তোমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সুতরাং এই অবস্থায় তোমার সহায়তা করা তাহাদের অবশ্যই কর্ত্তব্য।

পাণ্ডবগণের নিকট যে সমস্ত রত্ন ছিল, আজ আপনিই তাহা ভোগ করিতেছেন। দেখুন, পাণ্ডবগণ কেমন বীর্য্যবান্ যে, সব হারাইয়াও তাহারা প্রায়োপবেশন করে নাই। (হে মহাবাহো! অতএব তোমার পক্ষে এরূপ বিষণ্ণ হওয়া অনুচিত।) হে রাজন্! তুমি উঠ; তোমার কল্যাণ হউক; চল, এখানে আর অধিক বিলম্ব করা উচিত নয়।৪-৯

হে রাজন্! রাজার রাজ্যবাসী প্রজাগণের রাজার প্রিয় আচরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহাতে আর বিলাপ করিবার কি আছে?১০

মহারাজ! যদি আমার কথা তুমি না শোন, তবে হে অরিমর্দ্দন! আমি তোমার পাদদ্বয়ের শুশ্রূষা করত এইখানেই অবস্থান করিব।১১

হে নরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি বাঁচিতে চাহি না। হে রাজন্! তুমি প্রায়োপবেশন করিলে রাজগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইবে।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কর্ণ এইরূপ বলিলেও রাজা দুর্য্যোধন স্বর্গলাভের ইচ্ছায় প্রায়োপবেশন হইতে নিবৃত্ত হইলেন না।১৩

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধন-প্রায়োপবেশনপ্রসঙ্গে কর্ণবাক্যবিষয়ক পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫০

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্য্যোধনায় শকুনেঃ প্রবোধদানম্, তেনাপি প্রায়োপবেশনতো বিচলিতং তমবলোক্য দৈত্যৈঃ কৃত্যাদ্বারা দুর্য্যোধনস্য রসাতলে আনয়নঞ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রায়োপবিষ্টং রাজানং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
উবাচ সান্ত্বয়ন্ রাজন্ শকুনিঃ সৌবলস্তদা ॥১

শকুনিরুবাচ।

সম্যগুক্তং হি কর্ণেন তচ্ছ্রুতং কৌরব ত্বয়া।
ময়া হৃতাং শ্রিয়ং স্ফীতাং তাং মোহাদপহাতুং কিম্ ॥২

ত্বমল্পবুদ্ধ্যা নৃপতে প্রাণানুৎসৃষ্টুমর্হসি।
অথবাপ্যবগচ্ছামি ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া ॥৩

যঃ সমুৎপতিতং হর্ষং ধৈর্য্যং বা ন নিষচ্ছতি।
ন নশ্যতি শ্রিয়ং প্রাপ্য পাত্রমামমিবাম্ভসি ॥৪

অতিভীরুরতিক্রোধং দীর্ঘসূত্রং প্রমাদিনম্।
ব্যসনাদ্ বিষয়াক্রান্তং ন ভজন্তি নৃপং প্রজাঃ ॥৫

সৎকৃতস্য হি তে শোকো বিপরীতে কথং ভবেৎ।
যা কৃতং শোভনং পার্থৈঃ শোকস্থানস্য নাশয় ॥৬

যত্র হর্ষস্ত্বয়া কার্য্যঃ সৎকর্ত্তব্যাশ্চ পাণ্ডবাঃ।
তত্র শোচসি রাজেন্দ্র বিপরীতমিদং তব ॥৭

প্রসীদ মা ত্যজাত্মানং তুষ্টশ্চ সুকৃতং স্মর।
প্রযচ্ছ রাজ্যং পার্থানাং যশো ধর্ম্মঞ্চাপ্নুহি ॥৮

ক্রিয়ামেতাং সমাজ্ঞায় কৃতজ্ঞস্ত্বং ভবিষ্যসি।
সৌভ্রাত্রং পাণ্ডবৈঃ কৃত্বা সমবস্থাপ্য চৈব তান্ ॥৯

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শকুনি কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে প্রবোধদান এবং তাহাতেও প্রায়োপবেশন হইতে বিচলিত হইতে না দেখিয়া দৈত্যগণকর্ত্তৃক কৃত্যাদ্বারা দুর্য্যোধনকে রসাতলে আনয়ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ক্রোধপূর্ণ রাজা দুর্য্যোধনকে প্রায়োপবিষ্ট দেখিয়া তখন সুবলনন্দন শকুনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন।১

শকুনি বলিলেন,—কুরুনন্দন! কর্ণ ঠিকই বলিয়াছে, তুমি তাহা শুনিয়াছ। তুমি মোহবশতঃ আমার দ্বারা পাশায় বিজিতা সমৃদ্ধশালিনী রাজ্যলক্ষ্মীকে কি ত্যাগ করিতে চাহিতেছ?২

নৃপতে! তুমি অল্পবুদ্ধিবশতঃ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছ; অথবা বুঝিতে হইবে, তুমি বৃদ্ধগণের সেবা কর নাই।৩

যে রাজা সহসা উপস্থিত হর্ষ বা শোককে সংযত করিতে পারে না, সে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও জলে নিমজ্জিত মাটীর পাত্রের ন্যায় বিনষ্ট হয়।৪

অতিভীরু, অতিক্রোধ, দীর্ঘসূত্রী, প্রমাদী এবং দুর্ব্যসনবশতঃ বিষয়ে আসক্ত রাজাকে প্রজাগণ ভজনা করে না।৫

পাণ্ডবগণ তোমার সৎকার করিয়াছে, তাহাতেই যদি তোমার এই অবস্থা হয়, তবে উহার বিপরীত ব্যবহার করিলে কি হইত? পাণ্ডবগণ যে তোমার সৎকার করিয়াছে, তুমি তাহা শোক করিয়া নষ্ট করিও না।৬

মহারাজ! যেস্থলে তোমার আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল এবং পাণ্ডবগণেরও সৎকার করা উচিত ছিল; তুমি তাহা না করিয়া শোক করিতেছ। তোমার এই আচরণ বিপরীত দেখিতেছি।৭

তুমি প্রসন্ন হও; প্রাণকে নাশ করিও না; তাহাদের সৎকারকে স্মরণ করিয়া বরং তাহাদের রাজ্য তাহাদিগকে দিয়া দাও; তাহাতে তোমার

পিত্র্যং রাজ্যং প্রযচ্ছৈষাং ততঃ সুখমবাপ্স্যসি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শকুনেস্তু বচঃ শ্রুত্বা দুঃশাসনমবেক্ষ্য চ ॥১০

পাদয়োঃ পতিতং বীরং বিকৃতং ভ্রাতৃসৌহৃদম্।
বাহুভ্যাং সাধুদাতাভ্যাং দুঃশাসনমরিন্দমম্ ॥১১

উত্থাপ্য সম্পরিষ্বজ্য প্রীত্যাঘ্রায়ত মূর্ধনি।
কর্ণ-সৌবলয়োশ্চাপি সংক্রম্য বচনাস্তরৌ ॥১২

নির্বেদং পরমং গত্বা রাজা দুর্যোধনস্তদা।
ব্রীড়য়াভিপরীতাত্মা নৈরাশ্যমগমৎ পরম্ ॥১৩

তচ্ছ্রুত্বা সুহৃদশ্চৈব সমস্যুরিদমব্রবীৎ।
ন ধর্মধনসৌখ্যেন নৈশ্বর্য্যেণ ন চাজ্ঞয়া ॥১৪

নৈব ভোগৈশ্চ মে কার্য্যং মা বিঘ্নন্ত গচ্ছত।
নিশ্চিতেয়ং মম মতিঃ স্থিতা প্রায়োপবেশনে ॥১৫

গচ্ছধ্বং নগরং সর্বে পূজ্যাশ্চ গুরবো মম।
ত এবমুক্তাঃ প্রত্যূচুঃ রাজানমরিমর্দনম্ ॥১৬

যা গতিস্তব রাজেন্দ্র সাস্মাকমপি ভারত।
কথং বা সম্প্রবেক্ষ্যামস্ত্বদ্বিহীনাঃ পুরং বয়ম্ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স সুহৃদ্ভিরমাত্যৈশ্চ ভ্রাতৃভিঃ স্বজনেন চ।
বহুপ্রকারমপ্যুক্তো নিশ্চয়ান্ন বিচাল্যতে ॥১৮

ধর্ম্মাত্তরপমাস্থায় নিশ্চয়াদ্ ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
সংস্পৃশ্যাপঃ শুচির্ভূত্বা ভূতলে সমুপস্থিতঃ ॥১৯

কুশচীরাম্বরধরঃ পরং নিয়মমাস্থিতঃ।
বাগ্যতো রাজশার্দূলঃ স স্বর্গগতিকাম্যয়া ॥২০

মনসোপচিতিং কৃত্বা নিবৃত্তশ্চ বহিঃক্রিয়াঃ।
অথ তং নিশ্চয়ং তস্য বুদ্ধ্বা দৈতেয়দানবাঃ ॥২১

যশ ও ধর্ম্ম উভয়ই হইবে।৮

তুমি ইহা করিলে তোমাকে লোকে কৃতঘ্ন বলিবে। তাহাদের সহিত সৌহার্দ্যভাব স্থাপন করিয়া তাহাদের পৈতৃক রাজ্য প্রদান কর; তাহাতে তুমি সুখীও হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! শকুনির কথা শুনিয়া রণস্থলে পতিত বিষণ্ণমুখ, ভ্রাতৃভক্ত, শত্রুদমন, বীর দুঃশাসনকে দর্শন করত রাজা দুর্য্যোধন তাহাকে সুন্দর দুই বাহুর দ্বারা উঠাইয়া প্রীতিভরে আলিঙ্গন ও তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।

কর্ণ ও শকুনি উভয়েরই কথা শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন পরম ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন এবং লজ্জাক্রান্ত হৃদয়ে নৈরাশ্য প্রাপ্ত হইলেন।৯-১৩

সুহৃদ্গণের সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে দুর্য্যোধন তাহাদিগকে বলিলেন,—আমার ধর্ম্ম, ধন, সৌখ্য বা প্রভুত্বে কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা আমার সঙ্কল্প ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিও না; চলিয়া যাও; আমার বুদ্ধি প্রায়োপবেশন করিবার জন্যই স্থিরনিশ্চয় করিয়াছে।১৪-১৫

তোমরা সকলে নগরে চলিয়া যাও এবং গুরুজনের সেবা কর। তাঁহার কথা শুনিয়া সুহৃদ্গণ শত্রুদমন রাজা দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তোমার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি। হে ভারত! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা হস্তিনাপুরীতে কেমন করিয়া প্রবেশ করিব।১৬-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুহৃদ্গণ, অমাত্যগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ ও স্বজনগণের দ্বারা বহুপ্রকারে প্রবোধিত হইয়াও রাজা দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশনের সিদ্ধান্ত হইতে বিচলিত হইলেন না।১৮

ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজশার্দ্দূল দুর্য্যোধন নিজ সিদ্ধান্তে নিশ্চয় থাকিয়া স্বর্গলাভের ইচ্ছায় আচমন করত শুচি হইয়া ভূতলে কুশাসন পাতিয়া কুশ ও বল্কল-

পাতালবাসিনো যৌদ্রাঃ পূর্বং দেবৈর্বিনির্জিতাঃ।
তে স্বপক্ষক্ষয়ং জ্ঞাত্বা দুর্যোধনস্য বৈ ॥২২
আহ্বানায় তদা চক্রুঃ কর্ম বৈতানসম্ভবম্।
বৃহস্পত্যুশনোক্তৈশ্চ মৌদ্গল্যমন্ত্রবিশারদাঃ ॥২৩
অথর্ববেদপ্রোক্তৈশ্চ যাজ্ঞোপনিষদি ক্রিয়াঃ।
মন্ত্রজপ্যসমাযুক্তাস্তদা সমবর্তয়ন্ ॥২৪
বৃহদ্ভ্যগ্নৌ বধিঃ ক্ষীরং মন্ত্রবৎ সুসমাহিতাঃ।
ব্রাহ্মণা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ সুদৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৫
কর্ম্মনিষ্ঠৌ তদা তত্র জৃম্ভমাণা মহাদ্ভুতা।
কৃত্যা সমুত্থিতা রাজন্ কিং করোমীতিচাব্রবীৎ ॥২৬
আহূর্দৈত্যাশ্চ তাং তত্র সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
প্রায়োপবিষ্টং রাজানং ধার্ত্তরাষ্ট্রমিহানয় ॥২৭

তথেতি চ প্রতিশ্রুত্য সা কৃত্যা প্রযযৌ তদা।
নিষেধাগমনজ্ঞাপি যত্র রাজা সুযোধনঃ ॥২৮
সমাদায় চ রাজানং প্রবিবেশ রসাতলম্।
দানবানাং মুহূর্তাচ্চ তমানীতং সুবেদয়ৎ।
তমানীতং নৃপং দৃষ্ট্বা রাত্রৌ সঙ্গম্য দানবাঃ ॥২৯
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্বে কিকিদুৎফুল্ললোচনাঃ।
সাভিমানমিদং বাক্যং দুর্যোধনমথাব্রুবন্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্যোধনপ্রায়োপবেশে একপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫১

বাস পরিধান করত উপবেশন করিলেন। তিনি বাক্য সাধত করিয়া উপবাসের উত্তম নিয়ম অবলম্বন-পূর্ব্বক স্নান-ভোজনাদি বাহ্যক্রিয়া রোধ করত মনে মনে মরণের নিশ্চয় করিয়া প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর দুর্যোধনের সেই অটল সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়া দেবগণকর্ত্তৃক পূর্ব্বে বিজিত পাতাল-নিবাসী ভয়ঙ্কর দৈত্য-দানবগণ মনে মনে বিচার করিল যে, এইভাবে দুর্যোধনের প্রাণান্ত হইলে নিজ স্বপক্ষেরই ক্ষয় হইবে। অতএব বৈতানিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। মন্ত্রনিপুণ দৈত্যগণ বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের দ্বারা বর্ণিত অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র-সমূহের দ্বারা অগ্নিবিভাগ-সাধ্য যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন এবং উপনিষৎ (আরণ্যক) মধ্যে যে মন্ত্রযুক্ত হবনাদি ক্রিয়া আছে, তাহারও অনুষ্ঠান করিলেন।২১-২৪

কঠোরব্রতধারী বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ তাহাদের অভীষ্টলাভের জন্য সমাহিত-চিত্তে অগ্নিতে মন্ত্রপূর্ব্বক দুগ্ধ ও ক্ষীরের আহুতি দিতে লাগিলেন।২৫

রাজন্! কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে যজ্ঞকুণ্ড হইতে অত্যদ্ভুত জৃম্ভণশীলা এক কৃত্যা আবির্ভূতা হইয়া দৈত্যরাজকে বলিল,—"আমাকে কি করিতে হইবে" ।২৬

তাহাকে দেখিয়া আনন্দিতচিত্ত দৈত্যগণ বলিল,—তুমি প্রায়োপবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্যোধনকে এখানে লইয়া আইস।২৭

'তাহাই হইবে' বলিয়া সেই কৃত্যা নিষেধের মধ্যে সেই স্থানে চলিয়া গেল, যেখানে রাজা দুর্যোধন প্রায়োবিষ্ট ছিলেন।২৮

মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে হরণ করিয়া পাতালে লইয়া গিয়া সেই কৃত্যা দৈত্যগণকে বলিল,—রাজা দুর্যোধনকে আনিয়াছি। তাঁহাকে পাতালে আনীত দেখিয়া দৈত্যগণ রাত্রিতে আনন্দিতহৃদয়ে উৎফুল্ল-লোচনে সকলে একত্রিত হইয়া অভিমানের সহিত দুর্যোধনকে বলিল।২৯-৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্যোধনপ্রায়োপবেশনবিষয়ক একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫১

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দানবানাং দুর্য্যোধনায় প্রবোধদানম্, কর্ণেনানুরুদ্ধস্য দুর্য্যোধনস্যানশনং বিহায় হস্তিনাপুর্য্যাং প্রবেশশ্চ।]

দানবা ঊচুঃ।

তোঃ সুযোধন রাজেন্দ্র ভরতানাং কুলোদ্বহ।
শূরৈঃ পরিবৃতো নিত্যং তথৈব চ মহাত্মভিঃ ॥১

অকার্ষীঃ সাহসমিদং কস্মাৎ প্রায়োপবেশনম্।
আত্মত্যাগী হ্যধো যাতি যাচ্যতাং চাধমস্তথা ॥২

ন হি কার্য্যবিরুদ্ধেষু বহুপাপেষু কর্ম্মসু।
মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥৩

নিধেহ্যেনাং মতিং রাজন্ ধর্ম্মার্থসুখনাশিনীম্।
যশঃপ্রতাপবীর্য্যঘ্নীং শত্রূণাং হর্ষবর্দ্ধনীম্ ॥৪

শ্রূয়তাং তু প্রভো তত্ত্বং দিব্যতাং চাস্যনো নৃপ।
নির্ম্মাণঞ্চ শরীরস্য ততো ধৈর্য্যমবাপ্নুহি ॥৫

পুরা ত্বং তপসাস্মাভির্লব্ধো রাজন্ মহেশ্বরাৎ।
পূর্ব্বকায়শ্চ পূর্ব্বন্তে নির্ম্মিতো বজ্রসঙ্করৈঃ ॥৬

অস্ত্রৈরভেদ্যঃ শস্ত্রৈশ্চাপ্যবঃ কায়শ্চ তেঽনঘ।
কৃতঃ পুষ্পময়ো দেব্যা রূপতঃ স্ত্রীমনোহরঃ ॥৭

এবমীশ্বরসংযুক্তস্তব দেহো নৃপোত্তম।
দেব্যা চ রাজশার্দ্দূল দিব্যস্ত্বং হি ন মানুষঃ ॥৮

ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাবীর্য্যা ভগদত্তপুরোগমাঃ।
দিব্যাস্ত্রবিদুষঃ শূরাঃ ক্ষপয়িষ্যন্তি তে রিপূন্ ॥৯

দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দানবগণকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে প্রবোধদান এবং কর্ণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অনশন ত্যাগ করত দুর্য্যোধনের হস্তিনাপুরীতে গমন।]

দানবগণ বলিল,—হে সুযোধন। হে রাজেন্দ্র। হে ভরতকুলতিলক! আপনি সর্ব্বদা বীরগণের দ্বারা ও মহাত্মাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়াও কেন প্রায়োপবেশন করিতে সাহস করিতেছেন? আত্মঘাতী পুরুষ অধোগতি লাভ করে এবং ইহলোকে অযশস্বী হয়।১-২

আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ বহু পাপের মূলীভূত সর্ব্বনাশরূপ বিরুদ্ধকর্ম্মে কখনও প্রবৃত্ত হন না।৩

হে রাজন্। ধর্ম্মার্থসুখনাশিনী, যশ, প্রতাপ ও বীর্য্যঘাতিনী এবং শত্রুর হর্ষবর্দ্ধিনী এই বুদ্ধি আপনি পরিত্যাগ করুন।৪

হে প্রভো। এক যথার্থ বিষয় শুনুন। হে নৃপ। আপনার স্বরূপ অলৌকিক এবং এই শরীরের নির্ম্মাণও অদ্ভুতভাবে হইয়াছে। আপনি ইহা শুনিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিবেন।৫

রাজন্। পূর্ব্বে আমরা তপস্যা করিয়া মহেশ্বরের নিকট হইতে আপনাকে লাভ করিয়াছিলাম; আপনার শরীরের পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ নাভি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বজ্রসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।৬

অনঘ। সুতরাং আপনার শরীরের নাভি হইতে ঊর্দ্ধভাগ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা অভেদ্য; তেমনই পার্ব্বতীদেবী আপনার শরীরের নাভির নিম্নভাগ পুষ্পের ন্যায় কোমল করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহাতে স্ত্রীলোকের মন মোহিত হয়।৭

হে নৃপোত্তম। এইরূপে ভগবান্ শঙ্কর ও পার্ব্বতী উভয়ে মিলিয়া আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হে রাজশ্রেষ্ঠ। আপনি মানুষ নন, আপনি দিব্য পুরুষ।৮

তদলং তে বিষাদেন ভয়ং তব ন বিদ্যতে।
সাহায্যার্থং চ তে বীরাঃ সম্ভূতা ভুবি মানবাঃ ॥১০
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদীংশ্চ প্রবেক্ষ্যন্ত্যপরেঽসুরাঃ।
দৈবাবিষ্টা ঘৃণাং ত্যক্ত্বা যোৎস্যন্তে তব
বৈরিণঃ ॥১১
নৈব পুত্রান্ ন চ ভ্রাতৄন্ ন পিতৄন্ ন চ বান্ধবান্।
নৈব শিষ্যান্ ন চ জ্ঞাতীন্ ন বালান্
স্থবিরান্ ন চ ॥১২
যুধি সম্প্রহরিষ্যন্তো মোক্ষ্যন্তি কুরুসত্তম।
নিঃস্নেহা দানবাবিষ্টাঃ সমাক্রান্তেঽন্তরাত্মনি ॥১৩
প্রহরিষ্যন্তি বিবশাঃ স্নেহমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
হৃষ্টাঃ পুরুষশার্দূলাঃ কলুষীকৃতমানসাঃ।
অবিজ্ঞানবিমূঢ়াশ্চ দৈবাচ্চ বিধিনির্মিতাৎ ॥১৪

ভগবন্ত প্রভৃতি বীর ক্ষত্রিয় রাজগণ দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও মহাশক্তিশালী; তাঁহারাই আপনার শত্রুগণকে বধ করিবেন।৯

সুতরাং আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আপনার কোন ভয় নাই, আপনাকে সাহায্য করিবার জন্যই দানবগণ ক্ষত্রিয়রাজরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।১০

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির শরীরেও অপর অসুরগণ প্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ঘৃণা মায়া পরিত্যাগ করিয়া আপনার শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবেন।১১

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দানবগণের দ্বারা আবিষ্ট হইলে ভীষ্ম, দ্রোণাদির অন্তরাত্মাও তাঁহাদের অধিকারে আসিবে; তখন তাঁহারা স্নেহ ও মমতাশূন্য হইয়া পুত্র, ভ্রাতা, পিতা, বান্ধব, শিষ্য, জ্ঞাতি, বালক বা বৃদ্ধ ইহাদিগকেও যুদ্ধে প্রহার করিতে থাকিবেন ছাড়িয়া দিবেন না।১২-১৩

ব্যাজাবমাণাশ্চান্যোন্যং ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে।
সর্বে শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষেণ পৌরুষে সমবস্থিতাঃ ॥১৫

শ্লাঘমানাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ করিষ্যন্তি জনক্ষয়ম্।
তেঽপি পঞ্চ মহাত্মানঃ প্রতিযোৎস্যন্তি
পাণ্ডবাঃ ॥১৬
বধং চৈষাং করিষ্যন্তি দৈবযুক্তা মহাবলাঃ।
দৈত্যরক্ষোগণাংশ্চৈব সম্ভূতাঃ ক্ষত্রযোনিষু ॥১৭
যোৎস্যন্তি যুধি বিক্রম্য শক্রতিস্তব পার্থিব।
গদাভির্মুসলৈঃ শূলৈঃ শস্ত্রৈরুচ্চাবচৈস্তথা ॥১৮
(প্রহরিষ্যন্তি তে বীরাস্তবারিষু মহাবলাঃ।)

যচ্চ তেঽন্তর্গতং বীর ভয়মর্জুনসম্ভবম্।
তত্রাপি বিহিতোঽস্মাভির্বধোপায়োঽর্জুনস্য বৈ ॥১৯

বিধিনির্মিত দৈবের অধীন হইয়া দানবাবেশের ফলে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মাদি অজ্ঞান, বিমূঢ়চিত্ত ও মলিনমানস হইয়া পড়িবেন। তাঁহারা স্নেহ মমতা দূরে নিক্ষেপ করত অবশভাবেই জ্ঞাতিগণকে প্রহার করিবেন।১৪

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন যোদ্ধারা একে অপরকে বলিবেন "আজ তুমি আমার হাত হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না।" সকলেই আত্ম-পৌরুষের শ্লাঘা করত অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে লোকক্ষয় করিতে থাকিবে।

দৈবপ্রেরিত মহাবলবান্ মহাত্মা পঞ্চপাণ্ডবও এই ভীষ্ম প্রভৃতির সহিত প্রতিযুদ্ধ করিবেন এবং উঁহাদিগকে সংহার করিবেন।

রাজন্! ক্ষত্রিয়যোনিতে যে সকল দৈত্য ও রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই গদা, মূল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্বক যুদ্ধ করিবেন। হে বীর! সেই মহাবলগণ আপনার শত্রুগণকে প্রহার করিবেন।১৫-১৮

হতস্ত নরকস্যাত্মা কর্ণমূর্ত্তিমুপাশ্রিতঃ।
তদ্ বৈরং সংস্মরন্ বীর যোৎস্যতে
কেশবার্জ্জুনৌ ॥২০

স তে বিক্রমশৌটীরো রণে পার্থং বিজেষ্যতি।
কর্ণঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্বাংশ্চান্যান্ মহারথঃ ॥২১

জ্ঞাত্বৈতজ্জন্মনা বজ্রী রক্ষার্থং সব্যসাচিনঃ।
কুণ্ডলে কবচং চৈব কর্ণস্যাপহরিষ্যতি ॥২২

তস্মাদস্মাভিরপ্যত্র দৈত্যাঃ শতসহস্রশঃ।
নিযুক্তা রাক্ষসাশ্চৈব যে তে সংশপ্তকা ইতি ॥২৩

প্রখ্যাতাস্তেঽর্জ্জুনং বীরং হনিষ্যন্তি চ মা শুচঃ।
অপনয় ত্বয়া হীনাং ভোক্তব্যা বসুধা নৃপ ॥২৪

মা বিষাদং গমস্তস্মাদ্ভবন্তমুপপদ্যতে।
বিনষ্টে ত্বয়ি চাস্মাকং পক্ষো হীয়েত কৌরব ॥২৫

গচ্ছ বীর ন তে বুদ্ধিরন্যা কার্য্যা কথঞ্চন।
ত্বমস্মাকং গতির্নিত্যং দেবতানাঞ্চ পাণ্ডবাঃ ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা পরিষ্বজ্য দৈত্যাস্তং রাজকুঞ্জরম্।
সমাশ্বাস্য চ দুর্দ্ধর্ষং পুত্রবদ্ দানবর্ষভাঃ ॥২৭
স্থিরাং কৃত্বা বুদ্ধিমস্য প্রিয়মুক্ত্বা চ ভারত।
গম্যতামিত্যনুজ্ঞায় তমাপ্লুহি চেত্যথ ॥২৮
তৈর্বিসৃষ্টং মহাবাহুং কৃত্যা সৈবানয়ৎ পুনঃ।
তমেব দেশং যত্রাসৌ তদা প্রায়মুপাবিশৎ ॥২৯
প্রতিনিক্ষিপ্য তং বীরং কৃত্যা সমভিপূজ্য চ।
অনুজ্ঞাতা চ রাজ্ঞা সা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩০

হে বীর! আপনার মনে যে অর্জ্জুনকে দেখিয়া ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই অর্জ্জুনেরও বধের উপায় আমরা ঠিক করিয়াই রাখিয়াছি।১৯

শ্রীকৃষ্ণের হস্তে মৃত নরকাসুরের আত্মা কর্ণের রূপ ধারণ করিয়াছে। বীর! সে পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণ করত কেশব ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে।২০

মহারথ কর্ণ যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও নিজ পরাক্রমে গর্ব্বিত। সেই কর্ণই যুদ্ধে পার্থ ও আপনার অন্যান্য শত্রুগণকে জয় করিবে।২১

একথা জানিয়া বজ্রধারী ইন্দ্র অর্জ্জুনের রক্ষার জন্য কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ ছদ্মবেশে অপহরণ করিবেন।২২

এইজন্য আমরাও একলাখ দৈত্যকে এই কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছি। যাঁহারা সংশপ্তক নামে বিখ্যাত। তাঁহারাই অর্জ্জুনকে বধ করিবে; সুতরাং আপনি শোক করিবেন না। হে রাজন্! আপনি নিষ্কণ্টক এই পৃথিবী ভোগ করিবেন।২৩-২৪

হে কৌরব! অতএব আপনি বিষণ্ণ হইবেন না; বিষাদ আপনার পক্ষে শোভা পায় না; আপনি বিনষ্ট হইলে আমাদের পক্ষই বিনষ্ট হইবে।২৫

হে বীর! আপনি যান, আপনি অন্যরূপ বুদ্ধি করিবেন না; আপনিই আমাদের সর্ব্বদা গতি, আর দেবতাদের গতি হইতেছে পাণ্ডবগণ।২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! এই বলিয়া দৈত্যগণ ও দানবশ্রেষ্ঠগণ দুর্দ্ধর্ষ বীর নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করত পুত্রবৎ আশ্বাস প্রদান করিল এবং তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন করত মিষ্ট কথায় "আপনি যাউন, আপনার জয় হউক" এই বলিয়া বিদায় দিল।২৭-২৮

দৈত্যগণ তাঁহাকে বিদায় দিলে সেই কৃত্যাই পুনরায় মহাবাহু দুর্য্যোধনকে সেইখানে লইয়া গেল, যেখানে তিনি প্রায়োপবেশন করিতেছিলেন।২৯

গতায়ামথ তস্যাং তু রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
স্বপ্নভূতমিদং সর্বমচিন্তয়ত ভারত ॥৩১
(সম্মৃশ্য তানি বাক্যানি দানবোক্তানি দুর্মতিঃ।)
বিজেষ্যামি রণে পাণ্ডূনিতি চাস্যাভবন্মতিঃ।
কর্ণং সংশপ্তকাংশ্চৈব পার্থস্যাহিত্রঘাতিনঃ ॥৩২
অব্রবীত বচো যুক্তান্ সমর্থাংশ্চ সুযোধনঃ।
এবমাশা বৃঢ়া তস্য ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেঃ ॥৩৩
বিনির্জয়ে পাণ্ডবানামভবদ্ ভরতর্ষভ।
কর্ণোঽপ্যাবিষ্টচিত্তাত্মা নরকস্যাসুরাত্মনা ॥৩৪
অর্জুনস্য বধে ক্রূরাং কথোতি স্ম তদা মতিম্।
সংশপ্তকাশ্চ তে বীরা রাক্ষসাবিষ্টচেতসঃ ॥৩৫
রজস্তমোভ্যামাক্রান্তাঃ ফাল্গুনস্য বধৈষিণঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাস্তাশ্চ দানবাক্রান্তচেতসঃ ॥৩৬

বীর রাজা দুর্য্যোধনকে সেই স্থানে রাখিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া কৃত্যা সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিল।৩০

হে ভারত! কৃত্যা চলিয়া গেলে রাজা দুর্য্যোধন রাত্রির সমস্ত ব্যাপার স্বপ্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। দানবগণের কথা স্মরণ করিয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে অবশ্যই পরাজিত করিব —এইরূপ বুদ্ধি দুর্মতি দুর্য্যোধনের উপস্থিত হইল।

দুর্যোধন তখন কর্ণ ও সংশপ্তকগণকে শত্রুনাশী অর্জুনের বধে নিযুক্ত এবং সমর্থ বলিয়া মনে করিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে দুর্মতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের মনে পাণ্ডবগণের পরাজয়ের প্রবল আশা দানা বাঁধিল।

কর্ণও নরকাসুরের অসুরাত্মার দ্বারা আবিষ্টচিত্ত হইয়া অর্জুনের বধে ক্রূরতাপূর্ণ বুদ্ধি অবলম্বন করিল।

রাক্ষসগণের দ্বারা আবিষ্টচিত্ত সংশপ্তকগণ

ন তথা পাণ্ডুপুত্রাণাং স্নেহবন্তো বিশাম্পতে।
(কৃত্যানায্য কথিতং যৎ তস্যাং নিশি দানবৈঃ।)
ন চাচচক্ষে কস্মৈচিদেতদ্ রাজা সুযোধনঃ ॥৩৭

দুর্য্যোধনং নিশান্তে চ কর্ণো বৈকর্তনোঽব্রবীৎ।
স্বয়মিবাঞ্জলিং কৃত্বা পার্থিবং হেতুমদ্ বচঃ ॥৩৮

ন মৃতো জয়তে শত্রুন্ জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি।
মৃতস্য ভদ্রাণি কুতঃ কৌরবেয় কুতো জয়ঃ ॥৩৯

ন কালোঽয়ং বিষাদস্য ভয়স্য মরণস্য বা।
পরিষজ্যাব্রবীচ্চৈনং ভুজাভ্যাং স মহাভুজঃ ॥৪০

উত্তিষ্ঠ রাজন্ কিং শেষে কস্মাচ্ছোচসি শত্রুহন্।
শত্রূন্ প্রতাপ্য বীর্য্যেণ স কথং মৃত্যুমিচ্ছসি ॥৪১

রজ ও তমোগুণের বশীভূত হইয়া অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে লাগিল।

রাজন্! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিও দানবাক্রান্তহৃদয় হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহবান্ রহিলেন না।

রাজা দুর্য্যোধন কৃত্যা কর্তৃক আনীত হইয়া সেই রাত্রিতে দানবগণের সহিত যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহা কাহাকেও বলিলেন না।৩২-৩৭

এদিকে রাত্রিশেষে সূর্য্যপুত্র কর্ণও কৃতাঞ্জলি হইয়া মৃদুহাস্যে রাজা দুর্য্যোধনকে এই যুক্তিপূর্ণ কথা বলিলেন।৩৮

হে কুরুনন্দন! মৃত শত্রুকে কখনও জয় করা যায় না, জীবিত থাকিলে তাহার কোনরূপ কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। মৃত মানুষের কল্যাণই বা কিরূপে হইবে এবং জয়ই বা কি করিয়া লাভ হইবে?৩৯

এখন বিষণ্ণ হইবার কিংবা ভয় ও মরণের সময় নয়। এই বলিয়া মহাবাহু কর্ণ দুই বাহু দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।৪০

অথবা তে ভয়ং জাতং দৃষ্ট্বার্জুনপরাক্রমম্।
সত্যং তে প্রতিজানামি বধিষ্যামি রণেঽর্জুনম্ ॥৪২

গতে ত্রয়োদশে বর্ষে সত্যেনায়ুধমালভে।
আনয়িষ্যাম্যহং পার্থান্ বশং তব জনাধিপ ॥৪৩

এবমুক্তস্তু কর্ণেন দৈত্যানাং বচনাৎ তদা।
প্রণিপাতেন চাপ্যেনমুদতিষ্ঠৎ সুযোধনঃ ॥৪৪

দৈত্যানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা হৃদি কৃত্বা স্থিরাং মতিম্।
ততো মনুজশার্দূলো যোজয়ামাস বাহিনীম্ ॥৪৫

রথনাগাশ্বকলিলাং পদাতিজনসঙ্কুলাম্।
গঙ্গৌঘপ্রতিমাং রাজন্ সা প্রয়াতা মহচ্চমূঃ ॥৪৬

শ্বেতচ্ছত্রৈঃ পতাকাভিশ্চামরৈশ্চ সুপাণ্ডুরৈঃ।
রথৈর্নাগৈঃ পদাতৈশ্চ তত্তস্যেহতীব সঙ্কুলা ॥৪৭

ব্যপেতাভ্রঘনে কালে শৌর্বিবাব্যক্তশারদী।
জয়াশীর্ভির্দ্বিজেন্দ্রৈঃ স তূয়মানোঽধিরাজবৎ ॥৪৮

গৃহমঙ্গলিকালাপ্চ-ধার্তরাষ্ট্রো জনাধিপঃ।
সুযোধনো যযাবগ্রে শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥৪৯

কর্ণেন সার্ধং রাজেন্দ্র সৌবলেন চ দেবিনা।
দুঃশাসনাদয়শ্চাস্য ভ্রাতরঃ সর্ব এব তে ॥৫০

ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্তো মহারাজশ্চ বাহ্লিকঃ।
রথৈর্নানাবিধাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈস্তথা ॥৫১

হে শত্রুনাশন রাজন্! আপনি উঠুন, কেন শুইয়া আছেন? শোকই বা করিতেছেন কেন? নিজ বীর্য্যে শত্রুকে তাপিত করিয়া এখন মৃত্যুকে কেন চাহিতেছেন ॥৪১

অথবা অর্জুনকে দেখিয়া যদি আপনার মনে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা দূর করিবার জন্য আমি সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমিই যুদ্ধে অর্জুনকে বধ করিব ॥৪২

মহারাজ! আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, "ত্রয়োদশ বর্ষ গত হইলে আমিই পাণ্ডবগণকে আপনার বশীভূত করিয়া দিব" ॥৪৩

কর্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া, দৈত্যদের কথা স্মরণ করিয়া এবং সকল সুহৃদ্‌গণের দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রণিপাতপূর্ব্বক অনুরুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশনের আসন ত্যাগ করিলেন ॥৪৪

দৈত্যগণের কথা স্মরণ করিয়াই নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বুদ্ধিকে স্থির করিলেন এবং পুনরায় হস্তিনাপুর যাইবার জন্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক সৈন্যযুক্ত চতুরঙ্গিনী নিজ সেনাবাহিনীকে যোজনা করিলেন। রাজন্! তখন গঙ্গার তরঙ্গের ন্যায় সেই মহতী সৈন্যবাহিনী চলিতে লাগিল ॥৪৫-৪৬

শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা, শুভ্র চামর, রথ, হস্তী ও পদাতির দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই মহাসৈন্যবাহিনী মেঘমুক্ত অনির্ব্বচনীয় শরৎকালের আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধন সম্রাটের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের মুখ হইতে জয়াশীর্ব্বাদে স্তুত হইয়া লোকসকলের প্রণাম ও কৃতাঞ্জলিকে গ্রহণ করত পরমশ্রী সমন্বিত হইয়া সৈন্যবাহিনীর অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন ॥৪৭-৪৯

হে রাজেন্দ্র! কর্ণ ও দ্যূতকুশল শকুনির সহিত দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃবৃন্দ, ভূরিশ্রবাঃ, সোমদত্ত

প্রয়ান্তং নৃপসিংহং তমনুজগ্মুঃ কুরূদ্বহাঃ।
কালেনাল্পেন রাজেন্দ্র স্বপুরং বিবিশুস্তদা ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনপুরপ্রবেশে দ্বিপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫২

ও মহারাজ বাহ্লীক এই সকল কুরুকুলরত্ন নানাবিধ রথ, গজরাজ ও অশ্বের উপর বসিয়া গমনকারী রাজসিংহ দুর্য্যোধনের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন ।৫০-৫২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনপুরপ্রবেশবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৫২

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণং নিন্দতো ভীষ্মস্য পাণ্ডবৈঃ সহ সন্ধিকরণায় দুর্য্যোধনায় পরামর্শদানম্, কর্ণস্য ক্রোধপূর্ণোক্তিঃ, দিগ্‌বিজয়ায় প্রস্থানঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

বনমধ্যেষু পার্থেষু বনে তস্মিন্ মহাত্মসু।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহেষ্বাসাঃ কিমকুর্বত সত্তমাঃ ॥১
কর্ণো বৈকর্ত্তনশ্চৈব শকুনিশ্চ মহাবলঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাশ্চৈব তস্মে শংসিতুমর্হসি ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং গন্ধেষু পার্থেষু বিসৃষ্টে চ সুযোধনে।
আগতে হাস্তিনপুরং মোক্ষিতে পাণ্ডুনন্দনৈঃ ॥৩
ভীষ্মোঽব্রবীন্মহারাজ ধার্ত্তরাষ্ট্রমিদং বচঃ।
উক্তং তাত যথা পূর্বং গচ্ছতস্তে তপোবনম্ ॥৪
গমনং যে ন রুচিতং তব তত্র কৃতশ্চ তে।
ততঃ প্রাপ্তং ত্বয়া বীর গ্রহণং শত্রুভির্বলাৎ ॥৫
মোক্ষিতশ্চাসি ধর্ম্মজ্ঞৈঃ পাণ্ডবৈর্ন চ লজ্জসে।
প্রত্যক্ষং তব গান্ধারে সসৈন্যস্য বিশাম্পতে ॥৬
সূতপুত্রোঽপয়াদ্ ভীতো গন্ধর্ব্বাণাং তদা রণাৎ;
ক্রোশতস্তব রাজেন্দ্র সৈন্যস্য নৃপাত্মজ ॥৭

ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণের নিন্দা করিতে করিতে ভীষ্ম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিবার পরামর্শ দান, কর্ণের ক্রোধপূর্ণ উক্তি এবং দিগ্‌বিজয়ের জন্য প্রস্থান।]

জনমেজয় বলিলেন,—মহাত্মা পাণ্ডবগণ যখন সেই দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন, তখন মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কি বলিলেন ?১

সূর্য্যপুত্র কর্ণ, মহাবলশালী শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ ইঁহারা সকলে কি করিলেন ? ইহা আমাকে আপনি কৃপা করিয়া বলুন ।২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ ! পাণ্ডবগণের দ্বারা গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে মুক্ত হইয়া দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরে পৌঁছিলে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে বলিলেন।

বৎস ! তুমি যখন দ্বৈতবনে যাইতে চাহিয়াছিলে, তখন তোমাকে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, এখনও তাহাই বলিতেছি। তোমার সেখানে

দৃষ্টস্তে বিক্রমশ্চৈব পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
কর্ণস্য চ মহাবাহো সূতপুত্রস্য দুর্মতেঃ ॥৮

ন চাপি পাদজাঃ কর্ণঃ পাণ্ডবানাং নৃপোত্তম।
ধনুর্বেদে চ শৌর্য্যে চ ধর্ম্মে বা ধর্ম্মবৎসল ॥৯

তস্মাদহং ক্ষমং মন্যে পাণ্ডবৈস্তৈর্মহাত্মভিঃ।
সন্ধিং সন্ধিবিদাং শ্রেষ্ঠ কুলস্যাস্য বিবৃদ্ধয়ে ॥১০

এবমুক্তশ্চ ভীষ্মেণ ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
প্রহস্য সহসা রাজন্ বিপ্রতস্থে সসৌবলঃ ॥১১

তং তু প্রস্থিতমাজ্ঞায় কর্ণ-দুঃশাসনাদয়ঃ।
অনুজগ্মুর্মহেষ্বাসা ধার্ত্তরাষ্ট্রং মহাবলম্ ॥১২

তাংস্তু সম্প্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ।
লজ্জয়া ব্রীড়িতো রাজন্ জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥১৩

গতে ভীষ্মে মহারাজ ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
পুনরাগম্য তং দেশমন্ত্রয়ত মন্ত্রিভিঃ ॥১৪

কিমস্মাকং ভবেচ্ছ্রেয়ঃ কিং কার্য্যমবশিষ্যতে।
কথঞ্চ সুকৃতং তৎ স্যান্মন্ত্রয়ামোঽদ্য তদ্ধিতম্ ॥১৫

কর্ণ উবাচ।

দুর্য্যোধন নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব।
ভীষ্মোঽস্মান্ নিন্দতি সদা পাণ্ডবাংশ্চ
প্রশংসতি ॥১৬

যাওয়া আমার মোটেই রুচিকর ছিল না এবং সেখানে যাহা করিয়াছ, তাহাও আমার ভাল লাগে নাই।

হে বীর! তুমি সেখানে শত্রুগণকর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক গৃহীত হইলে এবং ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণই তোমাকে মুক্ত করিল; ইহাতে তোমার কি লজ্জা হয় না?

হে রাজন্! হে গান্ধারীনন্দন! সৈন্যের সহিত তোমার চোখের সামনেই গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধে ভীত হইয়া সূতপুত্র রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

হে রাজেন্দ্র! হে রাজকুমার! তুমি যখন সৈন্যের আক্রমণের জন্য পাণ্ডবগণের শরণাগত হইয়া চীৎকার করিতেছিলে, তখন প্রত্যক্ষতঃ মহাত্মা পাণ্ডবগণের বিক্রম তো দেখিলে এবং সেই সঙ্গে সূতপুত্র দুর্ম্মতি কর্ণের বিক্রমও প্রত্যক্ষ করিয়াছ।৩-৮

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! হে ধর্ম্মবৎসল! ধনুর্ব্বেদ, শৌর্য্য বা ধর্ম্মে কোন বিষয়েই এই কর্ণ পাণ্ডবগণের এক চতুর্থাংশের এক অংশেরও যোগ্য নয়।৯

অতএব হে সন্ধিবিদগ্রগণ্য! আমি মনে করি, এই কুরুকুলের অভ্যুদয়ের জন্য তুমি মহাত্মা পাণ্ডব-গণের সহিত সন্ধি করিয়া ফেল।১০

রাজন্! ভীষ্ম এই কথা বলিলে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধন সহসা উচ্চ হাস্য করিয়া সুবলপুত্র শকুনির সহিত অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।১১

মহাবল দুর্য্যোধনকে অন্যত্র যাইতে দেখিয়া কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধরগণও তাঁহার অনুসরণ করিল।১২

রাজন্! তাহাদিগকে (অবজ্ঞাভরে) অন্যত্র চলিয়া যাইতে দেখিয়া কুরুপিতামহ ভীষ্ম লজ্জিত হইয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।১৩

মহারাজ! ভীষ্ম চলিয়া গেলে রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া মন্ত্রিগণের সহিত গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।১৪

"কি করিলে আমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে? কি কার্য্য এখন আমাদের অবশিষ্ট আছে? কি করিলে আমাদের কার্য্য শুভজনক হইবে এবং কি করিলে আমাদের হিত হইবে? তাহাই এখন আমরা মন্ত্রণা করিব।১৫

কর্ণ বলিলেন,—হে কুরুবংশভূষণ দুর্য্যোধন! আমি এখন যাহা বলিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ

দ্বন্দ্বেষাচ্চ মহাবাহো মমাপি দ্বেষ্টুমর্হতি।
বিগর্হতে চ মাং নিত্যং ত্বৎসমীপে নরেশ্বর ॥১৭

সোঽহং ভীষ্মবচস্তস্য বৈ ন মৃষ্যামীহ ভারত।
ত্বৎসমক্ষং বহুক্তঞ্চ ভীষ্মেণামিত্রকর্ষণ ॥১৮

পাণ্ডবানাং যশো রাজংস্তব নিন্দাঞ্চ ভারত।
অনুজানীহি মাং রাজন্ সভৃত্য-বল-বাহনম্ ॥১৯

জেষ্যামি পৃথিবীং রাজন্ সশৈল-বন-কাননাম্।
জিতা চ পাণ্ডবৈর্ভূমিশ্চতুর্ভির্বলশালিভিঃ ॥২০

তামহং তে বিজেষ্যামি এক এব ন সংশয়ঃ।
সম্পশ্যতু মুহূর্তং তু ভীষ্মঃ কুরুকুলাধমঃ ॥২১

অনিন্দ্যং নিন্দতে যো হি অপ্রশংস্যং প্রশংসতি,
স পশ্যতু বলং মেঽদ্য আত্মানং তু বিগর্হতু ॥২২

অনুজানীহি মাং রাজন্ ব্রুবো হি বিজয়স্তব।
প্রতিজানামি তে সত্যং রাজন্নায়ুধমালভে ॥২৩

তচ্ছ্রুত্বা তু বচো রাজন্ কর্ণস্য ভরতর্ষভ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তঃ কর্ণমাহ নরাধিপঃ ॥২৪

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে ত্বং মহাবলঃ।
হিতেষু বর্ত্তসে নিত্যং সফলং জন্ম চাদ্য মে ॥২৫

যদা চ মস্তলে বীর সর্বশত্রুনিবর্হণম্।
তদা নির্গচ্ছ ভদ্রং তে হনুশাধি চ বাহিনীম্ ॥২৬

এবমুক্তস্তদা কর্ণো ধার্তরাষ্ট্রেণ ধীমতা।
সর্বমাজ্ঞাপয়ামাস প্রায়াত্রিকমবিন্দম ॥২৭

প্রবৃত্তে চ মহেষ্বাসো নক্ষত্রে শুভদৈবতে।
শুভে তিথৌ মুহূর্তে চ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥২৮

করা। ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমাদের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের প্রশংসা করেন।১৬

হে মহাবাহো! তোমার প্রতি দ্বেষবশতঃ আমাকেও তিনি দ্বেষ করেন। হে নরপতে! তোমার কাছে সর্ব্বদাই আমার নিন্দা করেন।১৭

হে ভারত! তোমার সমক্ষে ভীষ্ম যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। হে শত্রুদমন ভরতবংশধর! হে রাজন্! পাণ্ডবগণের যশ ও তোমার নিন্দা—ইহা আমার পক্ষে অসহ্য। হে রাজন্! তুমি ভৃত্য, সৈন্য ও বাহন সহ আমাকে দিগ্‌বিজয়ের অনুমতি দাও।১৮-১৯

রাজন্! বলশালী পাণ্ডবগণ চারিভাই মিলিয়া যে পৃথিবী জয় করিয়াছিল, তাহা আমি একাই তোমার জন্য জয় করিব। আমি পর্ব্বত, বন ও উপবনের সহিত পৃথিবীকে জয় করিব—ইহাতে সংশয় নাই। কুরুকুলাধম দুর্ম্মতি ভীষ্ম ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন।২০-২১

যে অনিন্দনীয় ব্যক্তিকে নিন্দা করে এবং প্রশংসার অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রশংসা করে, সেই ভীষ্ম আজ আমার বাহুবল প্রত্যক্ষ করুক এবং পরে নিজের আত্মাকেই নিন্দা করুক।২২

হে রাজন্! তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি অস্ত্র স্পর্শ করিয়া সত্য করত শপথ করিতেছি যে, তোমার জয় অবধারিত।২৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! কর্ণের ঐ কথা শ্রবণ করত অত্যন্ত প্রীত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে বলিলেন।২৪

তোমার মত মহাবল পুরুষ যে আমার হিতকারী, এজন্য আমি আমাকে ধন্য ও অনুগৃহীত এবং আমার জন্মকে সফল মনে করিতেছি।২৫

হে বীর! যদি তোমার এ বিশ্বাস থাকে যে, তুমি সকলকে জয় করিতে সমর্থ হইবে, তাহা হইলে দিগ্বিজয়ের জন্য যাত্রা কর; তাহার জন্য কি করিতে হইবে, তাহা আমাকে বল।২৬

শত্রুদমন জনমেজয়! বুদ্ধিমান্ দুর্য্যোধনের এই কথায় কর্ণ তখন দিগ্বিজয়ের অবশ্যক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের জন্য আজ্ঞা দিলেন।২৭

মঙ্গলৈশ্চ শুভৈঃ স্নাতো বাগ্‌ভিশ্চাপি প্রপূজিতঃ।
নাদয়ন্ রথঘোষেণ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি কর্ণদিগ্বিজয়ে ত্রিপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৩

অনন্তর শুভ নক্ষত্রে, শুভ তিথিতে শুভমুহূর্ত্তে দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদধ্বনি বাদ্যে সম্মানিত ও প্রশংসিত হইয়া মহাবলবান্ কর্ণ মাঙ্গলিক শুভ দ্রব্যাদির দ্বারা স্নান করত রথঘোষে সচরাচর ত্রৈলোক্যকে নিনাদিত করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন।২৮-২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে কর্ণের দিগ্বিজয়বিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৩

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য পৃথিবীজয়ঃ, হস্তিনাপুরে তস্যাভ্যর্থনা চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কর্ণো মহেষ্বাসো বলেন মহতা বৃতঃ।
দ্রুপদস্য পুরং রম্যং রুরোধ ভরতর্ষভ ॥১
যুদ্ধেন মহতা চৈনং চক্রে বীরং বশানুগম্।
সুবর্ণং রজতঞ্চাপি রত্নানি বিবিধানি চ ॥২
করঞ্চ দাপয়ামাস দ্রুপদং নৃপসত্তম।
তং বিনির্জিত্য রাজেন্দ্র রাজানস্তস্য যেঽনুগাঃ ॥৩
তান্ সর্ব্বান্ বশগাংশ্চক্রে করং চৈনানদাপয়ৎ।
অথোত্তরাং দিশং গত্বা বশে চক্রে নরাধিপান্ ॥৪
ভগদত্তঞ্চ নির্জিত্য রাধেয়ো গিরিমারুহৎ।
হিমবন্তং মহাশৈলং যুধ্যমানশ্চ শক্রভিঃ ॥৫
প্রযযৌ চ দিশঃ সর্ব্বান্ নৃপতীন্ বশমানয়ৎ।
স হৈমবতিকান্ জিত্বা করং সর্ব্বানদাপয়ৎ ॥৬

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণ কর্ত্তৃক সমগ্র পৃথিবী জয় এবং হস্তিনাপুরে তাঁহার অভ্যর্থনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়। অনন্তর মহাবলবান্ কর্ণ মহতী সেনা লইয়া দ্রুপদ-রাজার রমণীয় পুরীকে অবরোধ করিলেন।১

তদনন্তর যুদ্ধ করিয়া বীর দ্রুপদ রাজাকে বশীভূত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সুবর্ণ রজত, রত্ন প্রভৃতি নানা বস্তু করস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ জনমেজয়। তাঁহাকে জয় করত তাঁহার অনুগত সমস্ত রাজাকেও বশ করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যথাযোগ্য কর আদায় করিলেন।

তারপর তিনি উত্তর দিকে অবস্থিত রাজগণকে জয় করিলেন। প্রথমতঃ ভগদত্তকে জয় করিয়া রাধাসুত কর্ণ শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া মহা-পর্ব্বত হিমালয়ে আরোহণ করিলেন। সেখানে সর্ব্বদিকে যাইয়া সেখানকার সমস্ত নৃপগণকে অধীনস্থ করিলেন ও হিমালয়স্থিত রাজগণকে জয় করত তাহাদের নিকট কর আদায় করিলেন।৪-৬

নেপালবিষয়ে যে চ রাজানস্তানবাজয়ৎ।
অবতীর্য্য ততঃ শৈলাৎ পূর্বাং দিশমজিহ্মগঃ ॥৭

অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ শুক্তিকান্ মিথিলানথ।
মাগধান্ কর্কখণ্ডাংশ্চ নিবেশ্য বিষয়েষ্বনঃ ॥৮

আবন্ত্যাংশ্চ যোধ্যাংশ্চ অহিক্ষত্রক নির্জয়ৎ।
পূর্বাং দিশং বিনির্জিত্য বৎসভূমিং তথাগমৎ ॥৯

বৎসভূমিং বিনির্জিত্য কেরলাং মৃত্তিকাবতীম্।
মোহনং পত্তনঞ্চৈব ত্রিপুরীং কোসলাং তথা ॥১০

এতান্ সর্বান্ বিনির্জিত্য করমাদায় সর্বশঃ।
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় কর্ণো জিত্বা মহারথান্ ॥১১

রুক্মিণং দাক্ষিণাত্যেষু যোধয়ামাস সূতজঃ।
স যুদ্ধং তুমুলং কৃত্বা ক্রুদ্ধো প্রোবাচ সূতজম্ ॥১২

প্রীতোঽস্মি তব রাজেন্দ্র বিক্রমেণ বলেন চ।
ন তে বিঘ্নং করিষ্যামি প্রতিজ্ঞাং সমপালয়ম্ ॥১৩

প্রীত্যা চাহং প্রবক্ষ্যামি হিরণ্যং যাবদিচ্ছসি।
সমেত্য রুক্মিণা কর্ণঃ পাণ্ড্যং শৈলঞ্চ সোঽগমৎ ॥১৪

স কেরলং বলে চৈব নীলঞ্চাপি মহীপতিম্।
বেণুদারিসুতং চৈব যে চান্যে নৃপসত্তমাঃ ॥১৫

দক্ষিণস্যাং দিশি নৃপান্ করান্ সর্বানদাপয়ৎ।
শৈশুপালিং ততো গত্বা বিজিগ্যে সূতনন্দনঃ ॥১৬

পার্শ্বস্থাংশ্চাপি নৃপতীন্ বশে চক্রে মহাবলঃ।
আবন্ত্যাংশ্চ বশে কৃত্বা লাম্বা চ ভরতর্ষভ।
বৃষ্ণিভিঃ সহ সঙ্গম্য পশ্চিমামগি নির্জয়ৎ ॥১৭

বারুণীং দিশমাগম্য যবনান্ বর্বরাংস্তথা,
নৃপান্ পশ্চিমভূমিস্থান্ দাপয়ামাস বৈ করান্ ॥১৮

বিজিত্য পৃথিবীং সর্বাং স পূর্বাপরদক্ষিণাম্।
সম্প্রেক্ষাটবিকান্ বীরঃ সসর্প ইব নিশ্বসন্ ॥১৯

নেপাল দেশে যে সকল রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগকেও জয় করত তিনি হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বদিকে ধাবিত হইলেন।৭

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুক্তিক, মিথিলা, মগধ, কর্কখণ্ড প্রভৃতি দেশকে নিজ রাজ্যের সহিত মিলিত করিয়া আবন্ত্য, যোধ্য ও অহিক্ষত্র দেশকে জয় করিলেন। এইরূপে পূর্ব্বদিক্স্থিত রাজগণকে জয় করিয়া বৎসভূমিতে আগমন করিলেন।৮-৯

বৎসভূমিকে জয় করিয়া কেরলা, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পত্তন, ত্রিপুরী এবং কোসল প্রভৃতি দেশ জয় করত তিনি সকলের নিকট হইতে কর আদায় করিলেন। পরে দক্ষিণদিকে অবস্থিত রাজগণকে জয় করিয়া কর্ণ দাক্ষিণাত্যে ভীষ্মকপুত্র রুক্মীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রুক্মী কর্ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন।১০-১২

রাজেন্দ্র! আমি তোমার বিক্রম ও বল দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, তোমার কোন বিঘ্ন আমি আর করিব না। কেবল কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিয়াছি।১৩

আমি প্রীতির সহিত তোমাকে তোমার ইচ্ছামত সুবর্ণ করস্বরূপ দিব। এইভাবে রুক্মীর সহিত মিলিত হইয়া কর্ণ পাণ্ড্যদেশ ও শ্রীশৈলদেশের দিকে প্রস্থান করিলেন।১৪

তিনি কেরল দেশের অধিপতি রাজা নীল, বেণুদারিপুত্র এবং অন্যান্য দাক্ষিণাত্য দেশের রাজগণকে জয় করিয়া কর আদায় করিলেন।

তারপর সূতপুত্র মহাবল কর্ণ শিশুপালের পুত্র এবং তাহার পার্শ্বস্থ অন্যান্য নরপতিগণকে নিজের অধীনস্থ করিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর তিনি সামনীতির দ্বারা অবন্তীদেশের রাজা ও বৃষ্ণিবংশীয় রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিম দিক্কেও জয় করিলেন।১৫-১৭

তত্রান্ রোহিতকাংশ্চৈব আগ্নেয়ান্ মালবানপি।
গণান্ সর্বান্ বিনির্জিত্য নীতিকৃৎ প্রহসন্নিব ॥২০

শশকান্ যবনাংশ্চৈব বিজিগ্যে সূতনন্দনঃ।
নগ্নজিৎপ্রমুখাংশ্চৈব গণান্ জিত্বা মহারথান্ ॥২১

এবং স পৃথিবীং সর্বাং বশে কৃত্বা মহারথঃ।
বিজিত্য পুরুষব্যাঘ্রো নাগসাহ্বয়মাগমৎ ॥২২

তমাগতং মহেষ্বাসং ধার্ত্তরাষ্ট্রো জনাধিপঃ।
প্রত্যুদগম্য মহারাজ সভ্রাতৃপিতৃবান্ধবঃ ॥২৩

অর্চয়ামাস বিধিনা কর্ণমাহবশোভিনম্।
আজ্রাবচ্চে তৎ কর্ম প্রীয়মাণো জনেশ্বরঃ ॥২৪

যন্ন ভীষ্মাচ্চ দ্রোণাচ্চ কৃপাচ্চ বাহ্লিকাৎ।
প্রাপ্তবানস্মি তত্রং তে ত্বতঃ প্রাপ্তং
ময়া হি তৎ ॥২৫

বহুনা চ কিমুক্তেন শৃণু কর্ণ বচো মম।
সনাথোঽস্মি মহাবাহো ত্বয়া নাথেন সম্প্রতি ॥২৬

ন হি তে পাণ্ডবাঃ সর্বে কলামর্হন্তি ষোড়শীম্।
অন্যে বা পুরুষব্যাঘ্র রাজানোঽস্ত্রাদিভোধিতাঃ ॥২৭

স ভবান্ ধৃতরাষ্ট্রং চ গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্।
পশ্য কর্ণ মহেষ্বাস অদিতিং বজ্রভৃদ্ যথা ॥২৮

ততো হলহলাশব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে।
হাহাকারাশ্চ বহবো নগরে নাগসাহ্বয়ে ॥২৯

পশ্চিম দিকে আরও অগ্রসর হইয়া যবন ও বর্ব্বরাদি পশ্চিমনিবাসিত রাজবৃন্দকে জয় করিয়া কর আদায় করিলেন।১৮

এইরূপে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সব দিকস্থিত সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়া ম্লেচ্ছ, বনবাসী, পর্ব্বতীয়, ভদ্র, রোহিতক, আগ্নেয়, মালব এবং সমস্ত গণরাজগণকেও জয় করিলেন। ইহা ছাড়া নীতি অনুসারে কার্য্যকারী সূতপুত্র কর্ণ হাসিতে হাসিতে শশক ও যবনগণকেও জয় করিলেন।

অনন্তর নগ্নজিৎ প্রমুখ মহারথী নরপতিসমূহকে জয় করত দিগ্বিজয় শেষ করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে বশে আনিয়া পুরুষব্যাঘ্র মহারথ কর্ণ হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন।১৯-২২

মহারাজ! যশোভাগী মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে সমাগত দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় জননায়ক রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতা, পিতা ও বন্ধুগণের সহিত প্রত্যুদ্গমন করত কর্ণকে বিধি অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং প্রজাগণের সমক্ষে কর্ণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিলেন।২৩-২৪

তারপর তিনি কর্ণকে বলিলেন,—যাহা আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বাহ্লীক হইতে পাই নাই, আজ তোমার নিকট হইতে আমি তাহা পাইলাম।২৫

হে মহাবাহু কর্ণ! বেশী কথা বলিয়া কি হইবে? আমি যাহা বলিতেছি শুন। হে সৎপুরুষশ্রেষ্ঠ। তোমার মত নাথ (সহায়ক) পাইয়া আমি আজ সনাথ হইলাম।২৬

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। আমি মনে করি, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম রাজগণ তোমার ষোল কলার এক কলারও যোগ্য নহে।২৭

হে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ! বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন অদিতিদেবীকে দর্শন করেন, তুমিও সেইরূপ যশস্বিনী মাতা গান্ধারী ও পূজ্য পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন কর।২৮

হে জনমেজয়! তখন হস্তিনাপুরে চারিদিকে অত্যন্ত কোলাহল ও বহু প্রকারের হাহাকার শুনা যাইতে লাগিল।২৯

কেচিদেনং প্রশংসন্তি নিন্দন্তি স্ম তথাপরে।
তূষ্ণীমাসংস্তথা চান্যে নৃপাস্তত্র জনাধিপ ॥৩০

এবং বিজিত্য রাজেন্দ্র কর্ণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
সপর্বতবনাকাশাং সসমুদ্রাং সনিষ্কুটাম্ ॥৩১

দেশৈরুচ্চাবচৈঃ পূর্ণাং পত্তনৈর্নগরৈরপি।
বীপৈশ্চানূপসম্পূর্ণৈঃ পৃথিবীং পৃথিবীপতে ॥৩২

কালেন বাতিনীর্যেণ বশে কৃত্বা তু পার্থিবান্।
অক্ষয়ং ধনমাদায় সূতপুত্রো নৃপত্বরাৎ ॥৩৩

প্রবিশ্য চ গৃহং রাজন্নভ্যন্তরমরিন্দম।
গান্ধারীসহিতং বীরো ধৃতরাষ্ট্রং দদর্শ সঃ ॥৩৪
পুত্রবচ্চ নরব্যাঘ্র পাদৌ জগ্রাহ ধর্মবিৎ।
ধৃতরাষ্ট্রেণ চাশ্লিষ্য প্রেম্না চাপি বিসর্জিতঃ ॥৩৫
তদা প্রভৃতি রাজা চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
জানতে নির্জিতান্ পার্থান্ কর্ণেন যুধি ভারত ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ঘোষযাত্রাপর্বণি কর্ণদিগ্বিজয়ে চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।২৫৪

হে রাজন্! তখন কেহ কর্ণের প্রশংসা, কেহ বা নিন্দা করিতে লাগিল, আবার কিছু রাজা নিন্দা ও প্রশংসায় উদাসীন রহিল ।৩০

হে রাজেন্দ্র! এইরূপে শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূতপুত্র কর্ণ অনাবৃত স্থান, সমুদ্র, উদ্যান, উচ্চ নীচ স্থান, পর্ব্বত, বন, নগর, জনপদ ও গ্রাম, দ্বীপ ও জলযুক্ত প্রদেশসমন্বিত সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া এবং অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজাকে বশে আনয়ন করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে প্রচুর ধনসম্পদ উপহার দিলেন ।৩১-৩৩

তারপর প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ধর্ম্মলাভ করিলেন এবং পিতৃবৎ তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন ।৩৪-৩৫

হে ভারত সেই সময় হইতে রাজা দুর্য্যোধন ও সুবলপুত্র শকুনি কর্ণ কুন্তীপুত্রগণকে পরাজিত করিয়াছে—ইহাই মনে করিতে লাগিলেন ।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে কর্ণ দিগ্‌বিজয়বিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৫৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য পুরোহিতস্য চ পরামর্শেন দুর্য্যোধনস্য বৈষ্ণবযজ্ঞারম্ভোদ্যোগঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জিত্বা তু পৃথিবীং রাজন্ সূতপুত্রো জনাধিপ।
অব্রবীৎ পরবীরঘ্নো দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ॥১

কর্ণ উবাচ।

দুর্য্যোধন নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব।
শ্রুত্বা বাচং তথা সর্বং কর্ত্তুমর্হস্যরিন্দম ॥২

পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কর্ণ ও পুরোহিতের পরামর্শে দুর্য্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞের জন্য উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শত্রুবীরগণের সংহারকারী সূতপুত্র কর্ণ সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া আসিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন ।১

হে কুরুনন্দন দুর্য্যোধন! তোমাকে একটা

তবাস্ত পৃথিবী বীর নিঃসপত্না নৃপোত্তম।
তাং পালয় যথা শক্রো হ্যশত্রুর্মঘবান্ বিভুঃ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু কর্ণেন কর্ণং রাজাব্রবীৎ পুনঃ।
ন কিঞ্চিদ্ দুর্লভং তস্য যস্য ত্বং পুরুষর্ষভ ॥৪

সহায়শ্চানুরক্তশ্চ মদর্থঞ্চ সমুদ্যতঃ।
অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিৎ তং বৈ শৃণু যথাতথম্ ॥৫

রাজসূয়ং পাণ্ডবস্য দৃষ্ট্বা ক্রতুবরং মহৎ।
মম স্পৃহা সমুৎপন্না তাং সম্পাদয় সূতজ ॥৬

এবমুক্তস্ততঃ কর্ণো রাজানমিদমব্রবীৎ
তবাস্তু পৃথিবীপালা বশ্যাঃ সর্ব্বে নৃপোত্তম ॥৭

আহূয়ন্তাং দ্বিজবরাঃ সম্ভারাশ্চ যথাবিধি।
সম্ভ্রিয়ন্তাং কুরুশ্রেষ্ঠ যজ্ঞোপকরণানি চ ॥৮

ঋত্বিজশ্চ সমাহূতা যথোক্তা বেদপারগাঃ।
ক্রিয়াং কুর্ব্বন্তি তে রাজন্ যথাশাস্ত্রমরিন্দম ॥৯

বহ্বন্নপানসংযুক্তঃ সুসমৃদ্ধগুণান্বিতঃ।
প্রবর্ত্ততাং মহাযজ্ঞস্তবাপি ভরতর্ষভ ॥১০

এবমুক্তস্তু কর্ণেন ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিশাম্পতে।
পুরোধিতং সমানায্য বচনং চেদমব্রবীৎ ॥১১

রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং সমাপ্তবরদক্ষিণম্।
আহর ত্বং মম কৃতে যথাস্যায়ং যথাক্রমম্ ॥১২

স এবমুক্তো নৃপতিমুবাচ দ্বিজসত্তমঃ।
(ব্রাহ্মণৈঃ সহিতো রাজন্ যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ।)
ন স শক্যঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠো জীবমানে যুধিষ্ঠিরে ॥১৩

আহর্ত্তুং কৌরবশ্রেষ্ঠ কুলে তব নৃপোত্তম।
দীর্ঘমুজ্জীবতি চ তে ধৃতরাষ্ট্রঃ পিতা নৃপ ॥১৪

কথা বলিব, শ্রবণ কর। হে শত্রুদমন! আমার কথা শুনিয়া তদনুসারে সব কিছু কর।২

হে বীর নৃপশ্রেষ্ঠ! আজ তোমার এই পৃথিবী রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে, তুমি এখন শত্রুহীন মহাধনা ইন্দ্রের ন্যায় এই পৃথিবীকে পালন কর।৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কর্ণ এই কথা বলিলে রাজা কর্ণকে পুনরায় বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহার সহায় আছ, তাহার এজগতে দুর্লভ কিছুই নাই। তুমি আমার সহায়, অনুরক্ত এবং আমার জন্য সব কিছু করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত; আমার একটা অভিপ্রায় আছে, তাহা তুমি যথাযথরূপে শ্রবণ কর।৪-৫

হে সূতপুত্র! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়যজ্ঞ দেখিয়া আমারও সেইরূপ একটী যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। তুমি তাহা সম্পাদন কর।৬

রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া কর্ণ তাঁহাকে বলিলেন—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আজ সমস্ত রাজা তোমার বশীভূত। হে কুরুশ্রেষ্ঠ। সুতরাং ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া আন এবং বিধি অনুসারে যজ্ঞের দ্রব্যসমূহ ও যজ্ঞের উপকরণসমূহ সংগ্রহ কর।৭-৮

শত্রুদমন রাজন্! বেদপারদর্শী ঋত্বিক্‌গণকে ডাকাও; তাঁহারা যথাশাস্ত্র তোমার কার্য্য সম্পাদন করিবেন।৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমারও মহাযজ্ঞ বহু অন্ন ও পানীয় বস্তুসমন্বিত সুসমৃদ্ধগুণে পরিপূর্ণ হউক।১০

হে রাজন্! কর্ণ এই কথা বলিলে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন পুরোহিতকে ডাকাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ যথাশাস্ত্র ও যথাক্রমে সম্পাদন করুন।১১-১২

রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে সমাগত ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত

অতশ্চাপি বিরুদ্ধস্তে ক্রতুরেষ নৃপোত্তম।
অস্তি ত্বন্যন্মহৎ সত্রং রাজসূয়সমং প্রভো ॥১৫
তেন ত্বং যজ্ঞ রাজেন্দ্র শৃণু চেদং বচো মম।
য ইমে পৃথিবীপালাঃ করদাস্তব পার্থিব ॥১৬
তে করান্ সম্প্রযচ্ছন্তু সুবর্ণঞ্চ কৃতাকৃতম্।
তেন তে ক্রিয়তামস্য লাঙ্গলং নৃপসত্তম ॥১৭
যজ্ঞবাটশ্চ তে ভূমিঃ কৃষ্যতাং তেন ভারত।
তত্র যজ্ঞো নৃপশ্রেষ্ঠ প্রভূতান্নঃ সুসংস্কৃতঃ ॥১৮
প্রবর্ত্ততাং যথান্যায়ং সর্বতো হ্যনিবারিতঃ।
এষ তে বৈষ্ণবো নাম যজ্ঞঃ সৎপুরুষোচিতঃ ॥১৯
ঋতেন নেষ্টবান্ কশ্চিন্নৃতে বিষ্ণুং পুরাতনম্।
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং স্পর্দ্ধতেষ মহাক্রতুঃ ॥২০

অস্মাকং রোচতে চৈব শ্রেয়শ্চ তব ভারত।
নির্বিঘ্নশ্চ ভবত্বেষ সফলা স্যাৎ স্পৃহা তব ॥২১

(তস্মাদেষ মহাবাহো তব যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততাম্।)
এবমুক্তস্তু তৈর্বিপ্রৈর্ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
কর্ণং চ সৌবলঞ্চৈব ভ্রাতৃংশ্চেদমব্রবীৎ ॥২২

রোচতে মে বচঃ কৃৎস্নং ব্রাহ্মণানাং ন সংশয়ঃ।
রোচতে যদি যুষ্মাকং তস্মাৎ প্রক্রত মা চিরম্ ॥২৩

এবমুক্তাস্তু তে সর্বে তথেত্যুচুর্নরাধিপম্।
সন্দিদেশ তদা রাজা ব্যাপারস্থান্ যথাক্রমম্ ॥২৪

দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুরোহিত রাজাকে বলিলেন,—হে কৌরবশ্রেষ্ঠ নৃপশিরোমণি! যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিতে তোমার কুলে আর কেহ এই রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারিবে না। মহারাজ! বিশেষতঃ আপনার ধীর্ঘায়ু পিতা এখনও জীবিত; অতএব এই যজ্ঞ আপনার পক্ষে অনুকূল নহে কিন্তু হে প্রভো! রাজসূয়ের তুল্য আর একটি মহাযজ্ঞ আছে।১৩-১৫

রাজেন্দ্র! আপনি আমার কথানুসারে তাহারই অনুষ্ঠান করুন এবং সেই সম্বন্ধে আমার এই কথা শুনুন। ভূপতে! যে সকল রাজা আপনার করদাতা আছে, তাঁহাদিগকে সুবর্ণ আভরণ ও সুবর্ণ কর দিতে বলুন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি ঐ সুবর্ণের দ্বারা একটা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করুন।১৬-১৭

হে ভারত! সেই লাঙ্গলের দ্বারা আপনি যজ্ঞভূমি কর্ষণ করুন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ঐ সেই যজ্ঞভূমিতে সুসংস্কৃত প্রচুর অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ যথাবিধি আরম্ভ করুন। এই যজ্ঞভূমি সকলের জন্যই অবারিত থাকিবে। ইহার নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ; যাহার অনুষ্ঠান করা সৎপুরুষগণের কর্ত্তব্য।১৮-১৯

এই যজ্ঞ পুরাণপুরুষ বিষ্ণু ভিন্ন আর কেহ আজও কেহ অনুষ্ঠান করেন নাই। এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান রাজসূয় যজ্ঞকে স্পর্দ্ধা করে।২০

হে ভারত! আমার এই যজ্ঞই রুচিকর, ইহাতেই আপনার শ্রেয়োলাভ হইবে। ইহা নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইবে এবং আপনার অভিলাষও পূর্ণ হইবে।২১

পুরোহিত এই কথা বলিলে ভূপতি দুর্য্যোধন তখন কর্ণ, শকুনি ও ভাইগণকে বলিলেন (হে মহাবাহো! সেইহেতু তোমার এই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হউক)।২২

ব্রাহ্মণগণের এই সমস্ত কথাই আমার ভাল লাগিয়াছে, যদি তোমাদের রুচিকর হয়, তবে শীঘ্র বল—বিলম্ব করিও না।২৩

রাজা এই কথা বলিলে তখন সকলেই "তাহাই হউক"—এই বলিয়া সমর্থন করিল; তখন রাজা

হলস্য কর্ষণে চাপি ব্যাদিষ্টাঃ সর্বশিল্পিনঃ।
যথোক্তঞ্চ নৃপশ্রেষ্ঠ কৃতং সর্বং যথাক্রমম্ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনযজ্ঞসম্ভারম্ভে পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৫

কর্ম্মনিরত শিল্পিগণকে বলিলেন—তোমরা সকলে মিলিয়া এই লাঙ্গল তৈয়ার কর। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তাহারাও রাজার আদেশানুসার সকল কর্ম্ম যথাক্রমে সম্পন্ন করিল।২৪-২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনযজ্ঞআরম্ভবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৫

ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য যজ্ঞারম্ভঃ সমাপ্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তু শিল্পিনঃ সর্বে অমাত্যপ্রবরাশ্চ যে।
বিদুরশ্চ মহাপ্রাজ্ঞো ধার্ত্তরাষ্ট্রে ন্যবেদয়ন্ ॥১

লঙ্গং ক্রতুবরং রাজন্ প্রাপ্তকালঞ্চ ভারত।
সৌবর্ণঞ্চ কৃতং সর্বং লাঙ্গলঞ্চ মহাধনম্ ॥২

এতচ্ছ্রুত্বা নৃপশ্রেষ্ঠো ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিশাম্পতে।
আজ্ঞাপয়ামাস নৃপঃ ক্রতুরাজপ্রবর্ত্তনম্ ॥৩
ততঃ প্রবৃত্তে যজ্ঞঃ প্রভূতার্থঃ সুসংস্কৃতঃ।
দীক্ষিতশ্চাপি গান্ধারির্যথাশাস্ত্রং যথাক্রমম্ ॥৪
প্রহৃষ্টো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ বিদুরশ্চ মহাযশাঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥৫

ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের যজ্ঞ আরম্ভ ও সমাপ্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর শিল্পিগণ, অমাত্যগণ এবং পরম বুদ্ধিমান্ বিদুর সকলে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে গিয়া বলিলেন।১

হে রাজন্! ক্রতুশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবযজ্ঞ আরম্ভের সর্ব্বকার্য্য শেষ হইয়াছে এবং সুবর্ণময় লাঙ্গল নির্ম্মিত হইয়াছে; আর যজ্ঞ আরম্ভ করিবার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে।২

রাজন্! ইহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন ক্রতুরাজ বৈষ্ণবযজ্ঞ আরম্ভ করিবার অনুমতি দিলেন।৩

অনন্তর প্রচুর ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইল; গান্ধারীনন্দন যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যথাশাস্ত্র ও যথাক্রমে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।৪

ধৃতরাষ্ট্র, মহাযশস্বী বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ এবং যশস্বিনী গান্ধারী ইহারা সকলেই এই যজ্ঞের আয়োজন করায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।৫

নিমন্ত্রণার্থং দূতাংশ্চ প্রেষয়ামাস শীঘ্রগান্।
পার্থিবানাঞ্চ রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণানাং তথৈব চ ॥৬
তে প্রয়াতা যথোদ্দিষ্টা দূতস্ত্বরিতবাহনাঃ।
তত্র কশ্চিৎ প্রয়াতং তু দূতং দুঃশাসনোঽব্রবীৎ ॥৭
গচ্ছ দ্বৈতবনং শীঘ্রং পাণ্ডবান্ পাপপূরুষান্।
নিমন্ত্রয় যথান্যায়ং বিপ্রাংস্তস্মিন্ বনে তথা ॥৮
স গত্বা পাণ্ডবান্ সর্বানুবাচাভিপ্রণম্য চ।
দুর্যোধনো মহারাজ যজতে নৃপসত্তমঃ ॥৯
স্বরৌধ্যাজিতমর্থৌঘমবাপ্য কুরুসত্তমঃ।
তত্র গচ্ছন্তি রাজানো ব্রাহ্মণাশ্চ ততস্ততঃ ॥১০
অহং তু প্রেষিতো রাজন্ কৌরবেণ মহাত্মনা।
আমন্ত্রয়তি বো রাজা ধার্তরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ ॥১১
যজ্ঞোঽভিলষিতং রাজ্ঞস্তং ক্রতুং দ্রষ্টুমর্হথ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা তচ্ছ্রুত্বা দূতভাষিতম্ ॥১২

অব্রবীদ্ বলভৃদ্বিষ্টো রাজা সুযোধনঃ।
যজতে ক্রতুমুখ্যেন পূর্ব্বেষাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥১৩
বয়মপ্যুপযাস্যামো ন ত্বিদানীং কথঞ্চন।
সময়ঃ পরিপাল্যো নো যাবদ্ বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥১৪
শ্রুত্বৈতদ্ ধর্মরাজস্য ভীমো বচনমব্রবীৎ।
তদা তু নৃপতির্গন্তা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৫
অস্ত্রশস্ত্রপ্রদীপ্তেঽগ্নৌ যদা ত্বং পাতয়িষ্যতি।
বর্ষাৎ ত্রয়োদশাদূর্ধ্বং বনসত্রে নরাধিপঃ ॥১৬
যদা ক্রোধহবির্ভোক্তা ধার্তরাষ্ট্রেষু পাণ্ডবঃ।
আগন্তাহং তদাস্মীতি বাচ্যস্তে স সুযোধনঃ ॥১৭
সেষাস্ত পাণ্ডবা রাজন্ মৈত্রেয়ুঃ কিঙ্কিরাপ্রয়ম্।
দূতশ্চাপি যথাবৃত্তং ধার্তরাষ্ট্রে ন্যবেদয়ৎ ॥১৮
অথাজগ্মুর্নরশ্রেষ্ঠা নানাজনপদেশ্বরাঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাভাগ ধার্তরাষ্ট্রপুরং প্রতি ॥১৯

রাজেন্দ্র! অনন্তর রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য শীঘ্রগামী দূতগণ প্রেরিত হইল।৬

তখন শীঘ্রগামী বাহনে চড়িয়া দূতগণ রওনা হইলেন। তাহাদের মধ্যে গমনোদ্যত একজনকে দুঃশাসন বলিল।৭

তুমি শীঘ্র দ্বৈতবনে যাও; তথায় পাপী পাণ্ডবগণকে এবং তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।৮

সেই দূত দ্বৈতবনে গিয়া সকল পাণ্ডবকে প্রণাম করত বলিল—হে মহারাজ! কুরুকুলশিরোমণি নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন স্বরৌধ্যার্জিত অর্থরাশির দ্বারা যজ্ঞ করিতেছেন। সেখানে নানাদেশস্থিত রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ আগমন করিতেছেন।৯-১০

হে রাজন্! মহাত্মা দুঃশাসন আমাকে পাঠাইয়াছেন। অননন্তর রাজা দুর্যোধন আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আপনারা যাইয়া রাজার অভিলষিত এই যজ্ঞ দর্শন করুন।

তখন নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজা যুধিষ্ঠির দূতের কথা শুনিয়া বলিলেন—ইহা খুব সৌভাগ্যের কথা যে, রাজা দুর্যোধন পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিবর্দ্ধন এই ক্রতুশ্রেষ্ঠের দ্বারা ভগবানের যজনা করিতেছে।১১-১৩

আমরা ঐ যজ্ঞে অবশ্যই যাইতাম, কিন্তু এখন যাইতে পারিব না; কারণ, ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাসের প্রতিজ্ঞা আমাদিগকে পালন করিতে হইবে।১৪

ধর্মরাজের এই কথা শুনিয়া তখন ভীম বলিলেন, তুমি দুর্যোধনকে বলিবে—রাজা যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বৎসরের পর তখনই যাইবেন, যখন তিনি রণযজ্ঞে মহাশস্ত্রে প্রদীপ্ত ক্রোধরূপ অগ্নিতে দুর্যোধনকে আহুতি দিতে পারিবেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির রোষবহ্নিতে প্রজ্বলিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের উপর এই ক্রোধ হবির আহুতি দিতে পারিবেন, তখন আমি (ভীম) যাইব।১৫-১৭

তখন পাণ্ডবগণ কিঙ্কিরাপ্রয় নামক স্থানে গমন করিলেন। দূতও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রকে যথাবৃত্ত নিবেদন করিল।১৮

অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ নানাজনপদেশ্বরগণ ও ব্রাহ্মণগণ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের নগরে আগমন করিলেন।১৯

তে পূজিতা যথাশাস্ত্রং যথাবিধি যথাক্রমম্।
মুদা পরময়া যুক্তাঃ প্রীতাশ্চাপি নরেশ্বরাঃ ॥২০
ধৃতরাষ্ট্রোঽপি রাজেন্দ্র সংবৃতঃ সর্ব্বকৌরবৈঃ।
হর্ষেণ মহতা যুক্তো বিদুরং প্রত্যভাষত ॥২১
যথা সুখী জনঃ সর্ব্বঃ কৃতঃ স্যাদন্নসংযুতঃ।
ভুঙ্ক্তে তু যজ্ঞসদনে তথা ক্ষিপ্রং বিধীয়তাম্ ॥২২
বিদুরস্তু তদাজ্ঞায় সর্ব্ববর্ণানবিন্দয়ৎ।
যথা প্রমাণতো বিদ্বান্ পূজয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥২৩
ভক্ষ্যপেয়ান্নপানেন মাল্যৈশ্চাপি সুগন্ধিভিঃ।
বাসোভির্বিবিধৈশ্চৈব যোজয়ামাস হৃষ্টবৎ ॥২৪

কৃত্বা হ্যাবসথান্ বীরো যথাশাস্ত্রং যথাক্রমম্।
দাপয়িত্বা চ রাজেন্দ্রো দত্ত্বা চ বিবিধং বসু ॥২৫
বিসর্জয়ামাস নৃপান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ সহস্রশঃ।
বিসৃজ্য চ নৃপান্ সর্ব্বান্ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥২৬
বিবেশ হাস্তিনপুরং সাহতঃ কর্ণ-সৌবলৈঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনযজ্ঞে ষট্‌পঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৬

হে রাজন্! অবশিষ্ট পাণ্ডবগণ কাহাকেই কিছু অপ্রিয় বলিলেন না। দূত যথাবৎ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে সব কথা নিবেদন করিল ।১৮

মহারাজ! অনন্তর দ্বিজের ক্ষেমের অধিপতি নরশ্রেষ্ঠ অনেক রাজা ও ব্রাহ্মণ দুর্য্যোধনের পুরীতে আগমন করিলেন ।১৯

সেই রাজগণ যথাশাস্ত্র, যথাবিধি ও যথাক্রমে সেখানে পূজিত হইলেন। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ।২০

হে রাজেন্দ্র! কৌরবগণে পরিবৃত ধৃতরাষ্ট্রও মহানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বিদুরকে বলিলেন ।২১

হে ক্ষত্তা! যেরূপে সকলে যজ্ঞস্থলে অন্নাদি ভোজন করিয়া তৃপ্ত ও সুখী হয়, তুমি তাহা শীঘ্র বিধান কর ।২২

শত্রুদমন জনমেজয়! ধার্ম্মিকপ্রবর বিদ্বান্ বিদুর ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকল বর্ণের মনুষ্যগণকে যথোপযুক্ত প্রমাণানুসারে ভোজনাদির দ্বারা যথাযত সৎকার করিলেন ।২৩

তিনি আনন্দের সহিত ভক্ষ্য, পেয়, অন্ন ও পানীয়, সুগন্ধ মাল্য এবং বস্ত্রসমূহের দ্বারা যথাবিধি সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন ।২৪

বীর রাজা দুর্য্যোধন শাস্ত্রানুসারে যথাক্রমে সকলের বাসোপযোগী গৃহসমূহ নির্ম্মাণ করত সকলকে প্রচুর ধন দান করিয়া সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞান্তে সহস্র সহস্র রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিলেন। এইরূপে সমস্ত রাজাকে বিদায় দিয়া দুর্য্যোধন যজ্ঞান্তে ভ্রাতৃগণ, কর্ণ ও শকুনির সহিত যজ্ঞবাট হইতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন ।২৫-২৭

শ্রীমদ্‌ঋষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে দুর্য্যোধনযজ্ঞবিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৫৬

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য যজ্ঞবিষয়ে জনানাং মতম্, কর্ণেনার্জুনবধস্য প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, দুর্য্যোধনস্য শাসননীতিবর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রবিশন্তং মহারাজ সূতাস্তুষ্টুবুরচ্যুতম্।
জনাশ্চাপি মহেষ্বাসং তুষ্টুবু রাজসত্তম ॥১

লাজৈশ্চন্দনচূর্ণৈশ্চ বিকীর্য্য চ জনাস্ততঃ।
ঊচুর্দিষ্ট্যা নৃপাবিঘ্নঃ সমাপ্তোঽয়ং ক্রতুস্তব ॥২

অপরে ত্বব্রুবংস্তত্র বাতিকাস্তং মহীপতিম্।
যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞেন ন সমো হ্যেষ তে ক্রতুঃ ॥৩

নৈব তস্য ক্রতোরেষ কলামর্হতি ষোড়শীম্।
এবং তত্রাব্রুবন্ কেচিদ্ বাতিকাস্তং জনেশ্বরম্ ॥৪

সুহৃদস্ত্বব্রুবংস্তত্র অতি সর্ব্বানয়ং ক্রতুঃ।
যযাতির্নহুষশ্চাপি মান্ধাতা ভরতস্তথা ॥৫

ক্রতুভেনং সমাহৃত্য পূতাঃ সর্বে দিবং গতাঃ।
এতা বাচঃ শুভাঃ শৃণ্বন্ সুহৃদাং ভরতর্ষভ ॥৬
প্রবিবেশ পুরং হৃষ্টঃ স্বমেব চ নরাধিপঃ।
অভিবাদ্য ততঃ পাদৌ মাতাপিত্রোর্বিশাম্পতে ॥৭
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদীনাং বিদুরস্য চ ধীমতঃ।
অভিবাদিতঃ কনীয়োভির্ভ্রাতৃভির্ভ্রাতৃনন্দনঃ ॥৮
নিষসাদাসনে মুখ্যে ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
তমুত্থায় মহারাজং সূতপুত্রোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥৯
দিষ্ট্যা তে ভরতশ্রেষ্ঠ সমাপ্তোঽয়ং মহাক্রতুঃ।
হতেষু যুধি পার্থেষু রাজন্নুরে তথা ত্বয়া ॥১০
আহৃতেঽহং নরশ্রেষ্ঠ ত্বং সভাজয়িতা পুনঃ।
তমব্রবীন্মহারাজো ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাযশাঃ ॥১১

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের যজ্ঞবিষয়ে জনসাধারণের মতামত, কর্ণ কর্ত্তৃক অর্জুনবধের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের চিন্তা এবং দুর্য্যোধনের শাসননীতিবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! হে রাজশ্রেষ্ঠ! হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সময় সূত ও জনতা স্বপ্রতিজ্ঞা হইতে অবিচ্যুত রাজা দুর্য্যোধনের স্তুতি করিতে লাগিল।১

খৈ ও চন্দনচূর্ণ ছিটাইয়া জনগণ বলিতে লাগিল—রাজন্! সৌভাগ্যবশতঃ আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে।২

কোন কোন বাতিকগ্রস্ত লোক রাজাকে বলিতে লাগিল—আপনার এই যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের মত হয় নাই।৩

আবার কিছু বাতিকগ্রস্ত লোক দুর্য্যোধনকে এইরূপ বলিল,—আপনার এই যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ষোড়শ-ভাগের এক ভাগও নয়।৪

সুহৃদ্‌গণ বলিতে লাগিল,—আপনার এইযজ্ঞ সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। নহুষ, যযাতি, মান্ধাতা ও ভরত এইরূপ যজ্ঞ করত পরম পবিত্র হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সুহৃদ্‌গণের এইরূপ মনোরম কথা শুনিতে শুনিতে রাজা দুর্য্যোধন পুরে প্রবেশ করিলেন এবং নিজ প্রাসাদে চলিয়া গেলেন।

রাজন্! মাতা ও পিতার চরণদ্বয় বন্দনা করত ভ্রাতৃগণের আনন্দপ্রদ রাজা দুর্য্যোধন ক্রমশঃ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতির চরণ বন্দনাপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সূতপুত্র কর্ণ উঠিয়া মহারাজকে বলিলেন।৫-৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভাগ্যবশতঃ আপনার এই

সত্যমেতৎ ত্বয়োক্তং হি পাণ্ডবেষু দুরাত্মসু।
নিহতেষু নরশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তে চাপি মহাক্রতৌ ॥১২

রাজসূয়ে পুনর্বীর ত্বমেবং বক্তুমর্হসি।
এবমুক্ত্বা মহারাজ কর্ণমাহ্লিষ্য ভারত ॥১৩

রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং চিন্তয়ামাস কৌরবঃ।
সোঽভ্রবীৎ কৌরবাংশ্চাপি পার্শ্বস্থান্ নৃপসত্তমঃ ॥১৪

কদা তু তং ক্রতুবরং রাজসূয়ং মহাধনম্।
নিহত্য পাণ্ডবান্ সর্বানাহরিষ্যামি কৌরবাঃ ॥১৫

তমব্রবীৎ তদা কর্ণঃ শৃণু মে রাজকুঞ্জর।
পাদৌ ন ধাবয়ে তাবদ্ যাবন্ন নিহতোঽর্জুনঃ ॥১৬

কৌলালজং ন খাদেয়ং করিষ্যে চানৃতব্রতম্।
নাস্তীতি নৈব বক্ষ্যামি যাচিতো যেন কেনচিৎ ॥১৭

অথোৎক্রুষ্টং মহেষ্বাসৈর্ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহারথৈঃ।
প্রতিজ্ঞাতে ফাল্গুনস্য বধে কর্ণেন সংযুগে ॥১৮

বিজিতাংশ্চাপ্যমন্যন্ত পাণ্ডবান্ ধৃতরাষ্ট্রজাঃ।
দুর্যোধনোঽপি রাজেন্দ্র বিসৃজ্য নরপুঙ্গবান্ ॥১৯

প্রবিবেশ গৃহং শ্রীমান্ যথা চৈত্ররথং প্রভুঃ।
তেঽপি সর্বে মহেষ্বাসা জগ্মুর্বেশ্মানি ভারত ॥২০

পাণ্ডবাশ্চ মহেষ্বাসা দূতবাক্যপ্রচোদিতাঃ।
চিন্তয়ন্তস্তমেবার্থং নালভন্ত সুখং ক্বচিৎ ॥২১

দূতাশ্চ চারৈঃ রাজেন্দ্র প্রবৃত্তিরুপপাদিতা।
প্রতিজ্ঞা সূতপুত্রস্য বিজয়স্য বধং প্রতি ॥২২

মহাযজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ। যুদ্ধে কুন্তীপুত্রগণের বধের পর যখন আপনি রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিয়া উহা সমাপ্ত করিবেন, তখন আমি পুনরায় আপনাকে এইরূপ অভিনন্দন জানাইব।

তখন মহাযশস্বী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রতনয় বলিলেন, —হে বীর। তোমার এই কথা সত্য। নরশ্রেষ্ঠ। দুরাত্মা পাণ্ডবগণের নিধনের পর যখন আমি রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তখন তুমি পুনরায় এইরূপে অভিনন্দিত করিবে।

হে ভরতবংশধর মহারাজ জনমেজয়। এই কথা বলিয়া দুর্যোধন কর্ণকে আলিঙ্গন করত ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন নিজ পার্শ্বস্থিত সকল কৌরবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।১০-১৪

হে কৌরবগণ। কবে সে সময় আসিবে, যখন আমি পাণ্ডবগণকে নিধন করিয়া প্রচুর ধনসম্পন্ন রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।১৫

তখন কর্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ। আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন,—যে পর্যন্ত আমি অর্জুনকে বধ করিতে না পারিব, সে পর্যন্ত আমি অন্যকে দিয়া পা ধোওয়াইব না, অমল মৎস্যাদি খাইব না, অনৃতভাব (ক্রূরতা প্রভৃতি) পরিত্যাগ করিব এবং যে-কোন ব্যক্তি আমার নিকট যাহাই প্রার্থনা করুক, আমি সেই প্রার্থীকে 'নাই' বলিব না।১৬-১৭

কর্ণ যুদ্ধে অর্জুনের বধের জন্য এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে মহারথী ও মহাধনুর্ধর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সকলে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।১৮

তখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ পাণ্ডবদিগকে জয় করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই মনে করিলেন। রাজেন্দ্র। শ্রীমান্ রাজা দুর্যোধনও সকল সুহৃদ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্র যেমন চৈত্ররথ উদ্যানে প্রবেশ করেন, তেমনই নিজ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। হে ভারত। সেইসকল মহাধনুর্ধরগণও নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।১৯-২০

এদিকে মহাধনুর্ধর পাণ্ডবগণ দূতবাক্যে প্রেরিত হইয়া ঐবিষয় চিন্তা করিতে করিতে কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না।২১

এতচ্ছ্রুত্বা ধর্মসুতঃ সমুদ্বিগ্নো নরাধিপ
অভেদ্যকবচং মত্বা কর্ণমদ্ভুতবিক্রমম্ ॥২৩

অনুস্মরংশ্চ সংক্লেশান্ ন শান্তিমুপযাতি সঃ।
তস্য চিন্তাপরীতস্য বুদ্ধির্জজ্ঞে মহাত্মনঃ ॥২৪

বহুব্যালমৃগাকীর্ণং ত্যক্তুং দ্বৈতবনং বনম্।
ধার্তরাষ্ট্রোঽপি নৃপতিঃ প্রশশাস বসুন্ধরাম্ ॥২৫

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরৈর্ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপৈস্তথা।
সঙ্গম্য সূতপুত্রেণ কর্ণেনাহবশোভিনা ॥২৬

মহারাজ! পাণ্ডবগণ গুপ্তচরমুখে অর্জুনের বধের জন্য কর্ণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কর্ণের এই প্রতিজ্ঞার কথা তাহারা অবগত হইলেন।২৩

রাজন্! ইহা শুনিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি কর্ণের অভেদ্য কবচ ও অদ্ভুত পরাক্রমের কথা চিন্তা করত ক্লেশ অনুভব করত শান্তি পাইলেন না।

এইরূপ চিন্তান্বিত মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের মনে বহু হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ দ্বৈতবন পরিত্যাগ করিবার বুদ্ধি জন্মিল।

(সততং শ্রীয়মাণো বৈ দেবিনা সৌবলেন চ।)
দুর্যোধনঃ প্রিয়ে নিত্যং বর্ত্তমানো মহীভৃতাম্।
পূজয়ামাস বিপ্রেন্দ্রান্ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২৭
ভ্রাতৃণাঞ্চ প্রিয়ং রাজন্ স চকার পরন্তপঃ।
নিশ্চিত্য মনসা বীরো দত্তভুক্তফলং ধনম্ ॥২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ঘোষযাত্রাপর্বণি
যুধিষ্ঠিরচিন্তায়াং সপ্তপঞ্চাশ-
দধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৭

এদিকে দুর্যোধনও ভ্রাতৃগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি বীরগণ এবং যুদ্ধশৌণ্ড সূতপুত্র কর্ণের সহিত মিলিতভাবে আনন্দে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।২৩-২৬

দুর্যোধন অধীন রাজগণের প্রিয়কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং ভূরিদক্ষিণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিতে লাগিলেন।২৭

রাজন্! "দান ও ভোগ" ধনের এই দুই ফল—ইহা নিশ্চয় করিয়া শত্রুদমন দুর্যোধন ভাইগণেরও প্রিয়কার্য্য করিতে লাগিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরচিন্তাবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৭

(মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্ব)

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং কাম্যকবনে গমনম্।]

জনমেজয় উবাচ।
দুর্যোধনং মোক্ষয়িত্বা পাণ্ডুপুত্রা মহাবলাঃ।
কিমকার্ষুর্বনে তস্মিংস্তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥১

(মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্ব)

অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে গমন।]

জনমেজয় বলিলেন,—দুর্য্যোধনকে গন্ধর্ব্বের হাত হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া মহাবল পাণ্ডবগণ সেই বনে কি করিতে লাগিলেন, তাহা আমাকে বলুন।১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শয়ানং কৌন্তেয়ং রাত্রৌ দ্বৈতবনে মৃগাঃ।
স্বপ্নান্তে দর্শয়ামাসুর্বাষ্পকণ্ঠা যুধিষ্ঠিরম্ ॥২

তানব্রবীৎ স রাজেন্দ্রো বেপমানান্ কৃতাঞ্জলীন্।
ব্রূত যদ্ বক্তুকামাঃ স্থ কে ভবন্তঃ কিমিষ্যতে ॥৩

এবমুক্তাঃ পাণ্ডবেন কৌন্তেয়েন যশস্বিনা।
প্রত্যব্রুবন্ মৃগাস্তত্র হতশেষা যুধিষ্ঠিরম্ ॥৪

বয়ং মৃগা দ্বৈতবনে হতশিষ্টাস্তু ভারত।
নোৎসাদয়েম মহারাজ ক্রিয়তাং বাসপর্য্যয়ঃ ॥৫

ভবতো ভ্রাতরঃ শূরাঃ সর্ব এবাস্ত্রকোবিদাঃ।
কুল্যাস্তস্মাদবশিষ্টান্নি কুরুবস্তো বনৌকসাম্ ॥৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর এক রাত্রিতে যখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শুইয়া আছেন, তখন সেই নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, সেই বনের মৃগগণ বাষ্পকণ্ঠে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।২

মহারাজ যুধিষ্ঠির কম্পমান ও করযোড়ে অবস্থিত মৃগগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কে? আপনারা কি বলিতে চাহিতেছেন ও আপনাদের কি চাই বলুন।৩

যশস্বী পাণ্ডব কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে হতাবশিষ্ট হিংস্র পশুগণ বলিল।৪

হে ভারত! আমরা এই দ্বৈতবনের পশু, আমরা এই কয়জনই নিধনের পর অবশিষ্ট আছি। মহারাজ! আমাদের যাহাতে একেবারে উৎসাদন না হয়, সেইজন্য আপনারা বাস পরিবর্তন করুন।৫

আপনার সকল ভাইই অস্ত্রবিশারদ ও বীর। তাঁহারা বনবাসী পশুগণের বংশের অল্পই অবশিষ্ট রাখিয়াছেন।৬

বীজভূতা বয়ং কেচিদবশিষ্টা মহামতে।
বিবির্ধেমহি রাজেন্দ্র প্রসাদাৎ তে যুধিষ্ঠির ॥৭
তান্ বেপমানান্ বিত্রস্তান্ বীজমাত্রাবশেষিতান্।
মৃগান্ দৃষ্ট্বা সুদুঃখার্তো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৮
তাংস্তেভ্যোব্রবীৎ রাজা সর্বভূতহিতে রতঃ।
যথা ভবন্তো ব্রূযতে করিষ্যামি চ তৎ তথা ॥৯
ইত্যেবং প্রতিবুদ্ধঃ স রাত্র্যন্তে রাজসত্তমঃ।
অব্রবীৎ সহিতান্ ভ্রাতৃন্ দয়াপন্নো মৃগান্ প্রতি ॥১০
উক্তো রাত্রৌ মৃগৈরস্মি স্বপ্নান্তে হতশেষিতৈঃ।
তস্মদ্ভূতাঃ স্ম ভদ্রং তে দয়া নঃ ক্রিয়তামিতি ॥১১
তে সত্যমাহুঃ কর্তব্যা দয়াস্মাভির্বনৌকসাম্।
সাষ্টমাসং হি নো বর্ষং যদেতদনুপযুজ্যতে ॥১২

মহামতে! বীজস্বরূপ আমরাই কয়েকজনমাত্র অবশিষ্ট আছি। মহারাজ যুধিষ্ঠির! যাহাতে আপনার প্রসাদে পুনরায় আমাদের বংশবৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন।৭

ভয়ে কম্পমান বীজমাত্রাবশিষ্ট মৃগগণকে দর্শন করত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।৮

সমস্ত প্রাণীর হিতে নিরত রাজা যুধিষ্ঠির মৃগগণকে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। আপনারা যাহা বলিলেন, আমি তাহাই করিব।৯

রাত্রি প্রভাত হইলে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মৃগগণের প্রতি দয়াবশতঃ একত্রে ভাইদিগকে বলিলেন।১০

রাত্রিতে স্বপ্নে হতাবশিষ্ট মৃগগণ আমাকে বলিল যে, আপনার কল্যাণ হউক। আমাদের বংশ ক্ষীণ হইয়াছে, আপনি আমাদের দয়া করুন।১১

আমার বুদ্ধিতে মনে হয়, এই পশুগণ ঠিকই

পুনর্বহুমৃগং রম্যং কাম্যকং কাননোত্তমম্।
মরুভূমেঃ শিরঃস্থানং তৃণবিন্দুসরঃ প্রতি ॥১৩
তত্রেমাং রজনিং শিষ্টাং বিহরন্তো বনেষহি।
ততস্তে পাণ্ডবাঃ শৈত্রং প্রযযুর্ধর্মকোবিদাঃ ॥১৪
ব্রাহ্মণৈঃ সহিতা রাজন্ যে চ তত্র সহোষিতাঃ।
ইন্দ্রসেনাদিভিশ্চৈব প্রেষ্যৈরনুগতাস্তদা ॥১৫
যে বাধ্বানুসৃতৈর্মার্গৈঃ স্বয়ৈঃ শুচিজলাশ্রিতৈঃ।
যদৃচ্ছং কাম্যকং পুণ্যমাশ্রমং তাপসায়ুতম্ ॥১৬

বিবিশুস্তে স্ম কৌরব্যা বৃতা বিপ্রর্ষভৈস্তদা।
তদ্ বনং ভরতশ্রেষ্ঠাঃ স্বর্গং সুকৃতিনো যথা ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্বণি কাম্যকবনপ্রবেশে অষ্টপঞ্চাশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৮

বলিয়াছে। কারণ, এই দ্বৈতবনে এক বৎসর আট মাস বসিয়া ইহারা মাংস ভোজন করিতেছি।১২

চল, আমরা পুনরায় বহু মৃগে পরিপূর্ণ মরুভূমির শীর্ষদেশে অবস্থিত রমণীয় কাম্যকবনস্থিত তৃণবিন্দু সরোবরের তীরে যাই। অবশিষ্ট বনবাস-কাল সেইখানেই আনন্দে কাটাইব।

রাজন্! অনন্তর ধর্মজ্ঞ পাণ্ডবগণ সহবাসী ব্রাহ্মণ এবং ইন্দ্রসেনাদি ভৃত্য, পরিচারক ও পাচকবৃন্দের সহিত কাম্যকবনের দিকে চলিলেন।১৩-১৫

তাঁহারা উত্তম অন্ন এবং শুচি ও প্রচুর জলের সুবিধাযুক্ত সদা উন্মুক্ত পথে চলিতে চলিতে তপস্বী-গণের দ্বারা নিষেবিত পুণ্য কাম্যকবন দর্শন করিলেন।১৬

তখন ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে প্রবেশ করিলেন। যেন মনে হইতে লাগিল স্বর্গে পুণ্যবান্ পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত মৃগস্বপ্নোদ্ভবপর্ব্বে কাম্যকবনপ্রবেশবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৮

(ব্রীহি-দ্রৌণিকপর্ব্ব)

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, পাণ্ডবগণের নিকট ব্যাসদেবের আগমন এবং দানের মহত্ত্বের প্রতিপাদন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বনে নিবসতাং তেষাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
বর্ষাণ্যেকাদশাতীয়ুঃ কৃচ্ছ্রেণ ভরতর্ষভ ॥১

ফলমূলাশনাস্তে হি সুখার্হা দুঃখমুত্তমম্।
প্রাপ্তকালমনুধ্যাস্তঃ সেহিরে বরপূরুষাঃ ॥২

(ব্রীহি-দ্রৌণিকপর্ব্ব।)

একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, পাণ্ডবগণের নিকট ব্যাসদেবের আগমন এবং দানের মহত্ত্বের প্রতিপাদন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! এইরূপে বনে বাস করিতে করিতে মহাত্মা পাণ্ডব-গণের অতিকষ্টে এগার বৎসর অতীত হইল।১

সুখভোগের যোগ্য হইলেও সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতে করিতে "এখন আমাদের

যুধিষ্ঠিরস্তু রাজর্ষিরাত্মকর্মাপরাধজম্।
চিন্তয়ন্ স মহাবাহুর্ভ্রাতৃণাং দুঃখমুত্তমম্ ॥৩

ন সুষাপ সুখং রাজা হৃদি শল্যৈরিবার্পিতৈঃ।
দৌরাত্ম্যমনুপশ্যংস্তৎ কালে সূতোদ্ভবস্য হি ॥৪

সংস্মরন্ পরুষা বাচঃ সূতপুত্রস্য পাণ্ডবঃ।
নিঃশ্বাসপরমো দীনো বিভ্রৎ কোপবিষং মহৎ ॥৫

অর্জুনো যমজৌ চোভৌ দ্রৌপদী চ যশস্বিনী।
স চ ভীমো মহাতেজাঃ সর্বেষামুত্তমো বলী ॥৬

যুধিষ্ঠিরমুখীক্ষন্তঃ সেহুর্দুঃখমনুত্তমম্।
অবশিষ্টমল্পকালং মন্যানাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥৭

বপুরন্তর্দিবাকীর্তেরুৎসাহামর্ষচেষ্টিতৈঃ
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥৮

আজগাম মহাযোগী পাণ্ডবানবলোককঃ।
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯

প্রত্যুদ্গম্য মহাত্মানং প্রত্যগৃহ্লাদ্ যথাবিধি।
তমাসীনমুপাসীনঃ শুক্রমুন্নিদ্রেন্দ্রিয়ঃ ॥১০

তোষয়ন্ প্রণিপাতেন ব্যাসং পাণ্ডবনন্দনঃ।
তানবেক্ষ্য কৃশান্ পৌত্রান্ বনে বন্যেন জীবতঃ ॥১১

মহর্ষিরনুকম্পার্থমব্রবীদ্ বাষ্পগদ্গদম্।
যুধিষ্ঠির মহাবাহো শৃণু ধর্মভৃতাং বর ॥১২

নাতপ্ততপসো লোকে প্রাপ্নুবন্তি মহাসুখম্।
সুখ-দুঃখে হি পুরুষঃ পর্যায়েণোপসেবতে ॥১৩

ন হ্যনস্তং সুখং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
প্রজ্ঞাবানেব পুরুষঃ সংযুক্তঃ পরয়া ধিয়া ॥১৪

কষ্টের সময়, সুতরাং উহা ধৈর্য সহকারে সহ্য করিতে হইবে" এইরূপ চিন্তা পূর্বক সময় প্রতীক্ষা করত ফলমূলাদি আহার করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন।২

রাজর্ষি যুধিষ্ঠির নিজ অপরাধপ্রযুক্তই ভ্রাতৃগণের এইরূপ অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে—ইহা চিন্তা করিয়া মনে মনে দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন।৩

দ্যূতজনিত কৌরবগণের দৌরাত্ম্য এবং সূতপুত্রের কুৎসিত ও কর্কশ কথাগুলি চিন্তা করিয়া রাজা ক্রোধরূপ বিষ মনে মনে পোষণ করত দীনভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং ঐ সব কথা হৃদয়ে কাঁটার ন্যায় বিদ্ধ হইতে থাকায় রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।৪-৫

অর্জুন, দুই ভাই নকুল ও সহদেব, যশস্বিনী দ্রৌপদী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলবান্ মহাতেজস্বী ভীম যুধিষ্ঠিরের মনের অবস্থা বুঝিয়া ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সব দুঃখ সহ্য করিতে লাগিলেন।

অল্পকালই মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহা মনে রাখিয়া সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ উৎসাহ ও অমর্ষপূর্ণ চেষ্টাসমূহের দ্বারা নিজেদের শরীরকে (যুদ্ধোপযোগী) অন্য প্রকার শরীরে পরিণত করিয়াছিলেন।

কিছুদিন এইভাবে থাকিবার পর এক সময় সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মহাযোগী বেদব্যাসকে আসিতে দেখিয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই মহাত্মার প্রত্যুদ্গমন করত তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন।

তিনি উপবেশন করিলে পাণ্ডবদিগের আনন্দবর্ধন সংযতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠির প্রণিপাতাদির দ্বারা ব্যাসদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন।

বনের ফলমূলাহারে পৌত্রগণকে কৃশ দেখিয়া মহর্ষি অনুকম্পাবশতঃ বাষ্প গদ্গদ্ কণ্ঠে এই কথা বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির। হে মহাবাহো! হে ধার্মিকপ্রবর। এই মনুষ্যলোকে তপস্যা বিনা কেহ মহান্ সুখলাভ করিতে পারে না। সুখ ও

দুঃখ মানুষের নিকট পর্যায়ক্রমে আসে।৬-১৩

উদয়াস্তমনজ্ঞো হি ন জহাতি ন শোচতি।
সুখমাপতিতং সেবেদ্ দুঃখমাপতিতং সহেৎ ॥১৫
কালপ্রাপ্তমুপাসীত শস্যানামিব কর্ষকঃ।
তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ ॥১৬
নাসাধ্যং তপসঃ কিঞ্চিদিতি বুধ্যস্ব ভারত।
সত্যমার্জবমক্রোধঃ সংবিভাগো দমঃ শমঃ ॥১৭
অনসূয়াবিহিংসা চ শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
পাবনানি মহারাজ নরাণাং পুণ্যকর্মণাম্ ॥১৮
অধর্মরুচয়ো মূঢ়াস্তির্য্যগ্‌গতিপরায়ণাঃ।
কৃচ্ছ্রাং যোনিমনুপ্রাপ্তা ন সুখং বিন্দতে জনাঃ ॥১৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। এমন সুখ এ জগতে কেহই পায় না, যাহার অন্ত নাই; সুতরাং উত্তম বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানবান্ পুরুষ নিজ জ্ঞানবলে উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের অধিষ্ঠানরূপ পরমাত্মাকে জানিয়া সুখের উদয়ে যেমন উৎফুল্ল হন না; তেমনই দুঃখের উপরেও শোক করেন না।

কৃষকগণ যেমন বীজ রোপণের পর যথাসময়ে পক্ক শস্য যেরূপ পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তেমনই প্রজ্ঞাবান্ পুরুষগণ প্রারব্ধবশে যথাসময়ে আগত সুখকে যেমন উপভোগ করেন, তেমনই দুঃখকেও বহন করেন।

তপস্যা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। তপস্যার দ্বারা সব কিছুই লাভ করা যায়; তপস্যার অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। মহারাজ! সত্য, সরলতা, অক্রোধ, দেবতা ও অতিথিকে দিয়া অন্নাদি গ্রহণ করা দম, শম, অনসূয়া, (অন্যের দোষ না দেখা) অহিংসা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—এই সদ্‌গুণগুলি পুণ্যকর্মা মনুষ্যগণের পবিত্র কারক।১৪-১৮

অধর্মে রুচিসম্পন্ন মূঢ় মনুষ্যগণ পশু প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মলাভ করে। তাহারা ঐ কষ্টকরী তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না।১৯

ইহলোকে যে কর্ম্ম করা হয়, পরলোকে তাহারই ফলভোগ করিতে হয়; সুতরাং শরীরকে তপস্যা ও নিয়মে নিযুক্ত রাখিবে।২০

ইদং যৎ ক্রিয়তে কর্ম তৎ পরত্রোপযুজ্যতে।
তস্মাচ্ছরীরং যুঞ্জীত তপসা নিয়মেন চ ॥২০
যথাশক্তি প্রযচ্ছেত সম্পূজ্যাতিথয়ে চ।
কালে প্রাপ্তে চ হুতাত্মা রাজন্ বিগতমৎসরঃ ॥২১
সত্যবাদী লভেতায়ুরনায়াসমথার্জবম্।
অক্রোধনোঽনসূয়শ্চ নির্বৃতিং লভতে পরাম্ ॥২২
দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি।
ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ম্ ॥২৩
সংবিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবান্ নরঃ।
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে ॥২৪

রাজন্! যথাকালে যদি কোন অতিথি আসে, তবে আনন্দিতচিত্তে সৎকার ও নমস্কার করিয়া যথাশক্তি মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া দান করিবে।২১

সত্যবাদী পুরুষ দীর্ঘ আয়ু, ক্লেশশূন্যতা (সুখ) ও সরলতা লাভ করে। আর ক্রোধশূন্য ও অসূয়ারহিত (অপরের দোষদর্শনশূন্য) পুরুষ পরমানন্দ লাভ করে।২২

যিনি জিতেন্দ্রিয় ও মনঃসংযমী, তিনি কখনও ক্লেশ পান না এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষ অন্যের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কখনও অনুতপ্ত হন না।২৩

যে দেবতা ও অতিথিগণকে যথাপ্রাপ্য ভাগ প্রদান করে, সে ভোগ ও সুখলাভ করে এবং যে কোন প্রাণীরই হিংসা করে না, সে পরম আরোগ্য লাভ করে।২৪

মানদানন্বিতা জন্ম কুলে মহতি বিন্দতি।
ব্যসনৈর্ন তু সংযোগং প্রাপ্নোতি বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৫
(বিন্দতে সুখমত্যন্তমিহ লোকে পরত্র চ।)
শুভানুশয়বুদ্ধিহি সংযুক্তঃ কালধর্মণা।
প্রাদুর্ভবতি তদ্‌যোগাৎ কল্যাণমতিরেব সঃ ॥২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ দানধর্ম্মাণাং তপসো বা মহামুনে।
কিং স্বিদ্ বহুগুণং প্রেত্য কিং বা দুষ্করমুচ্যতে ॥২৭

ব্যাস উবাচ।

দানাদ্ দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা স চ দুঃখেন লভ্যতে ॥২৮
পরিত্যজ্য প্রিয়ান্ প্রাণান্ ধনার্থং হি মহামতে।
প্রবিশন্তি নরা বীরাঃ সমুদ্রমটবীং তথা ॥২৯

কৃষিগোরক্ষ্যমিত্যেকে প্রতিপদ্যন্তি মানবাঃ।
পুরুষাঃ প্রেষ্যতামেকে বিগর্হন্তি ধনার্থিনঃ ॥৩০

তস্মাদ্ দুঃখার্জিতস্যৈব পরিত্যাগঃ সুদুষ্করঃ।
ন দুষ্করতরং দানাৎ তস্মাদ্ দানং মতং মম ॥৩১

বিশেষতস্তু বিজ্ঞেয়ো ন্যায়েনোপার্জিতং ধনম্।
পাত্রে কালে চ দেশে চ সাধুভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥৩২

অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মো ধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৩৩

পাত্রে দানং স্বল্পমপি কালে দত্তং যুধিষ্ঠির।
মনসা হি বিশুদ্ধেন প্রেত্যানন্তফলং স্মৃতম্ ॥৩৪

মানী লোককে যে মানদান করে, সে উচ্চ কুলে জন্ম গ্রহণ করে এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখনও ব্যসনাসক্ত হয় না এবং ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ করে।২৫

যাহার বুদ্ধি শুভ কর্ম্মে আসক্ত, সেই পুরুষ মৃত্যুর পরও শুভকর্ম্মের সংযোগে শুভবুদ্ধি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে।২৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! হে মহামুনে! দান ধর্ম্ম ও তপস্যা এই উভয়ের মধ্যে কোনটী পরলোকে অধিক সুখদায়ী এবং কোনটী বা দুষ্কর।২৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—বৎস! দান হইতে দুষ্কর পৃথিবীতে আর কিছু নাই; কারণ, অর্থে মানুষের মহতী তৃষ্ণা থাকে এবং উহার লাভও হয় অতি কষ্টে।২৮

মহামতে! সাহসী মানুষ ধনের জন্য প্রিয় প্রাণের মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র ও অরণ্যে প্রবেশ করে।২৯

ধনের জন্য কোন মানুষ কৃষি ও গোরক্ষা কার্য্য করে এবং অনেক পুরুষ ধনের জন্য দাসত্বও করে।৩০

সেইজন্য দুঃখার্জিত বস্তুর পরিত্যাগ করা অত্যন্ত দুষ্কর; এজন্য দানই তপস্যা হইতে দুষ্করতর—ইহাই আমার মত।৩১

এবিষয়ে ইহাই বিশেষ জানিবে যে, ন্যায়ার্জিত ধন উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিচার করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দান করিবে।৩২

অন্যায় উপায়ে অর্জ্জিত ধন যে দান করে, সেই দান কর্ত্তাকে মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে না।৩৩

হে যুধিষ্ঠির! বিশুদ্ধ মনে যদি সৎপাত্রে উপযুক্ত কালে অল্পও কিছু দান করা যায়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর অনন্ত ফলদান করে।৩৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ব্রীহিদ্রোণপরিত্যাগাদ্ যৎ ফলং প্রাপ মুদ্গলঃ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বণি দানদুষ্করত্বকথনে একোনষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৫৯

এবিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এখানে একটি পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন যে, মুদ্গল ঋষি এক দ্রোণ ধান দান করিয়া মহৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বে দানদুষ্করত্ববিষয়ক একোনষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫৯

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্ব্বাসসা মহর্ষিমুদ্গলস্য দানধর্ম্মস্য ধৈর্য্যস্য চ পরীক্ষা, দেবদূতসমীপে মুদ্গলস্য প্রশ্নশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রীহিদ্রোণঃ পরিত্যক্তঃ কথং তেন মহাত্মনা।
কস্মৈ দত্তশ্চ ভগবন্ বিধিনা কেন চাপ্য উ ॥১
প্রত্যক্ষধর্ম্মা ভগবান্ যস্য তুষ্টো হি কর্ম্মভিঃ।
সফলং তস্য জন্মাহং মন্যে সদ্ধর্মচারিণঃ ॥২

ব্যাস উবাচ।

শিলোঞ্ছবৃত্তির্ম্মাত্মা মুদ্গলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আসীদ্ রাজন্ কুরুক্ষেত্রে সত্যবাগনসূয়কঃ ॥৩
অতিথিব্রতী ক্রিয়াবাংশ্চ কপোতীং বৃত্তিমাস্থিতঃ।
সত্রমিষ্টীকৃতং নাম সমুপাস্তে মহাতপাঃ ॥৪
সপুত্রদারো হি মুনিঃ পক্ষাহারো বভূব হ।
কপোতবৃত্ত্যা পক্ষেণ ব্রীহিদ্রোণমুপার্জ্জয়ৎ ॥৫
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ কুর্ব্বন্ বিগতমৎসরঃ।
দেবতাতিথিশেষেণ কুরুতে দেহযাপনম্ ॥৬
অভ্যেত্য সহিতো দেবৈঃ সাক্ষাৎ ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
প্রত্যগৃহ্ণান্মহারাজ ভাগং পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥৭

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দুর্ব্বাসাকর্ত্তৃক মহর্ষি মুদ্গলের দানধর্ম্ম ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা এবং দেবদূতকে মুদ্গলের প্রশ্ন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! এক দ্রোণ ব্রীহি মহাত্মা মুদ্গল কেন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কাহাকে কোন বিধি অনুসারে উহা দান করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন।১

যে সদ্ধর্ম্মাচরণকারীর কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মের প্রত্যক্ষকর্ত্তা ভগবান্ সন্তুষ্ট হন, তাহার জন্ম আমি সফল মনে করি।২

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে রাজন্! কুরুক্ষেত্রে মুদ্গল নামক এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াশূন্য (দোষ-দৃষ্টিহীন) এবং শিল (হাটবাজারে পরিত্যক্ত শস্য) ও উঞ্ছ (ক্ষেত্রে পতিত শস্যাদি) বৃত্তিপরায়ণ ছিলেন।৩

তিনি কাপোতী (শিলোঞ্ছবৃত্তি) বৃত্তির দ্বারাই অতিথির সেবা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান

স পর্বকালং কৃত্বা তু মুনিবৃত্ত্যা সমন্বিতঃ।
অতিথিভ্যো দদাবন্নং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৮

ব্রীহিদ্রোণস্য তস্যান্ন দদতোঽন্নং মহাত্মনঃ।
সিদ্ধং যাৎসর্ঘ্যহীনস্য বর্ধতেঽতিথিসর্ধনাৎ ॥৯

তত্রতাস্তেপি ভুঞ্জন্তি ব্রাহ্মণানাং শতং শতম্।
মুনেস্ত্যাগবিশুদ্ধ্যা তু তদন্নং বৃদ্ধিমৃচ্ছতি ॥১০

তং তু শুশ্রাব ধর্মিষ্ঠং মুদ্গলং সংশিতব্রতম্।
দুর্বাসা নৃপ দিগ্বাসাস্তমথাভ্যাজগাম হ ॥১১

বিভ্রচ্ছানিয়তং বেশমুন্মত্ত ইব পাণ্ডব।
বিকৃষ্টঃ পরুষা বাচো ব্যাহরন্ বিবিধা মুনিঃ ॥১২

অভিগম্যাথ তং বিপ্রমুবাচ মুনিসত্তমঃ।
অন্নার্থিনমনুপ্রাপ্তং বিদ্ধি মাং দ্বিজসত্তম ॥১৩

স্বাগতং তেঽস্ত্বিতি মুনিং মুদ্গলঃ প্রত্যভাষত।
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ প্রতিপাদ্যার্ঘ্যমুত্তমম্ ॥১৪

প্রাদাৎ স তাপসায়ান্নং ক্ষুধিতায়াতিথিব্রতী।
উন্মত্তায় পরাং শ্রদ্ধামাস্থায় স ধৃতব্রতঃ ॥১৫

ততস্তদন্নং রসবৎ স এব ক্ষুধয়ান্বিতঃ।
বুভুজে কৃৎস্নমুন্মত্তঃ প্রাদাৎ তস্মৈ চ মুদ্গলঃ ॥১৬

ভুক্ত্বা চান্নং ততঃ সর্বমুচ্ছিষ্টেনান্নমন্ততঃ।
অথাঙ্গং লিলিপেঽন্নেন যথাগতমগাচ্চ সঃ ॥১৭

করিতেন। ঐ কাপোতীবৃত্তির দ্বারা এক পক্ষ কালে এক দ্রোণ ধান তিনি সংগ্রহ করিতেন এবং তাহা দ্বারা ইষ্টীকৃতনামক যজ্ঞ করিতেন; ইহাতে পুত্র ও পরিবারের সহিত তাঁহার এক পক্ষে একবার ভোজন হইত।৪-৫

এইরূপে ঈর্ষাশূন্য সেই মুনি প্রতি পক্ষে দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ করিয়া দেবতা ও অতিথিগণের সেবা করত অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা জীবন যাপন করিতেন।৬

মহারাজ! প্রতি পর্বে তাঁহার যজ্ঞে ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্র দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করিতেন।৭

মুদ্গল ঋষি মুনির বৃত্তি অবলম্বন করত পর্বকালোচিত কর্ম দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ করিয়া হৃষ্টচিত্তে অতিথিগণকে অন্ন দিতেন।৮

মাৎসর্য্যহীন মহাত্মা মুদ্গল এক দ্রোণ পরিমাণ ধানের চাউল হইতে উৎপন্ন অন্ন অতিথিকে দিবার পর অবশিষ্ট অন্ন অতিথিকে দেখিলে পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।৯

যদি শত শত মনীষী ব্রাহ্মণ অতিথিও আগমন করিতেন, তথাপি তাঁহার বিশুদ্ধ দানের প্রভাবে অন্ন তদনুসারে বৃদ্ধি পাইত।১০

রাজন্! উত্তম ব্রতধারী সেই ধর্মিষ্ঠ মুদ্গলের কথা শুনিয়া দিগম্বর দুর্বাসা ঋষি তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন।১১

হে পাণ্ডুবংশধর! দুর্বাসা পাগলের ন্যায় বেশ ধারণ করত মুণ্ডিতমস্তক হইয়া নানাবিধ কর্কশ বাক্য বলিতে বলিতে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।১২

মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা ব্রহ্মর্ষি মুদ্গলের নিকট আসিয়া বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার গৃহে অন্নার্থী হইয়া আসিয়াছি, জানিও।১৩

মুদ্গল তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া পাদ্য, উত্তম অর্ঘ্য ও আচমনীয় দান করিলেন। তারপর অতিথিসেবাব্রতধারী মহর্ষি মুদ্গল অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উন্মত্তবেশধারী সেই ক্ষুধার্ত তপস্বী ব্রাহ্মণকে অন্ন প্রদান করিলেন। সেই অন্ন অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল। উন্মত্ত মুনি খুবই ক্ষুধিত ছিলেন, তাই তখন তিনি প্রদত্ত সকল অন্নই ভোজন করিলেন এবং তারপর মুদ্গল পুনরায় তাঁহাকে আরও অন্ন দিলেন।১৪-১৬

এবং দ্বিতীয়ে সম্প্রাপ্তে যথাকালে মনীষিণঃ।
আগম্য বুভুজে সর্বমন্নমুঞ্ছোপজীবিনঃ ॥১৮

নিরাহারস্তু মুনিরুঞ্ছমার্জয়তে পুনঃ।
ন চৈনং বিজিগ্যাতে ভূমমশকস্মূদ্গলং ক্ষুধা ॥১৯

ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং নাবমানো ন সম্ভ্রমঃ।
সপুত্রদারমুঞ্ছন্তমাবিবেশ দ্বিজোত্তমম্ ॥২০

তথা তমুঞ্ছধর্মাণং দুর্বাসা মুনিসত্তমম্।
উপতস্থে যথাকালং ঘটন্নুরঃ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥২১

ন চাস্য মনসা কিঞ্চিদ্ বিকারং দদৃশে মুনিঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্য শুদ্ধং স দদৃশে নির্মলং মনঃ ॥২২

সকল অন্ন ভোজন করিয়া দুর্ব্বাসা মুনি উঞ্ছিষ্টের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করত যেমন আসিয়াছিলেন, সেমনই চলিয়া গেলেন।১৭

এইরূপে দ্বিতীয় পর্ব্বকালে দুর্ব্বাসা মুনি যথা-সময়ে আসিয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী মনীষী মুদ্গলের সকল অন্ন ভোজন করিয়া (উঞ্ছিষ্ট লেপন করত) চলিয়া গেলেন।১৮

নিরাহার অবস্থাতেই মুনি উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা ধান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; ক্ষুধা তাঁহার মনে কোন বিকার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইল না।১৯

স্ত্রী-পুত্র সহিত, ক্ষেত্রে পতিত শস্যসংগ্রহকারী দ্বিজোত্তম সেই মুনিকে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, অবমান বা সম্ভ্রম কিছুই স্পর্শ করিতে সক্ষম হইল না।২০

ক্ষেত্রে পতিত শস্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহরূপ ধর্মপালনকারী মুনিশ্রেষ্ঠ সেই মুদ্গলের ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া দুর্ব্বাসামুনি পর পর দুইবার ঠিক প্রতিপর্ব্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।২১

কিন্তু তাহাতেও তিনি মুদ্গলের মনে কোন বিকার দেখিলেন না, প্রত্যুত দুর্ব্বাসা শুদ্ধান্তঃকরণ মহর্ষি মুদ্গলের মনের বিশুদ্ধ ও নির্মল ভাবই লক্ষ্য করিলেন।২২

তখন মুনি দুর্ব্বাসা পরমপ্রীত হইয়া মুদ্গলকে বলিলেন,—তোমার ন্যায় মাৎসর্য্যশূন্য দাতা এ জগতে নাই।২৩

ক্ষুধা মানুষের ধর্ম্মজ্ঞানকে লুপ্ত করে এবং ধৈর্য্যকেও হরণ করে। আর এই রসাল-পদার্থানুসারিণী জিহ্বা রসময় বস্তুর প্রতি মানুষকে সদা আকর্ষণ করে।২৪

প্রাণ আহারের দ্বারাই পুষ্ট থাকে এবং চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা অত্যন্ত দুষ্কর, সুতরাং ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতাকেই তপস্যা বলা হইয়াছে।২৫

পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জ্জিত অন্ন অন্যকে শুদ্ধ-চিত্তে দান করা খুবই কঠিন। কিন্তু হে সাধো! তুমি বিশুদ্ধ মনের দ্বারা সে সমস্তই যথাযথরূপে সম্পাদন করিয়াছ।২৬

আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রীত ও তোমা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়াছি। ইন্দ্রিয়ের জয়,

উবাচ ততঃ প্রীতঃ স মুনির্মুদ্গলং ততঃ।
ত্বৎসমো নাস্তি লোকেঽস্মিন্ দাতা মাৎসর্য্য-
বর্জ্জিতঃ ॥২৩

ক্ষুদ্ ধর্মসংজ্ঞাং প্রমৃজত্যাদত্তে ধৈর্য্যমেব চ।
রসানুসারিণী জিহ্বা কর্ষত্যেব রসান্ প্রতি ॥২৪

আহারপ্রভবাঃ প্রাণা মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চাপ্যেকাগ্র্যং নিশ্চিতং তপঃ ॥২৫

অন্নেনোপার্জিতং ত্যক্তুং দুঃখং শুদ্ধেন চেতসা।
তৎ সর্বং ভবতা সাধো যথাবদুপপাদিতম্ ॥২৬

প্রীতাঃ স্মোঽনুগৃহীতাশ্চ সমেত্য ভবতা সহ।
ইন্দ্রিয়াভিজয়ো ধৈর্য্যং সংবিভাগে দমঃ শমঃ ॥২৭

দত্তা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
(বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্নো ন ত্বদন্যোঽস্তি কশ্চন।)
জিতাস্তে কর্ম্মভির্লোকাঃ প্রাপ্তোঽসি পরমাং
গতিম্ ॥২৮
অহো দানং বিধুষ্টং তে সুমহৎ স্বর্গবাসিভিঃ।
সশরীরো ভবান্ সদ্ভা স্বর্গং সুচরিতব্রত ॥২৯
ইত্যেবং বদতস্তস্য তদা দুর্বাসসো মুনেঃ।
দেবদূতো বিমানেন মুদ্গলং প্রত্যুপস্থিতঃ ॥৩০
হংসসারসযুক্তেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
কামগেন বিচিত্রেণ দিব্যগন্ধবতা তথা ॥৩১
উবাচ চৈনং বিপ্রর্ষিং বিমানং কর্ম্মভির্জিতম্।
সমুপারোহ সংসিদ্ধিং প্রাপ্তোঽসি পরমাং মুনে ॥৩২

দেবদূতমুবাচাথ স ঋষির্দেবদূতমুবাচ হ।
ইচ্ছামি ভবতা প্রোক্তান্ গুণান্ স্বর্গনিবাসিনাম্ ॥৩৩
কে গুণাস্তত্র বসতাং কিংতপঃ কশ্চ নিশ্চয়ঃ।
স্বর্গে তত্র সুখং কিঞ্চ দোষো বা দেবদূতক ॥৩৪
সতাং সাপ্তপদং মৈত্রমাহুঃ সন্তঃ কুলোচিতাঃ।
মিত্রতাঞ্চ পুরস্কৃত্য পৃচ্ছামি ত্বামহং বিভো ॥৩৫
যদত্র তথ্যং পথ্যঞ্চ তন্ ব্রবীহ্যবিচারয়ন্।
শ্রুত্বা তথা করিষ্যামি ব্যবসায়ং পিবা তব ॥৩৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বণি
মুদ্গলোপাখ্যানে ষষ্ট্যধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ।২৬০

সাবিত্তাগ (দেয় ব্যক্তিগণকে দান). দম, শম, সত্য ও ধর্ম্ম—এ সমস্ত গুণই তোমাতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। (তোমার ন্যায় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণসম্পন্ন ব্যক্তি অন্য কেহ নাই।) নিজ শুভ কর্ম্মের দ্বারা লোকসমূহ তুমি জয় করিয়াছ ও পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছ।২৭-২৮

আশ্চর্য্য। তোমার সুমহৎ অন্নদানের বিষয় স্বর্গবাসী দেবগণও সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। উত্তম ব্রতপালনকারী মহর্ষি। তুমি সশরীরেই স্বর্গ গমন করিবে।২৯

দুর্ব্বাসা মুনি এইরূপ বলিতে বলিতেই স্বর্গ হইতে বিমানে দেবদূত আসিয়া মুদ্গলের নিকট উপস্থিত হইল।৩০

হংসসারসযুক্ত, কিঙ্কিণীজালের (ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের) মালাতে সুসজ্জিত, দিব্য গন্ধবিশিষ্ট ঐ বিমান দেখিতে যেমন বিচিত্র, তেমনই ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিত।৩১

সেই দেবদূত আসিয়া ব্রহ্মর্ষি মুদ্গলমুনিকে বলিলেন,—হে মুনে! আপনার শুভকর্ম্মের দ্বারা আপনি এই বিমান অর্জ্জন করিয়াছেন এবং আপনি পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং আপনি এই বিমানে আরোহণ করুন।৩২

দেবদূতের এই কথা শুনিয়া ঋষি দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবদূত! আপনি স্বর্গনিবাসিগণের কি কি গুণ আছে বলুন। স্বর্গবাসে কি কি গুণ, কি তপস্যা ও কিরূপ বিচারবুদ্ধি লাভ হয়? এই স্বর্গে সুখ কিরূপ? উহার দোষই বা কি?৩৩-৩৪

কুলীন সজ্জনগণ সাত পা একসঙ্গে চলিলেই তাহাকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। হে প্রভাবশালী পুরুষ! মিত্রতাবশতঃ আমি আপনাকে এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিতেছি।৩৫

এ বিষয়ে যাহা সত্য ও হিতকর, তাহাই অবিচারিতভাবে আপনি আমাকে বলুন। আমি তাহা শুনিয়া আমার কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিব।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ব্রীহিদ্রৌণিকপর্ব্বে মুদ্গল উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬০

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবদূতমুখেন স্বর্গলোকস্য গুণ-দোষরাহিত্য-বিষ্ণুধামশ্চ বৃত্তান্তং শ্রুত্বা মুদ্গলেন দেবদূতস্য প্রত্যাবর্তনায়ানুরোধঃ, যুধিষ্ঠিরং প্রবুধ্য স্বাশ্রমে বেদব্যাসস্য গমনঞ্চ।]

দেবদূত উবাচ।

মহর্ষে আর্ষ্যবুদ্ধিস্ত্বং যঃ স্বর্গসুখমুত্তমম্।
সম্প্রাপ্তং বহু মন্যস্বে বিমৃশস্তবুধো যথা ॥১

উপরিষ্টাদসৌ লোকো যোঽয়ং স্বর্বিতি সংজ্ঞিতঃ।
ঊর্দ্ধগঃ সৎপথঃ সদ্ভিঃ দেবযানচরো মুনে ॥২

নাতপ্ততপসঃ পুংসো নামহাযজ্ঞযাজিনঃ।
নানৃতা নাস্তিকাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি মুদ্গল ॥৩

ধর্মাত্মনো জিতাত্মানঃ শান্তা দান্তা বিমৎসরাঃ।
দানধর্মরতা ধীর্য্যাঃ শূরাশ্চাহবলক্ষণাঃ ॥৪

তত্র গচ্ছন্তি ধর্মাত্মা কৃত্বা শমদমাত্মকম্।
লোকান্ পুণ্যকৃতাং ব্রহ্মন্ সদ্ভিরাচরিতান্ শুভিঃ ॥৫

দেবাঃ সাধ্যাস্তথা বিশ্বে তথৈব চ মহর্ষয়ঃ।
যামা ধামাশ্চ মৌদ্গল্য গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥৬

এষাং দেবনিকায়ানাং পৃথক্ পৃথগনেকশঃ।
ভাস্বন্তঃ কামদমপাঃ লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ ॥৭

ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি যোজনানি হিরণ্ময়ঃ।
মেরুঃ পর্বতরাড্ যত্র দেবোদ্যানানি মুদ্গল ॥৮

নন্দনাদীনি পুণ্যানি বিহারাঃ পুণ্যকর্মণাম্।
ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানির্ন শীতোষ্ণে ভয়ং তথা ॥৯

একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দেবদূতের মুখে স্বর্গলোকের গুণ-দোষ ও দোষরহিত বিষ্ণুধামের কথা শুনিয়া মুদ্গল কর্ত্তৃক দেবদূতকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ এবং যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়া নিজ আশ্রমে বেদব্যাসের প্রত্যাবর্তন।]

দেবদূত বলিলেন,—হে মহর্ষে! আপনার বুদ্ধি শাস্ত্রানুগা। আপনি অনুত্তম স্বর্গসুখ লাভ করত তাহাকে বহু মনে না করিয়া অন্য পুরুষের ন্যায় উহার গুণদোষ কেন বিচার করিতেছেন?১

ঊর্দ্ধস্থিত ঐ লোকের নামই স্বর্গলোক, ঐ ঊর্দ্ধগ সৎপথ নিত্য এবং দেবযানে চড়িয়া তথায় যাইতে হয়।২

মুদ্গল! যাহারা তপস্যা করে নাই, বড় বড় যজ্ঞ করে নাই, যাহারা মিথ্যাবাদী ও নাস্তিক, তাহারা তথায় যাইতে পারে না।৩

ব্রহ্মন্! যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, জিতমনা, শান্ত, দান্ত, মাৎসর্য্যশূন্য, দানধর্ম্মে নিরত, যে সকল বীর পুরুষ সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন এবং যাঁহারা মন ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আচরণ করেন, তাঁহারাই সৎপুরুষগণের দ্বারা সেবিত পুণ্যবান্দিগের প্রাপ্য লোকে গমন করেন।৪-৫

হে মুদ্গল! দেবতা, সাধ্য, বিশ্বেদেব, মহর্ষিগণ, যাম, ধাম, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি দেবশরীরধারিগণের ভিন্ন ভিন্ন অনেক লোক আছে, যাহা জ্যোতির্ম্ময়, তেজস্বী, মঙ্গলকর এবং ইচ্ছামাত্র প্রাপ্য ভোগ্য বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ।৬-৭

স্বর্গে ছত্রিশ হাজার যোজন উচ্চ এক সুবর্ণময় পর্ব্বতরাজ আছে, তাহার নাম সুমেরু; তাহাতে দেবতাগণের নন্দন প্রভৃতি উদ্যানসমূহ বিরাজমান, তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, গ্লানি ও ভয় নাই।৮-৯

বীভৎসমশুভং বাপি তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
মনোজ্ঞাঃ সর্ব্বতো গন্ধাঃ সুখস্পর্শশ্চ সর্ব্বশঃ ॥১০

সদ্মাঃ শ্রুতিমনোগ্রাহ্যাঃ সর্ব্বতস্তত্র বৈ মুনে।
ন শোকো ন জরা তত্র নায়াসপরিদেবনে ॥১১

ঈদৃশঃ স মুনে লোকঃ স্বকর্ম্মফলহেতুকঃ।
সুকৃতৈস্তত্র পুরুষাঃ সন্তবন্ত্যাত্মকর্ম্মভিঃ ॥১২

দৈব্যানি শরীরাণি ভবন্ত্যত্রোপপদ্যতাম্।
কর্ম্মজান্যেব সৌভাগ্যে ন মাতৃপিতৃজান্যুত ॥১৩

ন সংস্বেদো ন দৌর্গন্ধ্যং পুরীষং মূত্রমেব চ।
তেষাং ন চ রজো বস্ত্রং বাধতে তত্র বৈ মুনে ॥১৪

ন ম্লায়ন্তি স্রজস্তেষাং দিব্যগন্ধা মনোরমাঃ।
সংভূঞ্জতে বিমানৈশ্চ ব্রহ্মন্নেবংবিধৈশ্চ তে ॥১৫

ঈর্ষ্যাশোকক্লমোপেতা মোহমাৎসর্য্যবর্জ্জিতাঃ।
সুখং স্বর্গজিতস্তত্র বর্ত্তয়ন্তে মহামুনে ॥১৬

তেষাং তথাবিধানান্তু লোকানাং মুনিপুঙ্গব।
উপর্য্যুপরি লোকস্তু লোকা দিব্যা গুণান্বিতাঃ ॥১৭

পুরস্তাদ্ ব্রাহ্মণাস্তত্র লোকাস্তেজোময়াঃ শুভাঃ।
যত্র যান্ত্যৃষয়ো ব্রহ্মন্ পূতাঃ স্বৈঃ
কর্ম্মভিঃ শুভৈঃ ॥১৮

ঋভবো নাম তত্রান্যে দেবানামপি দেবতাঃ।
তেষাং লোকাৎ পরতরে যান্ যজন্তীহ দেবতাঃ ॥১৯

স্বয়ংপ্রভাস্তে ভাবন্তো লোকাঃ কামদুঘাঃ পরে।
ন তেষাং স্থীকৃতস্তাপো ন লোকৈশ্বর্য্যমৎসরঃ ॥২০

বীভৎস বা অশুভ বস্তু কিছু সেখানে নাই, সেখানে মনোজ্ঞ গন্ধদ্রব্য ও সুখস্পর্শবিশিষ্ট বায়ু প্রভৃতি বস্তু বিরাজমান।১০

হে মুনে। সে স্থান শ্রুতিমনোহর সঙ্গীত-সমূহে পরিপূর্ণ; সেখানে জরা, শোক, ক্লান্তি বা বিলাপ নাই।১১

হে মহর্ষে। এইরূপ সেই লোক কেবল নিজ কর্ম্মফলেই লভ্য; পুরুষগণ পুণ্যবলেই সেখানে উপস্থিত হন।১২

হে মুদ্গল। ঐ স্থানে মাতা ও পিতার গর্ভ ও ঔরস হইতে শরীর লাভ করিতে হয় না, অযোনিজ দৈব্য শরীরসমূহ তথায় পুণ্যবলেই লাভ করা যায়।১৩

সেখানে শরীর হইতে ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, বিষ্ঠা বা মূত্র নির্গত হয় না। হে মুনে। তাঁহাদের বস্ত্র কখন ধূলিমলিন হয় না।১৪

সেখানে সুগন্ধি মাল্যসমূহ কখনও ম্লান হয় না, প্রত্যুত উহা দিব্যগন্ধময় ও মনোরম দেখা যায়। হে ব্রহ্মন্। সেখানে সকলেই এইরূপ দিব্যবিমান লাভ করে।১৫

হে মহামুনে। ঈর্ষ্যা, শোক, ক্লান্তি, মোহ ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া স্বর্গজয়ী পুরুষগণ সুখভোগ করেন।১৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠ। ঐ দেবলোকেরও উপরে আরও অতি কত দিব্য ও গুণান্বিত লোক আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।১৭

ব্রহ্মন্। সকলের উপরে ব্রহ্মলোক বিরাজমান, উহা তেজস্বী ও মঙ্গলকারী—যে স্থানে ঋষিগণ নিজ শুভ কর্ম্মের দ্বারা পরিপূত হইয়া গমন করেন।১৮

সেখানে ঋভুনামে আরও অনেক অতি দেবতা আছেন, যাঁহারা দেবগণেরও আরাধ্য। দেবলোক হইতেও তাঁহাদের লোক উৎকৃষ্ট, দেবগণও তাঁহাদের যজন করেন।১৯

ন বর্ত্তয়ন্ত্যাহুতিভিস্তে নাপ্যমৃতভোজনাঃ।
তথা দিব্যশরীরাস্তে ন চ বিগ্রহমূর্ত্তয়ঃ ॥২১
ন সুখে সুখকামাস্তে দেবদেবাঃ সনাতনাঃ।
ন কল্পপরিবর্ত্তেষু পরিবর্ত্তন্তি তে তথা ॥২২
জরা মৃত্যুঃ কৃতন্তেষাং হর্ষঃ প্রীতিঃ সুখং ন চ।
ন দুঃখং ন সুখঞ্চাপি রাগদ্বেষৌ কুতো মুনে ॥২৩

দেবানামপি সৌদ্গল্য কাঙ্ক্ষিতা সা গতিঃ পরা।
দুষ্প্রাপা পরমা সিদ্ধিরগম্যা কামগোচরৈঃ ॥২৪
ত্রয়স্ত্রিংশদিমে দেবা যেষাং লোকা মনীষিভিঃ।
গম্যন্তে নিয়মৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্দানৈর্বা বিধিপূর্ব্বকৈঃ ॥২৫

সেয়ং দানকৃতা বৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা সুখং ত্বয়া।
তাং ভুঙ্ক্ষ্ব সুকৃতৈর্লব্ধাং তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥২৬
এতৎ স্বর্গসুখং বিপ্র লোকা নানাবিধাস্তথা।
গুণাঃ স্বর্গস্য প্রোক্তাস্তে দোষানপি নিবোধ মে ॥২৭

কৃতস্য কর্ম্মণস্তত্র ভুজ্যতে যৎ ফলং দিবি।
ন চান্যৎ ক্রিয়তে কর্ম মূলচ্ছেদেন ভুজ্যতে ॥২৮
সোঽত্র দোষো মম মতস্তস্মাত্তে পতনঞ্চ যৎ।
সুখব্যাপ্তমনস্কানাং পতনং যচ্চ মুদ্গল ॥২৯

অসন্তোষঃ পরীতাপো দৃষ্ট্বা দীপ্ততরাঃ শ্রিয়ঃ।
যদ্ ভবত্যবরে স্থানে স্থিতানাং তৎ সুদুষ্করম্ ॥৩০

আরও অনেক এমন উত্তম লোক আছে, যাহারা স্বয়ংপ্রকাশ, তেজোময় এবং কামনা-পূরণকারী। সেখানে প্রার্থনিত কোন সন্তান হয় না এবং লোকৈশ্বর্য্যের জন্য কোন মাৎসর্য্য হয় না।২০

ইহারা দেবতাগণের ন্যায় আহুতিভোজী নন এবং ইহাদের অমৃত পান করিবার প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা দিব্যশরীরধারী, তাঁহাদের কোন বিশেষ মূর্ত্তি নাই।২১

তাঁহারা সর্ব্বদাই সুখে প্রতিষ্ঠিত, অথচ কোন সুখের কামনা তাঁহাদের নাই। সেই সনাতন দেবদেবগণ কল্পের পরিবর্ত্তনেও কোনরূপ শারীরিক পরিবর্ত্তন লাভ করেন না।২২

মুনে। জরা, মৃত্যু, হর্ষ, প্রীতি, সুখাদি বিকার এবং এই অবস্থায় উহার মধ্যে সুখ-দুঃখ ও রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বও তাঁহাদের নাই।২৩

হে সৌদ্গল্য। দেবতাগণও ঐরূপ পরমগতি কামনা করেন; কামনার বশীভূত মানুষের পক্ষে ঐরূপ পরমা সিদ্ধিস্বরূপা গতি লাভ করা দুষ্কর।২৪

এই যে ত্রয়স্ত্রিংশটী দেবতা, যাঁহাদের লোক মনীষিগণ বিধিপূর্ব্বক দান ও উত্তম নিয়ম প্রভৃতির দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন।২৫

আপনিও অন্নদানের প্রভাবে অনায়াসেই সেই স্বর্গীয় লোকের সুখসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনি নিজ তপস্যার তেজে দেদীপ্যমান হইয়া পুণ্যকৃদ্গণের লভ্য সেই দিব্য বৈভব উপভোগ করুন।২৬

ব্রহ্মন্। এইরূপ নানাবিধ স্বর্গসুখ এবং উহার গুণের কথা আমি বলিলাম, এখন দোষের কথাও বলিতেছি আমার নিকট শ্রবণ করুন।২৭

কৃত পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ করিবার জন্য স্বর্গলোকে মানুষ যায়, নূতন কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা তখায় তাহার থাকে না; মূলধনস্বরূপ পুণ্যের বলেই সেখানকার ভোগসুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।২৮

মুদ্গল। এইটাই আমার মতে মস্তবড় দোষ যে, সেই সুখভোগের অন্তে স্বর্গ হইতে পতন হয়। সেই সুখে অত্যন্ত আসক্ত জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।২৯

সংজ্ঞামোহশ্চ পততাং ব্রজতা চ প্রধর্ষণম্।
প্রম্লানেষু চ মাল্যেষু ততঃ শিপতিযোঽধমম্ ॥৩১
আব্রহ্মভবনাদেতে দোষা মৌদ্গল্য দারুণাঃ।
নাকলোকে সুকৃতিনাং গুণাশ্চানুত্তমা নৃণাম্ ॥৩২
অয়ং চান্যো গুণঃ শ্রেষ্ঠশ্চ্যুতানাং স্বর্গতো মুনে।
শুভানুপরযোগেন মনুষ্যেষূপজায়তে ॥৩৩
তত্রাপি স মহাভাগঃ সুখভাগভিজায়তে।
ন চেৎ সম্বুধ্যতে তত্র গচ্ছত্যধমতাং ততঃ ॥৩৪
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম তৎ পরত্রোপভুজ্যতে।
কর্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন্ ফলভূমিরসৌ মতা ॥৩৫

মুদ্গল উবাচ।
মহান্তস্ত্বমী দোষাস্ত্বয়া স্বর্গস্য কীর্তিতাঃ।
নির্দোষ এব যস্ত্বন্যো লোকস্তং প্রবদস্ব মে ॥৩৬

দেবদূত উবাচ।
ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্ধ্বং তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি যদ্ বিদুঃ ॥৩৭
ন তত্র বিপ্র গচ্ছন্তি পুরুষা বিষয়াত্মকাঃ।
দম্ভ-লোভ-মহাক্রোধ-মোহ-দ্রোহৈরভিদ্রুতাঃ ॥৩৮
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
ধ্যানযোগপরাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥৩৯

স্বর্গে ও নিম্নস্থানে স্থিত অধিবাসিগণের মধ্যে উচ্চতর স্থানে স্থিত অধিবাসিদের সমৃদ্ধি সম্পদ দেখিয়া যে অসন্তোষ ও মনস্তাপ হয়, তাহা বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন ।৩০

পতনের সময় জীবের সংজ্ঞা লুপ্ত হয় এবং রজোগুণের প্রাবল্যে তাহার বুদ্ধি কলুষিত হয়। তাহার গলদেশের মাল্যসমূহ ম্লান হইতে থাকে এবং ঐ ম্লানতা দেখিয়াই তাহার পতনের অনুমান করা হয়, তখন তাহার পরমভয় জন্মায় ।৩১

মৌদ্গল্য। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকল লোকেরই এই পতনরূপ ভয়ঙ্কর দোষ বর্তমান; স্বর্গলোকে সুকৃতিগণের হাজার হাজার গুণও আছে ।৩২

হে মুনে। স্বর্গচ্যুত পুরুষগণের অপর আর একটী গুণ আছে, তাহা হইতেছে এই যে, তাঁহারা শুভানুপরযোগ লইয়া এই মনুষ্যলোকেই জন্মগ্রহণ করেন ।৩৩

এখানেও সেই মহাভাগ সুখী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে তাহাদের অকর্তব্য সম্বন্ধে বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত না হয়, তবে তাঁহারা অধম যোনিতে গমন করেন ।৩৪

হে ব্রহ্মন্! এখানে যে কর্ম করা হয়, তাহাই মানুষ স্বর্গলোকে ভোগ করে; সুতরাং এই পৃথিবী হইতেছে কর্মভূমি এবং স্বর্গাদিলোক ভোগভূমি মাত্র ।৩৫

মুদ্গল বলিলেন,—এই স্বর্গলোকগুলি মহাদোষে আক্রান্ত আপনার কথায় ইহা বুঝিলাম। অন্য কোন নির্দোষ লোক থাকিলে আপনি তাহাই আমাকে বলুন ।৩৬

দেবদূত বলিলেন,—ব্রহ্মলোকেরও ঊর্দ্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর পরমধাম আছে, উহাকেই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ সনাতন লোক বলা হয়; উহাকে পরব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হয় ।৩৭

হে বিপ্র! তথায় বিষয়ী পুরুষগণ, যাহারা দম্ভ, লোভ, ক্রোধ, মোহ, দ্রোহ প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত, তাহারা যাইতে পারে না ।৩৮

মমতা ও অহঙ্কার শূন্য, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত, জিতেন্দ্রিয় ও ধ্যানযোগপরায়ণ পুরুষগণই গমন করেন ।৩৯

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং পৃচ্ছসি মুদ্গল।
তবানুকম্পয়া সাধো সাধু গচ্ছাম বা চিরম্ ॥৪০

ব্যাস উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু মৌদ্গল্যো বাক্যং বিদ্যুমুখে দ্বিজা।
বিমৃশ্য চ মুনিশ্রেষ্ঠো দেবদূতমুবাচ হ ॥৪১

দেবদূত নমস্তেঽস্তু গচ্ছ তাত যথাসুখম্।
মহাদোষেণ মে কার্যং ন স্বর্গেণ সুখেন বা ॥৪২

পতনান্তে মহদ্ দুঃখং পরিতাপঃ সুদারুণঃ।
স্বর্গভ্রষ্টাশ্চরন্ত্যেহ তস্মাৎ স্বর্গং ন কাময়ে ॥৪৩

যত্র গত্বা ন শোচন্তি ন ব্যথন্তি চলন্তি বা।
তদহং স্থানমত্যন্তং মার্গিষ্যামি কেবলম্ ॥৪৪

ইত্যুক্ত্বা স মুনির্বাক্যং দেবদূতং বিসৃজ্য তম্।
শিলোঞ্ছবৃত্তিং মাস্থায় শমমাভিষ্ঠদুত্তমম্ ॥৪৫
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ভূত্বা লোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
জ্ঞানযোগেন শুদ্ধেন ধ্যাননিত্যো বভূব হ ॥৪৬
ধ্যানযোগাদ্ বলং লব্ধ্বা প্রাপ্য বুদ্ধিমনুত্তমাম্।
জগাম শাশ্বতীং সিদ্ধিং পরাং নির্বাণলক্ষণাম্ ॥৪৭
তস্মাৎ ত্বমপি কৌন্তেয় ন শোকং কর্তুমর্হসি।
রাজ্যাৎ স্ফীতাৎ পরিভ্রষ্টস্তপসা তদবাপ্স্যসি ॥৪৮
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
পর্য্যায়েণোপসর্পন্তে নরং নেমিকৃতা ইব ॥৪৯
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং প্রাপ্স্যস্যমিতবিক্রম।
বর্ষাৎ ত্রয়োদশাদূর্ধ্বং ন্যস্তু তে মানসো জ্বরঃ ॥৫০

হে মুদ্গল! আপনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সবই আমি আপনাকে বলিলাম। হে সাধো! এখন বিলম্ব না করিয়া আপনার কৃপায় আমরা সুখে স্বর্গে গমন করিব ॥৪০

ব্যাসদেব বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মুদ্গল দেবদূতের পূর্বোক্ত কথাগুলি বুদ্ধিবলে চিন্তা করিয়া দেবদূতকে বলিলেন ॥৪১

হে দেবদূত! তোমাকে নমস্কার। তাত! তুমি যথাসুখে স্বর্গে গমন কর। মহাদোষযুক্ত স্বর্গে ও সেখানকার সুখে আমার কোন প্রয়োজন নাই ॥৪২

স্বর্গবাসী পুরুষগণ পতনের পর ভয়ঙ্কর মহাদুঃখ ও অনুতাপ অনুভব করিতে এই লোকে বিচরণ করেন, সুতরাং ঐরূপ স্বর্গসুখ আমার কাম্য নয় ॥৪৩

যেখানে গেলে মানুষ পতন, শোক ও দুঃখের হাত হইতে একেবারে পরিত্রাণ পায়, আমি সেইরূপ অক্ষয় লোকই অন্বেষণ করিতেছি ॥৪৪

এই কথা বলিয়া দেবদূতকে বিদায় দিয়া ধর্মাত্মা মুনি মুদ্গল শিলোঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করত পুনরায় উত্তম শমভাবকে আশ্রয় করিলেন ॥৪৫

নিন্দা ও স্তুতি এবং লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তিনি শুদ্ধ জ্ঞানযোগ অবলম্বন করত নিত্যই ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৪৬

ধ্যানযোগের দ্বারা বল লাভ করত অনুত্তমা বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নির্বাণরূপিণী পরমা সিদ্ধিলাভ করিলেন ॥৪৭

হে কৌন্তেয়! সুতরাং তোমারও মহদ্ধিশালী রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শোক করা উচিত নয়; তপস্যার দ্বারা তুমি উহা পুনরায় লাভ করিবে ॥৪৮

রথচক্রের মধ্যে অবস্থিত তির্য্যক্‌কাষ্ঠগুলি যেমন (নয়নপথবর্তী) চক্রপ্রান্তের নিকট পর্য্যায়ক্রমে আসে, সেইরূপ সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ পর্য্যায়ক্রমে মানুষের জীবনে আসে ॥৪৯

অমিতবিক্রম যুধিষ্ঠির! ত্রয়োদশবর্ষের অনন্তর পিতৃপিতামহ পরম্পরাপ্রাপ্ত রাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইবে; সুতরাং মনের দুঃখ দূর কর ॥৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স এবমুক্ত্বা ভগবান্ ব্যাসঃ পাণ্ডবনন্দনম্।
জগাম তপসে ধীমান্ পুনরেবাশ্রমং প্রতি ॥৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌহিত্রৌপিকপর্ব্বণি মুদ্গলদেবদূতসংবাদে একষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পরমজ্ঞানী ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব পাণ্ডুপুত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ করিয়া তপস্যা করিবার জন্য নিজ আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌহিত্রৌপিকপর্ব্বে মুদ্গলদেবদূতসংবাদবিষয়ক একষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬১

(দ্রৌপদীহরণপর্ব্ব)

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আতিথ্যসৎকারেণ মহর্ষিং দুর্বাসসং তোষয়িত্বা দুর্য্যোধনেন যুধিষ্ঠিরসমীপে তস্য প্রেষণম্, দুর্য্যোধনস্য প্রীতিলাভশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
বসৎস্বেবং বনে তেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
রমমাণেষু চিত্রাভিঃ কথাভির্মুনিভিঃ সহ ॥১
সূর্য্যদত্তাক্ষয়ান্নেন কৃষ্ণায়া ভোজনাবধি।
ব্রাহ্মণাস্তর্পিতাশেষু যে চান্যার্থমুপাগতাঃ ॥২
ধার্ত্তরাষ্ট্রা দুরাত্মানঃ সর্বে দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
কথং তেষ্বনবদ্যেষু পাপাচারা মহাত্মনে ॥৩
দুঃশাসনস্য কর্ণস্য শকুনেশ্চ মতে স্থিতাঃ।
এতদাচক্ষ্ব ভগবন্ বৈশম্পায়ন পৃচ্ছতঃ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বা তেষাং তথা বৃত্তিং নগরে বসতামিব।
দুর্য্যোধনো মহারাজো তেষু পাপমযোচয়ৎ ॥৫
তথা তৈনিকৃতিপ্রজ্ঞৈঃ কর্ণদুঃশাসনাদিভিঃ।
নানোপায়ৈরঘং তেষু চিন্তয়ৎস্থ দুরাত্মসু ॥৬

(দ্রৌপদীহরণপর্ব্ব। ১)

দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মহর্ষি দুর্বাসাকে আতিথ্যসৎকারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া দুর্য্যোধন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট তাঁহাকে প্রেষণ ও দুর্য্যোধনের প্রীতিলাভ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে মহামুনি বৈশম্পায়ন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ যখন বনে মুনিগণের সহিত পবিত্র বার্ত্তালাপে মনোরঞ্জন করিতেছিলেন এবং দ্রৌপদীর ভোজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্য-দত্ত অক্ষয় অন্নপাত্রের প্রভাবে অন্নের জন্য সমাগত ব্রাহ্মণগণকে অন্ন দ্বারা তৃপ্ত করিয়া আনন্দে কালযাপন করিতেছিলেন; তখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির পরামর্শানুসারে কিভাবে তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন? হে ভগবন্! আমি ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে তৎসমস্ত বলুন।১-৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! বনে পাণ্ডবগণ নগরবাসীদিগের ন্যায় আনন্দে

অভ্যাগচ্ছৎ স ধর্মাত্মা তপস্বী সুমহাযশাঃ।
শিষ্যায়ুতসমোপেতো দুর্বাসা নাম কামতঃ ॥৭
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য মুনিং পরমকোপনম্।
দুর্য্যোধনো বিনীতাত্মা প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥৮
সহিতো ভ্রাতৃভিঃ শ্রীমানাতিথ্যেন স্বয়ম্ভুবম্।
বিধিবৎ পূজয়ামাস স্বয়ং কিঙ্করবৎ স্থিতঃ ॥৯
অহানি কতিচিৎ তত্র তস্থৌ স মুনিসত্তমঃ।
তঞ্চ পর্য্যচরদ্ রাজা দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥১০
দুর্য্যোধনো মহারাজ শাপাৎ তস্য বিশঙ্কিতঃ।
সুবিতোঽস্মি মদস্যান্নং শীঘ্রং মম নরাধিপ ॥১১

ইত্যুক্ত্বা গন্তুমি স্নাতুং প্রত্যাগচ্ছতি বৈ চিরাৎ।
ন ভোক্ষ্যামহ মে নাস্তি ক্ষুধেত্যুক্ত্বা তমব্রবীৎ ॥১২
অকস্মাদেত্য চ ক্রতে ভোজয়াস্মাংস্ত্বরান্বিতঃ।
কদাচিচ্চ নিশীথে স উত্থায় নিকৃতৌ স্থিতঃ ॥১৩
পূর্ব্ববৎ কারয়িত্বান্নং ন ভুঙ্‌ক্তে গর্হয়ন্ স্ম সঃ।
বর্ত্তমানে তথা তস্মিন্ যথা দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥১৪
বিকৃতিং নৈতি ন ক্রোধং তদা তুষ্টোঽভবন্মুনিঃ।
আহ চৈনং দুরাধর্ষো বরদোঽস্মীতি ভারত ॥১৫

দুর্বাসা উবাচ।

বরং বরয় ভদ্রং তে যৎ তে মনসি বর্ত্ততে।
মত্তি প্রীতে তু যদ্ দুঃখং নাল্পভাং বিদ্যতে তব ॥১৬

বাস করিতেছেন। এই কথা জানিতে পারিয়া দুর্য্যোধন তাহাদের অনিষ্ট করিবার কথা ভাবিতে লাগিলেন।৫

ছলকপটতাদিবিদ্যানিপুণ কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া যখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন নানা উপায়ে পাণ্ডবগণকে সঙ্কটে ফেলিবার চিন্তা করিতেছিলেন, তখন দশ হাজার শিষ্যসমেত মহাযশস্বী, ধর্ম্মাত্মা, তপস্বী দুর্ব্বাসামুনি যথেচ্ছভাবে তথায় আগমন করিলেন।৬-৭

পরমকোপনস্বভাব দুর্ব্বাসামুনিকে আগত দেখিয়া ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত শ্রীমান্ রাজা দুর্য্যোধন প্রণয়সহকারে অভিমান দমন করত বিনীতভাবে তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

দুর্য্যোধন স্বয়ং ভৃত্যের ন্যায় অবস্থান করিয়া বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া মুনিবর কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করিলেন।

হে মহারাজ! দুর্য্যোধন (অজ্ঞাত মনে) শাপের ভয়ে আশঙ্কিত হইয়া দিবারাত্র অনলস-

---

ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন।

ঐ মুনি কখনও বলিতেন,—হে রাজন্! আমি ক্ষুধার্ত্ত, শীঘ্র আমাকে অন্ন দাও—এই বলিয়া স্নান করিতে গিয়া অনেকক্ষণ পরে তবে ফিরিলেন। তখন আবার তিনি বলিলেন—'আমার ক্ষুধা নাই, খাইব না'—এই বলিয়া অদৃশ্য হইলেন।৮-১২

পুনরায় কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া বলিলেন—"আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও"। কখনও নিশীথ রাত্রিতে উঠিয়া কপটতা অবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন তৈয়ার করাইয়া ভোজনের নিন্দা করত ভোজন করিলেন না।

এইরূপ করিলেও দুর্য্যোধনের যখন কোনরূপ বিকার বা ক্রোধ তিনি দেখিলেন না, তখন দুর্ব্বাসা মুনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভারত! আমি তোমাকে বর দিতে চাই।১৩-১৫

দুর্ব্বাসা বলিলেন,—তোমার কল্যাণ হউক; তুমি ইচ্ছামত বর চাহিয়া লও; আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং ধর্ম্মানুকূল কোন বস্তু চাহিলে তাহা তোমার অলভ্য হইবে না।১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
অন্তস্তত পুনর্জীতমাত্মানং স সুযোধনঃ ॥১৭

প্রাগেব মন্ত্রিভিঃ সার্ধং কর্ণ-দুঃশাসনাদিভিঃ।
যাচনীয়ং মুনেস্তস্যাদিতি নিশ্চিত্য দুর্মতিঃ ॥১৮

অভিহর্ষান্বিতো রাজন্ বরমেনমযাচত।
শিষ্যৈঃ সহ যথা ব্রহ্মন্ যথা জাতোঽতিথির্ভবান্ ॥১৯

অস্মৎকুলে মহারাজো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ।
বনে বসতি ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥২০

গুণবান্ শীলসম্পন্নস্তস্য ত্বমতিথির্ভব।
যদা চ রাজপুত্রী সা সুকুমারী যশস্বিনী ॥২১

ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ সর্বান্ পতীংশ্চ বরবর্ণিনী।
বিশ্রান্তা চ স্বয়ং ভুক্ত্বা সুখাসীনা ভবেদ্ যদা ॥২২

তদা ত্বং তত্র গচ্ছেথা যদ্যভুগ্রাহ্যতা ময়ি।
তথা কুরিষ্যে ত্বৎপ্রীত্যেত্যেবমুক্ত্বা সুযোধনম্ ॥২৩

দুর্বাসা অপি বিপ্রেন্দ্রো যথাগতমগাৎ ততঃ।
কৃতার্থমপি চাত্মানং তদা মেনে সুযোধনঃ ॥২৪

করেণ চ করং গৃহ্য কর্ণস্য মুদিতো ভৃশম্।
কর্ণোঽপি ভ্রাতৃসহিতমিত্যুবাচ নৃপং মুদা ॥২৫

কর্ণ উবাচ।

দিষ্ট্যা কামঃ সুসংবৃত্তো দিষ্ট্যা কৌরব বর্ধসে।
দিষ্ট্যা তে শত্রবো মগ্না দুস্তরে ব্যসনার্ণবে ॥২৬

দুর্বাসঃক্রোধজে বহ্নৌ পতিতাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
স্বৈরেব তে মহাপাপৈর্গতা বৈ দুস্তরং তমঃ ॥২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শুদ্ধান্তঃকরণ মুনির এই কথা শুনিয়া দুর্যোধন মনে করিলেন, তিনি যেন নূতন জীবন ফিরিয়া পাইলেন।১৭

পূর্ব্ব হইতেই কর্ণ-দুঃশাসনাদির সহিত মন্ত্রণা করিয়া নিশ্চয় করাইয়া ছিলেন যে তিনি কি বর চাহিবেন। সুতরাং তিনি হর্ষান্বিত হইয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন—আপনি যেমন শিষ্যগণের সহিত আমার অতিথি হইয়াছেন, তেমনই বনবাসী আমাদের কুলে সকলের জ্যেষ্ঠ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরেরও অতিথি হউন। তিনি অত্যন্ত গুণবান্ ও সচ্চরিত্র, তিনি খুব সন্তুষ্ট হইবেন।১৮-২০

যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তবে সেই সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অতিথি হইবেন, যখন যশস্বিনী সুকুমারী দ্রৌপদী নিজ পতিগণ ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া নিজে সুখে উপবেশন করত বিশ্রাম করিতেছেন।২১-২২

"তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আমি তাহাই করিব"—এই কথা সুযোধনকে বলিয়া বিপ্রর্ষি দুর্বাসা যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই চলিয়া গেলেন। দুর্যোধন তখন নিজের আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।২৩-২৪

অনন্তর নিজ হাতে কর্ণের হাত ধরিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। কর্ণ তখন ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট দুর্যোধনকে বলিলেন।২৫

কর্ণ বলিলেন,—হে কৌরব। সৌভাগ্যবশতঃ তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে এবং সৌভাগ্য-বশতঃই আজ তোমার শত্রু মহা বিপদসাগরে মগ্ন হইল।২৬

দুর্বাসার ক্রোধবহ্নিতে পতিত হইয়া নিজ মহাপাপের ফলেই পাণ্ডবগণ আজ ঘোর নরকে গমন করিবে।২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্থং তে নিকৃতিপ্রজ্ঞা রাজন্ দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
হসন্তঃ প্রীতমনসো জগ্মুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি দুর্বাসউপাখ্যানে দ্বিষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্। এইরূপে কপটবুদ্ধিপরায়ণ দুর্য্যোধনাদি প্রীতমনে হাসিতে হাসিতে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন ।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে দুর্বাসা-উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৬২

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অকালে পাণ্ডবানামাশ্রমে আতিথেয়তায়ৈ দুর্ব্বাসোমুনেরাগমনম্, দ্রৌপদীস্মৃতস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাবির্ভাবঃ দুর্বাসোভয়াৎ পাণ্ডবানাং পরিত্রাণম্, তানাশ্বাস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাগামনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কদাচিদ্ দুর্বাসাঃ সুখাসীনাংস্তু পাণ্ডবান্।
ভুক্তবতীঞ্চ পাঞ্চালীং জ্ঞাত্বা তস্মিন্ বনে মুনিঃ ॥১
অভ্যাগচ্ছৎ পরিবৃতঃ শিষ্যৈরযুতসম্মিতৈঃ।
দৃষ্ট্বাগতং তমতিথিং স চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২
জগামাভিমুখঃ শ্রীমান্ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ।
তস্মৈ বদ্ধাঞ্জলিঃ সম্যগুপবেশ্য বরাসনে ॥৩
বিধিবৎ পূজয়িত্বা তমাতিথ্যেন ন্যমন্ত্রয়ৎ।
আহ্নিকং ভগবন্ কৃত্বা শীঘ্রমেহীতি চাব্রবীৎ ॥৪
জগাম চ মুনিঃ সোঽপি স্নাতুং শিষ্যৈঃ সহানঘঃ।
ভোজয়েৎ সহশিষ্যং মাং কথমিত্যবিচিন্তয়ন্ ॥৫
স্নমজ্জৎ সলিলে চাপি মুনিসঙ্ঘঃ সমাহিতঃ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ দ্রৌপদী ঘোষতাং বরা ॥৬

ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[অনন্তরে পাণ্ডবগণের আশ্রমে আতিথেয়তার জন্য দুর্ব্বাসা মুনির আগমন, দ্রৌপদী কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া ভগবানের আবির্ভাব, দুর্ব্বাসার ভয় হইতে পাণ্ডবগণের পরিত্রাণ এবং তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর কোন এক সময় দুর্ব্বাসা মুনি পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে ভোজনান্তে সুখোপবিষ্ট আছেন জানিতে পারিয়া দশ হাজার শিষ্যে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া শ্রীমান্ মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত করযোড়ে তাঁহার অভ্যর্থনা করত এক উত্তম আসনে বসাইলেন এবং পাদ্যার্ঘ্যাদির দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—হে ভগবন্। আপনি শীঘ্র সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া আসুন ।১-৪

মুনি শিষ্যগণের সহিত "ইহারা আমাকে কি করিয়া ভোজন করাইবে" এই কথা চিন্তা করিতে করিতে স্নান করিতে গেলেন এবং সেই মুনিসঙ্ঘ সকলেই জলে নিমজ্জিত হইলেন ।৫

চিন্তাময়াপ পরমামন্ত্রহেতোঃ পতিব্রতা।
সা চিন্তয়ন্তী চ যযৌ নান্যহেতুমবিন্দত ॥৭
মনসা চিন্তয়ামাস কৃষ্ণং কংসনিষূদনম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো দেবকীনন্দনাব্যয় ॥৮
বাসুদেব জগন্নাথ প্রণতার্তিবিনাশন।
বিশ্বাত্মন্ বিশ্বজনক বিশ্বহর্তঃ প্রভোঽব্যয় ॥৯
প্রপন্নপাল গোপাল প্রজাপাল পরাৎপর।
আকূতীনাঞ্চ চিত্তীনাং প্রবর্তক নমাস্মি তে ॥১০
বরেণ্য বরদানন্ত শরণ্যানাং গতির্ভব
পুরাণপুরুষ প্রাণমনোবৃত্ত্যাত্মগোচর ॥১১
সর্বাধ্যক্ষ পরাধ্যক্ষ ত্বামহং শরণং গতা।
পাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসল ॥১২

নীলোৎপলদলশ্যাম পদ্মগর্ভারুণেক্ষণ।
পীতাম্বরপরীধান লসৎকৌস্তুভভূষণ ॥১৩
ত্বমাদিরন্তো ভূতানাং ত্বমেব চ পরায়ণম্।
পরাৎপরতরং জ্যোতির্বিশ্বাত্মা সর্বতোমুখঃ ॥১৪
ত্বামেবাহুঃ পরং বীজং নিধানং সর্বসম্পদাম্।
ত্বয়া নাথেন দেবেশ সর্বাপদ্ভ্যো ভয়ং ন হি ॥১৫
দুঃশাসনাদহং পূর্বং সভায়াং মোচিতা যথা।
তথৈব সঙ্কটাদস্মান্মামুদ্ধর্তুমিহার্হসি ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং স্তুতস্তদা দেবঃ কৃষ্ণয়া ভক্তবৎসলঃ।
দ্রৌপদ্যাঃ সঙ্কটং জ্ঞাত্বা দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥১৭
পার্শ্বস্থাং শয়নে ত্যক্ত্বা রুক্মিণীং কেশবঃ প্রভুঃ।
তত্রাজগাম ত্বরিতো হ্যচিন্ত্যগতিরীশ্বরঃ ॥১৮

এদিকে রমণীশিরোমণি দ্রৌপদী অসময়ে দুর্বাসার আগমনে অন্নের জন্য বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন। চিন্তা করিয়া কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া তিনি মনে মনে কংসবিনাশন শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি মনে মনে বলিলেন—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে দেবকীনন্দন! হে বাসুদেব! হে জগন্নাথ! হে প্রণতদুঃখবিনাশন! হে বিশ্বহর্তঃ, হে প্রভো! হে অব্যয়! হে শরণাগত-পালক! হে গোপাল! হে প্রজাপাল! হে পরাৎপর! হে মন ও বুদ্ধির প্রবর্তক! তোমাকে নমস্কার করি।৮-১০

হে বরেণ্য! হে বরদ! হে অনন্ত! হে সমস্ত জগতের গতি! হে পুরাণপুরুষ! হে প্রাণমনোবৃত্তির অগোচর পুরুষ! হে সকলের সাক্ষিস্বরূপ পরমাত্মন্! আমি তোমার শরণাগত হইলাম। হে শরণাগতবৎসল! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া রক্ষা কর।১১-১২

হে নীলোৎপলদল শ্যাম! তোমার নয়নদ্বয় পদ্মের মধ্যস্থিত গর্ভের ন্যায় অরুণবর্ণ, তোমার পরিধেয় বস্ত্র পীতবর্ণ, তোমার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ মালা ভূষিত আছে। হে প্রভো! তুমিই সমস্ত প্রাণীর আদি ও অন্ত। তুমিই সকলের পরম আশ্রয়। তুমি পরাৎপর, জ্যোতির্ময়, সর্বাত্মা এবং সর্বতোমুখ পরমেশ্বর।১৩-১৪

জ্ঞানী পুরুষগণ তোমাকে এই জগতের পরম বীজ ও সম্পূর্ণ সম্পৎসমূহের নিধি বলিয়া বর্ণনা করেন। হে দেবেশ্বর! তোমাকে নাথরূপে পাইয়া আমি সকল আপদের ভয় হইতে মুক্ত।১৫

হে প্রভো! পূর্বে কৌরবসভায় তুমি দুঃশাসনের হাত হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছিলে, তেমনই আজ আমাকে এই বর্তমান সঙ্কট হইতেও মুক্ত কর।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কৃষ্ণা এইরূপে স্তুতি করিলে ভক্তবৎসল, দেবদেব, জগৎপতি, প্রভু, অচিন্ত্যগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর সঙ্কট জানিয়া পর্যঙ্কে পার্শ্বস্থিতা রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করত দ্রৌপদীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১৭-১৮

ততস্তু দ্রৌপদী দৃষ্ট্বা প্রণম্য পরয়া মুদা।
অব্রবীদ্ বাসুদেবায় মুনেরাগমনাদিকম্ ॥১৯
ততস্তামব্রবীৎ কৃষ্ণঃ ক্ষুধিতোঽস্মি তৃপাতুরঃ।
শীঘ্রং ভোজয় মা কৃষ্ণে পশ্চাৎ সর্বং করিষ্যসি ॥২০
নিশম্য তদ্বচঃ কৃষ্ণা লজ্জিতা বাক্যমব্রবীৎ।
স্থাল্যাং ভাস্করদত্তায়ামন্নং মন্ত্রোজনাবধি ॥২১
ভুক্তবত্যাস্ত্বহং দেব তস্মাদন্নং ন বিদ্যতে।
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ কৃষ্ণাং কমললোচনঃ ॥২২
কৃষ্ণে ন নর্মকালোঽয়ং ক্ষুদ্রুদ্বেগাতুরে ময়ি।
শীঘ্রং গচ্ছ মম স্থালীমানীয় ত্বং প্রদর্শয় ॥২৩
ইতি নির্বন্ধতঃ স্থালীমানায্য সা যদূদ্বহঃ।
স্থাল্যাঃ কণ্ঠেঽথ সংলগ্নং শাকান্নং বীক্ষ্য কেশবঃ ॥২৪
উপযুজ্যাব্রবীদেনামনেন হরিরীশ্বরঃ।
বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবস্তৃপ্তশ্চাপ্নোতি যজ্ঞভুক্ ॥২৫

আকারয় মুনীন্ শীঘ্রং ভোজনায়েতি চাব্রবীৎ।
সহদেবং মহাবাহুঃ কৃষ্ণঃ ক্লেশবিনাশনঃ ॥২৬

ততো জগাম ত্বরিতঃ সহদেবো মহাযশাঃ।
আকারিতুং তু তান্ সর্বান্ ভোজনার্থং নৃপোত্তম ॥২৭

স্নাতুং গতান্ দেবনদ্যাং দুর্বাসঃপ্রমুখান্ মুনীন্।
তে চাবতীর্ণাঃ সলিলে কৃতবন্তোঽঘমর্ষণম্ ॥২৮
দৃষ্ট্বৈবোদ্গারান্ সামরসাংস্তৃপ্ত্যা পরময়া যুতাঃ।
উত্তীর্য্য সলিলাৎ তস্মাদ্ দৃষ্টবন্তঃ পরস্পরম্ ॥২৯
দুর্বাসসমভিপ্রেক্ষ্য তে সর্বে মুনয়োঽব্রুবন্।
রাজ্ঞা হি কারয়িত্বান্নং বয়ং স্নাতুং সমাগতাঃ ॥৩০
আকণ্ঠতৃপ্তা বিপ্রর্ষে কিংচিদ্ ভুক্তামহে বয়ম্।
বৃথা পাকঃ কৃতোঽস্মাভিস্তত্র কিং করবামহে ॥৩১

তারপর দ্রৌপদী তাঁহাকে দেখিয়া পরমানন্দে প্রণাম করত দুর্ব্বাসার অসময়ে আগমনবৃত্তান্ত বাসুদেবকে বলিলেন।১৯

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাকে বলিলেন,—কৃষ্ণে! "আমি ক্ষুধার্ত্ত আমাকে শীঘ্র খাইতে দাও, পরে সব করিবে"। তাঁহার কথা শুনিয়া কৃষ্ণা লজ্জিতা হইয়া বলিলেন,—হে দেব! সূর্য্যদত্ত অন্নপাত্রে আমার ভোজনকাল পর্য্যন্ত অন্ন থাকে, কিন্তু আমার ভোজন সমাপ্ত হইলে আর অন্ন থাকে না; আমি ভোজন করিয়াছি, সুতরাং ঐ হাঁড়িতে আর অন্ন নাই। তখন কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলিলেন।২০-২২

হে কৃষ্ণে! এখন পরিহাসের সময় নয়। আমি ক্ষুধার্ত্ত, শীঘ্র যাও, ঐ হাঁড়িটি আনিয়া আমাকে দেখাও। তখন বহুপতির নির্ব্বন্ধাতিশয়ে কৃষ্ণা হাঁড়িটি আনিয়া দেখাইলে ভগবান্ হাঁড়ির গলদেশে শাকান্ন দেখিতে পাইলেন এবং সেই শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া বলিলেন,—"এই অন্নের দ্বারা বিশ্বাত্মা হরি প্রীত হউন এবং যজ্ঞেশ্বর সন্তুষ্ট হউন"।২৩-২৫

ক্লেশবিনাশন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন সহদেবকে বলিলেন,—"যাও, মুনিগণকে বল আপনারা শীঘ্র ভোজন করিতে আসুন"।২৬

হে নৃপোত্তম! অনন্তর সহদেব তাড়াতাড়ি স্নানার্থ গত দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মুনিগণকে ভোজনের নিমিত্ত ডাকিতে গেলেন।২৭

তাঁহারা জলে নামিয়া অঘমর্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহাদের উদর আকণ্ঠ অন্নরসে পরিপূর্ণ হইয়া উদ্গার উঠিতেছে। তাঁহারা জল হইতে পরস্পরের দিকে তাকাইতে লাগিলেন এবং দুর্ব্বাসা ঋষির নিকটে আসিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে! এদিকে তাঁহাদের দ্বারা এত-লোকের পাক করাইয়াছি, অথচ আমরা আকণ্ঠপরিতৃপ্ত, কি করিয়া ভোজন করিব। আমরা যে অন্নাদি পাক করাইলাম, তাহা বৃথা হইল। সেইজন্য আমরা আর কি করিব।২৮-৩১

দুর্বাসা উবাচ।

বৃথা পাকেন রাজর্ষেরপরাধঃ কৃতো মহান্।
আস্মানঞ্চাক্ষুর্দৃষ্ট্যৈব পাণ্ডবাঃ ক্রূরচক্ষুষা ॥৩২
স্মরামুভাবং রাজর্ষেরম্বরীষস্য ধীমতঃ।
বিভেমি সুতরাং বিপ্রা হরিপাদাশ্রয়াজ্জনাৎ ॥৩৩
পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানঃ সর্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ ব্রতিনস্তপসি স্থিতাঃ ॥৩৪
সদাচাররতা নিত্যং বাসুদেবপরায়ণাঃ।
ক্রুদ্ধাস্তে নির্দহেয়ুর্যে তূলরাশিমিবানলঃ ॥
তত এতান্‌পৃষ্ট্যৈব শিষ্যাঃ শীঘ্রং পলায়ত ॥৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে দ্বিজাঃ সর্বে মুনিনা গুরুণা তদা।
পাণ্ডবেভ্যো ভৃশং ভীতা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ ॥৩৬

দুর্ব্বাসা বলিলেন,—বৃথা পাক করাইয়া রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের কাছে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছি। পাণ্ডবগণ ক্রূরদৃষ্টিতে আমাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে; কারণ, তাহারা ভগবান্ শ্রীহরির চরণাশ্রিত। হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির চরণাশ্রিত পরমজ্ঞানী অম্বরীষের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া আমি শ্রীহরির চরণাশ্রিত ভক্তকে বড় ভয় করি।৩২-৩৩

পাণ্ডবগণ সকলেই মহাত্মা এবং ধর্ম্মপরায়ণ, বীর, বিদ্বান্, ব্রতধারী, তপস্যানিরত, সদাচারনিষ্ঠ এবং নিত্যই বাসুদেবপরায়ণ। অগ্নি যেমন তূলা-রাশিকে দগ্ধ করে, তেমনই তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। অতএব হে শিষ্যগণ! তোমরা পাণ্ডবগণকে কিছু না বলিয়াই পলায়ন কর।৩৪-৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন গুরু দুর্ব্বাসা এইরূপ বলিলে তাঁহার শিষ্য ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবাশ্রমের নিকট হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন

সহদেবো দেবনদ্যাবপশ্যন্ মুনিসত্তমান্।
তীর্থেষিতস্ততস্তস্থা বিচচার গবেষয়ন্ ॥৩৭

তত্রস্থেভ্যস্তাপসেভ্যঃ শ্রুত্বা তাংশ্চৈব বিদ্রুতান্।
যুধিষ্ঠিরমথাভ্যেত্য তং বৃত্তান্তং ন্যবেদয়ৎ ॥৩৮

ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্বে প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষিণঃ।
প্রতীক্ষন্তঃ কিয়ৎকালং জিতাত্মানোঽবতস্থিরে ॥৩৯

নিশীথেঽভ্যেত্য চাকস্মাদস্মান্ ন ছলয়িষ্যতি।
কথঞ্চ নিষ্কৃতিমাস্মাৎ কৃচ্ছ্রাদ্ দৈবোপপাদিতাৎ ॥৪০

ইতি চিন্তাপরান্ দৃষ্ট্বা নিঃশ্বসন্তো মুহুর্মুহুঃ।
উবাচ বচনং শ্রীমান্ কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥৪১

করিলেন।৩৬

তারপর সহদেব সেই দেবনদীতে গিয়া মুনি-গণকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ তীর্থসমূহে অন্বেষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগি-লেন।৩৭

সেই স্থানের তাপসগণের নিকট হইতে মুনিগণ পলাইয়া গিয়াছেন ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।৩৮

তারপর সংযতচিত্ত পাণ্ডবগণ তাঁহাদের প্রত্যাগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া কিছু সময় সংযতভাবে অপেক্ষা করিলেন।৩৯

পরে নিশীথ রাত্রিতে আমাদিগকে হয়ত ছলনা করিতে পারেন, কেমন করিয়া আমরা এই দৈবকৃত দুর্বিপাক হইতে উদ্ধার পাইব এইরূপ চিন্তা করিয়া পাণ্ডবগণ মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐ অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন এবং বলিলেন।৪০-৪১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

তবস্তামাপদং জ্ঞাত্বা মুনেঃ পরমকোপনাৎ।
দ্রৌপদ্যা চিন্তিতঃ পার্থা অহং সত্বরমাগতঃ ॥৪২
ন তত্র বিদ্যতে তস্মাদ্যুষ্মাকং ত্বর্বাসোঽন্নকম্।
তেজসা তবতাং ভীতঃ পূর্বমেব পলায়িতঃ ॥৪৩
ধর্মনিত্যাস্তু যে কেচিন্ন তে সীদন্তি কর্হিচিৎ।
আপৃচ্ছে বো গমিষ্যামি নিহতং তন্ত্রমস্তু বঃ ॥৪৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বেরিতং কেশবস্য বভূবুঃ স্বস্থমানসাঃ।
দ্রৌপদ্যা সহিতাঃ পার্থাস্তমূচুর্বিগতজ্বরাঃ ॥৪৫
ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ দুস্তরাদাপদং বিভো।
তীর্ণাঃ প্লবমিবাসাদ্য মজ্জমানা মহার্ণবে ॥৪৬
যন্তি সাধব তন্ত্রং তে ইত্যুক্ত্বাতো যযৌ পুরীম্।
পাণ্ডবাশ্চ মহাভাগ দ্রৌপদ্যা সহিতাঃ প্রভো ॥৪৭
উষুঃ প্রহৃষ্টমনসো বিহরন্তো বনাদ্ বনম্।
ইতি তেঽভিহিতং রাজন্ যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ॥৪৮
এবংবিধাস্তনীকানি ধার্তরাষ্ট্রৈর্দুরাত্মভিঃ।
পাণ্ডবেষু বনস্থেষু প্রযুক্তানি বৃথাভবন্ ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণপর্বণি দুর্বাসউপাখ্যানে ত্রিষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে কুন্তীনন্দনগণ! পরম-কোপন মহর্ষি দুর্বাসা হইতে আপনাদের বিপদের কথা জানিতে পারিয়া এবং দ্রৌপদী আমাকে ধ্যান করায় আমি শীঘ্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥৪২

এখন মহর্ষি দুর্বাসা হইতে আপনাদের একটুও ভয় নাই। তিনি আপনাদের তেজে ভীত হইয়া পূর্বেই পলায়ন করিয়াছেন ॥৪৩

যাহারা সদা স্বধর্মনিষ্ঠ, তাহারা কখনও অবসাদ-প্রাপ্ত হয় না। আমাকে এখন যাইতে হইবে। আপনাদের নিকট বিদায় চাহিতেছি। আপনাদের মঙ্গল হউক ॥৪৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভগবান্ কেশবের এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ স্বস্থচিত্ত হইলেন। তাঁহাদের সকল চিন্তা দূর হইল। তখন দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণ উদ্বেগশূন্য হইয়া ভগবান্‌কে বলিলেন,—হে গোবিন্দ! হে বিভো! আমাদের নাথরূপে আপনাকে পাইয়া মহাসমুদ্রে নিমজ্জনোন্মুখ মানুষগণ যেমন নৌকার সাহায্যে উত্তীর্ণ হয়, তেমনই আমরা মহাসঙ্কটসমূহ হইতে পার হইতেছি ॥৪৫-৪৬

তোমার মঙ্গল হউক। তুমি এইরূপে ভক্তগণের কল্যাণসাধন করিতে থাক। পাণ্ডবগণ এই কথা বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে চলিয়া গেলেন। হে প্রভো! হে মহাভাগ জনমেজয়! অনন্তর দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণ আনন্দিতমনে বন হইতে বনান্তরে বিহার করত তথায় আনন্দে বাস করিতে থাকিলেন।

হে রাজন্! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা সবই বলিলাম। এইরূপ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ বনমধ্যে পাণ্ডবগণের অনেক অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই ॥৪৭-৪৯

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্বে দুর্বাসাউপাখ্যানবিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২৬৩

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা জয়দ্রথস্য মোহঃ, দ্রৌপদীসমীপে কোটিকাস্যস্য প্রেরণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ বহুমৃগেঽরণ্যে অটমানা মহারথাঃ।
কাম্যকে ভরতশ্রেষ্ঠা বিজহ্রুস্তে যথামরাঃ ॥১

প্রেক্ষমাণা বহুবিধান্ বনোদ্দেশান্ সমন্ততঃ।
ঘর্ষর্তুকালজান্শ্চ বনরাজীঃ সুপুষ্পিতাঃ ॥২

পাণ্ডবা মৃগয়াশীলাশ্চরন্তস্তন্মহদ্ বনম্।
বিজহ্রুস্ত্রিদশপ্রতিমাঃ কঞ্চিৎ কালমরিন্দম ॥৩

ততস্তে যৌগপদ্যেন যযুঃ সর্বে চতুর্দিশম্।
মৃগয়াং পুরুষব্যাঘ্রা ব্রাহ্মণার্থে পরন্তপাঃ ॥৪

দ্রৌপদীমাশ্রমে রক্ষ তৃণবিন্দোরনুজ্ঞয়া।
মহর্ষেদীপ্ততপসো ধৌম্যস্য চ পুরোধসঃ ॥৫

ততস্তু রাজা সিন্ধূনাং বার্দ্ধক্ষত্রির্মহাবলঃ।
বিবাহকামঃ শাল্বেষান্ প্রয়াতঃ সোঽনুবৎ তদা ॥৬

মহতা পরিবর্হেণ রাজযোগ্যেন সংবৃতঃ।
রাজভির্বহুভিঃ সার্ধমুপায়াৎ কাম্যকঞ্চ সঃ ॥৭

তত্রাপশ্যৎ প্রিয়াং ভার্য্যাং পাণ্ডবানাং যশস্বিনীম্।
তিষ্ঠন্তীমাশ্রমদ্বারি দ্রৌপদীং নির্জনে বনে ॥৮

বিরাজমানাং বপুষা বিভ্রতীং রূপমুত্তমম্।
ভ্রাজয়ন্তীং বনোদ্দেশং নীলাভ্রমিব বিদ্যুতম্ ॥৯

অপ্সরা দেবকন্যা বা মায়া বা দেবনির্মিতা।
ইতি কৃষ্ণাং সর্বে দদৃশুস্তামনিন্দিতাম্ ॥১০

চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীকে দেখিয়া জয়দ্রথের মোহ ও দ্রৌপদীর নিকট কোটিকাস্যকে প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বহু মৃগ-পরিপূর্ণ সেই কাম্যকনামক অরণ্যে মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণ দেবগণের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন।১

তাঁহারা বনের চারিদিকে বহুস্থানে, যথাকালে প্রতি ঋতুতে প্রস্ফুটিত রমণীয় পুষ্পবৃক্ষসমূহ ও বনরাজি দর্শন করিতে লাগিলেন।২

শত্রুদমন জনমেজয়! ইন্দ্রতুল্য পাণ্ডবগণ সেই মহাবনে মৃগয়া করিতে করিতে কিয়ৎকাল সেইখানে কাটাইলেন।৩

তাহার পর একদিন শত্রুতাপন পুরুষপ্রবর পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণগণের জন্য মৃগয়ার উদ্দেশ্যে দীপ্ততপস্বী পুরোহিত মহর্ষি ধৌম্য ও তৃণবিন্দুর অনুমতি লইয়া দ্রৌপদীকে একাকিনী আশ্রমে রক্ষা করত যুগপৎ বহির্গত হইলেন।৪-৫

অনন্তর বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র সিন্ধুরাজ মহাবলশালী জয়দ্রথ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া শাল্বদেশে যাইবার পথে সেই কাম্যকবনে আগমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে রাজোচিত মহামূল্য ভূষণ-পরিচ্ছদ ও বহু অধীনস্থ রাজা ছিল।৬-৭

তিনি সেখানে সেই নির্জ্জন বনে পাণ্ডবগণের যশস্বিনী প্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদীকে আশ্রমের দ্বারে দণ্ডায়মানা দেখিতে পাইলেন।৮

তখন মেঘের শোভাবর্দ্ধনকারিণী বিদ্যুতের ন্যায় দ্রৌপদী নিজ উত্তম রূপে সেই বনোদ্দেশকে আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন।৯

"ইনি অপ্সরা, কোন দেবকন্যা অথবা দেব-

ততঃ স রাজা সিন্ধূনাং বার্দ্ধক্ষত্রির্জয়দ্রথঃ।
বিস্মিতস্তদবস্থাঙ্গীং দৃষ্ট্বা তাং দুষ্টমানসঃ ॥১১
স কোটিকাস্যং রাজানমব্রবীৎ কামমোহিতঃ।
কস্য স্বেষানবস্থাঙ্গী যদি বাপি ন মানুষী ॥১২
বিবাহার্থো ন মে কশ্চিদিমাং প্রাপ্যাভিসুন্দরীম্।
এতামেবাহমাদায় গমিষ্যামি স্বমালয়ম্ ॥১৩
গচ্ছ জানীহি সৌম্যেমাং কস্য বাত্র কুতোঽপি বা।
কিমর্থমাগতা দুঃখমিদং কষ্টমিহ বনম্ ॥১৪
অপি নাম বরারোহা মামেষা লোকসুন্দরী।
অনেনস্যায়তাপাঙ্গী সুদতী তনুমধ্যমা ॥১৫

অপ্যহং কৃতকামঃ স্যামিমাং প্রাপ্য বরস্ত্রিয়ম্।
গচ্ছ জানীহি কো হ্যস্যা নাথ ইত্যেব কোটিক ॥১৬
স কোটিকাস্যস্তচ্ছ্রুত্বা রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী।
উপেত্য পপ্রচ্ছ তদা ক্রোষ্টা ব্যাঘ্রবধূমিব ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি জয়দ্রথাগমনে চতুঃষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৪

নির্ম্মিতা ধাতা।" — এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অনিন্দিতা দ্রৌপদীকে দর্শন করিতেছিলেন ।১০

তখন সেই অনবদ্যাঙ্গী দ্রৌপদীকে দেখিয়া বৃদ্ধক্ষত্রপুত্র সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের মনে বিস্ময়ের এবং দুষ্টভাবের উদয় হইল ।১১

তিনি কামমোহিত হইয়া কোটিকাস্য রাজাকে বলিলেন—এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী কাহার স্ত্রী? অথবা উনি কোন মানুষের স্ত্রী নহেন ।১২

আমি এইরূপ পরমা সুন্দরী রমণীকে লইয়াই নিজ গৃহে গমন করিব, আমার বিবাহের আর কোন প্রয়োজন নাই ।১৩

হে সৌম্য! তুমি যাও, গিয়া জান এই পরমা সুন্দরী রমণী কাহার স্ত্রী ও কোথা হইতে এখানে আসিয়াছে? এই দুঃখ কেনই বা এই কষ্টকাকুল বনে আসিয়াছে ।১৪

এই বরারোহা বিশ্বসুন্দরী আয়তলোচনা সুদতী তনুমধ্যমা রমণী আমাকে বরণ করিবে কি ।১৫

আমি এই উত্তম স্ত্রীকে পাইয়া কৃতার্থ হইব। হে কোটিক! তুমি জান ইহার পতি কে? কুণ্ডলমণ্ডিত কোটিকাস্য তাহার কথা শুনিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ব্যাঘ্রবধূর অভিমুখে শৃগালের ন্যায় দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ।১৬-১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে জয়দ্রথ-আগমনবিষয়ক চতুঃষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৬৪

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কোটিকাস্তস্য দ্রৌপদ্যৈ জয়দ্রথাদীনাং পরিচয়দানম্, দ্রৌপদ্যাঃ পরিচয়জিজ্ঞাসা চ।]

কোটিক উবাচ।

কা ত্বং কদম্বস্য বিনাম্য শাখা-
মেকাশ্রমে তিষ্ঠসি শোভমানা।
দেবীপ্যমানাগ্নিশিখেব নক্তং
ব্যাধূয়মানা পবনেন মুক্তঃ ॥১

অতীব রূপেণ সমন্বিতা ত্বং
ন চাপ্যরণ্যেষু বিভেষি কিঞ্চন।
দেবী নু যক্ষী যদি দানবী বা
বরাপ্সরা দৈত্যবরাঙ্গনা বা ॥২

বপুষ্মতী বোরগরাজকন্যা
বনেচরী বা ক্ষণদাচরস্ত্রী।
বন্যেব রাজ্ঞো বরুণস্য পত্নী
যমস্য সোমস্য ধনেশ্বরস্য ॥৩

ধাতুর্বিধাতুঃ সবিতুর্বিভোর্বা
শক্রস্য বা ত্বং সদনাৎ প্রপন্না।
নস্ত্বেব নঃ পৃচ্ছসি যে বয়ং স্ম
ন চাপি জানীম ভবেহ নাথম্ ॥৪

বয়ং হি মানং তব বর্ধয়ন্তঃ
পৃচ্ছাম ভদ্রে প্রভবং প্রভুঞ্চ।
আচক্ষ্ব বন্ধূংশ্চ পতিং কুলঞ্চ
তত্ত্বেন যচ্চেহ কর্তোষি কার্য্যম্ ॥৫

অহন্তু রাজ্ঞঃ সুরথস্য পুত্রো
যং কোটিকাস্তেতি বিদুর্মনুষ্যাঃ।
অসৌ তু যস্তিষ্ঠতি কাঞ্চনাঙ্গে
রথে হতোঽগ্নিশ্চরনে যথৈব ॥৬

পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কোটিকাস্ত কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর নিকট জয়দ্রথাদির পরিচয় দান এবং দ্রৌপদীর পরিচয় জিজ্ঞাসা।]

কোটিকাস্ত বলিল,—সুন্দরভ্রূযুগশোভিতে সুন্দরি! কে তুমি সুন্দরী কদম্বশাখাকে বিনম্র করত বৃক্ষে ঠেস দিয়া একাকিনী এই আশ্রমের শোভাবর্দ্ধন করিতেছ? তোমাকে রাত্রিতে বায়ুতাড়িতা দেদীপ্যমানা অগ্নিশিখার ন্যায় দেখাইতেছে।১

তুমি কি দেবী, যক্ষী, দানবী, শ্রেষ্ঠা অপ্সরা অথবা কোন দৈত্যবরের কন্যা? তুমি অতীব রূপবতী হইয়াও এই অরণ্যে একা থাকিতে কেন ভয় পাও না?২

তুমি রূপবতী কোন সর্পরাজকন্যা, অথবা বনে বিচরণকারিণী কোন রাক্ষসরাজপত্নী, কিম্বা রাজা বরুণের পত্নী অথবা যম, চন্দ্র বা কুবেরের পত্নী।৩

ধাতা, বিধাতা, সবিতা, বিভু বা ইন্দ্রের ভবন হইতে তুমি আসিয়াছ কি? না তুমি আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, না আমরা তোমার পরিচয় জানি।৪

আমরা তোমার মানবর্দ্ধন করত তোমার পিতা ও পতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; তোমার পতি, কুল ও বান্ধবগণের যথার্থ পরিচয় দাও এবং তুমি এখানে কি কাজ করিতেছ, তাহা বল।৫

ত্রিগর্তরাজঃ কমলায়তাক্ষি
ক্ষেমঙ্করো নাম স এষ বীরঃ।
অস্মাৎ পরস্তেষ মহাবলঘ্নান্
পুত্রঃ কুলিন্দাধিপতের্বরিষ্ঠঃ ॥৭
নিরীক্ষতে ত্বাং বিপুলায়তাক্ষঃ
স্রপুষ্পিতঃ পর্বতবাসনিত্যঃ।
অসৌ তু যঃ পুষ্করিণীসমীপে
শ্যামো যুবা তিষ্ঠতি দর্শনীয়ঃ ॥৮

ইক্ষ্বাকুরাজঃ সুবলস্য পুত্রঃ
স এষ হন্তা দ্বিষতাং সুগাত্রি।
যস্যানুচক্রুঃ ধ্বজিনঃ প্রযান্তি
সৌবীরকা দ্বাদশ রাজপুত্রাঃ ॥৯

শোণাশ্বযুক্তেষু রথেষু সর্বে
রথেষু দীপ্তা ইব হব্যবাহাঃ।
অঙ্গারকঃ কুজরো গুপ্তকশ্চ
শত্রুঞ্জয়ঃ সঞ্জয়-সুপ্রবুদ্ধৌ ॥১০

ভয়ঙ্করোঽথ অভয়ো রবিশ্চ
শূরঃ প্রতাপঃ কুহনশ্চ নাম।
যং ষট্ সহস্রা রথিনোঽনুযান্তি
নাগা হয়াশ্চৈব পদাতিনশ্চ ॥১১

জয়দ্রথো নাম যদি শ্রুতস্তে
সৌবীররাজঃ সুভগে স এষঃ।
তস্যাপরে ভ্রাতরোঽদীনসত্ত্বা
বলাহকানীকবিদারণাদ্যাঃ ॥১২

সৌবীরবীরাঃ প্রবরা যুবানো
রাজানমেতে বলিনোঽনুযান্তি।
এতৈঃ সহায়ৈরুপযাতি রাজা
মরুদ্গণৈরিন্দ্র ইবাভিগুপ্তঃ ॥১৩

কমলপত্রসদৃশবিস্তৃতনয়নে! আমি সুরথ রাজার পুত্র, আমাকে সাধারণ মানুষগণ কোটিকাস্ত বলিয়া জানে। ঐ যে কাঞ্চনখচিত রথের বেদিতে স্থাপিত ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বিনি বিরাজমান, তিনি হইতেছেন ত্রিগর্ত-রাজ বীর ক্ষেমঙ্কর।

তাহার পরেই মহাবাহুর বিপুলায়তলোচন-বিশিষ্ট পুষ্পমাল্যধারী পুরুষ, যিনি তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তিনি হইতেছেন নিত্য পর্ব্বতনিবাসী কুলিন্দরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র।

সুন্দরাঙ্গি। ঐ যে পুষ্করিণীর তীরে যে শ্যামবর্ণ দর্শনীয় যুবা পুরুষটী দাঁড়াইয়া আছেন, উনি হইতেছেন ইক্ষ্বাকুরাজ শত্রুহন্তা সুবলের পুত্র। উনি একাই নিজ শত্রুগণকে সংহার করিতে সমর্থ। ঐ যে রক্তবর্ণ অশ্ববাহিত রথে যজ্ঞে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বারজন রাজপুত্র বসিয়া আছেন, যাঁহাদের চক্রের পশ্চাতে পতাকাবাহী পুরুষগণ যাইতেছে, উঁহারা হইতেছেন সৌবীররাজের পুত্র। উঁহাদের নাম, অঙ্গারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শত্রুঞ্জয়, সঞ্জয়, সুপ্রবুদ্ধ, ভয়ঙ্কর, অভয়, রবি, শূর, প্রতাপ এবং কুহন।

ঐ দেখ, ছয় হাজার রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি যাঁহার অনুগমন করিতেছেন, উনি হইতেছেন সৌবীররাজ জয়দ্রথ। হে সৌভাগ্যশালিনি! তুমি হয়ত ইঁহার নাম শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার সঙ্গে, বলাহক, অনীক, বিদারণ প্রভৃতি তাঁহার উদার-হৃদয় ভাইগণও আছেন।

সৌবীর দেশের এই সকল বলবান্ যুবক বীর সদা রাজা জয়দ্রথের সহিত চলিতেছেন।

অজ্ঞানতাং খ্যাপয় নঃ সুকেশি
কস্যাসি ভার্য্যা দুহিতা চ কস্য ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-হরণপর্ব্বণি কোটিকাস্যপ্রশ্নে পঞ্চষষ্ট্যা-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৫

এইসব মহারথের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সৌবীর-রাজ জয়দ্রথ দেবগণপরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। হে সুকেশি! আমরা তোমার পরিচয় জানি না। এবার তোমার পরিচয় দাও তুমি কাহার কন্যা ও পত্নী ?৩-১৪

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে কোটিকাস্যপ্রশ্নবিষয়ক পঞ্চষষ্ট্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬৫

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যাঃ কোটিকাস্যপ্রশ্নোত্তরদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাব্রবীদ্ দ্রৌপদী রাজপুত্রী
পৃষ্টা শিবানাং প্রবরেণ তেন।
অবেক্ষ্য মন্দং প্রবিমুচ্য শাখাং
সংগৃহ্নতী কৌশিকমুত্তরীয়ম্ ॥১

বৃত্ত্যাভিজানামি নরেন্দ্রপুত্র
ন মাদৃশী ত্বামভিভাষ্টুমর্হতি।
ন ত্বেহ বক্তাস্তি তবেহ বাক্য-
মন্যো নরো বাপ্যথবাপি নারী ॥২

একা ত্বহং সম্প্রতি তেন বাচং
ব্রবীমি বৈ তত্র নিবোধ চেদম্।
অহং ত্বরণ্যে কথমেকমেকা
ত্বামালপেয়ং নিরতা স্বধর্মে ॥৩

জানামি চ ত্বাং সুরথস্য পুত্রং
যং কোটিকাস্যেতি বিদুর্মনুষ্যাঃ।
তস্মাদহং শৌর্য্য তথৈব তুভ্য-
মাখ্যামি বন্ধূন্ প্রথিতং কুলঞ্চ ॥৪

ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীকর্ত্তৃক কোটিকাস্যের প্রশ্নের উত্তর দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাজপুত্রী দ্রৌপদী শিবিদেশশ্রেষ্ঠ কোটিকাস্য কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কদম্বের শাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তরীয় বস্ত্র সামলাইতে সামলাইতে সঙ্কোচপূর্ব্বক ঈষৎ তাকাইয়া বলিলেন।১

হে রাজকুমার! আমি বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া বুঝিতেছি যে, আপনার ন্যায় পরপুরুষের সহিত আমার ন্যায় পতিপরায়ণা সতী নারীর কথা বলা উচিত নয়, তথাপি এখানে অন্য কোন পুরুষ বা নারী নাই, যে আপনার কথার উত্তর দিতে পারে।২

আমি এখন এখানে একাই রহিয়াছি, এজন্য বিবশা হইয়াই আপনার কথার উত্তর দিতে হইতেছে। স্বধর্ম্মনিরতা আমি এই অরণ্যের মধ্যে একাকিনী একক আপনার সহিত কি করিয়া

অপত্যমস্মি দ্রুপদস্য রাজ্ঞঃ
কৃষ্ণেতি মাং শৈব্য বিদুর্জনাস্তাঃ।
সাহং বৃণে পঞ্চ জনান্ পতিত্বে
যে খাণ্ডবপ্রস্থগতাঃ শ্রুতাস্তে ॥৫
যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনার্জুনৌ চ
মাদ্র্যাশ্চ পুত্রৌ পুরুষপ্রবীরৌ।
তে মাং নিবেদ্যেহ বিশশ্চরন্তো
বিভজ্য পার্থা মৃগয়াং প্রয়াতাঃ ॥৬
প্রাচীং রাজা দক্ষিণাং ভীমসেনো
জয়ঃ প্রতীচীং যমজাবুদীচীম্।
মধ্যে তু তেষাং রথসন্নিধানাৎ
কালোঽভিতঃ প্রাপ্ত ইবোপযাতুম্ ॥৭
সম্মানিতা বাস্তথ তৈর্যথেষ্টং
বিমুচ্য বাহানবরোহধ্বম্।
প্রিয়াতিথির্ধর্মভৃতো মহাত্মা
প্রীতো ভবিষ্যত্যভিবীক্ষ্য যুষ্মান্ ॥৮
এতাবদুক্ত্বা দ্রুপদাত্মজা সা
শৈব্যাত্মজং চন্দ্রমুখী প্রতীতা।
বিবেশ তাং পর্ণশালাং প্রসন্নাং
সঞ্চিন্ত্য তেষামতিথিত্বমর্থে ॥৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণপর্বণি
দ্রৌপদীবাক্যে ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৬

আলাপ করিব ?৩

আপনি যে শিবিরাজ সুরথের পুত্র ইহা আমি জানি, লোকে আপনাকে কোটিকাস্য বলিয়া জানে। এজন্যই আপনাকে আমি আমার কুল ও আত্মীয়স্বজনের পরিচয় বলিতেছি।৪

শিবিদেশোৎপন্ন রাজকুমার! আমি দ্রুপদ-রাজের কন্যা, আমাকে কৃষ্ণা বলিয়া সকলে জানে; খাণ্ডবপ্রস্থে পূর্বে যাঁহারা বাস করিতেন, সেই পঞ্চ পাণ্ডবকে আমি পতিরূপে বরণ করিয়াছি। তাঁহাদের নাম তুমি শুনিয়াছ।৫

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই পুরুষশ্রেষ্ঠ পঞ্চ ভ্রাতা আমাকে এখানে রাখিয়া পৃথক্‌পৃথক্‌ভাবে বিভাগ করিয়া চারিদিকে সকলে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন।৬

পূর্বদিকে রাজা যুধিষ্ঠির, দক্ষিণদিকে ভীমসেন, পশ্চিমদিকে অর্জুন এবং উত্তর দিকে নকুল ও সহদেব দুই যমজ ভাই মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। মনে করি, সেই মহারথী পুরুষগণের এখানে ফিরিয়া আসার সময় হইয়াছে।৭

তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া আপনারা এখান হইতে যাইবেন। আপনারা রথগুলিকে বাহনমুক্ত করুন। মহাত্মা ধর্মরাজ খুবই অতিথিপ্রিয়; তিনি আপনাদিগকে অতিথিরূপে পাইলে খুবই আনন্দিত হইবেন।৮

শিবিদেশের রাজকুমার কোটিকাস্যকে এই পর্যন্ত বলিয়া চন্দ্রমুখী দ্রুপদকন্যা তাঁহাদিগকে অতিথি ভাবিয়া বিশ্রামস্থাপন করিলেন এবং তাঁহাদের আতিথ্যের কথা চিন্তা করিয়া পর্ণশালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্বে
দ্রৌপদীবাক্যবিষয়ক ষট্‌ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬৬

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়।

[দ্রৌপদী-জয়দ্রথয়োঃ সংবাদঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথাসীনেষু সর্বেষু তেষু রাজসু ভারত।
যদুক্তং কৃষ্ণয়া সার্ধং তৎ সর্বং প্রত্যবেদয়ৎ ॥১
কোটিকাস্যবচঃ শ্রুত্বা সৈন্যঃ সৌবীরকোঽব্রবীৎ।
যদা বাচং ব্যাহরস্ত্যামস্যাং মে রমতে মনঃ ॥২
সৌবস্তিনীনাং মুখ্যায়াং বিনিবৃত্তঃ কথং ভবান্।
এতাং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো মেঽন্যা যথা শাখামৃগস্ত্রিয়ঃ ॥৩
প্রতিভান্তি মহাবাহো সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
দর্শনাদেব হি মনস্তয়া মেঽপহৃতং ভৃশম্ ॥৪
তাং সমাচক্ষ্ব কল্যাণীং যদি স্যাদ্বৈন্য মানুষী।

কোটিক উবাচ

এষা বৈ দ্রৌপদী কৃষ্ণা রাজপুত্রী যশস্বিনী ॥৫
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং মহিষী সম্মতা ভৃশম্।
সর্বেষাং চৈব পার্থানাং প্রিয়া বহুমতা সতী ॥৬
ওষা সমেত্য সৌবীর সৌবীরাভিমুখো ব্রজ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ পশ্যামি দ্রৌপদীমিতি ॥৭
পতিঃ সৌবীরসিন্ধূনাং দৃষ্টভাবো জয়দ্রথঃ।
স প্রবিশ্যাশ্রমং পুণ্যং সিংহগোষ্ঠং বৃকো যথা ॥৮
আত্মনা সপ্তমঃ কৃষ্ণামিদং বচনমব্রবীৎ।
কুশলং তে বরারোহে ভর্তারস্তেঽপ্যনাময়াঃ ॥৯
যেষাং কুশলকামাসি তেঽপি কচ্চিদনাময়াঃ।

দ্রৌপদ্যুবাচ ;

অপি তে কুশলং রাজন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রে বলে তথা ॥১০

সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদী ও জয়দ্রথ সংবাদ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! তখন কোটিকাস্য অন্যান্য উপবিষ্ট রাজগণের সমক্ষে কৃষ্ণার সহিত যে সকল কথা হইয়াছে, তাহা জয়দ্রথকে গিয়া বলিলেন।১

কোটিকাস্যের কথা শুনিয়া সৌবীররাজ জয়দ্রথ তাঁহাকে বলিলেন,—সৈন্য! তোমার সহিত তাহাকে কথা বলিতে শুনিয়াই রমণী-মুখ্যার প্রতি আমার মন আসক্ত হইয়াছে। তুমি সুন্দরীগণ-শ্রেষ্ঠা এই রমণীকে অভিপ্রায় না বলিয়াই ফিরিয়া আসিলে কেন? ইহাকে দেখিয়া অন্যান্য নারীগণ আমার নিকট বানরী বলিয়া মনে হইতেছে। হে মহাবাহো! সত্য বলিতেছি, ইহাকে দেখামাত্র আমার মন সম্পূর্ণ অপহৃত হইয়াছে।২-৪

হে সৈন্য! যদি সে মানুষী হয়, তবে সেই কল্যাণীকে আমার কথা বলিবে। কোটিক বলিলেন—ইনি রাজপুত্রী দ্রুপদকন্যা যশস্বিনী কৃষ্ণা, পঞ্চ পাণ্ডবের অত্যন্ত আদরণীয়া মহিষী। ইনি পার্থগণের অত্যন্ত প্রিয়া ও সম্মানিতা সাধ্বী রমণী।৫-৬

হে সৌবীররাজ! আপনি স্বয়ং ইহার সহিত কথা বলিয়া সৌবীররাজ্যে গমন করুন। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কোটিক এই কথা বলিলে সৌবীর ও সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ হৃষ্টভাবে ভাবিত হইয়া বলিলেন—"আমি ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"৭

সিংহের গুহায় বৃক যেমন প্রবেশ করে, তেমনই দৃষ্ট জয়দ্রথ ছয়জন ভাইকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণাকে বলিলেন—"হে বরারোহে! আপনার পতিগণ কুশলেই আছেন তো? আপনি স্বয়ং কুশলিনী তো?৮-৯

কচ্চিদেকঃ শিবীনাংস্যান সৌবীরান্ সহ সিন্ধুভিঃ।
অনুতিষ্ঠসি ধর্মেণ যে চান্যে বিজিতাস্ত্বয়া ॥১১
কৌরব্যঃ কুশলী রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অহঞ্চ ভ্রাতরশ্চাস্য যাংশ্চাস্যান্ পরিপৃচ্ছসি ॥১২
পাদ্যং প্রতিগৃহ্যাদেদমাসনঞ্চ নৃপাত্মজ।

জয়দ্রথ উবাচ।

এহি মে রথমারোহ সুখমাপ্নুহি কেবলম্ ॥১৩
গতশ্রীকাংশ্চ্যুতান্ রাজ্যাৎ কৃপণান্ গতচেতসঃ।
অরণ্যবাসিনঃ পার্থান্ নানুরোদ্ধুং ত্বমর্হসি ॥১৪
নৈব প্রাজ্ঞা গতশ্রীকং ভর্তারমুপসুশ্রুতে।
যুক্তানমনুযুঞ্জীত ন শ্রিয়ঃ সংক্ষয়ে বসেৎ ॥১৫
শ্রিয়া বিহীনা রাষ্ট্রাচ্চ বিনষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ সখাঃ।
অলং তে পাণ্ডুপুত্রাণাং কৃষ্ণ্যা ক্লেশমুপাসিতুম্ ॥১৬
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি ত্যক্ত্বৈনান্ সুখমাপ্নুহি।
অখিলান্ সিন্ধুসৌবীরানাপ্নুহি ত্বং ময়া সহ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তা সিন্ধুরাজেন বাক্যং হৃদয়কম্পনম্।
কৃষ্ণা তস্মাদপাক্রামদ্ বেলাং সুস্রুকুটীমুখী ॥১৮
অবমত্যাস্য তদ্ বাক্যমাক্ষিপ্য চ সুমধ্যমা।
মৈবমিত্যব্রবীৎ কৃষ্ণা লজ্জস্বেতি চ সৈন্ধব ॥১৯
সা কাঞ্চনাপা তন্বঙ্গী পাণ্ডুপাদপবাততনিন্দিতা।
বিলোভয়ামাস পরং বাক্যৈর্বাক্যানি যুঞ্জতী ॥২০

(দ্রৌপদ্যুবাচ।

নৈবং বদ মহাবাহো ন্যায্যং ত্বং ন চ বুধ্যসে।
পাণ্ডূনাং ধার্তরাষ্ট্রাণাং যদা চৈব কনীয়সী।
দুঃশলা নাম তস্যাস্ত্বং ভর্তা রাজকুলোদ্বহ।

আপনি যাহাদের কুশল কামনা করেন, সেই পুরুষগণ সকলে কুশলেই আছেন তো? দ্রৌপদী বলিলেন,—হে রাজন্! আপনার কুশল তো? আপনার সৈন্য, রাষ্ট্র ও কোষের কুশল তো? আপনি একাকী বিজিত রাজাসমূহের সহিত সিন্ধুদেশের প্রজাগণকে ধর্ম্মতঃ পালন করিতেছেন তো?১০-১১

কুরুনন্দন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির কুশলেই আছেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও আমি সকলেই আমরা কুশলেই আছি। হে রাজপুত্র! আপনাকে এই পাদ্য ও আসন দিতেছি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন।

জয়দ্রথ বলিলেন,—তুমি এস, আমার রথে আরোহণ কর এবং কেবল সুখ ভোগ কর। ঐশ্বর্য্য-ভ্রষ্ট হীন অরণ্যবাসী পাণ্ডবগণের সেবা তুমি কেন করিবে? কোন বুদ্ধিমতী নারী ধনহীন ভর্তাকে সেবা করে না। যতক্ষণ ঐশ্বর্য্য থাকে, ততক্ষণ বুদ্ধিমতী নারী পতির সেবা করে, ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইলে সে পতিগৃহে বাস করে না।১৩-১৫

শ্রীহীন, অনেক বৎসর ধরিয়া রাজ্যভ্রষ্ট পাণ্ডবগণের এইরূপ ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিয়া কষ্টভোগ করিবার কি প্রয়োজন? সুশ্রোণি! তুমি আমার ভার্য্যা হও, পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সৌবীর-রাজ্যের অধিশ্বরী হও।১৬-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সিন্ধুরাজ এই হৃদয়-কম্পনকর কথা বলিলে দ্রৌপদী ভ্রূকুটি করত সেইস্থান হইতে দূরে সরিয়া গেলেন।১৮

তাঁহার প্রস্তাবকে তিরস্কার করিয়া সুন্দরী দ্রৌপদী তাঁহার কথার উপর নিন্দা করিয়া কহিলেন —হে সিন্ধুরাজ! তুমি এরূপ কথা বলিও না, এরূপ বলিতে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।১৯

পতিব্রতা দ্রৌপদী চাহিতেছিলেন তাঁহার পতিগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হউন, তাই তিনি কথাবার্ত্তার সময় লইবার জন্য তাঁহার সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন।২০

মম ভ্রাতা চ ভাব্যেন ত্বয়া রক্ষ্যো মহারথ।
ধর্ম্মিষ্ঠানাং কুলে জাতো ন ধর্ম্মং হাতুমর্হসি ॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্তঃ সিন্ধুরাজোঽথ বাক্যমুত্তরমব্রবীৎ।
জয়দ্রথ উবাচ।
রাজ্ঞাং ধর্ম্মং ন জানীষে স্ত্রিয়ো রত্নানি চৈব হি।
সাধারণানি লোকেঽস্মিন্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি জয়দ্রথদ্রৌপদীসংবাদে সপ্তষষ্ট্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৭

(দ্রৌপদী বলিলেন,—হে মহাবাহো! এইরূপ কথা তোমার বলা উচিত নয়; তুমি ন্যায়োচিত কথা বুঝিতেছ না কেন? পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের অনীশ্বরা ভগিনী দুঃশলার তুমি পতি! তুমি আমার ভ্রাতৃস্থানীয়, তুমি বরং আমাকে অসৎ-পথ হইতে রক্ষা করিবে; ধার্ম্মিক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি কি ধর্ম্ম জান না?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া সিন্ধুরাজ উত্তরে বলিলেন। রাজার ধর্ম্ম তুমিই জান না। মনীষিগণ বলেন, স্ত্রীগণ ও রত্নসমূহ সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য বস্তু।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে জয়দ্রথদ্রৌপদীসংবাদবিষয়ক সপ্তষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬৭

অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যা জয়দ্রথস্য তিরস্কারঃ, দ্রৌপদীহরণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সরোষরাগোপহতেন বল্গুনা
সরাগনেত্রেণ নতোন্নতভ্রুবা।
মুখেন বিস্ফূর্য্য সুবীররাট্টপং
ততোঽব্রবীৎ তং দ্রুপদাত্মজা পুনঃ ॥১
যশস্বিনস্তীক্ষ্ণবিষান্ মহারথা-
নভিক্রুধন্ মূঢ় ন লক্ষয়ে কথম্।
মহেন্দ্রকল্পান্ নিরতান্ স্বকর্ম্মসু
স্থিতান্ সমূহেঽপি যম-রক্ষসাম্ ॥২

অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীকর্ত্তৃক জয়দ্রথকে তিরস্কার এবং দ্রৌপদী-হরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জয়দ্রথের কথা শুনিয়া দ্রৌপদীর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ললাটে ভ্রূকুটি আবদ্ধ হইল; তিনি তিরস্কারের সুরে সৌবীররাজ জয়দ্রথকে পুনরায় বলিলেন।১

অরে মূঢ়। আমার পতি পাণ্ডবগণ যশস্বী, মহারথী, যম-রক্ষাদির সহিত যুদ্ধেও সমর্থ, স্বধর্ম্মনিরত, ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী। তাঁহাদের ক্রোধ

ন কিঞ্চিদীড্যং প্রবদন্তি পাপং
বনেচরং বা গৃহমেধিনং বা।
তপস্বিনং দম্ভপরিপূর্ণবিক্লং
ভবন্তি বৈকং খলবাঃ সুবীর ॥৩
অহন্তু মন্যে তব নাস্তি কশ্চি-
দেতাদৃশে ক্ষত্রিয়সন্নিবেশে।
যস্ত্বাদ্য পাতালমুখে পতন্তং
পাণৌ গৃহীত্বা প্রতিসংহরেত ॥৪
নাগং প্রতিঘ্নং গিরিকূটকল্প-
মুপত্যকাং হৈমবতীং চরন্তম্।
ধৃতাব যুথাদপসেধসি ত্বং
যো জেতুমাশংসসি ধর্মরাজম্ ॥৫
বাল্যাৎ প্রসুপ্তস্য মহাবলস্য
সিংহস্য পক্ষ্মাণি মুখাদ্ধুনাসি।
পদা সমাহত্য পলায়মানঃ
ক্রুদ্ধং যদা দ্রক্ষ্যসি ভীমসেনম্ ॥৬
মহাবলং ঘোরতরং প্রবৃদ্ধং
জাতং হরিং পর্বতকন্দরেষু।
প্রসুপ্তমুগ্রং প্রপদেন হংসি
যঃ ক্রুদ্ধমাযোৎস্যসি জিষ্ণুমুগ্রম্ ॥৭
কৃষ্ণোরগৌ তীক্ষ্ণমুখৌ দ্বিজিহ্বৌ
মতঃ পদাক্রামসি পুচ্ছদেশে।
যঃ পাণ্ডবাভ্যাং পুরুষোত্তমাভ্যাং
ভবদ্ভক্তাভ্যাং প্রযুযুৎসসে ত্বম্ ॥৮
যথা চ বেণুঃ ফলনো নলো বা
ফলন্ত্যভাবায় ন ভূতয়েঽন্যস্য।
তথৈব মাং তৈঃ পরিরক্ষ্যমাণা-
মাদাস্যসে কর্কটকীব গর্ভম্ ॥৯

বিষধর সর্পের তীব্র বিষের ন্যায়; তাঁহাদের সম্মান-বিরুদ্ধ এইরূপ কুৎসিত কথা বলিতে তোমার লজ্জা করিতেছে না?২

বনবাসী অথবা গৃহস্থই হউক, পূজনীয় পুরুষগণের প্রতি সজ্জনগণ কখনও এরূপ বলেন না। অভদ্রাক্ষ! তোমার ন্যায় নরাকৃতি কুকুরই তপস্বী ও বিদ্বান্-পুরুষের প্রতি এইরূপ কথা বলিতে পারে।৩

আমার মনে হয়, এই ক্ষত্রিয়-সমাবেশের মধ্যে এমন কেহ তোমার হিতৈষী বন্ধু নাই, যে পাতাল-মুখে পতিত তোমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তোলে।৪

যেরূপ কোন মূর্খ মানুষ পর্বতশৃঙ্গসদৃশ বিরাটকায়, হিমালয়ের উপত্যকা-দেশে বিচরণশীল হস্তীকে একটি ক্ষুদ্র-দ্বারা যুদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ তুমিও মূঢ়ের ন্যায় ধর্মরাজকে জয় করিতে চাহিতেছ।৫

তুমি বালসুলভ চপলতাবশতঃ মহাবলশালী প্রসুপ্ত সিংহের চক্ষুর পাতা উপড়াইতে চেষ্টা করিতেছ। ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সহিত দেখা হইলে তাঁহার লাথি খাইয়া পলাইতে পথ পাইবে না।৬

তুমি যখন ক্রুদ্ধ জিষ্ণুর (অর্জুনের) সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ, তখন বুঝিতে হইবে তুমি পর্বত-কন্দরে জাত এবং তথায়ই বর্দ্ধিত মহাবলশালী, ঘোরতর ও প্রসুপ্ত সিংহকে পদাঘাত করিতেছ।৭

তুমি যখন যমজ পাণ্ডবদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ, তখন বুঝিতে হইবে তুমি মত্ত হইয়া বিষধর তীক্ষ্ণদন্ত সর্পদ্বয়ের লেজকে পা দিয়া মাড়াইতে চাহিতেছ।৮

যেমন বাঁশ, কলা ও নল নিজের বিনাশের জন্যই ফলধারণ করে, সমৃদ্ধির জন্য নহে এবং যেমন কর্কটী (কাঁকড়া) নিজ মৃত্যুর জন্যই গর্ভধারণ করে, তেমনই তুমিও পাণ্ডবগণ পরিরক্ষিত আমাকে হরণ করিতে চাহিতেছ।৯

জয়দ্রথ উবাচ।

জানামি কৃষ্ণে বিদিতং মমৈতদ্
যথাবিধাস্তে নরদেবপুত্রাঃ।
ন ত্বেবমেতেন বিভীষণেন
শক্যা বয়ং ত্রাসয়িতুং বরাঙ্গি ॥১০

বরং পুনঃ সপ্তদশেষু কৃষ্ণে
কুলেষু সর্বেষ্বনবদ্যেষু জাতাঃ।
বড়্ভ্যো গুণেভ্যোঽভ্যধিকা বিহীনান্
মন্যামহে দ্রৌপদী পাণ্ডুপুত্রান্ ॥১১

সা কিপ্রমাতিষ্ঠ গজং রথং বা
ন বাক্যমাত্রেণ বয়ং হি শক্যাঃ।
আশংস বা ত্বং কৃপণং বদন্তী
সৌবীররাজস্য পুনঃ প্রণামম্ ॥১২

দ্রৌপদ্যুবাচ।

মহাবলা কিং স্বিহ দুর্বলেব
সৌবীররাজস্য মতাহমস্মি।
নাহং প্রণাথাদিহ সম্প্রতীতা
সৌবীররাজং কৃপণং বদেয়ম্ ॥১৩

যস্তা হি কৃষ্ণৌ পদবীং চরেতাং
সমাস্থিতাবেকরথে সমেতৌ।
ইন্দ্রোঽপি তাং নাপহরেৎ কথঞ্চি-
দমুষ্যমাত্রঃ কৃপণঃ কুতোঽন্যঃ ॥১৪

যদা কিরীটী পরবীরঘাতী
নিঘ্নন্ রথস্থো দ্বিষতাং মনাংসি।
যদন্তরে স্বদ্ধ্বজিনীং প্রবেষ্টা
কক্ষং দহন্নগ্নিরিবোচ্ছ্রয়েষু ॥১৫

জয়দ্রথ বলিলেন,—হে কৃষ্ণে! আমি ভাল করিয়াই জানি যে, তোমার পতি রাজপুত্র পাণ্ডবগণ কিরূপ পুরুষ। কিন্তু তুমি ঐসব কথায় বিভীষিকার দ্বারা আমাকে ভীত করিতে পারিবে না।১০

হে দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণে! আমরাও সেইরূপ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে কুল সতেরটি (৩) গুণে সম্পন্ন। ইহা ছাড়া পাণ্ডবগণের কুলের অপেক্ষা আরও দুইটি (৭) অধিক গুণ আমাদের কুলে আছে।১১

হে কৃষ্ণে! তুমি বড় বড় কথা বলিয়া আমাকে রোষ করিতে পারিবে না। এখন তোমার সম্মুখে দুইটি পথই খোলা আছে—হয় তুমি স্বেচ্ছায় আমার হস্তী বা রথে আরোহণ কর, না হয় পাণ্ডবগণের পরাজয়ের পর বিলাপ করত সৌবীররাজ জয়দ্রথের কৃপা ভিক্ষা কর।১২

দ্রৌপদী বলিলেন,—আমি মহাবলশালিনী হইলেও (পতিগণের অনবস্থানে) সৌবীররাজের নিকট দুর্বলা বলিয়া প্রতীত হইতেছি। আমাকেও জয়দ্রথের দ্বারা তোমার সম্মুখে দীন বচন বলাইতে পারিবে না।১৩

যে আমাকে অপহরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এক রথে চড়িয়া খুঁজিতে থাকিবেন, সেই আমাকে ইন্দ্রও হরণ করিতে সমর্থ নয়, তোমার ন্যায় দীন মনুষ্য তো দূরের কথা।১৪

যখন শত্রুঘাতী ও শত্রুর মনোবলনাশকারী কীরিটধারী অর্জুন আমাকে খুঁজিতে তোমার

---

(৩) কৃষি, ব্যবসা, দুর্গ, সেতু, হস্তিবন্ধন, খনাকর (খনিরক্ষণ), কন্যাগ্রহণ, নির্জনপ্রদেশে বাস—এই আট সন্ধানকর্ম এবং প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি, উৎসাহশক্তি, প্রভুসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, উৎসাহসিদ্ধি, প্রভুদয়, মন্ত্রোদয় ও উৎসাহোদয়—এই নয়টি গুণ উভয়ে মিলিয়া সতেরটি গুণ। অথবা সপ্ত প্রকৃতি অবস্থা যে কুলে আছে, তাহাকে বলা হয় সপ্তদশ কুল। যথা—বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য।

(৭) যোগ্যা, [illegible] নিত্যা—এই দুইটি গুণ অধিক।

জনার্দ্দনঃ সাত্বতবৃষ্ণিবীরো
মহেষ্বাসাঃ কেকয়াশ্চাপি সর্বে।
এতে হি সর্বে মম রাজপুত্রাঃ
প্রহৃষ্টরূপাঃ পদবীং চরেয়ুঃ ॥১৬
গাণ্ডীবমুক্তাস্তুতিবেগবন্তঃ।
গাণ্ডীবমুক্তাঃ শরবিদ্যুদ্ঘোষা
হতং সমাবৃত্য ঘনপ্রকাশ
ভীমাঃ শব্দং ঘোরতরং নদন্তি ॥১৭
গাণ্ডীবমুক্তাংশ্চ মহাশরৌঘান্
পতত্রসজ্ঞানিব শীঘ্রবেগান্।
যদা দ্রষ্টাস্তর্জ্জুনং বীর্য্যশালিনং
তদা স্ববুদ্ধিং প্রতিনিন্দিতাসি ॥১৮
সশঙ্খঘোষঃ সতলত্রঘোষো
গাণ্ডীবধন্বা মুহুরুদ্বহংশ্চ।
যদা শরানর্পয়িতা তবোরসি
তদা মনস্তে কিমিবাতিষিষ্ঠৎ ॥১৯
গদাহস্তং ভীমমভিদ্রবন্তং
মাদ্রীসুতৌ সম্পতন্তৌ দিশশ্চ।
অমর্ষজং ক্রোধবিষং বমন্তৌ
দৃষ্ট্বা চিরং তাপমুপেষ্যসেঽথম ॥২০
যদা বাহং নাতিচরে কথঞ্চিৎ
পতীন্ মহার্হান্ যদপি ত্বাদ্য।
তেনাদ্য সত্যেন বশীকৃতং ত্বাং
দ্রষ্টাস্মি পার্থৈঃ পরিকৃষ্যমাণম্ ॥২১
ন ত্বত্রং শস্ত্রমহং হি শঙ্কে
যদা নৃশংসেন বিকৃষ্যমাণা।
সমাগতাহং হি কুরুপ্রবীরৈঃ
পুনর্বনং কাম্যকমাগতাস্মি ॥২২

সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করিবেন, গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করে, তেমনই তোমাকে ও তোমার সেনাবাহিনীকে ভস্মসাৎ করিবেন।১৫

আমাকে হরণ করিলে অক্রূর ও বৃষ্ণিবীরগণের সহিত স্বয়ং জনার্দ্দন এবং মহাধনুর্দ্ধর বীর কেকয় রাজপুত্রগণ আমার রক্ষক। এই সকল রাজপুত্রগণ হর্ষ ও উৎসাহভরে আমার অন্বেষণ করিবেন।১৬

গাণ্ডীব-ধনুর মৌর্ব্বী হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করে। ধনঞ্জয়ের হস্তনিক্ষিপ্ত শরসমূহ ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হয়।১৭

যখন তুমি গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত মহাবেগশালী শরজাল এবং বীর্য্যশালী অর্জ্জুনকে দর্শন করিবে, তখন তুমি নিজ বুদ্ধিকেই নিন্দা করিতে থাকিবে।১৮

গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন যখন শঙ্খধ্বনি ও তলত্র-(দস্তানা)-ধ্বনির সহিত শর নিক্ষেপ করিবেন এবং ঐ শরসমূহ যখন তোমার বক্ষঃ ভেদ করিবে, তখন তোমার মনের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহাই চিন্তা কর।১৯

যখন গদা-হস্তে ভীম ও যমজ দুই ভাই তোমার দিকে ক্রোধ-বিষ বমন করিতে করিতে ধাবিত হইবেন, তখন তোমাকে দীর্ঘ অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে।২০

যদি আমি মহাপূজনীয় আমার পাঁচ পতি ছাড়া কাহাকেও মনে চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সত্যবলে আজ আমি তোমাকে পার্থগণকর্ত্তৃক বশীকৃত ও আকৃষ্যমাণ হইতে দেখিব।২১

আমি ইহা জানি যে, তুমি আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে, তথাপি আমি ইহাতে একটুও ভীতা নই; কারণ, আমি জানি কুরুপ্রবীরগণের দ্বারা তোমার হাত হইতে মুক্ত হইয়া আমি এই কাম্যকবনে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তানুবাচেক্ষ্য বিশালনেত্রা
জিঘৃক্ষমাণানবভর্ৎসয়ন্তী।
প্রোবাচ মা মা স্পৃশতেতি ভীতা
ধৌম্যং প্রচুক্রোশ পুরোহিতং সা ॥২৩
জগ্রাহ তামুত্তরবস্ত্রদেশে
জয়দ্রথস্তং সমবাক্ষিপৎ সা।
তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ
পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ ॥২৪
প্রগৃহ্যমাণা তু মহাজবেন
মুহুর্বিনিঃশ্বস্য চ রাজপুত্রী।
সা কৃষ্যমাণা রথমারুরোহ
ধৌম্যস্য পাদাবভিবাদ্য কৃষ্ণা ॥২৫

ধৌম্য উবাচ।

নেয়ং শক্যা ত্বয়া নেতুমবিজিত্য মহারথান্।
ধর্মং ক্ষত্রস্য পৌরাণমবেক্ষস্ব জয়দ্রথ ॥২৬

ক্ষুদ্রং কৃত্বা ফলং পাপং ত্বং প্রাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ।
আসাদ্য পাণ্ডবান্ বীরান্ ধর্মরাজপুরোগমান্ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ত্রিরমাণাং তাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্।
অন্বগচ্ছৎ তদা ধৌম্যঃ পদাতিগণমধ্যগঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি
অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিশালনয়না দ্রৌপদী তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইতে ইচ্ছুক জয়দ্রথের ভাইগণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমরা আমাকে স্পর্শ করিও না" এবং ভীতা হইয়া ধৌম্যমুনিকে ডাকিতে লাগিলেন।২৩

ইত্যবসরে জয়দ্রথ দ্রৌপদীর উত্তরীয়-বস্ত্রের আঁচল ধরিলেন; দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এমন ধাক্কা দিলেন যে, পাপী জয়দ্রথ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গেল।২৪

জয়দ্রথ পুনরায় দ্রুত উঠিয়া দ্রৌপদীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে থাকিলে দ্রৌপদী ধৌম্যের চরণবন্দনা করত রথে চড়িতে বাধ্য হইলেন।২৫

ধৌম্য বলিলেন,—হে জয়দ্রথ। তুমি পুরাতন ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের কথা চিন্তা কর। তুমি মহারথ পাণ্ডবগণকে পরাজিত না করিয়া ইঁহাকে লইতে পার না।২৬

তুমি এখনই ধর্ম্মরাজপ্রমুখ বীর পাণ্ডবগণের সম্মুখে পড়িবে এবং এই নীচ পাপ-কর্ম্মের ফল নিঃসংশয়ে এখনই ভোগ করিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ধৌম্যমুনি অপহৃতা রাজপুত্রী দ্রৌপদীর অনুগমনকারিণী পদাতিসেনার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে
অষ্টষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬৮

একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং আশ্রমে আগমনম্, দ্রৌপদীহরণবৃত্তান্তং শ্রুত্বা জয়দ্রথস্য পশ্চাদ্ধাবনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দিশঃ সম্প্রবিহন্য পার্থা
মৃগান্ বরাহান্ মহিষাংশ্চ হত্বা
ধনুর্ধরাঃ শ্রেষ্ঠতমাঃ পৃথিব্যাং
পৃথক্ চরন্তঃ সহিতা বভূবুঃ ॥১

ততো মৃগব্যালগণানুকীর্ণং
মহাবনং তদ্ বিহগোপঘুষ্টম্।
ভ্রাতৄংশ্চ তানভ্যবদদ্ যুধিষ্ঠিরঃ
শ্রুত্বা শিবো ব্যাহরতাং মৃগাণাম্ ॥২

আদিত্যদীপ্তাং দিশমভ্যুপেত্য
মৃগা দ্বিজাঃ ক্রূরমিমে বদন্তি।
আবাসমুগ্রং প্রতিবেদয়ন্তো
মহাবনং শত্রুভিরাবৃতমানম্ ॥৩

ক্ষিপ্রং নিবর্তধ্বমলং বিলম্বৈ-
র্মনো হি মে দুষ্যতি হন্যতে চ।
বুদ্ধিং সমাচ্ছাদ্য চ মে সমন্ত্য-
রুদ্ধূয়তে প্রাণপতি শরীরে ॥৪

সরঃ সুপর্ণেন হৃতোরগং যথা
রাষ্ট্রং যথারাজকমাততস্করি।
এবংবিধং মে প্রতিভাতি কাম্যকং
সোত্তেষবঃ পীতরসশ্চ কুম্ভঃ ॥৫

তে সৈন্ধবেরভ্যধিকাগ্রবেগৈ-
র্মহাজবেবাজিভিরুহ্যমানাঃ।
যুক্তৈর্বৃহদ্ভিঃ সুরথৈর্নৃবীরা-
স্তমাশ্রমায়াভিমুখা বভূবুঃ ॥৬

একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন এবং দ্রৌপদী-হরণের বৃত্তান্ত শুনিয়া জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর চারিদিক্ হইতে মৃগ, বরাহ, মহিষ প্রভৃতি বধ করিয়া পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করিতে করিতে একত্রে মিলিত হইলেন।১

তখন যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করিলেন যে, হিংস্র পশু, সর্প, পক্ষী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ঐ মহাবনে পক্ষিগণ অতীব চীৎকার করিতেছে এবং পশুগণও ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; এইসব শব্দ শুনিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিলেন।২

দেখ, সূর্য্যের দ্বারা প্রকাশিত পূর্ব্বদিক্‌কে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়াইতে ঘোড়াইতে মৃগ ও পক্ষিসমূহ কর্কশ শব্দ করিতেছে এবং ভয়ঙ্কর কোন বিপদের সূচনা করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, শত্রুগণের দ্বারা এই বন উৎপীড়িত হইতেছে।৩

তোমরা শীঘ্র ফিরিয়া চল, বিলম্ব করিও না। আমার মন বুদ্ধিকে আচ্ছাদিত করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত ও দগ্ধ হইতেছে। আমার অন্তরাত্মা শোকাবিষ্ট হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে।৪

যেরূপ সরোবর গরুড়কর্তৃক সর্পশূন্য হইয়া ব্যথিত হয়, অরাজক রাজ্য যেমন শ্রীহীন হয় এবং রসপূর্ণ ভাণ্ড যেমন ধূর্ত্তগণের দ্বারা নিঃশব্দে সহসা পীত হইয়া শূন্য হয়, সেইরূপ এই কাম্যক-বনকেও আমার মনে হইতেছে।৫

তখন পাণ্ডবগণ সিন্ধুদেশোদ্ভব বায়ু হইতেও অধিক বেগশালী অশ্বগণে যোজিত সুন্দর ও

তেষাং তু গোমায়ুরনল্পঘোষো
নিবর্ত্ততাং বামমুপেত্য পার্শ্বম্।
প্রত্যাহরৎ তৎ প্রবিমৃশ্য রাজা
প্রোবাচ ভীমঞ্চ ধনঞ্জয়ঞ্চ ॥৭
যথা বদত্যেষ বিহীনযোনিঃ
শালাবৃকো বামমুপেত্য পার্শ্বম্।
সুব্যক্তমস্মানবজস্ত পাপৈঃ
কৃতোঽভিমর্দঃ কুরুভিঃ প্রসহ্য ॥৮
ইত্যেবং তে তদ্ বনমাবিশন্তো
মহদ্ব্যরণ্যে মৃগয়াং চরিত্বা।
বালামপশ্যন্ত তদা রুদন্তীং
ধাত্রেয়িকাং প্রেষ্যবধূং প্রিয়ায়াঃ ॥৯
তামিন্দ্রসেনস্ত্বরিতোঽভিসৃত্য
রথাদবপ্লুত্য ততোঽভ্যধাবৎ।
প্রোবাচ চৈনাং বচনং নরেন্দ্র
ধাত্রেয়িকামস্তিতরস্তদানীম্ ॥১০
কিং রোদিষি ত্বং পতিতা ধরণ্যাং
কিং তে মুখং শুষ্যতি দীনবর্ণম্।
কচ্চিন্ন পাপৈঃ সুদুরাত্মসঙ্কল্পৈঃ
প্রধর্ষিতা দ্রৌপদী রাজপুত্রী ॥১১
অচিন্ত্যরূপা হরিণায়তাক্ষী
শরীরতুল্যা কুরুপুঙ্গবানাম্।
যস্যৈব দেবী পৃথিবীং প্রবিষ্টা
দিবং প্রপদ্যাপ্যথবা সমুদ্রম্ ॥১২
তস্যা গমিষ্যন্তি পদে হি পার্থা
যথা হি সন্তপ্যতি ধর্মপুত্রঃ।
কো হীদৃশানামরিমর্দনানাং
ক্লেশক্ষমানামপরাজিতানাম্ ॥১৩

বিশাল রথে দ্রুত আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন।৬

তাঁহাদের যাইবার সময়ে এক গোমায়ু (ক্ষুদ্রযোনি শৃগাল) জোরে চীৎকার করিতে করিতে পাণ্ডবগণের বামপার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও ধনঞ্জয়কে বলিলেন।৭

"এই নীচযোনির শালাবৃক (শৃগাল) যেভাবে কর্কশস্বরে চীৎকার করিতে করিতে আমাদের বামপার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের শত্রু পাপী কৌরবগণ এখানে আসিয়া আমাদিগকে অবহেলা করত নিশ্চিতই বলপূর্ব্বক এই বনকে প্রমথিত করিয়াছে"।৮

মৃগয়া করিয়া এইভাবে পাণ্ডবগণ যখন সেই বিশাল বনে আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বনভূমিতে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদেরই ভৃত্যের স্ত্রী প্রিয়া দ্রৌপদীর ধাত্রী রোদন করিতেছে।৯

হে রাজন্! তাহাকে দেখিয়াই ইন্দ্রসেন তাড়াতাড়ি রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ধাত্রেয়িকার অতি নিকটে ছুটিয়া গিয়া বলিল।১০

তুমি এইরূপে মাটিতে পড়িয়া রোদন করিতেছ কেন? তোমার মুখ দীন হইয়া শুকাইয়া কাল হইয়াছে কেন? তবে কি পাপিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর শত্রুগণ বলপূর্ব্বক রাজকুমারী দ্রৌপদীকে তিরস্কার করিয়াছে?১১

অচিন্ত্যরূপশালিনী বিশাললোচনা কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রগণের শরীরতুল্যা দেবী যদি শত্রুকর্ত্তৃক পাতাল, স্বর্গে বা সমুদ্রেও প্রবেশিতা হইয়া থাকেন, তথাপি পার্থগণ সেইখানেই গমন করিবেন; কারণ, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারাণী দ্রৌপদীর জন্য অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছেন।

কে এমন মূঢ় আছে যে, অরিমর্দ্দনকারী সহিষ্ণু অপরাজিত পাণ্ডবগণের প্রাণের ন্যায় প্রিয়তমা দ্রৌপদীকে অনুত্তম রত্নের ন্যায় হরণ করিতে সাহস করিয়াছে?

প্রাণৈঃ সমাধিষ্টতমাং [অহীর্ষে-
ধনুত্তমং রত্নমিব প্রসূতঃ।
ন বুধ্যতে নাথবতীমিহান্ত
র্বিস্পন্দনং তদ্বহু পাণ্ডবানাম্ ॥১৪

ক্ষতান্ত কায়ং প্রতিভিন্ন ঘোরা
মহীং প্রবেক্ষ্যন্তি শিতাঃ শরাগ্র্যাঃ।
যা ত্বং তচ্চন্তাং প্রতি ভীরু বিদ্ধি
বধায় কৃষ্ণা পুনরেষ্যতীতি ॥১৫

নিহত্য সর্বান্ বিষতঃ সমগ্রান্
পার্থাঃ সমেষ্যন্ত্যথ যাজ্ঞসেন্যা।
অথাব্রবীচ্চারু মুখং প্রমৃজ্য
ধাত্রেয়িকা সারথিমিন্দ্রসেনম্ ॥১৬

অয়ন্ত্রথেনাপহৃতা প্রসহ্য
পঞ্চেন্দ্রকল্পান্ পরিভূয় কৃষ্ণা।
তিষ্ঠন্তি বর্ত্মানি নবান্যমূনি
বৃক্ষাশ্চ ন ম্লান্তি তথৈব তত্রাঃ ॥১৭

আবর্তয়ধ্বং রথমাশু শৈব্যং
ন দূরযাতেব হি রাজপুত্রী।
সংনহ্যধ্বং সর্ব এবেন্দ্রকল্পা
মহান্তি চারূণি চ বর্মাণি ॥১৮

গৃহীত চাপানি মহাধনানি
শরাংশ্চ শীঘ্রং পদবীং চরধ্বম্।
পুরা হি নির্ভর্ৎসনবশ্যমোহিতা
প্রমোহচিত্তা বদনেন শুষ্যতা ॥১৯

হুতাতি কস্মৈচিদনর্হতে তদ্বহু
বরাজ্যপূর্ণামিব তস্মনি স্রুচম্।
পুরা তুষাগ্নাবিব হূয়তে হবিঃ
পুরা শ্মশানে স্রগিবাপবিধ্যতে ॥২০

জানি না কে পাণ্ডবগণের বাহুবল প্রাণবল্লভা নাথবতী দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে। আজ ইঁহাদের নিক্ষিপ্ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ শরসমূহ তাহার শরীর ভেদ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিবে।

হে ভীরু! তুমি মহারাণী দ্রৌপদীর জন্য রোদন করিও না; জানিয়া রাখ, তিনি এখনই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সমস্ত শত্রুকে বধ করিয়া এখনই পাণ্ডবগণ যাজ্ঞসেনীকে লইয়া আসিবেন।

অনন্তর ধাত্রেয়িকা নিজ সুন্দর মুখ মুছিয়া সারথি ইন্দ্রসেনকে বলিল,—ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমী পঞ্চ-পাণ্ডবগণকে অগ্রাহ্য করিয়া জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে হরণ করিয়াছে। তাঁহার সৈন্যগণের গমনে নূতন সৃষ্ট এই পথগুলি এখনও তেমনই রহিয়াছে। গাছগুলি এখনও তেমনই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে—ম্লান হইয়া যায় নাই।১২-১৭

হে পাণ্ডবগণ! আপনারা শীঘ্র রথ ফিরাইয়া এই পথ ধরিয়া যাউন; এখনও রাজপুত্রী বেশীদূর যাইতে পারেন নাই। হে ইন্দ্রকল্প মহারথগণ! আপনারা শীঘ্রই মনোহর সুদৃঢ় কবচ ধারণ করুন।১৮

আপনারা শীঘ্রই বহুমূল্য ধনু ও শরসমূহ গ্রহণ করত অক্রূর পথ অনুসরণ করুন। এমন যেন না হয় যে, নির্ভর্ৎসন ও ভয়ের দ্বারা মোহিতা হইয়া দ্রৌপদী ভয়ে বিশুষ্কমুখে ভস্মমধ্যে ঘৃতপূর্ণ স্রুবের ন্যায় নিজ শরীরকে অযোগ্য কোন পুরুষকে না দিয়া বসে। এমন যেন না হয় যে, তুষাগ্নিতে ঘৃতের আহুতি দেওয়া হইল, কিম্বা (দেবতার জন্য নির্ম্মিত) ফুলের মালা শ্মশানে ফেলিয়া দেওয়া হইল, অথবা

পুরা চ সোমোঽধ্বরগোঽবলিহ্যতে
শুনা যথা বিপ্রজনে প্রঘোষিতে।
মহত্যরণ্যে মৃগয়াং চরিত্বা
পুরা শৃগালো বলিনীং বিগাহতে ॥২১
মা বঃ প্রিয়ায়াঃ সুনসং সুলোচনং
চন্দ্রপ্রভাভং বদনং প্রদহ্যম্।
স্পৃশাচ্ছুনং কশ্চিদকৃত্যকারী
যা বৈ পুরোডাশহবির্ঘসন্ধম্ ॥
এতানি বর্ত্মান্যনুযাত শীঘ্রং
মা বঃ কালঃ ক্ষিপ্রমিহাত্যগাদ্ বৈ ॥২২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভদ্রে প্রতিক্রাম নিবর্ত্ত্য বাচং
মাস্মৎসকাশে পরুষাণ্যবোচঃ।
রাজানো বা যদি বা রাজপুত্রা
বলেন মত্তা বক্তনাং প্রাপ্নুবন্তি ॥২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা প্রযযুর্যতি শীঘ্রং
তাস্তেব বর্ত্মান্যনুবর্ত্তমানাঃ।
মুহুর্মুহুর্ব্যালবদুচ্ছ্বসন্তো
জ্যাং বিক্ষিপন্তশ্চ মহাধনুর্ভ্যঃ ॥২৪

ততোঽপশ্যংস্তস্য সৈন্যস্য রেণু-
মুদ্ভূতং বৈ বাজিখুরপ্রণুন্নম্।
পদাতীনাং মধ্যগতঞ্চ ধৌম্যং
বিক্রোশন্তং ভীমমভিব্রবেতি ॥২৫

তে সান্ত্ব্য ধৌম্যং পরিদীনসত্ত্বাঃ
সুখং ভবানেষিতি রাজপুত্রাঃ।
শ্যেনা যথৈবামিষমপ্রযুক্তা
জবেন তৎ সৈন্যমথাভ্যধাবন্ ॥২৬

যজ্ঞভূমিতে রক্ষিত সোমরস ব্রাহ্মণগণের অসাবধানতাবশতঃ কুকুর পান করিল, কিম্বা মহাবনে পক্ষ-মাস আহার করিয়া অপবিত্র শৃগাল পবিত্র সরোবরে অবগাহন করিল। এইরূপ কিছু অঘটন ঘটিবার পূর্ব্বেই আপনারা শীঘ্র সেখানে গিয়া উপস্থিত হউন।১৯-২১

এমন যেন না হয় যে, আপনাদের প্রিয়তমার সুন্দর নাসিকা ও লোচনবিশিষ্ট চন্দ্রপ্রভাতুল্য বদন, যেমন কুকুর যজ্ঞের পুরোডাশ স্পর্শ করে, তেমনই অন্য কোন অকৃত্যকারী পুরুষ স্পর্শ করিয়া ফেলে। আপনারা এই পথগুলি লক্ষ্য করিয়া শীঘ্র গমন করুন। এখানে আপনাদের আর একক্ষণও বিলম্ব করা উচিত নয়।২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি ফিরিয়া যাও। দ্রৌপদীকে সংযত কর। আমাদের সম্মুখে দ্রৌপদীসম্বন্ধে কোন অপ্রিয় কথা বলিও না। বলোন্মত্ত রাজাই হউক বা রাজপুত্রই হউক, যে এই নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে আজ নিজ প্রাণ হইতে বঞ্চনা পাইতে হইবে।২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়াই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ সর্পের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং বিশাল ধনু হইতে জ্যা-ধ্বনি করিতে করিতে উক্ত পথগুলি ধরিয়া দ্রুত ধাবিত হইলেন।২৪

তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই জয়দ্রথের সৈন্যগণের পদধূলি ও অশ্বসমূহের খুরেণু গগনে উত্থিত দেখিতে পাইলেন এবং আরও দেখিলেন যে, ঐ সৈন্যমধ্যে ধৌম্যমুনি "ভীম, শীঘ্র আইস" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন।২৫

তেষাং মহেন্দ্রোপমবিক্রমাণাং
সংরক্ষণাং ধর্ষণাচ্চ যাজ্ঞসেন্যাঃ।
ক্রোধঃ প্রজজ্বাল জয়দ্রথস্য
দৃষ্ট্বা প্রিয়াং তস্য রথে স্থিতাঞ্চ ॥২৭
প্রচুক্রুশুশ্চাপ্যথ সিন্ধুরাজং
বৃকোদরশ্চৈব ধনঞ্জয়শ্চ।
যমৌ চ রাজা চ মহাধনুর্ধরা-
স্ততো দ্বিপঃ সম্মুমুহুঃ পরেষাম্ ॥২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদী-
হরণপর্ব্বণি পার্থাগমনে একোনসপ্তত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৬৯

ঁাহারা ধৌম্যকে "আপনি আর কষ্ট করিবেন না, নিশ্চিন্তে ফিরিয়া আসুন, আমরা আসিয়াছি, কোন ভয় নাই" এই বলিয়া আশ্রমের প্রতি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তীব্রবেগে সেই সৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন ।২৬

ইন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে ফিরিয়া লইয়া যাইবার কথা শুনিয়াই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু তখন জয়দ্রথকে এবং তাহার রথে প্রিয়া দ্রৌপদীকে দেখিয়া তাঁহাদের ক্রোধ অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ।২৭

তখন বৃকোদর ও ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সহিত যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব যুগপৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন সেই শব্দে জয়দ্রথের সৈন্যগণ এমন বিহ্বল হইল যে, তাহারা দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল ।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে পার্থাগমনবিষয়ক একোনসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৬৯

সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জয়দ্রথসকাশে দ্রৌপদ্যা পাণ্ডবানাং পরাক্রমবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো ঘোরতরঃ শব্দো বনে সমভবৎ তদা।
ভীমসেনার্জ্জুনৌ দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়াণামমর্ষিণাম্ ॥১
তেষাং ধ্বজাগ্র্যাভিবীক্ষ্য রাজা
স্বয়ং দুরাত্মা নরপুঙ্গবানাম্।
জয়দ্রথো যাজ্ঞসেনীমুবাচ
রথে স্থিতাং ভানুমতীং যতোজাঃ ॥২
আয়ান্তীমে পঞ্চ রথা মহান্তো
মন্যে চ কৃষ্ণে পতয়স্তবৈতে।
সা জানতী খ্যাপয় নঃ সুকেশি
পরং পরং পাণ্ডবানাং রথস্থম্ ॥৩

সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[জয়দ্রথের সম্মুখে দ্রৌপদীর পাণ্ডবগণের পরাক্রম বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভীমসেন ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া সেই বনমধ্যে অসহিষ্ণু ক্ষত্রিয়-গণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কোলাহল-ধ্বনি সমুত্থিত হইল ।১

দুরাত্মা রাজা জয়দ্রথ নরশ্রেষ্ঠ বীর পাণ্ডবগণের

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কিং তে জ্ঞাতের্বৃঢ় মহাবলস্য
বলাবুষ্কং কর্ম কৃত্বাতিঘোরম্।
এতে বীরাঃ পাণ্ডবা যে সমেতা
ন বঃ শেষঃ কশ্চিদিহাস্তি যুদ্ধে ॥৪

আখ্যাতব্যং ত্বেব সর্বং মুমূর্ষো-
র্ময়া তুভ্যং পৃষ্টয়া ধর্ম এষঃ।
ন মে ব্যথা বিদ্যতে ত্বদ্ভরং বা
সম্পাশ্যন্ত্যাঃ সানুজং ধর্মরাজম্ ॥৫

যস্য ধ্বজাগ্রে নদতো মনোজ্ঞৌ
নন্দোপনন্দৌ মধুরৌ যুক্তরূপৌ।
এতং স্বধর্মার্থবিনিশ্চয়জ্ঞং
সদা জনাঃ কৃত্যবন্তোঽনুযান্তি ॥৬

য এষ জাম্বূনদশুদ্ধগৌরঃ
প্রচণ্ডঘোণস্তনুরায়তাক্ষঃ।
এতং কুরুশ্রেষ্ঠতমং বদন্তি
যুধিষ্ঠিরং ধর্মসুতং পতিং মে ॥৭

অপ্যেষ শত্রোঃ শরণাগতস্য
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ ধর্মচারী নৃবীরঃ।
পরেষ্বেবং মূঢ় তবেন ভূতয়ে
ত্যক্ত্বাস্ত্রশস্ত্রং প্রাঞ্জলির্ভূতশস্ত্রঃ ॥৮

অথাপ্যেনং পশ্যসি রথস্থং
মহাভুজং শালমিব প্রবৃদ্ধম্।
সন্দষ্টৌষ্ঠং ভ্রুকুটীসংহতভ্রুং
বৃকোদরো নাম পতির্মমৈষঃ ॥৯

ধ্বজাগ্রসমূহ ধর্মনি করত হর্ষোৎসাহ হইয়া রথে উপবিষ্টা ভেজস্বিনী যাজ্ঞসেনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।২

হে বৃকে। এই যে বিশাল পাঁচখানি রথ আসিতেছে দেখিতেছি; মনে হয় ইহাতে তোমার পক্ষ-পতিই আসিতেছে। হে সুকেশি! তুমি তো সকলকে জান, সুতরাং পর পর রথস্থিত পাণ্ডবগণের প্রত্যেকের পরিচয় বল।৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—রে মূঢ়। এই মহাবলবীরগণের রথের পরিচয় জানিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তুমি তোমার আত্মনাশকারী যে অত্যন্ত গর্হিত-কর্ম করিয়াছ, তাহার ফল এখনই বুঝিতে পারিবে। এই আমার পক্ষ বীর-পতি একত্রে মিলিয়া আজকার যুদ্ধে তোমাদের আর কাহাকেও শেষ রাখিবেন না।৪

অনুজ ভাইগণের সহিত ধর্মরাজকে দেখিয়া আমার মনে এখন আর কোন দুঃখ বা তোমার ভয় কিছুই নাই। মুমূর্ষু তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তখন তাহার উত্তর করা আমার ধর্ম, তাই তোমাকে বলিতেছি।৫

যাঁহার ধ্বজাগ্রে মন্দ ও উপনন্দনামক দুইটি সুন্দর মুদঙ্গ মধুর সুরে বাজিতেছে, যাঁহার শরীর জাম্বূনদ-স্বর্ণের ন্যায় বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ, যাঁহার নাক উঁচু এবং চোখ বিশাল ও আয়ত এবং যাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত কৃশ—তিনিই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ-পুরুষ, যাঁহার নাম যুধিষ্ঠির। এই ধর্মপুত্রই আমার পতি। তিনি ধর্ম ও অর্থতত্ত্বে অত্যন্ত নিপুণ, এজন্য তাঁহার নিকটে তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ ঐ তত্ত্ব জানিতে আসেন।৬-৭

এই ধর্মচারী রাজা অত্যন্ত দয়ালুস্বভাব, শত্রুও শরণাগত হইলে তাহার প্রাণদান করেন। ওরে মূর্খ! তোমার যদি প্রাণের মমতা থাকে, তবে এখনও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হও।৮

অনন্তর এই যে শালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ মহাবাহু রথে আরোহণ করিয়া যে ঠোঁট কামড়াইতে

আজানেয়া বলিনঃ সাধু দান্তা
মহাবলাঃ শূরমুদাবহন্তি।
এতস্য কর্মাণ্যতিমানুষাণি
ভীমেতি শব্দোঽস্য গতঃ পৃথিব্যাম্ ॥১০

নাস্যাপরাদ্ধাঃ শেষমবাপ্নুবন্তি
নাস্মৈ বৈরং বিস্মরতে কদাচিৎ।
বৈরস্যান্তং সংবিধায়োপবর্তি
পশ্চাচ্ছান্তং ন চ গচ্ছত্যতীব ॥১১

ধনুর্বরাগ্র্যো ধৃতিমান্ যশস্বী
জিতেন্দ্রিয়ো বৃদ্ধসেবী নৃবীরঃ।
ভ্রাতা চ শিষ্যশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য
ধনঞ্জয়ো নাম পতির্মমৈষঃ ॥১২

যো বৈ ন কামান্ন ভয়ান্ন লোভাৎ
ত্যজেদ্ ধর্মং ন নৃশংসং কুর্য্যাৎ।
স এষ বৈশ্বানরতুল্যতেজাঃ
কুন্তীসুতঃ শত্রুসহঃ প্রবাধী ॥১৩

যঃ সর্বধর্মার্থবিনিশ্চয়জ্ঞো
ভয়ার্তানাং ভয়হর্তা মনীষী।
যস্যোত্তমং রূপমাহুঃ পৃথিব্যাং
যং পাণ্ডবাঃ পরিরক্ষন্তি সর্বে ॥১৪

প্রাণৈর্গরীয়াংসমনুব্রতং বৈ
স এষ বীরো নকুলঃ পতির্মে।
যঃ খড়্গযোধী লঘুচিত্রহস্তো
মহাংশ্চ ধীমান্ সহদেবোঽদ্বিতীয়ঃ ॥১৫

যস্যাস্ত কর্ম ব্রুবতঃ প্রযুদ্ধে
শতক্রতোর্বা দৈত্যসেনাসু সংখ্যে।
শূরঃ কৃতাস্ত্রো মতিমান্ মনস্বী
প্রিয়ঙ্করো ধর্মসুতস্য রাজ্ঞঃ ॥১৬

কাষড়াইতে ললাটে ভ্রূকুটি করিয়া এইদিকে আসিতেছেন, ইনিই আমার পতি বৃকোদর। ইনি মহাবলশালী, সুশিক্ষিত ও মহাশক্তিধর। আজানেয়নামক মহাবলশালী অশ্বগণ এই বীরকে বহন করিতেছে। ইঁহার অতিমানুষ কর্মসমূহের জন্য ইনি পৃথিবীতে ভীম-নামে খ্যাত হইয়াছেন।৯-১০

ইহার অপরাধী কখনও জীবন লইয়া ইঁহার নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। ইনি শত্রুতার কথা কখনও ভুলেন না। ইনি শত্রুতার প্রতিশোধ না লইয়া নিবৃত্ত হন না। প্রতিশোধ লওয়ার পরেও ইনি শান্ত হন না।১১

এই যে ধনুর্ধরাগ্রগণ্য, ধৈর্যশীল, যশস্বী, বৃদ্ধোপসেবী নরশ্রেষ্ঠকে দেখিতে পাইতেছ, ইনি যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাও বটেন, শিষ্যও বটেন; ইনিই আমার পতি ধনঞ্জয়। যিনি কামনা, ভয় বা লোভের বশবর্তী হইয়া কখনও ধর্মকে ত্যাগ করেন না এবং কখনও নৃশংস আচরণ করেন না। সেই ইনি অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মহাবলশালী, শত্রু-সহ অতীব দমর্থ কুন্তীপুত্র অর্জুন।১২-১৩

যিনি ধর্মার্থতত্ত্বে নিপুণ, মনীষী, ভয়ার্তগণের ভয়হন্তা, যাঁহার উত্তম রূপ পৃথিবী-বিখ্যাত। যাঁহাকে অন্যান্য প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসেন এবং সর্বদা যাঁহাকে রক্ষা করেন, তিনিই এই আমার পতি নকুল।

খড়্গযুদ্ধে যাঁহার বিচিত্র লঘু (ক্ষিপ্র)-হস্ততা জগতে বিখ্যাত, যিনি মহান্ ও অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্, তিনিই এই আমার পতি সহদেব। হে যুদ্ধে! দৈত্যসেনামধ্যে অবস্থিত শতক্রতুর (ইন্দ্রের) ন্যায় যাঁহার বিক্রম আজ তুমি যুদ্ধে প্রত্যক্ষ করিবে। যিনি বীর, মতিমান্, মনস্বী ও রাজা ধর্মরাজের প্রিয়কারী।১৪-১৬

য এষ চন্দ্রার্কসমানতেজা
অবস্থজঃ পাণ্ডবানাং প্রিয়শ্চ।
বুদ্ধ্যা সমো যস্য নরো ন বিদ্যতে
বক্তা তথা সংসু বিনিশ্চয়জ্ঞঃ ॥১৭
স এষ শূরো নিত্যমমর্ষণশ্চ
ধীমান্ প্রাজ্ঞঃ সহদেবঃ পতির্মে।
ত্যজেৎ প্রাণান্ প্রবিশেদ্ব্যগ্নিমাহং
ন ত্বেবৈষ ব্যাহরেদ্ ধর্মবাহ্যম্ ॥১৮
সদা মনস্বী ক্ষত্রধর্মে রতশ্চ
বৃদ্ধ্যাঃ প্রাশৈরিষ্টতমো নৃবীরঃ।
বিশীর্যন্তাং বাবমিবার্ণবান্তে
বহ্বাভিপূর্ণাং মকরস্য পৃষ্ঠে ॥১৯
সেনাং তবেমাং হতসর্বযোধাং
বিক্ষোভিতাং দ্রক্ষ্যসি পাণ্ডুপুত্রৈঃ।

ইত্যেতে বৈ কথিতাঃ পাণ্ডুপুত্রা
যাংস্ত্বং মোহাদবমন্য প্রবৃত্তঃ।
যদ্যেতেভ্যো মুচ্যসেঽদ্যাহিতেভ্যঃ
পুনর্জন্ম প্রাপ্স্যসে জীব এষ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ পার্থাঃ পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রকল্পা-
স্ত্যক্ত্বা তত্তান্ প্রাঞ্জলীংস্তান্ পদাতীন্।
রথানীকং শরবর্ষান্ধকারং
চক্রুঃ ক্রুদ্ধাঃ সর্বতঃ পরিগৃহ্য ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি দ্রৌপদীহরণপর্বণি
দ্রৌপদীবাক্যো সপ্তত্যধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭০

যিনি সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য তেজস্বী, পাণ্ডবগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ও সকলের প্রিয়, যাঁহার সমান (জ্যোতিষবিদ্যায়) পারদর্শী পৃথিবীতে নাই এবং যিনি সজ্জনগণের সভায় সুবক্তা, সেই এই আমার পতি সহদেব। ইনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু তথাপি কখনও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কথা বলিবেন না। ক্ষাত্রধর্ম্মনিষ্ঠ এই মনস্বী বুদ্ধজনসেবীর অত্যন্ত প্রিয়।১৭-১৮

যেমন রত্নে পরিপূর্ণা নৌকা সমুদ্রমধ্যে কোন তিমি প্রভৃতি মৎস্যপৃষ্ঠে আহত হইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়, তেমনই আজ তোমার সৈন্যগণকেও পাণ্ডুপুত্রগণের শরে বিক্ষোভিত হইতে দেখিবে।১৯

এই তোমার জিজ্ঞাসানুসারে পাণ্ডুপুত্রগণের পরিচয় দিলাম, যাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া তুমি এই নীচ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ; আজ যদি অক্ষত-দেহে ইঁহাদের হাত হইতে মুক্ত হইতে পার, তবে বুঝিবে তোমার পুনর্জন্ম হইয়াছে।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর পঞ্চ ইন্দ্রের তুল্য পঞ্চ-পাণ্ডব করযোড়ে শরণাগত পদাতি সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া রথিগণকে শর-বর্ষণের দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।২১

শ্রীবরপ্রসাদলব্ধ মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্বে দ্রৌপদীবাক্যবিষয়ক সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭০

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবৈর্জয়দ্রথস্য সেনায়াং সংহারঃ, জয়দ্রথস্য পলায়নম্, দ্রৌপদী-নকুল-সহদেবৈঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্য আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনম্, বনমধ্যে ভীমার্জুনয়োর্জয়দ্রথস্য পশ্চাদ্ধাবনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সন্তিষ্ঠত প্রহরত তূর্ণং বিপরিধাবত।
ইতি স্ম সৈন্ধবো রাজা চোদয়ামাস তান্ নৃপান্ ॥১

ততো ঘোরতমঃ শব্দো রথে সমভবৎ তদা।
ভীমার্জুন-যমান্ দৃষ্ট্বা সৈন্যানাং সযুধিষ্ঠিরান্ ॥২

শিবি-সৌবীর-সিন্ধূনাং বিষাদশ্চাপ্যজায়ত।
তান্ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রান্ ব্যাঘ্রানিব বলোৎকটান্ ॥৩

হেমচিত্রসমুৎসেধাং সর্বশৈক্যায়সীং গদাম্।
প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবদ্ ভীমঃ সৈন্ধবং কালচোদিতম্ ॥৪

তদন্তরমথাস্তৃত্য কোটিকাস্তোঽভ্যহারয়ৎ।
মহতা রথবংশেন পরিবার্য্য বৃকোদরম্ ॥৫

শক্তি-তোমর-নারাচৈর্বীরবাহুপ্রচোদিতৈঃ।
কীর্য্যমাণোঽপি বহুভির্ন স্ম ভীমোঽব্যকম্পত ॥৬

গজস্থ সগজারোহং পদাতাংশ্চ চতুর্দ্দশ।
জঘান গদয়া ভীমঃ সৈন্ধবধ্বজিনীমুখে ॥৭

পার্থঃ পঞ্চ শতান্ শূরান্ পর্বতীয়ান্ মহারথান্।
পরীপ্সমানঃ সৌবীরং জঘান ধ্বজিনীমুখে ॥৮

রাজা স্বয়ং সুধীরাণাং প্রবরাণাং প্রহারিণাম্।
নিমেষমাত্রেণ শতং জঘান সমরে তদা ॥৯

দদৃশে নকুলস্তত্র রথাৎ প্রস্কন্দ্য খড়্গধৃক্।
শিরাংসি পাদরক্ষাণাং বীজবৎ প্রবপন্ মুহুঃ ॥১০

একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক জয়দ্রথের সেনাসমূহের সংহার, জয়দ্রথের পলায়ন, দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেবের সহিত যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন এবং বনমধ্যে ভীম ও অর্জ্জুনের জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সৈন্য ও রথিগণকে বলিলেন,—"তোমরা স্থির হইয়া দাঁড়াও, প্রহার কর, ক্রুদ্ধ শত্রুর উপর ধাবিত হও"। এই বলিয়া সিন্ধুদেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে প্রেরণা দিলেন।১

অনন্তর যুধিষ্ঠিরের সহিত সমাগত ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে দেখিয়া সৈন্যগণের মধ্যে ঘোরতর কোলাহল সমুত্থিত হইল।২

ব্যাঘ্রের ন্যায় অত্যুৎকটবলশালী পুরুষব্যাঘ্রগণকে দেখিয়া শিবি, সিন্ধু ও সৌবীরদেশীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিষাদ উৎপন্ন হইল।৩

যাহার উপরিভাগে স্বর্ণপত্র যুক্ত থাকায় বিচিত্র শোভা পাইতেছিল এবং যাহা শৈক্যনামক লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত, সেইরূপ গদা লইয়া ভীম কাল-প্রেরিত সিন্ধুরাজের দিকে ধাবিত হইলেন।৪

কোটিকাস্ত তাহা দেখিয়া বহু রথের দ্বারা ভীমকে ঘিরিয়া জয়দ্রথ ও ভীমের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিল।৫

বীরগণের বাহুসমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত শক্তি, নারাচ, প্রভৃতি অস্ত্রসমূহের দ্বারা আহত হইয়াও ভীমসেন একটুও কম্পিত হইলেন না।৬

পরন্তু ভীমসেন সৈন্যগণের অগ্রভাগে অবস্থিত আরোহীসহিত একটি হাতী ও চৌদ্দজন পদাতিক সৈন্যকে গদাঘাতে নিহত করিলেন।৭

অর্জ্জুন সেনামুখে সৌবীররাজ জয়দ্রথকে ধরিবার জন্য তাহাকে ঘিরিয়া অবস্থিত পাঁচশত পর্ব্বতীয় রথীকে সংহার করিলেন।৮

সহদেবস্তু সংবার্য্য রথেন গজযোধিনঃ।
পাতয়ামাস নারাচৈর্ক্রমেভ্য ইব বহ্নিঃ ॥১১
ততস্ত্রিগর্ত্তঃ সমুপস্থিতায় মহারথাৎ।
গদয়া চতুরো বাহান্ রাজ্ঞস্তস্য তদাবধীৎ ॥১২
তমভ্যাসগতং রাজা পদাতিং কুন্তিনন্দনঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন বিব্যাধোরসি বর্ম্মরাট্ ॥১৩
স ভিন্নহৃদয়ো বীরো বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।
পপাতাভিমুখঃ পার্থং ছিন্নমূল ইবদ্রুমঃ ॥১৪
ইন্দ্রসেনদ্বিতীয়স্তু রথাৎ প্রস্কন্দ্য বর্ম্মরাট্।
হতাশঃ সহদেবস্য প্রতিপেদে মহারথম্ ॥১৫

নকুলং ত্বভিসন্ধায় কেতুমন্নরমহামুখৌ।
উদাবৃত্তরতাবীক্ষ্যঃ শরবর্ষৈরবর্ষতাম্ ॥১৬
তোয়দৌরভিবর্ষন্তৌ জীমূতাবিব বার্ষিকৌ।
একৈকেন বিপাঠেন জঘ্নে মাদ্রবতীসুতঃ ॥১৭
ত্রিগর্ত্তরাজঃ সুরথস্তস্যাথ রথধূর্গতঃ।
রথমাক্ষেপয়ামাস গজেন গজযানবিৎ ॥১৮
নকুলস্ত্বপতীত্যাশু রথাদ্বর্ম্মাসিপাণিমান্।
উদ্ভ্রান্তং স্থানমাস্থায় তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥১৯
সুরথস্তং গজবরং বধায় নকুলস্য তু।
প্রেষয়ামাস সক্রোধমিত্যুচ্চুক্রোশ চ ততঃ ॥২০

রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং প্রহারকারী সৌবীরদেশীয় একশত রথীকে ক্ষণমধ্যে যুদ্ধে নিহত করিলেন।১১

দেখা গেল, নকুল খড়্গ হাতে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বারোহীদিগের মস্তক ছেদন করত বীজের ন্যায় বারংবার ভূমিতে পাতিত করিতে লাগিলেন।১০

সহদেব রথে চড়িয়া হস্তি-যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধে মাতিয়া গেলেন এবং ক্ষণমধ্যে নারাচের দ্বারা বৃক্ষসমূহ হইতে মধুকরগণের ন্যায় হস্ত্যারোহিগণকে ভূমিতে পাতিত করিলেন।১১

তখন ত্রিগর্ত্তরাজ ধনুর সহিত নিজ বিশাল রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদার দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন।১২

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ত্রিগর্ত্তকে পাদচারী হইয়া নিকটে আগত দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্র-বাণের দ্বারা তাহার বক্ষোদেশ বিদ্ধ করিলেন।১৩

তাহাতে ত্রিগর্ত্তের হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় সে মুখে রক্তবমন করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে মুখ করিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গেল।১৪

অশ্বগুলি নিহত হওয়ায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রসেনকে সঙ্গে করিয়া রথ হইতে নামিলেন এবং সহদেবের বিশাল রথে গিয়া উঠিলেন।১৫

অন্যদিকে কেতুমন্নর ও মহামুখনামক দুই ক্ষত্রিয় বীর নকুলকে লক্ষ্য করিয়া উভয়দিকে তীক্ষ্ণ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল।১৬

বর্ষাকালীন মেঘদ্বয়ের ন্যায় তোয়বর্ষণকারী ঐ দুই বীরকে মাদ্রীনন্দন এক-একটি বিপাঠনামক বাণে নিহত করিলেন।১৭

ত্রিগর্ত্তরাজ সুরথ, যিনি হস্তী-সঞ্চালনে পারদর্শী ছিলেন, তিনি রথের নিকট আসিয়া হস্তীর দ্বারা নকুলের রথ বহুদূর নিক্ষেপ করাইলেন।১৮

নির্ভয় নকুল অসিচর্ম্ম লইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং নিরাপদ স্থানকে আশ্রয় করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৯

সুরথ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলের বধের জন্য উত্তেজিত ঐ হস্তীকে তাঁহার দিকে পেলাইয়া দিলেন।২০

নকুলস্তস্য নাগস্য সমীপপরিবর্ত্তিনঃ।
সধ্বজাগ্রং ভুজং মূলে খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥২১
স বিনদ্য মহানাদং গজঃ কিঙ্কিণিভূষণঃ।
পতন্নবাক্‌শিরা ভূমৌ হস্ত্যারোহমপোথয়ৎ ॥২২
স তৎ কর্ম্ম মহৎ কৃত্বা শূরো মাদ্রবতীসুতঃ।
ভীমসেনরথং প্রাপ্য শর্ম্ম লেভে মহারথঃ ॥২৩
ভীমস্ত্বাপততো রাজ্ঞঃ কোটিকাস্যস্য সমরে।
সূতস্য মুষ্টতো বাহান্ ক্ষুরেণাপাহরচ্ছিরঃ ॥২৪
ন বুবোধ হতং সূতং স রাজা বাহুশালিনা।
তস্তাষা ব্যত্রবন্ সংখ্যে হতসূতাস্ততস্ততঃ ॥২৫
বিমুখং হতসূতং তং ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।
জঘান ক্ষুরযুক্তেন প্রাসেনাভ্যেত্য পাণ্ডবঃ ॥২৬

নকুল সেই হস্তীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া খড়্গের দ্বারা বস্তুসহিত হস্তীর শুণ্ডের মূলদেশ কাটিয়া ফেলিলেন।২১

তখন সেই কিঙ্কিণীভূষিত হাতী প্রচণ্ড চীৎকার করত নীচের দিকে মাথা দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং হস্ত্যারোহীকে নিষ্পিষ্ট করিল।২২

বীর মাদ্রীপুত্র মহারথ নকুল তখন ঐ মহৎ-কর্ম্ম সম্পাদন করত ভীমসেনের রথে চড়িয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।২৩

ভীম কোটিকাস্যকে আসিতে দেখিয়া ক্ষুরাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে রাজা কোটিকাস্যের অশ্বপরিচালনাকারী সারথির মস্তক ছেদন করিলেন।২৪

মহাবাহু ভীমকর্ত্তৃক সারথি নিহত হইয়াছে—ইহা রাজা কোটিকাস্য বুঝিতে পারিলেন না। তাহার ফলে সারথিহীন অশ্বগুলির দ্বারা তাহার রথ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।২৫

তাহাকে সারথিহীন ও বিমুখ দেখিয়া যোদ্ধৃগণ-শ্রেষ্ঠ ভীম তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রাস-অস্ত্রের দ্বারা তাহাকে বধ করিলেন।২৬

ধাবতাং বৃ সর্ব্বেষাং সৌবীরাণাং ধনঞ্জয়ঃ।
চকর্ত্ত নিশিতৈর্ভল্লৈর্দ্বয়োরপি চ শিরাংসি চ ॥২৭
শিবীনিক্ষ্বাকুমুখ্যাংশ্চ ত্রিগর্ত্তাংস্ত্রৈদ্ধবানপি।
জঘানাতিরথঃ সংখ্যে বাণগোচরমাগতান্ ॥২৮
দলিতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত বহবঃ সব্যসাচিনা।
সপতাকাশ্চ মাতঙ্গাঃ সধ্বজাশ্চ মহারথাঃ ॥২৯
প্রজাস্তু পৃথিবীং তত্যুঃ সর্ব্বযোধবধং প্রতি।
শরীরাণ্যশিরস্কানি বিদেহানি শিরাংসি চ ॥৩০
শ্ব-গৃধ্র-কঙ্ক-কাকোল-ভাস-গোমায়ু-বায়সাঃ।
অতৃপ্যংস্তত্র বীরাণাং হতানাং মাংস-শোণিতৈঃ ॥৩১
হতেষু তেষু বীরেষু সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ।
বিমুচ্য কৃষ্ণাং সন্ত্রস্তঃ পলায়নপরোঽভবৎ ॥৩২

ধনঞ্জয় নিশিত ভল্লসমূহের দ্বারা সৌবীরদেশীয় ধাবমান রথীর মস্তক ও ভুজ উভয়ই ছেদন করিলেন।২৭

অতিরথ মহাবাহু ধনঞ্জয় অল্পক্ষণের মধ্যে শিবি, ইক্ষ্বাকু, সিন্ধু ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে বাণের দ্বারা বধ করিলেন।২৮

দেখা গেল, সব্যসাচীকর্ত্তৃক পতাকাসহিত বহু হস্তী ও ধ্বজযুক্ত অনেক বিশাল রথ বিনষ্ট হইয়াছে।২৯

সেই সময় ক্ষত্রিয়গণের দেহহীন মস্তক ও মস্তকহীন দেহসমূহ সমস্ত রণভূমি আচ্ছন্ন করিয়া পড়িয়া আছে।৩০

সেখানে তখন কুকুর, চিল, কাকোল, ধাড়কাক, শৃগাল, কাক প্রভৃতি প্রাণিসমূহ নিহত বীরগণের মাংস ও শোণিতে তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন।৩১

উক্ত বীরগণ নিহত হইলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীত হইয়া কৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে মনস্থ করিলেন।৩২

স তস্মিন্ সঙ্কুলে সৈন্যে দ্রৌপদীমবতার্য্যতাম্।
প্রাণপ্রেপ্সুরুপাবাবদ্ বনং যেন নরাধমঃ ॥৩৩
দ্রৌপদীং ধর্ম্মরাজস্য দৃষ্ট্বা ধৌম্যপুরস্কৃতাম্।
মাদ্রীপুত্রেণ বীরেণ রথমারোপয়ৎ তদা ॥৩৪
ততস্তদ্ বিদ্রুতং সৈন্যমপযাতে জয়দ্রথে।
আদিষ্টাদিষ্ট নাম্নাচৈরাজঘান বৃকোদরঃ ॥৩৫
সব্যসাচী তু তং দৃষ্ট্বা পলায়ন্তং জয়দ্রথম্।
বারয়ামাস নিঘ্নন্তঃ ভীমং সৈন্ধবসৈনিকান্ ॥৩৬

অর্জুন উবাচ।

যস্যাপচারাৎ প্রাপ্তোঽয়মস্মান্ ক্লেশো দুরাসদঃ।
তস্মিন্ সমরোদ্দেশে ন পশ্যামি জয়দ্রথম্ ॥৩৭
তমেবাস্বিষ ভদ্রং তে কিং তে যোধৈর্নিপাতিতৈঃ।
অনাপ্তিমিদং কর্ম্ম কথং বা মন্যতে ভবান্ ॥৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তো ভীমসেনস্তু গুড়াকেশেন ধীমতা।
যুধিষ্ঠিরমভিপ্রেক্ষ্য বাগ্মী বচনমব্রবীৎ ॥৩৯
হতপ্রবীরা বিপবো ভূয়িষ্ঠং বিদ্রুতা দিশঃ।
গৃহীত্বা দ্রৌপদীং রাজন্ নিবর্ত্তস্ব ভবানিতঃ ॥৪০
যমাভ্যাং সহ রাজেন্দ্র ধৌম্যেন চ মহাত্মনা।
প্রাপ্যাশ্রমপদং রাজন্ দ্রৌপদীং পরিসান্ত্বয় ॥৪১

ন হি মে মোক্ষ্যতে জীবন্ মূঢ়ঃ সৈন্ধবকো নৃপঃ।
পাতালতলসংস্থোঽপি যদি শক্রোঽস্য সারথিঃ ॥৪২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন হন্তব্যো মহাবাহো দুরাত্মাপি চ সৈন্ধবঃ।
দুঃশলাভিসংস্মৃত্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥৪৩

তরব্যাকুল সৈন্যগণের মধ্যে দ্রৌপদীকে ছাড়িয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সেই নরাধম বনের পথে ধাবিত হইল।৩৩

ধৌম্যমুনিকে অগ্রে রাখিয়া দ্রৌপদীকে আসিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বীর মাদ্রীপুত্র সহদেবের দ্বারা তাঁহাকে রথে উঠাইলেন।৩৪

জয়দ্রথ পলায়ন করিলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইল। তখন বৃকোদর সেই ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণের নিকট নিজ নাম ঘোষণা করত শ্রবণ করাইয়া বাণাঘাতের দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন।৩৫

সব্যসাচী জয়দ্রথকে পলাইতে দেখিয়া ভীমকে সৈন্ধবসৈন্যগণকে বধ করিতে নিষেধ করিলেন।৩৬

অর্জুন বলিলেন,—যাহার দুষ্কর্ম্মের জন্য আমরা এই দুঃসহ কষ্ট করিতেছি, তাহাকে রণস্থলে দেখিতে পাইতেছি না।৩৭

ভ্রাতঃ! আপনার কল্যাণ হউক। আপনি জয়দ্রথকেই অন্বেষণ করুন, যদি জয়দ্রথই পলাইয়া যায়, তবে এই সৈন্যগণকে বধ করিয়া কি লাভ হইবে? এই নিষ্ফল-কর্ম্ম করিয়া কি লাভ? অথবা আপনি এবিষয়ে কি মনে করেন?৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় অর্জুন এই কথা বলিলে বাগ্মী ভীমসেন তখন যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।৩৯

হে রাজন্! শত্রুগণের বহু বীর হত হইয়াছে এবং বহু সৈন্য পলাইয়া গিয়াছে। সুতরাং আপনি দ্রৌপদীকে লইয়া এখান হইতে ফিরিয়া যাউন।৪০

মহারাজ! নকুল, সহদেব ও ধৌম্যের সহিত আপনি আশ্রমে গিয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিন।৪১

যদি ইন্দ্রও উহার সারথি হয়, তাহা হইলেও নরাধম সিন্ধুরাজ পাতালে প্রবেশ করিলেও আমার হাত হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না।৪২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহু ভীমসেন! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দুরাত্মা হইলেও দুঃশলা ভগিনী ও

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা দ্রৌপদী ভীমমুবাচ ব্যাকুলেন্দ্রিয়া।
কুপিতা হ্রীমতী প্রাজ্ঞা পতী ভীমার্জুনাবুভৌ ॥৪৪

কর্ত্তব্যং চেৎ প্রিয়ং মহ্যং বধ্যঃ স পুরুষাধমঃ।
সৈন্ধবাপসদঃ পাপো দুর্মতিঃ কুলপাংসনঃ ॥৪৫

ভার্য্যাভিমর্ত্তা বৈরী যো যশ্চ রাজ্যহরো রিপুঃ।
যাচমানোঽপি সংগ্রামে ন মোক্তব্যঃ কথঞ্চন ॥৪৬

ইত্যুক্তৌ তৌ নরব্যাঘ্রৌ ধনুর্গৃহ্য সৈন্ধবং।
রাজা নিবর্ত্ততে কৃষ্ণামাদায় সপুরোহিতঃ ॥৪৭

স প্রবিশ্যাশ্রমপদমপবিদ্ধবরাসনম্।
মার্কণ্ডেয়াদিভির্বিপ্রৈরনুকীর্ণং দদর্শ হ ॥৪৮

যশস্বিনী জননী সাক্ষাৎকে সংগে রাখিয়া উহাকে প্রাণে বধ করিও না।৪৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহা শুনিয়া দ্রৌপদী ব্যাকুলেন্দ্রিয়া হইয়া উঠিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ও লজ্জাবতী হইলেও ক্রুদ্ধ হইয়া ভীম ও অর্জুন পতিদ্বয়কে বলিলেন।৪৪

দ্রৌপদী বলিলেন,—যদি আমার প্রিয়কার্য্য করা তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তবে ঐ নরাধমকে অবশ্যই প্রাণে বধ করিবে। কারণ, ঐ পাপী দুর্মতি জয়দ্রথ সিন্ধুদেশের কলঙ্ক ও কুলাঙ্গার।৪৫

যে ভার্য্যা ও রাজ্য হরণ করে—এমন যে শত্রু, সে যুদ্ধে প্রাণ যাচ্ঞা করিলেও তাহাকে মুক্তি দেওয়া কোনপ্রকারেই উচিত নয়।৪৬

দ্রৌপদী এই কথা বলিলেন, তখন সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ সিন্ধুরাজের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির পুরোহিতের সহিত কৃষ্ণাকে লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন।৪৭

তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, বসিবার আসন ও খাদ্যাদিসহ রক্ষিত বস্তুসমূহ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে এবং মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষিগণ সকলে একত্রিত হইয়াছেন।৪৮

দ্রৌপদীমনুশোচদ্ভির্ব্রাহ্মণৈস্তৈঃ সমাহিতৈঃ।
সমিয়ায় মহাপ্রাজ্ঞঃ সভার্য্যো ভ্রাতৃমধ্যগঃ ॥৪৯

তে স্ম তং মুদিতা দৃষ্ট্বা পুনঃ প্রত্যাগতং নৃপম্।
জিত্বা তান্ সিন্ধুসৌবীরান্ দ্রৌপদীং চাহৃতাং পুনঃ ॥৫০

স তৈঃ পরিবৃতো রাজা তত্রৈবোপবিবেশ হ।
প্রবিবেশাশ্রমং কৃষ্ণা যমাভ্যাং সহ ভামিনী ॥৫১

ভীমসেনার্জুনৌ চাপি ত্রস্তা ক্রোশগতং রিপুম্।
স্বয়মশ্বাংস্তদন্তৌ তৌ অবেনৈবাভ্যবর্তয়াম্ ॥৫২

ইদমত্যদ্ভুতং চাত্র চকার পুরুষোঽর্জুনঃ।
ক্রোশমাত্রগতানশ্বান্ সৈন্ধবস্য জঘান যৎ ॥৫৩

সেই মহাপ্রাজ্ঞ সমাহিতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলিত হইয়া দ্রৌপদীর জন্য অনুশোচনা করিতেছেন, এমন সময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন।৪৯

সিন্ধু ও সৌবীরদেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধে পরাজিত করত দ্রৌপদীকে লইয়া ফিরিয়াছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ সকলেই আনন্দিত হইলেন।৫০

রাজা যুধিষ্ঠির তথায় ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিলেন। রমণীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী নকুল ও সহদেবের সহিত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।৫১

এদিকে ভীমসেন ও অর্জুন শুনিলেন যে, শত্রু একক্রোশ দূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন স্বয়ংই অশ্বচালনা করত অতি-বেগে অশ্বদ্বয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।৫২

তখন বীর-পুরুষ অর্জুন এক অদ্ভুত-কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তিনি একক্রোশ দূরে অবস্থিত অশ্বদ্বয়ের অশ্বগুলিকে সেইস্থান হইতেই সংহার করিলেন।৫৩

স হি দিব্যাস্ত্রসম্পন্নঃ কৃচ্ছ্রে কালেঽপ্যসম্ভ্রমঃ।
অকরোদ্ দুষ্করং কর্ম শরৈরস্ত্রানুমন্ত্রিতৈঃ ॥৫৪
ততোঽভ্যধাবতাং বীরাবুভৌ ভীম-ধনঞ্জয়ৌ।
হতাশ্বং সৈন্ধবং জ্ঞাত্বৈকং ব্যাকুলচেতসম্ ॥৫৫
সৈন্ধবস্তু হতান্ দৃষ্ট্বা তথাশ্বান্ স্বান্ সুদুঃখিতঃ।
অতিবিক্রমকর্মাণি কুর্বাণঞ্চ ধনঞ্জয়ম্ ॥৫৬
পলায়নকৃতোৎসাহঃ প্রাদ্রবদ্ যেন বৈ বনম্।
সৈন্ধবং ত্বভিসম্প্রেক্ষ্য পরাক্রান্তং পলায়নে ॥৫৭
অনুযায় মহাবাহুঃ ফাল্গুনো বাক্যমব্রবীৎ।
অনেন বীর্য্যেণ কথং স্ত্রিয়ং প্রার্থয়সে বলাৎ ॥৫৮
রাজপুত্র নিবর্ত্তস্ব ন তে যুক্তং পলায়নম্।
কথং হ্যনুচরন্ হিত্বা শত্রুমধ্যে পলায়সে ॥৫৯
ইত্যুচ্যমানঃ পার্থেন সৈন্ধবো ন ন্যবর্ত্তত।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং ভীমঃ সহসাভ্যদ্রবদ্ বলী।
মা বধীরিতি পার্থস্তু দয়াবান্ প্রত্যভাষত ॥৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি দ্রৌপদীহরণপর্ব্বণি জয়দ্রথপলায়নে একসপ্তত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭১

অর্জ্জুন যেমন দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ছিলেন, তেমনই সঙ্কটের সময় বিচলিত হইতেন না। তিনি অস্ত্রের দ্বারা অনুমন্ত্রিত শরসমূহের দ্বারা উক্ত দুষ্কর কর্ম্মটি সাধন করিলেন।৫৪

অনন্তর দুই বীর ভীম ও ধনঞ্জয় উভয়ে হতাশ্ব, ভীত ও একাকী পলায়নপর জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।৫৫

সিন্ধুরাজ অর্জ্জুনের অতি-বিক্রমযুক্ত ঐ অদ্ভুত-কর্ম্ম ও তৎপ্রযুক্ত অশ্বগণকে নিহত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।৫৬

তারপর বনের মধ্যে যে-কোন পথে পলায়নে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণ ভীম ও অর্জ্জুন নিকটস্থ হইয়া তাহাকে পলায়ন করিতে দেখিলেন। তখন অর্জ্জুন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে বলিলেন।

হে রাজপুত্র! এইরূপ বিক্রম লইয়া তুমি বলপূর্ব্বক স্ত্রী-হরণ করিতে চাও; ফিরিয়া আইস, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এইরূপে পলায়ন করা উচিত নয়; তুমি ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া শত্রুর হাতে সৈন্যগণকে ফেলিয়া কেন পলায়ন করিতেছ।৫৭-৫৯

অর্জ্জুন এইরূপে তিরস্কার করিলেও সিন্ধুরাজ পলায়নে বিরত হইল না। তখন মহাবলশালী ভীম তাহাকে "একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও" এই বলিতে বলিতে সহসা তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। তখন পার্থ-অর্জ্জুন দয়া-পরবশ হইয়া ভীমকে বলিলেন,—"দাদা, উহাকে প্রাণে বধ করিবেন না"।৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণপর্ব্বে জয়দ্রথপলায়নে একসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭১

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া যুধিষ্ঠিরসমীপে উপস্থাপন, তাঁহার আদেশে মুক্তি প্রাপ্তি, তপস্যার জন্য জয়দ্রথের গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) গমন, তপঃসন্তুষ্টশিবের বরপ্রাপ্তি, শিবের অর্জ্জুনসহায়কস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যস্য কথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জয়দ্রথস্তু সম্প্রেক্ষ্য ভ্রাতরাবুপস্থাবুভৌ।
প্রাণাবৎ তূর্ণমব্যগ্রো জীবিতেপ্সুঃ সুদুঃখিতঃ ॥১
তং ভীমসেনো ধাবন্তমবহীর্য্য বলাদ্ বলী।
অভিক্রম্য নিজগ্রাহ কেশপক্ষে দৃঢ়ব্রতঃ ॥২
সমুত্ক্ষিপ্য চ তং ভীমো নিষ্পিপেষ মহীতলে।
শিরো গৃহীত্বা রাজানং তাড়য়ামাস চৈব হ ॥৩
পুনঃ সঞ্জীবমানস্য তস্যোৎপতিতুমিচ্ছতঃ।
পদা মূর্দ্ধি মহাবাহুঃ প্রাহরদ্ বিললিপ্সতঃ ॥৪
তস্য জানু দদৌ ভীমো জত্রে চৈনমবস্থিনা।
স মোহমগমদ্ রাজা প্রহারবরপীড়িতঃ ॥৫

সংবোধ্য ভীমসেনং তু বারয়ামাস ফাল্গুনঃ।
দ্রৌপদ্যাঃ কৃতে রাজা যৎ তদাহেতি কৌরব ॥৬

ভীমসেন উবাচ।

নায়ং পাপসমাচারো মত্তো জীবিতুমর্হতি।
কৃষ্ণায়াস্তদনর্হায়াঃ পরিক্লেষ্টা নরাধমঃ ॥৭

কিং তু শক্যং ময়া কর্ত্তুং সদা রাজা সতত্বং বৃণী।
স্বং চ বালিশতা বুদ্ধ্যা সদৈবাস্মান্ প্রবাধসে ॥৮

এবমুক্ত্বা পটাস্তস্য পক্ষ চক্রে বৃকোদরঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন কিরীটক্রুষ্টতস্তদা ॥৯

(জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ পর্ব্ব)

দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[জয়দ্রথকে বন্দী করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থাপন, তাঁহার আদেশে মুক্তি পাইয়া তপস্যার জন্য জয়দ্রথের গঙ্গাদ্বারে গমন, তপস্যায় সন্তুষ্ট শিবের নিকট হইতে বরলাভ, শিবকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের সহায়ক শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জয়দ্রথ উভয়ভ্রাতৃকে দেখিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।১

অতি-বেগশালী মহাবলী ভীমসেন রথ হইতে নামিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার কেশে ধরিলেন।২

ভীম তাহাকে দুই হাতে উঠাইয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন এবং তাহার মাথা ধরিয়া খুব চাপড়াইতে লাগিলেন।৩

এত প্রহারেও জয়দ্রথ জীবিতই ছিল; সে যেমন উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে, অমনই ভীম তাহার মাথায় পদাঘাত করিলেন; তাহাতে জয়দ্রথ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ইহাতে ভীমের সন্তোষ হইল না, তিনি উহার বুকে হাঁটু দিয়া ঘুঁসি মারিতে লাগিলেন; সেই ভীষণ প্রহারে পীড়িত হইয়া জয়দ্রথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।৪-৫

কুরুনন্দন! তখন অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে আর প্রহার করিতে বারণ করিলেন এবং দ্রৌপদীর কথা স্মরণ করাইয়া রাজা যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন।৬

ভীমসেন বলিলেন,—এই পাপিষ্ঠ নরাধম ক্লেশভোগে অযোগ্যা দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ দিয়াছে, তাহাতে সে আমার হাত হইতে বাঁচিতে পারে না।৭

কিন্তু কি করিব, রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্বদাই 'দয়ালু,' এবং তুমিও মূর্খের ন্যায় সতত আমাকে বারণ করিতেছ।৮

বিকত্থমানা রাজানং ততঃ প্রাহ বৃকোদরঃ।
জীবিতুং চেচ্ছসে মূঢ় যেন তেন যথাস্তু তৎ ॥১০
দাসোঽস্মীতি তথা বাচ্যং সংসৎসু চ সভাসু চ।
এবং তে জীবিতং দদ্যামেষ বৃদ্ধক্ষিতো বিধিঃ ॥১১
এবমস্ত্বিতি তং রাজা কৃতমাণো জয়দ্রথঃ।
প্রোবাচ পুরুষব্যাঘ্রং ভীমমাহবশোভিনম্ ॥১২
ততঃ এনং বিচেষ্টন্তং বদ্ধা পার্থো বৃকোদরঃ।
রথমারোপয়ামাস বিসংজ্ঞং পাংশুগুণ্ঠিতম্ ॥১৩
ততস্তং রথমাস্থায় ভীমঃ পার্থানুগস্তদা।
অভ্যেত্যাশ্রমমধ্যস্থমবতস্থে যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৪
দর্শয়ামাস ভীমস্তু তদবস্থং জয়দ্রথম্।
তং রাজা প্রাহসদ্ দৃষ্ট্বা মুচ্যতামিতি চাব্রবীৎ ॥১৫

এই কথা বলিয়া বৃকোদর তাহার লম্বালম্বা চুলগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণের দ্বারা কাটিয়া ফেলিয়া পাঁচটা শিখা রাখিয়া দিলেন। সেই সময় সে ভয়ে কিছুই বলিতে পারিল না।৯

জয়দ্রথকে তিরস্কার করত বৃকোদর বলিলেন,—মূঢ়! তুই যদি বাঁচিতে চাহিস্, তবে তাহার উপায় বলিতেছি শোন্।১০

তুমি লোকসমাজে ও সভাতে গিয়া বলিবে যে, "আমি যুধিষ্ঠিরের দাস," তাহা হইলে আমি তোমাকে প্রাণদান করিব; যুদ্ধে পরাজিত পুরুষের পক্ষে ইহাই বিধান।১১

ভীমসেন কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া রাজা জয়দ্রথ পুরুষশ্রেষ্ঠ যুদ্ধাশোভী ভীমকে বলিলেন—"তাহাই হউক"।১২

তারপর জয়দ্রথ উঠিবার চেষ্টা করিলে পৃথানন্দন বৃকোদর তখন তাহাকে বাঁধিয়া ধূলি-বিলুণ্ঠিত ও বিচেতন অবস্থায় রথে উঠাইলেন।১৩

অনন্তর ভীম রথে করিয়া তাহাকে লইয়া অর্জ্জুনের পশ্চাতে পশ্চাতে আশ্রমের মধ্যে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকট গেলেন।১৪

রাজানং চাব্রবীদ্ ভীমো দ্রৌপদ্যাঃ কথ্যতামিতি।
দাসভাবগতো হ্যেষ পাণ্ডূনাং পাপচেতনঃ ॥১৬
তমুবাচ ততো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সম্প্রণয়ং বচঃ।
মুঞ্চৈনমধমাচারং প্রণামাৎ যদি তে বয়ম্ ॥১৭
দ্রৌপদী চাব্রবীদ্ ভীমমভিপ্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরম্।
দাসোঽয়ং মুচ্যতাং রাজন্নয়া পঞ্চশটঃ কৃতঃ ॥১৮
স মুক্তোঽভ্যেত্য রাজানমভিবাদ্য যুধিষ্ঠিরম্।
ববন্দে বিহ্বলো রাজংস্তাংশ্চ দৃষ্ট্বা মুনীংস্তদা ॥১৯
তমুবাচ ঘৃণী রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
তথা জয়দ্রথং দৃষ্ট্বা গৃহীতং সব্যসাচিনা ॥২০
অদাসো গচ্ছ মুক্তোঽসি নৈবং কার্য্যঃ পুনঃ কচিৎ।
ক্ষত্রিয়ত্বং বা বিদন্ত্ব যাং ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রসহায়বান্ ॥২১

ভীম তখন সেই অবস্থায় জয়দ্রথকে লইয়া যুধিষ্ঠিরকে দেখাইলেন। যুধিষ্ঠির তাহার ঐ অবস্থা দেখিয়া উচ্চহাস্য করত বলিলেন—"উহাকে ছাড়িয়া দাও"।১৫

ভীম তখন রাজাকে বলিলেন,—"আপনি দ্রৌপদীকে বলুন যে, এই পাপিষ্ঠ নিজেকে পাণ্ডবগণের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।১৬

অনন্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিলেন—যদি আমার কথা যান, তবে এই অধমাচারীকে ছাড়িয়া দাও।১৭

দ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাইয়া ভীমকে বলিলেন—"এ যখন দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহার যখন পঞ্চ শিখা রাখিয়া দিয়াছ, তখন ইহাকে ছাড়িয়া দাও"।১৮

রাজন্! জয়দ্রথ তখন মুক্ত হইয়া বিহ্বলচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়া এবং তত্রত্য মুনিগণকে দর্শন করত প্রণাম করিল।১৯

দয়ালু ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহীত জয়দ্রথকে দেখিয়া বলিলেন।২০

তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম,

এবংবিধং হি কঃ কুর্য্যাৎ ত্বদন্যঃ পুরুষাধমঃ।
(কর্ম ধর্মবিরুদ্ধং বৈ লোকদুষ্টং চ কর্ম তে।)
গতসত্ত্বমিব জ্ঞাত্বা কর্ত্তারমতত্ত্বস্য তম্ ॥২২
সম্প্রেক্ষ্য ভরতশ্রেষ্ঠঃ কৃপাং চক্রে নরাধিপঃ।
ধর্মে তে বর্ত্ততাং বুদ্ধির্মা চাধর্ম্মে মনঃ কৃথাঃ ॥২৩
সাশ্বঃ সরথপাদাতঃ স্বস্তি গচ্ছ জয়দ্রথ।
এবমুক্তস্তু ব্রীড়াং তূষ্ণীং কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ ॥২৪
জগাম রাজন্ দুঃখার্ত্তো গঙ্গাদ্বারায় ভারত।
স দেবং শরণং গত্বা বিরূপাক্ষমুমাপতিম্ ॥২৫
তপশ্চচার বিপুলং তস্য প্রীতো বৃষধ্বজঃ।
বলিং স্বয়ং প্রত্যগৃহ্ণাৎ প্রীয়মাণস্ত্রিলোচনঃ ॥২৬
বরং চাস্মৈ দদৌ দেবঃ স জগ্রাহ চ তচ্ছৃণু।
সমস্তান্ সরথান্ পঞ্চ জয়েয়ং যুধি পাণ্ডবান্ ॥২৭

ইতি রাজাব্রবীদ্ দেবং নেতি দেবস্তমব্রবীৎ।
অজয্যাংশ্চাপ্যবধ্যাংশ্চ বারয়িষ্যসি তান্ যুধি ॥২৮
ঋতেঽর্জুনং মহাবাহুং নরং নাম সুরেশ্বরম্।
বদর্য্যাং তপ্ততপসং নারায়ণসহায়কম্ ॥২৯
অজিতং সর্বলোকানাং দেবৈরপি দুরাসদম্।
যস্য দত্তং পাশুপতং দিব্যমপ্রতিমং শরম্ ॥
অবাপ লোকপালেভ্যো বজ্রাদীন্ স মহাশরান্ ॥৩০
দেবদেবো হ্যনন্তাত্মা বিষ্ণুঃ সুরগুরুঃ প্রভুঃ।
প্রধানপুরুষোঽব্যক্তো বিশ্বাত্মা বিশ্বমূর্ত্তিমান্ ॥৩১
যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে কালাগ্নির্দহতে জগৎ।
সপর্বতার্ণবদ্বীপং সশৈলবনকাননম্ ॥৩২
নির্দহন্ নাগলোকাংশ্চ পাতালতলচারিণঃ।
অথান্তরিক্ষে সুমহদ্ঘনাবর্ণাঃ পয়োধরাঃ ॥৩৩

পুনরায় এইরূপ কার্য্য কখনও করিবে না। তুমি স্ত্রীকামী, নীচ ও নীচসংসর্গকারী, তোমাকে ধিক্। তোমার মত নীচ ছাড়া এরূপ কার্য্য আর কে করিবে? তোমার কার্য্য যেমন ধর্মবিরুদ্ধ, তেমনই লোকবিগর্হিত।

দুষ্কর্মকারী হইলেও জয়দ্রথকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাহার প্রতি দয়া করিলেন এবং পুনরায় বলিলেন—তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি বর্দ্ধিত হউক এবং অধর্ম্মে মতি না হউক। অশ্ব, রথ ও পদাতি সহ নির্ব্বিঘ্নে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাও।২২-২৬

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে জয়দ্রথ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া মৌনভাবে দুঃখিতহৃদয়ে হরিদ্বারে গেলেন এবং সেখানে দেবদেব বিরূপাক্ষ উমাপতির শরণাপন্ন হইয়া বিপুল তপস্যা করিলেন। তপস্যায় প্রীত হইয়া বৃষভধ্বজ শঙ্কর সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া তাঁহার প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শোন। জয়দ্রথ সরথ পঞ্চপাণ্ডবকে জয় করিবার বর প্রার্থনা করিলেন। শঙ্কর বলিলেন—'তাহা হইতে পারে না। তুমি অজয় হইলেও অর্জুনব্যতিরেকে অপর চারি পাণ্ডবকে একদিন যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে। কিন্তু অর্জ্জুনকে জয় করিতে পারিবে না। অর্জুন হইতেছে দেবেশ্বর 'নর' ঋষি। যিনি বদরিকাশ্রমে নারায়ণ ঋষির সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন; ইনি তাঁহার নিত্য সহচর।২৭-২৯

অর্জুন সকল লোকের এমন কি দেবগণেরও অজেয়। আমি দিব্য ও অপ্রতিম পাশুপত অস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়াছি এবং সে সমস্ত লোকপালের নিকট হইতে বজ্রাদি সকল দৈবাস্ত্র লাভ করিয়াছে।৩০

দেবদেব, সকল জীবের অন্তরাত্মা, সুরগুরু বিষ্ণু, যিনি প্রধান পুরুষের স্বরূপ, অব্যক্ত, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বমূর্ত্তি।৩১

অর্জুনের সহায়ক তাঁহার মহিমা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি শুন। যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন কালাগ্নি সমস্ত জগৎকে দগ্ধ করে। পর্ব্বত, সমুদ্র, দ্বীপ, শৈল, বন, কানন, পৃথিবী, নাগলোক, পাতাল-

ঘোরস্বরা বিনদিনস্তড়িন্মালাবলম্বিনঃ।
সমুত্তিষ্ঠন্ দিশঃ সর্বা বিবর্ষন্তঃ সমন্ততঃ ॥৩৪

ততোঽগ্নিং বাসয়ামাসুঃ সংবর্তাগ্নিনিবারকাঃ।
অকম্মাত্রৈস্ত ধারাভিস্তিষ্ঠন্ত্যাপূর্য্য সর্বশঃ ॥৩৫

একার্ণবে তদা তস্মিন্নপশান্তচরাচরে।
নষ্টচন্দ্রার্কপবনে গ্রহনক্ষত্রবর্জিতে ॥৩৬

চতুর্যুগসহস্রান্তে প্লাবিতেনাপ্লুতা মহী।
ততো নারায়ণাখ্যস্তু সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥৩৭

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ স্বপ্তুকামস্ততীন্দ্রিয়ঃ।
ফটাসহস্রবিকটং শেষং পর্য্যঙ্কভাজনম্ ॥৩৮

সহস্রমিব ভিন্মাংশুসংঘাতমমিতদ্যুতিম্।
কুন্দেন্দু-হার-গোক্ষীর-মৃণাল-কুমুদপ্রভম্ ॥৩৯

তত্রাসৌ ভগবান্ দেবঃ স্বপন্ জলনিধৌ তদা।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তাং স্বাং রাত্রিং
কুরুতে বিভুঃ ॥৪০

সত্ত্বোদ্রেকাৎ প্রবুদ্ধস্তু শূন্যং লোকমপশ্যত।
ইদং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥৪১

আপো নারাস্তনব ইত্যাপাং নাম শুশ্রুম।
অয়নং তেন চৈবাস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৪২

প্রধ্যানসময়কালং তু প্রজাহেতোঃ সমাতনঃ।
ব্যাতমাত্রে তু ভগবন্নাভ্যাং পদ্মঃ সমুত্থিতঃ ॥৪৩

ততশ্চতুর্মুখো ব্রহ্মা নাভিপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
তত্রোপবিষ্টঃ সহসা পদ্মে লোকপিতামহঃ ॥৪৪

শূন্যং দৃষ্ট্বা জগৎ কৃৎস্নং মানসানাত্মনঃ সমান্।
ততো মরীচিপ্রমুখান্ মহর্ষীনসৃজদ্ বিভু ॥৪৫

জলনিবাসী প্রভৃতি সকলকেই ধ্বংস করে। তারপর অন্তরীক্ষে নানা বর্ণের, ভয়ঙ্করস্বরে গর্জ্জনকারী, বিদ্যুন্মালাপরিশোভিত মহামেঘসমূহ আবির্ভূত হইয়া ঘোরতর মুষলধারে চতুর্দ্দিকে বর্ষণ করিতে থাকে ।৩২-৩৪

সেই সময় প্রলয়াগ্নিনিবারক সেই অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া লয়-সর্পের ন্যায় মোটা ধারায় জল বর্ষণ করত সকল বস্তু নিমজ্জিত করিয়া অবস্থান করে। তখন চরাচর জগৎ একার্ণবে পরিণত হয়। সেই একার্ণবে চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু বিলীন হইয়া যায় এবং গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি কিছুই থাকে না ।৩৫-৩৬

সহস্র চতুর্যুগের অন্তে এইভাবে সমস্ত পৃথিবী জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সহস্রচক্ষু, সহস্রপাদ ও সহস্র মস্তক নারায়ণনামক পুরুষ ইন্দ্রিয়শূন্য হইয়াও নিদ্রিত হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার শয্যা হইলে সহস্র ফণাবিশিষ্ট শেষ নাগ, যিনি সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী ও অমিত-তেজস্বী, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, গোদুগ্ধ ও মৃণাল ও কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট। সমুদ্রে সেই শেষ নাগে ভগবান্ নারায়ণ ঘোর অন্ধকারে জগৎকে আবৃত করিয়া যোগনিদ্রায় শয়ন করত বিরাজমান থাকেন ।৩৭-৪০

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জাগরিত হইয়া নারায়ণ সমস্ত জগৎকে শূন্য দেখিলেন। এখানে নারায়ণের উদ্দেশে একটি শ্লোকের উল্লেখ করিতেছি ।৪১

জলই হইল ভগবানের শরীর, সেইজন্য ইহার নাম হইল 'নার'। এই নার যাঁহার অয়ন অর্থাৎ অবলম্বন, তাঁহাকেই নারায়ণ বলা হয় ।৪২

প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত নারায়ণ চিন্তা করা-মাত্রই তাঁহার নাভি-কমল হইতে একটী পদ্ম সমুত্থিত হইল ।৪৩

সেই পদ্মে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। তথায় বসিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা সহসা সব শূন্য দেখিয়া ধ্যান করিতেই তাঁহার মন হইতে তত্তল্যপ্রভাবশালী মরীচিপ্রমুখ নয়জন মহর্ষি উৎপন্ন হইল ।৪৪-৪৫

তেঽসৃজন্ সর্বভূতানি ত্রসানি স্থাবরাণি চ।
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানি পিশাচোরগ-মানুষান্ ॥৪৬
সৃজ্যতে ব্রহ্মমূর্তিস্তু রক্ষতে পৌরুষী তনুঃ।
রৌদ্রীভাবেন সংহরেৎ ত্রিধ্রোহয়ম্বাঃ
প্রজাপতেঃ ॥৪৭
ন শ্রুতং তে সিন্ধুপতে বিষ্ণোরদ্ভুতকর্মণঃ।
কথ্যমানানি মুনিভির্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥৪৮
জলেন সমমুপ্রাপ্তে সর্বতঃ পৃথিবীতলে।
তদা চৈকার্ণবে তস্মিন্নেকাকাশে প্রভুঃ চরন্ ॥৪৯
নিশায়ামিব খদ্যোতঃ প্রাবৃট্‌কালে সমন্ততঃ।
প্রতিষ্ঠানায় পৃথিব্যাঃ মার্গমাণস্তদাভবৎ ॥৫০
জলে নিমগ্নাং গাং দৃষ্ট্বা চোদ্ধর্তুং মনশ্চক্রে।
কিং নু রূপমহং কৃত্বা সলিলাদুদ্ধরে মহীম্ ॥৫১
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা।
জলক্রীড়াভিরুচিতং বারাহং রূপমস্মরৎ ॥৫২

কৃত্বা বরাহবপুষং বারায়ং বেদসম্মিতম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণায়তং শতযোজনম্ ॥৫৩
মহাপর্বতসঙ্কাশং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং প্রভাস্বরম্।
মহামেঘৌঘনির্ঘোষং নীলজীমূতসন্নিভম্ ॥৫৪
কৃত্বা বজ্রবরাহো বৈ অপঃ সম্প্রাবিশৎ প্রভুঃ।
দংষ্ট্রেণৈকেন চোদ্ধৃত্য যে স্থানে ন্যবিশন্মহীম্ ॥৫৫
পুনরেব মহাবাহুরপূর্বাং তনুমাস্থিতঃ।
নরস্য কৃত্বার্ধতনুং সিংহস্যার্ধতনুং প্রভুঃ ॥৫৬
দৈত্যেন্দ্রস্য সভাং গত্বা পাণিং সংস্পৃশ্য পাণিনা।
দৈত্যানামাধিপুরুষঃ সুরারিরিতিনন্দনঃ ॥৫৭
দৃষ্ট্বা চাপূর্বপুরুষং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ।
শূলোদ্যতকরঃ শ্রীমা হিরণ্যকশিপুস্তদা ॥৫৮
মেঘস্তনিতনির্ঘোষো নীলাভ্রচয়সন্নিভঃ।
দেবারিরিতিজো বীরো নৃসিংহং সমুপাদ্রবৎ ॥৫৯

সেই ঋষিগণ স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। তখন যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীর সৃষ্টি হইল ।৪৫

প্রজাপতি নারায়ণ ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি করেন। পরম পুরুষরূপে তিনি পালন করেন এবং রুদ্ররূপে প্রলয় করেন। তাই প্রজাপালক ভগবানের এই তিন রূপ ।৪৭

হে সিন্ধুরাজ! তুমি কি সেই অদ্ভুতকর্মা বিষ্ণুর মুনিগণ ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কীর্তিত মহিমা শ্রবণ কর নাই ।৪৮

সমস্ত পৃথিবী সেই মহাসমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল। সেই সময় একার্ণবে উপলক্ষিত একমাত্র আকাশে ভগবান্ নারায়ণ আশ্রয়িত হইয়া বর্ষাকালে রাত্রিতে খদ্যোতের (জোনাকী পোকার) ন্যায় সেই পৃথিবীর পুন প্রতিষ্ঠার জন্য উহাকে খুঁজিতে লাগিলেন ।৪৯-৫০

পৃথিবীকে জলে নিমগ্না দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমি কি রূপ ধরিয়া উহাকে উদ্ধার করিব ।৫১

ইহা চিন্তা করিয়া তিনি দিব্য চক্ষুতে দর্শন করিয়া জলে বিহারোপযোগী বরাহরূপ স্মরণ করিলেন ।৫২

বেদসম্মত, বারায়, দশযোজনবিস্তীর্ণ ও শতযোজনদীর্ঘ, মহাপর্বতসদৃশ বিশাল শরীর, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রী, নীলমেঘসদৃশ শ্যামবর্ণ দেদীপ্যমান, মহামেঘতুল্য-গর্জনকারী বরাহরূপ ধারণ করত ভগবান্ বরাহ জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া একদন্তের আঘাতে পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন ।৫৩-৫৫

তদনন্তর মহাবাহু ভগবান্ শ্রীহরি পুনরায় অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধসিংহরূপে নরসিংহ শরীর ধারণ করিয়া এক হাতে অপর হাত স্পর্শ করত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভায় উপস্থিত হইলেন।

সমুপেত্য ততস্তীক্ষ্ণৈর্নখেন্দ্রেণ বলীয়সা।
নারসিংহেন বপুষা দারিতঃ করজৈর্ভৃশম্ ॥৬০
এবং নিহত্য ভগবান্ দৈতেন্দ্রং রিপুঘাতিনাম্।
তুষ্টোঽভূঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রভুর্লোকহিতায় চ ॥৬১
কশ্যপস্যাত্মজঃ শ্রীমানদিত্যা গর্ভধারিতঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু প্রসূতা গর্ভমুত্তমম্ ॥৬২
দুর্দিনাম্ভোদসদৃশো দীপ্তাক্ষো বামনাকৃতিঃ।
দণ্ডী কমণ্ডলুধরঃ শ্রীবৎসোরসি ভূষিতঃ ॥৬৩
জটী যজ্ঞোপবীতী চ ভগবান্ বালরূপধৃক্।
যজ্ঞবাটং গতঃ শ্রীমান্ দানবেন্দ্রস্য বৈ তদা ॥৬৪
বৃহস্পতিসহায়োঽসৌ প্রবিষ্টো বলিনো মখে।
তং দৃষ্ট্বা বামনতনুং প্রহৃষ্টো বলিরব্রবীৎ ॥৬৫

দৈত্যগণের আদিপুরুষ ও দেবশত্রু দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপু সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করত ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইলেন এবং নীলমেঘসদৃশবর্ণযুক্ত, মেঘসদৃশ গর্জ্জনকারী হিরণ্যকশিপু শূল হাতে লইয়া নৃসিংহের প্রতি ধাবিত হইলেন।৫৬-৫৯

অতিবলশালী মৃগেন্দ্রতুল্য সেই নরসিংহ-শরীরধারী ভগবান্ হিরণ্যকশিপুকে নিজ নখের দ্বারা বিদারণ করিলেন।৬০

এইরূপে দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীহরি পুনরায় লোকহিতের জন্য কশ্যপ-মুনির পুত্ররূপে অদিতির গর্ভে এক হাজার বৎসর অবস্থান করিলেন। তারপর অদিতিদেবী সেই উত্তম গর্ভ প্রসব করিলেন।৬১-৬২

বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় তাঁহার বর্ণ ছিল, তাঁহার চক্ষু দীপ্ত ছিল এবং তিনি বামনাকৃতি ছিলেন। তিনি দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিতেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নভূষিত ছিল।৬৩

উপনয়ন-সংস্কারের পর তিনি জটা, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। ঐ সময় বালরূপধারী ভগবান্

প্রীতোঽস্মি দর্শনে বিপ্র ব্রূহি ত্বং কিং দদানি তে।
এবমুক্তস্তু বলিনা বামনঃ প্রত্যুবাচ হ ॥৬৬
ততস্তমুক্ত্বা বলিং দেবঃ স্বয়মাপোঽভ্যভাষত।
মেদিনীং দানবপতে দেহি মে বিক্রমত্রয়ম্ ॥৬৭
বলির্যদৌ প্রসন্নাত্মা বিপ্রায়াবিত্তজেজসে।
ততো দিব্যাদ্ভুততমং রূপং বিক্রমতো হরেঃ ॥৬৮
বিক্রমৈস্ত্রিভিরক্ষোভ্যো জহারাশু স মেদিনীম্।
দদৌ শক্রায় চ মহীং বিষ্ণুর্দেবঃ সনাতনঃ ॥৬৯
এষ তে বামনো নাম প্রাদুর্ভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তেন দেব্যাঃ প্রাদুরাসন্ বৈষ্ণবং চোচ্যতে জগৎ ॥৭০
অসতাং নিগ্রহার্থায় ধর্মসংরক্ষণায় চ।
অবতীর্ণো মনুষ্যাণামজায়ত মধুক্ষয়ে ॥৭১

শ্রীহরি দানবেন্দ্র বলির যজ্ঞভূমিতে গেলেন।৬৪

বৃহস্পতিকে সহায় করিয়া তিনি যজ্ঞভূমিতে গেলে বলি বালকরূপধারী তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন।৬৫

"হে বিপ্র! তোমাকে দেখিয়া আমি খুব প্রীত হইয়াছি; বল, তোমাকে কি দিব"? বলি এইরূপ বলিলে বামন বলিকে আশীর্ব্বাদ করত মৃদুহাস্যে বলিলেন,—"হে দানবেন্দ্র! আমাকে তিন পাদ স্থাপন পরিমিত ভূমি দিন"।৬৬-৬৭

বলি প্রসন্ন হইয়া সেই অমিততেজস্বী ভগবান্‌কে তাহাই দিলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান্ এমন অদ্ভুত রূপ-ধারণ করিলেন যে, তিনটি পা দিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও বলির মস্তকে আক্রমণ (পদস্থাপন) করিয়া বলির সর্ব্বস্ব হরণ করত সেই অক্ষোভ্য সনাতন বিষ্ণু ইন্দ্রকে দিলেন।৬৮-৬৯

এই বামনাবতারের কথা তোমাকে বলিলাম। তাঁহা হইতেই সমস্ত দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, এইজন্য সমস্ত জগৎকেই বৈষ্ণব (বাম) বলা হয়।৭০

স এবং ভগবান্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণেতি পরিকীর্ত্যতে।
অনাদ্যন্তমজং দেবং প্রভুং লোকনমস্কৃতম্ ॥৭২
যং দেবং বিপ্রবো গান্তি তস্য কর্মাণি সৈন্ধব।
যমাহুরজিতং কৃষ্ণং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥৭৩
শ্রীবৎসধারিণং দেবং পীতকৌশেয়বাসসম্।
প্রধানঃ সোঽস্ত্রবিদ্বাংস তেন কৃষ্ণেন রক্ষ্যতে ॥৭৪
সহায়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীমানতুলবিক্রমঃ।
সমানন্দনে পার্থস্যায় পরবীরহা ॥৭৫
ন শক্যতে তেন জেতুং ত্রিদশৈরপি দুঃসহঃ।
কঃ পুনর্মানুষো ভাবো রণে পার্থং বিজেষ্যতি ॥৭৬
তমেকং বর্জয়িত্বা তু সর্বং যৌধিষ্ঠিরং বলম্।
চতুরঃ পাণ্ডবান্ রাজন্ বিনৈকং জেষ্যসে রিপূন্ ॥৭৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যেবমুক্ত্বা নৃপতিং সর্বপাপহরো হরঃ।
উমাপতিঃ পশুপতির্জহ্যা ত্রিপুরার্দনঃ ॥৭৮
বাধনৈর্বিকটৈঃ কৃষ্ণৈরুগ্রপ্রহরণৈর্বৃতঃ।
বৃতঃ পারিষদৈর্ঘোরৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ ॥৭৯
ত্র্যম্বকো রাজশার্দূল ভগনেত্রনিপাতনঃ।
উমাসহায়ো ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৮০
জয়দ্রথোঽপি মন্দাত্মা স্বমেব ভবনং যযৌ।
পাণ্ডবাশ্চ বনে তস্মিন্ন্যবসন্ কাম্যকে তথা ॥৮১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি জয়দ্রথমোক্ষণ-
পর্ব্বণি দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭২

দুষ্টের নিগ্রহ ও ধর্ম্মের সংরক্ষণের নিমিত্ত সেই ভগবান্ মনুষ্যলোকে যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।৭১

সেই ভগবান্ বিষ্ণুই এখন কৃষ্ণ নামে খ্যাত। সেই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত, দেবদেবের গুণকর্ম্মসমূহ বিদ্বান্‌পুরুষগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সিন্ধুরাজ! যাঁহাকে এখন সকলে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পীতকৌশেয়বস্ত্র-পরিহিত শ্রীবৎসধারী কৃষ্ণ বলিয়া জানেন, সকল অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই অর্জ্জুনকে সেই শ্রীকৃষ্ণই রক্ষা করিতেছেন।৭২-৭৪

শত্রুবীরগণের হন্তা, অতুলবিক্রম, কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই রথে অবস্থান করত তাঁহার সহায়তা করিতেছেন।৭৫

সে এমন দুঃসহ যে, দেবতাগণও তাহাকে জয় করিতে সমর্থ নহে, তোমার মত মানুষ তাহাকে কি করিয়া জয় করিবে?৭৬

রাজন্! একমাত্র তাহাকে বর্জ্জন করিয়া যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে চারিজন পাণ্ডবের সহিত একদিন মাত্র শত্রুকে জয় করিতে সমর্থ হইবে।৭৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! রাজা জয়দ্রথকে এই কথা সর্ব্বপাপহারী ত্রিপুরার্দ্দন, দক্ষযজ্ঞবিনাশী, পশুপতি, উমাপতি ভগনেত্রনিপাতন ভগবান্ শঙ্কর কৃষ্ণ, বামন ও বিকটদর্শন নানা অস্ত্রধারী পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া উমার সহিত সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।৭৮-৮০

মন্দবুদ্ধি জয়দ্রথও নিজ গৃহে চলিয়া গেল এবং পাণ্ডবগণও পূর্ব্ববৎ কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন।৮১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত জয়দ্রথবিমোক্ষণপর্ব্বে দ্বিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭২

(রামোপাখ্যানপর্ব্ব)

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মার্কণ্ডেয়মুনিসমীপে নিজদুরবস্থয়া দুঃখিতস্য যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

এবং কৃষ্ণায়াং কৃষ্ণায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুত্তমম্।
অত ঊর্দ্ধং নরব্যাঘ্রাঃ কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং কৃষ্ণাং মোক্ষয়িত্বা বিনির্জিত্য জয়দ্রথম্।
আসাদ্যক্রে মুনিগণৈর্বৃতো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২

তেষাং মধ্যে মহর্ষীণাং ভূতভাবনুশোচতাম্।
মার্কণ্ডেয়মিদং বাক্যমব্রবীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ দেবর্ষীণাং ত্বং খ্যাতো ভূত-ভবিষ্যবিৎ।
সংশয়ং পরিপৃচ্ছামি ছিন্ধি মে হৃদি সংশ্রিতম্ ॥৪

দ্রুপদস্য সুতা হ্যেষা বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
অযোনিজা মহাভাগা স্নুষা পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ ॥৫

মন্যে কালশ্চ ভগবান্ দৈবঞ্চ বিধিনির্ম্মিতম্।
ভবিতব্যঞ্চ ভূতানাং ন হ্যস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥৬

ইয়াং হি পত্নীমস্মাকং ধর্ম্মজ্ঞাং ধর্ম্মচারিণীম্।
সংস্পৃশেদীদৃশো ভাবঃ শুচিং কৈস্যমিবানৃতম্ ॥৭

ন হি পাপং কৃতং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম বা নিন্দিতং ক্বচিৎ।
দ্রৌপদ্যা ব্রাহ্মণেভ্যেব ধর্ম্মঃ সুচরিতো মহান্ ॥৮

তাং জহার বলাদ্ রাজা মূঢ়বুদ্ধির্জয়দ্রথঃ।
তস্যাঃ সংহরণাৎ পাপঃ শিরসঃ কেশপাতনম্ ॥৯

(রামোপাখ্যান পর্ব্ব)

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মার্কণ্ডেয়মুনির নিকট নিজ দুরবস্থায় দুঃখিত যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।]

জনমেজয় বলিলেন,—কৃষ্ণার হরণে ঐরূপ ভয়ানক কষ্ট পাইয়া তারপর নরব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ তথায় কি করিতে লাগিলেন ?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জয়দ্রথকে পরাজয় করিয়া কৃষ্ণাকে মুক্ত করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মুনিগণে পরিবৃত হইয়া উপবেশন করিলেন।২

পাণ্ডবদিগের উপরে আপতিত সঙ্কটের জন্য অনুতাপকারী মহর্ষিগণের মধ্যে ধর্ম্মরাজ মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্। দেবর্ষিগণের মধ্যে ভূত ও ভবিষ্যৎ আপনি জানেন বলিয়া আপনার খ্যাতি আছে, এজন্য আপনাকে একটা সন্দিগ্ধ বিষয় জিজ্ঞাসা করিব, আমার সংশয় ছেদন করুন।৪

মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ এই দ্রুপদকন্যা অযোনিজা, যজ্ঞের বেদিমধ্য হইতে উৎপন্না হইয়াছে। মনে হয় ভগবান্ কাল ও বিধিনির্ম্মিত দৈবই প্রধান। প্রাণীর যাহা ভবিতব্য, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না। এই ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মচারিণী আমাদের এই পত্নীকে এইরূপ দুষ্টভাববিশিষ্ট পুরুষ ইহাকে স্পর্শ করিল কেমন করিয়া ? কোন সত্যাচারী পুরুষের উপর যদি চুরি বা মিথ্যার কলঙ্ক হয়, ইহাও তদ্রূপই হইয়াছে।৫-৭

দ্রৌপদী কোন পাপ বা নিন্দিত কর্ম্ম করে নাই, ব্রাহ্মণগণের সংকারাদি মহান্ ধর্ম্মকার্য্যই করিয়াছে। অথচ ইহাকে মূঢ়বুদ্ধি জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক হরণ করিল। অবশ্য আমরা সমস্ত সহায়কগণের

পরাজয়ঞ্চ সংগ্রামে সসহায়ঃ সমাগতবান্।
প্রত্যাহৃতা তথাস্মাভির্হত্বা তৎ সৈন্ধবং বলম্ ॥১০
তদ্ দারহরণং প্রাপ্তমস্মাভিরবিতর্কিতম্।
জ্ঞাতিভির্বিপ্রবাসশ্চ মিথ্যাব্যবসিতৈরিদম্ ॥১১
অস্তি নূনং ময়া কশ্চিদল্পভাগ্যতরো নরঃ।
ভবতা দৃষ্টপূর্ব্বো বা শ্রুতপূর্ব্বোঽপি বা ভবেৎ ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নে ত্রিসপ্তত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৩

দ্বারা তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি এবং তাহার সৈন্যবাহিনীকে হত করিয়া কৃষ্ণাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছি। কিন্তু এই পত্নীহরণরূপ অবিতর্কিত দুঃখ আমরা প্রাপ্ত হইলাম এবং দুষ্টজ্ঞাতিগণ পূর্ব্বেই আমাদিগকে বনবাসদুঃখ তো দিয়াছেই; ইহা তাহার চেয়েও অধিক দুঃখকর।৮-১১

আমার ন্যায় অল্পভাগ্যবিশিষ্ট কোন পুরুষকে আপনি ইতি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন অথবা শুনিয়াছেন কি?১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নবিষয়ক ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৩

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরামপ্রভৃতীনাং জন্ম, কুবেরস্যোৎপত্তিঃ, তস্যৈশ্বর্য্যলাভশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ

প্রাপ্তমপ্রতিমং দুঃখং রামেণ ভরতর্ষভ।
রক্ষসা জানকী তস্য হৃতা ভার্য্যা বলীয়সা ॥১
আশ্রমাদ্ রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
মায়ামাস্থায় তরসা হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্ ॥২
প্রত্যাজহার তাং রামঃ সুগ্রীববলমাশ্রিতঃ।
বদ্ধা সেতুং সমুদ্রস্য হত্বা লঙ্কাং শিতৈঃ শরৈঃ ॥৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কস্মিন্ বংশে জাতঃ কিংবীর্য্যঃ
কিম্পরাক্রমঃ।
রাবণঃ কস্য পুত্রো বা কিংবৈরং তস্য তেন হ ॥৪

এতন্মে ভগবন্ সর্বং সম্যগাখ্যাতুমর্হসি।
শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥৫

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম, কুবেরের উৎপত্তি এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য লাভ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ। শ্রীরামচন্দ্র তোমার তুলনায় অতুলনীয় দুঃখ পাইয়াছিলেন। বনমধ্যে বলবান্ রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণ মায়া অবলম্বন করত গৃধ্র জটায়ুকে বধ করিয়া তাঁহার পত্নী সীতাকে আশ্রম হইতে হরণ করিয়াছিল।১-২

শ্রীরাম মিত্র সুগ্রীবের সৈন্য বলকে আশ্রয় করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শরসমূহে লঙ্কা দগ্ধ করত সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অজো নামাভবদ্ রাজা মহানিক্ষ্বাকুবংশজঃ।
তস্য পুত্রো দশরথঃ শশ্বৎস্বাধ্যায়বান্ শুচিঃ ॥৬

অভবংস্তস্য চত্বারঃ পুত্রা ধর্মার্থকোবিদাঃ।
রাম-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্না ভরতশ্চ মহাবলঃ ॥৭

রামস্য মাতা কৌশল্যা কৈকেয়ী ভরতস্য তু।
সুতৌ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ সুমিত্রায়াঃ পরন্তপৌ ॥৮

বিদেহরাজো জনকঃ সীতা তস্যাত্মজা বিভো।
যাং চকার স্বয়ং ভূষ্টা রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥৯

এতদ্ রামস্য তে জন্ম সীতায়াশ্চ প্রকীর্তিতম্।
রাবণস্যাপি তে জন্ম ব্যাখ্যাস্যামি জনেশ্বর ॥১০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শ্রীরাম কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বীর্য্য ও পরাক্রম কিরূপ ছিল? রাবণ কাহার পুত্র ছিল এবং তাহার সহিত শ্রীরামের শত্রুতাই বা কেমন করিয়া হইল?৪

হে ভগবন্! অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীরামচন্দ্রের এই কর্ম্মসমূহ আপনি সম্যগ্‌রূপে বলুন, আমি উহা শুনিতে চাহিতেছি।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুবংশে অজ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র দশরথ নিত্য স্বাধ্যায়নিরত ও শুচি ছিলেন।৬

তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞ ও অর্থনীতি কুশল রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চারিপুত্র হইয়াছিল।৭

রামের মাতা ছিলেন কৌশল্যা, ভরতের মাতা কৈকেয়ী এবং শত্রুতাপন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের মাতা ছিলেন সুমিত্রা।৮

রাজন্! বিদেহরাজ জনকের সীতানামে এক পালিতা কন্যা ছিলেন, যাঁহাকে বিধাতা স্বয়ং শ্রীরামের মহিষীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।৯

রাজন্! এই রাম ও সীতার জন্মের কাহিনী বলিলাম এখন রাবণের জন্ম কথা শুন।১০

পিতামহো রাবণস্য সাক্ষাদ্ দেবঃ প্রজাপতিঃ।
স্বয়ম্ভুঃ সর্বলোকানাং প্রভুঃ স্রষ্টা মহাতপাঃ ॥১১

পুলস্ত্যো নাম তস্যাসীন্মানসো দয়িতঃ সুতঃ।
তস্য বৈশ্রবণো নাম পুত্রোঽভবৎ প্রভুঃ ॥১২

পিতরং স সমুৎসৃজ্য পিতামহমুপস্থিতঃ।
তস্য কোপাৎ পিতা রাজন্ দগ্ধমাত্মানমাত্মনা ॥১৩

স জজ্ঞে বিশ্রবা নাম তস্যাত্মার্ধেন বৈ দ্বিজঃ।
প্রতীকারায় সক্রোধস্তস্য বৈশ্রবণস্য বৈ ॥১৪

পিতামহস্তু প্রীতাত্মা দদৌ বৈশ্রবণস্য হ।
অমরত্বং ধনেশত্বং লোকপালত্বমেব চ ॥১৫

ঈশানেন তথা সখ্যং পুত্রশ্চ নলকূবরম্।
রাজধানীনিবেশঞ্চ লঙ্কাং রক্ষোগণান্বিতাম্ ॥১৬

সাক্ষাৎ প্রজাপতি, সর্ব্বলোকের প্রভু, সৃষ্টি-কর্ত্তা, প্রজাপালক, মহাতপস্বী স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাই ছিলেন রাবণের পিতামহ।১১

পুলস্ত্য নামে ব্রহ্মার এক প্রিয় মানসপুত্র ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও গোনাম্নী পত্নীর গর্ভে বৈশ্রবণ নামে একপুত্র হইল।১২

রাজন্! বৈশ্রবণ (কুবের) তাঁহার পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার সেবা করিতে থাকিলে পিতা পুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া অর্দ্ধাংশে বিশ্রবা নামে অপর শরীর ধারণ করিলেন। পূর্ব্বে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তিনি বৈশ্রবণের উপর সর্ব্বদাই ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিতেন।১৩-১৪

এদিকে পিতামহ ব্রহ্মা সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বৈশ্রবণকে অমরত্ব, ধনেশত্ব ও লোকপালত্ব প্রদান করিলেন।১৫

ভগবান্ শঙ্করের সহিত তাহার সখ্য হইল, তিনি শঙ্করের কৃপায় নলকূবরনামক পুত্র এবং রাক্ষসগণপরিবৃতা লঙ্কানগরী রাজধানীরূপে প্রাপ্ত হইলেন।১৬

বিমানং পুষ্পকং নাম কামগঞ্চ দদৌ প্রভুঃ।
যক্ষাণামাধিপত্যঞ্চ রাজরাজত্বমেব চ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি রাম-রাবণয়োর্জন্মকথনে চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৪

ইহা ছাড়া তাঁহার কৃপায় তিনি কামগামী (ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে সক্ষম) 'পুষ্পক' নামে এক বিমান এবং যক্ষগণের আধিপত্য ও রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রাম-রাবণের জন্ম কথনবিষয়ক চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৪

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণ-কুম্ভকর্ণ-বিভীষণ-খর-শূর্পণখানাম্ উৎপত্তিঃ, তপস্যা, বরলাভশ্চ, কুবেরেণ রাবণায় শাপদানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পুলস্ত্যস্য তু যঃ ক্রোধাদর্দ্ধদেহোঽভবন্মুনিঃ।
বিশ্রবা নাম সক্রোধঃ স বৈশ্রবণমৈক্ষত ॥১
বুবুধে তং তু সক্রোধং পিতরং রাক্ষসেশ্বরঃ।
কুবেরস্তৎপ্রসাদার্থং যততে স্ম সদা নৃপ ॥২
স রাজরাজো লঙ্কায়াং নরবাহনবাহনঃ।
রাক্ষসীঃ প্রদদৌ তিস্রঃ পিতুর্বৈ পরিচারিকাঃ ॥৩

তাঃ সদা তং মহাত্মানং সন্তোষয়িতুমুদ্যতাঃ।
ঋষিং ভরতশার্দ্দূল নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥৪
পুষ্পোৎকটা চ রাকা চ মালিনী চ বিশাম্পতে।
অন্যোন্যস্পর্দ্ধয়া রাজন্ শ্রেয়স্কামাঃ শুভব্রতাঃ ॥৫
স তাসাং ভগবাংস্তুষ্টো মহাত্মা প্রদদৌ বরান্।
লোকপালোপমান্ পুত্রানেকৈকস্যা

যথেপ্সিতান্ ॥৬

পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, খর ও শূর্পণখার উৎপত্তি, তপস্যা ও বরলাভ, কুবের কর্ত্তৃক রাবণকে শাপ দান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ক্রোধবশতঃ পুলস্ত্যের অর্দ্ধদেহ হইতে যে মুনি উৎপন্ন হইল, তাহার নাম বিশ্রবা, তিনিও সক্রোধে বৈশ্রবণকে দেখিতে লাগিলেন।১

রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাক্ষসেশ্বর কুবের পিতার ক্রোধ বুঝিতে পারিয়া প্রসন্নতার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন।২

সেই নরবাহন (কুবের) লঙ্কায় বাস করিবার সময় তিন রাক্ষসীকে পিতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।৩

হে ভরতশার্দ্দূল। তাহারা নৃত্যগীতনিপুণা ছিল; তাহারা ঋষিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে লাগিল।৪

তাহাদের নাম ছিল, পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী। মহারাজ! তাহারা পরস্পরের স্পর্দ্ধা করত শ্রেয়স্কামা হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল।৫

ঐশ্বর্য্যশালী মহাত্মা পুলস্ত্য তাহাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যেককে লোকপালতুল্য পুত্রলাভ করিবার বর দিলেন।৬

পুষ্পোৎকটায়াং জজ্ঞাতে দ্বৌ পুত্রৌ রাক্ষসেশ্বরৌ।
কুম্ভকর্ণ-দশগ্রীবৌ বলেনাপ্রতিমৌ যুধি ॥৭

মালিনী জনয়ামাস পুত্রমেকং বিভীষণম্।
রাকায়াং মিথুনং জজ্ঞে খরঃ শূর্পণখা তথা ॥৮

বিভীষণস্তু রূপেণ সর্ব্বেভ্যোঽভ্যধিকোঽভবৎ।
স বভূব মহাভাগো ধর্মগোপ্তা ক্রিয়ারতিঃ ॥৯

দশগ্রীবস্তু সর্ব্বেষাং শ্রেষ্ঠো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
মহোৎসাহো মহাবীর্য্যো মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥১০

কুম্ভকর্ণো বলেনাসীৎ সর্ব্বেভ্যোঽভ্যধিকো যুধি।
মায়াবী রণশৌণ্ডশ্চ রৌদ্রশ্চ ক্ষয়কৃচ্চরঃ ॥১১

খরো বহুবিধি বিদ্বাংস্তো ব্রহ্মদ্বিট্ পিশিতাশনঃ।
নিস্তবিঘ্নকরী চাপি রৌদ্রী শূর্পণখা তথা ॥১২

পুষ্পোৎকটার গর্ভে অপ্রতিমবলসম্পন্ন দশগ্রীব ও কুম্ভকর্ণ নামে দুই পুত্র, মালিনীর গর্ভে একটি বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে দুইটী যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মিল। পুত্রের নাম খর ও কন্যার নাম হইল শূর্পণখা।৭-৮

বিভীষণ সকলের চেয়ে অধিক রূপবান্ হইলেন এবং মহাভাগ্যবান্, ক্রিয়াসম্পন্ন ও ধর্ম্মের রক্ষক ছিলেন।৯

মহোৎসাহী, মহাবীর্য্যশালী, মহাবৈর্য্য ও পরাক্রমের আকর দশাননই তিন ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিল।১০

কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে সকলের চেয়ে অধিক শারীরিক বলশালী; রণকুশল, মায়াবী ও খুবই ভয়ঙ্কর ছিল।১১

খর বহুবিদ্যায় পারদর্শী, ব্রহ্মদ্বেষী এবং নরমাংসাশী ছিল এবং শূর্পণখা ভয়ঙ্কর আকৃতিবিশিষ্টা ও তপস্যার সিদ্ধির বিঘ্নকারিণী ছিল।১২

সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে শুচরিতব্রতাঃ।
ঊচুঃ পিত্রা সহ রহো গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥১৩

ততো বৈশ্রবণং তত্র দদৃশুর্নরবাহনম্।
পিত্রা সার্দ্ধং সমাসীনমৃদ্ধ্যা পরময়া যুতম্ ॥১৪

জাতামর্ষাস্ততস্তে তু তপসে ধৃতনিশ্চয়াঃ।
ব্রহ্মাণং তোষয়ামাসুর্যোগেন তপসা তদা ॥১৫

অতিষ্ঠদেকপাদেন সহস্রং পরিবৎসরান্
বায়ুভক্ষো দশগ্রীবঃ পঞ্চাগ্নিঃ সুসমাহিতঃ ॥১৬

অবঃশায়ী কুম্ভকর্ণো যতাহারো যতব্রতঃ।
বিভীষণঃ শীর্ণপর্ণমেকমভ্যবহারয়ন্ ॥১৭

উপবাসরতির্ধীমান্ সদা জপ্যপরায়ণঃ।
তমেব কালমাতিষ্ঠৎ তীব্রং তপ উদারধীঃ ॥১৮

সকল পুত্রই বাল্যকালে বেদবিদ্যাবিরত, বীর, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রতপালনপূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে পিতার সহিত বাস করিত।১৩

তারপর একদিন কুবের মহৈশ্বর্য্যে যুক্ত হইয়া পিতার সহিত একত্র বসিয়া ছিলেন, এমন সময় রাবণাদি তাঁহাকে দেখিল।১৪

তখন তাহারা ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া তপস্যা করিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করত ঘোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিল।১৫

দশগ্রীব চারিদিকে পঞ্চাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বায়ুভক্ষণ করত এক হাজার বৎসর এক পায়ে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতে লাগিল।১৬

কুম্ভকর্ণ মাটিতে শয়ন করিয়া আহারের সংযমপূর্ব্বক এবং বিভীষণ শীর্ণপর্ণ আহার করত তপস্যা করিতে লাগিল।১৭

ধীমান্ বিভীষণ প্রায়শঃই উপবাস করিয়া দীর্ঘকাল জপ করিতেন। উদারবুদ্ধি বিভীষণও রাবণের সমকাল তপস্যা করিলেন।১৮

শব্দ-স্পর্শ-রস-গন্ধের জন্য আকুল হয়ে বিষয়ের পিছু পিছু ছুটতে লাগলাম, কত জন্মান্তর কেটে গেল, আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে পরমানন্দের নিত্য নিকেতন ভূমা সুখ যে হৃদয়-কমলেই আছে তা ভুলে গিয়ে—উন্মাদের মত ছুটতে লাগলাম, কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতি লাভ করবার জন্য, 'আমি আত্মা, অমিই ভূমাসুখ' এ জ্ঞান বিলোপ হয়ে গেল, আমি আত্মবিস্মৃত হলাম তাই আমি যে ভূমাসুখ, আমি যে পরম চরম কাম্য—এই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি, আত্মদানের জন্যই আমার অবতার। সব আমি, সব আমি, সব আমি। বহু সেজে খেলা করছি, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই।

ব্রাহ্মণদেবিগণের মধ্যে আমি বলি, আমি যাদবদের মধ্যে অর্জুন, আমি ভূতসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ, আমি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের গতি, উক্তি, ত্যাগ, গ্রহণ ও আনন্দ, আমি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও আস্বাদগ্রহণ, আমি পৃথিবী, আমি বায়ু, আমি আকাশ, আমি জল, আমি জ্যোতি, আমি বিকার, আমি পুরুষ তত্ত্ব, আমি অব্যক্ত প্রকৃতি, আমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং আমি পরং ব্রহ্ম; আমি সব, আমি সব, আমি সব। আমি এ সকলের পরিগণনাক্রম, আমি জ্ঞানরূপ, আমি তত্ত্বনির্ণয়, আমি ঈশ্বর, আমি জীব, আমি গুণ, আমি গুণী, আমি ক্ষেত্র, আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ, আমি ভিন্ন কোথাও অন্যভাব নাই, আমি হয়ত কখন পরমাণুর সংখ্যাও করতে পারি, কিন্তু আমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আমার কোটি কোটি বিভূতির সংখ্যা করতে পারি না। যাতে যাতে তেজ, শ্রী, কীর্তি, ঐশ্বর্য্য, হ্রী, ত্যাগ, নয়ন ও মনের আনন্দপ্রদত্ব, ভাগ্য,

Regd. No. C-67.
CHAITRA
1376 BS:
Aryashastra
March-April 1970

20 JUL 1970

বীর্য, সহনশীলতা, বিজ্ঞান বর্তমান—সে সমস্ত আমার অংশ-বিভূতি। আমি আছি, সমুদ্রে যেমন তরঙ্গ উঠে তেমনি জগৎ তরঙ্গ আমাতে উঠে খেলা করে আবার আমাতেই বিলীন হয়ে যায়। সমুদ্রে এক তরঙ্গে যেমন কোন ভেদ নাই, তেমনি জগতে আর আমাতে কোন ভেদ নাই। জগৎ আমার তরঙ্গ, আমাতে আমিই আছি। যেমন মাটীর হাঁড়ি কলসি সরা মালসা সব মাটী, যেরূপ সোনার হার, বালা, মাকড়ী, অনন্ত সব সোনা, যে প্রকার পিতলের থালা ঘটী বাটী গাড়ু ঘড়া পিতল, যেমন লোহার কড়া বেড়ী খুন্তি হাতা লোহা, যেরূপ চিনির হাতী ঘোড়া রথ চিনি, তেমনি এ জগতের দৃষ্টাদৃষ্ট বস্তুসমূহ আমি, আমি নিখিল পদার্থের উপাদান কারণ, আমা দিয়ে জগৎ তৈরী হয়েছে, আমাতেই জগৎ ভাসছে আবার আমাতেই জগৎ ডুবে যাবে। আমি ছিলাম, আমি আছি, আমিই থাকবো। আমি ! আমি !! আমি !!!

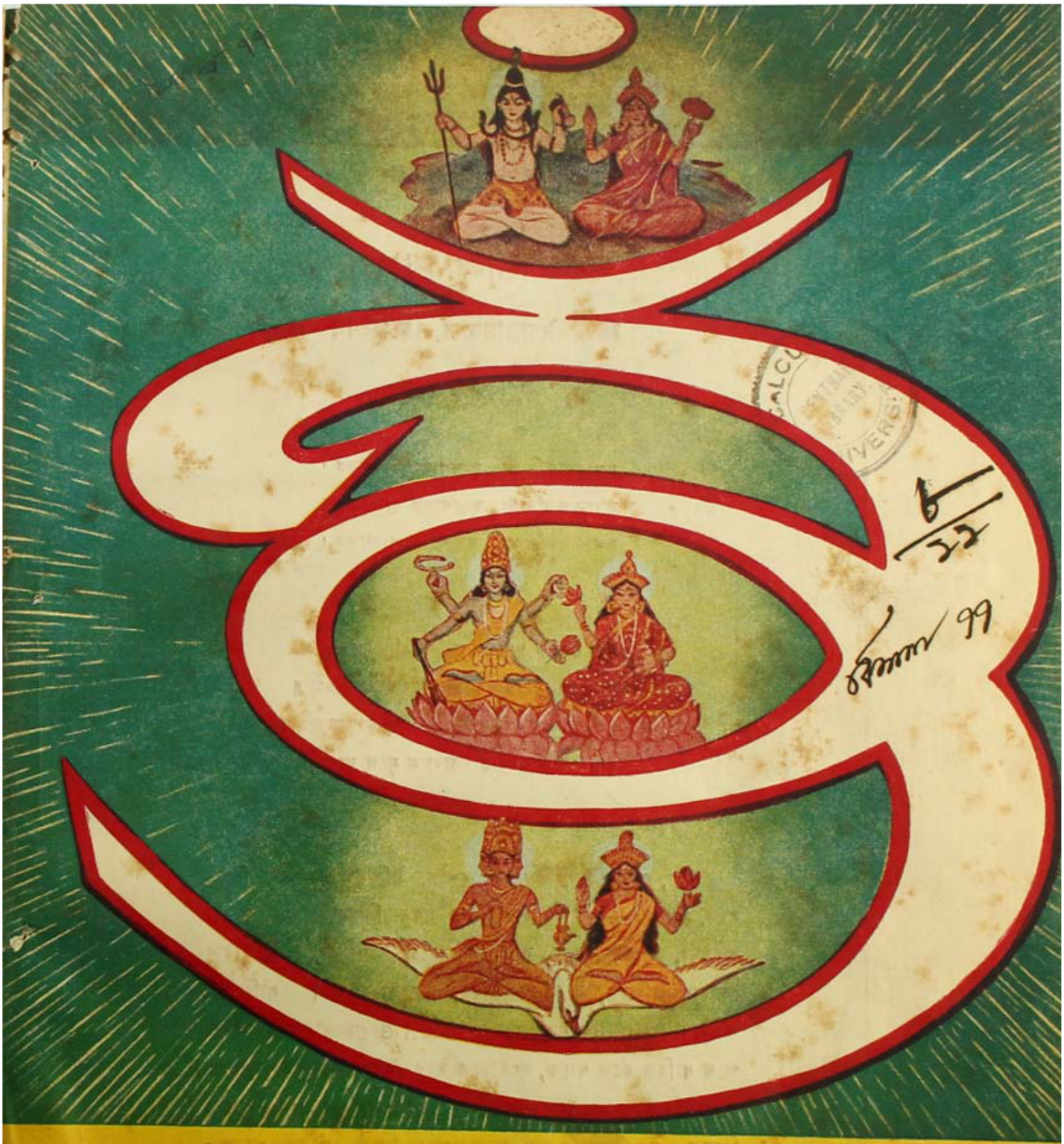

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঙ্কারমঠ
৪।২।৬৬

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ—এই দশ লক্ষণ ধর্ম্ম যখন বিপর্য্যস্ত হয়, মানুষ অধৈর্য্য, ক্ষমাহীন, বাহ্যবিষয়ভোগে আসক্ত, চৌর্য্যরত শৌচাচারবর্জ্জিত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সংসারমোহী ধীবিহীন-অর্থকরী বিদ্যাভ্যাসে যত্নশীল, অসত্যাশ্রয়ী ও ক্রোধী হয়ে অসৎ পথে ধাবিত হতে থাকে, সংসারকে সার ভেবে সংসারের সেবায় ইহলৌকিক-ভোগসর্ব্বস্ব হয়ে মানব দেহধারণের মহান্ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হওত উন্মত্তের মত আত্মনাশের দিকে ছুট্‌তে থাকে ; সেই দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্যগণকে পরমানন্দের পরমপথে চালিত

[অষ্টমবর্ষ, বৈশাখ মাস, ১৩৭৭] [একাদশ সংখ্যা—চান্দনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মুখ্য-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অবলম্বে সন্ন্যাসগণ)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

মুখ্য-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই বৈশাখ, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রবয় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৪০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর স্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীউাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটি
৮।৪।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা
২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা
৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,
৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

ধনঃ পূর্ণণখা চৈব তেষাং বৈ তপ্যতাং তপঃ।
পরিচর্য্যাঞ্চ রক্ষাঞ্চ চক্রতুর্দ্ধ ভবানলৌ ॥১৯
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্ছিত্বা দশাননঃ।
জুহোত্যগ্নৌ দ্রুবাধর্ষস্তেনাভূতজ্জগৎপ্রভুঃ ॥২০
ততো ব্রহ্মা স্বয়ং গত্বা তপসস্তান্ ন্যবারয়ৎ।
প্রলোভ্য বরদানেন সর্বানেব পৃথক্ পৃথক্ ॥২১

ব্রহ্মোবাচ।

প্রীতোঽস্মি যো নিবর্ত্তধ্বং বরান্ বৃণুত পুত্রকাঃ।
যদ্ যদিষ্টমৃতে ত্বেকমমরত্বং তথাস্তু তৎ ॥২২
যদ্ যদগ্নৌ হুতং সর্বং শিরস্তে যদ্দশাপ্লয়া।
তথৈব তানি তে দেহে ভবিষ্যন্তি যথেপ্সয়া ॥২৩
বৈরূপ্যঞ্চ ন তে দেহে কামরূপধরস্তথা।
ভবিষ্যসি রণেঽরীণাং বিজেতা ন চ সংশয়ঃ ॥২৪

রাবণ উবাচ।

গন্ধর্ব-দেবাসুরতো যক্ষ-রাক্ষসতস্তথা।
সর্প-কিন্নর-ভূতেভ্যো ন মে ভূয়াৎ পরাভবঃ ॥২৫

ব্রহ্মোবাচ।

য এতে কীর্ত্তিতাঃ সর্বে ন তেভ্যোঽস্তি ভয়ং তব।
ঋতে মনুষ্যাদ্ তত্রং তে তথা তদ্ বিহিতং ময়া ॥২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তো দশগ্রীবস্তুষ্টঃ সমভবৎ তদা।
অবমেনে হি দুর্বুদ্ধির্মনুষ্যান্ পুরুষাদকঃ ॥২৭
কুম্ভকর্ণমথোবাচ তথৈব প্রপিতামহঃ।
স বব্রে মহতীং নিদ্রাং তমসা গ্রস্তচেতনঃ ॥২৮
তথা ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা বিভীষণমুবাচ হ।
বরং বৃণীষ পুত্র ত্বং প্রীতোঽস্মীতি পুনঃ পুনঃ ॥২৯

ধন ও পূর্ণণখা উভয়েই অনন্যচিত্তহৃদয়ে তপোনিরত দুই ভ্রাতার পরিচর্য্যা ও রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিল।১৯

এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে দুর্দ্ধর্ষ দশানন নিজ এক একটী মস্তক ছেদন করিতে করিতে অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। তাহাতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন।২০

তখন ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদের নিকট গিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকলকে বর-দানের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদিগকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন।২১

ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। হে পুত্রগণ! একমাত্র অমরত্ব ছাড়া যাহা যাহা যাহার ইষ্ট, তাহা তোমরা চাহিতে পার; উহা তোমাদের পূর্ণ হইবে।২২

(রাবণকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি তোমার যে যে মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, সেই সমস্ত মস্তকই পূর্ণবৎ তোমার শরীরে উৎপন্ন হইবে।২৩

তোমার শরীরে কোন বৈরূপ্য থাকিবে না এবং তুমি ইচ্ছামত যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারিবে। তুমি যুদ্ধে নিঃসংশয়ে শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে।২৪

রাবণ বলিল,—গন্ধর্ব, দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও অন্যান্য প্রাণী হইতে আমার যেন কখনও পরাজয় না হয়।২৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি যাহাদের নাম করিয়াছ, তাহাদের হইতে কোন ভয় তোমার নাই; একমাত্র মনুষ্য হইতেই তোমার ভয়ের ব্যবস্থা আমি করিলাম, তোমার মঙ্গল হউক।২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মার কথা শুনিয়া দশগ্রীব সন্তুষ্ট হইল। কারণ নরমাংসাশী দশানন মানুষকে হীন মনে করিয়া অবজ্ঞাই করিয়াছিল।২৭

অনন্তর ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর দিতে বলিলে

বিভীষণ উবাচ।

পরমাপদ্গতস্যাপি নাধর্ম্মে মে মতির্ভবেৎ।
অশিক্ষিতঞ্চ ভগবন্ ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতু মে ॥৩০

ব্রহ্মোবাচ।

যস্মাদ্ রাক্ষসযোনৌ ত্বে জাতস্যামিত্রকর্শন।
নাধর্ম্মে ধীয়তে বুদ্ধিস্তস্মাত্ত্বং বরদামি তে ॥৩১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রাক্ষসস্তু বরং লব্ধ্বা দশগ্রীবো বিশাম্পতে।
লঙ্কায়াশ্চ্যাবয়ামাস যুধি জিত্বা ধনেশ্বরম্ ॥৩২

হিত্বা স ভগবাঁল্লঙ্কামাবিশদ্ গন্ধমাদনম্।
গন্ধর্ব্ব-যক্ষানুগতো রক্ষঃ-কিম্পুরুষৈঃ সহ ॥৩৩

বিমানং পুষ্পকং তস্য জহারাক্রম্য রাবণঃ।
শশাপ তং বৈশ্রবণো ন ত্বামেতদ্ বহিষ্যতি ॥৩৪
যস্য ত্বাং সমরে হন্তা তস্যৈবৈতদ্ বহিষ্যতি।
অবমন্য গুরুং মাঞ্চ ক্ষিপ্রং ত্বং ন ভবিষ্যসি ॥৩৫
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা সতাং মার্গমনুস্মরন্।
অন্বগচ্ছন্মহারাজ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥৩৬
তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টো ভ্রাতা ভ্রাত্রে ধনেশ্বরঃ।
সৈনাপত্যং দদৌ ধীমান্ যক্ষ-রাক্ষসসেনয়োঃ ॥৩৭
রাক্ষসাঃ পুরুষাদাশ্চ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ।
সর্ব্বে সমেত্য রাজানমভ্যষিঞ্চন্ দশাননম্ ॥৩৮
দশগ্রীবশ্চ দৈত্যানাং দেবানাঞ্চ বলোৎকটঃ।
আক্রম্য রত্নান্যহরৎ কামরূপী বিহঙ্গমঃ ॥৩৯

সে তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া দীর্ঘ নিদ্রার বর চাহিল।২৮

"তাহাই হইবে" বলিয়া ব্রহ্মা বিভীষণকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন—"হে পুত্র! তুমি বর চাও;" আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি।২৯

বিভীষণ বলিল,—মহাসঙ্কটে পড়িলেও আমার যেন অধর্ম্মে মতি না হয়। হে ভগবন্! শিক্ষা না করিয়াও আমার মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র যেন প্রতিভাত হয়।৩০

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শত্রুনিষূদন! রাক্ষস-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যখন তোমার অধর্ম্মে মতি নাই, তখন তোমাকে অভয় প্রদান করিতেছি।৩১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! রাক্ষস দশানন বর লাভ করিয়া লঙ্কায় গিয়া ধনপতি কুবেরের সহিত যুদ্ধ করত তাহার নিকট হইতে লঙ্কা কাড়িয়া লইল।৩২

তখন ভগবান্ ধনেশ্বর লঙ্কা পরিত্যাগ করত অনুগত যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিম্পুরুষ ও রাক্ষসগণকে লইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।৩৩

রাবণ পুনরায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুষ্পক বিমানটী হরণ করিল। তখন ধনেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন। এই বিমান দীর্ঘকাল তোমাকে বহন করিবে না। যে তোমার হন্তা হইবে, তাহাকেই বহন করিবে। আমি তোমার গুরুজন, আমাকে অবমাননা করায় তোমার আয়ুও আর বেশী দিন নাই।৩৪-৩৫

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সজ্জনের মার্গ অনুসরণ করত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের অনুগমন করিলেন এবং তাহার কৃপায় পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেন।৩৬

ভ্রাতা ধীমান্ ভগবান্ ধনেশ্বর তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যক্ষ ও রাক্ষসগণের সৈনাপত্য প্রদান করিলেন।৩৭

নরমাংসাশী রাক্ষসগণ এবং মহাবল পিশাচগণ সম্মিলিত হইয়া দশাননকে রাক্ষসরাজরূপে সিংহাসনে অভিষেক করিলেন।৩৮

রাবয়ামাস লোকান্ যৎ তস্মাদ্ রাবণ উচ্যতে।
দশগ্রীবঃ কামবলো দেবানাং ভয়মাদধৎ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি রাবণাদিবরপ্রাপ্তৌ পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৫

উৎকটবলশালী দশানন ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে ও আকাশে গমন করিতে সমর্থ ছিল। সে দৈত্য ও দেবগণকে আক্রমণ করিয়া বহুরত্ন আহরণ করিল ।৩৯

ইচ্ছানুসারে শক্তিবর্দ্ধন করিতে সমর্থ দশানন সমস্ত লোককে রোদন করাইয়াছিল, এজন্য তাহার নাম রাবণ হইল। সে দেবতাগণের ভয়ের কারণ হইল ।৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রাবণাদি-বরপ্রাপ্তিবিষয়ক পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৭৫

ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণস্যাত্যাচারাদ্ রক্ষণায় ব্রহ্মণঃ সকাশং গত্বা দেবানাং প্রার্থনা, ব্রহ্মণ আদেশেন দেবানাং ভল্লুক-বানরযোনিষু পুত্রোৎপাদনম্, দুন্দুভীগন্ধর্ব্যা মন্থরারূপেণানয়নঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে সিদ্ধা দেবর্ষয়স্তথা।
হব্যবাহং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ ॥১

অগ্নিরুবাচ।

যোঽসৌ বিশ্রবসঃ পুত্রো দশগ্রীবো মহাবলঃ।
অবধ্যো বরদানেন কৃতো ভগবতা পুরা ॥২
স বাধতে প্রজাঃ সর্বা বিপ্রকারৈর্মহাবলঃ।
ততো নস্ত্রাহি ভগবন্ নান্যত্রাতা হি বিদ্যতে ॥৩

ব্রহ্মোবাচ।

ন স দেবাসুরৈঃ শক্যো যুদ্ধে জেতুং বিভাবসো।
বিদিতং তত্র যৎ কার্য্যমভিতস্তস্য নিগ্রহঃ ॥৪
তদর্থমবতীর্ণোঽসৌ মনিষ্যোগাচ্চতুর্ভুজঃ।
বিষ্ণুঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ স তৎ কর্ম করিষ্যতি ॥৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পিতামহস্ততস্তেষাং সন্নিধৌ শক্রমব্রবীৎ।
সর্বৈর্দেবগণৈঃ সার্ধং সম্ভব ত্বং মহীতলে ॥৬

ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য ব্রহ্মার নিকট গমন করত দেবগণের প্রার্থনা, ব্রহ্মার আদেশে দেবগণের ভল্লুক ও বানরযোনিতে পুত্র উৎপাদন এবং দুন্দুভী গন্ধর্ব্বীকে মন্থরারূপে আনয়ন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ সকলে মিলিয়া অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন ।১

অগ্নিদেব বলিলেন,—হে ভগবন্! বিশ্রবার পুত্র যে মহাবল দশগ্রীবকে আপনি পূর্ব্বে বর দিয়া আমাদের অবধ্য করিয়াছেন, সে সকল প্রজাকে উৎপীড়িত করিতেছে। হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা আমাদের নাই ।২-৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিভাবসো! দেবতা ও অসুরগণ তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে

বিষ্ণোঃ সহায়ানৃক্ষীষু বানরীষু চ সর্বশঃ।
জনয়ধ্বং সুতান্ বীরান্ কামরূপবলান্বিতান্ ॥৭

ততো ভাগানুভাগেন দেব-গন্ধর্ব-পন্নগাঃ।
অবতর্তুং মহীং সর্বে মন্ত্রয়ামাসুরঞ্জসা ॥৮

তেষাং সমক্ষং গন্ধর্বীং দুন্দুভীং নাম নামতঃ।
পপাস বয়সো দেবো গচ্ছ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৯

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গন্ধর্বী দুন্দুভী ততঃ।
মন্থরা মানুষে লোকে কুব্জা সমভবৎ তদা ॥১০

শক্রপ্রভৃতয়শ্চৈব সর্বে তে সুরসত্তমাঃ।
বানরর্ক্ষবরস্ত্রীষু জনয়ামাসুরাত্মজান্ ॥১১

তেঽভবন্ বর্ত্তন্ পিতৃন্ সর্বে যশসা চ বলেন চ।
ভেত্তারো গিরিশৃঙ্গাণাং শাল-তাল-শিলাযুধাঃ ॥১২

বজ্রসংহননাঃ সর্বে সর্বে চৌঘবলাস্তথা।
কামবীর্য্যবলাশ্চৈব সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১৩

নাগায়ুতসমপ্রাণা বায়ুবেগসমা জবে।
যত্রেচ্ছকনিবাসাশ্চ কেচিত্রত্র বনৌকসঃ ॥১৪

এবং বিধায় তৎ সর্বং ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
মন্থরাং বোধয়ামাস যদ্ যৎ কার্য্যং যথা তথা ॥১৫

না, তাহার নিদ্রা যে উপায়ে হইতে পারে, আমি তাহা সব প্রকারই ব্যবস্থা করিয়াছি।৪

আমি ভগবান্ বিষ্ণুকে ইহাকে নিদ্রা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার অনুরোধে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেই বীরাগ্রগণ্য বিষ্ণুই তাহার বিনাশকার্য্য সম্পাদন করিবেন।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পিতামহ তখন দেবগণের সমক্ষেই ইন্দ্রকে বলিলেন—তুমি সকল দেবগণের সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হও।৬

বিষ্ণুর সহায়তার জন্য তোমরা ঋক্ষী ও বানরীগণের গর্ভে ইচ্ছানুসারে রূপ ও বলবীর্যে সমর্থ সন্তানসমূহ উৎপাদন কর।৭

তারপর দেব, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণ ভাগানুসারে কে কোথায় অবতীর্ণ হইবেন, তাহার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন।৮

তাঁহাদের সমক্ষেই ব্রহ্মা দুন্দুভীনাম্নী গন্ধর্বীকে দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মর্ত্ত্যলোকে যাইতে আদেশ করিলেন।৯

পিতামহের কথা শুনিয়া দুন্দুভী গন্ধর্বী মন্থরা-লোকে কুব্জা মন্থরারূপে আবির্ভূত হইলেন।১০

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বানর ও ঋক্ষ-গণের উত্তমস্ত্রীগণের গর্ভে সন্তানসমূহ উৎপাদন করিলেন। তাহারা সকলেই যশ ও বলে পিতৃ-গণের সমান হইল। তাহারা এমন প্রভূতবলশালী হইল যে, অনায়াসে তাহারা শাল, তাল ও শিলা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহকেও বিদারণ করিতে সমর্থ ছিল।১১-১২

সকলেরই শরীর বজ্রের ন্যায় কঠিন ও প্রচুর বলযুক্ত হইল। তাহারা সকলেই যুদ্ধনিপুণ এবং ইচ্ছানুসারে বল ও বীর্য্য প্রকাশ করিতে সক্ষম ছিল।১৩

তাহারা সকলে দশ হাজার হাতীর বল ধারণ করিত এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী ছিল। তাহারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থাকিতে পারিত; কেহ কেহ বনেও বাস করিত।১৪

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লোকভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা মন্থরাকে যেখানে যাহা করিতে হইবে, তাহা সবই বুঝাইয়া দিলেন।১৫

সা তদ্বচঃ সমাজ্ঞায় তথা চক্রে মনোজবা।
ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তী বৈরমন্বৃক্ষণে রতা ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি বানরাদ্যুৎপত্তৌ ষট্‌সপ্তত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৮

সে ব্রহ্মার কথা উত্তমরূপে মান্য করিয়া মনের তুল্য বেগে সব কিছু কার্য্য সাধন করিল এবং এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া শত্রুর দহনে তৎপরা হইল।১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে বানরাদিউৎপত্তিবিষয়ক ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৮

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরামস্য রাজ্যাভিষেকারম্ভোদ্যোগঃ, রামস্য বনগমনম্, ভরতস্য চিত্রকূটযাত্রা, শ্রীরামেণ খর-দূষণাদিরাক্ষসানাং বিনাশঃ, রাবণস্য মারীচসমীপে গমনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তং ভগবতা জন্ম রামাদীনাং পৃথক্ পৃথক্।
প্রস্থানকারণং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥১
কথং দাশরথী বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সম্প্রস্থিতৌ বনে ব্রহ্মন্ মৈথিলী চ যশস্বিনী ॥২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আত্তপুত্রো দশরথঃ প্রীতিমানভবন্নৃপ।
ক্রিয়াবতির্ধর্মরতঃ সততং বৃদ্ধসেবিতা ॥৩

ক্রমেণ চাস্য তে পুত্রা ব্যবর্দ্ধন্ত মহৌজসঃ।
বেদেষু সরহস্যেষু ধনুর্বেদেষু পারগাঃ ॥৪

চরিতব্রহ্মচর্য্যাস্তে কৃতদারাশ্চ পার্থিব।
যদা তদা দশরথঃ প্রীতিমানভবৎ সুখী ॥৫

জ্যেষ্ঠো রামোঽভবৎ তেষাং রময়ামাস হি প্রজাঃ।
মনোহরতয়া ধীমান্ পিতুর্হৃদয়নন্দনঃ ॥৬

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ, রামের বন-গমন, ভরতের চিত্রকূট-যাত্রা, শ্রীরামকর্ত্তৃক খর-দূষণাদি রাক্ষসের বিনাশ এবং রাবণের মারীচের নিকট গমন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! রামাদি ভ্রাতৃত্রয়ের জন্মের কথা আপনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেন। হে ব্রহ্মন্! কিন্তু দশরথপুত্র শ্রীরাম-চন্দ্র, লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী মিথিলারাজকন্যা সীতা কেন বনে গমন করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্! আমি ইঁহাদের বনগমনের কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বর্ণনা করুন।১-২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পুত্র জন্মলাভ করায় রাজা দশরথ পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি সৎকর্ম্ম-নিরত, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্‌গণের সেবক ছিলেন।৩

ক্রমে ক্রমে রাজার সেই মহাতেজস্বী পুত্রগণ বড় হইতে লাগিলেন এবং বেদে ও রহস্যসহিত ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী হইলেন। ভূপতে! ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত পালন করত পরে বিবাহ করিয়া যখন গৃহস্থাশ্রমে

ততঃ স রাজা মতিমান্ মন্বাত্মানং বয়োঽধিকম্।
মন্ত্রয়ামাস সচিবৈর্ধর্ম্মজ্ঞৈশ্চ পুরোহিতৈঃ ॥৭
অভিষেকায় রামস্য যৌবরাজ্যেন ভারত।
প্রাপ্তকালঞ্চ তে সর্বে মেনিরে মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥৮
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মত্তপাতঙ্গগামিনম্।
কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্ ॥৯
দীপ্যমানং শ্রিয়া বীরং শক্রাশনিসমং যুধে।
পারগং সর্ব্বধর্ম্মাণাং বৃহস্পতিসমং মতৌ ॥১০
সর্ব্বানুরক্তপ্রকৃতিং সর্ব্ববিদ্যাবিশারদম্।
জিতেন্দ্রিয়মমিত্রাণামপি দৃষ্টিমনোহরম্ ॥১১
নিয়ন্তারমসাধূনাং গোপ্তারং ধর্ম্মচারিণাম্।
দুষ্টমন্তমনাধৃষ্যং জেতারমপরাজিতম্ ॥১২

পুত্রং রাজা দশরথঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনম্।
সন্দৃশ্য পরমাং প্রীতিমগচ্ছৎ কুরুনন্দন ॥১৩
চিন্তয়ংশ্চ মহাতেজা গুণান্ রামস্য বীর্য্যবান্।
অভ্যভাষত তত্রৈব তে শ্রীমাণং পুরোহিতম্ ॥১৪
অদ্য পুষ্যো নিশি ব্রহ্মন্ পুণ্যং যোগমুপৈষ্যতি।
সম্ভারাঃ সন্নিয়ন্তাং মে রামস্যোপনিমন্ত্র্যতাম্ ॥১৫

ইতি তদ্ রাজবচনং প্রতিশ্রুত্যাথ মন্থরা।
কৈকেয়ীমভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥১৬
অদ্য কৈকেয়ি দৌর্ভাগ্যং রাজ্ঞা তে
খ্যাপিতং মহৎ।
আশীবিষস্ত্বাং সংক্রুদ্ধশ্চিরায় দশতু দুর্ভগে ॥১৭

প্রবেশ করিলেন, তখন রাজা দশরথ প্রসন্ন ও সুখী হইলেন।৪-৫

চারিপুত্রের মধ্যে বুদ্ধিমান্ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাম মনোহর রূপ ও সুন্দর স্বভাবের দ্বারা প্রজাগণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন এবং এইভাবে পিতারও হৃদয়ানন্দকারী হইলেন।৬

যুধিষ্ঠির! তারপর পরম বুদ্ধিমান্ রাজা দশরথ নিজ বৃদ্ধ বয়সের কথা চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার ইচ্ছায় ধর্ম্মজ্ঞ পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিগণ সকলেই তাঁহার ইচ্ছাকে সমর্থন করিলেন।৭-৮

আরক্তলোচন মহাবাহু শ্রীরাম মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় গমনশীল, তাঁহার গ্রীবা কম্বুর ন্যায় সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল এবং তাঁহার কেশ নীল ও কুঞ্চিত ছিল। তিনি নিজ তেজে দেদীপ্যমান, ইন্দ্রতুল্য বীর, সর্ব্বধর্ম্মপারগত, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, জিতেন্দ্রিয়, শত্রুগণের লোচনমনোহর, দুষ্টের শাসক, শিষ্টের পরিপালক, ধৈর্য্যশীল, অপ্রমত্ত, মন্ত্রণাশীল ও শত্রুর অপরাজিত ছিলেন। তিনি মাতা কৌশল্যার আনন্দ-বর্দ্ধনকারী ছিলেন। এতাদৃশ জ্যেষ্ঠপুত্রকে যৌব-রাজ্যে অভিষেকের যোগ্য দেখিয়া রাজা দশরথ পরম প্রীত হইলেন।৯-১০

মহাতেজস্বী ও বীর্য্যবান্ দশরথ রামচন্দ্রের উক্ত গুণসমূহের কথা চিন্তা করিয়া পুরোহিতকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার কল্যাণ হউক, আজ রাত্রিতে পুষ্য-নক্ষত্রের উদয় হওয়ায় পুণ্য-যোগ হইবে, সুতরাং আপনি রাজ্যাভিষেকের দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করুন এবং রামচন্দ্রকেও এই সংবাদ জানাইয়া দিন।১৩-১৫

রাজার এই কথা মন্থরা শুনিয়া কৈকেয়ীর নিকট গমন করত তাঁহাকে সময়োচিত কথা বলিতে লাগিল।১৬

হে কৈকেয়ি! আজ রাজার ঘোষণা তোমার পক্ষে ভয়ানক দুর্ভাগ্যের সূচক। দুর্ভগে! ইহার চেয়ে ভাল হইত, যদি ক্রুদ্ধ প্রচণ্ড বিষধর সর্প তোমাকে দংশন করিত।১৭

মৃতগা খলু কৌশল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্যতে।
কুতো হি তব সৌভাগ্যং যস্যাঃ পুত্রো
ন রাজ্যভাক্ ॥১৮

সা তদ্বচনমাজ্ঞায় সর্বাভরণভূষিতা।
দেবী বিলম্বমন্যেব বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥১৯
বিবিক্তে পতিমাসাদ্য হসন্তীব শুচিস্মিতা।
প্রণয়ং ব্যঞ্জয়ন্তীব মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥২০
সত্যপ্রতিজ্ঞ যন্মে ত্বং কামমেকং নিসৃষ্টবান্।
উপাকুরুষ তদ্ রাজংস্তস্মান্মুচ্যস্ব সঙ্কটাৎ ॥২১

রাজোবাচ।

বরং দদানি তে ভদ্রে তদ্ গৃহাণ বরান্বিতে।
অবধ্যো বধ্যতাং কোঽদ্য বধ্যঃ কোঽদ্য
বিমুচ্যতাম্ ॥২২

ধনং দদানি কস্যাদ্য হ্রিয়তাং কস্য বা পুনঃ।
ব্রাহ্মণস্যাদিহান্যত্র যৎ কিঞ্চিদ্ বিত্তবন্তি মে ॥২৩
পৃথিব্যাং রাজরাজোঽস্মি চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
যত্তেঽভিলষিতঃ কাম্যো ব্রূহি কল্যাণি মা চিরম্ ॥২৪

সা তদ্বচনমাজ্ঞায় পরিগৃহ্য নরাধিপম্।
আত্মনো বলমাজ্ঞায় তত এনমুবাচ হ ॥২৫
আভিষেচনিকং যৎ তে রামার্থমুপকল্পিতম্।
ভরতস্তদবাপ্নোতু বনং গচ্ছতু রাঘবঃ ॥২৬
স তদ্ রাজা বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রিয়ং দারুণোদয়ম্।
দুঃখার্তো ভরতশ্রেষ্ঠ ন কিঞ্চিদ্ ব্যাজহার হ ॥২৭
ততস্তথোক্তং পিতরং রামো বিজ্ঞায় বীর্য্যবান্।
বনং প্রতস্থে ধর্মাত্মা রাজা সত্যো ভবেদিতি ॥২৮

কৌশল্যাই সৌভাগ্যবতী; কেননা, তাহার পুত্রের রাজ্যাভিষেক কাল হইবে। যাহার পুত্র রাজ্য পায় না, সেই তোমার সৌভাগ্য কোথায় ?১৮

সূক্ষ্মকটিবেশশোভিতা দেবী কৈকেয়ী মন্থরার কথা শ্রবণ করত সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া অপূর্ব্ব রূপ-ধারণপূর্ব্বক বিজনে পতির নিকট গিয়া প্রণয়ব্যঞ্জক পবিত্র মৃদুহাস্যে মধুর বাক্যে বলিলেন।১৯-২০

হে সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ। আপনি পূর্ব্বে আমাকে যে বর দিতে চাহিয়াছিলেন, আজ আমাকে সেই বর দিয়া আপনি সত্যরক্ষা করিয়া সত্যঋণরূপ সঙ্কট হইতে মুক্ত হউন।২১

রাজা বলিলেন,—হে প্রিয়ে! ইহা তো আনন্দের কথা। আমি তোমাকে অবশ্যই বর দিব, তুমি যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লইতে পার। বল, আজ কোন অবধ্য ব্যক্তি তোমার ইচ্ছায় বধ্য বা কোন বধ্য ব্যক্তি তোমার ইচ্ছায় মুক্ত হইবে ?২২

তোমার ইচ্ছায় কাহাকে আমি প্রচুর ধন দান করিব অথবা কাহার নিকট হইতে ধন অপহরণ করিব ? ব্রাহ্মণের ধন ব্যতীত আমার যে-সমস্ত ধন আছে, তাহা সবই তোমার অধিকার।২৩

আমি এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর (সম্রাট্), ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, তোমার যাহা অভিলষিত, তাহা বল; হে কল্যাণি। আমি অচিরেই তাহা পূর্ণ করিব।২৪

কৈকেয়ী রাজাকে নিজের বাক্যজালে আবদ্ধ করিয়া এবং নিজের প্রকৃত শক্তিকে চিন্তা করিয়া রাজাকে বলিলেন।২৫

শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য যেসকল দ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভরতের অভিষেক করুন এবং রামকে বনে পাঠাইয়া দিন।২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির। রাজা দশরথ কৈকেয়ীর দারুণ অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত

তমন্বগচ্ছল্লক্ষ্মীবান্ ধনুষ্মাঁল্লক্ষ্মণস্তথা।
সীতা চ ভার্য্যা ভদ্রং তে বৈদেহী জনকাত্মজা ॥২৯

ততো বনং গতে রামে রাজা দশরথস্তদা।
সমনুস্মৃত্য দেহস্য কালপর্য্যায় ধর্মতঃ ॥৩০

রামস্তু গতমাজ্ঞায় রাজানঞ্চ তথাগতম্।
আনায্য ভরতং দেবী কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥৩১

গতো দশরথঃ স্বর্গং বনস্থৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
গৃহাণ রাজ্যং বিপুলং ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্ ॥৩২

তামুবাচ স ধর্মাত্মা নৃশংসং বত তে কৃতম্।
পতিং হত্বা কুলং চেদমুৎসাদ্য ধনলুব্ধয়া ॥৩৩

অবশঃ পাতয়িত্বা মে মূর্দ্ধ্নি ত্বং কুলপাংসনে।
সকামা ভব মে মাতরিত্যুক্ত্বা প্রারুরোদ হ ॥৩৪

স চারিত্রং বিশোধ্যাথ সর্বপ্রকৃতিসন্নিধৌ।
অন্বয়াদ্ ভ্রাতরং রামং বিনিবর্তনলালসঃ ॥৩৫

কৌশল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ সুদুঃখিতঃ।
অগ্রে প্রস্থাপ্য যানৈঃ স শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥৩৬

বশিষ্ঠ-বামদেব্যাভ্যাং বিপ্রৈশ্চান্যৈঃ সহস্রশঃ।
পৌরজানপদৈঃ সার্ধং রামদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥৩৭

দদর্শ চিত্রকূটস্থং স রামং সহলক্ষ্মণম্।
তাপসানামলঙ্কারং ধারয়ন্তং ধনুর্বরম্ ॥৩৮

হইলেন এবং কৈকেয়ীর কথার কোনই উত্তর দিলেন না।২৭

শ্রীরামচন্দ্র শক্তিশালী হইলেও অত্যন্ত ধর্মাত্মা ছিলেন। তিনি পিতার উক্তির কথা জানিতে পারিয়া 'পিতার সত্য রক্ষিত হউক' এই মনে করিয়া বনে চলিয়া গেলেন।২৮

হে রাঘব! তোমার কল্যাণ হউক। উত্তম শারীরিক কান্তিমান্ ও ধনুষ্মান্ লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজকুমারী জনক-দুহিতা সীতা শ্রীরামের সঙ্গী হইলেন।২৯

তারপর শ্রীরাম বনে চলিয়া গেলে (তাঁহার বিয়োগে) বৃদ্ধ রাজা দশরথ কালধর্মানুসারে প্রাণত্যাগ করিলেন।৩০

শ্রীরামকে বনগত ও রাজা দশরথকে পরলোকগত দেখিয়া দেবী কৈকেয়ী পিত্রালয় হইতে ভরতকে আনাইয়া তাঁহাকে বলিলেন।৩১

রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন এবং রাম ও লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন, সুতরাং তুমি এখন নিষ্কণ্টক ও সুখদ এই বিশাল রাজ্য গ্রহণ কর।৩২

ধর্মাত্মা ভরত তখন কৈকেয়ীকে বলিলেন,—"তুমি অত্যন্ত নৃশংস কাজ করিয়াছ, ধনলুব্ধা হইয়া পতিকে বধ করিয়াছ। কুলকলঙ্কিনি জননি! আমার মাথার উপর কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তুমি তোমার এই ক্রূর কামনা পূর্ণ করিয়াছ" এই বলিয়া ভরত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।৩৩-৩৪

ভরত সকল প্রজাকে নিজের নির্দোষতার কথা বলিয়া রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার আশায় রামের অনুগমন করিলেন।৩৫

তিনি কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অগ্রে করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথে চড়িয়া রামকে আনিবার জন্য চলিলেন।৩৬

রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী পুরুষগণও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।৩৭

তিনি চিত্রকূটে গিয়া তাপসগণের অলঙ্কারস্বরূপ ধনুর্ধারী রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের সহিত তথায় দেখিতে পাইলেন।৩৮

(শ্রীরাম উবাচ ।
গচ্ছ ত্বং প্রজা রক্ষ্যাঃ সত্যং রক্ষ্যাম্যহং পিতুঃ ।)
বিসর্জিতঃ স রামেণ পিতুর্বচনকারিণা ।
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং পুরস্কৃত্যাস্য পাদুকে ॥৩৯

রামস্য পুনরাগম্য পৌরজানপদাগমম্ ।
প্রবিবেশ মহারণ্যং শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি ॥৪০

সৎকৃত্য শরভঙ্গং স দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ ।
নদীং গোদাবরীং রম্যামাশ্রিত্য সুবসৎ তদা ॥৪১

বসতস্তস্য রামস্য ততঃ শূর্পণখাকৃতম্ ।
খরোপাদীস্মহদ্ বৈরং জনস্থাননিবাসিনা ॥৪২

রক্ষার্থং তাপসানাং তু রাঘবো ধর্মবৎসলঃ ।
চতুর্দশ সহস্রাণি জঘান ত্বরি রক্ষসাম্ ॥৪৩

দূষণঞ্চ খরং চৈব নিহত্য সুমহাবলৌ ।
চক্রে ক্ষেমং পুনর্ধীমান্ ধর্মারণ্যং স রাঘবঃ ॥৪৪

হতেষু তেষু রক্ষঃসু ততঃ শূর্পণখা পুনঃ ।
যযৌ বিকৃতনাসোষ্ঠী লঙ্কাং ভ্রাতুর্নিবেশনম্ ॥
ততো রাবণমভ্যেত্য রাক্ষসী দুঃখমূর্চ্ছিতা ।
পপাত পাদয়োর্ভ্রাতুঃ সংশুষ্করুধিরাননা ॥৪৬

তাং তথা বিকৃতাং দৃষ্ট্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
উৎপপাতাসনাৎ ক্রুদ্ধো দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥৪৭

স্বানমাত্যান্ বিসৃজ্যাথ বিবিক্তে তামুবাচ সঃ ।
কেনাস্যেবং কৃতা ভদ্রে মামচিন্ত্যাবমন্য চ ॥৪৮

কঃ শূলং তীক্ষ্ণমাসাদ্য সর্বপ্রাণৈর্নিষেবতে ।
কঃ শিরস্যগ্নিমাধায় বিশ্বস্তঃ স্বপতে সুখম্ ॥৪৯

রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বন হইতে ফিরিতে স্বীকৃত হইলেন না; তখন অনন্যোপায় হইয়া ভরত শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় লইয়া নন্দীগ্রামে রাজত্ব করিতে লাগিলেন ।৩৯

পুনরায় পুরবাসিগণ আসিয়া বিরক্ত করিতে পারে এই আশঙ্কায় শ্রীরাম শরভঙ্গমুনির আশ্রমের দিকে মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন ।৪০

শরভঙ্গমুনির সৎকার করত রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রমণীয় গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণ করত বনবাস করিতে লাগিলেন ।৪১

সেইখানে বাস করিতে করিতেই শূর্পণখার জন্য শ্রীরামের জনস্থাননিবাসী খর ও দূষণের সহিত শত্রুতা হইল ।৪২

তাপসগণের রক্ষার জন্য এই ভূমণ্ডলে ধর্ম-বৎসল রাঘব চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন ।৪৩

তারপর অতিবল খর ও দূষণকে বধ করিয়া ধীমান্ রাঘব সেই ধর্মারণ্যকে নিরাপদ করিল ।৪৪

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ সকলে নিহত হইলে শূর্পণখা ছিন্ন নাসাকর্ণ লইয়া লঙ্কায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের ভবনে গেল ।৪৫

শূর্পণখারাক্ষসী রাবণের নিকট গিয়া দুঃখে মূর্চ্ছিতপ্রায়া হইয়া ভ্রাতার চরণদ্বয়ে আছড়াইয়া পড়িল। তখন তাহার মুখ শুষ্ক রক্তে লিপ্ত ছিল ।৪৬

তাহার বিকৃত অবস্থা দেখিয়া রাবণ অত্যন্ত ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইল এবং দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া পড়িল ।৪৭

নিজ অমাত্যগণকে বিদায় দিয়া নির্জনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—ভদ্রে ! আমার কথা চিন্তা না করিয়া এবং আমাকে অগ্রাহ্য করত কে তোমার এই দুর্দশা করিল ।৪৮

আশীবিষং ঘোরতরং পাদেন স্পৃশতীহ কঃ।
সিংহং কেসরিণং কশ্চ দংষ্ট্রায়াং স্পৃশ্য তিষ্ঠতি ॥৫০
ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য স্রোতোভ্যস্তৈরসোঽচিরঃ।
নিশ্চেরুর্দহতো রাত্রৌ বৃক্ষস্যেব স্বরন্ধ্রতঃ ॥৫১
তস্য তৎ সর্বমাচখ্যৌ ভগিনী রামবিক্রমম্।
খর-দূষণসংযুক্তং রাক্ষসানাং পরাভবম্ ॥৫২
স নিশ্চিত্য ততঃ কৃত্যং স্বসারমুপসান্ত্য চ।
ঊর্ধ্বমাচক্রমে রাজা বিধায় নগরে বিধিম্ ॥৫৩
ত্রিকূটং সমতিক্রম্য কালপর্বতমেব চ।
দদর্শ মকরাবাসং গম্ভীরোদং মহোদধিম্ ॥৫৪

ততস্তীর্ত্বাথ গোকর্ণমভ্যগচ্ছদ্ দশাননঃ।
যত্রাস্তে স্থানমব্যগ্রং শূলপাণের্মহাত্মনঃ ॥৫৫

তত্রাভ্যগচ্ছন্মারীচং পূর্বামাত্যং দশাননঃ।
পুরা রামভয়াদেব তাপস্যং সমুপাশ্রিতম্ ॥৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যান-পর্বণি রামবনাভিগমনে সপ্তসপ্তত্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৭

কে তীক্ষ্ণ শূলের নিকট যাইয়া সর্ব্বগাত্রে উহাকে স্পর্শ (আঘাত) করায়? কে মস্তকে অগ্নি রাখিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে থাকে? ॥৪৯

বিষধর সর্পকে কে পায়ে মাড়াইতে সাহস করিয়াছে? কেশরী সিংহের দাঁতের মধ্যে হাত দিয়া কে নিশ্চিন্ত অবস্থান করে? ॥৫০

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি ছিদ্রসমূহ হইতে এমন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল যে, দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন রাত্রিতে দহ্যমান বৃক্ষসমূহের ছিদ্র হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে ॥৫১

তারপর ভগিনী শূর্পণখা রামচন্দ্রের বিক্রমের কথা বলিতে গিয়া চৌদ্দ হাজার রাক্ষসসহ খর ও দূষণের বধের কথা বলিল ॥৫২

অনন্তর রাবণ নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভগিনীকে সান্ত্বনা দিল এবং লঙ্কা পুরীর রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া বিমান লইয়া আকাশে উঠিল ॥৫৩

সে ত্রিকূট শৃঙ্গ ও কালপর্ব্বতকে অতিক্রম করত মকরালয় গভীর জল সমুদ্র দর্শন করিল ॥৫৪

তারপর সমুদ্রকে ডিঙ্গাইয়া ভগবান্ শূলপাণির প্রিয়তীর্থ অবিচল গোকর্ণে গিয়া উপস্থিত হইল ॥৫৫

শ্রীরামের ভয়ে ভীত যে মারীচ তপস্যায় মনোযোগ দিয়াছিল, সেই পূর্ব্বামাত্য মারীচের নিকট রাবণ গমন করিল ॥৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে শ্রীরাম-বনাভিগমনবিষয়ক সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২৭৭

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মৃগরূপধারিণো মারীচস্য বিনাশঃ, সীতাপহরণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মারীচস্ত্বথ সম্ভ্রান্তো দৃষ্ট্বা রাবণমাগতম্।
পূজয়ামাস সৎকারৈঃ ফলমূলাদিভিস্ততঃ ॥১

বিশ্রান্তং চৈনমাসীনমন্বাসীনঃ স রাক্ষসঃ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥২

ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃ কচ্চিৎ কেয়ং পুরে তব।
কচ্চিৎ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা ভজন্তে ত্বাং যথা পুরা ॥৩

কিমিহাগমনে চাপি কার্য্যং তে রাক্ষসেশ্বর।
কৃতমিত্যেব তদ্ বিদ্ধি যদপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥৪

শশংস রাবণস্তস্মৈ তৎ সর্বং রামচেষ্টিতম্।
সমাসেনৈব কার্য্যাণি ক্রোধামর্ষসমন্বিতঃ ॥৫

মারীচস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা সমাসেনৈব রাবণম্।
অলং তে রামমাসাদ্য বীর্য্যজ্ঞোঽস্মি তস্য বৈ ॥৬

বাণবেগং হি কস্তস্য শক্তঃ সোঢ়ুং মহাত্মনঃ।
প্রব্রজ্যায়াং হি মে হেতুঃ স এব পুরুষর্ষভঃ ॥৭

বিনাশমুখমেতৎ তে কেনাখ্যাতং দুরাত্মনা।
তমুবাচাথ সক্রোধো রাবণঃ পরিভর্ৎসয়ন্ ॥৮

অকুর্বতোঽস্মদ্বচনং স্যাস্ত্যুরপি তে ধ্রুবম্।
মারীচশ্চিন্তয়ামাস বিশিষ্টোঽয়ং বরম্ ॥৯

অবশ্যং মরণে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যস্য বশ্যতম্।
ততস্তং প্রত্যুবাচাথ মারীচো রক্ষসাং বরম্ ॥১০

কিং তে সাহ্যং ময়া কার্য্যং করিষ্যাম্য-
বশোঽপি তৎ।
তমব্রবীদ্ দশগ্রীবো গচ্ছ সীতাং প্রলোভয় ॥১১

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মৃগরূপধারী মারীচের বিনাশ এবং সীতা অপহরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাবণকে আসিতে দেখিয়া মারীচ সসম্ভ্রমে উঠিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও ফলমূলাদি অতিথিসৎকারোচিত দ্রব্যের দ্বারা তাহার পূজা করিল।১

যখন রাবণ বিশ্রাম করিয়া আসনে উপবেশন করিল, তখন নিকটবর্ত্তী আসনে উপবিষ্ট ও বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ মারীচ বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে নিপুণ রাবণকে জিজ্ঞাসা করিল।২

তোমার শরীরের বর্ণ স্বাভাবিক নহে। তোমার পুরীর কুশল তো? লঙ্কার প্রজাগণ তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায়ই ভজনা করিতেছে তো?৩

হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার এখানে আগমনের কারণ কি? যদি তাহা দুষ্করও হয়, তথাপি তোমার সেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লও।৪

ক্রোধ ও অমর্ষে পরিপূর্ণ রাবণ তাহাকে রামচন্দ্রের বিক্রমের কথা সব বলিয়া নিজের অভিপ্রায়ও সংক্ষেপে তাহাকে বলিল।৫

মারীচ সকল কথা শুনিয়া রাবণকে সংক্ষেপে বলিল—রামচন্দ্রের সহিত বিবাদে কাজ নাই। আমি তাঁহার বীর্য্য ভাল করিয়াই জানি।৬

সেই মহাত্মার বাণবেগ সহ্য করিবার শক্তি কাহার আছে? সেই পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রই আমার এইরূপ তপস্বী হইবার প্রতিকারণ।৭

কোন দুরাত্মা তোমাকে এই বিনাশের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিল—যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

মারীচ তখন চিন্তা করিয়া দেখিল যে, যদি

রত্নশৃঙ্গো মৃগো ভূত্বা রত্নচিত্রতনূরুহঃ।
ধ্রুবং সীতা সমালক্ষ্য ত্বাং রামং চোদয়িষ্যতি ॥১২
অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে সীতা বশ্যা ভবিষ্যতি।
তামাদায়াপনেষ্যামি ততঃ স ন ভবিষ্যতি ॥১৩
ভার্য্যাবিয়োগাদ্ দুর্বুদ্ধিরেতৎ সাহং করুষ মে।
ইত্যেবমুক্তো মারীচঃ কৃত্বোদকমথাত্মনঃ ॥১৪
রাবণং পুরতো যান্তমন্বগচ্ছৎ সুদুঃখিতঃ।
ততস্তস্যাশ্রমং গত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥১৫
চক্রতুস্তদ্ তথা সর্বমুভৌ যৎ পূর্বমন্ত্রিতম্।
রাবণস্তু যতির্ভূত্বা মুণ্ডঃ কুণ্ডী ত্রিদণ্ডধৃক্ ॥১৬

অবশ্যই মরিতে হয়, তবে শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামের হাতে মরাই ভাল। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রাবণের সাহায্য করিতে নিশ্চয় করিল।

অনন্তর মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল—বল, আমাকে তোমার কি সহায়তা করিতে হইবে। ইচ্ছা না থাকিলেও আমি অবশ হইয়াও তাহা করিব।

তখন দশানন মারীচকে বলিল—তুমি রত্নময় শৃঙ্গযুক্ত মৃগশরীর ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলোভিত কর। তোমার শরীর এমন হইবে যেন প্রতি লোমকূপে চিত্রবিচিত্র নানা রত্ন থাকে। তোমাকে দেখিলে সীতা অবশ্যই ধরিবার জন্য রামকে প্রেরণা দিবে ॥৮-১২

তুমি রামকে ভুলাইয়া বহু দূরে লইয়া গেলে তখন সীতা আমার বশীভূতা হইবে। আমি তাহাকে লইয়া পলায়ন করিব। আর প্রিয়া পত্নী সীতার বিয়োগে দুর্মতি রাম মরিয়া যাইবে। তুমি এই সাহায্য আমাকে কর।

রাবণের কথা শুনিয়া মারীচ বুঝিল তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত, তাই সে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া অতি দুঃখিত মনে অগ্রগামী রাবণের অনুসরণ করিল।

মৃগশ্চ ভূত্বা মারীচস্তং দেশমুপজগ্মতুঃ
দর্শয়ামাস মারীচো বৈদেহ্যাঃ মৃগরূপধৃক্ ॥১৭
চোদয়ামাস তস্যার্থে সা রামং বিধিচোদিতা।
রামস্তস্যাঃ প্রিয়ং কুর্বন্ ধনুরাদায় সত্বরঃ ॥১৮
রক্ষার্থে লক্ষ্মণং স্যস্য প্রযযৌ মৃগলিপ্সয়া।
স ধন্বী বদ্ধতূণীরঃ খড়্গগোধাঙ্গুলিত্রবান্ ॥১৯
অন্বধাবন্মৃগং রামো রুদ্রস্তারামৃগং যথা।
সোঽন্তর্হিতঃ পুনস্তস্য দর্শনং রাক্ষসো ব্রজন্ ॥২০
চকর্ষ মহদধ্বানং রামস্তং বুবুধে ততঃ।
নিশাচরং বিদিত্বা তং রাঘবঃ প্রতিভানবান্ ॥২১

তারপর অক্লিষ্টকর্মকারী শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমের নিকটে গিয়া উভয়ে মন্ত্রণানুরূপ সমস্ত কার্য্য করিল।

রাবণ মুণ্ডিতমস্তক, ত্রিদণ্ডধারী ও ভিক্ষাপাত্র-ধারী সন্ন্যাসী সাজিল এবং মারীচ রত্নময়রূপ ধারণ করিয়া সেই স্থানে গিয়া সীতাকে নিজরূপ দেখাইল ॥১৩-১৭

বিধির বিধানে প্রেরিতা হইয়া সীতা মারীচকে ধরিয়া দিবার জন্য শ্রীরামকে বলিল এবং শ্রীরামও সীতার প্রিয় করিতে উদ্যুক্ত হইয়া ধনু লইয়া লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষার্থে রাখিয়া মৃগটীকে ধরিবার জন্য উহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন।

যেমন মৃগশিরা নক্ষত্রের পশ্চাতে ভগবান্ রুদ্র ধাবিত হন, তেমনই শ্রীরামও ধনু, তূণীর, খড়্গ ও গোধাঙ্গুলিত্র লইয়া সেই রত্নমৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।

মৃগ একবার দর্শন দিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হয়; এইভাবে সে রামকে বহুদূরে লইয়া গেল। তখন শ্রীরাম বুঝিলেন যে, ইহা মৃগ নয়, মায়াবী রাক্ষস। তখন তিনি অমোঘ শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥১৮-২১

অমোঘং শরমাদায় জঘান মৃগরূপিণম্।
স রামবাণাভিহতঃ কৃত্বা রামস্বরং তদা ।২২
হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবং চুক্রোশার্তস্বরেণ হ।
শুশ্রাব তস্য বৈদেহী তত্তস্যাং করুণাং গিরম্ ।২৩
সা প্রাদ্রবদ্ যতঃ শব্দস্তামুবাচাথ লক্ষ্মণঃ।
অলং তে শঙ্কয়া ভীরু কো রামং প্রহরিষ্যতি ।২৪
মুহূর্তাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং ভর্তারং ত্বং শুচিস্মিতে।
ইত্যুক্তা সা প্ররুদতী পর্য্যশঙ্কত লক্ষ্মণম্ ।২৫
হৃতা বৈ স্ত্রীস্বভাবেন দুশ্চারিত্রদূষণা।
সা ত্বং পুরুষমাবজ্ঞা বক্তুং সাধ্বী পতিব্রতা ।২৬
নৈব কামো ভবেন্মূঢ় যং ত্বং প্রার্থয়সে হৃদা।
অপ্যহং শস্ত্রমাদায় হন্যামাত্মানমাত্মনা ।২৭
পতেয়ং গিরিশৃঙ্গাদ্ বা বিশেয়ং বা হুতাশনম্।
রামং ভর্তারমুৎসৃজ্য ন ত্বহং ত্বাং কথঞ্চন ।২৮
বিহীনমুপতিষ্ঠেয়ং শার্দূলী ক্রোষ্টুকং যথা।
এতাদৃশং বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রিয়রাঘবঃ ।২৯
পিধায় কর্ণৌ সংবৃতঃ প্রস্থিতো যেন রাঘবঃ।
স রামস্য পদং গৃহ্য প্রসসার ধনুর্ধরঃ ।৩০
অবীক্ষমাণো বিস্ফোটীং প্রথমে লক্ষ্মণস্তদা।
এতস্মিন্নন্তরে রক্ষো রাবণঃ প্রত্যদৃশ্যত ।৩১
অলক্ষ্যো ভব্যরূপেণ ভস্মচ্ছন্ন ইবানলঃ।
যতিবেষপ্রতিচ্ছন্নো জিহীর্ষুস্তামনিন্দিতাম্ ।৩২
সা তমালক্ষ্য সম্প্রাপ্তং ধর্মজ্ঞা তনকাত্মজা।
নিমন্ত্রয়ামাস তদা ফলমূলাশনাদিভিঃ ।৩৩

তখন মৃগরূপী মারীচ রামবাণে অতিমাত্র আহত হইয়া রামচন্দ্রের স্বর অনুকরণ করত 'হা লক্ষ্মণ' ও 'হা সীতে' বলিয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

বৈদেহী (সীতা) সেই করুণ আর্তনাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে যে দিক্ হইতে সেই স্বর আসিতেছে সেই দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ তখন বলিলেন—'ভীরু। আপনি বৃথাই আশঙ্কা করিতেছেন, শ্রীরামকে প্রহার করিতে সামর্থ্য কাহার আছে।২২-২৪

শুচিস্মিতে! মুহূর্তের মধ্যেই আপনি পতিকে এখানে উপস্থিত দেখিতে পাইবেন।' লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে সীতা লক্ষ্মণকে আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পবিত্রচরিত্রা সীতা সাধ্বী পতিব্রতা হইয়াও স্ত্রীস্বভাববশতঃ লক্ষ্মণের চরিত্রের উপর আশঙ্কা করত তাহাকে কর্কশবাক্য বলিতে লাগিলেন।২৫-২৬

রে মূঢ়! তুমি মনে মনে যে বস্তু প্রার্থনা করিতেছ, তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। আমি শস্ত্রের দ্বারা আত্মহত্যা করিব, অথবা পর্ব্বতশিখরদেশ হইতে লাফাইয়া পড়িব, কিম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিব, তথাপি রামের ন্যায় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার ন্যায় নীচ পুরুষকে ভজনা করিব না। শার্দ্দূলী কি কখনও শৃগালকে বরণ করে?

সীতার এইরূপ কর্কশ বাক্য শুনিয়া শ্রীরামভক্ত সচ্চরিত্র লক্ষ্মণ দুই হাতে কাণ দুইটী ঢাকিয়া ধনু ধারণ করত যে পথে শ্রীরাম গিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামপদচিহ্নযুক্ত পথ ধরিয়া বিম্বফলের ন্যায় অরুণবর্ণ ওষ্ঠ ভূষিতা সীতার দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অনিন্দিতা সীতাকে হরণ করিবার ইচ্ছায় ভয়ানক রাক্ষস রাবণকে সুন্দর যতিবেশে নিজেকে আবৃত করিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখা যাইল।২৭-৩২

ধর্ম্মজ্ঞা সীতা তখন সেই সন্ন্যাসীকে নিজ আশ্রমে সমাগত দেখিয়া ফল-মূলাদি ভোজনের

অবমন্য ততঃ সর্বং স্বরূপং প্রত্যপদ্যত।
সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীমিতি রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥৩১
সীতে রাক্ষসরাজোঽহং রাবণো নাম বিশ্রুতঃ।
যত্র লঙ্কা পুরী নাম্না রম্যা পারে মহোদধেঃ ॥৩২
তত্র ত্বং নরনারীষু শোভিষ্যসি যয়া সহ।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি তাপসং ত্যজ রাঘবম্ ॥৩৩
এবমাদীনি বাক্যানি শ্রুত্বা তস্যাথ জানকী।
নিবার্য্য কর্ণৌ সুশ্রোণী মৈবমিত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥৩৪
প্রপতেদ্ দ্যৌঃ সনক্ষত্রা পৃথিবী শকলীভবেৎ।
শৈত্যমগ্নির্বিরাম্বাহং ত্যজেয়ং রঘুনন্দনম্ ॥৩৮
কথং হি ভিন্নকরটং পদ্মিনং বনগোচরম্।
উপস্থায় মহানাগং করেণুঃ সূকরং স্পৃশেৎ ॥৩৯

ধারা অতিথিসৎকারের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন।৩৩

কিন্তু সীতা-প্রদত্ত বস্তু অগ্রাহ্য করত রাক্ষসরাজ রাবণ নিজরূপ ধারণ করিয়া বৈদেহীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।৩৪

হে সীতে! আমি রাক্ষসরাজ, আমার নাম লোক বিখ্যাত রাবণ, সমুদ্রের ওপারে আমার লঙ্কা নাম্নী রমণীয়া পুরী আছে।৩৫

তুমি সেখানে নরনারীগণের মধ্যে আমার সহিত বাস করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইবে। সুন্দরি! তুমি তাপস রামকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও।৩৬

তাহার এই কথাগুলি শুনিয়া সীতা দুহাতে কাণ চাকিয়া বলিলেন—"খবরদার! তুমি আমাকে এইরূপ কথা বলিও না।৩৭

নক্ষত্রের সহিত অন্তরীক্ষও ভূমিতে পড়িতে পারে, পৃথিবীও খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে এবং অগ্নিও শৈত্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সীতা কখনও রঘুনন্দন শ্রীরামকে ত্যাগ করিতে পারে না।৩৮

কথং হি পীত্বা বাপ্পীকং পীত্বা চ মধুমাধবীম্।
লোকং লোকীরকে কুর্য্যাদ্যোষী কাচিদিতি স্মরেৎ ॥৪০
ইতি সা তং সমাভাষ্য প্রবিবেশাশ্রমং ততঃ।
ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাণৌষ্ঠী বিধুন্বানা করৌ মুহুঃ ॥৪১
তামভিক্রম্য সুশ্রোণীং রাবণঃ প্রত্যপেষয়ৎ।
তর্জয়িত্বা তু রুক্ষেণ স্বরেণ গতচেতনাম্ ॥৪২
মূর্দ্ধজেষু নিজগ্রাহ উর্দ্ধমাচক্রমে ততঃ।
তাং দদর্শ ততো গৃধ্রো জরায়ুর্গিরিগোচরঃ।
রুদতীং রাম রামেতি ক্রোশমানাং তপস্বিনীম্ ॥৪৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি মারীচবধে সীতাহরণে চ অষ্ট-সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।২৭৮

গণ্ডস্থলে মদধারা বহনকারী পদ্মমালাশোভিত বনবাসী গজরাজকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনী কি কখনও শূকরকে বরণ করিতে পারে।৩৯

যে নারী ফুলের মধু অথবা মধুমক্ষিকার আস্বাদ মধুপান করিয়াছে, সে কি কখনও কাঁজির রস আস্বাদন করিতে প্রলুব্ধ হয়।৪০

এই কথা বলিয়া ক্রোধে কম্পিতাধরা সীতা হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে কুটীরে প্রবেশ করিতে উদ্যতা হইলেন।৪১

রাবণ তখন দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার পথ রোধ করত ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায়া সীতাকে কর্কশস্বরে তর্জ্জনা করিতে লাগিল।৪২

রাবণ হাতের মুষ্টির দ্বারা তাঁহার কেশ ধারণ করিল। তারপর উর্দ্ধদেকে পলায়নে উঠিল। এইরূপ অবস্থায় তপস্বিনী সীতা 'রাম রাম' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন পর্ব্বতশিখরস্থিত জটায়ু সীতাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইল।৪৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে মারীচ বধ ও সীতাহরণবিষয়ক অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৮

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণস্য জটায়ুর্বধঃ, শ্রীরামেণ তস্যাস্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়াঃ সম্পাদনম্, কবন্ধস্য বধঃ, দিব্যস্বরূপং লব্ধা তস্য বার্ত্তালাপশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সখা দশরথস্যাসীজ্জটায়ুররুণাত্মজঃ।
গৃধ্ররাজো মহাবীর্যঃ সম্পাতির্যস্য সোদরঃ ॥১

স দদর্শ তদা সীতাং রাবণাঙ্কগতাং সুষাম্।
সক্রোধোঽভ্যদ্রবৎ পক্ষী রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥২

অথৈনমব্রবীদ্ গৃধ্রো মুঞ্চ মুঞ্চেতি মৈথিলীম্।
প্রিয়মাণে ময়ি কথং হরিষ্যসি নিশাচর ॥৩

ন হি মে মোক্ষ্যসে জীবন্ যদি নোৎসৃজসে বধূম্।
ঊর্দ্ধং রাক্ষসেন্দ্রং তং চকর্ত্ত নখরৈর্ভৃশম্ ॥৪

পক্ষতুণ্ডপ্রহারৈশ্চ শতশো জর্জ্জরীকৃতম্।
চকার রুধিরং ভূমি গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব ॥৫

স বধ্যমানো গৃধ্রেণ রামপ্রিয়হিতৈষিণা।
খড়্গমাদায় চিচ্ছেদ ভুজৌ তস্য পতত্রিণঃ ॥৬

নিহত্য গৃধ্ররাজং স ভিন্নাভ্রশিখরোপমম্।
ঊর্দ্ধমাচক্রমে সীতাং গৃহীত্বাঙ্কেন রাক্ষসঃ ॥৭

যত্র যত্র তু বৈদেহী পশ্যত্যাশ্রমমণ্ডলম্।
সরো বা সরিতো বাপি তত্র মুঞ্চতি ভূষণম্ ॥৮

সা দদর্শ গিরিপ্রস্থে পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্।
তত্র বাসো মহদ্দিব্যমুৎসসর্জ্জ মনস্বিনী ॥৯

তৎ তেষাং বানরেন্দ্রাণাং পপাত পবনোদ্ধতম্।
মধ্যে সুপীতং পক্ষীণাং বিদ্যুন্মেঘান্তরে যথা ॥১০

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের জটায়ু বধ, শ্রীরামকর্তৃক তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন, কবন্ধ বধ এবং দিব্য স্বরূপ লাভ করিয়া বার্ত্তালাপ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সূর্য্যসারথি অরুণের পুত্র মহাবীর গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথের সখা ছিলেন এবং সম্পাতি ছিল তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।১

সেই পক্ষী পুত্রবধূস্থানীয়া সীতাকে রাক্ষসরাজ রাবণের অঙ্কগতা দেখিয়া ক্রোধে তাহার দিকে ধাবিত হইল।২

জটায়ু রাবণকে বলিল,—হে নিশাচর! তুমি মিথিলার রাজকন্যাকে পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর। আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি ইহাকে হরণ করিবে কি করিয়া?৩

"যদি তুমি আমার পুত্রবধূকে ছাড়িয়া না যাও, তাহা হইলে তুমি জীবিত অবস্থায় আমার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না" এই বলিয়া জটায়ু তাহাকে নখরসমূহের দ্বারা ভীষণভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল।৪

পাখা, ঠোঁট এবং নখরসমূহের আঘাতে রাবণ এরূপ জর্জরিত হইল যে, পর্ব্বতশিখর হইতে প্রবহমাণ প্রস্রবণসমূহের ন্যায় রাবণের শরীর হইতে রক্ত ধারা পড়িতে লাগিল।৫

শ্রীরামের প্রিয় ও হিতকারী জটায়ুর দ্বারা অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত হইয়া রাবণ ক্রোধে খড়্গের দ্বারা জটায়ুর পাখা দুইটী কাটিয়া ফেলিল।৬

আকাশভেদী পর্ব্বতশিখরের ন্যায় বৃহদাকার গৃধ্ররাজকে বধ করিয়া রাক্ষস সীতাকে অঙ্কে লইয়া আকাশমার্গে পলাইতে লাগিল।৭

বৈদেহী যেখানে যেখানেই কোন আশ্রমমণ্ডল, সরোবর বা নদী দেখিতে পাইলেন, সেখানে সেখানেই নিজের অলঙ্কার ফেলিতে লাগিলেন।৮

তিনি যাইতে যাইতে ঋষ্যমূক গিরির উপরে

অচিরেণাভিচক্রাম খেচরঃ খে চরন্নিব।
দদর্শাথ পুরীং রম্যাং বহুদ্বারাং মনোরমাম্ ॥১১
প্রাকারবপ্রপরিখাদ্বারাং নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং সসীতো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১২

এবং হৃতায়াং বৈদেহ্যাং রামো হত্বা মহামৃগম্।
নিবৃত্তো দদৃশে ভীমাম্ ভ্রাতরং লক্ষ্মণং তথা ॥১৩

কথমুৎসৃজ্য বৈদেহীং বনে রাক্ষসসেবিতে।
ইতি তং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তোঽসীতি ব্যগর্হয়ৎ ॥১৪

মৃগরূপধরেণাথ রক্ষসা সোঽপকর্ষণম্।
ভ্রাতুরাগমনং চৈব চিন্তয়ন্ পর্য্যতপ্যত ॥১৫

গর্হয়ন্নেব বামস্ত ব্যরিতস্তং দদর্শহ।
আপ জীবতি বৈদেহী নেতি পশ্চাদ্মি লক্ষ্মণ ॥১৬

তস্য তৎ বচনাচক্ষ্যো সীতায়া লক্ষ্মণো বচঃ।
যদুক্তবত্যসদৃশং বৈদেহী পশ্চিমং বচঃ ॥১৭

দহ্যমানেন তু হৃদা রামোঽত্যপতদাশ্রমম্।
স দদর্শ তদা গৃধ্রং নিহতং পর্ব্বতোপমম্ ॥১৮

রাক্ষসং শঙ্কমানস্তং বিকৃষ্য বলবদ্ ধনুঃ।
অভ্যধাবত কাকুৎস্থস্তত্তস্তং সহলক্ষ্মণঃ ॥১৯

স তাবুবাচ তেজস্বী নিহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
গৃধ্ররাজোঽস্মি ভদ্রং বাং সখা দশরথস্য বৈ ॥২০

পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বানরকে দেখিতে পাইলেন। সেখানে বুদ্ধিমতী সীতা নিজের একখানা মহামূল্য বস্ত্র (অলঙ্কারের সহিত) নিক্ষেপ করিলেন।৯

সেই সুন্দর পীতবর্ণ বস্ত্রখানি বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া মেঘসমূহ মধ্যস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় সেই পাঁচ বানরের মাঝখানে গিয়া পড়িল।১০

আকাশচারী পক্ষীর ন্যায় অচিরকালের মধ্যে সেই আকাশচারী রাক্ষসরাজ রাবণ বহুদ্বার-বিশিষ্টা মনোরমা লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইলেন।১১

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা প্রাকার পরিবেষ্টিতা সেই লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার সহিত প্রবেশ করিলেন।১২

এইরূপে সীতার হরণ হইলে বুদ্ধিমান্ শ্রীরাম সেই মহামৃগরূপ রাক্ষসকে বধ করিয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিলেন।১৩

শ্রীরাম তখন লক্ষ্মণকে "রাক্ষস পরিবেষ্টিত আশ্রমে তুমি সীতাকে ফেলিয়া কেন এখানে আসিলে" এই বলিয়া লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।১৪

রামচন্দ্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া রাক্ষসের প্রবঞ্চনা এবং সীতাকে ফেলিয়া লক্ষ্মণের চলিয়া আসা এই উভয় দিক চিন্তা করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন।১৫

লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে দ্রুত তাহার নিকটে গেলেন এবং বলিলেন—"সীতাকে জীবিত দেখিতে পাইব কি না সন্দেহ"।১৬

তখন সীতা তাহাকে কর্কশ ভাষায় যাহা অনুচিত ও নিন্দাসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা সবই রামচন্দ্রকে বলিলেন।১৭

আশঙ্কিত সীতাবিরহজনিত শোকে শ্রীরামের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। তিনি দ্রুত পদে আশ্রমের দিকে চলিতে চলিতে পথে পর্ব্বতাকার এক গৃধ্রকে নিহত দেখিতে পাইলেন।১৮

কাকুৎস্থ শ্রীরাম তাহাকে রাক্ষস ভাবিয়া নিজ প্রবল ধনুতে গুণ আরোপ করত লক্ষ্মণের সহিত তাহার দিকে ধাবিত হইলেন।১৯

তখন তেজস্বী গৃধ্ররাজ জটায়ু শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে বলিল,—তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি গৃধ্ররাজ, রাজা দশরথের সখা।২০

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সংগৃহ্য ধনুষী শুভে।
কোঽয়ং পিতরমস্মাকং নাম্না হেত্যাচচক্ষ্ম তৌ ॥২১

ততো ধনূংষ্যুত্তমৌ তং ছিন্নপক্ষবরং খগম্।
ওষোঃ সশংস গৃধ্রস্তু সীতার্থে রাবণাদ্ বধম্ ॥২২

অপৃচ্ছদ্ রাঘবো গৃধ্রং রাবণঃ কাং দিশং গতঃ।
তস্য গৃধ্রঃ শিরঃকম্পৈরাচচক্ষে মমার চ ॥২৩

দক্ষিণামিতি কাকুৎস্থো বিদিত্বাস্য তমিঙ্গিতম্।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস সখায়ং পূজয়ন্ পিতুঃ ॥২৪

ততো দৃষ্ট্বাশ্রমপদং ব্যপবিদ্ধরুনীঠম্।
বিধ্বস্তকলশং শূন্যং গোমায়ু শতসংকুলম্ ॥২৫

দুঃখশোকসমাবিষ্টৌ বৈদেহীহরণাদিতৌ।
ভস্মদুর্দণ্ডকারণ্যং দক্ষিণেন পরন্তপৌ ॥২৬

বনে দদৃশতুস্তত্র রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
দদর্শ মৃগযূথানি দ্রবমাণানি সর্বশঃ ॥২৭

শুশ্রুবে ঘোরং সত্ত্বানাং দাবাগ্নেরিব বর্ততঃ।
অপশ্যেতাং মুহূর্তাচ্চ কবন্ধং ঘোরদর্শনম্ ॥২৮

মেঘপর্বতসঙ্কাশং শালস্কন্ধং মহাভুজম্।
উরোগতবিশালাক্ষং মহোদরমহামুখম্ ॥২৯

যদৃচ্ছয়াথ তদ্ রক্ষঃ করে জগ্রাহ লক্ষ্মণম্।
বিষাদমগমৎ তস্যঃ সৌমিত্রির্ন তু রাঘবঃ ॥৩০

স রামমভিসংপ্রেক্ষ্য কৃত্যতে যেন তদ্ মুখম্।
বিহ্বলশ্চাব্রবীৎ রামং লক্ষ্মণস্ত্বামিষং মম ॥৩১

তাহার সেই কথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে সুন্দর ধনু ধারণ করত ভাবিলেন যে এই পক্ষি আমাদের পিতার নাম উচ্চারণ করিল।২১

অনন্তর তাঁহারা নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, একটি পাখী পক্ষদ্বয় ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। গৃধ্র তখন তাঁহাদিগকে বলিল যে, সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন।২২

তখন রাঘব গৃধ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাবণ কোন দিকে গিয়াছে"? গৃধ্র মাথা নাড়িয়া কোন প্রকারে দক্ষিণদিক্ ইঙ্গিত করত প্রাণত্যাগ করিল।২৩

রামচন্দ্র তাহার ইঙ্গিতে বুঝিলেন যে, রাবণ দক্ষিণদিকে পলাইয়াছে। তখন তিনি সসম্মানে পিতৃসখা জটায়ুর সৎকারকার্য্য সমাপ্ত করিলেন।২৪

তারপর রামচন্দ্র আশ্রমের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে, বসিবার আসন বাহিরে পড়িয়া আছে, কলস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কুটীর শূন্য এবং আশ্রম শৃগালাদি জন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে।২৫

সীতার অপহরণজনিত দুঃখ ও শোকে আবিষ্ট হইয়া শত্রুদমন রাম ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্য হইতে দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন।২৬

যাইবার সময় রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিশাল বনমধ্যে মৃগগণকে চতুর্দ্দিকে দ্রুত দৌড়াইতে দেখিলেন।২৭

বনে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যেমন ভয়ানক শব্দ হয়, সকল প্রাণী মিলিয়া সেইরূপ ঘোর শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইতেছে। ইহা দেখিয়া রাম ও লক্ষ্মণ চলিতে চলিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোরদর্শন এক কবন্ধ দেখিতে পাইলেন।২৮

সেই কবন্ধ দেখিতে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পর্ব্বতের ন্যায় বিশালাকৃতি ছিল; তাহার স্কন্ধ শালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ এবং বাহু দীর্ঘ ছিল;

হরণঞ্চৈব বৈদেহ্যা মম চাপ্যুপপ্লবঃ।
রাজ্যভ্রংশশ্চ ভবতস্তাতস্য মরণং তথা ॥৩২

নাহং ত্বাং সহ বৈদেহ্যা সহেয়ং কোসলাগতম্।
দ্রক্ষ্যামি পৃথিবীরাজ্যে পিতৃপৈতামহে স্থিতম্ ॥৩৩

দ্রক্ষ্যন্ত্যার্য্যস্য যে কুশ-লাজ-শমীদলৈঃ।
অভিষিক্তস্য বদনং সোমং শান্তঘনং যথা ॥৩৪

এবং বহুবিধং বীরান্ বিললাপ স লক্ষ্মণঃ।
তমুবাচাথ কাকুৎস্থঃ স্মরন্নেবপ্যসম্ভ্রমঃ ॥৩৫

মা বিষীদ নরব্যাঘ্র নৈব কশ্চিন্ময়ি স্থিতে।
ছিন্ধ্যস্য দক্ষিণং বাহুং ছিন্নঃ সদ্যো ময়া ভুজঃ ॥৩৬

ইত্যেবং বদতা তস্য ভুজো রামেণ পাতিতঃ।
খড়্গেন তূণতীক্ষ্ণেন নিকৃত্তস্তিলকাণ্ডবৎ ॥৩৭

ততোঽস্য দক্ষিণং বাহুং খড়্গেনাজয়িষ্যতাং বরঃ।
সৌমিত্রিরপি সম্প্রেক্ষ্য ভ্রাতরং রাঘবং স্থিতম্ ॥৩৮

পুনর্জঘান পার্শ্বে বৈ তদ্ রক্ষো লক্ষ্মণো ভৃশম্।
গতাসুরপতদ্ ভূমৌ কবন্ধঃ সুমহাংস্ততঃ ॥৩৯

তস্য দেহাদ্ বিনিঃসৃত্য পুরুষো দিব্যদর্শনঃ।
দদৃশে দিবমাস্থায় বিভ্রাজন্ সূর্য্য ইব জ্বলন্ ॥৪০

পপ্রচ্ছ রামস্তং বাগ্মী কস্ত্বং প্রব্রূহি পৃচ্ছতঃ।
কাময়া কিমিদং চিত্রমাশ্চর্য্যং প্রতিভাতি মে ॥৪১

তাহার বক্ষঃস্থলে বিশাল দুইটি চক্ষু, বিরাট উদর এবং প্রকাণ্ড মুখ ছিল।২৯

যদৃচ্ছাক্রমে আসিতে আসিতে সেই রাক্ষস লক্ষ্মণকে ধরিয়া ফেলিল। হে ভারত! তখন লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ বিষাদগ্রস্ত হইলেন।৩০

লক্ষ্মণ রাক্ষস কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার মুখের দিকে অবশ হইয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি বিষণ্ণমুখে রামচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আমার এই অবস্থা দেখুন।৩১

সীতার হরণ হইল, আমিও এই অসময়ে মরণের মুখে চলিলাম, আপনার রাজ্যচ্যুতি ও পিতার মৃত্যু তো পূর্ব্বেই হইয়াছে।৩২

বৈদেহীর সহিত অযোধ্যার পিতৃপুরুষ-পরম্পরাগত সিংহাসনে পৃথিবীর সম্রাট্‌রূপে আপনার অভিষেক আমি আর দেখিতে পাইব না।৩৩

যাহারা কুশ, খৈ ও শমী পত্রাদির দ্বারা সিংহাসনে অভিষিক্ত পূজনীয় আপনার মেঘমুক্ত চন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য।৩৪

এইরূপে মতিমান্ লক্ষ্মণ বহু প্রকারে বিলাপ করিতে থাকিলে সঙ্কট অবস্থায়ও স্থিরচিত্তবিশিষ্ট শ্রীরাম তাঁহাকে বলিলেন।৩৫

হে বীরপুরুষ! তুমি বিষণ্ণ হইও না, আমি থাকিতে এই রাক্ষস জীবিত থাকিতে পারে না। তুমি উহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর, আমি ইহার বামবাহু ছেদন করিতেছি।৩৬

এই কথা বলিয়াই শ্রীরাম কবন্ধের বাহু তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা তিলবৃক্ষের ডালের ন্যায় অনায়াসে ছেদন করিলেন।৩৭

তারপর বলবান্ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও তাহার দক্ষিণ বাহু খড়্গের দ্বারা ছেদন করিলেন। রামচন্দ্রকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া লক্ষ্মণ উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসের দক্ষিণ পার্শ্বেও খড়্গের দ্বারা ভীষণভাবে আঘাত করিলেন। তখন সেই বিশালশরীরধারী কবন্ধ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল।৩৮-৩৯

অনন্তর কবন্ধের শরীর হইতে এক দিব্য রূপধারী পুরুষ আবির্ভূত হইয়া আকাশে অবস্থিত

তস্যাচচক্ষে গন্ধর্বো বিশ্ববসুরহং নৃপ।
প্রাপ্তো ব্রাহ্মণশাপেন যোনিং রাক্ষসসেবিতাম্ ॥৪২
রাবণেন হৃতা সীতা রাজ্ঞো লঙ্কাধিবাসিনা।
সুগ্রীবমভিগচ্ছস্ব স তে সাহং করিষ্যতি ॥৪৩
এষা পম্পা শিবজলা হংসকারণ্ডবাযুতা।
ঋষ্যমূকস্য শৈলস্য সন্নিকর্ষে তটাকিনী ॥৪৪
বসতে তত্র সুগ্রীবশ্চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ।
ভ্রাতা বানররাজস্য বালিনো হেমমালিনঃ ॥৪৫
তেন ত্বং সহ সঙ্গম্য দুঃখমূলং নিবেদয়।
সমানশীলো ভবতঃ সাহায্যং স করিষ্যতি ॥৪৬

এতাবদ্ধ্যস্মাভির্বক্তুং দ্রষ্টাসি জানকীম্।
ধ্রুবং বানররাজস্য বিদিতো রাবণালয়ঃ ॥৪৭
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দিব্যঃ পুরুষঃ স মহাপ্রভঃ।
বিস্ময়ং জগ্মতুস্তৌভৌ প্রযতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি
কবন্ধদহনে একোনাশীত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৯

হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।৪০

রাজা শ্রীরাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার নিকট এই ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, আপনি স্বেচ্ছায় বলুন; আপনি কে?৪১

তখন তিনি বলিলেন,—হে রাজন্! আমি বিশ্ববাহুনামে গন্ধর্ব্ব। আমি ব্রাহ্মণের শাপে এই রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।৪২

সীতাদেবীকে লঙ্কাবাসী রাজা রাবণ হরণ করিয়াছে। আপনি সুগ্রীবের নিকট গমন করুন। সে আপনাকে সীতার উদ্ধারে সাহায্য করিবে।৪৩

এখান হইতে অল্প দূরে হংসকারণ্ডবাদি পক্ষিগণে পরিপূর্ণা পম্পানাম্নী নির্ম্মলসলিলযুক্তা এক সরোবর আছে; ঐ সরোবর ঋষ্যমূক পর্ব্বতেরই নিকটে।৪৪

সুগ্রীব চারিজন বানরসহ সেই পর্ব্বতে বাস করিতেছে। সে সুবর্ণমালাপরিচিত বানররাজ বালীরই ছোট ভাই।৪৫

তাহার কাছে গিয়া আপনি আপনার দুঃখের কারণ বলুন; সমদুঃখে দুঃখী সেই বানর আপনার সাহায্য করিবে।৪৬

আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনি জানকীর দর্শন পাইবেন। কারণ, বানররাজ সুগ্রীব অবশ্যই রাবণের বাসস্থান জানে।৪৭

এই বলিয়া সেই মহাতেজস্বী দিব্য পুরুষ সহসাই অন্তর্হিত হইলেন। বীরবর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই এই দিব্য ব্যাপারে বিস্মিত হইলেন।৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে কবন্ধদহনবিষয়ক একোনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৯

অশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরাম-সুগ্রীবয়োর্মিত্রতা, বালী-সুগ্রীবয়োর্যুদ্ধম্, শ্রীরামেণ বালিনো বধঃ, লঙ্কায়ামশোকবনমধ্যে রাক্ষসীভিঃ সন্ত্রস্তায়ৈ সীতায়ৈ ত্রিজটায়া আশ্বাসদানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততোঽবিদূরে নলিনীং প্রভূতকমলোৎপলাম্।
সীতাহরণদুঃখার্ত্তঃ পম্পাং রামঃ সমাসদৎ ॥১

মারুতেন সুশীতেন সুখেনামৃতগন্ধিনা।
সেব্যমানো বনে তস্মিন্ জগাদ মনসা প্রিয়াম্ ॥২

বিললাপ স রাজেন্দ্রস্তত্র কান্তামনুস্মরন্।
কামবাণাভিসন্তপ্তঃ সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ ॥৩

ন স্বমেবংবিধো ভাবঃ প্রেষ্টুমর্হতি মানদ।
আত্মবন্তমিব ব্যাধিঃ পুরুষং বুদ্ধিশালিনম্ ॥৪

প্রবৃত্তিরুপলব্ধা তে বৈদেহ্যা রাবণস্য চ।
তাং ত্বং পুরুষকারেণ বুদ্ধ্যা চৈবোপপাদয় ॥৫

অভিগচ্ছাব সুগ্রীবং শৈলস্থং হরিপুঙ্গবম্।
মম শিষ্যে চ ভৃত্যে চ সহায়ে চ সমাশ্বস ॥৬

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈর্লক্ষ্মণেন স রাঘবঃ।
উক্তঃ প্রকৃতিমাপেদে ক্ষয়ো হ্যানন্তরোঽভবৎ ॥৭

নিষেব্য বারি পম্পায়াস্তর্পয়িত্বা পিতৃনপি।
প্রতস্থে সুকৃতৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৮

অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, শ্রীরাম কর্তৃক বালী বধ, লঙ্কায় অশোক-বন মধ্যে রাক্ষসীগণের দ্বারা ভীতা সীতাকে ত্রিজটার আশ্বাসদান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর সীতাহরণ-দুঃখে পীড়িত শ্রীরাম অদূরে অবস্থিত, বহু কমল ও উৎপলশোভিতা পম্পা-সরোবরে উপস্থিত হইলেন।১

সুশীতল, সুখকর ও অমৃতগন্ধি বায়ুর স্পর্শ লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মনে সীতাদেবীর কথা উদিত হইল।২

তখন রাজেন্দ্র শ্রীরাম প্রিয়াকে স্মরণ করত কামবাণে পীড়িত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে তদবস্থা দেখিয়া বলিলেন।৩

মানদ! আপনার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে এইরূপ ধীরভাব শোভা পায় না। বুদ্ধের ন্যায় সত্ত্ব ও নিয়মের সহিত বর্ত্তমান পুরুষকে কি ব্যাধি কখনও স্পর্শ করিতে পারে?৪

আপনি যখন বৈদেহী ও তাঁহার অপহর্ত্তা রাবণের সংবাদ পাইয়াছেন, তখন নিজ বুদ্ধিবলে পুরুষকারের সহায়তায় যাহাতে তাঁহাকে উদ্ধার করা যায়, তাহারই জন্য চেষ্টা করুন।৫

আমরা দুইজনে এখন ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপরে স্থিত বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের নিকট যাইব। আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায়ক; সুতরাং আমি থাকিতে আপনি আশ্বস্ত হউন।৬

লক্ষ্মণের এইরূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা রঘুনন্দন রামচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন তারপর এবং প্রকৃত কার্য্য সম্পাদনে উদ্যোগী হইলেন।৭

সেই দুই বীর ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া সেই জলে পিতৃপুরুষের তর্পণ করত সুগ্রীবের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।৮

তাবৃষ্যমূকমভ্যেত্য বহুমূল-ফল-দ্রুমম্
গিরিং তত্রে বানরান্ পঞ্চ বীরৌ দদৃশতুস্তদা ॥৯

সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস সচিবং বানরং তয়োঃ।
বুদ্ধিমন্তং হনূমন্তং হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥১০

তেন সন্ত ত পূর্ব্বং তৌ সুগ্রীবমভিজগ্মতুঃ।
সখ্যং বানররাজেন চক্রে রামস্তদা নৃপ ॥১১

তদ্ বাসো দর্শয়ামাস্তস্য কার্য্যে নিবেদিতে।
বানরাণাস্তু যৎ সীতা হ্রিয়মাণা ব্যপাস্থজৎ ॥১২

তৎ প্রত্যয়করং লব্ধ্বা সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
পৃথিব্যাং বানরৈশ্বর্য্যে স্বয়ং রামোঽভ্যষেচয়ৎ ॥১৩

প্রতিজজ্ঞে চ কাকুৎস্থঃ সমরে বালিনো বধম্।
সুগ্রীবশ্চাপি বৈদেহ্যাঃ পুনরানয়নং নৃপ ॥১৪

ইত্যুক্ত্বা সময়ং কৃত্বা বিশ্বাস্য চ পরস্পরম্।
অভ্যেত্য সর্ব্বে কিষ্কিন্ধাং তস্থুর্যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৫

সুগ্রীবঃ প্রাপ্য কিষ্কিন্ধাং নাদাদৌঘনিভস্বনঃ।
নাস্য তন্মমৃষে বালী তারা তং প্রত্যষেধয়ৎ ॥১৬

যথা নর্দতি সুগ্রীবো বলবানেষ বানরঃ।
মন্যে চাভ্যেষ্যবান্ প্রাপ্তো ন ত্বং নিষ্ক্রান্তুমর্হসি ॥১৭

হেমমালী ততো বালী তারাং তারাধিপাননাম্।
প্রোবাচ বচনং বাগ্মী তাং বানরপতিঃ পতিঃ ॥১৮

সর্ব্বভূতরুতজ্ঞা ত্বং পশ্য বুদ্ধ্যা সমন্বিতা।
কেন চাভ্যেষ্যবান্ প্রাপ্তো মদ্বৈধ ভ্রাতৃগন্ধিকঃ ॥১৯

চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং তু তারা তারাধিপপ্রভা
পতিহিতায়ৎ প্রাজ্ঞা শৃণু নরবং কপীশ্বর ॥২০

সেই দুই বীর-পুরুষ বহু ফলমূলবিশিষ্ট ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকট গিয়া শিখরদেশে পাঁচটি বানরকে দেখিলেন।৯

সুগ্রীবও হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় গম্ভীরভাবে অবস্থিত ও বুদ্ধিমান্ হনুমান্‌নামক তাহার সচিব বানরকে শ্রীরামের নিকট প্রেরণ করিল।১০

হনুমানের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া তাঁহারা উভয়ে সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন। রাজন্! তারপর শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।১১

রামচন্দ্রের কার্য্যের কথা সুগ্রীবের নিকট বলিলে সুগ্রীব সেই কাপড়খানি তাঁহাকে দেখাইল, যাহা সীতাদেবী অপহৃতা হইবার সময় তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলেন।১২

সীতা-অপহরণের বিশ্বাসজনক প্রমাণ পাইয়া শ্রীরাম সুগ্রীবকে পৃথিবীতে সকল বানরের অধিপতির আসনে অভিষেক করিলেন।১৩

রাজন্! শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের নিকট বালী-বধের এবং সুগ্রীবও রামের সীতার পুনরানয়নের প্রতিজ্ঞা করিলেন।১৪

এইরূপে প্রতিজ্ঞার দ্বারা উভয়ে উভয়ের বিশ্বাস উৎপাদন করত সকলে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৫

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া বালী সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু তারা তাহাকে বারণ করিল।১৬

সুগ্রীব যেরূপ গর্জ্জন করিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে সে পূর্ব্ব হইতে অধিক বলবান্ হইয়াছে; সুতরাং তুমি বাহিরে যাইও না।১৭

তখন সুবর্ণমাল্য-পরিহিত তারাপতি বাগ্মী বানররাজ বালী চন্দ্রবদনা তারাকে বলিল।১৮

তুমি সকল প্রাণীরই শব্দকে জান এবং বুদ্ধিমতীও বটে; বল দেখি, এই আমার নামমাত্র ভাইটি কাহার আশ্রয় পাইয়াছে?১৯

হৃতদারো মহাসত্ত্বো রামো দশরথাত্মজঃ।
তুল্যাবিচ্ছিত্রতাং প্রাপ্তঃ সুগ্রীবেণ বয়ুর্ধরঃ ॥২১

ভ্রাতা চাস্য মহাবাহুঃ সৌমিত্রিরপরাজিতঃ।
লক্ষ্মণো নাম মেধাবী স্থিতঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥২২

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চাপি হনূমাংশ্চানিলাত্মজঃ।
জাম্ববানৃক্ষরাজশ্চ সুগ্রীবসচিবাঃ স্থিতাঃ ॥২৩

সর্ব্ব এতে মহাত্মানো বুদ্ধিমন্তো মহাবলাঃ।
অলং তব বিনাশায় রামবীর্য্যাবলাশ্রয়াৎ ॥২৪

তস্যাতদাক্ষিপ্য বচো হিতমুক্তং কপীশ্বরঃ।
পর্য্যাপতত ক্রোধার্ত্তঃ সুগ্রীবমহমানসম্ ॥২৫

তারাং পরুষমুক্ত্বা তু নির্জগাম গুহামুখাৎ।
স্থিতং মাল্যবতোঽভ্যাসে সুগ্রীবং
সোঽভ্যভাষত ॥২৬

অসকৃৎ ত্বং মযা পূর্ব্বং নির্জিতো জীবিতপ্রিয়ঃ।
মুক্তো জাতিরিতি জ্ঞাত্বা কা ত্বরা মরণে পুনঃ ॥২৭

ইত্যুক্তঃ প্রাহ সুগ্রীবো ভ্রাতরং হেতুমদ্ বচঃ।
প্রাপ্তকালমমিত্রঘ্নো রামং সম্বোধয়ন্নিব ॥২৮

হৃতরাজ্যস্য মে রাজন্ হৃতদারস্য চ ত্বয়া।
কিং মে জীবিতসামর্থ্যমিতি বিদ্ধি সমাগতম্ ॥২৯

এবমুক্ত্বা বহুবিধং ততস্তৌ সন্নিপেততুঃ।
সমরে বালি-সুগ্রীবৌ শাল-তাল-বিলাযুধৌ ॥৩০

চন্দ্রপ্রভাতুল্যা কান্তিমতী বিদূষী তারা এক-মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া পতিকে বলিল,—"হে কপীশ্বর! তবে শুন।২০

হৃতদার মহাবলী দশরথনন্দন বয়ুর্দ্ধর শ্রীরাম সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। উভয়েই উভয়ের শত্রুকে নিজের শত্রু এবং উভয়ে উভয়ের মিত্রকে নিজের মিত্রবর্গ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।২১

তাঁহার ভাই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ মহাবাহু, যুদ্ধে অপরাজিত, মেধাবী এবং রামকার্য্য-সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই উদ্যত।২২

সুগ্রীবের মৈন্দ, দ্বিবিদ, বায়ুনন্দন হনুমান্ এবং ঋক্ষরাজ (ভল্লুকরাজ) জাম্ববান্—এই চারি-জন মন্ত্রী আছে।২৩

ইহারা সকলে মহাত্মা, মহাবলশালী এবং বুদ্ধিমান্। ইহারা সকলে শ্রীরামের বলকে আশ্রয় করিয়া তোমাকে বধ করিতে সমর্থ।২৪

তারা হিতকর বাক্য বলিলেও তাহার কথার উপর আক্ষেপ (নিন্দা) করিয়া বালী বলিতে লাগিল; কারণ, বালীর মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তারা সুগ্রীবকে মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করে।২৫

তারাকে কর্কশ-বাক্য বলিয়া বালী গুহামুখ হইতে নির্গত হইয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের নিকট গেল এবং সুগ্রীবকে দেখিয়া এইরূপ বলিল।২৬

অনেকবার তোমাকে পরাজিত করিয়া জাতি বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি, তুমিও 'জীবনই অধিক প্রিয়' এইবোধে বাঁচিবার আশায় পলায়ন করিয়াছ। আবার এত তাড়াতাড়ি মরণের ইচ্ছা কেন হইল?২৭

বালী এই কথা বলিলে সুগ্রীব তখন ভাইকে এই যুক্তিযুক্ত কথা এমনভাবে বলিল, যেন সে রামচন্দ্রকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছে।২৮

রাজন্! তুমি আমার রাজ্য অপহরণ করিয়াছ এবং আমার স্ত্রীকে তোমার অধিকারে রাখিয়াছ, সুতরাং আমার আর বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? আমার মরাই ভাল। এই মনে করিয়াই আমি আসিয়াছি।২৯

উভৌ জগৃহতুস্তোয়মুভৌ ভূমৌ নিপেততুঃ।
উভৌ ববল্গতুশ্চিত্রং মুষ্টিভিশ্চ নিজঘ্নতুঃ ॥৩১
উভৌ রুধিরসংসিক্তৌ নখদন্তপরিক্ষতৌ।
শুশুভাতে তদা বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩২
ন বিশেষস্তয়োর্যুদ্ধে বধা কশ্চন দৃশ্যতে।
সুগ্রীবস্য তদা মালাং হনুমান্ কণ্ঠ আসজৎ ॥৩৩
স মালয়া তদা বীরঃ শুশুভে কণ্ঠসক্তয়া।
শ্রীমানিব মহাশৈলো মলয়ো মেঘমালয়া ॥৩৪
কৃতচিহ্নস্তু সুগ্রীবং রামো দৃষ্ট্বা মহাধনুঃ।
বিচকর্ষ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বালিমুদ্দিশ্য লক্ষ্যবৎ ॥৩৫
বিস্ফারগুরু ধনুষো যন্ত্রস্যেব তদা রবো।
বিত্রাস তদা বালী শরণাভিহতোঽপি ॥৩৬

ন ভিন্নহৃদয়ো বালী বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।
দদর্শাবস্থিতং রামং ততঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৩৭
সংহরিষ্যন্ স কাকুৎস্থং পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ।
তারা দদর্শ তং ভূমৌ তারাপতিসমৌজসম্ ॥৩৮
হতে বালিনি সুগ্রীবঃ কিষ্কিন্ধাং প্রত্যপদ্যত।
তাঞ্চ তারাপতিমুখীং তারাং নিপতিতেশ্বরাম্ ॥৩৯
রামস্তু চতুরো মাসান্ পৃষ্ঠে মাল্যবতঃ শুভে।
নিবাসমকরোদ্ ধীমান্ সুগ্রীবেণাভ্যুপস্থিতঃ ॥৪০
রাবণোঽপি পুরীং গত্বা লঙ্কাং কামবলাৎকৃতঃ।
সীতাং নিবেশয়ামাস ভবনে নন্দনোপমে ॥৪১

এইরূপে বালী ও সুগ্রীব দুইজনে বহুপ্রকার বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া শিলা, শাল ও তালবৃক্ষ লইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ।৩০

উভয়েই উভয়কে আঘাত করিতে লাগিল এবং উভয়েই আহত হইয়া পড়িতে লাগিল; উভয়েই বিচিত্র গতিতে লাফাইতে লাগিল এবং উভয়ে উভয়কে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল ।৩১

উভয়েই পরস্পরের নখ ও দন্তের আঘাতে রক্তাপ্লুত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক- (শাল্মলী) বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।৩২

যখন উভয়ের ভেদ বুঝা যাইতেছিল না, তখন হনুমান্ সুগ্রীবের কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিল ।৩৩

সেই মালা পরিয়া বীর সুগ্রীব মেঘমালার দ্বারা পরিশোভিত মলয়-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ।৩৪

মালার দ্বারা সুগ্রীবের চিহ্ন করিয়া দেওয়ায় রামচন্দ্র বালীকে বধ করিবার জন্য তাঁহার মহাধনু আকর্ষণ করিলেন; ধনুষ্টঙ্কার-শব্দে বালী ভীত হইল এবং সহসাই বক্ষে রাম-শরে বিদ্ধ হইল ।৩৫-৩৬

বালীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় সে মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল ।৩৭

বালী রামকে (শুশুভাবে আঘাত করিবার জন্য) ভর্ৎসনা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন তারা আসিয়া চন্দ্রসদৃশ তেজস্বী বালীকে ভূতলে পতিত অবস্থায় দেখিল ।৩৮

বালীর বধ হইলে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধানগরী ও অনাথা চন্দ্রমুখী তারা উভয়কেই লাভ করিল ।৩৯

রামচন্দ্র বর্ষার চারিমাস মাল্যবান্-পর্ব্বতের সুন্দর পৃষ্ঠভাগে সুগ্রীবকর্তৃক পূজিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ।৪০

এদিকে কামবলে বশীভূত রাবণও লঙ্কায় গিয়া সীতাকে নন্দনবনসদৃশ রমণীয় নিজ ভবনে

অশোকবনিকাস্যাসে তাপসাশ্রমসন্নিভে।
ভর্তৃস্মরণতন্ত্রজ্ঞা তাপসীবেষধারিণী ॥৪২
উপবাসতপঃশীলা তত্রাস পৃথুলেক্ষণা।
ঊবাস দুঃখসন্তিং ফলমূলকৃতাশনা ॥৪৩

নিযেশ রাক্ষসীস্তত্র রক্ষণে রাক্ষসাধিপঃ।
প্রাসাসি-শূল-পরশু-মুদ্গরাসাতধারিণীঃ ॥৪৪
ব্যক্ষীং ত্র্যক্ষীং ললাটাক্ষীং দীর্ঘজিহ্বামজিহ্বিকাম্।
ত্রিস্তনীমেকপাদাঞ্চ ত্রিপটামেকলোচনাম্ ॥৪৫
এতাশ্চান্যাশ্চ দীপ্তাক্ষ্যঃ করভোৎকটমূর্দ্ধজাঃ।
পরিবার্য্যাসতে সীতাং দিবারাত্রমতন্দ্রিতাঃ ॥৪৬

তাস্তু তামায়তাপাঙ্গীং পিশাচ্যো দারুণস্বরাঃ।
তর্জয়ন্তি সদা রৌদ্রাঃ পরুষব্যঞ্জনস্বরাঃ ॥৪৭
খাদাম পাটয়ামৈনাং ভিন্দামঃ প্রবিভজ্য তাম্।
যেয়ং ভর্তারমস্মাকমবমন্যেহ জীবতি ॥৪৮
ইত্যেবং পরিভর্ৎসন্তীস্ত্রাস্তমানা পুনঃ পুনঃ।
ভর্তৃশোকসমাবিষ্টা নিঃশ্বস্যেদমুবাচ তাঃ ॥৪৯
আর্য্যাঃ খাদত মাং শীঘ্রং ন মে লোভোঽস্তি
জীবিতে।
বিনা তং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্ ॥৫০
অপ্যেবাহং বিনাহারা জীবিতপ্রিয়বর্জিতা।
শোষয়িষ্যামি গাত্রাণি ব্যালী তালগতা যথা ॥৫১

লইয়া গেল। সেখানে সীতা তাপস-বেশ ধারণ করত অশোকবনের পরিবর্তে তাপসগণের আশ্রম-সদৃশ শান্তিপূর্ণ স্থানে ভর্তা শ্রীরামচন্দ্রকে সতত স্মরণ করিতে করিতে দুঃখিত শরীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।৪১-৪২

আয়তলোচনা সীতা সেখানে উপবাস ও তপস্যায় অভ্যস্ত হইয়া গেলেন। তিনি ফলমূল-মাত্র আহার করিয়া তথায় দুঃখের সহিত বাস করিতে লাগিলেন ।৪৩

রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু রাক্ষসী নিযুক্ত করিল; তাহারা প্রাস, অসি, শূল, কুঠার, মুদ্গর ও অন্যান্য প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও দুইটি চোখ, কাহারও বা তিনটি চোখ, কাহারও বা ললাটের উপর একটি চোখ, কাহারও বা জিহ্বা, কাহারও বা জিহ্বাই নাই; কাহারও তিনটি স্তন, কাহারও একটি পা, কাহারও তিনটি জটা, আবার কাহারও বা একটিমাত্র চোখ ।৪৪

এইরূপ আরও ধীরচক্ষু ও উটের ন্যায় দীর্ঘ ও কর্কশ কেশবিশিষ্ট রাক্ষসীগণ সীতাকে ঘিরিয়া দিনরাত অনলসভাবে পাহারা দিত ।৪৬

সেই পিশাচীসদৃশী দারুণ কর্কশস্বরবিশিষ্টা ভয়ঙ্করা রাক্ষসী সদা কটু-ভাষায় আয়তলোচনা সীতাকে তর্জন করিত ।৪৭

এই নারী আমাদের ভর্তা রাবণকে অবজ্ঞা করিয়া এখানে বাঁচিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করত খাইয়া ফেলিব ।৪৮

উহাদের তাদৃশ কঠোর-ভাষায় তর্জনে ভীতা হইয়া পতিশোকে কাতরা সীতা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ।৪৯

হে সত্যাবাদিনী। তোমরা আমাকে সত্বর খাইয়াই ফেল, সেই কমললোচন শ্রীরামকে হারাইয়া আমার বাঁচিয়া থাকিতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই ।৫০

ন ত্বমভিগন্তব্যং পুমাংসং রাঘবাদৃতে।
ইতি জানীত সত্যং মে ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥৫২

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যস্তাঃ খরস্বনাঃ।
আখ্যাতুং রাক্ষসেন্দ্রায় জগ্মুস্তৎ সর্বমাবৃতাঃ ॥৫৩

গতাসু তাসু সর্বাসু ত্রিজটা নাম রাক্ষসী।
সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীং ধর্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী ॥৫৪

সীতে বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিদ্ বিশ্বাসং কুরু মে সখি।
ভয়ং ত্বং ত্যজ বামোরু শৃণু চেদং বচো মম ॥৫৫

অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বৃদ্ধো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
স রামস্য হিতান্বেষী ত্বদর্থে হি স মাবদৎ ॥৫৬

সীতা মদ্বচনাদ্ বাচ্যা সমাশ্বাস্য প্রসাদ্য চ।
ভর্তা তে কুশলী রামো লক্ষ্মণানুগতো বলী ॥৫৭

সখ্যং বানররাজেন শক্রপ্রতিমতেজসা।
কৃতবান্ রাঘবঃ শ্রীমাংস্ত্বদর্থে চ সমুদ্যতঃ ॥৫৮

মা চ তেঽস্তু ভয়ং ভীরু রাবণাল্লোকগর্হিতাৎ।
নলকূবরশাপেন রক্ষিতা হ্যসি নন্দিনি ॥৫৯

পূর্বো হ্যেষ পুরা পাপো বধূং রম্ভাং পরামৃশৎ।
ন শক্তোত্যবশাং নারীমুপৈতুমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬০

ক্ষিপ্রমেষ্যতি তে ভর্তা সুগ্রীবেণাভিরক্ষিতঃ।
সৌমিত্রিসহিতো ধীমাংস্ত্বাং চেতো
মোক্ষয়িষ্যতি ॥৬১

আমি বরং জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে তালবৃক্ষসদৃশ সর্পিণীর ন্যায় শরীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব, তথাপি রামচন্দ্র ছাড়া অন্য পুরুষকে আমি ভজনা করিব না। এই সত্য কথা জানিয়া তোমরা অতঃপর যাহা ইচ্ছা করিতে পার ।৫১-৫২

সীতার কথা শুনিয়া রুক্ষস্বরা রাক্ষসীগণ সেই কথা বলিবার জন্য আদরের সহিত রাক্ষসরাজের কাছে গেল ।৫৩

সেই রাক্ষসীগণ সকলে চলিয়া গেলে ত্রিজটা-নাম্নী ধর্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী রাক্ষসী সীতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল ।৫৪

হে সীতে! হে সখি! তোমাকে আমি কিছু বলিব, আমার কথা বিশ্বাস কর। বামোরু! তুমি ভয় পরিত্যাগ কর, আমার এই কথা শুন ।৫৫

অবিন্ধ্যনামে এখানে এক বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ রাক্ষস আছে, সে মেধাবী ও রামচন্দ্রের হিতান্বেষী; সে তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে এই কথা বলিয়াছে ।৫৬

আমার কথায় সীতাকে আশ্বাস দিয়া বলিবে—তোমার পতি বলবান্ শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত কুশলেই আছেন ।৫৭

তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীমান্ রাঘব উদ্যোগ আরম্ভ করত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াছেন ।৫৮

অতএব ভীরু! লোকনিন্দিত রাবণ হইতে তোমার কোন ভয় নাই। হে নন্দিনি! নলকূবের তাহাকে যে শাপ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তুমি রক্ষিতা হইতেছ ।৫৯

পূর্বে এই পাপী রাবণ নলকূবেরের বধূ ও নিজের পুত্রবধূসদৃশী রম্ভাকে ধর্ষণ করিয়াছিল। তাহাতে নলকূবের তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন যে, অজিতেন্দ্রিয় এই রাবণ কোন অবশা (অনিচ্ছুক) নারীকে বলপূর্বক ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না অর্থাৎ ধর্ষণের সঙ্গেসঙ্গেই রাবণের মৃত্যু হইবে ।৬০

তারপর হইতে রাবণ কোন নারীর উপর বলাৎকার করিতে পারে না। শীঘ্রই তোমার

যথা হি সুমহাঘোরা দৃষ্টা মেঽনিষ্টদর্শনাঃ।
বিনাশায়াস্য দুর্বুদ্ধেঃ পৌলস্ত্যকুলঘাতিনঃ ॥৬২

দারুণো হ্যেষ দুষ্টাত্মা ক্ষুদ্রকর্মা নিশাচরঃ।
স্বভাবাচ্ছীলদোষেণ সর্বেষাং ভয়বর্দ্ধনঃ ॥৬৩

স্পর্দ্ধতে সর্বদেবৈর্যঃ কালোপহতচেতসঃ।
ময়া বিনাশলিঙ্গানি স্বপ্নে দৃষ্টানি তস্য বৈ ॥৬৪

তৈলাভিষিক্তো বিকচো মজ্জন্ পঙ্কে দশাননঃ।
অসকৃৎ খরযুক্তে তু রথে নৃত্যন্নিব স্থিতঃ ॥৬৫

কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে নগ্নাঃ পতিতমূর্দ্ধজাঃ।
গচ্ছন্তি দক্ষিণামাশাং রক্তমাল্যানুলেপনাঃ ॥৬৬

শ্বেতাতপত্রঃ সৌম্যাস্যঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
শ্বেতপর্বতমারূঢ় এক এব বিভীষণঃ ॥৬৭

সচিবাশ্চাস্য চত্বারঃ শুক্লমাল্যানুলেপনাঃ।
শ্বেতপর্বতমারূঢ়া মোক্ষ্যন্তেঽস্মান্মহাভয়াৎ ॥৬৮

রামস্যাস্ত্রেণ পৃথিবী পরিক্ষিপ্তা সসাগরা।
যশসা পৃথিবীং কৃৎস্নাং পূরয়িষ্যতি তে পতিঃ ॥৬৯

অস্থিসঙ্ঘমারূঢ়ো ভুঞ্জানো মধুপায়সম্।
লক্ষ্মণশ্চ ময়া দৃষ্টো দিশঃ সর্বতো দিশম্ ॥৭০

রুধিরেণ রুধিরার্দ্রাঙ্গী ব্যাঘ্রেণ পরিরক্ষিতা।
অসকৃৎ স্বয়ং ময়া দৃষ্টা গচ্ছন্তী দিশমুত্তরাম্ ॥৭১

ভর্তা বীর্যবান্ শ্রীরাম সুগ্রীবের দ্বারা রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত এখানে আসিয়া তোমাকে মুক্ত করিবেন।৬১

(অবিন্ধ্যের কথা বলিয়া ত্রিজটা এখন নিজের কথা বলিতেছে) আমি এক অতি ঘোরদর্শন অনিষ্টসূচক স্বপ্ন দেখিয়াছি; উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, পুলস্ত্যকুলের ঘাতক দুর্বুদ্ধি রাবণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।৬২

এই দারুণ দুষ্টাত্মা এবং ক্ষুদ্রকর্মকারী রাক্ষস নিজ স্বভাব ও চরিত্র-দোষে সকল লোকের ভয়বর্দ্ধক হইয়াছে।৬৩

যে রাবণের বুদ্ধি কাল হরণ করিয়াছে এবং যে সকল দেবতার সহিত স্পর্দ্ধা (ঈর্ষা) করে, তাহার বিনাশের সমস্ত চিহ্ন আমি দেখিতে পাইয়াছি।৬৪

রাবণ মুণ্ডিতমস্তকে তৈলস্নাত হইয়া পাঁকে ডুবিতেছে এবং পুনঃপুনঃ গর্দ্দভবাহিত রথে চড়িয়া যেন নৃত্য করিতেছে।৬৫

কুম্ভকর্ণাদি শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ নগ্ন ও মুণ্ডিত অবস্থায় রক্তবর্ণ চন্দন মাখিয়া রক্তমাল্য ধারণপূর্বক দক্ষিণদিকে যাইতেছে।৬৬

একমাত্র বিভীষণকেই দেখিলাম যে, সে শ্বেতচ্ছত্র, শুক্লমাল্য ও চন্দনে শোভিত হইয়া উষ্ণীষ ধারণ করত শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া আছে।৬৭

ইহার চারিজন সচিবও শ্বেতমাল্য ও চন্দনে ভূষিত হইয়া শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করত আমাদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে।৬৮

শ্রীরামের অস্ত্রে সসাগরা সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদিতা হইয়া গিয়াছে। তোমার পতি নিজ যশে সমস্ত পৃথিবীকে পরিপূরিত করিবেন।৬৯

অস্থিসমূহের রাশির উপরে বসিয়া লক্ষ্মণ দশদিক্ যেন হৃষ্ট করিয়াই মধুমিশ্রিত পায়স ভক্ষণ করিতেছেন—এইরূপ আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।৭০

রুধিরলিপ্ত শরীরে ব্যাঘ্রের দ্বারা পরিরক্ষিতা হইয়া তুমি রোদন করিতে করিতে উত্তরদিকে যাইতেছ—ইহা একাধিকবার দেখিয়াছি।৭১

হর্ষমেষ্যসি বৈদেহি ক্ষিপ্রং ভর্ত্রা সমন্বিতা।
রাঘবেণ সহ ভ্রাত্রা সীতে স্বমচিরাদিব ॥৭২
ইত্যেতদ্বচনাকাঙ্ক্ষী তচ্ছ্রুত্বা ত্রিজটাবচঃ।
বভূবাশাবতী বালা পুনর্ভর্তৃসমাগমে ॥৭৩

যাবদভ্যাগতা রৌদ্রাঃ পিশাচ্যস্তাঃ সুদারুণাঃ।
ধনূংষ্যাদায় ত্রিজটয়া সহাসীনাং যথা পুরা ॥৭৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি
ত্রিজটাকৃতসীতাসান্ত্বনে অশীত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮০

হে বিদেহনন্দিনি সীতে! তুমি অবিলম্বে অতি সত্বর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামের সঙ্গে মিলিতা হইয়া আনন্দ লাভ করিবে।৭২

ত্রিজটার মুখে এইসকল কথা শুনিয়া মৃগশাবক-লোচনা সীতা স্বামীর সহিত পুনরায় মিলনের আশা পোষণ করিতে লাগিলেন।৭৩

এই সময়ের মধ্যে অত্যন্ত ক্রূরস্বভাবা ভয়ঙ্করী সেই পিশাচী রাক্ষসীগণ সীতার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, ত্রিজটা সীতার নিকটে পূর্ব্ববৎই বসিয়া আছে।৭৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে ত্রিজটাকৃতসীতাসান্ত্বনাবিষয়ক অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮০

একাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সীতা-রাবণয়োঃ সন্দেশঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তাং ভর্তৃশোকার্তাং দীনাং মলিনবাসসম্।
মণ্ডিতোদ্ভাসনকাযাং রুদতীং পতিব্রতাম্ ॥১
রাক্ষসীভিরুপাসক্তাং সমাসীনাং শিলাতলে।
রাবণঃ কামবাণার্তো দদর্শোপসসর্প চ ॥২

দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিম্পুরুষৈর্যুধি।
অজিতোঽশোকবনিকাং যযৌ কন্দর্পপীড়িতঃ ॥৩

দিব্যাম্বরধরঃ শ্রীমান্ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ।
বিচিত্রমাল্যমুকুটো বসন্ত ইব মূর্তিমান্ ॥৪

একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সীতা ও রাবণের সংবাদ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর পতিশোকার্তা দীনা মলিনবসনা চূড়ামণিমাত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, রোদনপরায়ণা, পতিব্রতা সীতা একদিন শিলাতলে রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণের দ্বারা যুদ্ধে অপরাজিত রাবণ কামবাণে পীড়িত হইয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইল।১-৩

রাবণের পরিধানে দিব্য বস্ত্র, কর্ণে স্বচ্ছ মণিময় কুণ্ডল এবং মস্তকে বিচিত্র রত্নখচিত মুকুট ও গলদেশে রত্নমালা শোভমান ছিল; তাহাতে রাবণকে সাক্ষাৎ বসন্তের ন্যায় শোভাসম্পন্ন দেখাইতেছিল।৪

ন কল্পবৃক্ষসদৃশো যদ্যপি বিভূষিতঃ।
শ্মশানচৈত্যবৃক্ষবদ্ ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥৫

স তস্যাস্তনুমধ্যায়াঃ সমীপে রজনীচরঃ।
দদৃশে রোহিণীমেত্য শনৈশ্চর ইব গ্রহঃ ॥৬

স তামাসাদ্য সুশ্রোণীং পুষ্পকেতুসমাহৃতঃ।
ইদমিত্যব্রবীদ্ বাক্যং ত্রস্তাং রৌহীমিবাবলাম্ ॥৭

সীতে পর্য্যাপ্তমেতাবৎ কৃতো ভর্ত্তুরনুগ্রহঃ।
প্রসাদং কুরু তন্বঙ্গি ক্রিয়তাং পরিকর্ম তে ॥৮

ভজস্ব মাং বরারোহে মহার্হাভরণাম্বরা।
ভব মে সর্ব্বনারীণামুত্তমা বরবর্ণিনী ॥৯

সন্তি মে দেবকন্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
সন্তি দানবকন্যাশ্চ দৈত্যানাং চাপি যোষিতঃ ॥১০

চতুর্দ্দশ পিশাচানাং কোট্যো মে বচনে স্থিতাঃ।
স্থিতাবৎ পুরুষাদানাং রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্ ॥১১

ততো মে ত্রিগুণা যক্ষা যে মদ্বচনকারিণঃ।
কেচিদেব ধনাধ্যক্ষং ভ্রাতরং মে সমাশ্রিতাঃ ॥১২

গন্ধর্ব্বাপ্সরসো ভদ্রে মামুপানমতং সদা।
উপতিষ্ঠন্তি বামোরু যথৈব ভ্রাতরং মম ॥১৩

পুত্রোঽহমপি বিপ্রর্ষেঃ সাক্ষাদ্ বিশ্রবসো মুনেঃ।
পঞ্চমো লোকপালানামিতি মে প্রথিতং যশঃ ॥১৪

দিব্যানি ভক্ষ্যভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ।
যথৈব ত্রিদশেশস্য তথৈব মম ভামিনি ॥১৫

ক্ষীয়তাং দুষ্কৃতং কর্ম্ম বনবাসকৃতং তব।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি যথা মন্দোদরী তথা ॥১৬

সমস্ত বিভূষিত হইলেও রাবণ কল্পবৃক্ষের ন্যায় আনন্দজনক ছিল না; বরং ভূষিত হইয়াও শ্মশানস্থ চৈত্যবৃক্ষের (বটবৃক্ষ) ন্যায় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।৫

রাবণ যখন সূক্ষ্ম-কটিসম্পন্না সীতার নিকটে আসিল, তখন রোহিণী নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী শনিগ্রহের ন্যায় তাহাকে দেখাইতেছিল।৬

কামবাণে পীড়িত রাবণ ভীতা মৃগীর ন্যায় ভয়ভীতা সুন্দরী সীতাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিল।৭

হে সীতে। তুমি আজ পর্য্যন্ত পতির উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছ; হে কৃশাঙ্গি। আমার উপর প্রসন্ন হও এবং তোমার শৃঙ্গারোচিত বেশভূষা কর।৮

সুন্দরি। তুমি মহামূল্য বস্ত্র ও আভরণে অলঙ্কৃতা হইয়া আমাকে ভজনা কর এবং আমার সমস্ত স্ত্রীগণের মধ্যে তুমি উত্তমা ও সুন্দরী পাটরাণী হইয়া অবস্থান কর।৯

আমার ভবনমধ্যে অনেক দেবকন্যা, দানবকন্যা ও গন্ধর্ব্বগণের যুবতী স্ত্রী এবং দৈত্যগণের রমণী রহিয়াছে।১০

চৌদ্দ কোটি পিশাচ আমার আজ্ঞা পালন করে এবং আটাইশ কোটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর নরভক্ষক রাক্ষস আমার আদেশের অনুগামী।১১

একশত তিনগুণ যক্ষ আমার বশীভূত; খুব অল্পসংখ্যক যক্ষই আমার ভ্রাতা ধনপতি কুবেরের অনুবর্ত্তী।১২

হে ভদ্রে। হে বামোরু। আমার মদ্যপানের সময় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ ভ্রাতার ন্যায় আমার সেবা করে।১৩

আমিও কুবেরের ন্যায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা-মুনির পুত্র। (ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের—এই চার লোকপাল ব্যতীত) লোকপালগণের মধ্যে পঞ্চম লোকপালরূপে আমার যশ সর্ব্বত্র।১৪

হে ভামিনি। দেবরাজের ন্যায় আমিও

ইত্যুক্তা তেন বৈদেহী পরিত্রস্তা শুভাননা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা তমুবাচ নিশাচরম্ ॥১৭
অশিবেনাতিবামোরুরজস্রং নেত্রবারিণা।
স্তনাবপতিতৌ বালা সংহতাবতিবর্ষতী ॥১৮
উবাচ বাক্যং তং ক্ষুদ্রং বৈদেহী পতিদেবতা।
অলকৃদ্ বদতো বাক্যমীদৃশং রাক্ষসেশ্বর ॥১৯
বিষাদযুক্তমেতত্তে ময়া শ্রুতমভাগ্যয়া।
তদ্ ভদ্রমুখ ভদ্রং তে যাবসং বিনিবর্ত্যতাম্ ॥২০

পরদারাস্ত্বলভ্যা চ সততঞ্চ পরিব্রতা।
ন চৈবোপধিকী ভার্য্যা যাদৃশী কুপণা তব ॥২১

বিবশাং ধর্ষয়িত্বা চ কাং ত্বং প্রীতিমবাপ্স্যসি।
প্রজাপতিসমো বিপ্রো ব্রহ্মযোনিঃ পিতা তব ॥২২
ন চ পালয়সে ধর্মং লোকপালসমঃ কথম্।
ভ্রাতরং রাজরাজানং মহেশ্বরসখং প্রভুম্ ॥২৩
ধনেশ্বরং ব্যপদিশন্ কথং ত্বিহ ন লজ্জসে।
ইত্যুক্তা প্রাক্রুশৎ সীতা কম্পমানা পয়োধরৌ ॥২৪

শিরোধরাক্ষ তন্বঙ্গী মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা।
তস্যা রুদত্যা ভাবিন্যা দীর্ঘা বেণী সুসংবৃতা ॥২৫
ধূমেন বর্হিতা স্নিগ্ধা কালী ব্যালীব মূর্ধনি।
শ্রুত্বা তদ্ রাবণো বাক্যং সীতয়োক্তং সুনিষ্ঠুরম্ ॥২৬

বিধ্য ভক্ষ্য-ভোজ্যবস্তুসমূহ ও নানাপ্রকার পেয়-রসসমূহ উপভোগ করিয়া থাকি।১৫

সুশ্রোণি! বনবাসজনিত কষ্টদায়ক তোমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ শেষ হউক। এখন মন্দোদরীর ন্যায় তুমিও আমার পত্নী হও।১৬

রাবণ এই কথা বলিলে পতিকে দেবতা-রূপে মান্যকারিণী পরম সুন্দর অলঙ্কারদ্বারা সুশোভিতা, শুভাননা, বিদেহরাজকুমারী সীতা অনবরত প্রবহমাণ এবং রাক্ষসগণের অমঙ্গলসূচক অশ্রুদ্বারা উচ্চ কুচদ্বয় আর্দ্রীকৃত করিতে করিতে যেন একখণ্ড তৃণ রক্ষা করত মুখ ফিরাইয়া সেই নীচ রাক্ষসকে বলিলেন।

হে রাক্ষসেশ্বর! তুমি এইরূপ কথা অনেক-বার বলিয়াছ। পুনরায় আমাকে যে এইরূপ কথা শুনিতে হইল, ইহাই আমার দুর্ভাগ্য। তোমার কল্যাণ হউক। ভদ্রমুখ! তোমার মনকে তুমি আমার উপর হইতে সরাইয়া লও।১৭-২০

আমি পরস্ত্রী এবং সতত পতিব্রতা, সুতরাং আমি তোমার সর্ব্বথাই অলভ্যা; আমি দীনা যামবয়স্কা, আমি তোমার ন্যায় নিশাচরের ভার্য্যা হইবার যোগ্যা নহি।২১

আমার ন্যায় বিবশা অবলা নারীকে অপমানিত করিয়া তুমি কি কারণ প্রীতিলাভ করিতেছ? তোমার পিতা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া ব্রহ্মারই সমান।২২

তুমি ধর্ম্মকে পালন কর না, তবে তুমি লোকপালতুল্য হইলে কেমন করিয়া? মহেশ্বরের সখা প্রভু ধনপতি কুবের তোমার ভাই—এইরূপ পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না?

এই কথা বলিয়া কৃশশরীরা সীতা রাবণের ভয়ে কম্পিতা হইয়া মুখ ও মস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভয়ে কম্পমানা সীতার স্তন দুইটিও কাঁপিতেছিল।

সীতা যখন এইভাবে রোদন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মস্তকে কৃষ্ণা, স্নিগ্ধা, দীর্ঘা ও অত্যন্ত কৃঞ্চিতা বেণী বিষধর সর্পের ন্যায় দেখাইতেছিল।

প্রত্যাখ্যাতোঽপি দুর্মেধাঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ।
কামমঙ্গানি মে সীতে দুনোতু মকরধ্বজঃ ॥২৭
ন ত্বামকামাং সুশ্রোণিং সমেয়ং চারুহাসিনীম্।
কিন্তু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যৎ ত্বমস্তাপি মানুষম্ ॥২৮
আহারভূতমস্মাকং রামমেবানুকুর্ব্বতে ॥২৯
ইত্যুক্ত্বা তামনিন্দ্যাঙ্গীং স রাক্ষসমহেশ্বরঃ।
তত্রৈবান্তর্হিতো ভূত্বা জগামাভিমতাং দিশম্ ॥৩০

রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা বৈদেহী শোককর্শিতা।
সেব্যমানা ত্রিজটয়া তত্রৈব ন্যবসৎ তদা ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি সীতারাবণসংবাদে একাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮১

দুর্ম্মতি রাবণ সীতার নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া পুনরায় সীতাকে বলিল,—হে সীতে! মদন আমার অঙ্গসমূহ ভীষণভাবে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু তথাপি তুমি না ইচ্ছা করিলে আমি মধুরহাসিনী সুন্দরী যুবতী তোমার সহিত সমাগত হইব না।

আমি এখন কি করিব? তুমি যে এখনও আমাদের আহারস্বরূপ মানুষ রামকেই ভজনা করিতেছ।২৭-২৯

সেই অনবদ্যাঙ্গী সীতাকে এই কথা বলিয়া রাবণ সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া নিজ অভীষ্টস্থানে চলিয়া গেল।৩০

রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা সীতা ত্রিজটাকর্ত্তৃক সেবিতা হইয়া সেই অশোকবনেই বাস করিতে লাগিলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে সীতাহরণসংবাদবিষয়ক একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮১

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সুগ্রীবায় শ্রীরামস্য ক্রোধঃ, সীতান্বেষণায় সুগ্রীবেণ বানরাণাং প্রেষণম্, লঙ্কাতঃ প্রত্যাবৃত্য হনুমতো লঙ্কাযাত্রায়া বৃত্তান্তনিবেদনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ সুগ্রীবেণাভিপালিতঃ।
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে দদৃশে বিমলং নভঃ ॥১

স দৃষ্ট্বা বিমলে ব্যোম্নি নির্ম্মলং শশলক্ষণম্।
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাভির্বৃতমধ্যাত্মমিত্রহা ॥২

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরামের সুগ্রীবের উপর কোপ, সীতান্বেষণে সুগ্রীবকর্ত্তৃক বানরগণের প্রেষণ এবং লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হনুমানের লঙ্কাযাত্রার বৃত্তান্ত নিবেদন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের দ্বারা সেবিত হইয়া মাল্যবান্-পর্ব্বতে বাস করিতে করিতে আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে অর্থাৎ শরৎকাল আসিয়াছে দেখিলেন।১

শরৎকালের নির্ম্মল গগনে গ্রহ, নক্ষত্র, তারা পরিবেষ্টিত নির্ম্মল চন্দ্রকে দর্শন করিয়া শত্রুহন্তা শ্রীরাম তখন পর্ব্বতের উপরে শয়ন করিয়াছেন,

কুমুদোৎপলপদ্মানাং গন্ধমাদায় বায়ুনা ।
সৌরভেণ শীতেন সহসা প্রতিবোধিতঃ ॥৩

প্রভাতে লক্ষ্মণং বীরমভ্যভাষত দুর্মনাঃ ।
সীতাং সংস্মৃত্য ধর্মাত্মা রুদ্ধাং রাক্ষসবেশ্মনি ॥৪

গচ্ছ লক্ষ্মণ জানীহি কিষ্কিন্ধায়াং কপীশ্বরম্ ।
প্রবৃত্তং গ্রাম্যধর্মেষু কৃতঘ্নং স্বার্থপণ্ডিতম্ ॥৫

যোঽসৌ কুলাধমো মূঢ়ো ময়া রাজ্যেঽভিষেচিতঃ ।
সর্ববানরগোপুচ্ছা বয়ুষ্কাশ্চ ভজন্তি বৈ ॥৬

যদর্থং নিহতো বালী ময়া রঘুকুলোদ্বহ ।
ত্বয়া সহ মহাবাহো কিষ্কিন্ধোপবনে তদা ॥৭

কৃতঘ্নং তমহং মন্যে বানরাপসদং ভুবি ।
যো মামেবংগতো মূঢ়ো ন জানীতেঽস্য লক্ষ্মণ ॥৮

অলং মন্যে ন জানীতে সময়প্রতিপালনম্ ।
কৃতোপকারং মাং নূনমবমন্যাল্পধী র্হরিঃ ॥৯

যদি তাবদসুপ্তঃ সন্ কামসুখাত্মকঃ ।
নেতব্যো বালিমার্গেণ সর্বভূতগতিং ত্বয়া ॥১০

অথাপি ঘটতেঽস্মাকমর্থে বানরপুঙ্গবঃ ।
তথাদ্যৈব কাকুৎস্থ ত্বরাবান্ ভব মা চিরম্ ॥১১

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভ্রাত্রা গুরুবাক্যহিতে রতঃ ।
প্রতস্থে রুচিরং গৃহ্য সমার্গণগুণং ধনুঃ ॥১২

কিষ্কিন্ধাদ্বারমাসাদ্য প্রবিবেশানিবারিতঃ ।
সক্রোধ ইতি তং মত্বা রাজা প্রত্যুদ্যযৌ হরিঃ ॥১৩

তং সদারো বিনীতাত্মা সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ ।
পূজয়া প্রতিজগ্রাহ প্রীয়মাণস্তদহর্যা ॥১৪

এমন সময় কুমুদ, উৎপল প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধ-বহনকারী শীতল ও সুখস্পর্শ বায়ুদ্বারা তিনি সহসা জাগরিত হইলেন ।২-৩

সেই প্রাতঃকালে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে, সীতা রাক্ষসগৃহে আছেন । তখন ধর্মাত্মা শ্রীরাম বিষণ্ণচিত্তে লক্ষ্মণকে বলিলেন ।৪

হে লক্ষ্মণ । তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাও; দেখ শূন্যারণ্যে গ্রাম্যরসে আসক্ত স্বার্থপর ও কৃতঘ্ন কপিরাজ সুগ্রীব কি করিতেছে ।৫

যে কুলাধমকে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, সেইজন্য তাহাকে বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুকগণ ভজনা করিতেছে ।৬

রঘুকুলতিলক মহাবাহু লক্ষ্মণ । এই সুগ্রীবের জন্য আমি কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে তোমার সহিত মিলিত হইয়া বালীকে বধ করিয়াছি ।৭

সেই নীচ বানরকে এখন আমার কৃতঘ্ন বলিয়া মনে হইতেছে । হে লক্ষ্মণ । কেননা, আমার এইরূপ অবস্থার কথা সেই মূর্খ ভুলিয়া গিয়াছে ।৮

আমার মনে হয়, সে অল্পবুদ্ধিতাবশতঃ উপকারী আমাকে অবজ্ঞা করত প্রতিজ্ঞাপালনের কথা ভুলিয়া গিয়াছে ।৯

যদি সে কোন উদ্যোগ প্রকাশ না করিয়া কামসুখে বশীভূত হইয়া শয়ন করিয়াই থাকে, তবে তাহাকে বালীর পথে সর্বপ্রাণীকে একদিন না একদিন যে গতি লাভ করিতেই হইবে, সেই গতি প্রদান করিবে ।১০

লক্ষ্মণ । আর যদি বানররাজ আমার সাহায্য করিতে যত্নবান্ হয়, তবে তাহাকে শীঘ্র আমার কাছে লইয়া আসিবে, বিলম্ব করিবে না ।১১

জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীরাম এই কথা বলিলে গুরুজনের আজ্ঞা পালনে ও হিতাচরণে তৎপর লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ গুণযুক্ত সুন্দর ধনুর্বাণ গ্রহণ করত কিষ্কিন্ধ্যার অভিমুখে চলিলেন ।১২

তমব্রবীদ্ রামবচঃ সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ।
স তৎ সর্বমশেষেণ শ্রুত্বা প্রহ্বঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৫

সম্ভৃত্যদারো রাজেন্দ্র সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
ইদমাহ বচঃ প্রীতো লক্ষ্মণং নরকুঞ্জরম্ ॥১৬

নাস্মি লক্ষ্মণ দুর্মেধা নাকৃতজ্ঞো ন নির্ঘৃণঃ।
শ্রূয়তাং যঃ প্রযত্নো মে সীতা পর্য্যেষণে কৃতঃ ॥১৭

দিশঃ প্রস্থাপিতাঃ সর্বে বিনীতা হরয়ো ময়া।
সর্বেষাঞ্চ কৃতঃ কালো মাসেনাগমনং পুনঃ ॥১৮

বৈদেহ্যং সহনা সাদ্রিঃ সপুরা সাগরাম্বরা।
বিচেতব্যা মহী বীর সত্রাম-নগরাকরা ॥১৯

স মাসঃ পঞ্চরাত্রেণ পূর্ণো ভবিতুমর্হতি।
ততঃ শ্রোষ্যসি রামেণ সহিতঃ সুমহৎ প্রিয়ম্ ॥২০

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তেন বানরেন্দ্রেণ ধীমতা।
ত্যক্ত্বা রোষমনীনাত্মা সুগ্রীবং প্রত্যপূজয়ৎ ॥২১

স রাজং সহসুগ্রীবো মাল্যবৎ পৃষ্ঠমাস্থিতম্।
অভিগম্যোদয়ং তস্য কার্য্যস্য প্রত্যবেদয়ৎ ॥২২

ইত্যেবং বানরেন্দ্রাস্তে সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ।
দিশস্তিস্রো বিচিত্যাথ ন তু যে দক্ষিণাং গতাঃ ॥২৩

আচখ্যুস্তত্র রামায় মহীং সাগরমেখলাম্।
বিচিতাং ন তু বৈদেহ্যা দর্শনং রাবণস্য বা ॥২৪

কিষ্কিন্ধার দ্বারদেশে কোনরূপ বাধা না পাইয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া রাজা সুগ্রীব তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের জন্য অগ্রসর হইল।১৩

পত্নীর সহিত বানররাজ সুগ্রীব বিনীতভাবে যথোচিত পূজা করত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অকুতোভয়ে রামচন্দ্রের কথা তাহাকে বলিলেন।

রাজেন্দ্র! সে বিনয় ও নম্রতার সহিত তাঁহার সব কথা শুনিয়া ভার্য্যা ও সেবকগণের সহিত বানররাজ সুগ্রীব করযোড়ে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে প্রীতিভরে এই কথা বলিলেন।১৪-১৬

হে লক্ষ্মণ! আমি দুর্ম্মতি, অকৃতজ্ঞ ও নির্দ্দয় নহি। তাহা হইলে আপনি শুনুন, আমি সীতার অন্বেষণের জন্য এপর্য্যন্ত কি করিয়াছি।১৭

আমি চারিদিকে বিনীত বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছি এবং পুনরায় তাহাদের ফিরিয়া আসিবার সময় একমাস বাঁধিয়া দিয়াছি।১৮

হে বীর! এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে পর্ব্বত, পুর, নগর, গ্রাম ও আকরসমূহের সহিত সমুদ্রবসনা এই সমগ্রা পৃথিবীতে অন্বেষণ করিতে হইবে।১৯

তাহাদের নির্দ্দিষ্ট একমাস আর পাঁচ রাত্রিতেই পূর্ণ হইবে; তাহার পরই আপনি রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইবেন।২০

বুদ্ধিমান্ বানররাজ সুগ্রীব এইরূপ বলিলে উদারহৃদয় লক্ষ্মণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রীবকে অভিনন্দিত করিলেন।২১

অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সহিত মাল্যবান্-পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া সুগ্রীবের উদ্যোগের কথা সব তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।২২

তারপর চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র বানরেন্দ্রগণ সীতান্বেষণ-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; কেবল দক্ষিণদিকে গত বানরেন্দ্রগণ ফিরে নাই।২৩

তাহারা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিল যে, আমরা সমুদ্র-পরিবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও কোথাও সীতাদেবী বা রাবণকে দেখিলাম না।২৪

গতাস্তু দক্ষিণামাশাং যে বৈ বানরপুঙ্গবাঃ
আশাবাংস্তেষু কাকুৎস্থঃ প্রাণানার্তোঽভ্যধারয়ৎ ॥২৫

দ্বিমাসোপরমে কালে ব্যতীতে প্লবগাস্ততঃ।
সুগ্রীবমভিগম্যেদং ত্বরিতা বাক্যমব্রুবন্ ॥২৬

রক্ষিতং বালিনা যৎ তৎ স্ফীতং মধুবনং মহৎ।
ত্বয়া চ প্লবগশ্রেষ্ঠ তদ্ ভুঙ্‌ক্তে পবনাত্মজঃ ২৭

বালিপুত্রোঽঙ্গদশ্চৈব যে চান্যে প্লবগর্ষভাঃ।
বিচেতুং দক্ষিণামাশাং রাজন্ প্রস্থাপিতাস্ত্বয়া ॥২৮

তেষামপনয়ং শ্রুত্বা মেনে স কৃতকৃত্যতাম্।
কৃতার্থানাং হি ভৃত্যানামেতদ্ ভবতি চেষ্টিতম্ ॥২৯

স তদ্ রামায় মেধাবী শশংস প্লবগর্ষভঃ।
রামশ্চাপ্যনুমানেন মেনে দৃষ্টাং তু মৈথিলীম্ ॥৩০

হনূমৎপ্রমুখাশ্চাপি বিশ্রান্তাস্তে প্লবঙ্গমাঃ।
অভিজগ্মুর্হরীন্দ্রং তং রাম-লক্ষ্মণসন্নিধৌ ॥৩১

গতিঞ্চ মুখবর্ণঞ্চ দৃষ্ট্বা রামো হনূমতঃ।
অগমৎ প্রত্যয়ং ভূয়ো দৃষ্টা সীতেতি ভারত ॥৩২

হনূমৎপ্রমুখাস্তে তু বানরাঃ পূর্ণমানসাঃ।
প্রণেমুর্বিধিবদ্ রাঘং সুগ্রীবং লক্ষ্মণং তথা ॥৩৩

তানুবাচানতান্ রামঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
অপি বাং জীবয়িষ্যন্তমপি বঃ কৃতকৃত্যতা ॥৩৪

অপি রাজ্যমযোধ্যায়াং কারয়িষ্যামহং পুনঃ।
নিহত্য সমরে শত্রূনাহৃতা জনকাত্মজাম্ ।৩৫

এ-সংবাদে শ্রীরাম বেদনায় অত্যন্ত আর্ত হইলেন ও দক্ষিণদিকের বানরশ্রেষ্ঠগণ ফিরিয়া না আসায় তাহাদের উপর আশা স্থাপন করিয়াই প্রাণধারণ করিলেন ।২৫

দুইমাস অতীত হইলে পর মধুবনরক্ষক বানরগণ সুগ্রীবের নিকট আসিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি এই কথা বলিল ।২৬

বানররাজ। বালীর রক্ষিত সমৃদ্ধ মধুবন, যাহা এখন আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আছে, হনুমান্ (রাজাজ্ঞা না পাইলেও) ঐ মধুবনের মধু খাইতেছে ।২৭

রাজন্। বালিপুত্র অঙ্গদ ও অন্যান্য যেসকল শ্রেষ্ঠ বানরগণ আপনারই আজ্ঞায় দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণের জন্য গিয়াছিল, তাহারাই মধুবন ভাঙ্গিয়া মধু খাইতেছে ।২৮

সুগ্রীব তাহাদের এই অনুচিত-কার্য্যের কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, ইহারা কৃতকৃত্য হইয়া আসিয়াছে। কেননা, কৃতার্থ সেবকগণের আচরণ এইরূপই হইয়া থাকে ।২৯

বুদ্ধিমান্ বানররাজ সুগ্রীব এ-কথা রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিলে রামচন্দ্রও অনুমান করিলেন যে, নিশ্চয়ই উহারা মিথিলারাজকুমারী সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছে ।৩০

ইতিমধ্যে হনুমান্ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বানরগণ বিশ্রামলাভের পর শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের নিকটে অবস্থিত বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে আসিল ।৩১

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির। হনুমানের গতি ও মুখের বর্ণ দেখিয়াই শ্রীরামচন্দ্র বুঝিলেন যে, সে সীতাকে দেখিয়াছে ।৩২

সকল-মনোরথ হইয়া আগত হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ সকলে আসিয়া বিধি অনুসারে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে প্রণাম করিল ।৩৩

অবোক্ষয়িত্বা বৈদেহীমবস্থা চ রণে রিপূন্ ।
হতদারোঽবধূতশ্চ নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৩৬

ইত্যুক্তবচনং রামং প্রত্যুবাচানিলাত্মজঃ ।
প্রিয়মাখ্যামি তে রাম দৃষ্টা সা জানকী ময়া ॥৩৭

বিচিত্য দক্ষিণামাশাং সপর্বত-বনাকরাম্ ।
শ্রান্তাঃ কালে ব্যতীতে স্ম দৃষ্টবন্তো মহাগুহাম্ ॥৩৮

প্রবিশ্যাঽঽবং বয়ং তাং তু বহুযোজনমায়তাম্ ।
সান্ধকারাং সুবিপিনাং গহনাং কীটসেবিতাম্ ॥৩৯

গত্বা সুমহদধ্বানমাদিত্যস্য প্রভাং ততঃ ।
দৃষ্টবন্তঃ স্ম তত্রৈব ভবনং দিব্যমন্তরা ॥৪০

শ্রীরাম ধনুর্বাণ গ্রহণ করত প্রণত সেই বানরগণকে বলিলেন,—তোমরা কি আমাকে জীবনদান করিবে অথবা তোমরা কি কৃতকৃত্য হইয়াছ ।৩৪

আমি কি শত্রুগণকে বধ করত সীতাকে আনিয়া পুনরায় অযোধ্যার রাজত্ব করিব ।৩৫

বৈদেহীকে উদ্ধার না করিয়া এবং যুদ্ধে শত্রুগণকে বধ না করিয়া ভার্য্যাকে হারাইয়া অবধূত অবস্থায় আমি বাঁচিতে চাহি না ।৩৬

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া পবননন্দন হনুমান্ তাঁহাকে বলিল,—হে রাম। আমি আপনার প্রিয় সংবাদ দিব। মা জানকীকে আমি দর্শন করিয়াছি ।৩৭

বন, পর্ব্বত ও আকরের সহিত দক্ষিণদিকে সমস্ত দিক্ অন্বেষণ করিয়া যখন আমরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম ও অনুসন্ধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল যখন অতিক্রান্ত হইল, তখন আমরা একটি প্রকাণ্ড গুহা দেখিতে পাই ।৩৮

ঘনশ্চ বিল দৈত্যস্য তদাসীদ্ বেশ্ম মাধব ।
তত্র প্রভাবতী নাম তপোঽতপ্যত তাপসী ॥৪১

তয়া দত্তানি ভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ ।
ভুক্ত্বা লব্ধবলাঃ সন্তস্তয়োক্তেন পথা ততঃ ॥৪২

নির্য্যায় তস্মাদুদ্দেশাৎ পশ্যামো লবণাম্ভসঃ ।
সমীপে সহ-মলয়ৌ দর্দ্দুরঞ্চ মহাগিরিম্ ॥৪৩

ততো মলয়মারুহ্য পশ্যন্তো বরুণালয়ম্ ।
বিষণ্ণা ব্যথিতাঃ খিন্না নিরাশা জীবিতে ভৃশম্ ॥৪৪

অনেকশতবিস্তীর্ণং যোজনানাং মহোদধিম্ ।
তিমি-নক্র-ঝষাবাসং চিন্তয়ন্তঃ সুদুঃখিতাঃ ॥৪৫

আমরা বহুযোজন দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘন বন ও কীটসমূহে পরিপূর্ণ সেই গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু দূর পথ যাইবার পর সূর্য্যের আলোক পাইলাম ও সেই আলোকে একটি দিব্য ভবন দেখিতে পাইলাম ।৩৯-৪০

হে রঘুনন্দন। সেই ভবনটি দনুজদানবের নিবাসস্থান ছিল এবং তথায় প্রভাবতী নামে এক তপস্বী তপস্যা করিতেছিল ।৪১

তাঁহার প্রদত্ত ফল, মূল ও অন্যান্য ভোজ্যবস্তুসমূহ ভক্ষণ করিয়া নূতন বল লাভ করত তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আমরা লবণ সমুদ্রতীরে অবস্থিত সহ্য, মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম ।৪২-৪৩

তারপর মলয় পর্ব্বতে আরোহণ করত সমুদ্র দর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত বিন্ন, বিষণ্ণ, ব্যথিত এবং জীবনে নিরাশ হইলাম ।৪৪

বহুশতযোজন বিস্তীর্ণ এবং তিমি, মকর ও বড় বড় মৎস্য পরিপূর্ণ মহাসমুদ্র দেখিয়া আমরা চিন্তাকুল হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ।৪৫

উত্তানশয়নং কৃত্বাসীনা বয়ং তথা।
ততঃ কথান্তে গৃধ্রস্য জটায়োরুত্তমং কথা ॥৪৬
ততঃ পর্বতশৃঙ্গাভং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
পক্ষিণং দৃষ্টবন্তঃ স্ম বৈনতেয়মিবাপরম্ ॥৪৭
সোঽস্মানতর্কয়দ্ ভোক্তুং যথাভোজ্যং বচোঽব্রবীৎ।
তোঃ ক এষ মম ভ্রাতুর্জটায়োঃ কুরুতে কথাম্ ॥৪৮
সম্পাতির্নাম তস্যাহং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা খগাধিপঃ।
অন্যোন্যস্পর্ধয়ারূঢ়াবাবাদাদিত্যসৎপদম্ ॥৪৯
ততো দগ্ধাবিমৌ পক্ষৌ ন দগ্ধৌ তু জটায়ুষঃ।
ওষা মে চিরদৃষ্টঃ স ভ্রাতা গৃধ্রপতিঃ প্রিয়ঃ ॥৫০
নির্দগ্ধপক্ষঃ পতিতো হ্যহমস্মিন্ মহাগিরৌ।
তস্যৈবং বদতোঽস্মাভির্হতো ভ্রাতা নিবেদিতঃ ॥৫১

ব্যসনং তবতস্তেহং সংক্ষেপাদ্ বৈ নিবেদিতম্।
স সম্পাতিস্তদা রাজন্ শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্ ॥৫২
বিষণ্ণচেতাঃ পপ্রচ্ছ পুনরস্মানরিন্দম।
কঃ স রামঃ কথং সীতা জটায়ুশ্চ কথং হতঃ ॥৫৩
ইচ্ছামি সর্বমেবৈতচ্ছ্রোতুং প্লবগসত্তমাঃ।
তস্যাহং সর্বমেবৈতদ্ ভবতো ব্যসনাগমম্ ॥৫৪
প্রায়োপবেশনে চৈব হেতুং বিস্তরশোঽব্রবম্।
সোঽস্মানুত্থাপয়ামাস বাক্যেনানেন পক্ষিরাট্ ॥৫৫
রাবণো বিদিতো মহ্যং লঙ্কা চাস্য মহাপুরী।
দৃষ্টা পারে সমুদ্রস্য ত্রিকূটগিরিকন্দরে ॥৫৬
তস্মিন্নৌ তত্র বৈদেহী ন মেঽস্ত্যত্র বিচারণা।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বয়মুত্থায় সত্বরাঃ ॥৫৭

আমরা তখন অনশনের সঙ্কল্প করিয়া তাহাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার জন্য উপবেশন করত প্রসঙ্গতঃ জটায়ুর কথা বলিতেছিলাম।৪৬

এমন সময় আমরা পর্ব্বতের শৃঙ্গসদৃশ, তরুতরূপ, ভয়াবহ ও দ্বিতীয় গরুড়ের ন্যায় আকারবিশিষ্ট একটি পক্ষী দেখিতে পাইলাম।৪৭

ঐ পক্ষী আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবার কথাই হয়ত ভাবিতেছিল, কিন্তু আমাদের মুখে জটায়ুর কথা শুনিয়া সে বলিল—"কে তোমরা আমার ভাই জটায়ুর কথা বলিতেছ?৪৮

আমি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম সম্পাতি, আমরা দুই ভ্রাতা স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যের নিকট যাইবার জন্য আকাশে উড়িতেছিলাম।৪৯

এমন সময় ভয়ানক উল্কাপাত হইতে লাগিল; আমি জটায়ুকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে আমার পাখায় ঢাকিয়া ফেলিলাম। ফলে আমার দুইটি পাখা দগ্ধ হইল, কিন্তু জটায়ুর পাখা দুইটী দগ্ধ হইল না। আমি এই পর্ব্বতে আসিয়া পড়িলাম। সেই সময় হইতে আমি জটায়ুকে আর দেখি নাই।

সে এই কথা বলিলে আমরা তাহাকে জটায়ুর মৃত্যুর কথা বলিলাম এবং সেই সঙ্গে আপনার সঙ্কটের কথাও তাহাকে সংক্ষেপে জানাইলাম।

রাজন্! সম্পাতি তখন এই অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। হে শত্রুদমন! সে পুনরায় আমাদিগকে বলিল—সেই রাম ও সীতা কে এবং জটায়ু কেন হত হইল?৫০-৫৩

হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! এখন আমি এই সব বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। আমরা তখন বিস্তারিতভাবে আপনার বিপদের কথা এবং আমাদের প্রায়োপবেশনের কারণও বর্ণনা করিলাম। তখন সেই পক্ষিরাজ সম্পাতি এই বাক্যের দ্বারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া অনশন হইতে উঠাইল।৫৪-৫৫

রাবণকে আমি জানি এবং আমি তাহার সমুদ্রের পরপারে ত্রিকূটশিখরস্থিত লঙ্কা মহানগরীও দেখিয়াছি।৫৬

সাগরক্রমণে মন্ত্রং মন্ত্রয়ামঃ পরন্তপ।
নাধ্যবাস্তদ্ যদা কশ্চিৎ সাগরস্য বিলঙ্ঘনম্ ॥৫৮
ততঃ পিতরমাবিশ্য প্লুতবেহং মহার্ণবম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণং নিহত্য জলরাক্ষসীম্ ॥৫৯
তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণান্তঃপুরে সতী।
উপবাসতপঃশীলা ভর্তৃদর্শনলালসা ॥৬০
জটিলা মলদিগ্ধাঙ্গী কৃশা দীনা তপস্বিনী।
নিমিত্তৈস্তামহং সীতামুপলভ্য সুদুর্মনাঃ ॥৬১
উপসৃত্যাব্রুবং চার্য্যামভিগম্য রহোগতাম্।
সীতে রামস্য দূতোঽহং বানরো মারুতাত্মজঃ ॥৬২
ত্বদ্দর্শনমভিপ্রেপ্সুরিহ প্রাপ্তো বিহায়সা।
রাজপুত্রৌ কুশলিনৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৬৩
সর্বশাখামৃগেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণাভিপালিতৌ।
কুশলং ত্বাব্রবীদ্ রামঃ সীতে সৌমিত্রিণা সহ ॥৬৪
সখিভাবাচ্চ সুগ্রীবঃ কুশলং ত্বানুপৃচ্ছতি।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি তে ভর্তা সর্বশাখামৃগৈঃ সহ ॥৬৫
প্রত্যয়ং কুরু মে দেবি বানরোঽস্মি ন রাক্ষসঃ।
মুহূর্তমিব চ ধ্যাত্বা সীতা মাং প্রত্যুবাচ হ ॥৬৬
অবৈমি ত্বাং হনূমন্তমবিন্ধ্যবচনাদহম্।
অবিন্ধ্যো হি মহাবাহো রাক্ষসো বৃদ্ধসম্মতঃ ॥৬৭
কথিতস্তেন সুগ্রীবসচিবৈর্বৃতঃ।
গম্যতামিতি চোক্ত্বা মাং সীতা প্রাদাদ্দিবং মণিম্ ॥৬৮
ধারিতা যেন বৈদেহী কালমেতমনিন্দিতা।
প্রত্যয়ার্থং কথাং চেমাং কথয়ামাস জানকী ॥৬৯

বৈদেহী সেখানেই হইবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। শত্রুদমন! তাহার এই কথা শুনিয়া আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম এবং সাগর উল্লঙ্ঘনের জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলাম।

তারপর যখন কেহই সাগর লঙ্ঘন করিতে সাহস করিল না, আমি তখন আমার পিতাকে স্মরণ করিয়া জলরাক্ষসীকে বধ করত শতযোজন বিস্তীর্ণ সাগর উল্লঙ্ঘন করিলাম ।৫৭-৫৯

আমি সেই লঙ্কাতে রাবণের অন্তঃপুরে সতী সীতাদেবীকে দর্শন করিলাম। যিনি নিজ ভর্তৃদর্শনের লালসায় সর্ব্বদা উপবাস করত তপস্যা করিতেছেন ।৬০

তাঁহাকে জটিলা, মলিনা, কৃশা, দীনা ও তপস্বিনী দেখিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন অন্যান্য নানা কারণ দেখিয়া তাঁহাকেই আমি সীতাদেবী বলিয়া নিশ্চয় করিলাম এবং নির্জ্জনে তাঁহার নিকটে বলিলাম—হে দেবী সীতে! আমি রামদূত পবননন্দন হনুমান্‌নামক বানর ।৬১-৬২

আপনাকে দর্শন করিবার জন্যই আমি আকাশ মার্গে এখানে আসিয়াছি। রাজপুত্র শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা কুশলেই আছেন ।৬৩

দেবি সীতে! সম্পূর্ণ বানরগণের অধীশ্বর সুগ্রীবের দ্বারা সেবিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে কুশল জানাইয়াছেন ।৬৪

মিত্রতাবশতঃ সুগ্রীবও আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনার ভর্তা শ্রীরাম শীঘ্রই সকল বানরের সহিত এখানে আসিবেন ।৬৫

দেবি! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি রাক্ষস নই, আমি বানর। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সীতাদেবী আমাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন ।৬৬

হে হনুমন্! আমি এখন তোমাকে বুঝিতে পারিয়াছি। হে মহাবাহো! এখানে অবিন্ধ্য-নামে এক রাক্ষস আছে; সে জ্ঞানিগণের আদরণীয় ।৬৭

সে আমাকে পূর্ব্বেই এই সংবাদ দিয়াছে যে, তোমার ন্যায় বানরগণের দ্বারা পরিবৃত সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র হইয়াছে। আচ্ছা, তুমি এখন

ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকায় চিত্রকূটে মহাগিরৌ।
ততস্ত্বা পুরুষব্যাঘ্র প্রত্যভিজ্ঞানকারণাৎ ॥৭০
(একাক্ষিকিকলঃ কাকঃ মুহুর্ত্তাত্মা কৃতশ্চ বৈ।)
প্রাদরিষ্যাহমাত্মানং ততো দগ্ধ্বা চ তাং পুরীম্।
সম্প্রাপ্ত ইতি তং রামঃ প্রিয়বাদিনমার্চ্ছৎ ॥৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি হনুমৎপ্রত্যাগমনে ত্র্যশীত্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮২

যাইতে পার, এই বলিয়া এই চূড়ামণি আপনাকে দিবার জন্য দিয়াছেন।৬৮

ঐ চূড়ামণি তিনি এই উদ্দেশ্যেই এতদিনও ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জানকীদেবী আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আর একটি কথা আমাকে বলিতে বলিলেন।৬৯

তিনি বলিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনি মহাগিরি কাকের প্রতি ইষীকা নিক্ষেপ করিয়া তাহার একচক্ষু বিনাশ করিয়াছিলেন। কেবল আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি এই কথা বলিয়াছেন।৭০

তারপর আমি নিজের নাম ঘোষণা করত সমস্ত লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করিয়া তবে এখানে আসিয়াছি। হনুমানের নিকট হইতে নিজের প্রিয়-কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে প্রশংসা করিলেন।৭১

শ্রীযমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে হনুমৎপ্রত্যাগমনবিষয়ক ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮২

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বানরসেনাসঙ্ঘটনম্, সেতুনির্ম্মাণম্, বিভীষণস্যাভিষেকঃ, লঙ্কায়াং বানরসেনানাং প্রবেশঃ, রাবণ-সমীপে দূতরূপেণাঙ্গদস্য প্রেষণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তত্রৈব রামস্য সমাসীনস্য তৈঃ সহ।
সমাজগ্মুঃ কপিশ্রেষ্ঠাঃ সুগ্রীববচনাৎ তদা ॥১
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্।
শ্বশুরো বালিনঃ শ্রীমান্ সুষেণো রামমভ্যয়াৎ ॥২
কোটীশতবৃতো বাপি গজো গবয় এব চ।
বানরেন্দ্রৌ মহাবীর্য্যৌ পৃথক্ পৃথগুপস্থতাম্ ॥৩

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বানরসেনা সংগঠন, সেতু-নির্ম্মাণ, বিভীষণের অভিষেক, লঙ্কায় বানরসৈন্যের প্রবেশ এবং রাবণের নিকট অঙ্গদকে দূতরূপে প্রেরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর সেইখানেই উপবিষ্ট রামচন্দ্রের সমক্ষেই সুগ্রীবের আদেশে কপিশ্রেষ্ঠগণ সমাগত হইতে লাগিল।১

সর্ব্বাগ্রে বালীর শ্বশুর শ্রীমান্ সুষেণ একহাজার কোটি বেগশালী বানর লইয়া শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইল।২

মহাপরাক্রমী বানররাজ গজ ও গবয় প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একশত কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল।৩

ষষ্টিকোটিসহস্রাণি প্রকর্ষন্ প্রত্যদৃশ্যত।
গোলাঙ্গূলো মহারাজ গবাক্ষো ভীমদর্শনঃ ॥৪
গন্ধমাদনবাসী তু প্রথিতো গন্ধমাদনঃ।
কোটীশতসহস্রাণি হরীণাং সমকর্ষত ॥৫
পনসো নাম মেধাবী বানরঃ সুমহাবলঃ।
কোটীর্দশ দ্বাদশ চ ত্রিংশৎ পঞ্চ প্রকর্ষতি ॥৬
শ্রীমান্ দধিমুখো নাম হরিবৃদ্ধোঽতিবীর্য্যবান্।
প্রচকর্ষ মহাসৈন্যং হরীণাং ভীমতেজসাম্ ॥৭
কৃষ্ণানাং মুখপুচ্ছাগ্রাস্তাম্রকাণাং ভীমকর্মণাম্।
কোটীশতসহস্রেণ জাম্ববান্ প্রত্যদৃশ্যত ॥৮
এতে চান্যে চ বহবো হরিযূথপযূথপাঃ।
অসংখ্যেয়া মহারাজ সমাযুর্রামকারণাৎ ॥৯
গিরিকূটনিভাঙ্গানাং সিংহানামিব গর্জতাম্।
শ্রূয়তে তুমুলঃ শব্দস্তত্র তত্র প্লবংগতাম্ ॥১০
গিরিকূটনিভাঃ কেচিৎ কেচিন্মহিষসন্নিভাঃ।
শরদভ্রপ্রতীকাশাঃ কেচিদ্বিদ্রুমকাননাঃ ॥১১
উৎপতন্তঃ পতন্তশ্চ প্লবমানাশ্চ বানরাঃ।
ঊর্দ্ধপুচ্ছোঽপরে রেণূন্ সমাজঘ্নুঃ সমন্ততঃ ॥১২
স বানরমহাসৈন্যঃ পূর্ণসাগরসন্নিভঃ।
নিবেশমকরোৎ তত্র সুগ্রীবানুমতে তদা ॥১৩
ততস্তেষু হরীন্দ্রেষু সমাবৃত্তেষু সর্বশঃ।
তিথৌ প্রশস্তে নক্ষত্রে মুহূর্তে চাভিপূজিতে ॥১৪
তেন ব্যূঢ়েন সৈন্যেন লোকামুদ্বর্তয়ন্নিব।
প্রযযৌ রাঘবঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবসহিতস্তদা ॥১৫

মহারাজ। গোলাঙ্গূলজাতীয় ভীমদর্শন গবাক্ষ-নামক বানর ষাট্‌সহস্র কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইয়াছে দেখা যাইল।৪

গন্ধমাদনপর্ব্বতে নিবাসকারী গন্ধমাদননামক বানর একলক্ষ কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল।৫

মেধাবী ও মহাবলশালী পনসনামক বানর সাতান্ন কোটি বানরের সহিত আগমন করিল।৬

বানরগণের মধ্যে বৃদ্ধ অথচ মহাপরাক্রমী শ্রীমান্ দধিমুখনামক বানর ভয়ঙ্কর তেজঃসম্পন্ন বিশাল বানরসেনার সহিত সমাগত হইল।৭

জাম্ববান্‌কে মুখে তিলকাঙ্কিত কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর পরাক্রমী একলক্ষকোটি ভল্লুকের সহিত উপস্থিত হইতে দেখা যাইল।৮

মহারাজ। এইরূপ অনেক বানরযূথপতিগণেরও যূথপতি বানরগণ অসংখ্য বানর সৈন্যের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল।৯

পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট বানর-গণ সিংহতুল্য গর্জন করিতে করিতে চারিদিকে ছোড়াইতে লাগিল। তাহাতে সেখানে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।১০

কতকগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গ-সদৃশ বিশাল, কতকগুলি মহিষের ন্যায় স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ কতকগুলি শরৎ-কালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং অন্য কতক-গুলির মুখ হিঙ্গুলের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ছিল।১১

কতকগুলি বানর লাফাইতে লাফাইতে এবং কতকগুলি বানর ধূলি উড়াইতে উড়াইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।১২

পূর্ণসাগরসদৃশ সেই বানর মহাসৈন্য সুগ্রীবের আদেশে মাল্যবান্-পর্ব্বতেরই চারিপার্শ্বে নিবেশ (সৈন্যশিবির) স্থাপন করিল।১৩

তারপর চারিদিক্ হইতে সমস্ত বানরসৈন্য একত্রিত হইলে, প্রশস্ত তিথি, শুভ মুহূর্ত্ত ও উত্তম নক্ষত্র দেখিয়া শ্রীমান্ শ্রীরামচন্দ্র (ও লক্ষ্মণ) সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন। ব্যূহাকারে রচনাযুক্ত সেই সৈন্যবাহিনীকে দেখিয়া

যূথপানাং তু সৈন্যস্য হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
জঘনং পালয়ামাস সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ ॥১৬

বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ রাঘবৌ তত্র জগ্মতুঃ।
বৃতৌ হরিমহামাত্রৈশ্চন্দ্র-সূর্য্যৌ গ্রহৈরিব ॥১৭

প্রবৃদ্ধৌ হরিসৈন্যং তৎ শাল-তাল-শিলাযুধম্।
সুমহজ্জ্বালিতবনং যথা সূর্য্যোদয়ং প্রতি ॥১৮

নল-নীলাঙ্গদ-ক্রাথ-মন্দ-দ্বিবিদপালিতা।
যযৌ সুমহতী সেনা রাঘবস্যার্থসিদ্ধয়ে ॥১৯

বিবিধেষু প্রশস্তেষু বহুমূলফলেষু চ।
প্রভূতমধুমূলেষু বারিমৎসু শিবেষু চ ॥২০

নিষদস্তী নিরাবাধা তথৈব গিরিসানুষু।
উপায়াদ্দ্বিতীয়ং সা ক্ষোভয়ন্তী সাগরম্ ॥২১

দ্বিতীয়সাগরনিভং তদ্বলং বহুলধ্বজম্
বেলাবনং সমাসাদ্য নিবাসমকরোৎ তদা ॥২২

ততো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবং প্রত্যভাষত।
মধ্যে বানরমুখ্যানাং প্রাপ্তকালমিদং বচঃ ॥২৩

উপায়ঃ কো নু ভবতাং মতঃ সাগরলঙ্ঘনে।
ইয়ং হি মহতী সেনা সাগরশ্চাতিদুস্তরঃ ॥২৪

তত্রাস্তে ব্যাহরন্তি স্ম বানরা বহুধানিনঃ।
সমর্থা লঙ্ঘনে সিন্ধোর্ন তু তৎ কৃৎস্নকারকম্ ॥২৫

কেচিদ্রৌতির্ব্যবস্যন্তি কেচিন্ত্ব বিবিধৈঃ প্লবৈঃ।
নেতি রামস্তু তান্ সর্ব্বান্ সান্ত্বয়ন্ প্রত্যভাষত ॥২৬

শতযোজনবিস্তারং ন শক্তাঃ সর্ব্ববানরাঃ।
ক্রান্তুং তোয়নিধিং বীরা নৈষা বো নৈষ্ঠিকী মতিঃ ॥২৭

মনে হইতেছিল যেন তাহারা সমস্ত লোককে সংহার ফেলিবে।১৪-১৫

বানরসৈন্যের সম্মুখভাগ পবননন্দন হনুমান্ এবং উহার পৃষ্ঠভাগ নির্ভীক লক্ষ্মণ রক্ষা করিতে করিয়া লাগিলেন।১৬

গ্রহগণে পরিবৃত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ গোচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ (দস্তানা) ধারণ করত বানরযূথমন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া চলিতে লাগিলেন।১৭

সূর্য্যোদয়ের সময় পাকা আলিধানের বিশাল খেতের ন্যায় শাল, তাল, শিলা প্রভৃতি আয়ুধবিশিষ্ট সেই বিশাল বানরসৈন্যবাহিনীকে দেখাইতেছিল।১৮

নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতির দ্বারা অভিরক্ষিতা সেই সুবিশাল বানর-সৈন্যবাহিনী শ্রীরামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য চলিতে লাগিল।১৯

বহু মূল, ফল, মধু এবং জলবিশিষ্ট, প্রশস্ত ও মঙ্গলকর উত্তম বিবিধ পর্ব্বতশিখরের নানাস্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে সেই বানরসৈন্য বিনা বাধায় লবণ-সাগরের তীরে গিয়া উপস্থিত হইল।২০-২১

দ্বিতীয় মহাসাগরতুল্য সেই বহু ধ্বজ পতাকা-বিশিষ্ট সৈন্য সাগরতীরস্থ বনে গিয়া সেখানে অবস্থান করিল।২২

তখন দশরথনন্দন শ্রীমান্ রামচন্দ্র বানর-যূথপগণের মধ্যে বানররাজ সুগ্রীবকে সময়োচিত এই কথা বলিলেন।২৩

এই সাগর লঙ্ঘনের কি উপায় তোমরা চিন্তা করিতেছ? এই সৈন্যবাহিনীও যেমন বিশাল, আবার এই সাগরও তেমনই অতিদুস্তর।২৪

তখন অন্য কতকগুলি অভিমানী বানর বলিল, আমরা তো সাগর লঙ্ঘন করিতে পারি, কিন্তু সকলে তো তাহা করিতে পারিবে না।২৫

কেহ নৌকা কেহ বা ভেলা প্রভৃতির দ্বারা সাগর পার হইবার পরামর্শ দিল, কিন্তু শ্রীরাম তাহাদের সকলকেই এই উপায় নিষেধ করত সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন।২৬

নাবো ন সন্তি সেনায়া বহ্ব্যস্তারয়িতুং তথা।
বণিজামুপঘাতঞ্চ কথমস্মিন্বিধেৎ ॥২৮
বিস্তীর্ণং চৈব নঃ সৈন্যং হন্যাচ্ছিত্রেণ বৈ পরঃ।
প্লবোড়ুপপ্রতারঞ্চ নৈবাত্র মম রোচতে ॥২৯
অহং ত্বিমং জলনিধিং সমারাধ্যাম্ভ্যুপায়তঃ।
প্রতিপেক্ষাম্যুপবসন্ দর্শয়িষ্যতি মাং ততঃ ॥৩০
ন চেন্ দর্শয়িতা মার্গং বক্ষ্যাম্যেনমহং ততঃ।
মহাস্ত্রৈরপ্রতিহতৈরত্যগ্নিপবনোজ্জ্বলৈঃ ॥৩১
ইত্যুক্ত্বা সহ সৌমিত্রিরুপস্পৃশ্যাথ রাঘবঃ।
প্রতিশিশ্যে জলনিধিং বিধিবৎ কুশসংস্তরে ॥ ৩২

বীরগণ! শতযোজনবিস্তীর্ণ সাগর পার হইতে সকল বানর পারিবে না; সুতরাং তোমাদের কাহারও পরামর্শ সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণীয় নহে।২৭

এত প্রচুর নৌকাও নাই যাহার দ্বারা সাগর পার হওয়া যাইতে পারে; বণিক্‌গণের সকল নৌকা গ্রহণ করিলে তাহাদের ক্ষতি হইবে; ইহা আমাদের ন্যায় লোক নিজ স্বার্থের জন্য করিতে পারে না।২৮

তাহা ছাড়া নৌকা প্রভৃতির দ্বারা পার হইতে চেষ্টা করিলে আমাদের বিচ্ছিন্ন সৈন্যসমূহকে শত্রুগণ সংহার করিতে পারে; সুতরাং নৌকা বা ভেলায় পার হওয়ার সিদ্ধান্ত আমার রুচিকর নহে।২৯

আমি উপবাস করিয়া সাগরের আরাধনা করিব, যাহাতে তিনি নিশ্চিতই আমাকে দর্শন দিয়া আমাকে পথ করিয়া দিবেন।৩০

যদি তিনি আমাকে দর্শন না দেন, তবে আমি অপ্রতিহত মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সাগরকে শুকাইয়া ফেলিব।৩১

সাগরস্তু ততঃ স্বপ্নে দর্শয়ামাস রাঘবম্।
দেবো নদনদীভর্তা শ্রীমান্ যাদোগণৈর্বৃতঃ ॥৩৩
কৌশল্যানন্দমিত্যেবমাভাষ্য মধুরং বচঃ।
ইদমিত্যাহ রত্নানামাকরৈঃ শতশো বৃতঃ ॥৩৪
ব্রূহি কিং তে করোম্যত্র সাহায্যং পুরুষর্ষভ।
ঐক্ষ্বাকো হ্যস্মি তে জ্ঞাতিরিতি রামস্তমব্রবীৎ ॥৩৫
মার্গমিচ্ছামি সৈন্যস্য হতং নদনদীপতে।
যেন গত্বা দশগ্রীবং হন্যাং পৌলস্ত্যপাংসনম্ ॥৩৬
যদ্যেবং যাচতো মার্গং ন প্রদাস্যতি মে ভবান্।
শরৈস্ত্বাং শোষয়িষ্যামি দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্ত্রিতৈঃ ॥৩৭

এই বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র আচমন করত বিধিপূর্ব্বক কুশের শয্যায় শয়ন করিলেন।৩২

তখন নদ-নদীপতি শ্রীমান্ সাগরদেব দিব্য জলজন্তুগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্বপ্নে শ্রীরামকে দর্শন দিলেন।৩৩

শত শত রত্নের আকরে পরিবৃত সেই সাগর কৌশল্যানন্দন বলিয়া শ্রীরামকে সম্বোধন করত এই মধুর বচনে বলিলেন।৩৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগরপুত্রগণের দ্বারা খাত, আমি আপনার জ্ঞাতি। সুতরাং আপনার কি সাহায্য করিব বলুন।৩৫

এই কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন। হে নদ-নদীপতে! আমি আমার সৈন্যগণের জন্য আপনার প্রকৃষ্ট পথ চাহিতেছি, যাহাতে সাগর পার হইয়া পুলস্ত্যকুলাঙ্গার রাবণকে বধ করিতে পারি।৩৬

যদি আমি প্রার্থনা করিলেও আমাকে আপনি পথ না দেন, তবে আমি দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণদ্বারা আপনাকে শোষণ করিব।৩৭

ইত্যেবং ব্রুবতঃ শ্রুত্বা রামস্য বরুণালয়ঃ।
উবাচ ব্যথিতো বাক্যমিতি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥৩৮

নেচ্ছামি প্রতিঘাতং তে নাস্মি বিঘ্নকরস্তব।
শৃণু চেদং বচো রাম শ্রুত্বা কর্তব্যমাচর ॥৩৯

যদি শক্ষ্যামি তে মার্গং দৈন্যস্য ব্রজতোঽক্ষয়ম্।
অন্যেঽপ্যাজ্ঞাপয়িষ্যন্তি মামেবং ধনুষো বলাৎ ॥৪০

অস্তি ত্বত্র নলো নাম বানরঃ পিতৃসম্মতঃ।
বিশ্বকর্মণস্তনয়ো বলবান্ বিশ্বকর্মণঃ ॥৪১

স যৎ কাষ্ঠং তৃণং বাপি শিলাং বা ক্ষেপ্স্যতে ময়ি।
সর্বং তদ্ ধারয়িষ্যামি ন তে সেতুর্ভবিষ্যতি ॥৪২

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতে তস্মিন্ রামো নলমুবাচ হ।
কুরু সেতুং সমুদ্রে ত্বং শক্তো হ্যসি মতো মম ॥৪৩

তেনোপায়েন কাকুৎস্থঃ সেতুবন্ধমকারয়ৎ।
দশযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্ ॥৪৪

নলসেতুরিতি খ্যাতো যোঽদ্যাপি প্রথিতো ভুবি।
রামস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নির্যাতো গিরিসন্নিভঃ ॥৪৫

তত্রস্থং স তু ধর্মাত্মা সমাগচ্ছদ্ বিভীষণঃ।
ভ্রাতা বৈ রাক্ষসেন্দ্রস্য চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ॥৪৬

প্রতিজগ্রাহ রামস্তং স্বাগতেন মহামনাঃ।
সুগ্রীবস্তু পুনঃ শঙ্কাং প্রচিক্রিঃ স্যাদিতি স্ম হ ॥৪৭

রাঘবঃ সত্যচেষ্টাভিঃ সম্যক্ চ চরিতেঙ্গিতৈঃ।
যদা তত্ত্বেন তুষ্টোঽভূৎ তত এনমপূজয়ৎ ॥৪৮

সর্বরাক্ষসরাজ্যে চাপ্যভিষিক্তং বিভীষণম্।
চক্রে চ মন্ত্রসচিবং সুহৃদং লক্ষ্মণস্য চ ॥৪৯

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া সাগর ব্যথিতহৃদয়ে করযোড়ে দাঁড়াইয়া শ্রীরামকে বলিলেন।৩৮

হে রাম! আমি আপনার ইচ্ছার ব্যাঘাত অথবা আপনার কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চাহি না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া আপনার কর্তব্য স্থির করুন।৩৯

আমি যদি আপনার আদেশে লঙ্কায় গমনকারী আপনার সৈন্যগণকে পথ দিই, তাহা হইলে অন্যেও বলের বলে আমার কাছে পথ দিতে আজ্ঞা করিবে।৪০

আপনার সৈন্যগণের মধ্যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পুত্র নল-নামে বলবান্ বানর আছে, সে শিল্পীদিগের আদরণীয়।৪১

সে কাষ্ঠ, তৃণ বা শিলা যাহা কিছু আমাতে নিক্ষেপ করিবে, আমি সে সকলই ধারণ করিব। তাহাতে উহাই আপনার জন্য সেতু হইবে।৪২

এই কথা বলিয়া সাগর অন্তর্হিত হইলে শ্রীরাম নলকে বলিলেন,—তুমি সাগরে সেতু নির্মাণ কর, আমি বিশ্বাস করি, তুমি ইহা করিতে সমর্থ।৪৩

সেই উপায়ে মহাবলপরাক্রান্ত শ্রীরাম সাগরে দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন আয়ত এক সেতু নির্মাণ করিলেন।৪৪

ঐ সেতু আজও নলসেতু নামে পৃথিবীতে খ্যাত; শ্রীরামের আজ্ঞায় সাগর ঐ পর্বতাকার সেতু নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছেন।৪৫

সাগর-তীরে অবস্থানকালে রাবণের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ধর্মাত্মা বিভীষণ চারিজন সচিবসহ আগমন করিলেন।৪৬

সুগ্রীব বিভীষণকে রাবণের প্রতিনিধি (গুপ্তচর) মনে করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিলেও মহামনস্বী শ্রীরাম তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।৪৭

শ্রীরামচন্দ্র যখন বিভীষণের সত্যচেষ্টা, সাধু-চরিত্র ও ইঙ্গিতসমূহের দ্বারা তাঁহার মনোভাব

বিভীষণমতে চৈব সোঽভ্যক্রামন্মহার্ণবম্।
সসৈন্যঃ সেতুনা তেন মাসেনৈব নরাধিপ ॥৫০
ততো গত্বা সমাসাদ্য লঙ্কোদ্যানান্যনেকশঃ।
ভেদয়ামাস কপিভির্মহান্তি চ বহূনি চ ॥৫১
ততস্তৌ রাবণামাত্যৌ বন্দিনৌ শুক-সারণৌ।
চরৌ বানররূপেণ তৌ জগ্রাহ বিভীষণঃ ॥৫২
প্রতিপন্নৌ যদা রূপং রাক্ষসং তৌ নিশাচরৌ।
দর্শয়িত্বা ততঃ সৈন্যং রামঃ পশ্চাদবাসৃজৎ ॥৫৩

নিবেশ্যোপবনে সৈন্যং তৎ পুনঃ প্রাজ্ঞযানয়ম্।
প্রেষয়ামাস দৌত্যেন রাবণস্য ততোঽঙ্গদম্ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি
সেতুবন্ধনে ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৩

সমীক্ষা করত সন্তুষ্ট হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন।৪৮

অনন্তর তিনি রাক্ষসরাজ্যে বিভীষণকে অভিষিক্ত করিলেন এবং নিজের মন্ত্রণাসচিব ও লঙ্কাপুরের সুহৃৎ করিলেন।৪৯

নরাধিপ! বিভীষণের পরামর্শানুসারে তিনি সেই সেতুর দ্বারা সসৈন্যে একমাসের মধ্যেই মহাসাগর পার হইলেন।৫০

তারপর তিনি বানরসৈন্যের সহিত সাগর পার হইয়া (লঙ্কা ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং) বানরগণের দ্বারা লঙ্কার উদ্যানসমূহ ছিন্নভিন্ন করিলেন।৫১

অনন্তর রাবণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া শুক ও সারণ নামে তাঁহার দুই চর রামসৈন্যমধ্যে বানররূপ ধরিয়া প্রবেশ করিলে বিভীষণ তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া ধরিয়া ফেলিলেন।৫২

যখন রাক্ষসদ্বয় নিজ রূপে প্রকট হইল, তখন শ্রীরাম তাহাদিগকে নিজ (বিপুল) সৈন্যগণকে দেখাইয়া পরে ছাড়িয়া দিলেন।৫৩

লঙ্কার উপবনে বানরসৈন্যকে সন্নিবেশিত করিয়া শ্রীরাম বুদ্ধিমান্ যুবরাজ অঙ্গদকে দূতরূপে রাবণের নিকট প্রেরণ করিলেন।৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্বে সেতুবন্ধন-বিষয়ক ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৩

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণসমীপং গত্বা শ্রীরামসন্দেশং শ্রাবয়িত্বা অঙ্গদস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, রাক্ষসানাং বানরাণাঞ্চ ঘোরসংগ্রামশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রভূতান্নোদকে তস্মিন্ বহুমূলফলে বনে।
সেনাং নিবেশ্য কাকুৎস্থো বিধিবৎ পর্য্যরক্ষত ॥১
রাবণঃ সবিধং চক্রে লঙ্কায়াং শাস্ত্রনির্ম্মিতাম্।
প্রকৃত্যৈব দুরাধর্ষা দৃঢ়প্রাকার-তোরণা ॥২
অগাধতোয়াঃ পরিখা মীন-নক্রসমাকুলাঃ।
বভূবুঃ সপ্ত দুর্দ্ধর্ষাঃ খাদিরৈঃ শঙ্কুভিশ্চিতাঃ ॥৩
কপাটবন্ত্রদুর্দ্ধর্ষা বভূবুঃ সহুড়োপলাঃ।
সাশীবিষঘটাযোধাঃ সসর্জ্জরসপাংসবঃ ॥৪

মুসলালাত-নারাচ-তোমরাসি-পরশ্বধৈঃ।
অন্বিতাশ্চ শতঘ্নীভিঃ সমধ্যুষ্টিমুদ্গরাঃ ॥৫
পুরদ্বারেষু সর্ব্বেষু গুল্মাঃ স্থাবর-জঙ্গমাঃ।
বভূবুঃ পত্তিবহুলাঃ প্রভূত-গজবাজিনঃ ॥৬
অঙ্গদস্ত্বথ লঙ্কায়া দ্বারদেশমুপাগতঃ।
বিদিতো রাক্ষসেন্দ্রস্য প্রবিবেশ গতব্যথঃ ॥৭
মধ্যে রাক্ষসকোটীনাং বহ্নীনাং সুমহাবলঃ।
শুশুভে মেঘমালাভির্বারিত্র ইব সংবৃতঃ ॥৮

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের নিকট যাইয়া শ্রীরামের সংবাদ শুনাইয়া অঙ্গদের প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাক্ষসগণের ও বানরগণের ঘোর সংগ্রাম।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বহু ফলমূলবিশিষ্ট সেই লঙ্কার উপবনে শ্রীরাম বানরসৈন্যকে সন্নিবেশিত করিয়া যথাবিধি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।১

এদিকে রাবণ লঙ্কায় শাস্ত্রোক্তপ্রকারে নির্ম্মিত যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিল। লঙ্কার চারিদিকে স্থিত নগরদ্বার অত্যন্ত সুদৃঢ়, সেইজন্য স্বভাবতই উহা দুর্দ্ধর্ষ ছিল, যেখানে আক্রমণকারী শত্রুগণের যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল।২

লঙ্কার চারিদিকে গভীর জলবিশিষ্ট এবং মৎস্য, নক্র প্রভৃতি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ সাতটি পরিখা ছিল। তাহাদের মধ্যে খদির কাষ্ঠের নির্ম্মিত অনেক খুঁটি পোতা ছিল।৩

ঐ পরিখার সমের প্রাচীরগুলিতে চারিদিকে বড় বড় লৌহকপাট, ঐ কপাটের সম্মুখে শতঘ্নী প্রভৃতি অস্ত্র এবং উহার উপযুক্তগোলা প্রভৃতি পুঞ্জীকৃত করা ছিল। ঐ পরিখাগুলি বিষধর সর্পসমূহ, দুর্গন্ধ যোদ্ধৃবৃন্দ, লোষ্ট্র ও ধূলিতে এমনভাবে পরিপূরিত ছিল যে, ঐগুলিকে পার হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম ছিল।৪

মুষল, অলাত, নারাচ, তোমর, অসি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে ও মুষ্টিবেশে লোহ মাখান মুদ্গর, শতঘ্নী প্রভৃতি মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা ঐ পরিখাগুলি সুরক্ষিত ছিল।৫

নগরীর দ্বারসমূহে প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য বহু সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত ছিল। যাহারা এক-স্থানে অবস্থান মৃত্তিকারূপে করিয়া লতা-গুল্মাদির আড়াল হইতে যুদ্ধ করিত, তাহাদিগকে স্থাবরগুল্ম এবং যাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আড়াল হইতে যুদ্ধ করিত, তাহাদিগকে জঙ্গমগুল্ম বলা হইত; এইরূপ বহু অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্য সর্ব্বদা পাহারায় নিযুক্ত ছিল।৬

অনন্তর রামচন্দ্রকর্ত্তৃক দূতরূপে প্রেরিত হইয়া অঙ্গদ লঙ্কাদ্বারে উপনীত হইল এবং দ্বাররক্ষকগণকে রামদূতরূপে পরিচয় দিলে তাহারা রাবণের অনুমতি লইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। অঙ্গদ নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিয়া রাবণের সভায় মেঘমালা-

স সমাসাদ্য পৌলস্ত্যমমাত্যৈরভিসংবৃতম্।
রামসন্দেশমাদিষ্টো বাগ্মী বক্তুং প্রচক্রমে ॥৯

আহ ত্বাং রাঘবো রাজন্ কোশলেন্দ্রো মহাযশাঃ।
প্রাপ্তকালমিদং বাক্যং তদ্বাদংস্ব কুরুষ্ব চ ॥১০

অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্।
বিনষ্টস্ত্বামনুপ্রাপ্তো দেশাশ্চ নগরাণি চ ॥১১

ত্বয়ৈকেনাপরাদ্ধং মে সীতামাহরতা বনাৎ।
বধায়ানপরাদ্ধানামন্যেষাং তদ্ ভবিষ্যতি ॥১২

যে ত্বয়া বল-গর্ব ভ্যামাবিষ্টেন বনেচরাঃ।
ঋষয়ো হিংসিতাঃ পূর্বং দেবাশ্চাপ্যবমানিতাঃ ॥১৩

রাজর্ষয়শ্চ নিহতা ক্রুদ্ধ্যশ্চ হৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ফলং তস্যানয়স্য তে ॥১৪

হতাস্মি ত্বাং সহামাত্যৈর্যুধ্যস্ব পুরুষো ভব।
পশ্য মে ধনুষো বীর্যং মানুষস্য নিশাচর ॥১৫

মুচ্যতাং জানকী সীতা ন মে মোক্ষ্যসি কহিচিৎ।
অরাক্ষসমিমং লোকং কর্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৬

ইতি তস্য ব্রুবাণস্য দূতস্য পরুষং বচঃ।
শ্রুত্বা ন মমৃষে রাজা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৭

ইঙ্গিতজ্ঞাস্ততো ভর্তুশ্চত্বারো রজনীচরাঃ।
চতুর্ষ্বঙ্গেষু জগৃহুঃ শার্দূলমিব পক্ষিণঃ ॥১৮

তাংস্তথাঙ্গেষু সংসক্তানঙ্গদো রজনীচরান্।
আদায়ৈব খমুৎপত্য প্রাসাদতলমাবিশৎ ॥১৯

বেগেনোৎপতিতস্তস্য পেতুস্তে রজনীচরাঃ।
ভূবি সন্নিহতাস্তস্য প্রহারবরপীড়িতাঃ ॥২০

সমাবৃত সূর্যের ন্যায় কোটি কোটি রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।৭-৮

সে তখন পুলস্ত্যতনয় রাবণকে অমাত্যগণে সমাবৃত দেখিয়া রামচন্দ্রের সংবাদ বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় বলিতে লাগিল।৯

হে রাজন্! মহাযশা অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে সময়োচিত যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি—মনোযোগ দিয়া শুন এবং তদনুসারে কার্য্য কর।১০

অন্যায় কর্ম্মে নিরত এবং অসংযতাত্মা রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া দেশ ও নগরসমূহ অপরাধহীন হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়।১১

সীতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তুমি একাই আমার অপরাধ করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার অপরাধে বহু অনপরাধী (নির্দ্দোষ) অন্য রাক্ষসগণেরও বিনাশ হইবে।১২

তুমি যে বল ও দর্পে উন্মত্ত হইয়া পূর্ব্বে বনবাসী ঋষিগণকে বধ করিয়াছ, দেবতাগণকে অবমানিত করিয়াছ, বহু রাজর্ষিকে বধ করিয়াছ এবং ক্রন্দনপরায়ণা বহু স্ত্রী হরণ করিয়াছ, সেই সমস্ত অত্যাচারের ফল তোমার নিকট আজ উপস্থিত হইয়াছে।১৩-১৪

হে নিশাচর! তুমি পুরুষের ন্যায় আমার সহিত যুদ্ধ কর, আমি তোমার সমস্ত অমাত্যসহিত তোমাকে বধ করিব। যদিও আমি মানুষ; তথাপি আজ তুমি আমার ধনুর্ব্বল দেখিতে পাইবে।১৫

জনকনন্দিনী সীতাকে তুমি মুক্ত করিয়া দাও, নতুবা তুমি আমার হাত হইতে মুক্তি পাইবে না (তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত)। আমি সুতীক্ষ্ণ শরজালের দ্বারা এই লোককে রাক্ষসশূন্য করিব।১৬

শ্রীরামচন্দ্রের দূতের মুখে এই সব কর্কশ কথা শুনিয়া রাজা রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার কথা সহ্য করিতে পারিল না।১৭

তখন প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ চারিজন রাক্ষস

সংসক্তো হর্ম্যশিখরাৎ তস্মাৎ পুনরবাপতৎ।
লঙ্ঘয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং সুবেলস্থ মহীধরম্ ॥২১
কোশলেন্দ্রমথাগম্য সর্বমাবেদ্য বানরঃ।
বিশশ্রাম স তেজস্বী রাঘবেণাভিনন্দিতঃ ॥২২
ততঃ সর্বাভিসারেণ হরীণাং বাতরংহসাম্।
ভেদয়ামাস লঙ্কায়াঃ প্রাকারং রঘুনন্দনঃ ॥২৩
বিভীষণর্ক্ষাধিপতী পুরস্কৃত্যাথ লক্ষ্মণঃ।
দক্ষিণং নগরদ্বারমবমৃদ্নাদ্ দুরাসদম্ ॥২৪
করভারুণপাণ্ডূনাং হরীণাং যুদ্ধশালিনাম্
কোটীশতসহস্রেণ লঙ্কামভ্যপতৎ তদা ॥২৫
প্রলম্ববাহূরুকরজ্রান্তরবিলম্বিনাম্।
ঋক্ষাণাং ধূম্রবর্ণানাং তিস্রঃ কোট্যো ব্যবস্থিতাঃ ॥২৬
উৎপতদ্ভিঃ পতদ্ভিশ্চ নিপতদ্ভিশ্চ বানরৈঃ।
নাদৃশ্যত তদা সূর্য্যো রজসা বাসিতপ্রভঃ ॥২৭
শালিপ্রসূনসদৃশৈঃ শিরীষকুসুমপ্রভৈঃ।
তরুণাদিত্যসদৃশৈঃ শশগৌরৈশ্চ বানরৈঃ ॥২৮
প্রাকারং দদৃশুস্তে তু সমন্তাৎ কপিলীকৃতম্।
রাক্ষসা বিস্মিতা রাজন্ স্ত্রীবৃদ্ধাঃ সমন্ততঃ ॥২৯
বিভিদুস্তে মণিস্তম্ভান্ কপাটান্ শিখরাণি চ।
তোরণাধিষ্ঠিতশৃঙ্গাণি যন্ত্রাণি চ বিচিক্ষিপুঃ ॥৩০

নিজ আসন হইতে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ পক্ষিগণের ব্যাঘ্র-ধারণের ন্যায় অঙ্গদকে ধরিলে।।৮

অঙ্গদ সেই ধৃত চারিজন রাক্ষসকে লইয়া আকাশে লাফ দিয়া প্রাসাদের ছাদে পতিত হইল।।৯

বেগের সহিত আকাশে উঠিবার সময় সেই রাক্ষসগণ ভূতলে পতিত হইল এবং প্রবল আঘাতে পীড়িত হইয়া তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইল।।১০

তারপর ছাদের উপরে স্থিত অঙ্গদ সেই প্রাসাদ-শিখর হইতে পুনরায় লাফ দিল। তাহাতে লঙ্কাপুরী পার হইয়া সুবেলপর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইল।।১১

কোশলপতি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া অঙ্গদ সব কথা নিবেদন করিল। তখন শ্রীরাম-কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া সেই তেজস্বী অঙ্গদ বিশ্রাম করিতে লাগিল।।১২

অনন্তর রঘুনন্দন বায়ুতুল্য বেগশালী সমগ্র বানরসৈন্যবাহিনীকে লঙ্কা অভিমুখে যাত্রিত হইবার আদেশ দান করিয়া তাহাদের দ্বারা লঙ্কার প্রাচীর-গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।।১৩

বিভীষণ ও ভাল্লুকরাজকে লইয়া লক্ষ্মণ লঙ্কার দুরতিক্রমণীয় দক্ষিণদ্বারকে ভাঙ্গিয়া ধূলিতে মিশাইয়া দিলেন।।১৪

সেই সময় হস্তীর ন্যায় অরুণ ও পাণ্ডুর বর্ণের যুদ্ধদুর্মদ বানরগণ একলক্ষ কোটি সংখ্যায় লঙ্কার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল।।১৫

অত্যন্ত লম্বা বাহু, উরু, হস্ত ও জঙ্ঘা—এই সবই যাহাদের বিশাল ছিল এবং ধূম্রবর্ণ তিন কোটি ভল্লুক সৈন্য যুদ্ধের জন্য লঙ্কার মধ্যে ব্যূহাকারে অবস্থান করিতে লাগিল।।১৬

যুগপৎ সকল বানরসৈন্যের লাফালাফি ও ঝম্পাঝম্পিতে উত্থিত ধূলিরাশির দ্বারা সূর্য্য প্রভাশূন্য হইয়া পড়ায় তাঁহাকে দেখা যাইল না।।১৭

রাজন্! রাক্ষসগণ চারিদিকে স্ত্রী ও বৃদ্ধগণের সহিত বিস্মিত নয়নে দেখিতে লাগিল যে, লঙ্কার প্রাচীরসমূহ শালিধানের পুষ্পতুল্য ও শিরীষ-পুষ্পসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট এবং প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ অরুণবর্ণ অসংখ্য বানরে পরিবেষ্টিত কপিলবর্ণ ধারণ করিয়াছে।।১৮-২৯

তাহারা মণিময় স্তম্ভসমূহ ও উচ্চ প্রাসাদশ্রেণীর শিখরসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং যন্ত্রসমূহ (কামান ও মেশিনগান প্রভৃতি) ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।।৩০

পরিগৃহ্য শস্ত্রাণ্যুচ্চৈঃ সচক্রাঃ সহুড়োপলাঃ।
চিক্ষিপুর্ভুজবেগেন লঙ্কামধ্যে মহাবলাঃ ॥৩১

প্রাকারস্থাশ্চ যে কেচিন্নিশাচরগণাস্তথা।
প্রদুদ্রুবুস্তে শতশঃ কম্পিতাঃ সমভিদ্রুতাঃ ॥৩২

ততস্তু রাজবচনাদ্ রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
নির্ঘাতবিকৃতাকারাঃ সহস্রশতসঙ্ঘশঃ ॥৩৩

শস্ত্রবর্ষাণি বর্ষন্তো দ্রাবয়িত্বা বনৌকসঃ।
প্রাকারং শোভয়ন্তস্তে পরং বিক্রমমাস্থিতাঃ ॥৩৪

স মারুতাগ্নিসদৃশৈর্ভূষণৈরুদ্যতায়ুধৈঃ।
কৃতো নিবানরো ভূয়ঃ প্রাকারো ভীমদর্শনৈঃ ॥৩৫

পেতুঃ শূলবিভিন্নাঙ্গা বহবো বানরর্ষভাঃ
স্তম্ভতোরণভগ্নাশ্চ পেতুস্তত্র নিশাচরাঃ ॥৩৬

কেশাকেশ্যভবদ্ যুদ্ধং রক্ষসাং বানরৈঃ সহ
নখৈর্দন্তৈশ্চ বীরাণাং খাদতাং বৈ পরস্পরম্ ॥৩৭

নিষ্টনন্তো হুতয়স্তত্র বানর-রাক্ষসাঃ।
হত্বা নিপতিতা ভূমৌ ন মুঞ্চন্তি পরস্পরম্ ॥৩৮

রামস্তু শরজালানি বর্ষন্ বর্ষ ইবাম্বুদো যথা।
তানি লঙ্কাং সমাসাদ্য জঘ্নুস্তান্ রজনীচরান্ ॥৩৯

সৌমিত্রিরপি নারাচৈর্দৃঢ়ধন্বা জিতক্লমঃ।
আনিন্যাদিষ্ট দুর্গস্থান্ পাতয়ামাস রাক্ষসান্ ॥৪০

ততঃ প্রত্যবহারোঽভূৎ সৈন্যানাং রাঘবাজ্ঞয়া।
কৃতে বিমর্দে লঙ্কায়াং লক্ষলক্ষ্মো জয়োত্তরঃ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি
লঙ্কাপ্রবেশে চতুরশীত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৪

তাহারা চক্র ও গোলাসমূহের সহিত শতঘ্নীসমূহ উঠাইয়া মহাবলে বাহুর বেগে লঙ্কার মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল।৩১

বানরগণের দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রাকারস্থিত শত শত নিশাচরগণ পলাইতে লাগিল।৩২

তখন রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে বিকৃতাকার কামরূপী রাক্ষসগণ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় শস্ত্র বর্ষণ করত বানরগণকে তাড়াইয়া বিক্রমের সহিত প্রাচীরে অবস্থান করিতে লাগিল।৩৪

মারুতাগ্নিসদৃশ ধূমবর্ণ ও ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ পুনরায় লঙ্কার প্রাচীরসমূহকে বানরশূন্য করিয়া ফেলিল।৩৫

যেমন শূলাদি অস্ত্রে ছিন্নাঙ্গ হইয়া অনেক শ্রেষ্ঠ বানর মাটিতে পড়িল, তেমনই স্তম্ভ ও তোরণাদির দ্বারা আহত হইয়া বহু নিশাচরও ভূতলে পতিত হইল।৩৬

বীর রাক্ষস ও বানরগণের পরস্পরের কেশাকেশি (উভয়ে কেশ ধারণপূর্ব্বক) ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে নখ ও দন্তের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া খাইতে লাগিল।৩৭

তখনক শব্দ করত উভয় দিক্ হইতেই বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পরকে আঘাত করিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল; কিন্তু কেহ কাহাকেও মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল না।৩৮

শ্রীরাম মেঘের শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ বাণরাজি লঙ্কার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহু রাক্ষসকে সংহার করিল।৩৯

ক্লেশ ও শ্রান্তিবিজয়ী সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধর সুমিত্রানন্দনও নিজের পরিচয় দান করিতে করিতে নারাচসমূহের দ্বারা দুর্গস্থ রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।৪০

এইরূপে ভয়ানক বিনাশকর রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষসিদ্ধি বিজয়লাভ করত শ্রীরামের আদেশে বানর সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে লঙ্কাপ্রবেশবিষয়ক চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৪

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরাম-রাবণসৈন্যানাং যুদ্ধম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো নিবিশমানাংস্তান্ সৈনিকান্ রাবণানুগাঃ।
অভিজগ্মুর্গণানেকে পিশাচ-ক্ষুদ্ররক্ষসাম্ ॥১
পর্বণঃ পতনো জম্ভঃ খরঃ ক্রোধবশো হরিঃ।
প্রকম্পশ্চাকম্পশ্চৈব প্রঘসশ্চৈবমাদয়ঃ ॥২
ততোঽন্তর্দধতস্তাং তেষামদৃশ্যানাং দুরাত্মনাম্।
অন্তর্ধানিবধং তজ্ জ্ঞাত্বাকার্ষ স বিভীষণঃ ॥৩
তে দৃশ্যমানা হরিভির্বলিভির্দূরপাতিভিঃ।
নিহতাঃ পর্বশো রাজন্ মহীং জগ্মুর্গতাসবঃ ॥৪
অমৃষ্যমাণঃ সবলো রাবণো নির্ঋতাবধম্।
রাক্ষসানাং বলৈর্ঘোরৈঃ পিশাচানাঞ্চ সংবৃতঃ ॥৫
যুদ্ধশাস্ত্রবিধানজ্ঞ উশনা ইব চাপরঃ।
ব্যূহ্য গৌশনসং ব্যূহং হরীনভ্যবহারয়ৎ ॥৬
রাঘবস্তু বিনির্ঘাস্তং ব্যূঢ়ানীকং দশাননম্।
বার্হস্পত্যং বিধিং কৃত্বা প্রত্যব্যূহন্নিশাচরম্ ॥৭
সমেত্য যুযুধে তত্র ততো রামেণ রাবণঃ।
যুযুধে লক্ষ্মণশ্চাপি তথৈবেন্দ্রজিতা সহ ॥৮
বিরূপাক্ষেণ সুগ্রীবস্তারেণ চ নিঋর্বটঃ।
দুর্মুখেন চ নলস্তত্র পটুশঃ পনসেন চ ॥৯
বিষহ্যং যং হি যো মেনে ন স তেন সমেয়িবান্।
যুযুধে যুদ্ধবেলায়াং স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ ॥১০

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরাম ও রাবণসৈন্যগণের মধ্য যুদ্ধ]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর লঙ্কার চতুর্দ্দিকে নিবেশিত বানরসৈন্যের অভিমুখে পিশাচ ও ক্ষুদ্র রাক্ষসগণের একটা দল, যাহার মধ্যে পর্বণ, পতন, জম্ভ, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্রকম্প, অকম্প, এবং প্রঘস প্রভৃতি ছিল, তাহারা একসঙ্গে যুগপৎ ধাবিত হইল।১-২

ঐ দুই রাক্ষসগণ অন্তর্ধানবিদ্যার বলে অদৃশ্য হইয়া আক্রমণ করিতেছিল। বিভীষণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের অন্তর্ধানশক্তি নষ্ট করিয়া দিল।৩

হে রাজন্! যেমন তাহারা দৃষ্টিগোচর হইল, অমনই বলবান্ বানরগণ দূর হইতে লাফাইয়া তাহাদের উপর পড়িল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা সকলে নিহত হইল। এইরূপে তাহারা প্রাণ হারাইয়া ভূতলশায়ী হইল।৪

তখন রাবণ ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রাক্ষস পিশাচগণের ভয়ানক সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য লঙ্কা হইতে বাহির হইল।৫

শুক্রাচার্য্যের ন্যায় যুদ্ধশাস্ত্রাভিজ্ঞ রাবণ ঔশনস ব্যূহ রচনা করিয়া বানরগণকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।৬

শ্রীরামচন্দ্রও রাবণকে ঔশনস-ব্যূহে সৈন্য সমাবেশিত করিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি স্বয়ং সেই রাক্ষসের বিরুদ্ধে বার্হস্পত্য-ব্যূহরূপ ব্যূহ নিজ সৈন্যগণের জন্য রচনা করিলেন।৭

রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।৮

বিরূপাক্ষের সহিত সুগ্রীব, নিঋর্বটের সহিত তার, দুর্মুখের সহিত নল এবং পটুশের সহিত পনস যুদ্ধ করিতে লাগিল।৯

যে নিজেকে যাহার সমান বলিয়া মনে করিল, সে তাহার সহিত নিজ নিজ বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।১০

স সম্প্রহারো বভুবে ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনঃ।
লোমহর্ষণো ঘোরঃ পুরা দেবাসুরে যথা ॥১১
রাবণো রামমানর্চ্ছ শক্তিশূলাসিবৃষ্টিভিঃ।
নিশিতৈরাশুগৈস্তীক্ষ্ণৈ রাবণং চাপি রাঘবঃ ॥১২
তথৈবেন্দ্রজিতং যত্তঃ লক্ষ্মণো মর্ম্মভেদিভিঃ।
ইন্দ্রজিচ্চাপি সৌমিত্রিং বিভেদ বহুভিঃ শরৈঃ ॥১৩
বিভীষণঃ প্রহস্তঞ্চ প্রহস্তশ্চ বিভীষণম্।
খগপত্রৈঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভ্যবর্ষৎ গতব্যথঃ ॥১৪

তেষাং বলবতামাসীন্মহাস্ত্রাণাং সমাগমঃ।
বিব্যথুঃ সকলা যেন ত্রয়ো লোকাশ্চরাচরাঃ ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি রামরাবণযুদ্ধে পঞ্চাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৫

পূর্ব্বকালে সংঘটিত দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন ও লোমহর্ষণ ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১১

রাবণ যেমন শ্রীরামকে শক্তি, শূলাদি বর্ষণ করিতে লাগিল, তেমনই শ্রীরামও লৌহময় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রাবণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।১২

লক্ষ্মণ যেমন ইন্দ্রজিৎকে মর্ম্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, ইন্দ্রজিৎও তেমনই বহু শরের দ্বারা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।১৩

বিভীষণ যেমন প্রহস্তকে, প্রহস্তও তেমনই বিভীষণকে পক্ষীর পালকযুক্ত তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা ব্যথাশূন্য হইয়া প্রহার করিতে লাগিল।১৪

বলবান্ সেই বীরগণের নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রসমূহের এমন ঘোর শব্দ সমুত্থিত হইল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন ত্রিলোকের সমস্ত চরাচর প্রাণী ব্যথিত হইয়া উঠিল।১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রামরাবণযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৫

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রহস্ত-ধূম্রাক্ষবধেন দুঃখিতেন রাবণেন কুম্ভকর্ণস্য নিদ্রাভঙ্গঃ, যুদ্ধে প্রেরণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ প্রহস্তঃ সহসা সমভ্যেত্য বিভীষণম্।
গদয়া তাড়য়ামাস বিনদ্য বলকর্কশঃ ॥১

স তয়াভিহতো শ্রীমান্ গদয়া ভীমবেগয়া।
নাকম্পত মহাবাহুর্হিমবানিব সুস্থিরঃ ॥২

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষের বধে দুঃখিত হইয়া রাবণ-কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এবং যুদ্ধে প্রেরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর প্রহস্ত যুদ্ধে নিষ্ঠুর পরাক্রম প্রকাশ করত গর্জ্জন করিতে করিতে বিভীষণকে গদার দ্বারা আঘাত করিল।১

কিন্তু ভয়ঙ্কর বেগশালী সেই গদার আঘাতে আহত হইয়াও শ্রীমান্ বিভীষণ কম্পিত হইল না। সে হিমালয়ের ন্যায় সুস্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।২

ততঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শতঘণ্টাং বিভীষণঃ।
অনুমন্ত্র্য মহাশক্তিং চিক্ষেপাস্য শিরঃ প্রতি ॥৩
পতন্ত্যা স তয়া বেগাদ্ রাক্ষসোঽশনিবেগয়া।
হৃতোত্তমাঙ্গো দদৃশে বাতরুগ্ন ইব দ্রুমঃ ॥৪
তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে প্রহস্তং রণদারুণম্।
অভিদুদ্রাব ধূম্রাক্ষো বেগেন মহতা কপীন্ ॥৫
তস্য মেঘোপমং সৈন্যমাপতদ্ ভীমদর্শনম্।
দৃষ্ট্বৈব সহসা দীর্ণা রণে বানরপুঙ্গবাঃ ॥৬
তত্তান্ সহসা দীর্ণান্ দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবান্।
নির্যযৌ কপিশার্দূলো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৭
তং দৃষ্ট্বাবস্থিতং সংখ্যে হরয়ঃ পবনাত্মজম্।
মহত্যা ত্বরয়া রাজন্ সংন্যবর্তন্ত সর্বশঃ ॥৮

তখন বিভীষণ শতঘণ্টাবিশিষ্ট এক বিশাল শক্তি লইয়া প্রহস্তের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল।৩

বিদ্যুতের ন্যায় বেগবতী সেই মহাশক্তি সবেগে প্রহস্তের উপর পড়িতেই প্রহস্তের মস্তক বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় শরীর হইতে মাটিতে পতিত হইল।৪

প্রহস্তকে নিহত হইতে দেখিয়া ধূম্রাক্ষনামে এক রাক্ষস মহাবেগে বানরগণের দিকে ধাবিত হইল।৫

তাহার মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ভয়ানক সেনা-বাহিনীকে আসিতে দেখিয়া বানরগণ ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল।৬

শ্রেষ্ঠ বানরসৈন্যগণকে ভয়ে সহসা পলাইতে দেখিয়া কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনুমান্ ধূম্রাক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।৭

রাজন্! হনুমান্‌কে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকল বানরই পুনরায় সত্বর ফিরিয়া আসিল।৮

ততঃ শব্দো মহানাসীৎ তুমুলো লোমহর্ষণঃ।
রামরাবণসৈন্যানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥৯
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে ঘোরে রুধিরকর্দমে।
ধূম্রাক্ষঃ কপিসৈন্যং তদ্ দ্রাবয়ামাস পত্রিভিঃ ॥১০
তং স রক্ষোমহামাত্রমাপতন্তং সমুদ্বহিৎ।
প্রতিজগ্রাহ হনুমাংস্তরসা পবনাত্মজঃ ॥১১
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং হরি-রাক্ষসবীরয়োঃ।
জিগীষতোর্যুধাস্যোন্যমিন্দ্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥১২
গদাভিঃ পরিঘৈশ্চৈব রাক্ষসো জঘ্নিবান্ কপিম্।
কপিশ্চ জঘ্নিবান্ রক্ষঃ সর্বতঃ পরিবেষ্টিতৈর্দ্রুমৈঃ ॥১৩
ততস্তমতিকোপেন সাশ্বং সরথসারথিম্।
ধূম্রাক্ষমবধীৎ ক্রুদ্ধো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥১৪

তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের দিকে ধাবিত হইয়া প্রহার করিতে থাকিলে তখন প্রহারজনিত তুমুল রোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।৯

শোণিতের দ্বারা কর্দমাক্ত সেই ঘোর সংগ্রাম চলিতে থাকিলে ধূম্রাক্ষ বাণসমূহের দ্বারা বানর-সৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল।১০

বিশালকায় সেই রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া শত্রুজয়ী হনুমান্ তাহার দিকে সবেগে ধাবিত হইল।১১

তখন ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের যুদ্ধের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই দুই বীর হনুমান্ ও ধূম্রাক্ষের পরস্পর ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল।১২

রাক্ষস গদা ও পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা যেমন হনুমান্‌কে আঘাত করিতে লাগিল, হনুমান্‌ও তেমনই স্কন্ধ ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষসমূহের দ্বারা সেই রাক্ষসকে প্রহার করিতে লাগিল।১৩

তারপর পবননন্দন হনুমান্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

ততস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা ধূম্রাক্ষং রাক্ষসোত্তমম্।
হরয়ো লব্ধবিশ্রম্ভা জঘ্নুস্তে চ সৈনিকান্ ॥১৫
তে বধ্যমানা হরিভির্বলিভির্জিতকালিভিঃ।
রাক্ষসা ভয়সংত্রস্তা লঙ্কামভ্যপতন্ ভয়াৎ ॥১৬
তেঽভিপত্য পুরং তস্যা হতশেষা নিশাচরাঃ।
সর্বং রাজ্ঞে যথাবৃত্তং রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥১৭
শ্রুত্বা তু রাবণস্তেভ্যঃ প্রহস্তং নিহতং যুধি।
ধূম্রাক্ষঞ্চ মহেষ্বাসং সসৈন্যং বানরর্ষভৈঃ ॥১৮
সুদীর্ঘমিব নিঃশ্বস্য সমুৎপত্য বরাসনাৎ।
উবাচ কুম্ভকর্ণস্য কর্মকালোঽয়মাগতঃ ॥১৯
ইত্যেবমুক্ত্বা বিবিধৈর্বাদিত্রৈঃ সুমহাস্বনৈঃ।
শয়ানমতিনিদ্রালুং কুম্ভকর্ণমবোধয়ৎ ॥২০

প্রযোদ্য মহতা চৈনং যত্নেনাগতসাধ্বসঃ।
স্বস্থমাসীনমব্যগ্রং বিনিদ্রং রাক্ষসাধিপঃ ॥২১
ততোঽব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
ধন্যোঽসি যস্য তে নিদ্রা কুম্ভকর্ণেয়মীদৃশী ॥২২
ন ত্বেবং দারুণাকারং ন জানীষে মহাভয়ম্।
এষ তীর্ত্বার্ণবং রামঃ সেতুনা হরিভিঃ সহ ॥২৩
অবমন্যেহ নঃ সর্বান্ করোতি কদনং মহৎ।
যস্যা বলহৃতা ভার্য্যা সীতা নামাস্য জানকী ॥২৪
তাং সেতুং স ইহায়াতো বদ্ধ্বা সেতুং মহার্ণবে।
তেন চৈব প্রহস্তাদির্বহান্ নঃ স্বজনো হতঃ ॥২৫
তস্য নান্যো নিহন্তাস্তি ত্বামৃতে শত্রুকর্শন।
স ত্বংসিতোঽভিনির্যায় স্বয়ন্ত বলিনাং বর ॥২৬

হইয়া অশ্ব, রথ ও সারথিসহ ধূম্রাক্ষকে বধ করিল।১৪

রাক্ষসোত্তম ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া বানরগণের নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস জন্মিল, তখন তাহারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল।১৫

বিজয়ে উল্লসিত বানরগণকর্তৃক বধ্যমান হইয়া রাক্ষসগণ সত্বর পরিত্যাগ করত ভয়ে লঙ্কা-দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল।১৬

রণে ভঙ্গ দিয়া নিশাচরগণ রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট যুদ্ধে পরাজয়ের সকল সংবাদ যথাযথভাবে নিবেদন করিল।১৭

রাবণ তাহাদের মুখে শ্রেষ্ঠ বানরগণের দ্বারা প্রহস্ত ও মহাবলবান ধূম্রাক্ষ সসৈন্যে নিহত হইয়াছে শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত সিংহাসন হইতে উঠিয়া বলিল,—এইবার কুম্ভকর্ণের পরাক্রম প্রকাশের সময় আসিয়াছে।১৮-১৯

এই কথা বলিয়া বিভিন্নপ্রকার উচ্চৈঃস্বরে শব্দকারী বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অতিনিদ্রালু শয়ান কুম্ভকর্ণকে জাগাইল।২০

রাজভয়ে ভীত রাক্ষসরাজ রাবণকর্তৃক জাগরিত কুম্ভকর্ণযখন বিনিদ্র হইয়া রাবণের নিকটে সুস্থভাবে নিরুদ্বেগে বসিয়াছে, তখন রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণকে বলিল,—"হে কুম্ভকর্ণ! তুমিই ধন্য, কেননা, তোমার এইরূপ ভয়ানক নিদ্রা হয়।২১-২২

আমাদের উপর লঙ্কায় যে দারুণ মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জান না। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বানরসৈন্য লইয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়াছে এবং আমাদিগকে অবজ্ঞা করত ভয়ানক মহামারী আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার পত্নী জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়াছি।২৩-২৪

তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করত এখানে আসিয়াছে এবং তাহার সহিত যুদ্ধে প্রহস্তাদি মহাবলী আমাদের স্বজন রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে।২৫

রামাদীন্ সমরে সর্বান্ অরি শক্রনবিস্ময়।
দূষণাবরজৌ চৈব বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ ॥
তৌ ত্বাং বলেন মহতা সহিতাবনুযাস্যতঃ ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসপতিঃ কুম্ভকর্ণং তরস্বিনম্।
সন্দিদেশেতিকর্ত্তব্যং বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ ॥২৮
তথেত্যুক্ত্বা তু তৌ বীরৌ রাবণং দূষণানুজৌ।
কুম্ভকর্ণং পুরস্কৃত্য তূর্ণং নির্যযতুঃ পুরাৎ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি কুম্ভকর্ণনির্গমনে ষড়শীত্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৬

হে শত্রুকর্ষন! তুমি ভিন্ন তাঁহাকে বধ করিতে পারে, এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। বলবান্-গণের মধ্যে বীর! তুমি কবচ পরিধান করিয়া যুদ্ধে গমন করত রামাদি শত্রুকে বধ কর। দূষণের ছোট ভাই বজ্রবেগ ও প্রমাথী বিশাল সৈন্যের সহিত তোমার অনুসরণ করিবে।২৬-২৭

বেগবান্ কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাবণ বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিল।২৮

'যে আজ্ঞা' বলিয়া দূষণের ছোট ভাই দুইজন কুম্ভকর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া (মহতী সেনার সহায্যে) রামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইল।২৯

শ্রীবসুধরি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে কুম্ভকর্ণাদি-নির্গমনবিষয়ক ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৬

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুম্ভকর্ণ-বজ্রবেগ-প্রমাথিনাং বধঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো নির্যায় স্বপুরাৎ কুম্ভকর্ণঃ সহানুগঃ।
অপশ্যৎ কপিসৈন্যং তদ্দ্রুমকাশ্মগ্রতঃ স্থিতম্ ॥১

স বীক্ষমাণস্তৎ সৈন্যং রামদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।
অপশ্যচ্চাপি সৌমিত্রিং ধনুষ্পাণিং ব্যবস্থিতম্ ॥২

তমভ্যত্যাত্ত হরয়ঃ পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ।
অভ্যঘ্নংশ্চ মহাকায়ৈরহভির্জগতীরুহৈঃ ॥৩
করজৈরদহংশ্চান্যে বিহায় তরমুত্তমম্।
বহুধা যুধ্যমানাস্তে বৃক্ষমার্গৈঃ প্রবঙ্গমাঃ ॥৪
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈ রাক্ষসেন্দ্রমতাড়য়ন্।
স তাড্যমানঃ প্রহসন্ ভক্ষয়ামাস বানরান্ ॥৫

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কুম্ভকর্ণ, বজ্রবেগ ও প্রমাথী বধ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর কুম্ভকর্ণ অনুচর-বর্গের সহিত লঙ্কাপুরী হইতে নির্গত হইয়া বিজয়ে উল্লসিত বানরসৈন্যবাহিনীকে সম্মুখেই অবস্থিত দেখিল।১

সে রামচন্দ্রের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সৈন্যগণের দিকে তাকাইতে তাকাইতে অগ্রসর হইয়া ধনুঃহস্তে দণ্ডায়মান সুমিত্রানন্দনকে দেখিতে পাইল।২

তখন বানরগণ নিকটে আসিয়া তাহাকে অতি সত্বর

বলং চণ্ডবলাখ্যঞ্চ বজ্রবাহুঞ্চ বানরম্।
তম্ দৃষ্ট্বা ব্যথনং কর্ম কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ ॥৬
উদক্রোশন্ পরিত্রস্তাস্তারপ্রভৃতয়স্তদা।
তামুচ্চৈঃ ক্রোশতঃ সৈন্যান্ শ্রুত্বা স হরিযূথপান্ ॥৭
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণমপেতভীঃ।
ততো নিপত্য বেগেন কুম্ভকর্ণং মহাবনাঃ ॥৮
শালেন অভিঘান্ মূর্দ্ধি বলেন কুলিকুক্ষিঃ।
স মহাত্মা মহাবেগঃ কুম্ভকর্ণস্য মূর্দ্ধনি ॥৯
বিভেদ শালং সুগ্রীবো ন চৈবাব্যথয়ৎ কপিঃ।
ততো বিনদ্য সহসা শালস্পর্শবিবোধিতঃ ॥১০

চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া বিরাটাকার বৃহৎ বৃক্ষসমূহের দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল।৩

তাহারা কুম্ভকর্ণ হইতে আঘাত সহ্যের পরিত্যাগ করত কেহ কেহ নখাঘাতে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। আবার অন্য বানরগণ নানাবিধ যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করত যুদ্ধ করিতে করিতে বহুপ্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে যুগপৎ আঘাত করিতে লাগিল।

এইরূপে বানরদলকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া কুম্ভকর্ণ ত্রাস করত বল, চণ্ডবল, বজ্রবাহু প্রভৃতি বানরগণকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল।

রাক্ষস কুম্ভকর্ণের এইরূপ দুঃখ ও ভয়োৎপাদক কর্ম্ম দেখিয়া তার প্রভৃতি বানরগণ ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

নিজ সৈন্যগণ ও বানর যূথপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে শুনিয়া সুগ্রীব নির্ভয়ে কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণের নিকটে লাফাইয়া পড়িয়া মহামনা কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব প্রকাণ্ড শালবৃক্ষের দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহাকে প্রহার করিল।

সেই মহাত্মা মহাবেগশালী কপিবর সুগ্রীব

দোর্ভ্যামাদায় সুগ্রীবং কুম্ভকর্ণোঽহরদ্বলাৎ।
হ্রিয়মাণং তু সুগ্রীবং কুম্ভকর্ণেন রক্ষসা ॥১১
অবেক্ষ্যাভ্যদ্রবদ্ বীরঃ সৌমিত্রিস্ত্রিদশনন্দনঃ।
সোঽভিপত্য মহাবেগঃ কুম্ভপুঙ্খং মহাশরম্ ॥১২
প্রাহিণোৎ কুম্ভকর্ণায় লক্ষ্মণঃ পবনোদ্ধতঃ।
স তস্য দেহাবরণং ভিত্ত্বা দেহঞ্চ সায়কঃ ॥১৩
জগাম ধারয়ন্ ভূমিং রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
তথা স ভিন্নহৃদয়ঃ সমুৎসৃজ্য কপীশ্বরম্ ॥১৪
(বেগেন মহতাবিষ্টস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।)
কুম্ভকর্ণো মহেষ্বাসঃ প্রগৃহীতশিলায়ুধঃ।
অভিদুদ্রাব সৌমিত্রিমুদ্যম্য মহতীং শিলাম্ ॥১৫

কুম্ভকর্ণের মস্তকে শালবৃক্ষ আঘাত করিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহাতে কুম্ভকর্ণের কোন বেদনা উৎপাদন করিতে পারিল না।

শালবৃক্ষের স্পর্শে কুম্ভকর্ণ কতকটা সাবধান হইল এবং সহসা গর্জ্জন করত দুই হাতে সুগ্রীবকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিতে লাগিল।

রাক্ষস কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে হরণ করিতেছে দেখিয়া মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন বীর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ধাবিত হইলেন।

শত্রুবীরনাশী লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণের সম্মুখে গিয়া সুবর্ণময় পক্ষ-সুশোভিত মহাবেগশালী এক মহাশর নিক্ষেপ করিলেন।

সেই বাণ কুম্ভকর্ণের কবচ ও শরীরকে ভেদ করিয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় পৃথিবীকেও বিদীর্ণ করত পাতালে প্রবেশ করিল।

সেই বাণাঘাতে কুম্ভকর্ণের হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় শিলাস্ত্রধারী মহাবলবান্ কুম্ভকর্ণ পীড়িত হইয়া তাড়াতাড়ি কপীশ্বরকে ছাড়িয়া দিল এবং 'দাঁড়াও' 'দাঁড়াও' বলিয়া প্রকাণ্ড একটি প্রস্তরখণ্ড লইয়া লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল।৪-১৫

তস্যাভিপততস্তূর্ণং ক্ষুরাভ্যামুদ্ধৃতৌ করৌ।
চিচ্ছেদ নিশিতাগ্রাভ্যাং স বহুর চতুর্ভুজঃ ॥১৬
তানপাস্য ভুজান্ সর্বান্ প্রগৃহীতশিলায়ুধান্।
ক্ষুরৈশ্চিচ্ছেদ লক্ষ্মণং সৌমিত্রিঃ প্রতিদর্শয়ন্ ॥১৭
স বহুবাভিকায়শ্চ বহুপাদশিরোভুজঃ।
তং ব্রহ্মাস্ত্রেণ সৌমিত্রির্দদাহাদ্রিচয়োপমম্ ॥১৮
স পপাত মহাবীর্য্যো দিব্যাস্ত্রাভিহতো রণে।
মহাশনিবিনির্দগ্ধঃ পাদপোঽঙ্কুরবানিব ॥১৯
তং দৃষ্ট্বা বৃত্রসঙ্কাশং কুম্ভকর্ণং তথাবিধম্।
পতন্তং পতিতং ভূমৌ রাক্ষসাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥২০
তথা তান্ দ্রবতো যোধান্ দৃষ্ট্বা তৌ দূষণাসুতৌ,
অবস্থাপ্যাথ সৌমিত্রিং সংক্রুদ্ধাবভ্যধাবতাম্ ॥২১

তাহাকে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণধারাল ক্ষুরাস্ত্রদ্বয়ের দ্বারা কুম্ভকর্ণের ঊর্দ্ধোত্থিত হস্তদুইটি কাটিয়া ফেলিলেন। তাহাতে কুম্ভকর্ণ তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজ হইল।১৬

লক্ষ্মণও তৎক্ষণাৎ অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষিপ্রতা দেখাইয়া ক্ষুরাস্ত্রের দ্বারা তাহার চারিটী হাত কাটিয়া ফেলিলেন। ঐ সকল হাতে শিলা অস্ত্র ধৃত ছিল।১৭

তখন কুম্ভকর্ণ বহুপাদ, বহুমস্তক ও বহুভুজ-বিশিষ্ট বিরাট্ আকার ধারণ করিল। লক্ষ্মণ তখন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করত পক্ষতরাজের ন্যায় বিশালাকার কুম্ভকর্ণকে বিদীর্ণ করিলেন।১৮

তখন মহাপরাক্রমী কুম্ভকর্ণ দিব্যাস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বজ্রাহত শাখাপত্রাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় রণভূমিতে পতিত হইল।১৯

বৃত্রাসুরসদৃশ বেগশালী কুম্ভকর্ণকে প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত দেখিয়া রাক্ষসেরা ভয়ে পলাইতে লাগিল।২০

রাক্ষসগণকে পলায়নপর দেখিয়া দূষণের অসুজ দুই ভাই বজ্রবেগ ও প্রমাথী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

তাবাদ্রবন্তৌ সংক্রুদ্ধৌ বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ।
অভিজগ্রাহ সৌমিত্রির্বিনদ্যোচ্চৈ পতত্রিভিঃ ॥২২
ততঃ সুমুমুলঃ যুদ্ধমতবল্লোমহর্ষণম্।
দূষণাসুজয়োঃ পার্থ লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ ॥২৩
মহতা শরবর্ষেণ রাক্ষসৌ সোঽভ্যবর্ষত।
তৌ চাপি বীরৌ সংক্রুদ্ধাবুভৌ তং সমবর্ষতাম্ ॥২৪
মুহূর্ত্তমেবমভবদ্ বজ্রবেগ-প্রমাথিনোঃ।
সৌমিত্রেশ্চ মহাবাহোঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ ॥২৫
অথাদ্রিশৃঙ্গমাদায় হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
অভিদ্রুত্যাদদে প্রাণান্ বজ্রবেগস্য রক্ষসঃ ॥২৬
নীলশ্চ মহতা গ্রাবা দূষণাবরজং হরিঃ।
প্রমাথিনমভিদ্রুত্য প্রমমাথ মহাবলঃ ॥২৭

রাক্ষসসৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান করত অবস্থিত করাইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল।২১

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বজ্রবেগ ও প্রমাথী এই দুই জনকে বেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সুমিত্রানন্দন উচ্চৈঃস্বরে সিংহধ্বনি করিয়া শরসমূহের দ্বারা তাহাদের গতি রোধ করিলেন।২২

হে পার্থ। তখন দূষণের অসুজ ভ্রাতৃদ্বয় বজ্রবেগ ও প্রমাথীর সহিত পরম বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণের তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।২৩

লক্ষ্মণ যেমন তাহাদের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তেমনই এই দুই বীর রাক্ষসও কুপিত হইয়া শরজালের দ্বারা লক্ষ্মণকে আবৃত করিতে লাগিল।২৪

এইরূপ এক মুহূর্ত্ত কাল ধরিয়া বজ্রবেগ, প্রমাথী ও মহাবাহু লক্ষ্মণের দারুণ বাণপ্রহার চলিতে লাগিল।২৫

ইত্যবসরে পবননন্দন হনুমান্ বিরাট পর্ব্বতশৃঙ্গ আনিয়া অতি দ্রুত ধাবিত হইয়া তাহার আঘাতে রাক্ষস বজ্রবেগের প্রাণ হরণ করিল।২৬

ততঃ প্রাবর্ত্তত পুনঃ সংগ্রামঃ কটুকোদয়ঃ।
রাম-রাবণসৈন্যানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥২৮
শতশো নৈর্ঋতান্ বন্যা জঘ্নুর্বন্যাংশ্চ নৈর্ঋতাঃ।
নৈর্ঋতাস্তত্র বধ্যন্তে প্রায়েণ ন তু বানরাঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি কুম্ভকর্ণাদিবধে সপ্তাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৭

এ দিকে মহাবলবান্ নীল অপর এক বৃহৎ পাথর লইয়া দূষণের অনুজ ভ্রাতা প্রমাথীকে আঘাত করিল এবং তাহার শরীরকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল।২৭

তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণের মধ্যে পুনরায় তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই যুদ্ধের পরিণাম অতিশয় কটু (ভয়ঙ্কর) ছিল।২৮

রাক্ষসগণ যেমন বহু বানরকে বধ করিল, তেমনই বানরগণও বহু রাক্ষসকে বধ করিল। কিন্তু সংখ্যায় বানরের তুলনায় রাক্ষসের বধ অনেক বেশী হইল।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্বে কুম্ভকর্ণাদিবধবিষয়ক সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৭

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রজিতো মায়াময়ং যুদ্ধম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্মূর্চ্ছা চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ শ্রুত্বা হতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং সহানুগম্।
প্রহস্তঞ্চ মহেষ্বাসং ধূম্রাক্ষং চাতিতেজসম্ ॥১

পুত্রমিন্দ্রজিতং বীরং রাবণঃ প্রত্যভাষত।
জহি রামমমিত্রঘ্ন সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্ ॥২

ত্বয়া হি মম সৎপুত্র যশো দীপ্তমুপার্জ্জিতম্।
জিত্বা বজ্রধরং সংখ্যে সহস্রাক্ষং শচীপতিম্ ॥৩
অন্তর্হিতঃ প্রকাশো বা দিব্যৈর্দত্তবরৈঃ শরৈঃ।
জহি শত্রূনমিত্রঘ্ন মম পত্রবৃতাং বর ॥৪
রাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীবাঃ শরস্পর্শং ন তেঽনঘ।
সমর্থাঃ প্রতিসোঢ়ুঞ্চ কুম্ভতুদমুখাদিনঃ ॥৫

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রজিতের মায়াময় যুদ্ধ এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—কুম্ভকর্ণ অনুজদ্বয়ের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছে—ইহা শুনিয়া এবং মহাধনুর্দ্ধর প্রহস্ত ও অত্যন্ততেজস্বী ধূম্রাক্ষের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া রাবণ নিজ বীরপুত্র ইন্দ্রজিতকে বলিলেন—হে শত্রুঘ্ন। তুমি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বধ কর।১-২

হে সৎপুত্র। তুমিই বজ্রধর সহস্রাক্ষ শচীপতি ইন্দ্রকে যুদ্ধে জয় করিয়া ত্রিলোকে আমার প্রদীপ্ত যশ উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছ।৩

হে অমিত্রঘ্ন। হে শস্ত্রধরশ্রেষ্ঠ। তুমি অন্তর্হিত-ভাবে বা প্রকাশ্যে যেমন করিয়াই হউক বর-প্রভাবাজ্জিত দিব্য শরসমূহের দ্বারা আমার শত্রুগণকে বধ কর।৪

হে অনঘ! রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবও তোমার

অকৃত্বা বা প্রহরতেন কুম্ভকর্ণেন চানঘ।
খরস্তাপচিতিঃ সাখ্যে তাং গচ্ছ ত্বং মহাভুজ ॥৬
যদস্ত নিশিতৈর্বাণৈর্হত্বা শক্রন্ সহৈনিকান্।
প্রতিনন্দয় মাং পুত্র পুরা জিষ্ণুর্যথা বলম্ ॥৭
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় সংবৃতঃ।
প্রযযাবিন্দ্রজিদ্ রাজংস্তূর্ণমাযোধনং প্রতি ॥৮
ততো বিজ্ঞাপ্য বিস্পষ্টং নাম রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
আহ্বয়ামাস সমরে লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥৯
তং লক্ষ্মণোঽভ্যাবচ্ছ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
ত্রাসয়ংস্তলঘোষেণ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগান্ যথা ॥১০
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং সুমহচ্ছরবৃষ্টিমোঃ।
দিব্যাস্ত্রবিদ্ভয়োস্তীব্রমন্যোন্যস্পর্ধিনোস্তদা ॥১১

শরাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ নহে, তাঁহাদের অনুগামীরা তো দূরের কথা।৫

নিষ্পাপ মহাবাহো! যুদ্ধে খরের বধের প্রতিশোধ, যাহা প্রহস্ত বা কুম্ভকর্ণ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা তুমি গ্রহণ কর।৬

পূর্বে ইন্দ্রকে জয় করিয়া তুমি যেরূপ আমাকে আনন্দ দিয়াছিলে, তুমি এখন যুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুগণকে বধ করিয়া আমাকে সেইরূপ আনন্দ প্রদান কর।৭

রাজন্! রাবণের এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ 'আচ্ছা তাহাই হউক' বলিয়া কবচ পরিধান করত রথে আরোহণপূর্বক দ্রুত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল।৮

অনন্তর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ নিজের নাম স্পষ্টভাবে শুনাইয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করিল।৯

লক্ষ্মণ ধনু গ্রহণ করিয়া বাণের সহিত জ্যাতলঘোষে রাক্ষসগণকে ত্রাসিত করত ক্ষুদ্র মৃগসমূহের প্রতি সিংহের ন্যায় ধাবিত হইলেন।১০

রাবণিস্তু যদা নৈনং বিশেষয়তি সায়কৈঃ।
ততো গুরুতরং যত্নমাতিষ্ঠদ্ বলিনাং বরঃ ॥১২
তত এনং মহাবেগৈরর্দয়ামাস তোমরৈঃ।
তানাপতাংস্ত চিচ্ছেদ সৌমিত্রির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৩
তে বিকৃত্তাঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ন্যপতন্ ধরণীতলে।
ততঃসঙ্গো বালিসুতঃ শ্রীমানুদ্যম্য পাদপম্ ॥১৪
অভিদ্রুত্য মহাবেগস্তাড়য়ামাস মূর্ধনি।
তস্যেন্দ্রজিদমন্ত্রাস্তঃ প্রাসেনোরসি বীর্যবান্ ॥১৫
প্রহর্তুমৈচ্ছৎ তং চাস্য প্রাসং চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ।
তমভ্যাপতিতং বীরমঙ্গদং রাবণাত্মজঃ ॥১৬
গদয়াতাড়য়ৎ সংখ্যে পার্শ্বে বানরপুঙ্গবম্।
তমচিন্ত্য প্রহারং স বলবান্ বলিনঃ সুতঃ ॥১৭

উভয়েই দিব্যাস্ত্রবেত্তা ছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা পোষণ করিতেন; সুতরাং যুদ্ধে বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া উভয়ের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।১১

যখন রাবণতনয় শরযুদ্ধে লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল না, তখন বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ গুরুতর প্রযত্নে মনোনিবেশ করিল।১২

সে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তোমরসমূহ নিক্ষেপ করত পীড়িত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লক্ষ্মণ আগত তোমরগুলি তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন।১৩

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমরগুলি লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ শরসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িল। সেই সময় মহাবেগশালী বালিপুত্র অঙ্গদ একটি বৃক্ষ উঠাইয়া দ্রুত ধাবিত হইয়া ইন্দ্রজিতের মাথায় মারিল। পরাক্রমী বীর ইন্দ্রজিৎ তাহাতে বিচলিত না হইয়া অঙ্গদকে প্রাস অস্ত্র মারিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু লক্ষ্মণ অর্ধপথে তাহা বারণ করিলেন।

সসর্জেন্দ্রজিতঃ ক্রোধাচ্ছালস্কন্ধং তথাঙ্গদঃ।
সোঽঙ্গদেন রুষোৎসৃষ্টো বধায়েন্দ্রজিতস্তদা ॥১৮
অথানেন্দ্রজিতঃ পার্থ রথং সাশ্বং সসারথিম্।
ততো হতাশ্বাৎ প্রস্কন্দ্য রথাৎ স হতসারথিঃ ॥১৯
তত্রৈবান্তর্দধে রাজন্ মায়য়া রাবণাত্মজঃ।
অন্তর্হিতং বিদিত্বা তং বহুমায়ঞ্চ রাক্ষসম্ ॥২০
রামস্তং দেশমাগম্য তৎ সৈন্যং পর্য্যরক্ষত।
স রামমুদ্দিশ্য শরৈস্ততো দত্তবরৈস্তদা ॥২১
বিব্যাধ সর্বগাত্রেষু লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।
তমদৃশ্যং শরৈঃ শূরৌ মায়য়ান্তর্হিতং তদা ॥২২
যোধয়ামাসতুস্তত্রৌ রাবণিং রাম-লক্ষ্মণৌ।
স রুষা সর্বগাত্রেষু তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ॥২৩

নিকটে আগত বীর বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের বামপার্শ্বে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন গদার দ্বারা আঘাত করিল।

ইন্দ্রজিতের গদাঘাতকে গ্রাহ্য না করিয়াই বলবান্ বালিতনয় ক্রোধে তাহার উপর শালবৃক্ষের দ্বারা আঘাত করিল।

যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রজিতের বধের জন্য ক্রোধভরে নিক্ষিপ্ত ঐ শালবৃক্ষ ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথিসহ রথকে ধ্বংস করিল।

রাজন্! হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ তখন লাফ দিয়া আকাশে উঠিয়া মায়ার আশ্রয়ে অন্তর্হিত হইল।

ইন্দ্রজিৎকে অন্তর্হিত দেখিয়া এবং সে অনেক মায়া জানে ইহা জানিয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র তথায় আসিয়া বানর-সৈন্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র জৎ তখন অন্তর্হিতভাবে শ্রীরাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে তীক্ষ্ণ বরলব্ধ শরসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অসৃজৎ সায়কান্ ভূয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তমদৃশ্যং বিচিন্বন্তঃ সূজন্তমনিশং শরান্ ॥২৪
হরয়ো নিপিতুর্ব্যোম্ন প্রগৃহ্য মহতীঃ শিলাঃ।
তাংশ্চ তৌ চাপ্যদৃশ্যঃ স শরৈর্বিব্যাধ রাক্ষসঃ ॥২৫
স তূর্ণং তাড়য়ামাস রাঘবির্মায়য়াবৃতঃ।
তৌ শরৈরাচিতৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
পেততুর্গগনাদ্ ভূমিং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি ইন্দ্রজিদ্‌যুদ্ধে অষ্টাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ২৮৮

মায়ার দ্বারা অন্তর্হিত হওয়ায় অদৃশ্যভাবে স্থিত রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের সহিত বীরবর রাম ও লক্ষ্মণ (আন্দাজে) যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রজিৎও পুনঃ পুনঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণের সর্বাঙ্গে শত শত সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিল।

নিরন্তর শরবর্ষণকারী অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বানরগণ আকাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর লইয়া ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু সেই রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় অদৃশ্যভাবে বানরগণকে ও ভ্রাতৃদ্বয় রাম লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদিগকে ভীষণভাবে পীড়িত করিতে লাগিল।১৪-২৫

সমস্ত শরীরে বাণবিদ্ধ হইয়া দুই বীর ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত সূর্য্য ও চন্দ্র ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্বে ইন্দ্রজিদ্‌যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৮

একোননবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সচেতন-রাম-লক্ষ্মণয়োঃ কুবেরপ্রেরিতাভিমন্ত্রিতজলেন বানরৈঃ সহ স্ব-স্ব-নেত্রপ্রক্ষালনম্, লক্ষ্মণস্যেন্দ্রজিদ্‌বধঃ, সীতাং হন্তুমুদ্যতস্য রাবণস্যাবিঘ্নেন নিবারণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তাবুভৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
বব্ধ রাঘবির্ভূয়ঃ শরৈর্ভস্বরৈস্তদা ॥১

তৌ বীরৌ শরবন্ধেন বদ্ধাবিন্দ্রজিতা রণে।
রেজতুঃ পুরুষব্যাঘ্রৌ শকুন্তাবিব পঞ্জরে ॥২

তৌ দৃষ্ট্বা পতিতৌ ভূমৌ শতশঃ সায়কৈশ্চিতৌ।
সুগ্রীবঃ কপিভিঃ সার্ধং পরিবার্য্য ততঃ স্থিতঃ ॥৩

সুষেণমৈন্দদ্বিবিদৈঃ কুমুদেনাঙ্গদেন চ।
হনুমন্নীলতারৈশ্চ নলেন চ কপীশ্বরঃ ॥৪

ততস্তং দেশমাগম্য কৃতকর্ম্মা বিভীষণঃ।
বোধয়ামাস তৌ বীরৌ প্রজ্ঞাস্ত্রেণ প্রবোধিতৌ ॥৫

বিশল্যো চাপি সুগ্রীবঃ ক্ষণেনৈতৌ চকার হ।
বিশল্যয়া মহৌষধ্যা দিব্যমন্ত্রপ্রযুক্তয়া ॥৬

তৌ লক্ষ্মণাগ্র্যৌ নৃবরৌ বিশল্যাবুত্থিতৌ তদা।
গতব্যথৌ চ সংবৃত্তৌ ক্ষণেনৈতৌ মহারথৌ ॥৭

ততো বিভীষণঃ পার্থ রামমিক্ষ্বাকুনন্দনম্।
উবাচ বিব্রণং দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিরিদং বচঃ ॥৮

ইদমম্ভো গৃহীত্বা তু রাজরাজস্য শাসনাৎ।
গুহ্যকোঽভ্যাগতঃ শ্বেতাৎ ত্বৎসকাশমরিন্দম ॥৯

ইদমম্ভো যক্ষরাজঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তর্হিতানাং ভূতানাং দর্শনার্থং পরন্তপ ॥১০

একোননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সচেতন হইয়া রাম লক্ষ্মণ কর্তৃক কুবেরপ্রেরিত অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা বানরগণের সহিত নিজেদের নেত্রপ্রক্ষালন, লক্ষ্মণকর্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ এবং সীতাকে বধ করিতে উদ্যত রাবণকে অবিঘ্নে নিবারণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাম ও লক্ষ্মণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাবণি (ইন্দ্রজিৎ) পুনরায় বরলব্ধ শরসমূহের দ্বারা তাঁহাদিগকে বন্ধন করিল।১

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক শরবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সেই দুই বীর পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।২

তাঁহাদিগকে ঐভাবে শরবিদ্ধ ও ভূমিতে পতিত দেখিয়া সুগ্রীব বানরগণের সহিত দুইজনকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।৩

সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনুমান্, নীল, তার ও নল ইহারা সকলে মিলিয়া উভয়কে রক্ষা করিতে লাগিল।৪

এমন সময় কৃতকর্ম্মা বিভীষণ সেখানে আসিল এবং প্রজ্ঞাস্ত্রের দ্বারা দুই বীরের জ্ঞান ফিরাইয়া আনিল।৫

সুগ্রীবও ক্ষণকালের মধ্যে বিশল্যা মহৌষধিকে মন্ত্রপূত করিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণের সমস্ত ক্ষত স্থানে প্রদান করত ক্ষতশূন্য করিল।৬

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর মহারথ সংজ্ঞা লাভ করত আলস্য ও শ্রান্তিরহিত হইয়া অক্ষত শরীরে উঠিয়া বসিলেন।৭

যুধিষ্ঠির। তখন বিভীষণ ইক্ষ্বাকুনন্দন শ্রীরামকে সুস্থ দেখিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—৮

হে অরিন্দম। রাজরাজ কুবেরের আদেশে শ্বেত-পর্ব্বত হইতে এই জল লইয়া এক গুহ্যক আপনার নিকট আসিয়াছে।৯

অনেন মুক্তনয়নো ভূতান্যন্তর্হিতান্যুত।
ভবান্ দ্রক্ষ্যতি যস্মৈ চ প্রদাস্যতি নরঃ ন তু ॥১১
ওমিতি রামস্তদ্ বারি প্রতিগৃহ্যাভিসংস্কৃতম্।
চকার নেত্রয়োঃ শৌচং লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ ॥১২
সুগ্রীবজাম্ববন্তৌ চ হনুমানঙ্গদস্তথা।
মৈন্দদ্বিবিদনীলাশ্চ প্রায়ঃ প্লবগসত্তমাঃ ॥১৩
তথা লক্ষ্মণবচ্চাপি বভূবাচ বিভীষণঃ।
ক্ষণেনাতীন্দ্রিয়াগ্র্যাণাং চক্ষুঃস্থানম্ যুধিষ্ঠির ॥১৪
ইন্দ্রজিৎ কৃতকর্মা চ পিত্রে কর্ম তদাত্মনঃ।
নিবেদ্য পুনরাগচ্ছৎ ত্বরয়াভিশিরঃ প্রতি ॥১৫
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং পুনরেব যুযুৎসয়া।
অভিদুদ্রাব সৌমিত্রির্বিভীষণ মতে স্থিতঃ ॥১৬

অকৃতাহ্নিকমেবৈনং জিঘাংসুজিতকাশিনম্।
শরৈর্জঘান সংক্রুদ্ধঃ কৃতসংজ্ঞোঽথ লক্ষ্মণঃ ॥১৭

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তদান্যোন্যং জিগীষতোঃ।
অতীব চিত্রমাশ্চর্য্যং শক্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥১৮

অবিধ্যদিন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণৈঃ সৌমিত্রিং মর্মভেদিভিঃ।
সৌমিত্রিশ্চানলস্পর্শৈরবিধ্যদ্ রাবণিং শরৈঃ ॥১৯

সৌমিত্রিশরসংস্পর্শাদ্ রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অসৃজল্লক্ষ্মণায়াষ্টৌ শরানাশীবিষোপমান্ ॥২০

তস্যাসূন্ পাবকস্পর্শৈঃ সৌমিত্রিঃ পতৎত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
যথা নিরহরদ্ বীরস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥২১

যে পরন্তপ! মহারাজ বুবের অন্তর্হিত প্রাণিগণকে দেখিতে পাওয়ার জন্যই এই জল আপনাকে দিয়াছেন।১০

আপনি এই জলে চোখ ধুইয়া ফেলিলে অন্তর্হিত প্রাণিগণকে দেখিতে পাইবেন এবং যাহাকে আপনি দিবেন, সেই ব্যক্তিও উহা চোখে দিলে দেখিতে পাইবে।১১

শ্রীরাম 'বেশ, ভাল কথা' এই বলিয়া সেই অভিমন্ত্রিত জল লইয়া উহাতে চোখ ধুইয়া ফেলিলেন এবং মহাযশা লক্ষ্মণও তাহাই করিলেন।১২

অনন্তর সুগ্রীব, জাম্ববান্, হনুমান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল প্রভৃতি প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বানরগণই ঐ জলে চোখ ধুইয়া ফেলিল।১৩

বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। হে যুধিষ্ঠির! তাঁহারা সকলেই ক্ষণকালের মধ্যে অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন।১৪

ইন্দ্রজিৎ কৃতকৃত্য হইয়া পিতাকে যুদ্ধস্থলে নিজের বীরোচিত সমস্ত সংবাদ বলিল এবং তাড়াতাড়ি পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিল।১৫

তাহাকে পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ বিভীষণের পরামর্শানুসারে তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন।১৬

ইন্দ্রজিৎ নিত্যকর্ম সম্পাদন করিবার পূর্বেই তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণ বিজয়োন্মত্ত ইন্দ্রজিৎকে শরসমূহের দ্বারা আঘাত করিলেন।১৭

তখন পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ-এর মধ্যে ইন্দ্রের সহিত প্রহ্লাদের ন্যায় বিচিত্র আশ্চর্য্যজনক যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৮

ইন্দ্রজিৎ যেমন মর্মভেদী তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা লক্ষ্মণকে বিঁধিতে লাগিল, শ্রীলক্ষ্মণও অনলসদৃশ বাণসমূহের দ্বারা রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎকে বিঁধিতে লাগিলেন।১৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের শরাঘাতে পীড়িত হইয়া ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে লক্ষ্মণকে আটটি সর্পসদৃশ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।২০

একেনাস্য ধনুর্মুষ্টিং বাহুং দেহাদপাতয়ৎ।
দ্বিতীয়েন সনারাচং ভুজং ভূমৌ ন্যপাতয়ৎ ॥২২

তৃতীয়েন তু বাণেন পৃথুধারেণ ভাস্বতা।
জহার সুনসং চাপি শিরো ভ্রাজিষ্ণুকুণ্ডলম্ ॥২৩

বিনিকৃত্তভুজস্কন্ধং কবন্ধং ভীমদর্শনম্।
তং হত্বা সূতমপ্যস্যৈর্জঘান বলিনাং বরঃ ॥২৪

লঙ্কাং প্রবেশয়ামাসুস্তং রথং বাজিনস্তদা।
দদর্শ রাবণস্তত্র রথং পুত্রবিনাকৃতম্ ॥২৫

স পুত্রনিহতং জ্ঞাত্বা ত্রাসাৎ সম্ভ্রান্তমানসঃ।
রাবণঃ শোকমোহার্তো বৈদেহীং হন্তুমুদ্যতঃ ॥২৬

অশোকবনিকাস্থাং তাং রামদর্শনলালসাম্।
খড়্গমাদায় দুষ্টাত্মা জবেনাভিপপাত হ ॥২৭

তং দৃষ্ট্বা তস্য দুর্বুদ্ধেরবিন্ধ্যঃ পাপনিশ্চয়ম্।
শময়ামাস সংক্রুদ্ধং শ্রূয়তাং যেন হেতুনা ॥২৮

মহারাজ্যে স্থিতো দীপ্তে ন স্ত্রিয়ং হন্তুমর্হসি।
হতৈতয়ৈবা ধনা স্ত্রী চ বন্ধনস্থা চ তে বশে ॥২৯

ন চৈষা দেহভেদেন হতা স্যাদিতি মে মতিঃ।
অহি ভর্তারমেবাস্যা হতে তস্মিন্ হতা ভবেৎ ॥৩০

ন হি তে বিক্রমে তুল্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ।
অনকৃদ্ধি রণে সেন্দ্রান্ত্রাসিতাস্ত্রিদশা যুধি ॥৩১

তখন বীর সুমিত্রানন্দন অগ্নিতুল্যস্পর্শবিশিষ্ট তিনটী বাণের দ্বারা যেভাবে ইন্দ্রজিতের প্রাণ হরণ করিলেন; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।২১

তিনি একবাণে যে হাতে ইন্দ্রজিৎ ধনু ধারণ করিয়াছিল, সেই হাতটিকে কাটিয়া দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া দিলেন এবং নারাচগ্রহণকারী হাতটিকে কাটিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন।২২

তারপর তৃতীয় তীক্ষ্ণধার ও দীপ্তিশালী বাণে সকুণ্ডল ইন্দ্রজিতের সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও শোভাশালী কুণ্ডলভূষিত মস্তকটি পাতিত করিলেন।২৩

ভুজ ও স্কন্ধ বিহিন হইয়া যাওয়ায় ইন্দ্রজিৎকে কবন্ধের ন্যায় ভয়ানক দেখাইতেছিল। বলশালিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিয়া তাহার সারথিকে অস্ত্রের দ্বারা বধ করিলেন।২৪

তখন সারথিহীন সেই রথকে অশ্বগণ লঙ্কায় লইয়া গেল। রাবণ পুত্রহীন সেই রথকে দেখিতে পাইল।২৫

সে পুত্রকে নিহত জানিয়া ভয়ে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িল। তৎপরে শোকে ও মোহে আর্ত হইয়া বৈদেহীকে বধ করিতে উদ্যত হইল।২৬

অশোকবনে স্থিতা রামদর্শনলালসা সীতাকে কাটিবার জন্য দুষ্টাত্মা রাবণ খড়্গ লইয়া বেগে ধাবিত হইল।২৭

দুষ্টাত্মা রাবণের এই পাপনিশ্চয়ের কথা জানিয়া অবিন্ধ্য রাক্ষস যেরূপ হেতু প্রদর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণকে শান্ত করিল, তাহা শ্রবণ কর।২৮

লঙ্কার সমুজ্জ্বল সম্রাট্‌পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তুমি স্ত্রীবধ করিতে পার না, যে স্ত্রী হইয়া তোমার বশের মধ্যে রহিয়াছে এবং তোমার গৃহে বন্দিনী হইয়া রহিয়াছে, সে তো মরিয়াই আছে।২৯

ইহার শরীরকে নাশ করিলেই যে ইহার বিনাশ হইবে, ইহা আমি মনে করি না। ইহার স্বামীকে বধ কর, তাহার বিনাশ হইলেই ইহার বিনাশ হইবে।৩০

সাক্ষাৎ ইন্দ্রও বিক্রমে তোমার সমান নহে, তুমি যুদ্ধে কতবার ইন্দ্রের সহিত দেবগণের ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছ।৩১

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরবিন্ধ্যো রাবণং তদা।
ক্রূরং সংশময়ামাস জগৃহে চ স তত্বচঃ ॥৩২
নির্যাণে স মতিং কৃত্বা নিধায়াগ্নিং কৃপাচরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা রথো মে কল্প্যতামিতি ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি ইন্দ্রজিদ্‌বধে একোননবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৯

এইরূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা অবিন্ধ্য রাবণকে বুঝাইয়া তাহার ক্রোধকে প্রশমিত করিল, রাবণও তাহার কথা গ্রহণ করিল।৩২

তখন রাজা দশানন যুদ্ধে যাইবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া খড়্গ রাখিয়া ভৃত্যগণকে আদেশ করিল—"আমার রথ সাজাও"।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে ইন্দ্রজিদ্-বধবিষয়ক একোননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৯

নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রামরাবণয়োর্যুদ্ধম্, রাবণবধশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে।
নির্যযৌ রথমাস্থায় হেমরত্নবিভূষিতম্ ॥১
স বৃতো রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বিবিধায়ুধপাণিভিঃ।
অভিদুদ্রাব রামঃ স ঘোষয়ন্ হরিযূথপান্ ॥২
তমাদ্রবন্তং সংক্রুদ্ধং মৈন্দনীলনলাঙ্গদাঃ।
হনূমান্ জাম্ববাংশ্চৈব সসৈন্যাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৩
তে দশগ্রীবসৈন্যং তদ্‌ভল্লুকবানরপুঙ্গবাঃ।
ক্রমৈর্বিধ্বংসয়াংচক্রুর্দশগ্রীবস্য পশ্যতঃ ॥৪
ততঃ স সৈন্যমালোক্য হন্যমানমরাতিভিঃ।
মায়াবী চাসৃজন্মায়াং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৫
তস্য দেহবিনিক্রান্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
রাক্ষসাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত শরশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ ॥৬

নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাম ও রাবণের যুদ্ধ এবং রাবণ বধ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর নিজ প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিপতিত হইলে দশানন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন সে হেমরত্নবিভূষিত রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ঘোরদর্শন বিবিধ অস্ত্রধারী রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইল এবং বানরযূথপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল।১-২

ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে যুদ্ধে আসিতে দেখিয়া মৈন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্ প্রভৃতি বানর-নায়কগণ সসৈন্যে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।৩

সেই ভল্ল ও বানরশ্রেষ্ঠগণ দশাননের সম্মুখেই তাহার সৈন্যগণকে বৃক্ষসমূহের আঘাতে ধ্বংস করিতে লাগিল।৪

বানরগণের দ্বারা নিজ সৈন্যগণের বিনাশ হইতেছে দেখিয়া মায়াবী রাক্ষসরাজ রাবণ মায়া সৃষ্টি করিল।৫

তান্ রামো অস্ত্রিধান্ সর্বান্ দিব্যেনাস্ত্রেণ রাক্ষসান্।
অথ ভূয়োঽপি মায়াং স ব্যসৃজদ্ রাক্ষসাধিপঃ ॥৭

কৃত্বা রামস্য রূপাণি লক্ষ্মণস্য চ ভারত।
অভিদুদ্রাব রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ দশাননঃ ॥৮

তত্তে রামমার্চ্ছন্তো লক্ষ্মণঞ্চ ক্ষপাচরাঃ।
অভিপেতুস্তদা রামং প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥৯

তাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য মায়ামিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
উবাচ রামং সৌমিত্রিরসম্ভ্রান্তো বৃহদ্বচঃ ॥১০

অহীমান্ রাক্ষসান্ পাপানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্।
জহি রামস্তাংশ্চান্যানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্ ॥১১

ততো হর্য্যশ্বযুক্তেন রথেনাদিত্যবর্চসা।
উপতস্থে রথে রামং মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥১২

মাতলিরুবাচ।

অয়ং হর্য্যশ্বযুগ্ জৈত্রো মঘোনঃ স্যন্দনোত্তমঃ।
অনেন শক্রঃ কাকুৎস্থ সমরে দৈত্যদানবান্ ॥১৩

শতশঃ পুরুষব্যাঘ্র বধোদ্যারেণ জঘ্নিবান্।
অনেন নরব্যাঘ্র ময়া যন্তেন সংযুগে ॥১৪

স্যন্দনেন জহি ক্ষিপ্রং রাবণং মা চিরং কৃথাঃ।
ইত্যুক্তো রাঘবস্তথ্যং বচোঽশঙ্কত মাতলেঃ ॥১৫

মায়ৈষা রাক্ষসস্যেতি তমুবাচ বিভীষণঃ।
নেয়ং মায়া নরব্যাঘ্র রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১৬

তদাতিষ্ঠ রথং শীঘ্রমিমমৈন্দ্রং মহাদ্যুতে।
ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থস্তথেত্যুক্ত্বা বিভীষণম্ ॥১৭

রথেনাভিপপাতাথ দশগ্রীবং রুষান্বিতঃ।
হাহাকৃতানি ভূতানি রাবণে সমভিদ্রুতে ॥১৮

তাহার শরীর হইতে শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষস শর, শক্তি, ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্র হাতে লইয়া বিনির্গত হইতেছে দেখা গেল।৬

শ্রীরামচন্দ্র তখন দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করিয়া সেই সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি রাবণ পুনরায় মায়া সৃষ্টি করিল।৭

হে ভারত! দশানন রাম ও লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল।৮

সেই সকল রামরূপধারী রাক্ষসগণ শরাসন গ্রহণ করত রাম ও লক্ষ্মণকে পীড়িত করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল।৯

ইক্ষ্বাকুকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ইহা লক্ষ্য করত বিহ্বল না হইয়া শ্রীরামকে এই মহত্বপূর্ণ বাক্য বলিলেন—।১০

এই আপনার রূপধারণকারী পাপী রাক্ষসগণকে আপনি এখনই বধ করুন। তখন শ্রীরামও তৎক্ষণাৎ ঐ নিজের প্রতিরূপধারী রাক্ষসগুলিকে ও অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন।১১

অনন্তর হরিদ্বর্ণের অশ্বযুক্ত সূর্য্যতুল্য ভাস্বরবান রথ লইয়া ইন্দ্রের সারথি মাতলি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১২

মাতলি বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম শ্রীরাম! এই হরিদ্বর্ণের অশ্বযুক্ত বিজয়শীল উত্তম রথ, ইহা দেবরাজ ইন্দ্রের রথ, এই বিশাল রথে চড়িয়া ইন্দ্র শত শত দৈত্যদানবকে সংহার করিয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনিও আমার চালিত এই রথে চড়িয়া রাবণকে শীঘ্র বধ করুন, বিলম্ব করিবেন না।

মাতলির কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আশঙ্কা হইল 'ইহা রাক্ষসী মায়া নহে তো'?

তখন বিভীষণ তাঁহাকে বলিলেন—হে নরশ্রেষ্ঠ! এ দুরাত্মা রাবণের মায়া নয়।১৩-১৬

হে মহাতেজস্বিন্! আপনি শীঘ্র ইন্দ্রের এই রথে উঠিয়া বসুন। বিভীষণের কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র 'তাহাই হউক' বলিয়া হৃষ্টাঃকরণে সেই রথে উঠিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রথের দ্বারা রাবণের দিকে

সিংহনাদাঃ সপটহা দিবি দিব্যাস্তথানদন্।
দশকন্ধর-রাজর্ষ্যোস্তথা যুদ্ধমভূন্মহৎ ॥১৯

অলক্ষোপময়স্তত্র তয়োরেব তথাভবৎ।
স রামায় মহাঘোরং বিসসর্জ্জ নিশাচরঃ ॥২০

শূলমিন্দ্রাশনিপ্রখ্যং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্।
তচ্ছূলং সপ্তধা রামশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২১

তদ্ দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম্ম রাবণং ভয়মাবিশৎ।
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সসর্জ্জাশু দশগ্রীবঃ শিতাঞ্ছরান্ ॥২২

সহস্রাণ্যযুতশো রামে শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
ততো ভুশুণ্ডীঃ শূলানি মুসলানি পরশ্বধান্ ॥২৩

শক্তীশ্চ বিবিধাকারাঃ শতঘ্নীশ্চ শিতান্ ক্ষুরান্।
তাং মায়াং বিকৃতাং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ ॥২৪

তস্মাৎ প্রদুদ্রুবুঃ সর্ব্বে বানরাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
ততঃ সুপত্রং সুমুখং হেমপুঙ্খং শরোত্তমম্ ॥২৫

তূণাদাদায় কাকুৎস্থো ব্রহ্মাস্ত্রেণ যুযোজ হ।
তং বাণবর্য্যং রামেণ ব্রহ্মাস্ত্রেণাভিমন্ত্রিতম্ ॥২৬

জজ্ঞুর্দেবগন্ধর্বা দৃষ্ট্বা শক্রপুরোগমাঃ।
অস্ত্রাবশেষমায়ুশ্চ ততোঽমন্যন্ত রক্ষসঃ ॥২৭

ব্রহ্মাস্ত্রোদীরণাচ্ছব্দো দেবদানবকিন্নরাঃ।
ততঃ সসর্জ্জ তং রামঃ শরমপ্রতিমৌজসম্ ॥২৮

রাবণান্তকরং ঘোরং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্।
মুক্তমাত্রেণ রামেণ দূরাকৃষ্টেন ভারত ॥২৯

স তেন রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সরথঃ সাশ্বসারথিঃ।
প্রজজ্বাল মহাজ্বালেনাগ্নিনাভিপরিপ্লুতঃ ॥৩০

বাধিত হইলেন। শ্রীরামকে রাবণের দিকে বাধিত হইতে দেখিয়া সকল প্রাণী হাহাকার করিয়া উঠিল।১৭-১৮

দেবগণ সিংহনাদ করত দিব্য পটহাদি বাদ্যসমূহ বাজাইতে লাগিলেন। তখন দশানন ও শ্রীরামের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৯

উভয়ের যুদ্ধের অন্য কোন উপমা না থাকায় তাঁহারাই উহার উপমা হইলেন। নিশাচর রাবণ রামচন্দ্রের প্রতি ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ ও উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর শূল নিক্ষেপ করিল, কিন্তু শ্রীরাম তখন নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ঐ শূল সত্বর অর্দ্ধপথেই খণ্ডন করিলেন।২০-২১

শ্রীরামের এই দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া রাবণের ভয় হইল এবং দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া অতি দ্রুত সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।২২

সহস্র সহস্র অযুত অযুত ভুশুণ্ডী শূল, মুসল নানাপ্রকার শক্তি, পরশু এবং শতঘ্নী প্রভৃতি বিবিধ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

রাক্ষস রাবণের ঐ বিকৃতা মায়া দেখিয়া ভয়ে বানরগণ চারিদিকে পলাইতে লাগিল।

তখন শ্রীরাম সুন্দর পক্ষযুক্ত, উত্তম অগ্রভাগ-বিশিষ্ট ও স্বর্ণময়পঙ্খশোভিত একটী উত্তম শর তূণ হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত ধনুতে যুক্ত করিলেন। সেই শ্রেষ্ঠবাণ ধনুকে যোজনা করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ আনন্দিত হইয়া মনে করিলেন, রাবণের আয়ু আর অল্পক্ষণই আছে; দেব, দানব ও কিন্নরগণ সকলেই বুঝিতে পারিল যে, শ্রীরাম কর্ত্তৃক শত্রুর প্রতি এবার ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ হইল।

রামচন্দ্র তখন উত্তোলিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর অতুলনীয় তেজসম্পন্ন রাবণান্তকর সেই শর রাবণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

হে ভারত! শ্রীরাম কর্ত্তৃক দূর পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া সেই অস্ত্র ছাড়িবামাত্রই অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজ্বলিত অগ্নির লেলিহান শিখায়

ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশাঃ সহগন্ধর্বচারণাঃ।
নিহতং রাবণং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥৩১
তত্যজুস্তং মহাভাগং পক্ষ ভূতানি রাবণম্।
ভ্রংশিতঃ সর্বলোকেভ্যঃ স হি ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা ॥৩২

শরীরধাতবো হ্যস্য মাংসং রুধিরমেব চ।
নেতরৈর্শাস্ত্রনির্দগ্ধা ন চ ভস্মাপ্যদৃশ্যত ॥৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি
রাবণবধে নবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯০

দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জ্বলিতে লাগিল। ২৯-৩০

অনায়াসে মহৎকর্মকারী শ্রীরাম কর্তৃক রাবণকে নিহত দেখিয়া দেবতাবৃন্দ গন্ধর্ব, যক্ষ ও চারণগণের সহিত পরম তুষ্ট হইলেন।৩১

তখন পঞ্চ মহাভূত মহাভাগ্যবান্ রাবণকে ত্যাগ করিল। রাবণ ব্রহ্মাস্ত্রতেজে দগ্ধ হইয়া সর্বলোক-ভ্রষ্ট হইয়াছিল।৩২

ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে রাবণের শরীরের মাংস, শোণিতাদি সকল ধাতুই এমনই দগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার শরীরের ভস্মও দেখা গেল না।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্বে রাবণবধবিষয়ক নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯০

একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সীতাং প্রতি শ্রীরামস্য সন্দেহঃ, দেবৈঃ সীতায়াঃ শুদ্ধেঃ সমর্থনম্, লঙ্কাতঃ সৈন্য-শ্রীরামস্য প্রস্থানম্, কিষ্কিন্ধায়াং অযোধ্যামাগম্য ভরতেন সহ মিলনম্, রাজ্যে শ্রীরামস্যাভিষেকশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স হত্বা রাবণং ক্রূরং রাক্ষসেন্দ্রং সুরদ্বিষম্।
বভূব হৃষ্টঃ সমুহৃদ্ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥১
ততো হতে দশগ্রীবে দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ।
আশীর্ভির্জয়যুক্তাভিরানর্চুঃ মহাভুজম্ ॥২

রাজং কমলপত্রাক্ষং তুষ্টুবুঃ সর্বদেবতাঃ।
গন্ধর্বাঃ পুষ্পবর্ষৈশ্চ বাগ্‌ভিশ্চ ত্রিদশালয়াঃ ॥৩

পূজয়িত্বা যথা রামং প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্।
স্বমহোৎসবসঙ্কাশযাসীনাকাশমচ্যুত ॥৪

একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সীতার প্রতি শ্রীরামের সন্দেহ, দেবগণ কর্তৃক সীতার শুদ্ধির সমর্থন, লঙ্কা হইতে সবাহিনীর শ্রীরামের প্রস্থান, কিষ্কিন্ধা হইতে অযোধ্যায় আগমন করত ভরতের সহিত মিলন এবং রাজ্যে শ্রীরামের অভিষেক।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—নীচাশয় দেবদ্বেষী রাক্ষস-রাজ রাবণকে বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সুহৃদ্‌গণসহ পরম প্রীত হইলেন।১

দশানন নিহত হইলে দেবগণ ও ঋষিগণ জয়যুক্ত আশীর্বচনের দ্বারা মহাবাহু শ্রীরামকে সম্বর্ধনা করিলেন।২

স্বর্গবাসী দেবতা ও গন্ধর্বগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে উত্তম বাণী দ্বারা কমলনয়ন শ্রীরামের স্তব করিলেন।৩

শ্রীরামকে পূজা করিয়া তাঁহারা সকলে যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে গমন করিলেন। স্ব-মহিমা হইতে অবিচ্যুত যুধিষ্ঠির! তাঁহাতে গগন যেন

ততো হত্বা দশগ্রীবং লঙ্কাং রামো মহাযশাঃ।
বিভীষণায় প্রদদৌ প্রভুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥৫

ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য বিভীষণপুরস্কৃতাম্।
অবিন্ধ্যো নাম সুপ্রজ্ঞো বৃদ্ধামাত্যো বিনির্যযৌ ॥৬

উবাচ চ মহাত্মানং কাকুৎস্থং দৈন্যমান্বিতঃ।
প্রতীচ্ছ দেবীং সদ্বৃত্তাং মহাত্মন্ জানকীমিতি ॥৭

এবঙ্কৃত্বা বচস্তস্মাদবতীর্য্য রথোত্তমাৎ।
বাষ্পেণাপিহিতাং সীতাং দদর্শেক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥৮

তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্ব্বাঙ্গীং যানস্থাং শোককর্শিতাম্।
মলোপচিতসর্ব্বাঙ্গীং জটিলাং কৃষ্ণবাসসম্ ॥৯

উবাচ রামো বৈদেহীং পরামর্শবিশঙ্কিতঃ।
গচ্ছ বৈদেহি মুক্তা ত্বং যৎ কার্য্যং তন্ময়া কৃতম্ ॥১০

মাসাদাত্ত পতিং ভদ্রে ন ত্বং রাক্ষসবেশ্মনি।
জহ্যাং ত্রজেথা ইতি মে নিহতোঽসৌ নিশাচরঃ ॥১১

কথং হ্যন্যদ্বিধো জাতু জানন্ ধর্ম্মবিনিশ্চয়ম্।
পরহস্তগতাং নারীং মুহূর্ত্তমপি ধারয়েৎ ॥১২

সুবৃত্তামসুবৃত্তাং বাপ্যহং ত্বামদ্য মৈথিলি।
নোৎসহে পরিভোগায় রাবণাঙ্কং হবির্যথা ॥১৩

ততঃ সা সহসা বালা তচ্ছ্রুত্বা দারুণং বচঃ।
পপাত দেবী ব্যথিতা নিকৃত্তা কদলী যথা ॥১৪

যোঽপ্যস্যা হর্ষসম্ভূতো মুখরাগস্তদাভবৎ।
ক্ষণেন স পুনর্নষ্টো নিঃশ্বাস ইব দর্পণে ॥১৫

মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।৪

শত্রুনগরবিজয়ী মহাযশস্বী প্রভু শ্রীরাম দশাননকে বধ করিয়া লঙ্কাকে জয় করত বিভীষণকে প্রধান করিলেন।৫

তারপর বিভীষণকে সম্মুখে রাখিয়া সীতাকে লইয়া রাবণের বৃদ্ধ অমাত্য সুবুদ্ধি অবিন্ধ্যনামক রাক্ষস লঙ্কা হইতে নির্গত হইল।৬

সে কাকুৎস্থকুলভূষণ মহাত্মা রামের নিকট আসিয়া দীনভাবে বলিল—হে মহাত্মন্। আপনি সচ্চরিত্রা জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে গ্রহণ করুন।৭

ইহা শুনিয়া ইক্ষ্বাকুনন্দন শ্রীরাম দেখিলেন যে, সীতা সেই উত্তম রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাষ্পাকুলনয়নে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।৮

শিবিকাতে অবস্থিতা সীতা শোকে কৃশা হইয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলিন ছিল, চুল জট পাকাইয়া গিয়াছিল, কাপড়ও ময়লা হইয়াছিল; এরূপভাবে অবস্থিতা সীতাকে দর্শন করিয়া পরপুরুষের স্পর্শ আশঙ্কা করত শ্রীরাম বলিলেন—"হে বৈদেহি। তুমি যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার, আমার যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা করিয়াছি।৯-১০

ভদ্রে। আমার ন্যায় পতিকে পাইয়া বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত তোমাকে কোন রাক্ষসের গৃহে অবস্থান না করিতে হয়, এই জন্যই আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিয়াছি।১১

আমাদের ন্যায় পুরুষ ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিয়াও পরহস্তগতা নারীকে কি করিয়া এক মুহূর্ত্তও নিকটে রাখিতে পারে? ১২

মিথিলারাজকুমারি। তুমি সচ্চরিত্রাই হও অথবা অসচ্চরিত্রাই হও, কুকুরের দ্বারা লেহিত হবির ন্যায় আমি আজ তোমাকে উপভোগের জন্য লইতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না।১৩

শ্রীরামচন্দ্রের ঐরূপ সহসা দারুণ কথা শুনিয়া সীতাদেবী অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ছিন্ন কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।১৪

তখন সীতাদেবীর রামচন্দ্রের দর্শনে যে আনন্দোত্থিত মুখমণ্ডল হইয়াছিল, তাহা দর্পণে নিশ্বাসে প্রতিহত মুখবিম্বের ন্যায় সহসা অন্তর্হিত হইল।১৫

ততস্তে হরয়ঃ সর্বে তচ্ছ্রুত্বা রামভাষিতম্।
গতাসুকল্পা নিশ্চেষ্টা বভূবুঃ সহলক্ষ্মণাঃ ॥১৬
ততো দেবো বিশুদ্ধাত্মা বিমানেন চতুর্মুখঃ।
পদ্মযোনির্জগৎস্রষ্টা দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥১৭
শক্রশ্চাগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ যমো বরুণ এব চ।
যক্ষাধিপশ্চ ভগবাংস্তথা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥১৮
রাজা দশরথশ্চৈব দিব্যভাস্বরমূর্তিমান্।
বিমানেন মহার্হেণ হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥১৯
ততোঽন্তরিক্ষং তৎ সর্বং দেব-গন্ধর্বসঙ্কুলম্।
শুশুভে তারকাচিত্রং শরদীব নভস্তলম্ ॥২০
তত উত্থায় বৈদেহী তেষাং মধ্যে যশস্বিনী।
উবাচ বাক্যং কল্যাণী রামং পৃথুলবক্ষসম্ ॥২১
রাজপুত্র ন তে দোষং করোমি বিদিতা হি মে।
গতিঃ স্ত্রীণাং নরাণাঞ্চ শৃণু চেমং বচো মম ॥২২
অন্তশ্চরতি ভূতানাং মাতরিশ্বা সদাগতিঃ।
স মে বিমুঞ্চতু প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২৩
অগ্নিরাপস্তথাকাশং পৃথিবী বায়ুরেব চ।
বিমুঞ্চন্তু মম প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২৪
যথাহং ন্বদৃতে বীর নান্যং স্বপ্নেঽপ্যচিন্তয়ম্।
তথা মে দেবনির্দিষ্টস্ত্বমেব হি পতির্ভব ॥২৫
ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীৎ সুভগা লোকসাক্ষিণী।
পুণ্যা সংহর্ষিণী তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥২৬

বায়ুরুবাচ।

ভো ভো রাঘব সত্যং বৈ বায়ুরস্মি সদাগতিঃ।
অপাপা মৈথিলী রাজন্ সংগচ্ছ সহ ভার্য্যয়া ॥২৭

অগ্নিরুবাচ।

অহমন্তঃশরীরস্থো ভূতানাং রঘুনন্দন।
সুসূক্ষ্মমপি কাকুৎস্থ মৈথিলী নাপরাধ্যতি ॥২৮

লক্ষ্মণের সহিত সকল বানর শ্রীরামের সেই কথা শুনিয়া প্রাণহীন শরীরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।১৬

তখন বিশুদ্ধাত্মা জগৎস্রষ্টা পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিমানে শ্রীরামের নিকট আসিয়া দর্শন দিলেন।১৭

অনন্তর ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, যক্ষরাজ ভগবান্ কুবের ও নির্মলস্বভাব সপ্তর্ষিগণ আগমন করিলেন।১৮

রাজা দশরথ দিব্যতেজোময় মূর্ত্তিতে বহুমূল্য, জ্যোতির্ময় ও হংসযুক্ত বিমানে চড়িয়া সেখানে আগমন করিলেন।১৯

তাহাতে সেই সময় দেবতা ও গন্ধর্বগণে পরিপূর্ণ গগনমণ্ডল অসংখ্য তারকায় বিচিত্র শরৎকালীন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২০

তখন বিদেহরাজকুমারী কল্যাণী ও যশস্বিনী সীতাদেবী দেবতাগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশালবক্ষা শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন—।২১

হে রাজপুত্র! আমি আপনার কোন দোষ দিতেছি না। মনুষ্যলোকে স্ত্রী ও পুরুষের কি গতি তাহা আপনি ভাল করিয়াই জানেন। কেবল আমার এই কথা শ্রবণ করুন।২২

নিরন্তর বিচরণশীল বায়ুদেব সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিরাজমান আছেন। যদি আমি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে বায়ুদেব আমার প্রাণ হরণ করুন।২৩

যদি আমি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নি, জল, আকাশ, বায়ু ও পৃথিবী ইহারা সকলেই আমার প্রাণ হরণ করুন।২৪

হে বীর! যদি আমি আপনাকে ছাড়া কাহাকেও স্বপ্নেও কখনও চিন্তা না করিয়া থাকি; তাহা হইলে আপনিই আমার দেবনির্দিষ্ট একমাত্র পতি হউন।২৫

তখন অন্তরিক্ষে মহাত্মা বানরগণের আনন্দবর্দ্ধিকা পুণ্যময়ী লোকসাক্ষিণী সৌভাগ্যলক্ষণা পুণ্যময়ী বাণী উচ্চারিত হইল।২৬

বরুণ উবাচ।

হৃদা বৈ যৎপ্রসূতা হি ভূতদেহেষু রাঘব।
অহং বৈ ত্বাং প্রব্রবীমি মৈথিলী প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২৯

ব্রহ্মোবাচ।

পুত্র নৈতদ্বিহাশ্চর্য্যং ত্বয়ি রাজর্ষিবর্ত্মনি।
সাধো সদ্বৃত্ত কাকুৎস্থ শৃণু চেদং বচো মম ॥৩০

শত্রুরেষ ত্বয়া বীর দেবগন্ধর্ব্বভোগিনাম্।
রক্ষাণাং দানবানাঞ্চ মহর্ষীণাঞ্চ পাতিতঃ ॥৩১

অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মৎপ্রদানাৎ পুরাভবৎ।
কস্মাচ্চিৎ কারণাৎ পাপঃ কঞ্চিৎ
কালমুপেক্ষিতঃ ॥৩২

বরার্থমাত্মনস্তেন হৃতা সীতা দুরাত্মনা।
নলকূবরশাপেন রক্ষা চাস্যাঃ কৃতা ময়া ॥৩৩
যদি হ্যকামাং সেবেত স্ত্রিয়মন্যামপি ধ্রুবম্।
শতধাস্য ফলেন্মূর্দ্ধা ইত্যুক্তঃ সোঽভবৎ পুরা ॥৩৪
নাত্র শঙ্কা ত্বয়া কার্য্যা প্রতীচ্ছেমাং মহাদ্যুতে।
কৃতং ত্বয়া মহৎ কার্য্যং দেবানামমরপ্রভ ॥৩৫

দশরথ উবাচ।

প্রীতোঽস্মি তব ভদ্রং তে পিতা দশরথোঽস্মি তে।
অনুজানামি রাজ্যঞ্চ প্রশাধি পুরুষোত্তম ॥৩৬

রাম উবাচ।

অভিবাদয়ে ত্বাং রাজেন্দ্র যদি ত্বং জনকো মম।
গমিষ্যামি পুরীং রম্যামযোধ্যাং শাসনাৎ তব ॥৩৭

বায়ু বলিলেন,—হে রাঘব! আমি সদা বিচরণশীল বায়ু তোমাকে বলিতেছি। এই মিথিলারাজনন্দিনী নিষ্পাপা। হে রাজন্! তুমি এই ভার্য্যার সহিত মিলিত হও।২৭

অগ্নি বলিলেন,—হে রঘুনন্দন! আমি প্রত্যেক জীবের শরীরমধ্যে অবস্থান করি। আমি বলিতেছি, মৈথিলী ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র অপরাধও করেন নাই।২৮

বরুণ বলিলেন,—হে শ্রীরাম! আমি বরুণ। সর্ব্বপ্রাণীর শরীরে যে জলতত্ত্ব আছে, উহা আমা হইতেই উৎপন্ন। সেই আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি মৈথিলীকে গ্রহণ কর।২৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুত্র! হে সাধো! হে সচ্চরিত্র! হে কাকুৎস্থ! তোমার ন্যায় রাজর্ষি ধর্ম্মের অনুগত পুরুষের পক্ষে এইরূপ আচরণ মোটেই আশ্চর্য্যজনক নয়। আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩০

হে বীর! দেব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, যক্ষ, দানব ও মহর্ষিগণের শত্রু এই রাবণকে তুমি বধ করিয়াছ।৩১

পুরাকালে এই দুষ্ট আমারই দেওয়া বরে দর্পিত হইয়াছিল, কোন কারণবশতঃ আমাকে কিছু কাল এই পাপী রাবণকে উপেক্ষা করিতে হইয়াছে।৩২

দুরাত্মা রাবণ নিজের বধের জন্যই সীতাকে হরণ করিয়াছিল; আমি পূর্ব্বেই নলকূবরের শাপের দ্বারা ইহার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।৩৩

নলকূবর পূর্ব্বে ইহাকে শাপ দিয়াছিল যে, যদি রাবণ অকামা কোন নারীকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।৩৪

সুতরাং হে মহাতেজস্বী শ্রীরাম! তুমি ইহার সম্বন্ধে কোন শঙ্কাই করিও না, ইহাকে গ্রহণ কর; হে অমরসদৃশ! তুমি দেবগণের মহৎ কার্য্যসাধন করিয়াছ।৩৫

দশরথ বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার পিতা দশরথ। আমি তোমার আচরণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি; তোমার কল্যাণ হউক। হে পুরুষোত্তম! আমি অনুমতি দিতেছি; তুমি রাজ্য শাসন কর।৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততুবাচ পিতা ভূয়ঃ প্রহৃষ্টো ভরতর্ষভ।
গচ্ছাযোধ্যাং প্রশাধীতি রামং রক্তান্তলোচনম্ ॥৩৮
সম্পূর্ণানীহ বর্ষাণি চতুর্দশ মহাদ্যুতে।
ততো দেবান্ নমস্কৃত্য সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ ॥৩৯
মঘেন্দ্র ইব পৌলোম্যা ভার্য্যয়া স সমেয়িবান্।
ততো বরং দদৌ তস্মৈ হবিষ্যায় পরন্তপঃ ॥৪০
ত্রিজটাং চার্থ-মানাভ্যাং যোজয়ামাস রাক্ষসীম্।
ততুবাচ ততো ব্রহ্মা দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ ॥৪১
কৌশল্যানন্দবিষ্টাংস্তে বরানদ্য দদানি কান্।
বব্রে রামঃ স্থিতিং ধর্ম্মে শক্রভিশ্চাপরাজয়ম্ ॥৪২
রাক্ষসৈর্নিহতানাঞ্চ বানরাণাং সমুদ্যম।
ততস্তে ব্রহ্মণা প্রোক্তে তথেতি বচনে তদা ॥৪৩
সমুত্তস্থুর্মহারাজ বানরা লব্ধচেতসঃ।
সীতা চাপি মহাভাগা বরং হনুমতে দদৌ ॥৪৪
রামকীর্ত্ত্যা সমং পুত্র জীবিতং তে ভবিষ্যতি।
দিব্যান্নাম্নপভোগাংশ্চ মৎপ্রসাদকৃতাঃ সদা ॥৪৫
উপস্থাস্যন্তি হনুমন্নিতি স্ম হরিলোচনে।
ততস্তে প্রেক্ষমাণানাং তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্ ॥৪৬
অন্তর্দধুর্নিষধুর্দেবাঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ।
দৃষ্ট্বা রামং তু জানক্যা সঙ্গতং শক্রসারথিঃ ॥৪৭
উবাচ পরমপ্রীতঃ সুহৃন্মধ্যে ইদং বচঃ।
দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষাণাং মানুষাসুর-ভোগিনাম্ ॥৪৮
অপনেতং ত্বয়া দুঃখমিদং সত্যপরাক্রম।
সদেবাসুর-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ॥৪৯
কথয়িষ্যন্তি লোকাস্ত্বাং যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি।
ইত্যেবমুক্ত্বানুজ্ঞাপ্য রামং শক্রসমীয়ান্ বরম্ ॥৫০

শ্রীরাম বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি আমার পিতা হন, তবে আপনাকে আমি অভিবাদন করিতেছি; আপনার আদেশে আমি রমণীয়া অযোধ্যাপুরীতে গমন করিব।৩৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! পিতা দশরথ প্রীতমনে পুনরায় রক্তান্তলোচন শ্রীরামকে বলিলেন—মহাদ্যুতে! তোমার চৌদ্দ বৎসর সম্পূর্ণ বনবাস হইয়াছে। এখন তুমি অযোধ্যায় চলিয়া যাও এবং রাজ্য শাসন কর।

তখন শ্রীরাম দেবতাগণকে নমস্কার করিয়া ও সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া শচীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সীতার সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর শত্রুদমন শ্রীরাম অবিদ্যা রাক্ষসকে অভীপ্সিত বর দান করিলেন।৩৮-৪০

তিনি ত্রিজটা রাক্ষসীকে অর্থ ও সম্মানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। তারপর ব্রহ্মা ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের সহিত শ্রীরামকে বলিলেন।৪১

হে কৌশল্যানন্দন! তোমাকে কয়েকটি অভীষ্ট বর প্রদান করিব। তখন রাম বর প্রার্থনা করিলেন,—"ধর্ম্মে যেন সর্ব্বদাই আমার নিষ্ঠা থাকে, শত্রুগণের নিকট সর্ব্বদাই যেন অপরাজেয় থাকি এবং আমারই জন্য নিহত বানরগণ যেন পুনরায় জীবিত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা তদুত্তরে 'তথাস্তু' বলিলেন। মহারাজ! ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, সকল বানর জ্ঞানলাভ করত বাঁচিয়া উঠিল।

মহাভাগ্যবতী সীতা হনুমান্‌কে এই বর দিলেন,—পুত্র! যতদিন শ্রীরামের কীর্ত্তি জগতে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তুমি জীবিত থাকিবে।

হে পিঙ্গলনয়ন হনুমান্! তোমার জীবিতকাল পর্য্যন্ত আমার প্রসাদে তোমার নিকট দিব্য ভোগ্য-দ্রব্যসমূহ উপস্থিত হইবে।

তখন অনায়াসে মহাপরাক্রমকারী বানরগণের সম্মুখেই ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ অন্তর্হিত হইলেন।

সম্পূজ্যাপাক্রমৎ তেন রথেনাদিত্যবর্চসা।
ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৫১
সুগ্রীবপ্রমুখৈশ্চৈব সহিতঃ সর্ববানরৈঃ।
বিধায় রক্ষাং লঙ্কায়াং বিভীষণপুরস্কৃতঃ ॥৫২
সন্তস্তার পুনস্তেন সেতুনা মকরালয়ম্।
পুষ্পকেণ বিমানেন খেচরেণ বিরাজতা ॥৫৩
কামগেন যথামুখ্যৈরমাত্যৈঃ সংবৃতো বশী।
ততস্তীরে সমুদ্রস্য যত্র শিশ্যে স পার্থিবঃ ॥৫৪
তত্রোষোষাস ধর্মাত্মা সহিতঃ সর্ববানরৈঃ।
অর্চেমান্ রাঘবঃ কালে সমানীয়াভিপূজ্য চ ॥৫৫
বিসর্জয়ামাস তদা বস্ত্রৈঃ সন্তোষ্য সর্বশঃ।
সন্তেষু বানরেন্দ্রেষু গোপুচ্ছর্ক্ষেষু তেষু চ ॥৫৬
সুগ্রীবসহিতো রামঃ কিষ্কিন্ধ্যাং পুনরাগমৎ।
বিভীষণেনানুগতঃ সুগ্রীবসহিতস্তদা ॥৫৭
পুষ্পকেণ বিমানেন বৈদেহ্যৈ দর্শয়ন্ বনম্।
কিষ্কিন্ধ্যাং তু সমাসাদ্য রামঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৫৮
অঙ্গদং কৃতকর্মাণং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।
ততস্তৈরেব সহিতো রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৫৯
তথাগতেন মার্গেণ প্রযযৌ স্বপুরং প্রতি।
অযোধ্যাং স সমাসাদ্য পুরীং রাষ্ট্রপতিস্ততঃ ॥৬০

জনকনন্দিনী সীতার সহিত শ্রীরামকে মিলিত দর্শন করিয়া ইন্দ্রসারথি মাতলি পরম প্রীতমনে সুহৃদ্‌গণের মধ্যে এই কথা বলিলেন,—হে সত্যপরাক্রম রাম! আপনি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর, পন্নগ প্রভৃতি সকল প্রাণীর দুঃখকে অপনয়ন করিলেন।

যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর ও নাগের সহিত সম্পূর্ণ জগতের প্রাণী আপনার যশ গান করিবে।

এই বলিয়া মাতলি শত্রুবারণগণ শ্রেষ্ঠ শ্রীরামের অনুজ্ঞা লইয়া ও তাঁহার পূজা করত দিব্য এবং সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম লঙ্কাপুরীর যথোচিত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লক্ষ্মণের সহিত সীতাদেবীকে অগ্রে রাখিয়া সুগ্রীবপ্রমুখ সকল বানর এবং বিভীষণ-প্রমুখ তাঁহার মুখ্যসচিবগণকে সঙ্গে লইয়া কামগামী আকাশচারী ও শোভাসম্পন্ন পুষ্পক বিমানে আরোহণ করত তাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সেতুপথের উপর দিয়া পুনরায় মকরালয় সাগর পার হইলেন।

তারপর সমুদ্রের তীরে যেখানে ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম উপবাস করিয়া সমুদ্রের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সকল বানরের সহিত একরাত্রি বাস করিলেন।

অনন্তর শ্রীরাম উপযুক্ত সময়ে সকলকে নিজের নিকট ডাকিয়া যথাযোগ্য আদর, সৎকার এবং রত্নাদিদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সকল বানর ও ভল্লুককে বিদায় দিলেন।

সেই শ্রেষ্ঠ বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলে শ্রীরাম সুগ্রীবকে লইয়া কিষ্কিন্ধায় পুনরায় আগমন করিলেন।

তথায় তিনি বিভীষণ ও সুগ্রীবকে সঙ্গে করিয়া পুষ্পকবিমানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সীতাকে বনভূমি ও বনশোভা দেখাইলেন এবং যোদ্ধৃবর্গশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া কৃতকর্ম্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

তারপর লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবাদির সহিত শ্রীরামচন্দ্র যে মার্গে বনে আসিয়াছিলেন, সেই মার্গ দিয়াই পুষ্পক বিমানে নিজপুরী অযোধ্যার দিকে চলিলেন।

অযোধ্যাপুরীর নিকটে গমন করত রাষ্ট্রপতি শ্রীরাম সেই সময় হনুমান্‌কে দূত করিয়া ভরতের নিকট পাঠাইলেন। তারপর বায়ুপুত্র হনুমান্ ভরতের সম্মত কার্য্য ও ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের

ভরতায় হনূমন্তং দৃষ্ট্বং প্রাস্থাপয়ৎ তদা।
লক্ষ্মণেনেঙ্গিতং সর্বং প্রিয়ং তস্মৈ নিবেদ্য চৈ ॥৬১
বায়ুপুত্রে পুনঃ প্রাপ্তে নন্দিগ্রামমুপাগমৎ।
স তত্র মলদিগ্ধাঙ্গং ভরতং চীরবাসসম্ ॥৬২
অগ্রতঃ পাদুকে কৃত্বা দদর্শাসীনমাসনে।
সঙ্গতো ভরতেনাথ শত্রুঘ্নেন চ বীর্যবান্ ॥৬৩
রাঘবঃ সহসৌমিত্রির্মুদে পরমবান্ বভৌ।
ততো ভরত-শত্রুঘ্নৌ সমেতৌ গুরুণা তদা ॥৬৪
বৈদেহ্যা দর্শনেনোভৌ প্রহর্ষং সমবাপতুঃ।
তস্মৈ তদ্ ভরতো রাজ্যমাগতায়াভিসংকৃতম্।
ন্যাসং নির্যাতয়ামাস যুক্তং পরময়া মুদা ॥৬৫
ততস্তু বৈষ্ণবে শূরং নক্ষত্রেঽভিগতেঽহনি।
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ সহিতাবভ্যষিঞ্চতাম্ ॥৬৬

সোঽভিষিক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবং সমুপাহ্বয়ৎ।
বিভীষণঞ্চ পৌলস্ত্যমন্যাংশ্চ হরিপুঙ্গবান্ ॥৬৭
অভ্যর্চ্য বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রীতিযুক্তৌ মুদা যুতৌ।
সম্ভাষায়েতিকর্তব্যং দুঃখেন বিসসর্জ হ ॥৬৮
পুষ্পকঞ্চ বিমানং তৎ পূজয়িত্বা স রাঘবঃ।
প্রাদাদ্ বৈশ্রবণায়েব প্রীত্যা স রঘুনন্দনঃ ॥৬৯
ততো দেবর্ষিসহিতঃ সহিতং গোমতীমনু।
দশাশ্বমেধানাজহ্রে ভারুণ্যান্ স নিরর্গলান্ ॥৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যান-পর্বণি শ্রীরামাভিষেকে একনবত্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯১

পুনরাগমনরূপ প্রিয়কথা ভরতকে নিবেদন করিয়া শ্রীরামের নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিলে শ্রীরাম নন্দিগ্রামে গেলেন।

তিনি সেখানে দেখিলেন ভরত বল্কলবস্ত্র পরিধান করিয়া মলিনশরীরে তাঁহার পাদুকাকে অগ্রে রাখিয়া অর্থাৎ তাহাকে প্রতিনিধি করত আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত মহাপরাক্রমী শ্রীরাম পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

অনন্তর ভরত ও শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের সহিত মিলিত হইয়া সীতার দর্শনলাভ করত পরমানন্দ লাভ করিলেন।

ভরত পরমানন্দের সহিত তাঁহার নিকট গচ্ছিত সমস্ত রাজ্য অযোধ্যায় আগত শ্রীরামকে অত্যন্ত সৎকারপূর্বক ফিরাইয়া দিলেন।৫২-৬৫

অনন্তর বিষ্ণু দেবতাসম্বন্ধী শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুভ-কাল উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠ ও বামদেব দুই ঋষি শ্রীরামকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।৬৬

রাজ্যাভিষেকের পর শ্রীরাম কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে বানরগণের সহিত এবং রাক্ষসগণের সহিত রাক্ষসরাজ বিভীষণকে নিজগৃহে যাইবার অনুমতি দিলেন।৬৭

উভয়কে যথাযোগ্য ভোগাদির দ্বারা প্রীত করিয়া এবং মিষ্টভাষা ও ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সুগ্রীব ও বিভীষণকে কর্তব্য শিক্ষাদান করত অতি কষ্টে বিদায় দিলেন।৬৮

অনন্তর পুষ্পকবিমানের যথাযোগ্য পূজা করিয়া রঘুনন্দন শ্রীরাম প্রীতচিত্তে পুনরায় কুবেরের নিকটেই উহাকে পাঠাইয়া দিলেন।৬৯

তারপর তিনি দেবর্ষিগণের সহিত গোমতী নদীর তীরে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যাহা সবই প্রশংসনীয় ছিল এবং যে সকল যজ্ঞে অন্নাদি লাভের জন্য আগত যাচকগণকে কখনও ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই।৭০

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্বে শ্রীরামাভিষেক-বিষয়ক একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯১

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরায় মহর্ষি-মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃকাশ্বাসপ্রদানম্]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো রামেণামিততেজসা।
প্রাপ্তং ব্যসনমত্যুগ্রং বনবাসকৃতং পুরা ॥১
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র ক্ষত্রিয়োঽসি পরন্তপ।
বাহুবীর্য্যাশ্রিতে মার্গে বর্ত্তসে দীপ্তনির্ণয়ে ॥২
ন হি তে রুজিনং কিঞ্চিদ্ বর্ত্ততে পরমন্বপি।
অস্মিন্ মার্গে নিষীদেয়ুঃ সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ ॥৩
সংহত্য নিহতো বৃত্রো মরুদ্ভির্বজ্রপাণিনা।
নমুচিশ্চৈব দুর্দ্ধর্ষো দীর্ঘজিহ্বা চ রাক্ষসী ॥৪
সহায়বতি সর্বার্থা সম্ভিষ্ঠন্তাহ সর্বশঃ।
কিং নু তস্যাজিতং সংখ্যে যস্য ভ্রাতা ধনঞ্জয়ঃ ॥৫

অন্যশ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
যুবানৌ চ মহেষ্বাসৌ যমৌ মাদ্রবতীসুতৌ ॥৬
এভিঃ সহায়ৈঃ কস্মাৎ ত্বং বিষাদসি পরন্তপ।
য ইমে বজ্রিণঃ সেনাং জয়েয়ুঃ সমরুদ্গণাম্ ॥৭
ত্বমপ্যেতির্মহেষ্বাসৈঃ সহায়ৈর্দেবরূপিভিঃ।
বিজেষ্যসে রণে সর্বানমিত্রান্ ভরতর্ষভ ॥৮
ইতশ্চ ত্বমিমাং পশ্য দৈন্ধবেন দুরাত্মনা।
বলিনা বীর্য্যমত্তেন হৃতামেভির্মহাত্মভিঃ ॥৯
আনীতাং দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
জয়দ্রথঞ্চ রাজানং বিজিত্য বশমাগতম্ ॥১০

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাবাহু যুধিষ্ঠির! এইরূপে অমিততেজা স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও পূর্ব্বকালে বনবাস-কষ্ট এবং সীতাহরণজনিত মহাসঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১

হে শত্রুদমন পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং দুঃখ করিও না। তুমি এমন মার্গে চলিতেছ, যে মার্গে বাহুবলের উপরেই ভরসা করিয়া চলিতে হয় এবং যে মার্গে অভীষ্টফলের প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ ও অসন্দিগ্ধ।২

শ্রীরামের কষ্টের তুলনায় তোমার এই কষ্ট অণুমাত্রও নয়। ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণ এবং অসুরগণও এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের মার্গে চলিয়া থাকে।৩

বজ্রধর ইন্দ্র মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের সহায়তায় দুর্দ্ধর্ষ বীর বৃত্র, নমুচি প্রভৃতি অসুর এবং দীর্ঘজিহ্বা প্রভৃতি রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন।৪

যাহার সমর্থ সহায়কগণ বর্ত্তমান থাকে, তাহার সকল মনোরথই পূর্ণ হয়। যুদ্ধে তাহার অজেয় ও অপ্রাপ্য জগতে কি আছে, যাহার ভ্রাতা স্বয়ং ধনঞ্জয়।৫

এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীম সকল বলশালিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব বীর, যুবা ও মহাধনুর্দ্ধর।৬

শত্রুদমন! এইরূপ ভাইগণ তোমার সহায় থাকিতে তুমি বিষাদপ্রাপ্ত হও কেন? ইহারা মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রের সৈন্যবাহিনীকেও জয় করিতে সমর্থ।৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি তোমার এই দেবস্বরূপ মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃবৃন্দের সহায়তায় যুদ্ধে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাজিত করিবে।৮

তুমি তো এখনই দেখিলে যে, দ্রৌপদীর অপহরণকারী নিজ পরাক্রমে উন্মত্ত, মহাবল, দুরাত্মা রাজা জয়দ্রথকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পরাজিত

অন্যেন বাপ্যথ বা হেতোর্যদি বা ন ভবেদিহ।
হত্বা সংখ্যে দশগ্রীবং রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্ ॥১১

যস্য পাদানুগা মিত্রাণ্যক্ষাঃ কালমুখাস্তথা।
আত্যন্তরগতা রাজন্নেতদ্ বুদ্ধ্যানুচিন্তয় ॥১২

তস্মাৎ ন ত্বং কুরুশ্রেষ্ঠ মা শুচো ভরতর্ষভ।
ঋষিবা হি মহাত্মানো ন শোচন্তি পরন্তপ ॥১৩

করিয়া তোমার বশীভূত করত কি সুদুষ্কর কর্ম্মই বা তোমার এই মহাত্মা ভ্রাতৃবৃন্দ সম্পাদন করিল ?৯-১০

শ্রীরামচন্দ্রের স্বজাতীয় কোন সহায়ক না থাকিলেও, ভীমবিক্রম রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে বধ করিয়া সীতাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।১১

হে রাজন্! তুমি বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা করিয়া দেখ, তাঁহার সহায়ক ও মিত্র বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুক; যাহারা পশুজাতি ছিল (কিন্তু তোমার সহায়ক চারি বীর ভ্রাতা বিদ্যমান।)১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাশ্বাসিতো রাজা মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
ত্যক্ত্বা দুঃখমধীনাত্মা পুনরপ্যেনমব্রবীৎ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনে দ্বিনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯২

সুতরাং হে কুরুশ্রেষ্ঠ! হে ভরতভূষণ! তুমি শোক করিও না। (কেননা, তোমার সহায়ক ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য তোমার ভাইগণ এবং অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ আছেন।) হে পরন্তপ! তোমার ন্যায় মহাত্মা পুরুষগণ কখনও শোক করেন না।১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহর্ষি পরমজ্ঞানী মার্কণ্ডেয়কর্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখ ও দীনভাব পরিত্যাগ করত পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৪

শ্রীমন্মহাভারতেতিহাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনবিষয়ক দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯২

(পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্ব)

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্রীদেব্যাঃ বরদানপ্রভাবেণ রাজ্ঞোঽশ্বপতেঃ সাবিত্রীনামকন্যাপ্রাপ্তিঃ, পতিবরণায় সাবিত্র্যাঃ বিভিন্নদেশভ্রমণঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নাত্মানমনুশোচামি নেমান্ ভ্রাতৄন্ মহামুনে।
বরণকৃষ্ণাং রাজ্যস্য যথেমাং দ্রুপদাত্মজাম্ ॥১

দ্যূতে দুরাত্মভিঃ ক্লিষ্টাঃ কৃষ্ণয়া ভাবিতা বয়ম্।
অন্যত্রেণ চ পুনর্বনাচ্ছাপি হৃতা বলাৎ ॥২

(পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্ব।)

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাজা অশ্বপতির সাবিত্রীদেবীর বরদানপ্রভাবে সাবিত্রীনাম্নী কন্যাপ্রাপ্তি এবং পতি-বরণের জন্য সাবিত্রীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহামুনে! আমি আমার জন্য, আমার ভাইদের জন্য অথবা রাজ্যের হরণের জন্যও সেরূপ শোক করি না, যেরূপ এই দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীর জন্য শোক করি।১

একবার পাশাখেলায় আমরা দাসত্বে আবদ্ধ

অস্তি সীমন্তিনী কাচিদ্ দৃষ্টপূর্বাপি বা শ্রুতা।
পতিব্রতা মহাভাগা যথেয়ং দ্রুপদাত্মজা ॥৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
শৃণু রাজন্ কুলস্ত্রীণাং মহাভাগ্যং যুধিষ্ঠির।
সর্বমেতদ্ যথা প্রাপ্তং সাবিত্র্যা রাজকন্যয়া ॥৪

আসীন্মদ্রেষু ধর্মাত্মা রাজা পরমধার্মিকঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ মহাত্মা চ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫

যজ্ঞা দানপতির্দক্ষঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ।
পার্থিবোঽশ্বপতির্নাম সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৬

ক্ষমাবাননপত্যশ্চ সত্যবাগ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অতিক্রান্তেন বয়সা সন্তাপমুপজগ্মিবান্ ॥৭

অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে পরিমিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৮
হুত্বা শতসহস্রং স সাবিত্র্যা রাজসত্তমঃ।
ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ ॥৯
এতেন নিয়মেনাসীদ্ বর্ষাণ্যষ্টাদশৈব তু।
পূর্ণে ত্বষ্টাদশে বর্ষে সাবিত্রী তুষ্টিমভ্যগাৎ ॥১০
রূপিণী তু তদা রাজন্ দর্শয়ামাস তং নৃপম্।
অগ্নিহোত্রাৎ সমুত্থায় হর্ষেণ মহতান্বিতা।
উবাচ চৈনং বরদা বচনং পার্থিবং তদা ॥১১
(সা তমশ্বপতিং রাজন্ সাবিত্রী নিয়মে স্থিতম্।)

সাবিত্র্যুবাচ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ শুদ্ধেন দমেন নিয়মেন চ।
সর্বাত্মনা চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাস্মি তব পার্থিব ॥১২

হইয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, তখন এই কৃষ্ণাই আমাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছে, অথচ সেই পতিব্রতাকেই বন হইতে অরক্ষিত বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া কষ্ট দিল।২

হে মুনে! এমন কোন নারীকে আপনি দেখিয়াছেন অথবা তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, যিনি এই দ্রুপদকন্যার ন্যায় মহাভাগ্যবতী ও পতিব্রতা ছিলেন?৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! তবে কুলস্ত্রীগণের মহাভাগ্যের কথা শ্রবণ কর। রাজকন্যা সাবিত্রী যেমন করিয়া এই পাতিব্রত্যাদি সকল গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪

মদ্রদেশে (মাদ্রাজে) পরমধার্মিক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণভক্ত, মহাত্মা, সত্য-প্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।৫

তিনি যাজ্ঞিক, দানবীর, রাজকর্ম্মে দক্ষ এবং নগর ও জনপদবাসী প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। সকল প্রাণীর হিতে নিরত সেই রাজার নাম ছিল অশ্বপতি।৬

তিনি ক্ষমাশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও নিঃসন্তান ছিলেন। নিজের বয়সও অধিক হইয়াছে —এজন্য তাঁহার মনে খুব দুঃখ ছিল।৭

সন্তান উৎপত্তির জন্য তিনি কঠোর নিয়ম ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিতাহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিতেন।৮

রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি সাবিত্রী (গায়ত্রী) মন্ত্রে প্রতিদিন (ব্রাহ্মণের সহিত) এক হাজার আহুতি প্রদান করিয়া দিনের ষষ্ঠভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন।৯

এইরূপ আঠার বৎসর নিয়ম পালন করিবার পর অষ্টাদশ পর্ব্ব পূর্ণ হইলে সাবিত্রীদেবী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন।১০

রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাজা অগ্নিহোত্রের অগ্নি হইতে মূর্ত্তিমতী বরদাত্রী সাবিত্রী দেবী আবির্ভূতা হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বর দিবার জন্য রাজাকে বলিলেন।১১

বরং বৃণীষ্বাবপতে মদ্ররাজ যদীপ্সিতম্।
ন প্রমাদশ্চ ধর্ম্মেষু কর্ত্তব্যস্তে কথঞ্চন ॥১৩

অশ্বপতিরুবাচ।

অপত্যার্থঃ সমারম্ভঃ কৃতো ধর্ম্মেপ্সয়া ময়া।
পুত্রো মে বহবো দেবি ভবেয়ুঃ কুলভাবনাঃ ॥১৪

তুষ্টাসি যদি মে দেবি বরমেতং বৃণোম্যহম্।
সন্তানং পরমো ধর্ম্ম ইত্যাহুর্মাং দ্বিজাতয়ঃ ॥১৫

সাবিত্র্যুবাচ।

পূর্ব্বমেব ময়া রাজন্নভিপ্রায়োঽয়মিহ তব।
জ্ঞাত্বা পুত্রার্থযুক্তো বৈ ভগবাংস্তে পিতামহঃ ॥১৬

প্রসাদাচ্চৈব তস্যাস্তে স্বয়ম্ভুবিহিতাদ্ ভুবি।
কন্যা তেজস্বিনী সৌম্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥১৭

উত্তরঞ্চ ন তে কিঞ্চিদ্ ব্যাহর্ত্তব্যং কথঞ্চন।
পিতামহনিসর্গেণ তুষ্টা হ্যেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সাবিত্র্যা বচনং নৃপঃ।
প্রসাদয়ামাস পুনঃ ক্ষিপ্রমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥১৯

অন্তর্হিতায়াং সাবিত্র্যাং জগাম স্বপুরং নৃপঃ।
স্বরাজ্যে চাবসদ্ বীরঃ প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥২০

কস্মিংশ্চিৎ তু গতে কালে স রাজা নিয়তব্রতঃ।
জ্যেষ্ঠায়াং ধর্ম্মচারিণ্যাং মহিষ্যাং গর্ভমাদধে ॥২১

রাজপুত্র্যাস্তু গর্ভঃ স মালব্যা ভরতর্ষভ।
ব্যবর্দ্ধত তদা শুক্লে তারাপতিরিবাম্বরে ॥২২

সাবিত্রী বলিলেন,—নৃপতে! শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, দম, (ইন্দ্রিয়সংযম), নিয়ম (মনোনিগ্রহ) এবং তোমার ঐকান্তিকী ভক্তিতে আমি তুষ্ট হইয়াছি। হে মদ্ররাজ! তুমি অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। অশ্বপতে! তুমি ধর্ম্মে তখনও প্রমাদ করিও না।১২-১৩

অশ্বপতি বলিলেন,—দেবি! আমি ধর্ম্মপ্রাপ্তি বুদ্ধিতে সন্তানলাভের জন্য এই ব্রত করিয়াছি। বংশের গৌরবরক্ষক বহু পুত্র আমার হউক।১৪

হে দেবি! যদি আপনি তুষ্ট হইয়াথাকেন, তবে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন। ব্রাহ্মণগণ বলেন, গৃহস্থের পক্ষে পুত্রই পরম ধর্ম্ম।১৫

সাবিত্রী বলিলেন,—রাজন্! আমি পূর্ব্বেই তোমার এই অভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ পিতামহকে তোমার পুত্রের জন্য বলিয়াছিলাম।১৬

হে সৌম্য! স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার প্রসাদে তোমার একটী তেজস্বিনী কন্যা শীঘ্রই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে।১৭

এ বিষয়ে তুমি কোন প্রতিবাদ বা উত্তর কিছুই করিও না। পিতামহের আজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে একথা বলিতেছি।১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন রাজা সাবিত্রীদেবীর কথা শুনিয়া 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার করিলেন এবং দেবীকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—"যেন আপনার এই বাক্য শীঘ্রই সফল হয়"।১৯

সাবিত্রীদেবী অন্তর্হিত হইয়া যাইলে বীর রাজা অশ্বপতি নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।২০

পরে কোন সময়ে নিয়মপূর্ব্বক উত্তম ব্রত-পালনকারী রাজা অশ্বপতি ধর্ম্মপরায়ণা জ্যেষ্ঠা মহিষীতে গর্ভাধান করিলেন।২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! অশ্বপতির ভার্য্যা রাজপুত্রী মালবীর সেই গর্ভ গগনে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।২২

প্রাপ্তে কালে তু সুষুবে কন্যাং রাজীবলোচনাম্।
ক্রিয়াশ্চ তস্যা যুযুজে চক্রে চ নৃপসত্তমঃ ॥২৩

সাবিত্র্যা প্রীতয়া দত্তা সাবিত্র্যা হুতয়া হপি।
সাবিত্রীত্যেব নামাস্যাশ্চক্রুর্বিপ্রাস্তথা পিতা ॥২৪

সা বিগ্রহবতীব শ্রীর্ব্যবর্দ্ধত নৃপাত্মজা।
কালেন চাপি সা কন্যা যৌবনস্থা বভূব হ ॥২৫

তাং সুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমাং কাঞ্চনীমিব।
প্রাপ্তেয়ং দেবকন্যেতি দৃষ্ট্বা সম্মেনিরে জনাঃ ॥২৬

তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্ বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ ॥২৭

অথোপোষ্য শিরঃ স্নাতা দেবতামভিগম্য সা।
হুত্বাগ্নিং বিধিবদ্ বিপ্রান্ বাচয়ামাস পর্বণি ॥২৮

ততঃ সুমনসঃ শেষাঃ প্রতিগৃহ্য মহাত্মনঃ।
পিতুঃ সমীপমগমদ্ দেবী শ্রীরিব রূপিণী ॥২৯

সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ শেষাঃ পুষ্পং নিবেদ্য চ।
কৃতাঞ্জলির্বরারোহা নৃপতেঃ পার্শ্বমাস্থিতা ॥৩০

যৌবনস্থাং তু তাং দৃষ্ট্বা স্বাং সুতাং দেবরূপিণীম্।
অযাচ্যমানাঞ্চ বরৈর্নৃপতির্দুঃখিতোঽভবৎ ॥৩১

রাজোবাচ।
পুত্রি প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিদ্ বৃণোতি মাম্।
স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ ॥৩২

প্রাবিতঃ পুরুষো যশ্চ স নিবেদ্যস্ত্বয়া মম।
বিমৃশ্যাহং প্রদাস্যামি বরং তুভ্যং যথেপ্সিতম্ ॥৩৩

যথাকালে তিনি এক কমনীয়া কন্যা প্রসব করিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি তাহার জাতকর্মাদি সংস্কারকর্ম যথাবিধি সমাধা করিলেন।২৩

সাবিত্রী-হোমে এবং সাবিত্রীর কৃপায় ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করায় ব্রাহ্মণগণ ও পিতা অশ্বপতি তাহার 'সাবিত্রী' নামই রাখিয়া দিলেন।২৪

মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই রাজকন্যা বর্দ্ধিতা হইয়া কালে যৌবনপ্রাপ্তা হইল।২৫

সেই সুমধ্যমা ও পৃথুশ্রোণী রাজকন্যাকে সুবর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় দেখিয়া জনগণ তাহাকে দেবকন্যার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল।২৬

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাহার তেজে অভিভূত হইয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা সাবিত্রীকে কোন রাজকুমার বিবাহ করিতে সাহস করিল না।২৭

অনন্তর একদিন পর্ব্বকালে সাবিত্রী উপবাস করত মস্তক ধুইয়া স্নান করিয়া দেবতার পূজা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন।২৮

তারপর ইষ্টদেবতার প্রসাদী পুষ্প লইয়া সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সুশোভিতা হইয়া মহাত্মা পিতার নিকটে গমন করিলেন।২৯

প্রথমে তাঁহার হাতে নির্ম্মাল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত সুন্দরী রাজকন্যা সাবিত্রী করযোড়ে পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন।৩০

দেবীরূপিণী নিজ কন্যাকে যুবতী দর্শন করিয়া তাহাকে কোন বর প্রার্থনা করিতেছে না স্মরণ করত মনে মনে খুবই দুঃখিত হইলেন।৩১

রাজা বলিলেন,—হে পুত্রি! তোমাকে সম্প্রদান করিবার সময় হইয়াছে, অথচ কোন বর স্বেচ্ছায় আমার নিকট তোমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় আসিতেছে না। তুমি তোমার সদৃশ গুণবান্ বরকে স্বয়ংই বরণ করিয়া লও।৩২

তোমার প্রার্থিত কোন পুরুষ যদি থাকে, তবে তাহা নিঃসঙ্কোচে আমাকে বল। আমি বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিব।৩৩

শ্রুতং হি ধর্মশাস্ত্রেষু পঠ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ।
তথা ত্বমপি কল্যাণি গদতো মে বচঃ শৃণু ॥৩৪
অপ্রদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্তরি পুত্রশ্চ বাচ্যো মাতুররক্ষিতা ॥৩৫
ইদং মে বচনং শ্রুত্বা ভর্তৃসম্বেষণে ত্বর।
দেবতানাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু ॥৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা দুহিতরং তথা বৃদ্ধাংশ্চ মন্ত্রিণঃ।
যানমাদেশয়ামাস যুক্তঞ্চ গম্যতাং ত্বয়া ॥৩৭
সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ ব্রীড়িতেব মনস্বিনী।
পিতুর্বচনমাজ্ঞায় নির্জগামাবিচারিতম্ ॥৩৮

সা হৈমং রথমাস্থায় সর্বৈঃ সচিবৈর্বৃতা।
তপোবনানি রম্যাণি রাজর্ষীণাং জগাম হ ॥৩৯
মান্যানাং তত্র বৃদ্ধানাং কৃত্বা পাদাভিবাদনম্।
বনানি ক্রমশস্তাত সর্বাণ্যেবাত্যগচ্ছত ॥৪০

এবং তীর্থেষু সর্বেষু ধনোৎসর্গং নৃপাত্মজা।
কুর্বতী দ্বিজমুখ্যানাং তং তং দেশং জগাম হ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে ত্রিনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৩

কল্যাণি। ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ধর্ম-শাস্ত্রের কথা আমি শুনিয়াছি; তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।৩৪

যুবতী কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান না করিলে পিতা নিন্দনীয়, ঋতুমতী হইতে উপগত না হইলে পতি নিন্দনীয় এবং বিধবা মাতাকে রক্ষা না করিলে পুত্র নিন্দনীয় হয়।৩৫

এই বচনানুসারে তুমি পতির অন্বেষণে ত্বরা করিতে থাকিবে। আমি যাহাতে দেবগণের নিকট নিন্দনীয় না হই, সেইরূপ কর।৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কন্যাকে এই কথা বলিয়া তিনি বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে কন্যার সহিত অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন।৩৭

মনস্বিনী সাবিত্রী লজ্জিতা হইলেও, পিতৃবাক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কোন বিচার-বিবেচনা না করিয়াই পিতার চরণবয় বন্দনা করত মন্ত্রি-গণের সহিত বাহির হইলেন।৩৮

তিনি সুবর্ণময় রথে চড়িয়া বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের সহিত রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন।৩৯

তাত যুধিষ্ঠির। সেইসব স্থানে মাননীয়গণকে প্রণাম করত সকল তপোবনেই ক্রমশঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।৪০

এইরূপে রাজকন্যা সাবিত্রী তীর্থসমূহে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিতে করিতে এক তপোবন হইতে তপোবনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন।৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত সাবিত্র্যুপাখ্যানপর্বে ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৩

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবন্তং পরিণেতুং সাবিত্র্যা দেব্যা নিশ্চয়ঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ মদ্রাধিপো রাজা নারদেন সমাগতঃ।
উপবিষ্টঃ সভামধ্যে কথাযোগেন ভারত ॥১
ততোঽভিগম্য তীর্থানি সর্বাণ্যেবাশ্রমাংস্তথা।
আজগাম পিতুর্বেশ্ম সাবিত্রী সহ মন্ত্রিভিঃ ॥২
নারদেন সহাসীনং সা দৃষ্ট্বা পিতরং শুভা।
উভয়োরেব শিরসা চক্রে পাদাভিবাদনম্ ॥৩

নারদ উবাচ।

ক গতাভূৎ সুতেয়ং তে কুতশ্চৈবাগতা নৃপ।
কিমর্থং যুবতীং ভর্ত্রে ন চৈনাং সম্প্রযচ্ছসি ॥৪

অশ্বপতিরুবাচ।

কার্য্যেণ খল্বনেনৈব প্রেষিতাস্যৈব চাগতা।
এতস্যাঃ শৃণু দেবর্ষে ভর্তারং যোঽনয়া বৃতঃ ॥৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সা ক্রহি বিস্তরেণেতি পিত্রা সকোপিতা শুভা।
তদৈব তস্য বচনং প্রতিগৃহ্যেদমব্রবীৎ ॥৬

সাবিত্র্যুবাচ।

আসীচ্ছাল্বেষু ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
দ্যুমৎসেন ইতি খ্যাতঃ পশ্চাচ্ছাল্বো বভূব হ ॥৭
বিনষ্টচক্ষুষস্তস্য বালপুত্রস্য ধীমতঃ।
সামীপ্যেন হৃতং রাজ্যং ছিদ্রেষ্বস্মিন্ পূর্ববৈরিণা ॥৮

স বালবৎসয়া সার্দ্ধং ভার্য্যয়া প্রস্থিতো বনম্।
মহারণ্যং গতশ্চাপি তপস্তেপে মহাব্রতঃ ॥৯
তস্য পুত্রঃ পুরে জাতঃ সংবৃদ্ধশ্চ তপোবনে।
সত্যবানমুরূপো মে ভর্ত্তেতি মনসা বৃতঃ ॥১০

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সত্যবান্‌কে বিবাহ করিতে সাবিত্রী-দেবীর নিশ্চয়।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! অনন্তর একদিন দেবর্ষি নারদ মদ্রাধিপ অশ্বপতির নিকট আগমন করিলে, রাজা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।১

এমন সময় সমস্ত তীর্থ ও আশ্রমসমূহ দর্শন করিয়া সাবিত্রী মন্ত্রিগণের সহিত পিতালয়ে প্রবেশ করিলেন।২

দেবর্ষি নারদের সহিত পিতাকে একত্র উপবিষ্ট দেখিয়া শুভলক্ষণা সাবিত্রী মস্তকদ্বারা উভয়েরই চরণ বন্দনা করিলেন।৩

নারদ বলিলেন,—রাজন্! তোমার এই কন্যা কোথায় গিয়াছিল এবং কোথা হইতে আসিল, তুমি তোমার যুবতী কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতেছ না কেন?৪

অশ্বপতি বলিলেন,—দেবর্ষে! এই কার্য্যের জন্যই আমি তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম। আজই সে ফিরিয়া আসিল। আপনি ইহার মুখেই শুনুন, সে কাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—'বিস্তার করিয়া বল', এই কথা পিতা অশ্বপতি বলিলে কল্যাণী সাবিত্রী তাঁহার কথা গ্রহণ করিয়া এই কথা বলিলেন।৬

সাবিত্রী বলিলেন,—শাল্বদেশে দ্যুমৎসেননামক একজন ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন; তিনি এখন অন্ধ হইয়াছেন।৭

তাঁহার সেই অবস্থা এবং তাঁহার পুত্রও বালক; এইরূপ সুযোগে তাঁহার পূর্ব্বশত্রু তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছে।৮

নারদ উবাচ।

অহো বত মহৎ পাপং সাবিত্র্যা নৃপতে কৃতম্।
অজ্ঞানত্ত্যা বদনন্যা গুণবান্ সত্যবান্ বৃতঃ ॥১১
সত্যং বদত্যস্ত পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে।
তথাস্ত ব্রাহ্মণাশ্চক্রুর্নামৈতৎ সত্যবানিতি ॥১২
বালস্তাশ্বাঃ প্রিয়াশ্চাস্য করোত্যশ্বাংশ্চ মৃন্ময়ান্।
চিত্রেঽপি বিলিখত্যশ্বাংশ্চিত্রাশ্ব ইতি চোচ্যতে ॥১৩

রাজোবাচ।

অপীদানীং স তেজস্বী বুদ্ধিমান্ বা নৃপাত্মজ।
ক্ষমাবানপি বা শূরঃ সত্যবান্ পিতৃবৎসলঃ ॥১৪

নারদ উবাচ।

বিবস্বানিব তেজস্বী বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহেন্দ্র ইব বীরশ্চ বসুধেব সমন্বিতঃ ॥১৫

অশ্বপতিরুবাচ।

অপি রাজাত্মজো দাতা ব্রহ্মণ্যশ্চাপি সত্যবান্।
রূপবানপ্যুদারো বাপ্যথবা প্রিয়দর্শনঃ ॥১৬

নারদ উবাচ।

সাংকৃতে রন্তিদেবশ্চ স্বশক্ত্যা দানতঃ সমঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ শিবিরৌশীনরো যথা ॥১৭
যযাতিরিব চোদারঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
রূপেণাস্যতমোঽশ্বিভ্যাং দ্যুমৎসেনসুতো বলী ॥১৮

স দান্তঃ স মৃদুঃ শূরঃ স সত্যঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
স মৈত্রঃ সোঽনসূয়শ্চ স হ্রীমান্ দ্যুতিমাংশ্চ সঃ ॥১৯

নিত্যশ্চার্জবং তস্মিন্ স্থিতিশ্চৈব চ ধ্রুবা।
সংক্ষেপতস্তপোবৃত্তৈঃ শৈলবৃত্তৈশ্চ কথ্যতে ॥২০

তিনি তখন বালক পুত্রের সহিত ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিলেন। সেই উত্তমব্রতধারী দ্যুমৎসেন মহাবন মধ্যে বাস করিয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন।৯

তাঁহার পুত্র নগরে জন্মগ্রহণ করিলেও তপোবনেই বর্দ্ধিত; তাঁহার নাম সত্যবান্; আমি তাঁহাকেই আমার পতিরূপে মনে মনে বরণ করিয়াছি।১০

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! সাবিত্রী মহা-অনর্থ করিয়াছে। এ না জানিয়া গুণবান্ হইলেও যে সত্যবান্‌কে গ্রহণ করিয়াছে, ইহা অতীব অন্যায় হইয়াছে।১১

ইহার পিতা সদা সত্য কথা বলেন এবং ইহার মাতাও সদা সত্যভাষিণী, এজন্য ব্রাহ্মণগণ ইহার নাম রাখিয়াছেন 'সত্যবান্'।১২

এই বালকের নিকট অশ্ব অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এ মাটি দিয়া অশ্বমূর্ত্তি গড়িত এবং অশ্বের ছবি আঁকিত, এজন্য ইহাকে চিত্রাশ্বও বলা হয়।১৩

রাজা বলিলেন,—সেই রাজকুমার সত্যবান্ এখন বুদ্ধিমান্, ক্ষমাবান্, সত্যবান্, শূরবীর এবং পিতৃ-বৎসল তো নিশ্চয়ই হইবে?।১৪

নারদ বলিলেন,—এই সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, দেবরাজের ন্যায় বীর এবং পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল।১৫

অশ্বপতি বলিলেন,—আচ্ছা এই রাজপুত্র দাতা, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যাশ্রয়ী, রূপবান্, উদার এবং দেখিতে সুন্দর তো?।১৬

নারদ বলিলেন,—এই সত্যবান্ নিজ শক্তি অনুসারে দানে সঙ্কৃতিনন্দন রন্তিদেবের সদৃশ এবং উশীনর পুত্র শিবির ন্যায় ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী।১৭

সে যযাতির ন্যায় উদার, চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে সুন্দর এবং দ্যুমৎসেনের এই বলবান্ পুত্র রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অন্যতম।১৮

সে দান্ত (জিতেন্দ্রিয়), মৃদুস্বভাব, বীর, সত্যনিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয়, মিত্রভাবাপন্ন, অসূয়াশূন্য, লজ্জাবান্ ও কান্তিমান্।১৯

অশ্বপতিরুবাচ।

গুণৈরুপেতং সর্ব্বৈস্তং ভগবন্ প্রব্রবীষি মে।
দোষানপ্যস্য মে ব্রূহি যদি সন্তীহ কেচন ॥২১

নারদ উবাচ।

এক এবাস্য দোষো হি গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি।
স চ দোষঃ প্রযত্নেন ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্ ॥২২

একো দোষোঽস্তি নান্যোঽস্য সোঽন্তপ্রকৃতি সত্যবান্।
সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি ॥২৩

রাজোবাচ।

এহি সাবিত্রি গচ্ছস্ব অন্যং বরয় শোভনে।
তস্য দোষো মহানেকো গুণানাক্রম্য চ স্থিতঃ ॥২৪

যথা যে ভগবানাহ নারদো দেবসৎকৃতঃ।
সংবৎসরেণ সোঽল্পায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি ॥২৫

সাবিত্র্যুবাচ।

সকৃদংশো নিপততি সকৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৎ সকৎ ॥২৬

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্ বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্ ॥২৭

মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥২৮

নারদ উবাচ।

স্থিরা বুদ্ধির্নরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র্যা দুর্হিতুস্তব।
নৈষা শক্যা বিষয়িতুং ধর্ম্মাদস্মাৎ কথঞ্চন ॥২৯

সত্যবানের মধ্যে সরলতা সহিষ্ণুতা বিরাজমান এবং পূর্ব্বোক্ত সব গুণে অলঙ্কৃত—ইহা তপোবৃদ্ধ ও উত্তমচরিত্রসম্পন্ন পুরুষগণ সত্যবানের সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন।২০

অশ্বপতি বলিলেন,—হে ভগবন্! সে সকল গুণে অলঙ্কৃত, ইহা তো আপনি আমাকে বলিলেন। যদি তাহার দোষ কিছু থাকে, তবে তাহাও বলুন।২১

নারদ বলিলেন,—একমাত্র দোষই তাহার সকল গুণকে আচ্ছাদন করিয়া আছে, যাহা প্রযত্ন করিয়াও অতিক্রম করা যাইবে না।২২

একমাত্র দোষই তাহার আছে, তাহা হইতেছে এই যে, সে ক্ষীণায়ু এবং আজ হইতে সংবৎসরের মধ্যেই সে শরীর পরিত্যাগ করিবে।২৩

রাজা বলিলেন,—সাবিত্রী! যা, এইদিকে এস, শুন, কল্যাণি! তুমি অন্য কোন বরকে বরণ কর, তাহার একটী দোষই সমস্ত গুণকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।২৪

দেবপূজিত ভগবান্ নারদ যাহা বলিলেন, তাহা তো শুনিয়াছ; এক বৎসরের মধ্যে ইহার প্রাণ যাইবে।২৫

সাবিত্রী বলিলেন,—পৈতৃক ধন একবারই ভাগ হয়, কন্যা একবারই সম্প্রদান করা হয়, দান করিতেছি—ইহাও একবারই বলা হয়—এই তিনটি বস্তু একবারই হয়।২৬

দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু হউক, সগুণ বা নির্গুণ হউক, আমি একবার তাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, আমি আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।২৭

মনের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্যে প্রকাশ করা হয়, তারপর কর্ম্মের দ্বারা তাহা সম্পাদন করা হয়, সুতরাং মনই সর্ব্বত্র প্রমাণস্বরূপ।২৮

নারদ বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অতি স্থির, সুতরাং ইহাকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য বারণ করা কোন প্রকারেই উচিত নয়।২৯

নাস্তস্মিন্ পুরুষে সন্তি যে সত্যবতি বৈ গুণাঃ।
প্রদানমেব তস্মান্মে রোচতে দুহিতুস্তব ॥৩০

রাজোবাচ।

অবিচাল্যং তদুক্তং যৎ তথ্যং ভগবতা যদঃ।
ক্রিয়তাম্যেতদেবঞ্চ গুরুর্হি ভগবান্ মম ॥৩১

নারদ উবাচ।

অবিঘ্নমস্তু সাবিত্র্যাঃ প্রদানে দুহিতুস্তব।
সাধয়িষ্যাম্যহং তাবৎ সর্বেষাং তত্রমস্তু বঃ ॥৩২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য নারদস্ত্রিদিবং গতঃ।
রাজাপি দুহিতুঃ সজ্জং বৈবাহিকমকারয়ৎ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে চতুর্নবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৪

অন্য কোন পুরুষে সত্যবানের ন্যায় এত গুণ নাই, সুতরাং তোমার কন্যাকে তাহার হাতে সম্প্রদান করাই আমার কাছে রুচিকর মনে হইতেছে।৩০

রাজা বলিলেন,—আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথা করিব না; আপনিই আমার গুরু; আমি আপনার ইচ্ছামতই কাজ করিব।৩১

নারদ বলিলেন,—তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদান বিঘ্নশূন্য হউক; আমি এখন যাইতেছি। তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক।৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ স্বর্গে চলিয়া গেলেন। রাজাও কন্যার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত সাবিত্র্যুপাখ্যানপর্বে চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৪

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবৎ-সাবিত্র্যোর্বিবাহঃ, সাবিত্র্যাঃ সেবয়া সর্বেষাং সন্তোষবিধানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ কন্যাপ্রদানে স তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
সমাদিদেশ চ তৎ সর্বং ভাণ্ডং বৈবাহিকং নৃপঃ ॥১

ততো বৃদ্ধান্ দ্বিজান্ সর্বানৃত্বিজঃ সপুরোহিতান্।
সমাহূয় দিনে পুণ্যে প্রযযৌ সহ কন্যয়া ॥২

মেধ্যারণ্যং স গত্বা চ শ্যামৎসেনাশ্রমং নৃপঃ।
পদ্ভ্যামেব দ্বিজৈঃ সার্ধং রাজর্ষিং তমুপাগমৎ ॥৩

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সত্যবান্ ও সাবিত্রীর বিবাহ এবং সাবিত্রীর সেবার দ্বারা সকলের সন্তোষবিধান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর নারদের কথা স্মরণ করিয়া রাজা অশ্বপতি কন্যার বিবাহের জন্য সকল দ্রব্য একত্রিত করাইলেন।১

তারপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, সকল ঋত্বিক্ ও পুরোহিতকে লইয়া পুণ্যদিনে কন্যার সহিত রাজা

তত্রাপশ্যন্মহাভাগং শালবৃক্ষমুপাশ্রিতম্।
কৌশ্যাং বৃত্তাং সমাসীনং চক্ষুর্হীনং নৃপং তদা ॥৪

স রাজা তস্য রাজর্ষেঃ কৃত্বা পূজাং যথার্হতঃ।
বাচা সুনিয়তো ভূত্বা চকারাত্মনিবেদনম্ ॥৫

তস্যার্ঘ্যমাসনঞ্চৈব গাং চাবেদ্য স ধর্মবিৎ।
কিমাগমনমিত্যেবং রাজা রাজানমব্রবীৎ ॥৬

তস্য সর্বমভিপ্রায়মিতিকর্ত্তব্যতাঞ্চ তাম্।
সত্যবন্তং সমুদ্দিশ্য সর্বমেব ন্যবেদয়ৎ ॥৭

অশ্বপতিরুবাচ।

সাবিত্রী নাম রাজর্ষে কন্যেয়ং মম শোভনা।
তাং স্বধর্মেণ ধর্মজ্ঞ স্নুষার্থে ত্বং গৃহাণ মে ॥৮

অশ্বপতি তপোবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।২

অনন্তর অশ্বপতি মেধ্যারণ্যে গমন করত ব্রাহ্মণগণের সহিত পায়ে হাঁটিয়া রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গেলেন।৩

তারপর সেই তপোবনে গিয়া শালবৃক্ষের নীচে কুশাসনে উপবিষ্ট, মহাভাগ নেত্রশূন্য রাজাকে দেখিলেন।৪

তারপর রাজা অশ্বপতি রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের যথাযোগ্য পূজা করিয়া সংযতবাক্যে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন।৫

তখন ধর্মজ্ঞ রাজা দ্যুমৎসেন মদ্ররাজ অশ্বপতিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও একটী গাভী নিবেদন করত তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার আগমনের কারণ কি"?৬

তখন রাজা অশ্বপতি তদুত্তরে সত্যবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা সহ সব কথা রাজর্ষি দ্যুমৎসেনকে নিবেদন করিলেন।৭

অশ্বপতি বলিলেন,—হে রাজর্ষে! সাবিত্রী নামে আমার এই পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। ধর্মজ্ঞ! আপনি ধর্মানুসারে আমার এই কন্যাকে আপনার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন।৮

দ্যুমৎসেন উবাচ।

ভ্রষ্টাঃ স্ম রাজ্যাদ্ বনবাসমাশ্রিতা-
শ্চরাম ধর্মং নিয়তাস্তপস্বিনঃ।
কথং বনস্থা বনবাসমাশ্রমে
নিবৎস্যতে ক্লেশমিমং সুতা তব ॥৯

অশ্বপতিরুবাচ।

সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবাত্মকং
যথা বিজানাতি সুতাহমেব চ।
ন মদ্বিধে যুজ্যতি বাক্যমীদৃশং
বিনিশ্চয়েনাভিগতোঽস্মি তে নৃপ ॥১০

আশাং নার্হসি মে হন্তুং সৌহৃদাৎ প্রণতস্য চ।
অভিতশ্চাগতং প্রেম্না প্রত্যাখ্যাতুং ন মার্হসি ॥১১

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনের আশ্রয় গ্রহণ করত সংযম-নিয়মের সহিত তপস্বী জীবনযাপন করিতে করিতে ধর্মানুষ্ঠান করিতেছি। আপনার কন্যা বনে বাস করিবার যোগ্যা নয়, এখানে ক্লেশ সহ্য করিয়া কেমন করিয়া থাকিবে?৯

অশ্বপতি বলিলেন,—রাজন্! সুখ ও দুঃখ—এই দুইই উৎপত্তি-বিনাশশীল, ইহা আমি ও আমার কন্যা ভাল করিয়াই জানি। সুতরাং আমাদের প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত নয়। আমি সব কিছুই পূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াই আসিয়াছি।১০

আপনি সৌহার্দ্দবশতঃ প্রণত আমার আশাকে ছেদন করিবেন না। আমি বড়ই প্রীতির সহিত আপনার নিকট আসিয়াছি; আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না।১১

অনুরূপো হি যুক্তশ্চ ত্বং মমাহং তবাপি চ।
ন্যূনাং প্রতীচ্ছ মে কন্যাং ভার্য্যাং সত্যবতঃ সতঃ ॥১২

দ্যুমৎসেন উবাচ।

পূর্বমেবাভিলষিতঃ সম্বন্ধো মে ত্বয়া সহ।
ভ্রষ্টরাজ্যত্বমিতি তত এতদ্ বিচারিতম্ ॥১৩

অভিপ্রায়স্তু যো মে পূর্বমেবাভিকাঙ্ক্ষিতঃ।
স নির্বর্ততু মেঽদ্যৈব কাঙ্ক্ষিতো হ্যসি মেঽতিথিঃ॥১৪

ততঃ সর্বান্ সমানায্য দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ।
যথাবিধি সমুদ্বাহং কারয়ামাসতুর্নৃপৌ ॥১৫

দত্ত্বা সোঽশ্বপতিঃ কন্যাং যথার্হং সপরিচ্ছদম্।
যযৌ স্বমেব ভবনং মুক্তঃ পরমহা মুদা ॥১৬

আপনি যেমন আমার বংশের অনুরূপ, তেমনই আমিও আপনার বংশের অনুরূপ; সুতরাং আপনি আমার কন্যাকে সত্যবানের ভার্য্যারূপে এবং আপনার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন।১২

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—আমি আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পূর্ব্ব হইতেই ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমি রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এইসব কথা বিচার করিতেছিলাম।১৩

আমার পূর্ব্বাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সুযোগ যখন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন আজই তাহা পূর্ণ হউক। আপনি আমার মনোবাঞ্ছিত অতিথি।১৪

তখন আশ্রমস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণকে আনাইয়া উভয় রাজা যথাবিধি সত্যবান্ ও সাবিত্রীর বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করাইলেন।১৫

অশ্বপতি অলঙ্কার ও পরিচ্ছদের সহিত কন্যা সম্প্রদান করিয়া পরম আনন্দে নিজ নগরে চলিয়া গেলেন।১৬

সত্যবানপি তাং ভার্য্যাং লব্ধ্বা সর্বগুণান্বিতাম্।
মুমুদে সা চ তং লব্ধ্বা ভর্তারং মনসেপ্সিতম্ ॥১৭

গতে পিতরি সর্বাণি সংস্তস্যাভরণানি সা।
জগৃহে বল্কলান্যেব বস্ত্রে কাষায়মেব চ ॥১৮

পরিচারৈর্গুণৈশ্চৈব প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সর্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্বেষাং তুষ্টিমাদধে ॥১৯

শুশ্রূষং শরীরসৎকারৈঃ সর্বৈরাজ্ঞাপনাদিভিঃ।
শ্বশুরং দেবসৎকারৈর্বাচঃ সংযমনেন চ ॥২০

তথৈব প্রিয়বাদেন নৈপুণেন দমেন চ।
রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্তারং পর্য্যতোষয়ৎ ॥২১

এবং তত্রাশ্রমে তেষাং তদা বিবসতাং সতাম্।
কালস্তপস্বতাং কশ্চিদপাক্রামত ভারত ॥২২

সত্যবান্ সর্ব্বগুণান্বিতা পত্নীকে লাভ করিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন এবং সাবিত্রীও নিজের অভীষ্ট পতি লাভ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন।১৭

পিতা চলিয়া গেলে সাবিত্রী বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল ও কাষায়-বস্ত্র (গেরুয়া-বস্ত্র) ধারণ করিলেন।১৮

পরিচর্য্যা, স্বাভাবিক গুণসমূহ, বিনয় ও ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ইঙ্গিত বুঝিয়া সকলের অভীষ্ট-কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা সাবিত্রী সকলের সন্তোষ অর্জ্জন করিলেন।১৯

শাশুড়ীকে শারীরিক-সেবা ও বস্ত্রাদি প্রদান দ্বারা এবং দেবতার ন্যায় শ্বশুরকে বাক্‌সংযম-সহকারে সেবা করিয়া উভয়কেই সন্তুষ্ট করিলেন।২০

সেইরূপ মধুর সম্ভাষণ, নৈপুণ্য, মনঃসংযম ও নির্জ্জনে শারীরিক সেবার দ্বারা পতিকে সন্তুষ্ট করিলেন।২১

সাবিত্র্যা গ্লায়মানায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাস্তু দিবানিশম্।
নারদেন যদুক্তং তদ্ বাক্যং মনসি বর্ত্ততে ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে পঞ্চনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৫

তারত। এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে আশ্রমে সেই সজ্জনগণের কিছুকাল অতিবাহিত হইল।২২

দিনরাত সত্যবানের অল্পায়ুষ সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের কথা চিন্তা করিয়া সাবিত্রী ক্রমশঃই অধিক গ্লানি অনুভব করিতে লাগিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রিউপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৫

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্র্যা ব্রতপালনম্, শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োরনুমতিক্রমেণ সত্যবতা সহ তস্যা বনগমনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতিক্রান্তে কদাচন
প্রাপ্তঃ স কালো মর্ত্তব্যং যত্র সত্যবতা নৃপ ॥১

গণয়ন্ত্যাশ্চ সাবিত্র্যা দিবসে দিবসে গতে।
যদ্ বাক্যং নারদেনোক্তং বর্ত্ততে হৃদি নিত্যশঃ ॥২

চতুর্থেঽহনি মর্ত্তব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য ভাবিনী।
ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতাভবৎ ॥৩

তং শ্রুত্বা নিয়মং তস্যা দুঃখং দুঃখার্ণিতো নৃপঃ।
উত্থায় বাক্যং সাবিত্রীমব্রবীৎ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥৪

দ্যুমৎসেন উবাচ।

অতিতীব্রোঽয়মারম্ভস্ত্বয়ারব্ধো নৃপাত্মজে।
ত্রিষ্পশ্যাং বসতীনাং হি স্থানং পরমদুশ্চরম্ ॥৫

সাবিত্র্যুবাচ।

ন কার্য্যস্তাত সন্তাপঃ পারয়িষ্যাম্যহং ব্রতম্।
ব্যবসায়কৃতং হ্যেতং ব্যবসায়শ্চ কারণম্ ॥৬

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সাবিত্রীর ব্রতপালন এবং শ্বশুর-শাশুড়ির অনুমতিক্রমে সত্যবানের সহিত তাঁহার বনগমন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! তারপর বহুদিন চলিয়া গেলে সত্যবানের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল।১

নারদের কথা সদা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া সাবিত্রী প্রত্যেকটি দিন গণনা করিয়া রাখিতেছিলেন।২

আজ হইতে চতুর্থ দিনে সত্যবানের মৃত্যু হইবে—ইহা গণনার দ্বারা বুঝিতে পারিয়া সাবিত্রী ত্রিদিনব্যাপী ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি দিবারাত্র দাঁড়াইয়া থাকিতেন।৩

সাবিত্রীর এই কঠোর ব্রতের কথা শুনিয়া রাজা দ্যুমৎসেন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।৪

দ্যুমৎসেন উবাচ।
ব্রতং ভিন্ধীতি বক্তুং ত্বাং নাস্মি শক্তঃ কথঞ্চন।
পারয়স্বেতি বচনং যুক্তমস্মদ্বিধো বদেৎ ॥৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা দ্যুমৎসেনো বিররাম মহামনাঃ।
তিষ্ঠন্তী চৈব সাবিত্রী কাষ্ঠভূতেব লক্ষ্যতে ॥৮

শোচতে ভর্তৃভরণে সাবিত্র্যা ভরতর্ষভ।
দুঃখান্বিতায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাঃ সা রাত্রির্ব্যত্যবর্ত্তত ॥৯

অদ্য তদ্ দিবসং চেতি হৃত্বা দীপ্তং হুতাশনম্।
যুগমাত্রোদিতে সূর্য্যে কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥১০

ততঃ সর্ব্বান্ দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ শ্বশ্রূং শ্বশুরমেব চ।
অভিবাদ্যানুপূর্ব্ব্যেণ প্রাঞ্জলির্নিয়তা স্থিতা ॥১১

অবৈধব্যাশিষন্তে তু সাবিত্র্যর্থং হিতাঃ শুভাঃ।
ঊচুস্তপস্বিনঃ সর্বে তপোবননিবাসিনঃ ॥১২

এবমস্ত্বিতি সাবিত্রী ধ্যানযোগপরায়ণা।
মনসা তা গিরঃ সর্বা প্রত্যগৃহ্ণাৎ তপস্বিনাম্ ॥১৩

তং কালং তং মুহূর্ত্তঞ্চ প্রতীক্ষন্তী নৃপাত্মজা।
যথোক্তং নারদবচশ্চিন্তয়ন্তী সুদুঃখিতা ॥১৪

ততস্তু শ্বশ্রূ-শ্বশুরাবূচতুস্তাং নৃপাত্মজাম্।
একান্তমাস্থিতাং বাক্যং প্রীত্যা ভরতসত্তম ॥১৫

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—হে রাজকুমারি! তুমি অতি তীব্র ব্রত ধারণ করিয়াছ। তিন দিন অনাহারে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর ॥৫

সাবিত্রী বলিলেন,—হে তাত! আপনি মনে দুঃখ করিবেন না। আমি এ ব্রত করিতে পারিব। আমি ইহা দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছি। কার্য্য করিবার বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়ই সর্ব্ব প্রকার দুষ্কর কর্ম্ম সাধনের হেতু ॥৬

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—'তুমি ব্রত ভঙ্গ কর' এ কথা আমি কখনও বলতে পারি না। "তুমি ব্রত করিতে সমর্থ হও" এই আশীর্ব্বচন বলাই আমাদের ন্যায় গুরুজনের কর্ত্তব্য ॥৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া দ্যুমৎসেন মৌন অবলম্বন করিলেন। সাবিত্রী একস্থানে কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন দেখা গেল ॥৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! আগামী কল্য স্বামীর মৃত্যু হইবে এই কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত দুঃখান্বিতা সাবিত্রীর সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল ॥৯

"আজই সেই দিন" এই কথা মনে করিয়া সাবিত্রী সূর্য্যদেব উদিত হইয়া চারিহাত মাত্র উপরে উঠিতেই তাঁহার পূর্ব্বাহ্ণে করণীয় কৃত্যসকল সম্পাদন করত (ব্রাহ্মণের দ্বারা) অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইলেন ॥১০

অনন্তর তিনি বনবাসী সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন ॥১১

তখন তপোবননিবাসী সকল তপস্বিই সাবিত্রীর হিতকর 'তুমি অবৈধব্য লাভ কর' এইরূপ মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥১২

ধ্যানযোগপরায়ণা সাবিত্রী তপস্বিগণের সেই আশীর্ব্বাদ শ্রদ্ধার সহিত মনে মনে গ্রহণ করিলেন ॥১৩

নারদের কথা অনবরত চিন্তা করত রাজকন্যা সাবিত্রী সেই কাল ও মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় দুঃখে জর্জ্জরিতা হইয়া পড়িলেন ॥১৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর সাবিত্রীর শ্বশুর ও শাশুড়ী একান্তে উপবিষ্টা সাবিত্রীকে আদরের সহিত বলিলেন ॥১৫

শ্বশুরাবূচতুঃ।

ব্রতং যথোপদিষ্টং তু ত্বয়া তৎ পারিতং বধূ।
আহারকালঃ সম্প্রাপ্তঃ ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥১৬

সাবিত্র্যুবাচ।

অদ্য গতে ময়াদিত্যে ভোক্তব্যং কৃতকাম্যয়া।
এষ মে হৃদি সঙ্কল্পঃ সমন্বশ্চ কৃতো ময়া ॥১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সত্যবদাপায়াঃ সাবিত্র্যা ভোজনং প্রতি।
স্কন্ধে পরশুমাদায় সত্যবান্ প্রস্থিতো বনম্ ॥১৮

সাবিত্রী ত্বাহ ভর্তারং নৈকস্ত্বং গন্তুমর্হসি।
সহ ত্বয়া গমিষ্যামি ন হি ত্বাং হাতুমুৎসহে ॥১৯

সত্যবানুবাচ।

বনং ন গতপূর্বং তে দুঃখঃ পন্থাশ্চ ভাবিনি।
ব্রতোপবাসকর্শা চ কথং পন্থাং গমিষ্যসি ॥২০

সাবিত্র্যুবাচ।

উপবাসান্ন মে গ্লানির্নাস্তি চাপি পরিশ্রমঃ।
গমনে চ কৃতোৎসাহাং প্রতিষেদ্ধুং ন মার্হসি ॥২১

সত্যবানুবাচ।

যদি তে গমনোৎসাহঃ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্।
মম ত্বাস্যন্তি গুরবো ন মাং দোষঃ স্পৃশেদয়ম্ ॥২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সান্ত্বিত্বাত্মবধূং শ্বশ্রূং শ্বশুরঞ্চ মহাব্রতা।
অয়ং গচ্ছতি মে ভর্তা ফলাহারো মহাবনম্ ॥২৩

ইচ্ছেয়মভ্যনুজ্ঞাতা আর্য্যয়া শ্বশুরেণ চ।
অনেন সহ নির্গন্তুং ন মেঽস্ত বিরহঃ ক্ষমঃ ॥২৪

গুর্বগ্নিহোত্রার্থকৃতে প্রস্থিতশ্চ হৃতস্তব।
ন নিবার্য্যো নিবার্য্যঃ স্যাদন্যথা প্রস্থিতো বনম্ ॥২৫

শ্বশুর ও শাশুড়ী বলিলেন,—তুমি শাস্ত্রের উপদেশানুসারে যথাবিধি ব্রত তো পালন করিয়াছ, এখন আহারের সময় হইয়াছে, অতঃপর কর্ত্তব্য ব্রতের পারণস্বরূপ আহার কর।১৬

সাবিত্রী বলিলেন,—সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে আমি ভোজন করিব এইরূপ কামনা করিয়াই আমি মনে মনে সঙ্কল্প ও শপথ করিয়াছি।১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী যখন ভোজন সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন সত্যবান্ কুঠার লইয়া বনে যাইতেছিলেন।১৮

তখন সাবিত্রী পতিকে বলিলেন,—তুমি একা আজ বনে যাইতে পারিবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব। তোমাকে একাকী যাইতে দিতে আমি উৎসাহ বোধ করিতেছি না।১৯

সত্যবান্ বলিলেন,—সুন্দরি। বনে তো পূর্ব্বে কখনও তুমি যাও নাই; বনের পথ অত্যন্ত কষ্টকর; তাহা ছাড়া তুমি উপবাসে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ, তুমি কি করিয়া বনের মধ্যে হাঁটিয়া যাইবে?২০

সাবিত্রী বলিলেন,—উপবাসে আমার কোন গ্লানি বা পরিশ্রম বোধ হয় নাই। তোমার সঙ্গে বনে যাইতে আমার খুব উৎসাহ হইতেছে, আমাকে নিষেধ করিও না।২১

সত্যবান্ বলিলেন,—যদি তোমার গমনে এতই উৎসাহ থাকে, তবে আমি তোমার প্রীতির জন্য তোমাকে বাধা দিব না। কিন্তু তুমি এক কাজ কর, আমার পিতামাতার অনুমতি নাও, তাহা হইলে আমার আর কোন দোষ থাকিবে না।২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন উত্তমব্রতপালনকারিণী সাবিত্রী শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমার স্বামী ফলাদি আনিবার জন্য গভীর বনে যাইতেছেন।২৩

পূজনীয় শ্বশুর শাশুড়ী। আপনারা অনুমতি

সংবৎসরঃ কিঞ্চিদূনো ন নিষ্ক্রান্তোঽহমাশ্রমাৎ।
বনং কুসুমিতং দ্রষ্টুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥২৬

দ্যুমৎসেন উবাচ।
যতঃ প্রভৃতি সাবিত্রী পিত্রা দত্তা স্নুষা মম।
নানয়াভ্যর্থনামুক্তপূর্বং স্মরাম্যহম্ ॥২৭

তদেষা লভতাং কামং যথাভিলষিতং বধূঃ।
অপ্রমাদশ্চ কর্তব্যঃ পুত্রি সত্যবতঃ পথি ॥২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
উভাভ্যামভ্যনুজ্ঞাতা সা জগাম যশস্বিনী।
সহ ভর্ত্রা হসন্তীব হৃদয়েন বিদূয়তা ॥২৯

করিলে আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই। আজ ইহার ক্ষণকাল বিরহও আমার নিকট দুঃসহ বোধ হইতেছে।২৪

শুরু ও অগ্নিহোত্রের কার্যসাধন কাষ্ঠ কাটিবার জন্য আপনার পুত্র বনে যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিবারণ করাও সম্ভব নয়, তাহা ছাড়া অন্য কোন কার্যে গেলেও যা নিবারণ করা চলিত।২৫

এক বৎসর পূর্ণ হইতে অল্পকণই বাকি আছে, আমি এই আশ্রম হইতে কোথাও যাই নাই; আজ কুসুমিত বনকে দর্শন করিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।২৬

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—যতদিন হইতে আমার এই পুত্রবধূ আমার কাছে আসিয়াছে, ততদিন হইতে সে আমার নিকট কখনও একটীবারও কোন আবদার করিয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে না।২৭

সুতরাং ইহার এই অভিলাষ পূর্ণ হউক। যাও মা, তুমি সত্যবানের সঙ্গে বনে যাও; কিন্তু পথে তাহার সহিত সর্ব্বথা প্রমাদশূন্য (সাবধান) হইয়াই অবস্থান করিবে।২৮

সা বনানি বিচিত্রাণি রমণীয়ানি সর্বশঃ।
মযূরগণজুষ্টানি দদর্শ বিপুলেক্ষণা ॥৩০
নদীঃ পুণ্যবহাশ্চৈব পুষ্পিতাংশ্চ নগোত্তমান্।
সত্যবানাহ পশ্যেতি সাবিত্রীং মধুরং বচঃ ॥৩১
নিরীক্ষমাণা ভর্তারং সর্বাবস্থমনিন্দিতা।
মৃত্যুমেব হি ভর্তারং কালে মুনিবচঃ স্মরন্ ॥৩২
অনুব্রজন্তী ভর্তারং জগাম মৃদুগামিনী।
দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তস্য কালমবেক্ষতী ॥৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি
সাবিত্র্যুপাখ্যানে ষড়ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলতা থাকিলেও যশস্বিনী সাবিত্রী শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়ের অনুমতি পাইয়া হাসিতে হাসিতে পতির সহিত বনে গমন করিলেন।২৯

সেই বিশালনয়না সাবিত্রী মযূরগণসেবিত রমণীয় বনসমূহের বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে করিতে চলিলেন।৩০

সত্যবান্ মধুর ভাষায় সাবিত্রীকে বলিলেন,—"এই পুণ্যজলবাহিনী নদী ও পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ দর্শন কর"।৩১

সতী সাধ্বী সাবিত্রী নিজ পতির সকল অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; কারণ, মুনির বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার এইরূপ নিশ্চয় হইয়া গিয়াছিল কি যে, সময় আসিলেই তাহার পতির মৃত্যু হইবে।৩২

সাবিত্রী যেন দুই হৃদয় লইয়া ভর্তার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এক হৃদয়ে তিনি পতির মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া গ্লানি অনুভব করিতেছেন, অপর হৃদয়ে তিনি স্বামীর সহিত হাসিয়া কথা বলিতে লাগিলেন।৩৩

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বে
সাবিত্রী-উপাখ্যানবিষয়ক ষড়ধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৬

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্রী-যমসংলাপঃ, সন্তুষ্টস্য যমরাজস্য সাবিত্র্যৈ বরদানম্, সত্যবতো জীবনপ্রত্যর্পণম্, সত্যবৎ-সাবিত্র্যোঃ পরস্পরং কথোপকথনম্, আশ্রমং প্রতি প্রস্থানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ ভার্য্যাসহায়ঃ স ফলান্যাদায় বীর্য্যবান্।
কঠিনং পুরয়ামাস ততঃ কাষ্ঠান্যপাটয়ৎ ॥১

তস্য পাটয়তঃ কাষ্ঠং স্বেদো বৈ সমজায়ত।
ব্যায়ামেন চ তেনাস্য জজ্ঞে শিরসি বেদনা ॥২

সোঽভিগম্য প্রিয়াং ভার্য্যামুবাচ শ্রমপীড়িতঃ।

সত্যবানুবাচ।

ব্যায়ামেন মমানেন জাতা শিরসি বেদনা ॥৩

অঙ্গানি চৈব সাবিত্রি হৃদয়ং দূয়তীব চ।
অস্বস্থমিব চাত্মানং লক্ষয়ে মিতভাষিণি ॥৪

শূলৈরিব শিরো বিদ্ধমিদং সংলক্ষয়াম্যহম্।
তৎ স্বপ্তুমিচ্ছে কল্যাণি ন স্থাতুং শক্তিরস্তি মে ॥৫

সা সমাসাদ্য সাবিত্রী ভর্ত্তারমুপলভ্য চ।
উৎসঙ্গেঽস্য শিরঃ কৃত্বা নিষসাদ মহীতলে ॥৬

ততঃ সা নারদবচো বিমৃশন্তী তপস্বিনী।
তং মুহূর্ত্তং ক্ষণং বেলাং দিবসঞ্চ যুযোজ হ ॥৭

মুহূর্ত্তাদেব চাপশ্যৎ পুরুষং রক্তবাসসম্।
বদ্ধমৌলিং বপুষ্মন্তমাদিত্যসমতেজসম্ ॥৮

শ্যামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়াবহম্।
স্থিতং সত্যবতঃ পার্শ্বে নিরীক্ষন্তং তথৈব চ ॥৯

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ভর্ত্তুর্ন্যস্য শনৈঃ শিরঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচার্ত্তা হৃদয়েন প্রবেপতী ॥১০

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সাবিত্রী ও যমের আলাপ, সন্তুষ্ট হইয়া যমরাজের সাবিত্রীকে বরদান, সত্যবানের জীবন প্রত্যর্পণ, সত্যবান্ ও সাবিত্রীর পরস্পর কথোপকথন এবং আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর বলবান্ সত্যবান্ পত্নীর সহিত ফলসমূহ আহরণ করিয়া একটী কাঠের টুকরী বোঝাই করিলেন; তারপর কাঠ কাটিতে লাগিলেন।১

কাঠ কাটিতে কাটিতে তাঁহার শরীর হইতে ঘাম ছুটিতে লাগিল এবং পরিশ্রমের ফলে তিনি মস্তকে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন তিনি পরিশ্রান্ত ও বেদনাপীড়িত হইয়া পত্নীর নিকট আসিয়া বলিলেন।

সত্যবান্ বলিলেন,—এই কাষ্ঠকর্ত্তনের পরিশ্রমে আমি মস্তকে বেদনা অনুভব করিতেছি।২-৩

সাবিত্রি। আমি সমস্ত শরীরে ও হৃদয়ে পর্য্যন্ত ভয়ানক পীড়া অনুভব করিতেছি। হে মিতভাষিণি। আমি নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ লক্ষ্য করিতেছি।৪

আমার মনে হইতেছে কেহ আমার মস্তকে শূল বিদ্ধ করিতেছে। কল্যাণি। আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি একটু ঘুমাইতে চাই।৫

তখন সাবিত্রী তাড়াতাড়ি স্বামীর নিকট গিয়া তাহার মস্তক নিজের কোলে রাখিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।৬

তখন তিনি নারদের কথা স্মরণ করত গণিয়া দেখিলেন যে, ঠিক সেই দিন, সেই বেলা, সেই মুহূর্ত্ত ও সেইক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।৭

এক মুহূর্ত্তের (দুইঘড়ি বা ৪৮ মিনিট) মধ্যেই তিনি দেখিলেন যে, মুকুটধারী, রক্তবস্ত্র পরিহিত, আদিত্যতুল্য জ্যোতিষ্মান্, কৃষ্ণবর্ণ, আরক্তচক্ষু, ভয়াবহ

সাবিত্র্যুবাচ।

দৈবতং ত্বাভিজানামি বপুরেতদ্ধ্যমানুষম্।
কাময়া ব্রূহি দেবেশ কস্ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি ॥১১

যম উবাচ।

পতিব্রতাসি সাবিত্রি তথৈব চ তপোঽন্বিতা।
অতস্ত্বামভিভাষামি বিদ্ধি মাং দ্বং শুভে যমম্ ॥১২
অয়ং তে সত্যবান্ ভর্তা কীর্ত্যাদ্যুঃ পার্থিবাত্মজঃ।
নেষ্যামি তমহং বদ্ধা বিদ্ধ্যেতন্মে চিকীর্ষিতম্ ॥১৩

সাবিত্র্যুবাচ।

শ্রূয়তে ভগবন্ দূতাস্তবাগচ্ছন্তি মানবান্।
নেতুং কিল ভবান্ কস্মাদাগতোঽসি স্বয়ং প্রভো ॥১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তঃ পিতৃরাজস্তাং ভগবান্ স্বচিকীর্ষিতম্।
যথাবৎ সর্বমাখ্যাতুং তৎপ্রিয়ার্থং প্রচক্রমে ॥১৫
অয়ঞ্চ ধর্মসংযুক্তো রূপবান্ গুণসাগরঃ।
নার্হো মৎপুরুষৈর্নেতুমতোঽস্মি স্বয়মাগতঃ ॥১৬
ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ ॥১৭
ততঃ সমুদ্ধৃতপ্রাণং গতশ্বাসং হতপ্রভম্।
নিরিচেষ্টং শরীরং তদ্ বভূবাপ্রিয়দর্শনম্ ॥১৮
যমস্তু তং ততো বদ্ধা প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ।
সাবিত্র্যপি চৈব দুঃখার্তা পথ্যেবান্বগচ্ছত।
নিয়মব্রতসংসিদ্ধা মহাভাগা পতিব্রতা ॥১৯

এক পুরুষ পাশহস্তে সত্যবানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।৮-৯

সেই পুরুষকে দর্শন করিয়া সাবিত্রী পতির মস্তক কোল হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া সহসা গাত্রোত্থান করত অন্তরে কাঁপিতে কাঁপিতে আর্তস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১০

সাবিত্রী বলিলেন,—আপনার এই অমানুষ শরীর দেখিয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া মনে হইতেছে। দেবেশ্বর! আপনি কৃপা করিয়া বলুন, আপনি কে? এবং কি করিতে এখানে আসিয়াছেন?১১

যম বলিলেন,—হে সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপস্বিনী। সুতরাং তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছি। হে শুভে! তুমি আমাকে যমরাজ বলিয়া জানিবে।১২

এই তোমার ভর্তা রাজপুত্র সত্যবান্ কীর্তিমান্ হইয়াছে; ইহাকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি।১৩

সাবিত্রী বলিলেন,— ভগবন্! শুনা যায় আপনার দূতগণ আসিয়া মানুষকে লইয়া যায়, কিন্তু হে প্রভো! আপনি স্বয়ং কেন আসিয়াছেন?১৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী এই কথা বলিলে তখন ভগবান্ পিতৃরাজ যম তাঁহার প্রীতির জন্য নিজের কর্তব্য সব বলিতে আরম্ভ করিলেন।১৫

এই সত্যবান্ রূপবান্, গুণের সাগর এবং ধর্মবলে বলীয়ান্; সুতরাং এ আমার দূতগণ কর্তৃক নীত হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং আমি স্বয়ংই ইহাকে লইতে আসিয়াছি।১৬

এই বলিয়া যম সত্যবানের শরীর হইতে পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র বিবশ পুরুষকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিলেন।১৭

তখন প্রাণ নির্গত হওয়ায় শ্বাসহীন সেই দেহ প্রভা ও চেষ্টাশূন্য হইয়া দেখিতে অপ্রিয় কদাকার হইয়া উঠিল।১৮

যম তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়া তাহাকে লইয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। তখন নিয়মব্রত-

যম উবাচ।

নিবর্ত্ত গচ্ছ সাবিত্রি কুরুষাস্যৌর্দ্ধদেহিকম্।
কৃতং ভর্ত্তুস্ত্বয়ানৃণ্যং যাবদ্ গম্যং গতং ত্বয়া ॥২০

সাবিত্র্যুবাচ।

যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি।
ময়া চ তত্র গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥২১
তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্ত্তুঃ স্নেহাদ্ ব্রতেন চ।
তব চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ ॥২২
প্রাহুঃ সাপ্তপদং মৈত্রং বুধাস্তত্ত্বার্থদর্শিনঃ।
মিত্রতাঞ্চ পুরস্কৃত্য কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥২৩
নানাশ্রুতস্তু বনে চরন্তি
ধর্ম্মঞ্চ যাঞ্চ পরিপ্রমঞ্চ।
বিজানতো ধর্ম্মমুদাহরন্তি
তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২৪

একস্য ধর্ম্মস্য সতাং মতেন
সর্ব্বে স্ম তং মার্গমনুপ্রপন্নাঃ।
মা বৈ দ্বিতীয়ং মা তৃতীয়ঞ্চ কাঙ্ক্ষেৎ
তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২৫

যম উবাচ।

নিবর্ত্ত তুষ্টোঽস্মি তবানঘা শিরা
স্বরাক্ষরব্যঞ্জনহেতুযুক্তয়া।
বরং বৃণীষ্বেহ বিনাস্য জীবিতং
প্রদানি তে সর্ব্বমনিন্দিতে বরম্ ॥২৬

কর্ষিতা মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা সাবিত্রী দুঃখে অভিভূত হইয়া যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।১৯

যম বলিলেন,—হে সাবিত্রি! তুমি ফিরিয়া যাও; তোমার স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসকল (অন্ত্যেষ্টি সংস্কারাদি) সমাপন কর। পতির ঋণ হইতে তুমি মুক্ত হইয়াছ; পতির অনুগমন যতদূর পর্য্যন্ত করা উচিত, তাহা তুমি করিয়াছ; এখন তুমি ফিরিয়া যাও।২০

সাবিত্রী বলিলেন,—যেখানে আমার পতিকে আপনি লইয়া যাইতেছেন অথবা আপনি স্বয়ং যেখানে যাইতেছেন, আমারও সেইখানে যাওয়া কর্ত্তব্য; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।২১

তপস্যা, গুরুজনে ভক্তি, পতির স্নেহ, ব্রত এবং আপনার প্রসন্নতার প্রভাবে আমার গতি অপ্রতিহতা হইয়াছে, (সুতরাং আমি চলিতে কোন কষ্টবোধ করিতেছি না)।২২

তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্‌গণ বলেন, কাহারও সহিত সাত পা পর্য্যন্ত গেলেই তাহার সহিত মিত্রতা হয়, সুতরাং আপনার সহিত সেই মিত্রতার বলে আপনাকে কিছু বলিব, শুনুন।২৩

যাঁহারা মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বনে বাস করিয়া ধর্ম্মপালন, গুরুকুলে বাস ও তপস্যা করিতে পারেন না; সংযতমনা পুরুষই ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারেন। মহাপুরুষগণ বলেন—বিবেক বিচারে ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয়, এজন্য সাধুগণ ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন।২৪

যে কোন একটি বর্ণের (ব্রাহ্মণাদি জাতির) ধর্ম্ম সৎপুরুষ সম্যগ্‌ভাবে পালন করিলে সকল লোকই সেই পথের অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হয়; সুতরাং দ্বিতীয় বা তৃতীয় মার্গের ইচ্ছা করা উচিত নয়; এইজন্য সাধুগণ ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন।২৫

যম বলিলেন,—হে অনিন্দিতে সাবিত্রি! তুমি ফিরিয়া যাও। তোমার স্বর, অক্ষর, ব্যঞ্জন এবং যুক্তিযুক্তসমন্বিত বাক্যদ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি সত্যবানের প্রাণভিন্ন আর যে কোন বর চাহিয়া লও; আমি তোমাকে সব কিছুই প্রদান করিব।২৬

সাবিত্র্যুবাচ।

চ্যুতঃ স্বরাজ্যাদ্ বনবাসমাশ্রিতো
বিনষ্টচক্ষুঃ শ্বশুরো মমাশ্রমে।
স লব্ধচক্ষুর্বলবান্ ভবেন্নৃপ-
স্তব প্রসাদাজ্জ্বলনার্কসন্নিভঃ ॥২৭

যম উবাচ।

যদ্যদ্যি তেঽহমং তমনিন্দিতে বরং
যথা যদুক্তং ভবিতা চ তৎ তথা।
তবাধ্বনা গ্লানিমিবোপলক্ষয়ে
নিবর্ত্ত গচ্ছন্ন হি তে শ্রমো ভবেৎ ॥২৮

সাবিত্র্যুবাচ।

শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো হি মে
যতো হি ভর্তা মম সা গতির্ধ্রুবা।
যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতিঃ
সুরেশ ভূয়শ্চ বচো নিবোধ মে ॥২৯

সতাং সকৃৎসঙ্গতমীপ্সিতং পরং
ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে।
ন চাফলং সৎপুরুষেণ সঙ্গতং
ততঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে ॥৩০

যম উবাচ।

মনোঽনুকূলং বুধবুদ্ধিবর্দ্ধনং
ত্বয়া যদুক্তং বচনং হিতাশ্রয়ম্।
বিনা পুনঃ সত্যবতোঽস্য জীবিতং
বরং দ্বিতীয়ং বরয়স্ব ভামিনি ॥৩১

সাবিত্র্যুবাচ।

হৃতং পুরা মে শ্বশুরস্য ধীমতঃ
স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্থিবঃ।
জহ্যাৎ স্বধর্মং ন চ মে গুরুর্যথা
দ্বিতীয়মেতদ্ বরয়ামি তে বরম্ ॥৩২

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার শ্বশুর চক্ষু হারাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং আশ্রমে বাস করিতেছেন। তিনি আপনার প্রভাবে পুনরায় চক্ষুলাভ করুন এবং বলবান্, সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী হউন।২৭

যম বলিলেন,—হে অনিন্দিতে! তোমার অভীষ্ট বর প্রদান করিলাম; তুমি যাহা চাহিয়াছ, তাহাই হইবে। তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ বলিয়া বোধ হইতেছে। এবার তুমি ফিরিয়া যাও, যাহাতে তোমার আরও শ্রান্তি না হয়।২৮

সাবিত্রী বলিলেন,—স্বামীর কাছে থাকিয়া আমার আবার শ্রম কিসের? যেখানে আমার স্বামীর গতি, আমারও গতি সেইখানেই। যেখানে আমার পতিকে লইয়া যাইতেছেন, উহাই আমারও গন্তব্যস্থল। হে সুরেশ! পুনরায় আপনাকে আমি বলিতেছি, উহা শ্রবণ করুন।২৯

সৎপুরুষের সহিত একবার সঙ্গও ঈপ্সিত; কারণ, তাহাতেই তাঁহার সহিত মিত্রতা হয়, সৎসঙ্গ কখনও নিষ্ফল হয় না; অতএব সৎপুরুষের সঙ্গ লাভ করিলে সদা তাঁহার সহিতই বাস করিবে।৩০

যম বলিলেন,—তুমি যাহা বলিলে, তাহা হিতকর, আমার মনের অনুকূল এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞানের বর্দ্ধক। সুতরাং হে ভামিনি! আমি তোমাকে দ্বিতীয় বর দিব; তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে যে কোন বর প্রার্থনা কর।৩১

সাবিত্রি বলিলেন,—আমার বুদ্ধিমান্ শ্বশুর তাঁহার পূর্ব্বের হৃত রাজ্য পুনরায় লাভ করুন এবং আমার পূজ্য গুরু (শ্বশুর) যেন স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হন—ইহাই আমার দ্বিতীয় বর।৩২

যম উবাচ।

অমেব রাজ্যং প্রতিপৎস্যতেঽচিরা-
ন্ন চ স্বধর্মাৎ পরিহাস্যতে নৃপঃ।
কৃতেন কামেন মমা নৃপাত্মজে
নিবর্ত্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥৩৩

সাবিত্র্যুবাচ।

প্রজাস্বয়ৈতা বিনয়েন সংযতা
নিয়ম্য চৈতা নয়সে নিকামযা।
ততো যমত্বং তব দেব বিশ্রুতং
নিবোধ চেমাং গিরমীরিতাং ময়া ॥৩৪

অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৩৫

এবংপ্রায়শ্চ লোকোঽয়ং মনুষ্যাঃ শক্তিপেশলাঃ।
সন্তস্ত্বেবাপ্যমিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেষু কুর্ব্বতে ॥৩৬

যম উবাচ।

পিপাসিতস্যেব যথা পয়-
স্তথা মমা বাক্যমিদং সমীরিতম্।
বিনা পুনঃ সত্যবতোঽস্য জীবিতং
বরং বৃণীষ্বেহ শুভে যদিচ্ছসি ॥৩৭

সাবিত্র্যুবাচ।

মমানপত্যঃ পৃথিবীপতিঃ পিতা
ভবেৎ পিতুঃ পুত্রশতং তথৌরসম্।
কুলস্য সন্তানকরঞ্চ যদ্ ভবেৎ
তৃতীয়মেতদ্ বরয়ামি তে বরম্ ॥৩৮

যম উবাচ।

কুলস্য সন্তানকরং সুবর্চসং
শতং সুতানাং পিতুরস্তু তে শুভে।
কৃতেন কামেন নরাধিপাত্মজে
নিবর্ত্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা ॥৩৯

যম বলিলেন,—তোমার শ্বশুর রাজা দ্যুমৎসেন শীঘ্রই পুনরায় নিজরাজ্য অনায়াসে প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি কামনার বশীভূত হইয়াও কখনও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না। রাজকুমারি! আমার দ্বারা তোমার কামনা পূর্ণ হইয়াছে। এখন তুমি ফিরিয়া যাও, যাহাতে তোমার অযথা পরিশ্রম না হয় ।৩৩

সাবিত্রী বলিলেন,—হে দেব! আপনি এই সকল প্রজাকে লইয়া গিয়া নিয়মানুসারে সংযমের সহিত নিজের বশীভূত করিয়া রাখেন এবং পরে আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন লোকে পাঠাইয়া দেন; এই জন্যই আপনার 'যম' এই নাম জগতে বিখ্যাত। অতঃপর আমি যাহা বলিব, তাহা শ্রবণ করুন ।৩৪

কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর প্রতি দ্রোহ না করা, সকলের উপর দয়াভাব রাখা ও দান করা ইহাই সৎপুরুষগণের সনাতন ধর্ম্ম ।৩৫

এ সংসারে সকল লোকই প্রায় অল্পায়ু, বিশেষতঃ মনুষ্যগণ তো শক্তিহীন; কিন্তু আপনার ন্যায় সৎপুরুষগণ শত্রুগণও শরণাগত হইলে তাহার উপরও দয়া করিয়া থাকেন (সুতরাং আমার ন্যায় দীনা মানুষীকে আপনি দয়া কেন না করিবেন?) ।৩৬

যম বলিলেন,—পিপাসিত ব্যক্তির নিকট জল যেমন প্রিয়, তোমার বাক্যগুলিও তেমনই প্রিয় বোধ হইতেছে। হে শুভে! তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য যে কোন তৃতীয় অভীষ্ট বর গ্রহণ কর ।৩৭

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার পিতা রাজা হইয়াও পুত্রহীন, যেন তাঁহার ঔরসে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যাহারা তাঁহার কুলপরম্পরায় সন্তানদ্বারা রক্ষা করিতে পারে—এই আমি এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলাম ।৩৮

সাবিত্র্যুবাচ।

ন দূয়সেঽস্মদ্য ভর্তৃসাদ্বৌ
মনো হি মে দূয়তরং প্রধাবতি।
অথ ব্রজন্যেব শিরং সমুদ্ধতাং
ন্যরোচ্যমানাং শৃণু ভূয় এব চ ॥৪০

বিবস্বতস্ত্বং তনয়ঃ প্রতাপবান্-
স্ততো হি বৈবস্বত উচ্যসে বুধৈঃ।
সমেন ধর্মেণ চরন্তি তাঃ প্রজা-
স্তস্মাত্তবেহেশ্বর ধর্মরাজতা ॥৪১

আত্মন্যপি ন বিশ্বাসস্তথা ভবতি সৎসু যঃ।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ সর্বঃ প্রণয়মিচ্ছতি ॥৪২

সৌহৃদাৎ সর্বভূতানাং বিশ্বাসো নাম জায়তে।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ ॥৪৩

যম উবাচ।

উদাহৃতং তে বচনং যথা জনে
শুভে ন তাদৃক্ ত্বদৃতে শ্রুতং ময়া।
অনেন তুষ্টোঽস্মি বিনা সত্যবিত্তং
বরং চতুর্থং বরয়স্ব গচ্ছ চ ॥৪৪

সাবিত্র্যুবাচ।

যথাত্মজং সত্যবতস্তথৌরসং
ভবেদ্ভবত্তাত্যামিহ যৎ কুলোদ্বহম্।
শতং সুতানাং বলবীর্যশালিনা-
মিদং চতুর্থং বরয়ামি তে বরম্ ॥৪৫

যম উবাচ।

শতং সুতানাং বলবীর্যশালিনাং
ভবিষ্যতি প্রীতিকরং তবাবলে।
পরিশ্রমস্তে ন ভবেদ্ পাঞ্চজে
নিবর্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা ॥৪৬

যম বলিলেন,—শুভে! তোমার পিতার তেজস্বী শত পুত্র হউক, যাহারা তোমার পিতার সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। রাজকুমারি! তোমার এ কামনাও আমি পূরণ করিলাম। এবার তুমি ফিরিয়া যাও, তুমি অনেক পথ আসিয়াছ।৩৯

সাবিত্রী বলিলেন,—আমি স্বামীর নিকটে অবস্থিত থাকায় আমার কাছে ইহা দূরস্থ বলিয়াই মনে হইতেছে না। অনন্তর আপনার সঙ্গে যাইতে যাইতে আমি যে কথা বলিব, তাহা আপনি কৃপা করিয়া পুনরায় শ্রবণ করুন।৪০

আপনি বিবস্বান্ (সূর্য)-দেবের প্রতাপশালী পুত্র, এজন্য বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন এবং আপনি ধর্মানুসারে সমস্ত প্রজার উপর সমানভাবে আচরণ করেন, এজন্য আপনাকে ধর্মরাজ বলা হয়।৪১

মানুষ নিজেকে যেরূপ বিশ্বাস করিতে পারে না, যেরূপ বিশ্বাস সে সজ্জনে করিয়া থাকে। এজন্য সজ্জনগণের সহিতই সকলে প্রণয় করিতে ইচ্ছা করে।৪২

সৌহার্দ্যবশতই সকল প্রাণীর পরস্পরের উপর বিশ্বাস জন্মে। সজ্জনগণের মধ্যে সেই সৌহার্দ্যভাব সর্বদা থাকায় সকলে তাঁহাদিগকেই বিশ্বাস করে।৪৩

যম বলিলেন,—অনঘে! যেমন মধুর কথা তুমি বলিতেছ, তুমি ভিন্ন আর কাহারও নিকট আমি এরূপ কথা শুনি নাই। কল্যাণি! এজন্য আমি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে কোন চতুর্থ বর চাহিয়া লও এবং ফিরিয়া যাও।৪৪

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার গর্ভে ও পতি সত্যবানের ঔরসে বংশরক্ষক বলবীর্যশালী শত পুত্র জন্মলাভ করুক—এই আমি আপনার নিকট চতুর্থ

সাবিত্র্যুবাচ।

সতাং সদা শাশ্বতধর্মবৃত্তিঃ
সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তি।
সতাং সঙ্গির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি
সন্ত্যো ভয়ং নানুবর্ত্তন্তি সন্তঃ ॥৪৭
সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং
সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।
সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্
সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ ॥৪৮
আর্য্যজুষ্টমিদং বৃত্তমিতি বিজ্ঞায় শাশ্বতম্।
সন্তঃ পরার্থং কুর্বাণা নাপেক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥৪৯
ন চ প্রসাদঃ সৎপুরুষেষু মোঘো
ন চাপ্যর্থো নশ্যতি নাপি মানঃ।
যস্মাদেতন্নিয়তং সৎসু নিত্যং
তস্মাৎ সন্তো রক্ষিতারো ভবন্তি ॥৫০

যম উবাচ।

যথা যথা ভাষসি ধর্মসংহিতং
মনোঽনুকূলং সুপদং মহার্থবৎ।
তথা তথা মে ত্বয়ি ভক্তিরুত্তমা
বরং বৃণীষ্বাপ্রতিমং পতিব্রতে ॥৫১

সাবিত্র্যুবাচ।

ন তেঽপবর্গঃ সুকৃতাদ্ বিনাকৃত-
স্তথা যথান্যেষু বরেষু মানদ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং
যথা মৃতা ত্বেবমহং পতিং বিনা ॥৫২

বর প্রার্থনা করিতেছি ।৪৫

যম বলিলেন,—অবলে। তোমার প্রীতিকর বলবীর্য্যশালী শত পুত্র তোমার হইবে। রাজকুমারি! তুমি আর পরিশ্রম করিয়া আসিও না। এখন ফিরিয়া যাও। তুমি অনেক পথ চলিয়া আসিয়াছ ।৪৬

সাবিত্রী বলিলেন,—সজ্জনগণ সদাই ধর্ম্মানুকূল আচরণ করিয়া থাকেন। সৎপুরুষগণ ধর্ম্মাচরণে কখনও অবসন্ন বা ব্যথিত হন না। সজ্জনগণের সহিত সজ্জনগণের সঙ্গ কখনও নিষ্ফল হয় না এবং সজ্জনগণ হইতে সজ্জনগণের কখনও ভয় হয় না।৪৭

সজ্জনগণই সত্যের দ্বারা সূর্য্যকে চালিত করেন, সজ্জনগণই তপস্যার দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ। সজ্জনগণই বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের একমাত্র গতি এবং সজ্জনগণের মধ্যে থাকিয়া সজ্জন কখনও দুঃখ পান না ।৪৮

সজ্জনগণের আচরিত এই সনাতন সদাচার —ইহা জানিয়া শ্রেষ্ঠপুরুষগণ পরোপকার করিয়া থাকে এবং পরস্পর একে অপরের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না ।৪৯

সৎপুরুষগণের প্রসন্নতা কখনও বিফল হয় না। তাঁহাদের কৃপায় সজ্জনের মান ও অর্থ কখনও নষ্ট হয় না; যেহেতু এই গুণগুলি (প্রসন্নতা, অর্থ ও মান) সৎপুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে; সেইজন্য সৎপুরুষগণ সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা হন। ৫০

যম বলিলেন,—পতিব্রতে। তুমি যেমন যেমন মধুর, ধর্ম্মানুকূল, মনোরম ও গূঢ়ার্থবিশিষ্ট কথাগুলি বলিতেছ, তোমার উপর আমার ঠিক তেমন তেমনই উত্তমা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতেছে। অতএব তুমি আমার নিকট হইতে কোন উৎকৃষ্ট বর চাহিয়া লও ।৫১

সাবিত্রী বলিলেন,—হে মানদ। আপনার প্রসাদ আমার পুত্রপ্রাপ্তিরূপ অন্তিম বরটি পুণ্যময় দাম্পত্য-সংযোগ ব্যতীত সফল হইবে না। যেরূপে অন্য বরগুলি সিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ এই বর সিদ্ধ হইবে

ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা সুখং
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্।
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং
ন ভর্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্ ॥৫৩

বরাতিসর্গঃ শতপুত্রতা মম
ত্বয়ৈব হৃতো ম্রিয়তে চ যে পতিঃ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং
তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি ॥৫৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা তু তং পাশং মুক্ত্বা বৈবস্বতো যমঃ।
ধর্মরাজঃ প্রহৃষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রবীৎ ॥৫৫

এষ তদ্রে ময়া মুক্তো ভর্তা তে কুলনন্দিনি।
(তোষিতোঽহং ত্বয়া সাধ্বি বাক্যৈর্ধর্মার্থসংহিতৈঃ।)
অরোগস্তব নেতৃশ্চ সিদ্ধার্থঃ স ভবিষ্যতি ॥৫৬

চতুর্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্ধমবাপ্স্যতি।
ইষ্ট্বা ক্রতূংশ্চ ধর্মেণ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥৫৭

ত্বয়ি পুত্রশতং চৈব সত্যবান্ জনয়িষ্যতি।
তে চাপি সর্বে রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুত্রপৌত্রিণঃ ॥৫৮

খ্যাতাস্ত্বন্নামধেয়াশ্চ ভবিষ্যন্ত্যাহ শাশ্বতঃ।
পিতুশ্চ তে পুত্রশতং ভবিতা তব মাতরি ॥৫৯

মালব্যাং মালবা নাম শাশ্বতাঃ পুত্রপৌত্রিণঃ।
ভ্রাতরস্তে ভবিষ্যন্তি ক্ষত্রিয়াস্ত্রিদশোপমাঃ ॥৬০

এবং তস্যৈ বরং দত্ত্বা ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্।
নিবর্তয়িত্বা সাবিত্রীং স্বমেব ভবনং যযৌ ॥৬১

সাবিত্র্যপি যমে যাতে ভর্তারং প্রতিলভ্য চ।
জগাম তত্র যত্রাস্তা ভর্তুঃ শাবং কলেবরম্ ॥৬২

না, সেইজন্য এই বর চাহিতেছি যে, আমার পতি এই সত্যবান জীবিত হউন, তাঁহাকে বিনা আমি মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছি।৫২

আমি স্বামীকে ছাড়িয়া কোন ঐহিক সুখ চাহি না, অথবা স্বর্গও চাহি না; তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনরূপ ঐশ্বর্য্য এমন কি আমি বাঁচিয়া থাকিতেও চাহি না।৫৩

আপনিই আমাকে বর দিলেন, 'আমার শতপুত্র হউক', অথচ আপনিই আমার পতিকে হরণ করিতেছেন, ইহা বড়ই অদ্ভুত মনে হইতেছে। সুতরাং আমি বর প্রার্থনা করিতেছি যে, সত্যবান্ জীবিত হউন, তাহা হইলে আপনার বাক্যও সত্য হইবে।৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—'তাহাই হউক' বলিয়া সূর্য্যতনয় ধর্মরাজ যম সত্যবান্‌কে পাশমুক্ত করিয়া আনন্দিত হৃদয়ে এই কথা বলিলেন।৫৫

হে ভদ্রে! এই নাও আমি তোমার পতিকে আমি মুক্ত করিয়া দিলাম। সত্যবান্ কুলের আনন্দবর্দ্ধনকারিণি। (আমি তোমার ধর্ম্মার্থপূর্ণ-বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি)। এই সত্যবান্ নীরোগ, সকল মনোরথ ও তোমাদ্বারা লইয়া যাইবার যোগ্য হইয়াছে।৫৬

তোমার সহিত এই সত্যবান্ চারিশত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিবে।৫৭

সত্যবান্ তোমাতে শতপুত্র উৎপাদন করিবে। সেইসব ক্ষত্রিয় রাজকুমার রাজা হইবে এবং পুত্র-পৌত্রশালী হইবে।৫৮

জগতে তোমারই নামে তাহারা শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিবে। তোমার মাতার গর্ভেও তোমার পিতার শতপুত্র জন্মলাভ করিবে।৫৯

তাহারা তোমার মাতা মালবীর গর্ভে জন্মলাভ করায় 'মালব' নামে বিখ্যাত হইবে। তোমার

সা তুষ্টা প্রেক্ষ্য ভর্তারমুপস্থত্যোপগৃহ্য চ।
উৎসঙ্গে শির আধোপ্য ভূমাবুপবিবেশ হ ॥৬৩
সংজ্ঞাঞ্চ স পুনর্লব্ধ্বা সাবিত্র্যৈবভ্যভাষত।
প্রোষ্যাগত ইব প্রেষ্যা পুনঃ পুনরুদীক্ষ্য বৈ ॥৬৪

সত্যবানুবাচ।

সুচিরং বত সুপ্তোঽস্মি কিমর্থং নাববোধিতঃ।
ক চাসৌ পুরুষঃ শ্যামো যোঽসৌ মাং সমকর্ষ হ ॥৬৫

সাবিত্র্যুবাচ।

সুচিরং ত্বং প্রসুপ্তোঽসি মমাঙ্কে পুরুষর্ষভ।
গতঃ স ভগবান্ দেবঃ প্রজাসংযমনো যমঃ ॥৬৬
বিশ্রান্তোঽসি মহাভাগ বিনিদ্রশ্চ নৃপাত্মজ।
যদি শক্যং সমুত্তিষ্ঠ বিগাঢ়াং পশ্য শর্বরীম্ ॥৬৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সুখসুপ্ত ইবোত্থিতঃ।
দিশঃ সর্বা বনান্তাংশ্চ নিরীক্ষ্যোবাচ সত্যবান্ ॥৬৮
ফলাহারোঽস্মি নিষ্ক্রান্তস্ত্বয়া সহ সুমধ্যমে।
ততঃ পাটবতঃ কাষ্ঠং শিরসো মে রুজাভবৎ ॥৬৯
শিরোঽভিতাপসন্তপ্তঃ স্থাতুং চিরমশক্নুবন্।
তবোৎসঙ্গে প্রসুপ্তোঽস্মি ইতি সর্বং স্মরে শুভে ॥৭০

ত্বয়োপগূঢ়স্য চ মে নিদ্রয়াপহৃতং মনঃ।
ততোঽপশ্যং তমো ঘোরং পুরুষঞ্চ মহৌজসম্ ॥৭১

তদ্ যদি ত্বং বিজানাসি কিং তদ্ ব্রূহি সুমধ্যমে।
স্বপ্নো মে যদি বা দৃষ্টো যদি বা সত্যমেব তৎ ॥৭২

ক্ষত্রিয় ভ্রাতারা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট এবং দেবগণের ন্যায় তেজস্বী হইবে।৬০

এইরূপে প্রভাবশালী ধর্মরাজ সাবিত্রীকে বরদান করত তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া নিজ ভবনে চলিয়া গেলেন।৬১

যম চলিয়া গেলে সাবিত্রীও পতিকে লাভ করত সেই স্থানে চলিয়া গেলেন, যেখানে সত্যবানের মৃতদেহ পড়িয়াছিল।৬২

তিনি পতিকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার মস্তক নিজ কোলে লইলেন এবং বসিতে বসিলেন।৬৩

পুনরায় জ্ঞানলাভ করিয়া সত্যবান্ প্রবাস হইতে আগত পুরুষের ন্যায় প্রেমের সহিত সাবিত্রীকে বারংবার দর্শন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন।৬৪

সত্যবান্ বলিলেন,—আমি অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, তুমি আমাকে জাগাও নাই কেন? যে আমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই শ্যামবর্ণ পুরুষটী কোথায় গেল।৬৫

সাবিত্রী বলিলেন,—তুমি অনেকক্ষণ আমার কোলে ঘুমাইয়াছিলে। প্রজাগণের নিয়ন্তা ভগবান্ যমই সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ, তিনি এখন চলিয়া গিয়াছেন।৬৬

মহাভাগ রাজপুত্র! তুমি অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছ এবং তুমি নিদ্রামুক্তও হইয়াছ। যদি উঠিতে পার, তবে উঠ; দেখ অনেক গভীর রাত্রি হইয়াছে।৬৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া সুখসুপ্ত ব্যক্তি যেমন জাগরিত হয়, তেমনই ভাবে জাগরিত হইয়া সকল দিক্ ও বনান্তসমূহ নিরীক্ষণ করত সত্যবান্ সাবিত্রীকে বলিলেন,—সুমধ্যমে! আমি ফলাদি আহরণ করিবার জন্য তোমার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম; ফল আহরণ করিয়া কাঠ কাটিবার সময় আমার মাথায় ভয়ানক বেদনা হইতে লাগিল।৬৮-৬৯

শিরোবেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া তোমার কোলে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। হে শুভে! এ সব কথা আমার এখন স্মরণ হইতেছে।৭০

তমুবাচাথ সাবিত্রী রজনী ব্যবগাহতে।
যন্তে সর্বে যথাবৃত্তমাখ্যাস্যামি নৃপাত্মজ ॥৭৩
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে পিতরৌ পশ্য সুব্রত।
বিগাঢ়া রজনী হ্যেষা নিবৃত্তশ্চ দিবাকরঃ ॥৭৪
নক্তঞ্চরাশ্চরন্ত্যেতে ক্রূরাস্তিষ্ঠাবিণঃ।
শ্রূয়ন্তে পর্ণশব্দাশ্চ মৃগাণাং চরতাং বনে ॥৭৫
এতা ঘোরং শিবা নাদান্ বিশশ্চ দক্ষিণপশ্চিমাম্।
আশ্বায় বিরুবন্ত্যগ্রাঃ কম্পয়ন্ত্যো মনো মম ॥৭৬

সত্যবানুবাচ।

বনং প্রতিভয়াকারং ঘনেন তমসাবৃতম্।
ন বিজানামি পন্থানং গন্তুং চৈব ন শক্নোমি ॥৭৭

সাবিত্র্যুবাচ।

অস্মিন্নগ্ন বনে দগ্ধে শুষ্কবৃক্ষঃ স্থিতো জ্বলন্।
বায়ুনা ধম্যমানোঽত্র ধূম্যতেঽগ্নিঃ কচিৎ কচিৎ ॥৭৮

ততোঽগ্নিমানয়িষ্যেহ জ্বালয়িষ্যামি সর্বতঃ।
কাষ্ঠানীমানি তদ্ভাহ জহি সন্তাপমাত্মনঃ ॥৭৯

যদি নোৎসহসে গন্তুং সকৃজ্জং ত্বাং হি লক্ষয়ে।
ন চ জ্ঞাস্যসি পন্থানং তমসা সংবৃতে বনে ॥৮০

যঃ প্রভাতে বনে দৃষ্টে যাস্যাবোঽনুমতে তব।
বসাবেহ ক্ষপামেকাং ক্বচিত্তং যদি তেঽনঘ ॥৮১

তোমার অঙ্গস্পর্শে আমার মন নিদ্রায় অভিভূত হইল এবং তাহার পরই আমি সব অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতে লাগিলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরে সেই শ্যামবর্ণ জ্যোতির্ময় পুরুষকে দর্শন করিলাম।৭১

হে সুমধ্যমে। তুমি যদি জান, তবে সত্য করিয়া বল; আমি যাহা দেখিলাম, তাহা কি স্বপ্ন না সত্য।৭২

সাবিত্রী তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজপুত্র। এখন আশ্রমে চল; রাত্রি অনেক হইয়াছে; আগামী কল্য আমি তোমাকে যাহা হইয়াছে, তাহা সব বলিব।৭৩

সুব্রত। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি তাড়াতাড়ি উঠ, তোমার পিতামাতাকে দর্শন কর; ঘোর রাত্রি হইয়াছে, সূর্যদেব অনেকক্ষণ অস্তমিত হইয়াছেন।৭৪

ক্রূরস্বভাবী নিশাচরসমূহ ইতস্ততঃকরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ঐ শুন, বনে বিচরণকারী পশুপক্ষীর পায়ের শব্দ শুনা যাইতেছে।৭৫

এই শিবাগণ ঘোর শব্দ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যাইয়া আরও ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। তাহাদের এই স্বরে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।৭৬

সত্যবান্ বলিলেন,—বন যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ঘোরতর ধারণ করিয়াছে, তাহাতে তুমি পথ চিনিতে পারিবে না এবং যাইতেও সমর্থ হইবে না।৭৭

সাবিত্রী বলিলেন,—এই বনে আজ আগুন লাগিয়াছিল। ঐ দেখ একটি শুষ্কবৃক্ষ এখনও জ্বলিতেছে। বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া ঐ আগুন কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে।৭৮

এখানে এই যে কাঠগুলি রহিয়াছে, ঐ আগুন আনিয়া ঐগুলিকে জ্বালাইয়া দিব। তুমি নিজ চিন্তা দূর কর।৭৯

আমি তোমাকে এখনও কষ্ট মনে করিতেছি, সেইজন্য যদি যাইতে সাহস না কর, কিংবা এই অন্ধকারাবৃত বনে পথ চিনিতে পারিবে না মনে কর, তবে তোমার যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে যখন স্পষ্টভাবে বনের সব কিছু দেখিতে পাইব, তখন কাল সকাল বেলায় আমরা দুইজনে যাইব। হে নিষ্পাপে! যদি তোমার ইহাই রুচিকর হয়, তবে একরাত্রি আমরা এই বনে বাস করিব।৮০-৮১

সত্যবানুবাচ।

শিরোরুজা নিবৃত্তা মে স্বস্থাস্যঙ্গানি লক্ষয়ে।
মাতাপিতৃভ্যামিচ্ছামি সঙ্গমং ত্বৎপ্রসাদজম্ ॥৮২
ন কদাচিদ্ বিকালং হি গতপূর্বো মহাশ্রমঃ।
অনাগতায়াং সন্ধ্যায়াং মাতা মে প্ররুণদ্ধি মাম্ ॥৮৩
দিবাপি ময়ি নিষ্ক্রান্তে সন্তপ্যেতে গুরুর্মম।
বিচিনোতি হি মাং তাতঃ সহৈবাশ্রমবাসিভিঃ ॥৮৪
মাত্রা পিত্রা চ সুভৃশং দুঃখিতাভ্যামহং পুরা।
উপালব্ধশ্চ বহুশশ্চিরেণাগচ্ছসীতি হ ॥৮৫
কা ত্ববস্থা তয়োরদ্য মদর্থমিতি চিন্তয়ে।
তয়োরদৃশ্যে ময়ি চ মহদ্ দুঃখং ভবিষ্যতি ॥৮৬

পুরা মামূচতুশ্চৈব রাত্রাবভ্যাগতৌ।
ভৃশং সুদুঃখিতৌ বৃদ্ধৌ বহুশঃ প্রীতিসংযুতৌ ॥৮৭
ত্বয়া হীনৌ ন জীবাব মুহূর্তমপি পুত্রক।
যাবদ্ ধরিষ্যতে পুত্র তাবন্নৌ জীবিতং ধ্রুবম্ ॥৮৮
বৃদ্ধয়োরন্ধয়োর্নিত্যং ত্বয়ি বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ কীর্তিশ্চ সন্তানং চাবয়োরিতি ॥৮৯
মাতা বৃদ্ধা পিতা বৃদ্ধস্তয়োর্ষষ্টিরহং কিল।
তৌ রাত্রৌ মামপশ্যন্তৌ কামবস্থাং গমিষ্যতঃ ॥৯০
নিদ্রায়াশ্চাভ্যসূয়ামি ধন্যা হেতোঃ পিতা মম।
মাতা চ সংশয়ং প্রাপ্তা মৎকৃতেঽনপকারিণী ॥৯১

সত্যবান্ বলিলেন আমার শিরোবেদনা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং অঙ্গ সকলও সুস্থই মনে হইতেছে। আজ তোমার কৃপাপ্রসাদে আমি আমার মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইতে চাই ।৮২

আমি কখনও পূর্বে অসময়ে আশ্রমে ফিরি নাই। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই মা আমাকে রুদ্ধ করিয়া রাখেন অর্থাৎ বাহিরে যাইতে দেন না; (সুতরাং তোমার সাহায্যে আমি মাতা ও পিতার দর্শন করিতে ইচ্ছা করি) ।৮৩

দিনের বেলাতেও আমি যদি বাহিরে কোথাও দূরে চলিয়া যাই, তবে আমার মাতা ও পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। সকল আশ্রমবাসীর সহিত মিলিয়া আমাকে খুঁজিতে থাকেন ।৮৪

তুমি বিলম্ব করিয়া কেন আসিতেছ এইরূপ বলিয়া আমার মা ও বাবা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে পূর্বে অনেকবার তিরস্কার করিয়াছেন ।৮৫

আমি চিন্তা করিতেছি, আমাকে না দেখিয়া আমার জন্য তাঁহাদের এতক্ষণ কি অবস্থা হইয়াছে। আমাকে না দেখিলে তাঁহাদের ভয়ানক কষ্ট হইবে ।৮৬

পূর্বের কথা মনে হইতেছে, আমাকে যথাসময়ে আসার বৃদ্ধ বাবা ও মা দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অত্যন্ত প্রীতির সহিত বলিয়াছেন ।৮৭

হে পুত্র! তোমাকে ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও জীবিত থাকিব না। বৎস! তুমি যতক্ষণ বাঁচিয়া আছ, ততক্ষণই আমরাও নিশ্চয় বাঁচিয়া থাকিব ।৮৮

বৃদ্ধ আমরা দুজনই অন্ধ, আজ আমাদের দুইজনের বংশের প্রতিষ্ঠা, পিণ্ড, কীর্তি ও বংশধর সন্তান সব তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে ।৮৯

মাতা ও পিতা উভয়েই বৃদ্ধ, উভয়েরই যষ্টিস্বরূপ আমি; রাত্রিতে আমাকে না দেখিলে তাঁহাদের যে কি অবস্থা হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ।৯০

আমার এখন আমার নিদ্রার উপরেই দ্বেষ হইতেছে, যাহার জন্য আমার মা ও বাবা আমাকে না দেখিয়া সংশয়াকুল হইয়া চিন্তা করিবেন ।৯১

অহঞ্চ সংশয়ং প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রাপদমাস্থিতঃ।
মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৯২
ব্যক্তমাকুলয়া বুদ্ধ্যা প্রজ্ঞাচক্ষুঃ পিতা মম।
একৈকমস্তাং বেলায়াং পৃচ্ছত্যাশ্রমবাসিনম্ ॥৯৩
নাত্মানমনুশোচামি যথাহং পিতরং শুভে।
ভর্তারং চাপ্যনুগতাং মাতরং পরিদুর্বলাম্ ॥৯৪

মৎকৃতেন হি তাবদ্ধ সন্তাপং পরমেষ্যতঃ।
জীবন্তাবনুজীবামি ভর্তব্যৌ তৌ মমেতি হ ॥৯৫
তয়োঃ প্রিয়ং মে কর্তব্যমিতি জানামি চাপ্যহম্।
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা স ধর্মাত্মা গুরুভক্তো গুরুপ্রিয়ঃ ॥৯৬

ঐ কষ্টকর বিপদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আজ আমারও জীবন সংশয় অবস্থায় হইয়াছিল সত্য; কিন্তু আমি আজ মা বাবাকে না দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না ।৯২

আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে যে, আমার প্রজ্ঞাচক্ষু (অন্ধ) পিতা এতক্ষণ আমাকে না দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে আশ্রমবাসী প্রত্যেক মানুষকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।৯৩

শুভে। আমি নিজের জন্য তেমন দুঃখ করি না, যেমন আমার অন্ধ পিতা ও স্বামীর অনুগতা ও অত্যন্ত দুর্বলা আমার মাতার জন্য করি ।৯৪

আমার জন্য আজ তাঁহারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইবেন। আমারই ভরণীয় ও পোষণীয় তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলেই আমি বাঁচিয়া থাকিব। আমিও এইমাত্র জানি যে, তাঁহাদের প্রিয় আমাকে করিতে হইবে।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া পিতৃভক্ত

উচ্চিক্ষেপ বাহূ দুঃখার্তঃ সুস্বরং প্রারুরোদ হ।
ততোঽব্রবীৎ তথা দৃষ্ট্বা ভর্তারং শোককর্শিতম্ ॥৯৭
প্রমৃজ্যাশ্রূণি নেত্রাভ্যাং সাবিত্রী ধর্মচারিণী।
যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হুতং যদি ॥৯৮
শ্বশ্রূ-শ্বশুর-ভর্তৃণাং মম পুণ্যাস্তু শর্বরী।
ন স্মরাম্যুক্তপূর্বং বৈ মৈরেরপ্যনৃতাং গিরম্ ॥৯৯
তেন সত্যেন তাবদ্ধ ধ্রিয়েতাং শ্বশুরৌ মম।
সত্যবানুবাচ।
কাময়ে দর্শনং পিত্রোর্যাহি সাবিত্রি মা চিরম্ ॥১০০
(অপি নাম গুরূ তৌ হি পশ্যেয়ং শ্রীরমাণকৌ।)
পৃথা মাতুঃ পিতুর্বাপি যদি পশ্যামি বিপ্রিয়ম্।
ন জীবিষ্যে বরারোহে সত্যেনাত্মানমালভে ॥১০১

ও পিতার প্রিয় ধর্মাত্মা সত্যবান্ দুই হাত উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন ধর্মচারিণী সাবিত্রী স্বামীকে শোকার্ত দেখিয়া তাঁহার দুই চোখ হইতে জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—যদি আমি একটুও তপস্যা, দান ও হোম করিয়া থাকি, তবে আমার শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর পক্ষে এই রাত্রি পুণ্যময়ী হউক।

আমি পূর্বে কখনও উপহাসচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলি নাই। এই সত্যের বলে আমি আজ বলিতেছি যে, এই রাত্রে আমার শ্বশুর শাশুড়ী জীবনধারণ করিবেন।

সত্যবান্ বলিলেন,—হে সাবিত্রি। আমি পিতা-মাতার দর্শন করিতে চাই; তুমি শীঘ্র উঠিয়া চল; বিলম্ব করিও না ।৯৫-১০০

হে বরারোহে। আমি পূর্বেই শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমি গিয়া দেখি যে পিতামাতার অপ্রিয় হইয়াছে, তাহা হইলে আমি জীবন রাখিব না ।১০১

যদি ধর্ম্মে চ তে বুদ্ধির্মাং চেজ্জীবন্তমিচ্ছসি।
মম প্রিয়ং বা কর্ত্তব্যং গচ্ছাবাশ্রমমন্তিকাৎ ॥১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাবিত্রী তত উত্থায় কেশান্ সংযম্য ভাবিনী।
পতিমুত্থাপয়ামাস বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য বৈ ॥১০৩
উত্থায় সত্যবাংশ্চাপি প্রযুজ্যাঙ্গানি পাণিনা।
সর্ব্বা দিশঃ সমালোক্য কঠিনে দৃষ্টিমাদধে ॥১০৪
অনুবাচাথ সাবিত্রী যঃ ফলানি হরিষ্যসি।
যোগক্ষেমার্থমেতং তে নেষ্যামি পরশুং স্বয়ম্ ॥১০৫
কৃত্বা কঠিনভারং সা বৃক্ষশাখাবলম্বিনম্।
গৃহীত্বা পরশুং ভর্ত্তুঃ সকাশে পুনরাগমৎ ॥১০৬
বামে স্কন্ধে তু বামোরুর্ভর্ত্তুর্বাহুং নিবেশ্য চ।
দক্ষিণেন পরিষজ্য জগাম গজগামিনী ॥১০৭

সত্যবানুবাচ।

অভ্যাসগমনাদ্ ভীরু পন্থানো বিদিতা মম।
বৃক্ষান্তরালোকিতয়া জ্যোৎস্নয়া চাপি লক্ষয়ে ॥১০৮
আগতৌ স্থঃ পথা যেন ফলাদ্যবচিতানি চ।
যথাগতং শুভে গচ্ছ পন্থানং মা বিচারয় ॥১০৯
পলাশখণ্ডে চৈতস্মিন্ পন্থা দ্বাবর্ত্ততে দ্বিধা।
উত্তরেণ যঃ পন্থাস্তেন গচ্ছ ত্বরস্ব চ ॥১১০
ত্বরোঽস্তি বলবানস্মি দিদৃক্ষুঃ পিতরাবুভৌ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রুবন্নেবং ত্বরাযুক্তঃ সম্প্রায়াদাশ্রমং প্রতি ॥১১১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে সপ্তনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৭

যদি তোমার ধর্ম্মে মতি থাকে এবং আমাকে জীবিত দেখিতে চাও, যদি আমার প্রিয় করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে চল আমরা এখনই আশ্রমে যাই।১০২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী তখন উঠিয়া নিজ কেশ বাঁধিয়া লইলেন এবং দুই বাহুতে পতিকে ধরিয়া উঠাইলেন।১০৩

সত্যবান্‌ও উঠিয়া নিজ শরীর ঝাড়িয়া ফেলিয়া সবদিকে একবার তাকাইয়া লইলেন, তৎপর সেই বুড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।১০৪

তখন সাবিত্রী বলিলেন,—ফলগুলি তুমি আগামী কল্য লইয়া যাইও; আমি যোগক্ষেমের সাধনীভূত এই কুঠারটীকে লইয়া যাই।১০৫

এই বলিয়া তিনি ফলের বুড়িটী বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া পরশু লইয়া ভর্ত্তার নিকট ফিরিয়া আসিলেন।১০৬

সেই বামোরু সাবিত্রী স্বামীর বাম বাহুটি নিজ বাম স্কন্ধে রাখিয়া ডান হাতে স্বামীকে ধরিয়া গজেন্দ্রগমনে চলিতে লাগিলেন।১০৭

সত্যবান্ বলিলেন,—হে ভীরু! নিত্য যাওয়া-আসার অভ্যাস থাকায় পথ আমার অত্যন্ত পরিচিত। বৃক্ষের অন্তরালস্থিত জ্যোৎস্নায় আমি পথও দেখিতে পাইতেছি।১০৮

শুভে! যে পথে আসিয়া আমরা ফল পাড়িয়াছিলাম, সেই পথ দিয়াই যেমন আসিয়াছিলে তেমনই অবিচারে চলিতে থাক।১০৯

পলাশবনের মধ্যে গিয়া এই পথ দ্বিধা বিভক্ত হইবে; সেখানে গিয়া উত্তরের দিকের পথে চলিবে; তাড়াতাড়ি চল। আমি এখন সুস্থ হইয়াছি, পিতামাতাকে দেখিবার জন্য মন ব্যস্তই করিতেছে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপ বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি তাঁহারা আশ্রম অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।১১০-১১১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রী-উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৭

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবতে সপত্নীক-দ্যুমৎসেনস্য চিন্তা, ঋষীণাং তাভ্যামাশ্বাসদানম্, সাবিত্র্যা-সত্যবতোরাগমনম্, সাবিত্র্যা বিলম্বকারণবর্ণনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্যুমৎসেনো মহাবলঃ।
লব্ধচক্ষুঃ প্রসন্নায়াং দৃষ্ট্যাং সর্বং দদর্শ হ ॥১

স সর্বানাশ্রমান্ গত্বা শৈব্যয়া সহ ভার্য্যয়া।
পুত্রহেতোঃ পরামার্ত্তিং জগাম ভরতর্ষভ ॥২

তাবাশ্রমান্ নদীশ্চৈব বনানি চ সরাংসি চ।
তস্যাং নিশি বিচিন্বন্তৌ দম্পতী পরিজগ্মতুঃ ॥৩

শ্রুত্বা শব্দং তু ঘং কঞ্চিদুন্মুখৌ হৃতসঙ্করা।
সাবিত্রীসহিতোঽভ্যেতি সত্যবানিত্যভাষতাম্ ॥৪

ভিন্নৈশ্চ পরুষৈঃ পাদৈঃ সন্ত্রণৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ
কুশ-কণ্টকবিদ্ধাঙ্গাবুন্মত্তাবিব ধাবতঃ ॥৫

ততোঽভিসৃত্য তৈর্বিপ্রৈঃ সর্বৈরাশ্রমবাসিভিঃ।
পরিবার্য্য সমাশ্বাস্য তাবানীতৌ স্বমাশ্রমম্ ॥৬

তত্র ভার্য্যাসহায়ঃ স বৃদ্ধো বৃদ্ধৈস্তপোধনৈঃ।
আশ্বাসিতোঽপি চিত্রার্থৈঃ পূর্ব্বরাজ্ঞাং
কথান্তরৈঃ ॥৭

ততস্তৌ পুনরাশ্বস্তৌ বৃদ্ধৌ পুত্রবিদৃক্ষয়া।
বাল্যবৃত্তানি পুত্রস্য স্মরন্তৌ ভৃশদুঃখিতৌ ॥৮

পুনরুক্ত্বা চ করুণাং বাচং তৌ শোককর্শিতৌ।
হা পুত্র হা সাধ্বি বধূঃ ক্বাসি ক্বাসীত্যরোদতাম্।
ব্রাহ্মণঃ সত্যবাক্ তেষামুবাচেদং তদোর্ব্বচঃ ॥৯

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সত্যবানের জন্য পত্নীসহিত দ্যুমৎসেনের চিন্তা, তাঁহাদিগকে ঋষিগণের আশ্বাসদান, সাবিত্রী ও সত্যবানের আগমন এবং সাবিত্রীকর্ত্তৃক বিলম্বের সমস্ত কারণ বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই অবসরে মহাবলশালী দ্যুমৎসেন তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া পাইলেন এবং প্রসন্ন-নয়নে সব কিছুই দেখিতে লাগিলেন।১

হে ভরতর্ষভ! তিনি সমস্ত আশ্রমে পত্নী শৈব্যার সহিত পুত্রের জন্য অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।২

তাঁহারা উভয়ে সকল আশ্রম, নদী, বন ও সরোবর সেই রাত্রিতে ওর তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।৩

কোন শব্দ শুনিলেই তাঁহারা পুত্রের পদশব্দ মনে করিয়া উন্মুখ হইয়া সাবিত্রীর সহিত সত্যবান্ আসিতেছে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৪

বুক্ষ ও কণ্টকাদিতে তাঁহাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তথাপি তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় উভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।৫

তখন আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দুইজনকে ঘিরিয়া আশ্বাস দিতে দিতে নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন।৬

অনন্তর ভার্য্যার সহিত বৃদ্ধ রাজাকে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বরাজগণের বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা দিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য আশ্বস্ত হইলেও পুত্রের দর্শনেচ্ছায় তাঁহার বাল্য-কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন।৮

সেই শোকার্ত্তর পিতা, মাতা বারংবার কারুণ্যপূর্ণ বাক্য বলিতে বলিতে "হা পুত্র! হা সাধ্বি বধূ! তোমরা কোথায় আছ? তোমরা কোথায় আছ?" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সুধর্ম্মা উবাচ।

যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ।
আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১০

গৌতম উবাচ।

বেদাঃ সাঙ্গা ময়াধীতাস্তপো মে শক্তিতং মহৎ।
কৌমারব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গুরবোঽগ্নিশ্চ তোষিতাঃ ॥১১
সমাহিতেন চীর্ণানি সর্বাণ্যেব ব্রতানি মে।
বায়ুভক্ষোপবাসশ্চ কৃতো মে বিধিবৎ পুরা ॥১২
অনেন তপসা বেদ্মি সর্বং পরচিকীর্ষিতম্।
সত্যমেতদ্বিবোধধ্বং ব্রিয়তে সত্যবানিতি ॥১৩

শিষ্য উবাচ।

উপাধ্যায়স্য মে বক্ত্রাদ্ যথা বাক্যং বিনিঃসৃতম্।
নৈব জাতু ভবেন্মিথ্যা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৪

ঋষয় ঊচুঃ।

যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী সর্বৈরেব সুলক্ষণৈঃ।
অবৈধব্যকরৈর্যুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৫

ভরদ্বাজ উবাচ।

যথাস্য ভার্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ।
আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৬

দাল্ভ্য উবাচ।

যথা দৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা তে সাবিত্র্যাশ্চ যথা ব্রতম্।
সত্যাহারমকৃত্বা চ তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৭

আপস্তম্ব উবাচ।

যথা বদন্তি শান্তায়াং দিশি বৈ মৃগপক্ষিণঃ।
পাপিষ্ঠা চ প্রবৃত্তিস্তে তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৮

তখন সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন সত্যবাদী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বলিলেন।৯

সুধর্ম্মা বলিলেন,—সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ তপস্বী, ইন্দ্রিয়সংযম ও সদাচারযুক্তা, তাহাতে তাঁহার পুণ্যে সত্যবানও জীবিত আছেন।১০

গৌতম বলিলেন,—আমি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গের সহিত বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি মহাতপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি। আমি কুমার অবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক গুরুজন ও অগ্নির সেবা করত তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছি। আমি মনোযোগের সহিত সকল ব্রত সম্পূর্ণ করিয়াছি এবং পূর্ব্বকালে বায়ুভক্ষণ করিয়া বিধি অনুসারে নানাপ্রকার ব্রতও আমি করিয়াছি; সেই তপস্যার বলে আমি সব জানিতে পারি। তুমি সত্য করিয়া জান যে সত্যবান্ জীবিত আছে।১১-১৩

গৌতমের শিষ্য বলিলেন,—আমার উপাধ্যায়ের মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হইয়াছে, উহা কখনও মিথ্যা হইবে না; সত্যবান্ জীবিত আছে।১৪

ঋষিগণ বলিলেন,—যেহেতু ইহার ভার্য্যা অবৈধব্যসূচক সকল প্রকার শুভলক্ষণের দ্বারা যুক্ত; সেইহেতু সত্যবান্ জীবিত আছে।১৫

ভরদ্বাজ বলিলেন,—ইহার পত্নী সাবিত্রী যেরূপ তপস্বী, ইন্দ্রিয়সংযম ও সদাচারযুক্তা, সেইহেতু সত্যবান্ জীবিত আছে।১৬

দাল্ভ্য বলিলেন,—যখন আপনার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছে, যখন সাবিত্রী কঠোর ব্রত করিয়া অনাহারে চলিয়া গিয়াছে, তখন সত্যবান্ নিশ্চয়ই জীবিত আছে।১৭

আপস্তম্ব বলিলেন,—দিক্‌সকল শান্তভাব অবলম্বন করায় যেরূপ মৃগ ও পক্ষিগণ শব্দ করিতেছে এবং আপনি যেরূপ রাজোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, সত্যবান্ জীবিত আছে।১৮

ধৌম্য উবাচ।

সর্বৈর্ত্ত্বৈরুপেতস্তে যথা পুত্রো জনপ্রিয়ঃ।
দীর্ঘায়ুর্লক্ষণোপেতস্তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমাশ্বাসিতস্তৈস্তু সত্যবান্ভিস্তপস্বিভিঃ।
তাংস্তান্ বিগণয়ন্ সর্বাংস্ততঃ স্থির ইবাভবৎ ॥২০
ততো মুহূর্তাৎ সাবিত্রী ভর্ত্রা সত্যবতা সহ।
আজগামাশ্রমং রাত্রৌ প্রহৃষ্টা প্রবিবেশ হ ॥২১

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

পুত্রেণ সহ তং দ্বারং তু চক্ষুষ্মন্তং বিবৃত্য চ।
সর্বে বয়ং বৈ পৃচ্ছামো বৃদ্ধিং বৈ পৃথিবীপতে ॥২২
সমাগমেন পুত্রস্য সাবিত্র্যা দর্শনেন চ।
চক্ষুষশ্চাত্মনো লাভাৎ ত্রিভির্নূনং বিবর্ধসে ॥২৩

সর্বৈরস্মাভিরুক্তং যৎ তথা তত্রাস্ত্র সংশয়ঃ।
ভূয়োভূয়ঃ সমৃদ্ধিস্তে কিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥২৪
ততোঽগ্নিং তত্র সংজ্বাল্য দ্বিজাস্তে সর্ব এব হি।
উপাসাঞ্চক্রিরে পার্থ দ্যুমৎসেনং মহীপতিম্ ॥২৫
শৈব্যা চ সত্যবাংশ্চৈব সাবিত্রী চৈকতঃ স্থিতাঃ।
সর্বৈস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতা বিশোকাঃ সমুপাবিশন্ ॥২৬
ততো রাজা সহাসীনাঃ সর্বে তে বনবাসিনঃ।
জাতকৌতূহলাঃ পার্থ পপ্রচ্ছুর্নৃপতেঃ সুতম্ ॥২৭

ঋষয় ঊচুঃ।

প্রাগেব নাগতং কস্মাৎ সভার্য্যেণ ত্বয়া বিভো।
দ্বিরাত্রে চাগতং কস্মাৎ কোঽনুবন্ধস্তবাভবৎ ॥২৮
সন্তাপিতঃ পিতা মাতা বয়ং চৈব নৃপাত্মজ।
কস্মাদিতি ন জানীমস্তৎ সর্বং বক্তুমর্হসি ॥২৯

ধৌম্য বলিলেন,—তোমার পুত্র যেরূপ সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন, জনপ্রিয় এবং দীর্ঘায়ুষ্টসূচক সকল লক্ষণে লক্ষিত, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে সত্যবান্ জীবিত আছে।১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সত্যবাদী তপস্বিগণ এইরূপ আশ্বাস দিলে রাজা তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করত ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন।২০

ইহার দুইদণ্ডের মধ্যেই সাবিত্রী পতি সত্যবানের সহিত রাত্রিতেই আশ্রমে আসিলেন এবং আনন্দিতচিত্তে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।২১

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে মহারাজ! তোমাকে তোমার পুত্রের সহিত মিলিত দেখিয়া এবং তুমি দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছ দেখিয়া আমরা তোমার ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুমান করিতেছি।২২

সৌভাগ্যক্রমে পুত্রের সহিত সমাগম, সাবিত্রীর দর্শন এবং দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি—এই তিন মিলিয়াই তোমার অভ্যুদয়ের সূচনা করিতেছে।২৩

আমরা সকলে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে এখন আর কোন সংশয় নাই। শীঘ্রই তোমার বারংবার বিশেষ অভ্যুদয় অবশ্যই হইবে।২৪

তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তারপর ব্রাহ্মণগণ সকলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাজা দ্যুমৎসেনের নিকট আসিয়া বসিলেন।২৫

শৈব্যা, সত্যবান্ ও সাবিত্রী—ইহারা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তারপর তাঁহারা ঋষিগণের অনুমতি লইয়া শোকরহিত অবস্থায় সেখানে আসিয়া বসিলেন।২৬

হে পার্থ! তারপর রাজার নিকটে উপবিষ্ট বনবাসী ব্রাহ্মণগণ কৌতূহলান্বিত হইয়া রাজার পুত্র সত্যবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন।২৭

ঋষিগণ বলিলেন,—রাজকুমার! তুমি স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বেই কেন প্রত্যাবর্ত্তন কর নাই? এত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া আসিবার কারণ কি? তোমার কি প্রতিবন্ধকই বা হইয়াছিল?২৮

সত্যবানুবাচ।

পিত্রাহমভ্যনুজ্ঞাতঃ সাবিত্রীসহিতো গতঃ।
অথ মেঽতুচ্ছিরোদুঃখং বনে কাষ্ঠানি ভিন্দতঃ ॥৩০
সুপ্তশ্চাহং বেদনয়া চিরমিত্যুপলক্ষয়ে।
তাবৎ কালং ন চ ময়া সুপ্তপূর্ব্বং কদাচন ॥৩১
সর্ব্বেষামেব ভবতাং সন্তাপো যে ভবেদিতি।
অতো বিরাত্রাগমনং নাস্যদন্তীহ কারণম্ ॥৩২

গৌতম উবাচ।

অকস্মাচ্চক্ষুষঃ প্রাপ্তির্দ্যুমৎসেনস্য তে পিতুঃ।
নাস্য ত্বং কারণং বেৎসি সাবিত্রী বক্তুমর্হতি ॥৩৩
শ্রোতুমিচ্ছামি সাবিত্রি ত্বং হি বেত্থ পরাবরম্।
ত্বাং হি জানামি সাবিত্রি সাবিত্রীমিব তেজসা ॥৩৪

হে রাজপুত্র! তোমার বাবা, মা এবং আমরা সকলে তোমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। তোমার বিলম্বের কারণ আমরা কিছুই জানি না। সুতরাং তুমি উহার কারণ বর্ণনা কর।২৯

সত্যবান্ বলিলেন,—পিতার অনুমতি লইয়া সাবিত্রীর সহিত আমি বনে গিয়া কাঠ কাটিবার সময় আমার মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে থাকে।৩০

আমি তখন বেদনাপ্রশমনের জন্য অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ইতঃপূর্ব্বে আমি এতক্ষণ কখনও ঘুমাই নাই।৩১

আপনারা দেখিলাম যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে; আপনার চিন্তা না হয়, এজন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম; ইহা ছাড়া অন্য কোন কারণ নাই।৩২

গৌতম বলিলেন,—অকস্মাৎ তোমার পিতা দ্যুমৎসেনের দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি হইয়াছে, ইহার কারণ তুমি জান না; সাবিত্রী ইহার কারণ বলিতে পারে।৩৩

হে সাবিত্রি! তোমার নিকট আমরা ইহার যদত্র হেতুং জানাসে তস্মাৎ সত্যং নিরুচ্যতাম্।
রহস্যং যদি তে নাস্তি কিমিদত্র বদস্ব নঃ ॥৩৫

সাবিত্র্যুবাচ।

এবমেতদ্ যথা বেত্থ সঙ্কল্পো নান্যথা হি বঃ।
ন হি কিঞ্চিদ্ রহস্যং মে শ্রূয়তাং তথ্যমেব যৎ ॥৩৬

মৃত্যুর্মে পত্যুরাখ্যাতো নারদেন মহাত্মনা।
স চাদ্যঃ দিবসঃ প্রাপ্তস্ততো নৈনং জহাম্যহম্ ॥৩৭
সুপ্তং চৈনং যমঃ সাক্ষাদুপাগচ্ছৎ সকিঙ্করঃ।
স এনমনয়দ্ বদ্ধ্বা দিশং পিতৃনিষেবিতাম্ ॥৩৮

অস্তৌষং তমহং দেবং সত্যেন বচসা বিভুম্।
পঞ্চ বৈ তেন মে দত্তা বরাঃ শৃণুত তান্ যথ ॥৩৯

কারণ শুনিতে চাহ; তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ সবই জান। আমরা তোমাকে সাবিত্রীদেবীর ন্যায় তেজস্বিনী বলিয়া জানি।৩৪

তুমিই ইহার কারণ অবশ্যই জান; যদি গোপনীয় না হয়, তবে আমাদিগকে প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া বল।৩৫

সাবিত্রী বলিলেন,—আপনারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নয়; এবিষয়ে গোপন করিবার কিছু নাই; আপনারা প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ করুন।৩৬

মহাত্মা নারদ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আজই আমার স্বামীর মৃত্যুদিন; এইজন্যই আমি আজ ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ করি নাই।৩৭

ইনি যখন ঘুমাইয়াছিলেন, তখন স্বয়ং যম কিঙ্করের সহিত সেখানে উপস্থিত হইয়া ইহাকে পাশবদ্ধ করিয়া দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতে থাকেন।৩৮

সেই সময় আমি ভগবান্ যমকে অনেক সত্য-বচনদ্বারা স্তুতি করিলাম। তখন তিনি সন্তুষ্ট

চক্ষুষী চ স্বরাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ শ্বশুরস্য মে।
লব্ধং পিতুঃ পুত্রশতং পুত্রাণাং চাত্মনঃ শতম্ ॥৪০
চতুর্বর্ষশতায়ুর্মে ভর্তা লব্ধশ্চ সত্যবান্।
তস্যর্ষিহি জীবিতার্থং তু ময়া চীর্ণং দ্বিধং ব্রতম্ ॥৪১
এতৎ সর্বং ময়াখ্যাতং কারণং বিস্তরেণ বঃ।
যথাবৃত্তং সুখোদর্কমিদং দুঃখং মহন্মম ॥৪২

ঋষয় ঊচুঃ।

নিমজ্জমানং ব্যসনৈরভিদ্রুতং
কুলং নরেন্দ্রস্য তমোময়ে হ্রদে।
ত্বয়া সুশীলব্রতপুণ্যয়া কুলং
সমুদ্ধৃতং সাধ্বি পুনঃ কুলীনয়া ॥৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথা প্রশস্য হ্যভিপূজ্য চৈব
বরস্ত্রিয়ং তামৃষয়ঃ সমাগতাঃ।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য সপুত্রমঞ্জসা
শিবেন জগ্মুর্মুদিতাঃ স্বমালয়ম্ ॥৪৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি
সাবিত্র্যুপাখ্যানে অষ্টনবত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৮

হইয়া আমাকে পাঁচটি বর দিলেন; সেই বরগুলি আপনারা আমার নিকট হইতে শুনুন ॥৩৯

শ্বশুরের জন্য নেত্রদ্বয়প্রাপ্তি ও স্বরাজ্যপ্রাপ্তি—এই দুই বর, পিতার জন্য শতপুত্র এবং আমার জন্য শতপুত্র লাভ—এই চারি বর লাভ করিলাম ॥৪০

পঞ্চম বরে আমার স্বামীর চারিশত বৎসর আয়ুসহ তাঁহার জীবনপ্রাপ্তি হইয়াছে। আমি যে ব্রত আচরণ করিয়াছিলাম, উহা আমার পতির জীবনের জন্যই ॥৪১

আমাদের আগমনের বিলম্ববিষয়ে এই সমস্ত কারণই আমি বিস্তারিত ভাবে বলিলাম। আমি যাহা কিছু অতিশয় কষ্ট করিয়াছি, তাহার শেষ ফল সুখস্বরূপই হইয়াছে ॥৪২

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সাধ্বি! অন্ধকারময় হ্রদে বিপদসমূহরূপ বিপাকে পড়িয়া নিমজ্জমান রাজা দ্যুমৎসেনের এই কুলকে তোমার পুণ্যব্রত ও চরিত্রের বলে তুমি উদ্ধার করিয়াছ ॥৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপে নারীশিরোমণি সাবিত্রীকে ভূরি ভূরি প্রশংসা এবং আদর আপ্যায়ন করত পুত্রের সহিত রাজা দ্যুমৎসেনকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া সমাগত ঋষিবৃন্দ স্ব স্ব আশ্রমে চলিয়া গেলেন ॥৪৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বে সাবিত্রিউপাখ্যানবিষয়ক অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২৯৮

নবনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শাল্বদেশীয়প্রজানামনুরোধেন মহারাজ-দ্যুমৎসেনস্য রাজ্যাভিষেকঃ, সাবিত্র্যাঃ শতপুত্র-শতভ্রাতৃলাভশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে সূর্য্যমণ্ডলে।
কৃতপৌর্ব্বাহ্ণিকাঃ সর্বে সমেয়ুস্তে তপোধনাঃ ॥১
তত্রৈব সর্বং সাবিত্র্যা মহাভাগ্যং মহর্ষয়ঃ।
দ্যুমৎসেনায় নাতৃপ্যন্ কথয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ শাল্বেভ্যোঽভ্যাগতা নৃপ।
আচখ্যুর্নিহতং চৈব স্বেনামাত্যেন তং দ্বিষম্ ॥৩
তং মন্ত্রিণা হতং শ্রুত্বা সসহায়ং সবান্ধবম্।
ন্যবেদয়ন্ যথাবৃত্তং বিক্রান্তঞ্চ দ্বিষদ্বলম্ ॥৪
ঐকমত্যঞ্চ সর্বস্য জনস্যাথ নৃপং প্রতি।
সচক্ষুর্বাপ্যচক্ষুর্বা স নো রাজা ভবিষ্যতি ॥৫
অনেন নিশ্চয়েনেহ বয়ং প্রস্থাপিতা নৃপ।
প্রাপ্তানীমানি যানানি চতুরঙ্গঞ্চ তে বলম্ ॥৬
প্রযাহি রাজন্ ভদ্রং তে যুষ্টন্তে নগরে জয়ঃ।
অধ্যাস্স্ব চিররাত্রায় পিতৃপৈতামহং পদম্ ॥৭
চক্ষুষ্মন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা রাজানং বপুষান্বিতম্।
মূর্দ্ধ্না নিপতিতাঃ সর্বে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥৮

নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শাল্বদেশের প্রজাগণের অনুরোধে মহারাজ দ্যুমৎসেনের রাজ্যাভিষেক এবং সাবিত্রীর শত পুত্র ও শত ভ্রাতা লাভ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সেই রাত্রি ব্যতীত হইলে সূর্য্যোদয়ের পর তপোধন ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ পূর্ব্বাহ্ণকালোচিত নিত্য কৃত্য সমাপন করিয়া রাজার আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন।১

মহর্ষিগণ সকলে দ্যুমৎসেনের নিকট সাবিত্রী-দেবীর পরম সৌভাগ্যের কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না।২

রাজন্! অনন্তর শাল্বদেশের সকল প্রজা আসিয়া দ্যুমৎসেনের নিকট নিবেদন করিল, "আপনার শত্রু নিজ অমাত্যের দ্বারাই নিহত হইয়াছে"।৩

তাহাকে মন্ত্রিকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া শত্রুবল সহায়গণ ও বান্ধবগণের সহিত স্বদেশে পলায়ন করিয়াছে। এই সব যথাযথ বৃত্তান্ত তাহারা দ্যুমৎসেনকে জানাইল। তাহারা আরও বলিল,—সমস্ত জনগণ নিশ্চয় করিয়া এ বিষয়ে একমত হইয়াছে যে, আমাদের রাজা দ্যুমৎসেনের উপরে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তিনি অন্ধই হউন বা চক্ষুষ্মানই হউন, কৃতপূর্ব্ব মহারাজ দ্যুমৎসেনই আমাদের রাজা হইবেন।৪-৫

রাজন্! এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমরা প্রেরিত হইয়াছি। এই যানসমূহ প্রস্তুত আছে এবং চতুরঙ্গিণী সেনাসমূহও আপনার সেবার্থে উপস্থিত হইয়াছে।৬

হে রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক; নগরে আপনার জয় বিঘোষিত হইয়াছে; আপনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আপনার পিতৃপিতামহাগত নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত হউন।৭

রাজাকে চক্ষুষ্মান্ ও সুশোভিত শরীরসম্পন্ন দেখিয়া তাহাদের নয়ন বিস্ময়েই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তাহারা রাজার চরণতলে নিপতিত হইল।৮

ততোঽভিবাদ্য তান্ বৃদ্ধান্ দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ।
তৈশ্চাভিপূজিতঃ সর্বৈঃ প্রযযৌ নগরং প্রতি ॥৯

শৈব্যা চ সহ সাবিত্র্যা স্বাস্তীর্ণে সুবর্চসা।
নরযুক্তেন যানেন প্রযযৌ সেনয়া বৃতা ॥১০

ততোঽভিষিষিচুঃ প্রীত্যা দ্যুমৎসেনং পুরোহিতাঃ।
পুত্রং চাস্য মহাত্মানং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ন্ ॥১১

ততঃ কালেন মহতা সাবিত্র্যাঃ কীর্তিবর্ধনম্।
শুদ্ধে বৈ পুত্রশতং জজ্ঞে শূরাণামনিবর্তিনাম্ ॥১২

ভ্রাতৄণাং সোদরাণাঞ্চ তথৈবাস্যাভবচ্ছতম্।
মদ্রাধিপস্যাশ্বপতের্মালব্যাং সুমহদ্ বলম্ ॥১৩

এবমাত্মা পিতা মাতা শ্বশ্রূঃ শ্বশুর এব চ।
ভর্তুঃ কুলঞ্চ সাবিত্র্যা সর্বং বৃত্ত্যা সমুদ্ধৃতম্ ॥১৪

তথৈবৈষা হি কল্যাণী দ্রৌপদী শীলসম্মতা।
তারয়িষ্যতি বঃ সর্বান্ সাবিত্রীব কুলাঙ্গনা ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং স পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অনুনীতো মহাত্মনা।
বিশোকো বিজ্বরো রাজন্ কাম্যকে ন্যবসৎ তদা ॥১৬

যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ ভক্ত্যা সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্।
স সুখী সর্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে নবনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৯

অনন্তর রাজা আশ্রমবাসী সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া নগরের অভিমুখে গমন করিলেন।৯

সাবিত্রীর সহিত মহারাণী শৈব্যা সুন্দরবস্ত্রে আস্তীর্ণ উজ্জ্বল শয্যাযুক্ত মনুষ্যবাহিত শিবিকায় চড়িয়া সৈন্যগণে পরিবৃতা হইয়া নগরে গেলেন।১০

তাঁহারা রাজ্যে উপস্থিত হইলে পুরোহিতগণ প্রসন্নতার সহিত দ্যুমৎসেনকে রাজসিংহাসনে এবং তাঁহার পুত্র মহাত্মা সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।১১

অনন্তর দীর্ঘকাল পরে সাবিত্রী দেবীর বংশের কীর্তিবর্ধন, বীরশ্রেষ্ঠ ও সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ শতপুত্র জন্মগ্রহণ করিল।১২

এদিকে মদ্ররাজ অশ্বপতির ঔরসে ও, মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর একশত ভ্রাতা জন্মিল। তাহারা সকলেই অত্যন্ত বলশালী ছিল।১৩

এইরূপে সাবিত্রী দেবী নিজেকে, পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ীকে এবং স্বামীর কুলকে সমস্ত আপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।১৪

তোমাদের পত্নী এই সুশীলা, কুলাঙ্গনা, কল্যাণী দ্রৌপদী ও সাবিত্রীর ন্যায় তোমাদের সকলকে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবে।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! এইভাবে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সমস্ত শোক ও দুঃখ ভুলিয়া কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন।১৬

যে ব্যক্তি এই সাবিত্রীর উত্তম উপাখ্যান ভক্তির সহিত শ্রবণ করে, সে সর্বাভীষ্ট লাভ করত পরম সুখ লাভ করে, কখনও দুঃখ পায় না।১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বে সাবিত্র্যুপাখ্যানবিষয়ক নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৯

(কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব)

ত্রিসপ্ততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বপ্নে কর্ণায় দর্শনং দত্ত্বা সূর্য্যেণ পুরন্দরায় কবচকুণ্ডলদানস্য নিষেধঃ, কর্ণস্য পুরন্দরায় তৎপ্রদানাগ্রহপ্রদর্শনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

যৎ তৎ তথা মহদ্ ব্রহ্ম লোমশো বাক্যমব্রবীৎ।
ইন্দ্রস্য বচনাদেব পাণ্ডুপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১

যচ্চাপি তে ভয়ং তীব্রং ন চ কীর্ত্তয়সে কচিৎ।
তচ্চাস্যাপহরিষ্যামি ধনঞ্জয় ইতো গতে ॥২

কিং নু তচ্ছ্রূয়তাং শ্রেষ্ঠ কর্ণং প্রতি মহদ্ ভয়ম্।
আসীন্ন চ স ধর্মাত্মা কথয়ামাস কস্যচিৎ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অহং তে রাজশার্দূল কথয়ামি কথামিমাম্।
পৃচ্ছতো ভরতশ্রেষ্ঠ শৃণুষ্বৈক মনাঃ মম ॥৪

দ্বাদশে সমতিক্রান্তে বর্ষে প্রাপ্তে ত্রয়োদশে।
পাণ্ডূনাং হিতকৃচ্ছক্রঃ কর্ণং ভিক্ষিতুমুদ্যতঃ ॥৫

অভিপ্রায়মথো জ্ঞাত্বা মহেন্দ্রস্য বিভাবসুঃ।
কুণ্ডলার্থে মহারাজ সূর্য্যঃ কর্ণমুপাগতঃ ॥৬

মহার্হে শয়নে বীর স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসংবৃতে।
শয়ানমভিবিশ্বস্তং ব্রহ্মণ্যং সত্যবাদিনম্ ॥৭

স্বপ্নান্তে নিশি রাজেন্দ্র দর্শয়ামাস রশ্মিবান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ পুত্রস্নেহাচ্চ ভারত ॥৮

ব্রাহ্মণো বেদবিদ্ ভূত্বা সূর্য্যো যোগদ্বিজরূপবান্।
হিতার্থমব্রবীৎ কর্ণং সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥৯

(কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব)

ত্রিসপ্ততম অধ্যায়।

[কর্ণকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দিতে নিষেধ এবং কর্ণের ইন্দ্রকে উহা দিবারই আগ্রহ প্রদর্শন।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! লোমশমুনি ইন্দ্রের কথানুসারে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই মহত্বপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছিলেন,—"তোমার কর্ণসম্বন্ধে যে অত্যন্ত ভয়ের কথা বলিতেছ এবং যাহা তুমি কাহারও কাছে প্রকাশ কর না, অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে চলিয়া আসিলে আমি তোমার সে ভয়ও দূর করিয়া দিব।" হে ব্রাহ্মণগণশ্রেষ্ঠ। কর্ণের সম্বন্ধে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এমন কি ভয় ছিল, যাহা তিনি কাহারও কাছে প্রকাশ করিতেন না ?১-৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নৃপোত্তম ভরতশ্রেষ্ঠ। তুমি যখন সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তখন আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪

পাণ্ডবগণের বনবাসের দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া যখন ত্রয়োদশ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে; তখন পাণ্ডবগণের হিতকারী ইন্দ্র কর্ণের নিকট কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন।৫

মহারাজ! ইন্দ্রের এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সূর্য্যদেব কর্ণের কুণ্ডলরক্ষার জন্য কর্ণের নিকটে গেলেন।৬

তখন অতিশয় সুন্দর আস্তরণ (বিছানা)-যুক্ত মহামূল্য শয্যায় অতি বিশ্বস্তভাবে ব্রাহ্মণভক্ত সত্যবাদী বীর কর্ণ নিদ্রিত ছিলেন।৭

মহারাজ ভরতশ্রেষ্ঠ। তখন অংশুমালী সূর্য্যদেব স্বপ্নে তাঁহাকে রাত্রিতে পুত্রস্নেহবশতঃ কৃপাবিষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন।৮

তিনি বেদবিদ্ যোগসমৃদ্ধিযুক্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কর্ণের হিতের জন্য সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।৯

কর্ণ মদ্বচনং তাত শৃণু সত্যব্রতাং বর।
ব্রুবতোঽস্য মহাবাহো সৌহৃদাৎ পরমং হিতম্ ॥১০

উপায়াস্তব শক্রত্বাৎ পাণ্ডবানাং হিতেপ্সয়া।
ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা কর্ণ কুণ্ডলাপহরো ধ্রুবম্ ॥১১

বিদিতং তেন শীলং তে সর্বস্য জগতস্তথা।
যথা ত্বং ভিক্ষিতঃ সদ্ভির্নাস্তেব ন যাচতে ॥১২

ত্বং হি তাত দদাস্যেব ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযাচিতম্।
বিত্তং যচ্চান্যদপ্যাহুর্ন প্রত্যাখ্যাসি কস্যচিৎ ॥১৩

ত্বাং তু চৈবাবিধং জ্ঞাত্বা বরং বৈ পাকশাসনঃ।
আগন্তা কুণ্ডলার্থায় কবচং চৈব ভিক্ষিতুম্ ॥১৪

তস্মৈ প্রযাচমানায় ন দেয়ে কুণ্ডলে ত্বয়া।
অমুনেয়ঃ পরং শক্ত্যা শ্রেয় এতদ্ধি তে পরম্ ॥১৫

কুণ্ডলার্থে ধ্রুবংস্তাত কারণৈর্বহুভিস্ত্বয়া।
অস্তৈর্বহুবিধৈর্বিত্তৈঃ সান্ত্বয়ার্ধ্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৬

রত্নৈঃ স্ত্রীভিস্তথা গোভির্ধনৈর্বহুবিধৈরপি।
নিবর্তনৈশ্চ বহুভিঃ কুণ্ডলেপ্সুঃ পুরন্দরঃ ॥১৭

যদি দাস্যসি কর্ণ ত্বং সহজে কুণ্ডলে শুভে।
আয়ুষঃ প্রক্ষয়ং গত্বা মৃত্যোর্বশমুপেষ্যসি ॥১৮

কবচেন সমাযুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ মানদ।
অবধ্যস্ত্বং রণেঽরীণামিতি বিদ্ধি বচো মম ॥১৯

অমৃতাদুত্থিতং হ্যেতদ্ভূষণং বপুষস্তব।
তস্মাদ্ রক্ষ্যং ত্বয়া কর্ণ জীবিতং চেৎ প্রিয়ং তব ॥২০

কো মানবং ভবান্ প্রাহ দর্শয়ন্ সৌহৃদং পরম্।
কাময়া ভগবন্ ব্রূহি কো ভবান্ দ্বিজবেশধৃক্ ॥২১

হে কর্ণ! হে সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ! আমি আজ সৌহার্দ্যবশতঃ তোমাকে একটি কথা বলিতেছি। হে মহাবাহো! তুমি তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।১০

হে কর্ণ! পাণ্ডবগণের হিতকামী ইন্দ্র তোমার কুণ্ডল (ও কবচ) হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তোমার কাছে আসিবে।১১

জগতে সকলেই তোমার এই ব্রতের কথা জানে যে, কোন সৎপুরুষ যাচক তোমার কাছে কিছু চাহিলে, তুমি তাহাকে তাহা অবশ্যই দাও; কখনও ফিরাও না অথবা তাহার কাছে নিজেও কিছু যাচ্ঞাও কর না।১২

বৎস! তুমি ব্রাহ্মণগণকে সর্বদাই তাহাদের প্রার্থিত-বস্তু দান কর এবং তাহার সহিত অন্য যে-সমস্ত বিত্তাদি যাচ্ঞা করে, তাহাও প্রদান করিয়া থাক, কখনও প্রত্যাখ্যান কর না।১৩

তোমার এইরূপ স্বভাব জানিয়া স্বয়ং ইন্দ্র তোমার নিকট কবচ ও কুণ্ডল যাচ্ঞা করিতে আসিবে।১৪

সে চাহিলেও তাহাকে তোমার কুণ্ডলদুইটি দিবে না, বরং অনুনয়-বিনয়সহকারে বুঝাইয়া ফিরাইবে—ইহাতেই তোমার পরম মঙ্গল হইবে।১৫

বৎস! কুণ্ডল চাহিলে তুমি নানাবিধ কারণ দেখাইয়া উহার পরিবর্তে অন্যপ্রকার ধনাদি দিবার প্রসঙ্গ তুলিয়া বার বার তাহাকে কুণ্ডল যাচ্ঞা করিতে নিষেধ করিবে।১৬

বস্ত্র, স্ত্রী, গাভী, বহুপ্রকার উল্লেখযোগ্য ধনের দ্বারা এবং নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা কুণ্ডলার্থী ইন্দ্রকে নিবারণ করিবে।১৭

হে কর্ণ! যদি তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ইন্দ্রকে প্রদান কর, তবে জানিও, তোমার আয়ু শেষ হইয়াছে এবং তুমি মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছ।১৮

হে মানদ! কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ যতক্ষণ তোমার শরীরে থাকিবে, ততক্ষণ তুমি যুদ্ধে তোমার শত্রুগণের অবধ্য—আমার এই কথা মনে রাখিও।১৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অহং তাত সহস্রাংশুঃ সৌহৃদাৎ ত্বাং নিদর্শয়ে।
মুক্তশ্রৈতদ্ বচো মে ত্বমেতচ্ছ্রেয়ঃ পরং হি তে ॥২২

কর্ণ উবাচ

শ্রেয় এব মমাত্যন্তং যস্য মে গোপতিঃ প্রভুঃ।
প্রব্রূহ্যস্য হিতাপেক্ষী শৃণু চেদং বচো মম ॥২৩

প্রসাদয়ে ত্বাং বরদং প্রণয়াচ্চ ব্রবীম্যহম্।
ন নিবার্য্যো ব্রতাদস্মাদহং যদ্যস্মি তে প্রিয়ঃ ॥২৪

ব্রতং বৈ মম লোকোঽয়ং বেত্তি কৃৎস্নং বিভাবসো।
যথাহং দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদ্যাং প্রাণানপি ধ্রুবম্ ॥২৫

দদ্যাদ্যচ্ছতি যাং শক্রো ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা বৃতঃ।
হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং খেচরোত্তম ভিক্ষিতুম্ ॥২৬

দাস্যামি বিবুধশ্রেষ্ঠ কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্।
ন মে কীর্তিঃ প্রণশ্যেত ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥২৭

মাধবস্য যশস্যং হি ন যুক্তং প্রাণরক্ষণম্।
যুক্তং হি যশসা যুক্তং মরণং লোকসম্মতম্ ॥২৮

সোঽহমিন্দ্রায় দাস্যামি কুণ্ডলে সহ বর্মণা।
যদি মাং বলবৃত্রঘ্নো ভিক্ষার্থমুপযাস্যতি ॥২৯

হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং কুণ্ডলে মে প্রযাচিতম্।
তন্মে কীর্তিকরং লোকে তদ্ভাকীর্তির্ভবিষ্যতি ॥৩০

কর্ণ। এই রত্নময় কবচ ও কুণ্ডল অমৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তোমার প্রাণ যদি তোমার প্রিয় হয়, তবে ঐ দুইটিকে অবশ্যই রক্ষা করিবে।২০

কর্ণ বলিলেন,—হে ভগবন্! যে আপনি সৌহার্দ্দবশতঃ স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া আমার হিত উপদেশ করিতেছেন, সেই আপনি কে, তাহা বলুন।২১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে বৎস! আমি সহস্রাংশু সূর্য্যদেব। সৌহার্দ্দবশতঃ আমি তোমাকে দেখা দিলাম ও হিতকথা বলিলাম। তুমি আমার কথা পালন করিবে; ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে।২২

কর্ণ বলিলেন,—রশ্মিমালী প্রভু সূর্য্যদেব আমার হিতাপেক্ষী হইয়া আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তো আমার পক্ষে অত্যন্ত শ্রেয়স্কর। কিন্তু আপনি আমার এই কথা শ্রবণ করুন।২৩

আপনি বরদায়ক দেবতা, আমি আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি এবং প্রণয়বশতঃ বলিতেছি; আপনি আমাকে নিবারণ করিবেন না, যদি আমি আপনার প্রিয় হই, তবে আপনি আমাকে আমার ব্রত হইতে চ্যুত করিবেন না।২৪

হে সূর্য্যদেব! সমস্ত জগৎ এ কথা জানে যে, আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে আমার প্রাণও নিশ্চিতরূপে দান করিতে পারি।২৫

গগন-বিচরণশীলশ্রেষ্ঠ সূর্য্যদেব! যদি ইন্দ্রও পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিতে আসেন, তাহা হইলে আমি আমার কুণ্ডল ও কবচ অবশ্যই দান করিব। আমার লোকবিশ্রুত যশ নষ্ট না হউক—ইহাই আমি চাই।২৭

আমাদের ন্যায় পুরুষের পক্ষে যশ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য, পরন্তু প্রাণ রক্ষা করা উচিত নহে; কারণ, যশের সহিত যে মরণ উহা লোকসম্মত।২৮

এই অবস্থায় বল ও বৃত্রাসুরহন্তা দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমার নিকট ভিক্ষার জন্য আসেন, তবে আমি কবচের সহিত কুণ্ডলদ্বয় অবশ্যই তাঁহাকে প্রদান করিব।২৯

পাণ্ডবগণের হিতের জন্য আমার কাছে তিনি কুণ্ডল যাচ্ঞা করিলে তাঁহারই অকীর্ত্তি হইবে, আমার কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে।৩০

বৃণোমি কীর্তিং লোকে হি জীবিতেনাপি মানুষম্।
কীর্তিমানমৃতে স্বর্গং হীনকীর্তিস্তু নশ্যতি ॥৩১

কীর্তির্হি পুরুষং লোকে সংজীবয়তি মাতৃবৎ।
অকীর্তির্জীবিতং হন্তি জীবতোঽপি শরীরিণঃ ॥৩২

অয়ং পুরাণঃ শ্লোকো হি স্বয়ং গীতো বিভাবসো।
ধাত্রা লোকেশ্বর যথা কীর্তিরায়ুর্নরস্য হ ॥৩৩

পুরুষস্য পরে লোকে কীর্তিরেব পরায়ণম্।
ইহ লোকে বিতন্বা চ কীর্তিরায়ুর্বিবর্দ্ধিনী ॥৩৪

সোঽহং শরীরমুৎসৃজ্য কীর্তিং প্রাপ্স্যামি শাশ্বতীম্
হত্বা চ বিবিধান্ দানবান্ ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি ॥৩৫

হত্বা শরীরং সংগ্রামে কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
বিজিত্য চ পরানাজৌ যশঃ প্রাপ্স্যামি কেবলম্ ॥৩৬

ভীতানামভয়ং দত্ত্বা সংগ্রামে জীবিতার্থিনাম্।
বৃদ্ধান্ বালান্ দ্বিজাতীংশ্চ মোক্ষয়িত্বা মহাভয়াৎ ॥৩৭

প্রাপ্স্যামি পরমং লোকে যশঃ স্বর্গমনুত্তমম্।
জীবিতেনাপি মে রক্ষ্যা কীর্তিস্তদ্ বিদ্ধি মে
ব্রতম্ ॥৩৮

সোঽহং দত্ত্বা মঘবতে ভিক্ষামেতামনুত্তমাম্।
ব্রাহ্মণচ্ছদ্মিনে দেব লোকে গন্তা পরাং গতিম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি
সূর্য্য-কর্ণসংবাদে ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০০

সূর্য্যদেব! আমি প্রাণের বিনিময়ে কীর্ত্তিকেই বরণ করিব, যেহেতু কীর্ত্তিমান্ মানুষ স্বর্গলাভ করেন। কিন্তু কীর্ত্তিহীন পুরুষ বিনাশ লাভ করে।৩১

কীর্ত্তিই মানুষকে মাতার ন্যায় নূতন জীবন দান করিয়া থাকে। অকীর্ত্তি জীবিত মানুষেরও জীবনকে নাশ করে।৩২

হে বিভাবসো! হে লোকেশ্বর! স্বয়ং বিধাতা এইরূপ একটী প্রাচীন শ্লোক গান করিয়াছেন,—কীর্ত্তিই মানুষের আয়ু।৩৩

পরলোকে মানুষের কীর্ত্তিই একমাত্র পরম আশ্রয় এবং ইহলোকে বিস্তৃতা কীর্ত্তি মানুষের কীর্ত্তিবর্দ্ধন করিয়া থাকে।৩৪

আমি আমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল বিধি-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিব। যুদ্ধে শত্রুগণরূপ পরম দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করত অথবা সংগ্রামে শরীর ত্যাগ করত কেবল যশ লাভ করিব।৩৫-৩৬

রণাঙ্গনে ভীত ও শরণাগত সৈন্যগণকে অভয় দান করিয়া এবং সংসারে বালক, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিয়া আমি স্বর্গানুকূল অনুত্তম যশ লাভ করিব, সুতরাং আমার জীবনের বিনিময়েও কীর্ত্তি রক্ষা করাই হইতেছে আমার ব্রত।৩৭-৩৮

হে দেব! অতএব আমি ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে এই অনুত্তমা ভিক্ষা প্রদান করিয়া পরলোকে পরমা গতি প্রাপ্ত হইব।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্যকর্ণসংলাপবিষয়ক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০০

একাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণং প্রবোধয়তা সূর্য্যদেবেনেন্দ্রায় কুণ্ডলদাননিষেধঃ।]

সূর্য্য উবাচ

মাহিংসীঃ কর্ণ কাঙ্ক্ষন্তমাত্মনঃ সুহৃদাং তথা।
পুত্রাণামথ ভার্য্যাণামথো মাতুরথো পিতুঃ ॥১

শরীরস্যাবিরোধেন প্রাণিনাং প্রাণভৃত্তম।
ইহতে যশসঃ প্রাপ্তিঃ কীর্তিশ্চ ত্রিদিবে ধ্রুবা ॥২

যত্ত্বং প্রাণবিরোধেন কীর্তিমিচ্ছসি শাশ্বতীম্।
সা তে প্রাণান্ সমাদায় গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩

জীবতাং কুরুতে কার্য্যং পিতা মাতা সুতাস্তথা।
যে চান্যে বান্ধবাঃ কেচিল্লোকেঽস্মিন্ পুরুষর্ষভ ॥৪

রাজানশ্চ নরব্যাঘ্র পৌরুষেণ নিবোধ তৎ।
কীর্তিশ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষস্য মহাদ্যুতে ॥৫

মৃতস্য কীর্ত্ত্যা কিং কার্য্যং ভস্মীভূতস্য দেহিনঃ।
মৃতঃ কীর্তিং ন জানীতে জীবন্ কীর্তিং সমশ্নুতে ॥৬

মৃতস্য কীর্তির্মর্ত্যস্য যথা মালা গতায়ুষঃ।
অহং ত্বা ত্বাং ব্রবীম্যেতদ্ ভক্তোঽসীতি হিতেপ্সয়া ॥৭

ভক্তিমন্তো হি মে রক্ষ্যা ইত্যেতেনাপি হেতুনা।
ভক্তোঽহং পরয়া ভক্ত্যা মামিত্যেব মহাভুজ।
মমাপি ভক্তিজনিতা স ত্বং কুরু বচো মম ॥৮

অস্তি চাত্র পরং কিঞ্চিদ্ব্যাস্থং দেবনির্মিতম্।
অতশ্চ ত্বাং ব্রবীম্যেতৎ ক্রিয়তামবিশঙ্কয়া ॥৯

একাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কর্ণকে প্রবোধদানকারী সূর্য্যদেবকর্ত্তৃক ইন্দ্রকে কুণ্ডল প্রদান না করিতে আদেশদান।]

সূর্য্য বলিলেন,—হে কর্ণ! তুমি নিজের, নিজ সুহৃদ্, পুত্র, পত্নীদিগের এবং মাতা, পিতা ও ভার্য্যার অহিত করিও না।১

প্রাণধারিগণশ্রেষ্ঠ কর্ণ! বিরোধ না করিয়াই অর্থাৎ শরীরের হানি না করিয়াই শরীরকে রক্ষাদ্বারা প্রাণিগণের ইহলোকে যশের প্রাপ্তি হয় ও পরলোকে বিপুলা কীর্ত্তি লাভ হয়।২

তুমি যে প্রাণের বিনিময়ে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিতে চাহিতেছ, উহা তোমার প্রাণকে লইয়াই যাইবে—সন্দেহ নাই।৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! পিতা, মাতা, পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণ জীবিত পুরুষের নিকট হইতেই উপকার চায়, মৃত পুরুষের নিকট হইতে নয়।৪

মহাতেজস্বী নরশ্রেষ্ঠ! এজগতে রাজারা জীবিত অবস্থাতেই পৌরুষের দ্বারা কীর্ত্তি লাভ করিতে চায়, ইহা তুমি অবগত হও। জীবিত পুরুষের পক্ষেই কীর্ত্তি সর্ব্বোৎকৃষ্টা বলিয়া জানিবে।৫

মৃত মানুষের দেহ ভস্মীভূত হইলে তখন তাহার কীর্ত্তি দিয়া কি লাভ হইবে? মৃত মানুষ কীর্ত্তিকে জানিতেও পারে না, জীবিত মানুষই কীর্ত্তিতে সুখভোগ করে।৬

মৃত মানুষের কীর্ত্তি শবের গলায় পরিহিত মালার ন্যায়। আমি তোমাকে এ-কথা বলিতেছি এইজন্য যে, তুমি আমার ভক্ত, তোমার হিত চিন্তা করা আমার উচিত।৭

মহাভুজ! ভক্তগণকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য; তুমি আমাকে খুব ভক্তি কর, এজন্য আমিও তোমাকে ভালবাসি; তুমি আমার কথা পালন কর।৮

দেবগুহ্যং ত্বয়া জ্ঞাতুং ন শক্যং পুরুষর্ষভ।
তস্মান্নাখ্যামি তে গুহ্যং কালে বেৎস্যতি তদ্ ভবান্ ॥১০

পুনরুক্তঞ্চ বক্ষ্যামি ত্বং রাধেয় নিবোধ তৎ।
যাচ্ঞ্যে তে কুণ্ডলে দত্তা ভিক্ষিতে বজ্রপাণিনা ॥১১

শোভনে কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ রুচিরাভ্যাং মহাদ্যুতে।
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশীব বিমলে দিবি ॥১২

কীর্তিঞ্চ জীবতঃ লোকে পুরুষস্যেতি বিদ্ধি তৎ।
প্রত্যাখ্যেয়স্ত্বয়া তাত কুণ্ডলার্থে সুরেশ্বরঃ ॥১৩

শক্যা বহুবিধৈর্বাক্যৈঃ কুণ্ডলেপ্সা ত্বয়ানঘ।
বিহন্তুং দেবরাজস্য হেতুযুক্তৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪

হেতুমদ্রূপপন্নাভির্ধার্য্যকৃতকৃতৈঃ।
পুরন্দরস্য কর্ণ ত্বং বুদ্ধিমেতাসপানুদ ॥১৫

ত্বং হি নিত্যং নরব্যাঘ্র স্পর্দ্ধসে সব্যসাচিনা।
সব্যসাচী ত্বয়া চেহ যুধি সূতঃ সমেষ্যতি ॥১৬

ন তু ত্বামর্জুনঃ শক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতম্।
বিজেতুং যুধি যত্তস্য স্বয়মিন্দ্রঃ সখা ভবেৎ ॥১৭

তস্মাদ্ দেহে শক্রায় ত্বয়েতে কুণ্ডলে শুভে।
সংগ্রামে যদি নির্জেতুং কর্ণ কাময়সেঽর্জুনম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি সূর্য্যকর্ণসংবাদে একাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০১॥

ইহার মধ্যে কিছু দৈববিহিত আধ্যাত্মিক রহস্য আছে; এজন্যও আমি তোমাকে বলিতেছি—তুমি অবিশঙ্কিতচিত্তে আমার কথা অনুসারে কাজ কর।৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। দেব-গুহ্য বস্তু তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়; তোমাকে তাহা বলিব না, তুমি পরে তাহা জানিতে পারিবে।১০

হে রাধাসুত। আমি পুনর্ব্বার তোমাকে তাহা বলিতেছি, শুন। ইন্দ্র ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় দিবে না।১১

মহাতেজস্বী কর্ণ। আকাশে বিশাখানামক দুই নক্ষত্রের মধ্যে যেমন চন্দ্রের শোভা হয়, তেমনই দুই কুণ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া তুমিও শোভা প্রাপ্ত হও।১২

বৎস। জীবিত অবস্থাতেই কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠতরা বলিয়া জানিবে; সুতরাং কুণ্ডল চাহিলে সুরেশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিবে।১৩

নিষ্পাপ। তুমি দেবরাজের প্রার্থনাকে যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা পুনঃ পুনঃ খণ্ডন করিয়া তাহার কুণ্ডলের প্রার্থনাকে ব্যাহত করিবে।১৪

কর্ণ। তুমি যুক্তিপূর্ণ মধুর ভাষণের দ্বারা পুরন্দরের বুদ্ধিকে পরিবর্ত্তিত করিবে।১৫

নরশ্রেষ্ঠ। তুমি সর্ব্বদাই সব্যসাচী অর্জুনের সহিত যুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ কর। বীর সব্যসাচী অর্জুন তোমার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিতে আসিবে।১৬

কিন্তু ইন্দ্র স্বয়ংও যদি সব্যসাচীর সখা হয়, তথাপি সব্যসাচী কুণ্ডলসমন্বিত তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না।১৭

অতএব হে কর্ণ। তুমি যদি রণক্ষেত্রে অর্জুনকে জয় করিতে চাও, তবে ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় কিছুতেই দিবে না।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্য-কর্ণসংবাদবিষয়ক একাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০১

দ্ব্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সূর্য্য-কর্ণযোরালাপঃ, সূর্য্যাজ্ঞয়া ইন্দ্রতঃ শক্তিং গৃহীত্বা তস্মৈ কবচং কুণ্ডলযুগঞ্চ দাতুং কর্ণস্য নিশ্চয়শ্চ।]

কর্ণ উবাচ।

ভগবন্ভক্তমহং ভক্তো যথা মাং বেত্থ গোপতে।
তথা পরমতিগ্মাংশো নান্যদেবং কথঞ্চন ॥১

ন মে দারা ন মে পুত্রা ন চাত্মা সুহৃদো ন চ।
তথেষ্টা বৈ সদা ভক্ত্যা যথা ত্বং গোপতে মম ॥২

ইষ্টানাঞ্চ মহাত্মানো ভক্তানাঞ্চ ন সংশয়ঃ।
কুর্বন্তি ভক্তিমিষ্টাঞ্চ জানীষে ত্বঞ্চ ভাস্করঃ ॥৩

ইষ্টো ভক্তশ্চ মে কর্ণো ন চান্যদ্ দৈবতং বিদুঃ।
জানীত ইতি বৈ কৃত্বা ভগবানাহ মদ্বিধম্ ॥৪

ভূয়শ্চ শিরসা যাচে প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইতি ব্রবীমি তিগ্মাংশো ত্বং তু মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥৫

বিভেমি ন তথা মৃত্যোর্যথা বিদ্যোঽনৃতাদহম্।
বিশেষেণ দ্বিজাতীনাং সর্বেষাং সর্বদা সতাম্ ॥৬
প্রদানে জীবিতস্যাপি ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা।
যচ্চ মামাত্থ দেব ত্বং পাণ্ডবং ফাল্গুনং প্রতি ॥৭
যোতু সন্তাপজং দুঃখং তব ভাস্কর মানসম্।
অর্জুনপ্রতিমং চৈব বিদ্ধ্যামি রণেঽর্জুনম্ ॥৮

তথাপি বিদিতং দেব মমাপ্যস্ত্রবলং মহৎ।
জামদগ্ন্যাদুপাত্তং যৎ তথা দ্রোণান্মহাত্মনঃ ॥৯

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[সূর্য্য ও কর্ণের আলাপ এবং সূর্য্যের আজ্ঞায় ইন্দ্রের নিকট হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কবচ ও কুণ্ডলযুগ দান করিতে কর্ণের নিশ্চয়।]

কর্ণ বলিলেন,—হে সূর্য্য! আপনি ভগবান্, আমি আপনার পরম ভক্ত, ইহা আপনি জানেন। প্রখরকিরণসম্পন্ন! আপনাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।১

হে সূর্য্যদেব! আমার স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ্ এবং আমার আত্মাও আমার নিকট সেরূপ প্রিয় নয়, যেরূপ আপনি আমার নিকট প্রিয়।২

হে ভাস্কর! আপনি ইহাও জানেন, মহাত্মাগণ নিজ প্রিয় ভক্তগণের উপর বিশেষ কৃপা রাখেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।৩

"কর্ণ আমার প্রিয় ভক্ত, সে আমাকে ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে জানে না"—ইহা আপনি জানেন; সেইজন্য আপনি আমায় এই হিতোপদেশ করিতেছেন।৪

তীব্রকিরণশোভিত সূর্য্যদেব! আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে প্রণামের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।৫

আমি মৃত্যুকেও তত ভয় করি না, যত ভয় মিথ্যাকে করি; বিশেষতঃ সেই মিথ্যা ব্যবহার যদি সজ্জন ও ব্রাহ্মণের সহিত করিতে হয়। এরূপ স্থলে যাচ্ঞা করিলে আমি আমার প্রাণকেও বিনা বিচারে দিতে পারি।৬-৭

হে দেব! পাণ্ডুতনয় অর্জুন হইতে আমার যে ভয়ের কথা আপনি বলিতেছেন, আপনি সে দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-প্রতিম হইলেও অর্জ্জুনকে আমি যুদ্ধে জয় করিব।৮

আপনার ইহাই জানা আছে যে, আমি জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম ও মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিকট সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছি, আমারও অস্ত্রবল অতিবিশাল।৯

করবো বলে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি অজ হয়ে—জন্মাই, নিরাকার হয়েও সাকার হই, আত্মমায়ায় দেহ ধারণ করে আবির্ভূত হই! সকলকে আনন্দপথের সন্ধান দিয়ে ধর্ম্ম সংস্থাপন করে থাকি, আমার সগুণ-সাকাররূপ পরিগ্রহের উদ্দেশ্যই হল ধর্ম্ম সংস্থাপন, ধর্ম্ম রক্ষিত হলে সমস্ত রক্ষিত হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু থাকে না, তাই আমি আমি যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপন করতে, ধর্ম্ম সংস্থাপন ভিন্ন আমার কোন কর্ম্ম নাই।

আমি পঞ্চভূত, আমি চতুর্দ্দশভুবন, আমি সপ্ত সমুদ্র, আমি হিমালয় আদি পর্ব্বত সকল, আমি রাক্ষসমণ্ডলী, আমি ঋষিগণ, আমি পুরাতন-পুরুষ, সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আমিই ছিলাম, এখন আমিই বিদ্যমান আছি, ভবিষ্যতে একমাত্র আমিই থাকবো, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে আমি ভিন্ন আর কিছু নাই। আমি নিত্য, আমি অনিত্য, আমিই বেদ ও ব্রহ্মার স্রষ্টা, আমি অবিদ্যাবিহীন-শুদ্ধ-স্বরূপ, আমি দক্ষিণ, আমি উত্তর, আমি পূর্ব্ব, আমি পশ্চিম, আমি অধঃ, আমি উর্দ্ধ, আমি দিগ্‌বিদিগ্‌ সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ ভাবে আছি। আমি মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, প্রাতে গায়ত্রী, আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি নপুংসক, আমি ত্রিষ্টুপ্‌, আমি জগতী, আমি অনুষ্টুপ্‌, আমি পঙ্‌ক্তি-ছন্দস্বরূপ, আমিই ঋক্‌ যজুঃ ও সামবেদপ্রতিপাদ্য পুরুষ, আমি সত্যস্বরূপ, আমি অবিদ্যার দ্বারা অভিভূত হই না, আমি দক্ষিণাগ্নি, আমি গার্হপত্য অগ্নি, আমি আহবনীয় অগ্নি, আমি গৌরব, আমি গুরু, আমি বাক্য, আমি রহস্য, আমি স্তৌ, আমি জগন্নিয়ন্তা, আমি সকলের আদিভূত, আমি জ্যেষ্ঠ, আমি সুরগণের শ্রেষ্ঠ, আমি বশিষ্ঠ, আমি সমুদ্রস্বরূপ, আমি আর্য্য, আমি ভগবান্‌, আমি ঈশ্বর, আমি বায়ু, ঋগাদি-বেদ-

চতুষ্টয়, আমি ব্রহ্ম, আমি ইতিহাস, আমি পুরাণ, আমি প্রয়োগ ও প্রয়োগকর্ত্তা, আমি বোধায়নাদি-স্বরূপ, আমি নারায়ণী মন্ত্র, আমি যজ্ঞ প্রশংসাদি, আমি উপাসনা, আমি উপনিষদ্, আমি শ্লোক, আমি সূত্র, আমি অনুব্যাখ্যান, আমি ব্যাখ্যা, আমি গন্ধর্ব্বাদি বিদ্যা, আমি যাগ, আমি হোম, আমি সাধন-দ্রব্যসকল, আমি দানীয়দ্রব্যাদি, আমি দান, আমি ইহলোক, আমি পরলোক, আমি ক্ষর, আমি অক্ষর, আমি সর্ব্বভূত, আমি আমি দম, আমি শম, আমি খগ (বেদ গরুড়), আমি বেদ-সমূহের গুহ্য বস্তু, আমি অনন্তসম্ভূত দ্রব্য, আমি। আমি।। আমি।।।

25 AUG 1970

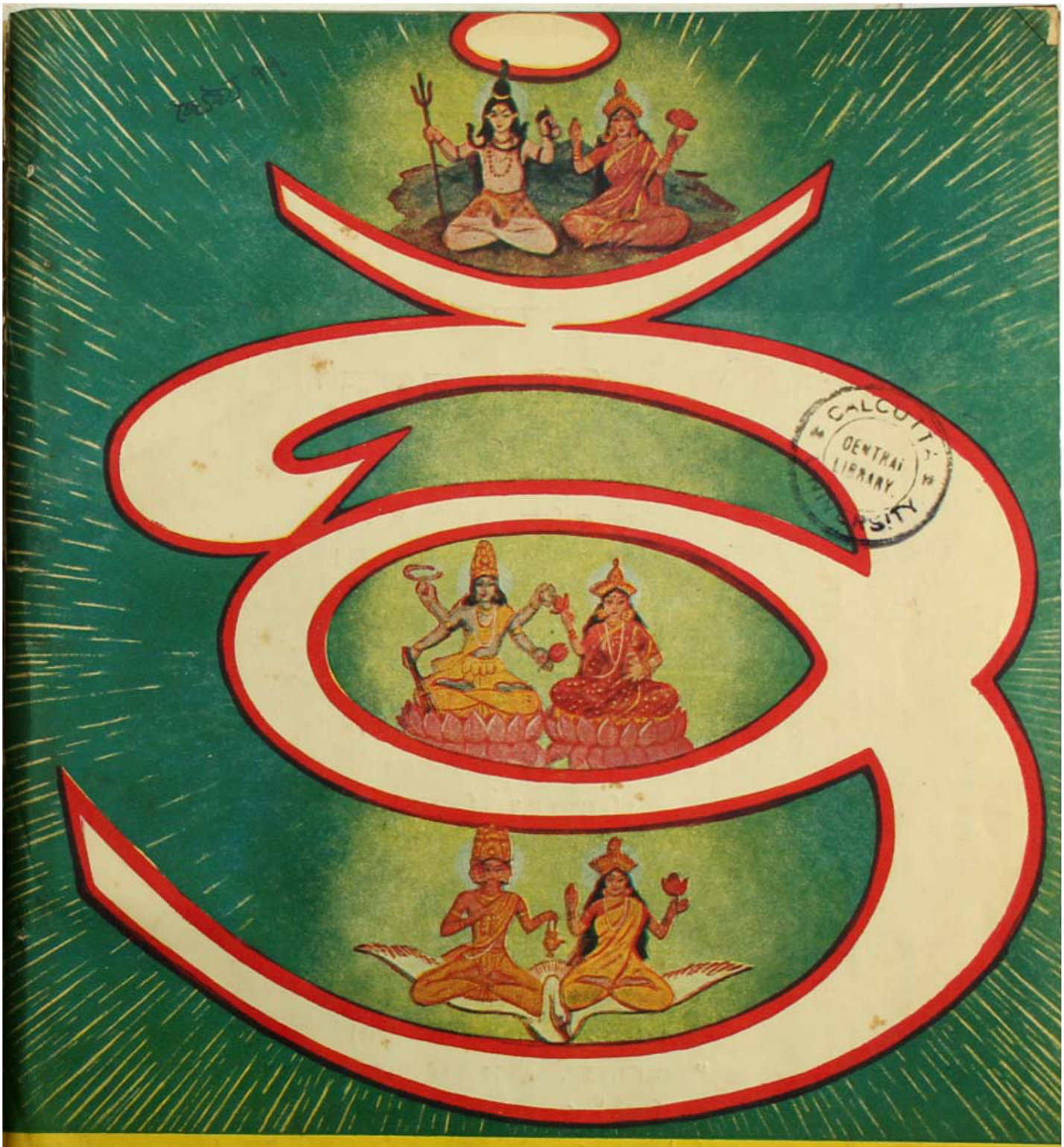

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঙ্কারমঠ
৫।২।৬৬

সচ্চিদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সচ্চিদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সচ্চিদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মরক্ষিণের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। সনাতনধর্ম্মের মধ্যে সত্য অন্যতম। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্মসত্যস্বরূপ, আবার এই যে সম্প্রসাদ (সম্যক্ গুণযুক্ত বিধান্) এ শরীর হতে উত্থিত হয়ে এবং 'পরম জ্যোতিঃ' সম্পন্ন হওত যাঁর স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের

[অষ্টমবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩৭৭] [দ্বাদশ সংখ্যা—স্নান যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যব্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(ভরতপুর সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ

মুদ্রণ-কর্ম্মনিয়ন্ত্রক :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯৪, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কূপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
সোমাট
৮।৪।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্যম, লঘুযম, অঙ্গ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, সোহিত, দাল্ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,

৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

ইদং ত্বমনুজানীহি সুরশ্রেষ্ঠ ব্রতং মম।
ভিক্ষতে বজ্রিণে দদ্যামপি জীবিতমাত্মনঃ ॥১০

সূর্য্য উবাচ।
যদি তাত দদাস্যেতে বজ্রিণে কুণ্ডলে শুভে।
ত্বমপ্যেনময়ো ক্রূরা বিজয়ার্থং মহাবলম্ ॥১১

নিয়মেন প্রদদ্যাং তে কুণ্ডলে বৈ শতক্রতো।
অবধ্যো হ্যসি ভূতানাং কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥১২

অর্জুনেন বিনাশং হি তব দানবসূদনঃ।
প্রার্থয়ানো রণে বৎস কুণ্ডলে তে জিহীর্ষতি ॥১৩

স ত্বমপ্যেনমায়াদ্য স্তুতিভিঃ পুনঃ পুনঃ।
অভ্যর্থয়েথা দেবেশমমোঘার্থং পুরন্দরম্ ॥১৪
অমোঘাং দেহি মে শক্তিমিত্রবিনিবর্হিণীম্।
দাস্যামি তে সহস্রাক্ষ কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্ ॥১৫

ইত্যেব নিয়মেন ত্বং দদ্যাঃ শক্রায় কুণ্ডলে।
তয়া ত্বং কর্ণ সংগ্রামে হনিষ্যসি রণে রিপূন্ ॥১৬

নাহত্বা হি মহাবাহো শক্রমেষ্যতি কঞ্চন পুনঃ।
সা শক্তির্দেবরাজস্য শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা সহস্রাংশুঃ সহসান্তরধীয়ত।
(কর্ণস্তু বুবুধে রাজন্ স্বপ্নান্তে প্রবদন্নিব।
প্রতিবুদ্ধস্তু রাধেয়ঃ স্বপ্নং শঙ্কিত্বা ভারত ॥
চকার নিশ্চয়ং রাজন্ শক্র্যর্থং বদতাং বরঃ।)
যদি মামিন্দ্র আয়াতি কুণ্ডলার্থং পরন্তপঃ ॥
শক্ত্যা তস্মৈ প্রদাস্যামি কুণ্ডলে বর্ম চৈব হ।
স কৃত্বা প্রাতরুত্থায় কার্য্যাণি ভরতর্ষভ ॥
ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বাথ যথাকার্য্যমুপাক্রমৎ।
বিধিনা রাজশার্দূল মুহূর্তমজপৎ ততঃ ॥)
ততঃ সূর্য্যায় জপ্যান্তে কর্ণঃ স্বপ্নং ন্যবেদয়ৎ ॥১৮

যথাদৃষ্টং যথাতত্ত্বং যথোক্তমুভয়োর্নিশি।
তৎ সর্বমানুপূর্ব্যেণ শশংসাস্মৈ বৃষস্তদা ॥১৯

সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার এই দানব্রতবিষয়ে অনুমতি দান করুন যে, যদি ইন্দ্র আসিয়াও ভিক্ষা করে, তবে আমি তাঁহাকে যেন আমার প্রাণও দিতে সমর্থ হই।১০

সূর্য্য বলিলেন,—হে বৎস! যদি তুমি ইন্দ্রকে শুভ কুণ্ডলদ্বয় প্রদানই কর, তবে তুমি মহাবলী ইন্দ্রকে বলিবে, আমি যুদ্ধে জয়লাভের জন্য একটি সর্তে কুণ্ডল দিতে পারি।১১

শতক্রতো! আমি এক নিয়মানুসারে আমার এই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিব। তুমি এই কুণ্ডলদ্বয়ের দ্বারা সমস্ত প্রাণীর অবধ্য হইয়াছ। বৎস! এই কারণে ইন্দ্র অর্জুনের দ্বারা তোমার বিনাশের জন্যই প্রার্থনার দ্বারা কুণ্ডল হরণ করিতে চায়।১২-১৩

সুতরাং তুমিও ইন্দ্রকে মধুর ভাষায় পুনঃ পুনঃ তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অমোঘা একাঘ্নী শক্তি চাহিয়া লইবে।১৪

তুমি বলিবে, হে সহস্রলোচন! আপনি শত্রু-বিনাশিনী অমোঘা শক্তি আমাকে দিন, তাহা হইলে আমিও কুণ্ডল ও উত্তম বর্ম প্রদান করিব।১৫

কর্ণ! এইরূপ সর্তে তুমি ইন্দ্রকে কুণ্ডল দুইটি (ও কবচ) দিবে। তাহা হইলে তুমি যুদ্ধে সেই শক্তির দ্বারা শত্রুপক্ষকে বধ করিতে সক্ষম হইবে।১৬

মহাবাহো! ইন্দ্রের সেই শক্তি শত শত ও সহস্র সহস্র শত্রু সংহার না করিয়া পুনরায় হস্তে ফিরিয়া আসে না।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া সূর্য্যদেব সহসা অন্তর্ধান করিলেন। অনন্তর কর্ণ প্রভাতকালে

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ দেবো ভানুঃ স্বর্ভানুসূদনঃ।
উবাচ স্মং তথেত্যেব কর্ণং সূর্য্যঃ স্মরন্নিব ॥২০

ততস্তত্বমিতি জ্ঞাত্বা রাধেয়ঃ পরবীরহা।
শক্তিমেবাভিকাঙ্ক্ষন্ বৈ বাসবং প্রত্যপালয়ৎ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি সূর্য্য-কর্ণসংবাদে দ্ব্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০২

জাগরিত হইয়া জপের শেষে স্বপ্নের কথা সূর্য্যদেবকে নিবেদন করিলেন।১৮

রাত্রিতে যেরূপ দেখিয়াছিলেন এবং দুইজনে যেরূপ আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আনুপূর্বীক্রমে ও যথাযথভাবে সূর্য্যকে বলিলেন।১৯

তাহা শুনিয়া প্রতাপশালী রাহুদমন ভগবান্ সূর্য্যদেব ঈষৎ হাসিয়া কর্ণকে বলিলেন, তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা সবই ঠিক।২০

তখন শক্রযোদ্ধহন্তা রাধাপুত্র কর্ণ স্বপ্নবৃত্তান্ত যথার্থ বুঝিয়া শক্তিলাভের ইচ্ছায় ইন্দ্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্বে সূর্য্য-কর্ণ আলাপবিষয়ক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০২

ত্র্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তিভোজগৃহে মহর্ষি-দুর্ব্বাসস আগমনম্, তস্য সেবায়ৈ রাজ্ঞা কুন্ত্যা নিযুক্তিশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কিং তদ্ গুহ্যং ন চাখ্যাতং কর্ণায়েহোক্তবান্বিনা।
কীদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচং চৈব কীদৃশম্ ॥১

কুতশ্চ কবচং তস্য কুণ্ডলে চৈব সত্তম।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অত্রং রাজন্ শ্রবীম্যেতৎ তস্য গুহ্যং বিভাবসোঃ।
যাদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচং চৈব যাদৃশম্ ॥৩

কুন্তিভোজং পুরা রাজন্ ব্রাহ্মণঃ পর্য্যুপস্থিতঃ।
তিগ্মতেজা মহাপ্রাংশুঃ শ্মশ্রুদণ্ডজটাধরঃ ॥৪

ত্র্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কুন্তিভোজগৃহে মহর্ষি দুর্ব্বাসার আগমন এবং তাঁহার সেবার জন্য রাজা কর্ত্তৃক কুন্তীকে নিযুক্তি।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে তপোধন। সেই গোপনীয় কথাটি কি, যাহা কর্ণের নিকটে আদিত্যদেব প্রকাশ করিলেন না? কবচ ও কুণ্ডল দুইটী কিরূপ ছিল? সাধুশ্রেষ্ঠ তপোধন। উহা কোথা হইতে কর্ণ পাইয়াছিলেন? এই বিষয়গুলি আমি শুনিতে চাই, আপনি কৃপা করিয়া বলুন।১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্। সূর্য্যের গুহ্য কথাটি এবং কুণ্ডলদ্বয় ও কবচটি যেরূপ ছিল, তাহা আমি বলিতেছি, শুন।৩

দর্শনীয়োঽনবদ্যাঙ্গস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব।
মধুপিঙ্গো মধুরবাক্ তপঃস্বাধ্যায়ভূষণঃ ॥৫

স রাজানং কুন্তিভোজমব্রবীৎ সুমহাতপাঃ।
ভিক্ষামিচ্ছামি বৈ ভোক্তুং তব গেহে বিমৎসরঃ ॥৬

ন মে ব্যলীকং কর্ত্তব্যং ত্বয়া বা তব চানুগৈঃ।
এবং বৎস্যামি তে গেহে যদি তে রোচতেঽনঘ ॥৭

যথাকামঞ্চ গচ্ছেয়মাগচ্ছেয়ং তথৈব চ।
শয্যাসনে চ মে রাজন্ নাপরাধ্যেত কশ্চন ॥৮

তমব্রবীৎ কুন্তিভোজঃ প্রীতিযুক্তমিদং বচঃ।
এবমস্তু পরং চেতি পুনশ্চৈনমথাব্রবীৎ ॥৯

মম কন্যা মহাপ্রাজ্ঞ পৃথা নাম যশস্বিনী।
শীলবৃত্তান্বিতা সাধ্বী বিদ্বতা চৈব ভাবিনী ॥১০

উপস্থাস্যতি সা ত্বং বৈ পূজয়ানমমন্য চ।
তস্যাশ্চ শীলবৃত্তেন তুষ্টিং দ্রক্ষ্যসি ॥১১

এবমুক্ত্বা তু তং বিপ্রমভিপূজ্য যথাবিধি।
উবাচ কন্যামত্যর্থং পৃথাং পৃথুললোচনাম্ ॥১২

অয়ং বৎসে মহাভাগো ব্রাহ্মণো বসতিমিচ্ছতি।
মম গেহে ময়া চাস্য তথেত্যেবং প্রতিশ্রুতম্ ॥১৩

ত্বয়ি বৎসে পরাবস্তু ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনম্।
তন্মে বাক্যমমিথ্যা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি কর্হিচিৎ ॥১৪

হে রাজন্! রাজা কুন্তিভোজের নিকটে একসময় একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিশয় সত্য ও উগ্রতেজা, ছিলেন এবং শ্মশ্রু, দন্ত, জটা ও কমণ্ডলুধারী ছিলেন। আবার তিনি দেখিতেও অতি সুন্দর এবং জ্যোতির্ময় ছিলেন। তাঁহার শরীরের বর্ণ মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ছিল; তিনি মধুরভাষী ও তপস্যা এবং স্বাধ্যায়সম্পন্ন ছিলেন।৪-৫

সেই মহাতপা ব্রাহ্মণ কুন্তিভোজের নিকট গিয়া বলিলেন—হে মাৎসর্য্যরহিত নৃপতে! আমি ভোজনের জন্য তোমার গৃহে কিছু ভিক্ষা চাই।৬

আমার সর্ত্ত রহিতেছে এই যে, তুমি বা তোমার অনুগামী সেবকগণ কেহই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবে না। রাজন্! তাহা হইলেই আমি তোমার গৃহে বাস করিব, নতুবা নয়।৭

রাজন্! আমার ইচ্ছামত আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাতায়াত করিব, আমার শয্যা বা আসনের নিকট কেহ কোন অপরাধজনক কাজ করিবে না।৮

তাহা শুনিয়া কুন্তিভোজ প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন,—'তাহাই হইবে'। এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণকে বলিলেন —।৯

মহাপ্রাজ্ঞ! আমার একটী পৃথা নাম্নী কন্যা আছে, সে সচ্চরিত্রা ও সদাচারসমন্বিতা, সাধ্বী, বিদুষী, হৃদয়বতী; সুতরাং যশস্বিনী।১০

সে যত্নের শ্রদ্ধার সহিত ও অবহেলাশূন্য হইয়া সতত আপনার সেবা করিবে এবং আশা করি তাহার স্বভাব ও সদাচারে আপনি পরমা প্রীতি লাভ করিবেন।১১

এই বলিয়া তিনি সেই ব্রাহ্মণের যথাবিধি পূজা করিলেন এবং বিশালনয়না কন্যা কুন্তীর নিকট গিয়া বলিলেন।১২

হে বৎসে! এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করিতে চাহেন এবং আমিও "তাহাই হউক" বলিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছি।১৩

তোমার উপরই এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের সেবা ও আরাধনা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; আমি তাঁহাকে

অয়ং তপস্বী ভগবান্ স্বাধ্যায়নিয়তো দ্বিজঃ।
যদ্ যদ্ ব্রূয়াদ্মহাতেজাস্তত্তদ্ দেয়মসংশয়াৎ ॥১৫

ব্রাহ্মণো হি পরং তেজো ব্রাহ্মণো হি পরং তপঃ
ব্রাহ্মণানাং নমস্কারৈঃ সূর্য্যো দিবি বিরাজতে ॥১৬

অমানয়ন্ হি মানার্হান্ বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
নিহতো ব্রহ্মদণ্ডেন তালজঙ্ঘস্তথৈব চ ॥১৭

সোঽহং বৎসে মহাভাগ আত্মতন্ত্রমি সাম্প্রতম্।
ত্বং সদা নিয়তা কুর্য্যা ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনম্ ॥১৮

জানামি প্রণিধানং তে বাল্যাৎ প্রভৃতি নন্দিনি।
ব্রাহ্মণেষিহ সর্বেষু গুরু-বন্ধুষু চৈব হ ॥১৯

তথা প্রেষ্যেষু সর্বেষু মিত্রসম্বন্ধিমাতৃষু।
ময়ি চৈব যথাবৎ ত্বং সর্বমাবৃত্য বর্ত্তসে ॥২০

ন ত্বদ্ভুতো জনোঽন্যোঽস্তি পুরে চান্তঃপুরে চ তে।
সম্যগ্ বৃত্তানবদ্যাঙ্গি তব ভৃত্যজনেষ্বপি ॥২১

সন্দেষ্টব্যাং তু মন্যে ত্বাং দ্বিজাতিং কোপনং প্রতি
পৃথে বালেতি কৃত্বা বৈ সুতা চাসি মমেতি চ ॥২২

ভৃগূণাঞ্চ কুলে জাতা শূরস্য দয়িতা সুতা।
দত্তা প্রীতিমতা মহ্যং পিত্রা বালা পৃথা স্বয়ম্ ॥২৩

বসুদেবস্য ভগিনী সুতানাং প্রবরা মম।
অপ্রমত্তে প্রতিজ্ঞায় তেনাপি দুহিতা মম ॥২৪

তাদৃশে হি কুলে জাতা কুলে চৈব বিবর্দ্ধিতা।
সুখাৎ সুখমনুপ্রাপ্তা হ্রদাদ্ধ্রদমিবাগতা ॥২৫

দৌষ্কুলেয়া বিশেষেণ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতাঃ।
বালভাবাদ্ বিকুর্বন্তি প্রায়শঃ প্রমদাঃ শুভে ॥২৬

সেইরূপই বালয়াছি; তুমি আমার কথা মিথ্যা হইতে দিবে না।১৪

এই তপস্বী ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নরত ও নিয়মনিষ্ঠ; সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই ইঁহাকে মনে করিবে। ইনি যখন যাহা চাহিবেন বা করিতে বলিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দিবাশূন্য হইয়া দিবে এবং তাহাই করিবে।১৫

ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ তেজ, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়াই সূর্য্যদেব আকাশে বিরাজমান রহিয়াছেন।১৬

মাননীয় ব্রাহ্মণকে না মানিয়া মহাসুর বাতাপি এবং তালজঙ্ঘ ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা নিহত হইয়াছিল।১৭

হে বৎসে! সুতরাং আমি এখন তোমার উপর এই মহাভার অর্পণ করিলাম; তুমি নিয়মানুগা হইয়া ব্রাহ্মণের আরাধনা করিবে।১৮

নন্দিনি! আমি তোমার এই একাগ্রচিত্ততার কথা জানি; তুমি বাল্যকাল হইতেই সকল ব্রাহ্মণ, গুরুজন, আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য, মিত্র, কুটুম্ব ও মাতৃগণের প্রতি তোমার অতুলনীয় শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সহিত সেবা করিয়া সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছ।১৯-২০

নগরে ও অন্তঃপুরে আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে কেহই তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহে। অনবদ্যাঙ্গি! এমন কি ভৃত্যবর্গের প্রতি তোমার আচরণ প্রশংসনীয়।২১

হে পৃথে! তথাপি তুমি বালিকা ও আমার কন্যা, আর এই ব্রাহ্মণ কোপনস্বভাব; এজন্য তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।২২

তুমি ভৃগুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তুমি শূরসেনের প্রিয় কন্যা; পূর্ব্বে তোমার পিতা আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ তোমাকে আমায় দিয়াছিলেন।২৩

তুমি বসুদেবের ভগিনী এবং শূরসেনের সন্তানগণের মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠা; তিনি আমাকে তাঁহার প্রথম সন্তান দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; তাই তুমি আমার দুহিতা (কন্যা) হইয়াছ।২৪

তুমি সেইরূপ শ্রেষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের এই শ্রেষ্ঠকুলে পালিতা ও পোষিতা হইয়া বর্দ্ধিত

পৃথে রাজকুলে জন্ম রূপং চাপি তবাদ্ভুতম্।
তেন তেনাসি সম্পন্না সমুপেতা চ ভাবিনী ॥২৭

সা ত্বং দর্পং পরিত্যজ্য হর্ষং মানঞ্চ ভাবিনি।
আরাধ্য বরদং বিপ্রং শ্রেয়সা যোক্ষ্যসে পৃথে ॥২৮

এবং প্রাপ্স্যসি কল্যাণি কল্যাণজনকে ধ্রুবম্।
কোপিতে চ দ্বিজশ্রেষ্ঠে কৃৎস্নং হন্যেত তে কুলম্ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি
পৃথোপদেশে ত্র্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৩

হইয়াছ। এক হ্রদ হইতে অপর হ্রদে জলযাত্রার যাওয়ার ন্যায় তুমি এক সুখময় কুল হইতে অপর সুখময় কুলে আসিয়াছ।২৫

শুভে! ইতরকুলে জাত কন্যাগণ কোন বিশেষ আগ্রহে পড়িয়া অবিবেকবশতঃ প্রায়শঃই বিকার প্রাপ্ত হয়। (পরন্তু তোমাতে সেরূপ আশঙ্কা নাই।) ২৬

হে পৃথে! তুমি রাজকুলে জন্মিয়াছ, তোমার রূপও অদ্ভুত। যেমন তোমার রূপ ও কুল, তেমনই তুমি সদ্‌গুণ ও সদাচারে সম্পন্না এবং ভবিষ্যবতী।২৭

সদ্ভাবসম্পন্না পৃথে! সুতরাং দর্প, হর্ষ ও মান পরিত্যাগ করিয়া এই বরদাতা তপস্বী ব্রাহ্মণের সেবা করিলে তুমি পরম কল্যাণ লাভ করিবে।২৮

হে কল্যাণি! হে অনঘে! এই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তুমি পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইলে তিনি আমার সম্পূর্ণ কুলকেই ধ্বংস করিবেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্বে কুন্তীদেবীকে উপদেশবিষয়ক ত্র্যধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৩

চতুরধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পিত্রা সহ কুন্তীদেব্যা আলাপঃ, ব্রাহ্মণস্য পরিচর্য্যা চ।]

কুন্ত্যুবাচ।
ব্রাহ্মণং বন্দিতা রাজন্ পশ্চাত্তামি পূজয়া।
যথাপ্রতিজ্ঞং রাজেন্দ্র ন চ মিথ্যা ব্রবীম্যহম্ ॥১

এষ চৈব স্বভাবো মে পূজয়েয়ং দ্বিজানিতি।
তব চৈব প্রিয়ং কার্য্যং শ্রেয়শ্চ পরমং মম ॥২

চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[পিতার সহিত কুন্তীদেবীর আলাপ এবং ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা।]

কুন্তী বলিলেন,—রাজন্! আমি আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে নিয়মানুগা হইয়া এই ব্রাহ্মণের নিরন্তর সেবা করিব। রাজেন্দ্র! আমি মিথ্যা বলিতেছি না।১

আমার প্রকৃতিই হইল ব্রাহ্মণগণের সেবা ও পূজা করা। আর আপনার প্রিয় কর্ম করা তো আমার পক্ষে পরম কল্যাণকর।২

যজ্ঞেবৈষ্যতি সায়াহ্নে যদি প্রাতরথো নিশি।
যদ্যর্দ্ধরাত্রে ভগবান্ ন মে কোপং করিষ্যতি ॥৩
লাভো মমৈব রাজেন্দ্র যদ্ বৈ পূজয়তো দ্বিজান্।
আদেশে তব তিষ্ঠন্তী হিতং কুর্য্যাং নরোত্তম ॥৪
বিশ্রম্ভো তব রাজেন্দ্র ন ব্যলীকং দ্বিজোত্তমঃ।
বদন্ প্রাপ্স্যতি তে গেহে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥৫
যৎ প্রিয়ঞ্চ দ্বিজস্যাস্য হিতং চৈব তবানঘ।
তদ্বিধাস্যামি তথা রাজন্ ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৬
ব্রাহ্মণা হি মহাভাগাঃ পূজিতাঃ পৃথিবীপতে।
তারয়ন্ত সমর্থাঃ স্যুর্বিপরীতে বধায় চ ॥৭
নাহমেতদ্ বিজানন্তী তোষয়িষ্যে দ্বিজোত্তমম্।
ন মৎকৃতে বাধাং রাজন্ প্রাপ্স্যসি দ্বিজসত্তমাৎ ॥৮

অপরাধেঽপি রাজেন্দ্র রাজ্ঞামভ্রেষসে দ্বিজাঃ।
ভবন্তি চ্যবনো যদ্বৎ সুকন্যায়াঃ কৃতে পুরা ॥৯
নিয়মেন পরেণাহমুপস্থাস্যে দ্বিজোত্তমম্।
যথা ত্বয়া নরেন্দ্রেদং ভাষিতং ব্রাহ্মণং প্রতি ॥১০
এবং ব্রুবন্তীং বহুশঃ পরিষ্বজ্য সমর্ঘ্য চ।
ইতি চেতি চ কর্ত্তব্যং রাজা সর্বমথাদিশৎ ॥১১

রাজোবাচ।

এবমেতৎ ত্বয়া ভদ্রে কর্ত্তব্যমবিশঙ্কয়া।
মদ্ধিতার্থং তথাত্মার্থং কুলার্থং চাপ্যনিন্দিতে ॥১২
এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং কুন্তিভোজো মহাযশঃ।
পৃথাং পরিদদৌ তস্মৈ দ্বিজায় দ্বিজবৎসলঃ ॥১৩

এই পরম পূজনীয় ব্রাহ্মণ যদি সায়াহ্নকালে, প্রাতঃকালে, রাত্রিতে অথবা অর্দ্ধরাত্রেও আসিয়া উপস্থিত হন, তথাপি তিনি আমার মনে ক্রোধ উৎপন্ন করিতে পারিবেন না; কারণ, আমি সব সময় তাঁহার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিব।৩

হে নরোত্তম মহারাজ! আমার ইহা পরম লাভ যে, আপনার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণের সেবা ও পূজা করিতে করিতে আপনারই হিতকর কার্য্যে নিযুক্তা থাকিব।৪

হে মহারাজ! আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন; আপনার এই ভবনে নিবাসকালে সেই ব্রাহ্মণ নিজ মনের প্রতিকূল কোন কার্য্য দেখিতে পাইবেন না। ইহা আমি সত্য করিয়া আপনাকে বলিতেছি।৫

নিষ্পাপ নরেশ! আপনি মনে কোন উদ্বেগ পোষণ করিবেন না; এই ব্রাহ্মণের যাহা প্রিয়, আপনার যাহা হিতকর, তাহাই করিতে আমি যত্ন করিব।৬

হে পৃথিবীপতে! মহাভাগ্যশালী ব্রাহ্মণগণ প্রীত হইলে যেমন জগৎকে উদ্ধার করিতে পারেন, তেমনই ক্রুদ্ধ হইলে জগৎকে সংহারও করিতে পারেন।৭

আমি একথা ভাল করিয়াই জানি; সুতরাং আমি এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট রাখিব। রাজন্! আমার জন্য এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইতে আপনি কোন কষ্ট পাইবেন না।৮

হে রাজেন্দ্র! কোন বালিকার দ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলেও ব্রাহ্মণগণ রাজগণের অহিত করিতে উদ্যত হন; যেমন পূর্ব্বে চ্যবনমুনি কন্যা সুকন্যার অপরাধের জন্য তাহার পিতা মহারাজ শর্য্যাতির অহিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।৯

নরেন্দ্র! আপনি যেরূপভাবে পূর্ব্বে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তপস্বী ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন, আমি নিয়মানুগা হইয়া সেইরূপ ভাবেই সেই ব্রাহ্মণের সেবা করিব।১০

কুন্তী এই কথা বলিলে, রাজা তাঁহার কথা সমর্থন করত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার ইতিকর্ত্তব্যসমূহ উপদেশ করিলেন।১১

ইয়ং ব্রহ্মন্ মম সুতা বালা সুখবিবর্ধিতা।
অপরাধ্যেত যৎকিঞ্চিন্ন কার্য্যং হৃদি তৎ ত্বয়া ॥১৪
দ্বিজাতয়ো মহাভাগা বৃদ্ধবালতপস্বিষু।
ভবন্ত্যক্রোধনাঃ প্রায়ো ন্যপরাদ্ধেষু নিত্যদা ॥১৫
সুমহত্যপরাধেঽপি ক্ষান্তিঃ কার্য্যা দ্বিজাতিভিঃ।
যথাশক্তি যথোৎসাহং পূজা গ্রাহ্যা দ্বিজোত্তম ॥১৬
ইত্যেবং ব্রাহ্মণেনোক্তং স রাজা প্রীতমানসঃ।
হংসচন্দ্রাংশুসঙ্কাশং গৃহমস্মৈ সুখোদয়ং ॥১৭
তত্রাগ্নিশরণে কৃত্বাসনং তস্য তানুমৎ।
আহারাদি চ সর্বং তৎ তথৈব প্রত্যবেদয়ৎ ॥১৮

নিক্ষিপ্য রাজপুত্রী তু তস্যাং যানং তথৈব চ।
আস্তব্যে পরমং যত্নং ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনে ॥১৯

তত্র সা ব্রাহ্মণং গত্বা পৃথা শৌচপরা সতী।
বিধিবৎ পরিচারার্হং দেববৎ পর্য্যতোষয়ৎ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি পৃথাদ্বিজপরিচর্য্যায়াং চতুরধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৪

রাজা বলিলেন,—হে অনিন্দিতে! হে কল্যাণি! তুমি যে আমার, আমার কুল ও তোমার নিজের জন্য নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে এই সব কার্য্য করিবে—ইহা আমি ভাল করিয়াই জানি।১২

ব্রাহ্মণপ্রেমী মহাযশস্বী কুন্তিভোজ নিজ কন্যাকে এই কথা বলিয়া রাজা সেই ব্রাহ্মণের নিকট কুন্তীকে লইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন।১৩

তারপর তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! আমার এই কন্যা কুন্তী এখনও বালিকা এবং সুখে লালিতা হইয়াছে; যদি আপনার নিকট সে কোন অপরাধ করে, তবে তাহাতে আপনি কৃপা করিয়া ইহার উপর ক্রোধ করিবেন না এবং মনে কিছু করিবেন না।১৪

মহাভাগ দ্বিজাতিগণ সাধারণতঃ দয়ালু হন; তাঁহারা বৃদ্ধ, বালক ও তপস্বিগণের প্রতি সদা অপরাধ করিলেও কখনও ক্রুদ্ধ হন্ না।১৫

হে দ্বিজোত্তম! মহাপরাধ করিলেও ব্রাহ্মণগণের উহা ক্ষমা করা উচিত এবং শক্তি ও উদ্যম অনুসারে তাঁহা কর্তৃক কৃত সেবাদি গ্রহণ করাও উচিত।১৬

ব্রাহ্মণ 'তথাস্তু' বলিয়া রাজার এই কথা স্বীকার করিলেন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণের বাসের জন্য হাঁস ও চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল একটি ভবন দিলেন।১৭

অগ্নিহোত্রের স্থানে তাঁহার জন্য একটি তেজোময় সুন্দর আসন দেওয়া হইল এবং আহারাদি সব কিছু দ্রব্য রাজা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।১৮

রাজপুত্রী কুন্তী আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরম যত্ন সহকারে ব্রাহ্মণের আরাধনায় নিযুক্তা রহিলেন।১৯

তারপর সেই সতীসাধ্বী কুন্তী পরম পবিত্র হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন করত বিধি অনুসারে দেবতার ন্যায় আরাধনা করত পূর্ণরূপে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্বে কুন্তী কর্তৃক দ্বিজের সেবাবিষয়ক চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৪

পঞ্চাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্ত্যাঃ সেবয়া তুষ্টেন তপস্বিনা ব্রাহ্মণেন তস্যৈ মন্ত্রস্যোপদেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তু কন্যা মহারাজ ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্।
তোষয়ামাস শুদ্ধেন মনসা সংশিতব্রতা ॥১

প্রাতরেবাভ্যধেত্যুক্ত্বা কদাচিদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
তত্র আয়াতি রাজেন্দ্র সায়ং রাত্রাবথো পুনঃ ॥২

তচ্চ সর্বাসু বেলাসু ভক্ষ্যভোজ্যপ্রতিশ্রয়ৈঃ।
পুরস্কারাস সা কন্যা যথা যানৈস্তু সর্বদা ॥৩

অন্নাদিসমুদাচারঃ শয্যাসনকৃতস্তথা।
দিবসে দিবসে তস্য বর্ধতে ন তু হীয়তে ॥৪

নির্ভর্ৎসনাপবাদৈশ্চ তথৈবাপ্রিয়য়া গিরা।
ব্রাহ্মণস্য পৃথা রাজন্ ন চকারাপ্রিয়ং তদা ॥৫

ব্যতে কালে পুনশ্চৈতি ন চৈতি বহুশো দ্বিজঃ।
সুদুর্লভমপি হ্যন্নং দীয়তামিতি সোঽব্রবীৎ ॥৬

কৃতমেব চ তৎ সর্বং যথা তস্যৈ শ্রুতেরুতম্।
শিষ্যবৎ পুত্রবচ্চৈব স্বসৃবচ্চ সুসংযতা ॥৭

যযোপজোষং রাজেন্দ্র দ্বিজাতিপ্রবরস্য সা।
প্রীতিমুৎপাদয়ামাস কন্যাবস্থমনিন্দিতা ॥৮

পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কুন্তীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ-কর্তৃক তাঁহাকে মন্ত্রের উপদেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! সেই কন্যা উত্তমব্রত পালন করিতে করিতে শুদ্ধ মনে সেবা করিয়া কঠোর ব্রতনিষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিলেন।১

রাজেন্দ্র! সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালেই আসিব বলিয়া গমন করিতেন। তারপর কিন্তু তিনি কখনও সায়ংকালে কখনও বা রাত্রিতে আসিতেন।২

কিন্তু সেই কন্যাও যেমনই সকল সময়েই ভক্ষ্য, ভোজ্য, আসন, শয্যা প্রভৃতি সমস্ত সামগ্রী পূর্বাপেক্ষা অধিকরূপে প্রস্তুত রাখিয়া অনলস-ভাবে সর্বদা ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন।৩

তিনি প্রতিদিনই পূর্বদিন অপেক্ষা অধিক অধিক অন্নাদির দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য শয্যা ও আসনাদির সুবিধাও পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রদান করিতেন। এইভাবে প্রতিদিন তাঁহার সেবার উপচার বর্ধিত হইতেই লাগিল, কিন্তু কম হইল না।৪

রাজন্! ব্রাহ্মণ যতই তাঁহাকে ভর্ৎসনা, দোষারোপ এবং কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করুন না কেন, পৃথা তাহাতে রুষ্ট হইতেন না এবং তাঁহার অপ্রিয় কিছু করিতেন না।৫

ব্রাহ্মণ এমন সময় ফিরিয়া আসিতেন, যখন পৃথা হয়ত অন্য কাজে অত্যন্ত ব্যগ্র আছেন, আবার হয়ত কখনও বহুদিন পর্যন্ত আসিতেনই না; কখনও আবার ফিরিয়া আসিয়াই এমন অন্ন চাহিতেন, যাহা দুর্লভ।৬

কিন্তু কুন্তী তাঁহার প্রার্থিত বস্তু এইরূপে প্রস্তুত করিয়া দিতেন, যেন মনে হইত উহা পূর্বেই প্রস্তুত আছে। তিনি অত্যন্ত সংযত হইয়া শিষ্য, পুত্র বা ভগিনীর ন্যায় তাঁহার সর্বদা সেবা করিতেন।৭

রাজেন্দ্র! সেই অনিন্দিতা কন্যারত্ন সেই ব্রাহ্মণপ্রবরের ইচ্ছানুসারে সেবা করিয়া তাঁহার পরমা প্রীতি উৎপাদন করিলেন।৮

তস্যাস্তু শীলবৃত্তেন তুতোষ দ্বিজসত্তমঃ।
অবধানেন চুরোহস্যাঃ পরং যত্নমথাকরোৎ ॥৯
তাং প্রভাতে চ সায়ঞ্চ পিতা পপ্রচ্ছ ভারত।
অপি তুষ্যতি তে পুত্রি ব্রাহ্মণঃ পরিচর্য্যয়া ॥১০
তং সা পরমসন্তোষং প্রত্যুবাচ যশস্বিনী।
ততঃ প্রীতিমবাপাগ্র্যাং কুন্তিভোজো মহামনাঃ ॥১১
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে যদাসৌ জপতাং বরঃ।
নাপশ্যদ্ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ পৃথায়াঃ সৌহৃদে রতঃ ॥১২
ততঃ প্রীতমনা ভূত্বা স এনাং ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি পরমং ভদ্রে পরিচারেণ তে শুভে ॥১৩
বরান্ বৃণীষ কল্যাণি দুষ্প্রাপান্ মানুষৈরিহ।
যৈস্তুং সীমন্তিনীঃ সর্বা যশসাতিবিষ্যসি ॥১৪

তাঁহার চরিত্রে ও সদাচারে এবং সদা-সাবধানতায় সেই দ্বিজবর সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তখন কুন্তীর হিত করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন ।৯

ভরতবংশধর জনমেজয়! পিতা কুন্তীভোজ প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—পুত্রি! ব্রাহ্মণ তোমার উপর সন্তুষ্ট আছেন তো ?১০

যখন যশস্বিনী কন্যা কুন্তী বলিতেন—'হাঁ পিতঃ! তিনি খুবই প্রসন্ন আছেন।' তখন মহামনা রাজা কুন্তিভোজ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন ।১১

তারপর এক বৎসর পূর্ণ হইলে যখন সেই জাপকশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, কুন্তীর কোন ত্রুটিই আবিষ্কার করা গেল না, তখন সেই ব্রাহ্মণ প্রীতমনে তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভদ্রে! তোমার সেবায় আমি পরম প্রীত হইয়াছি। হে শুভে! হে কল্যাণি! তুমি মানুষের দুষ্প্রাপ্য এরূপ বরসমূহ

কুন্ত্যুবাচ।
কৃতানি মম সর্বাণি যস্যা মে বেদবিত্তম।
ত্বং প্রসন্নঃ পিতা চৈব কৃতং বিপ্র বরৈরলম্ ॥১৫

ব্রাহ্মণ উবাচ।
যদি নেচ্ছসি মত্তস্ত্বং বরং ভদ্রে শুচিস্মিতে।
ইমং মন্ত্রং গৃহাণ ত্বমাহ্বানায় দিবৌকসাম্ ॥১৬

যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি।
তেন তেন বশে ভদ্রে স্থাতব্যং তে ভবিষ্যতি ॥১৭

অকামো বা সকামো বা স সমেষ্যতি তে বশে।
বিবুধো মন্ত্রসংস্পৃষ্টো ভবেদ্ ভৃত্য ইবানতঃ ॥১৮

যাচ্ঞা কর; যাহাদের প্রভাবে তুমি এই জগতে সকল নারীর মধ্যে যশস্বিনী হইতে পার ।১২-১৪

কুন্তী বলিলেন,—হে বেদজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ! আমার সেবায় আপনি ও আমার পিতা উভয়েই যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই আমার সব কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্রবর! আমাকে পৃথক্‌ভাবে বর দিবার কোন প্রয়োজন নাই ।১৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ভদ্রে! হে পবিত্র ঈষদ্‌হাস্যময়ি! যদি তুমি আমার নিকট পৃথক্‌ভাবে কোন বর না চাও, তবে তুমি দেবতাগণের আহ্বানের জন্য এই মন্ত্র গ্রহণ কর ।১৬

হে কল্যাণি! তুমি এই মন্ত্রের দ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহারা তোমার বশীভূত হইয়া অবস্থান করিবেন ।১৭

সেই দেবতা তোমার প্রতি সকাম হউন বা অকাম হউন না কেন, তিনি তোমার বশে আসিবেনই। মন্ত্রের প্রভাবে দেবতা হইয়াও ভৃত্যের ন্যায় তোমার কাছে নত হইয়া অবস্থান করিবেন ।১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ন শশাক দ্বিতীয়ং সা প্রত্যাখ্যাতুমনিন্দিতা।
তং বৈ দ্বিজাতিপ্রবরং তদা শাপভয়ান্নৃপ ॥১৯

ততস্তামনবদ্যাঙ্গীং প্রাহরাসাস স দ্বিজঃ।
মন্ত্রগ্রামং তদা রাজন্নথর্ব্বশিরসি শ্রুতম্ ॥২০

তং প্রদায় তু রাজেন্দ্র কুন্তিভোজমুবাচ হ।
উষিতোঽস্মি সুখং রাজন্ কন্যয়া পরিতোষিতঃ ॥২১

ভব গেহেষু বিহিতঃ সদা সুপ্রতিপূজিতঃ।
লাঘয়িষ্যামহে তাবদিত্যুক্ত্বা স্তরধীয়ত ॥২২

স তু রাজা দ্বিজং দৃষ্ট্বা তত্রৈবান্তর্হিতং তদা।
বভূব বিস্ময়াবিষ্টঃ পৃথাঞ্চ সমপূজয়ৎ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি পৃথায়া মন্ত্রপ্রাপ্তৌ পঞ্চাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নৃপ! অনিন্দিতা পৃথা ব্রাহ্মণকে দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করিলেন না; কেননা কোপনস্বভাব ব্রাহ্মণ যদি কোন শাপ দেন, এই ভয় তাঁহার ছিল।১৯

রাজন্! তখন সেই ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদের উপনিষদে প্রসিদ্ধ সেই মন্ত্রসমূহ সেই অনবদ্যাঙ্গী পৃথাকে শিখাইলেন।২০

মহারাজ! তাঁহাকে সেই মন্ত্র প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ কুন্তীভোজকে বলিলেন,—"হে রাজন্! আমি তোমার ভবনে সুখে বাস করিয়াছি এবং তোমার কন্যার সেবায় আমি খুবই তুষ্ট হইয়াছি। তোমার গৃহে তোমার কন্যার দ্বারা সদা পরম যত্নে সেবিত হইয়াছি। এখন আমি নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য এখান হইতে চলিয়া যাইব।" এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।।১-২২

রাজা সেই ব্রাহ্মণকে সহসা অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পৃথাকে খুব আদর করিতে লাগিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কুন্তীর মন্ত্রপ্রাপ্তিবিষয়ক পঞ্চাধিকত্রিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৫

ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কুন্তী কর্ত্তৃক সূর্য্যদেবের আবাহন এবং তাঁহার সহিত কুন্তীর কথোপকথন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
গতে তস্মিন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠে কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে।
চিন্তয়ামাস সা কন্যা মন্ত্রগ্রামবলাবলম্ ॥১

অহং বৈ কীদৃশস্তেন মম দত্তো মহাত্মনা।
মন্ত্রগ্রামো বলং তস্য জ্ঞাস্যে নাতিচিরাদিতি ॥২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই দ্বিজবর চলিয়া গেলে কোন কারণবশতঃ সেই কন্যা কুন্তী (ব্রাহ্মণ প্রদত্ত) মন্ত্রসমূহের বলাবল বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।১

এবং সঞ্চিন্তয়ন্তী সা দদর্শর্তুং যদৃচ্ছয়া।
ব্রীড়িতা লাভবদ্ বালা কন্যাভাবে রজস্বলা ॥৩

ততো হর্ম্যতলস্থা সা মহার্হশয়নোচিতা।
প্রাচ্যাং দিশি দদর্শাদিত্যমণ্ডলম্ ॥৪

তত্র বন্ধমনোদৃষ্টিরভবৎ সা সুমধ্যমা।
ন চাতপ্যত রূপেণ ভানোঃ সন্ধ্যাগতস্য সা ॥৫

তস্যা দৃষ্টিরভূদ্ দিব্যা সাপশ্যদ্ দিব্যদর্শনম্।
আমুক্তকবচং দেবং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ ॥৬

তস্যাঃ কৌতূহলং জ্ঞাত্বা মন্ত্রং প্রতি নরাধিপ।
আহ্বানমকরোৎ সাথ তস্য দেবস্য ভামিনী ॥৭

ঐ মহাত্মা আমাকে যে এই মন্ত্রগুলি দিলেন, উহারা প্রকৃত কিরূপ পরীক্ষা করিয়া শীঘ্রই উহার বলাবল জানিয়া লইব।২

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সেই কন্যা লক্ষ্য করিলেন যে, তাহার শরীরে ঋতুমতী হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কন্যাবস্থায় এইরূপ রজোদর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন।৩

তারপর তিনি প্রাসাদে মহামূল্য শয্যায় আরিত অবস্থায় দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিকে সূর্য্যমণ্ডল দেখা যাইতেছে।৪

প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উদীয়মান সূর্য্যের দিকে সুমধ্যমা কুন্তীর মন ও দৃষ্টি উভয়ই নিবদ্ধ হইল তখন ভানুর সেই রূপে তিনি তাপিত হইলেন না। তারপর তিনি ঐভাবে সূর্য্যকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার দিব্য দৃষ্টি হইল এবং তিনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে দিব্য কবচ ও কুণ্ডলে সুশোভিত এক দিব্য পুরুষকে দর্শন করিলেন।৫-৬

নরেশ্বর। তখন তাঁহার উক্ত মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে কৌতূহল হইল এবং উহা পরীক্ষা করিবার জন্য সদ্ভাববতী কুন্তী ঐ মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যকে আহ্বান করিলেন।৭

প্রাণানুপস্পৃশ্য তদা জাজুহাব দিবাকরম্।
আজগাম ততো রাজংস্ত্বরমাণো দিবাকরঃ ॥৮

মধুপিঙ্গো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো হসন্নিব।
অঙ্গদী বদ্ধমুকুটো দিশঃ প্রজ্বালয়ন্নিব ॥৯

যোগাৎ কৃত্বা দ্বিধাত্মানমাজগাম ততাপ চ।
আবভাষে ততঃ কুন্তীং সান্ত্বয়ন্ পরমবল্গুনা ॥১০

আগতোঽস্মি বশং ভদ্রে তব মন্ত্রবলাৎকৃতঃ।
কিং করোমি বশো বাঞ্জি ব্রূহি কর্তা তদস্মি তে ॥১১

কুন্ত্যুবাচ।

সম্যগ্ভাং ভগবংস্তত্র যত এবাগতো হসি।
কৌতূহলাৎ সমাহূতঃ প্রণীত ভগবন্নিতি ॥১২

বিধিপূর্ব্বক আচমন করত প্রাণায়াম করিয়া তিনি ঐ মন্ত্রের দ্বারা দিবাকরকে আহ্বান করিলেন। হে রাজন্। তখন ব্যগ্রতার সহিত দিবাকর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৮

তাঁহার অঙ্গের কান্তি মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ছিল, তাঁহার হস্ত বিশাল ও গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় ছিল; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি যেন হাসিতেছেন। তাঁহার বাহুতে অঙ্গদ এবং মস্তকে মুকুট ছিল; তিনি যেন দিক্‌সমূহ আলোকিত করিয়া বিরাজমান ছিলেন।৯

তিনি যোগবলে নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক শরীরে জগৎকে তাপিত করিতে লাগিলেন এবং অপর শরীরে কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুর বাণীতে বলিতে লাগিলেন।১০

হে ভদ্রে। আমি তোমার মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়া আগমন করিয়াছি, এখন আমি তোমার বশীভূত; রাজকুমারি। আমি তোমার কি কার্য্য সাধন করিব বল?১১

সূর্য্য উবাচ।

গচ্ছিষ্যেঽহং যথা মাং ত্বং ব্রবীষি তপতাম্বরে।
ন তু দেবং সমাহূয় শক্যং প্রেষয়িতুং বৃথা ॥১৩
তবাভিলাষিঃ সুভগে সূর্য্যাৎ পুত্রো ভবেদিতি।
বীর্য্যেণাপ্রতিমো লোকে কবচী কুণ্ডলীতি চ ॥১৪

সা ত্বমাত্মপ্রদানং বৈ কুরুষ গজগামিনী।
উৎপৎস্যতি হি পুত্রস্তে যথাসঙ্কল্পমঙ্গনে ॥১৫

অথ গচ্ছাম্যহং ভদ্রে ত্বয়া সঙ্গম্য সুস্মিতে।
যদি ত্বং বচনং নাদ্য করিষ্যসি মম প্রিয়ম্ ॥১৬

শপিষ্যে ত্বামহং ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণং পিতরঞ্চ তে।
ত্বৎকৃতে তান্ প্রধক্ষ্যামি সর্বানপি ন সংশয়ঃ ॥১৭

পিতরং চৈব তে মূঢ়ং যো ন বেত্তি তবানয়ম্।
তস্য চ ব্রাহ্মণস্যাপি যোঽয়ং মন্ত্রদাৎ তব ॥১৮

শীলবৃত্তমবিজ্ঞায় ধাস্যামি বিনয়ং পরম্।
এতে হি বিবৃধাঃ সর্বে পুরন্দরমুখা বিভো ॥১৯
ত্বয়া প্রেষিতং পশ্যন্তি স্মরন্ত ইব ভামিনি।
পশ্য চৈনান্ সুরগণান্ দিব্যং চক্ষুরিদং হি তে।
পূর্বমেব ময়া দত্তং দৃষ্টবত্যসি যেন মাম্ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽপশ্যৎ ত্রিদশান্ রাজপুত্রী
সর্বানেব স্বেষু বিক্ষ্যেষু স্বস্থান্।
প্রভাবন্তং ভানুমন্তং মহান্তং
যথাদিত্যং রোচমানাংস্তথৈব ॥২১
সা তান্ দৃষ্ট্বা ব্রীড়মানেব বালা
সূর্য্যং দেবী বচনং প্রাহ ভীতা।
গচ্ছ ত্বং বৈ গোপতে স্বং বিমানং
কন্যাভাবাদ্ দুঃখ এবাপচারঃ ॥২২

কুন্তী বলিলেন,—হে ভগবন্। আপনি প্রসন্ন হউন, আমি কৌতূহলের বশীভূত হইয়াই আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলাম। ভগবন্। এখন আপনি যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে ফিরিয়া যাউন।১২

সূর্য্য বলিলেন,—হে তপতাম্বরে। তুমি যেমন বলিতেছ, তাহাতে আমি চলিয়া যাইব ঠিকই; কিন্তু কোন দেবতাকে আহ্বান করিয়া তাহাকে বৃথা ফিরাইয়া দেওয়া সমুচিত কার্য্য নয়।১৩

হে সুন্দরি। তাহা ছাড়া তোমার মনে এরূপ কামনার উদয় হইয়াছিল যে, 'সূর্য্যদেব হইতে আমার একটী কবচ ও কুণ্ডলবিশিষ্ট অতুলনীয় বীর্য্যবান্ পুত্র হউক"।১৪

গজগামিনি। সুতরাং তুমি আমাকে তোমার শরীর প্রদান কর। অঙ্গনে। ইহাতে তোমার সঙ্কল্পানুসারে তোমার ঐরূপই পুত্র জন্মিবে।১৫

ভদ্রে। তোমার ঈষৎ হাসিটি বড় সুন্দর। আমি তোমার সহিত সঙ্গম করত চলিয়া যাইব। যদি তুমি আমার প্রিয় কথা না রাখ, তবে তোমার জন্য আমি তোমার মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ ও তোমার পিতা উভয়কেই শাপের দ্বারা ভস্ম করিব সন্দেহ নাই।১৬-১৭

যে মূর্খ পিতা তোমার এই অন্যায়কে জানে এবং যে ব্রাহ্মণ শীল ও সদাচার না জানিয়াই তোমাকে এই মন্ত্র দিয়াছে, তাহাদের উভয়কেই আমি উত্তমরূপে শিক্ষা দিব।

হে ভামিনি। ঐ দেখ, ইন্দ্রাদিদেবতা স্বর্গে থাকিয়া তোমার দ্বারা আমাকে প্রবঞ্চিত হইতে দেখিয়া হাসিতেছেন। তোমার চক্ষুতে আমি দিব্য-দৃষ্টি পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি, যাহার ফলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলে।১৮-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন রাজপুত্রী কুন্তী স্ব স্ব স্থানস্থিত ইন্দ্রাদি দেবতাকে প্রভা ও জ্যোতি-বিশিষ্ট ভগবান্ সূর্য্যের ন্যায় নিজ নিজ রূপে ভাস্বর মান অবস্থায় দেখিতে পাইলেন।২১

পিতা মাতা গুরবশ্চৈব যেঽন্যে
দেহস্যাস্য প্রভবন্তি প্রদানে।
নাহং ধর্মং লোপয়িষ্যামি লোকে
স্ত্রীণাং বৃত্তং পূজ্যতে দেহরক্ষা ॥২৩
ময়া মন্ত্রবলং জ্ঞাতুমাহূতস্ত্বং বিভাবসো।
বাল্যাদ্ বালেতি তৎকৃতা ক্ষন্তুমর্হসি মে বিভো ॥২৪
সূর্য্য উবাচ।
বালেতি কৃত্বানুনয়ং তবাহং
দদামি নান্যানুনয়ং লভেত।
আত্মপ্রদানং কুরু কুন্তিকন্যে
শান্তিস্তবৈবং হি ভবেচ্ছ ভীরু ॥২৫

ন চাপি শক্যং যুক্তং হি ময়া মিথ্যাকৃতেন বৈ।
অসম্মেত্য ত্বয়া ভীরু মন্ত্রাহূতেন ভামিনি ॥২৬

গমিষ্যাম্যনবদ্যাঙ্গি লোকে সমবহাস্যতাম্।
সর্বেষাং বিবুধানাঞ্চ ব্রুবত্যাঃ স্যাং তথা শুভে ॥২৭

সা ত্বং ময়া সমাগচ্ছ লপ্স্যসে মাদৃশং সুতম্।
বিশিষ্টা সর্বলোকেষু ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি সূর্য্যাহ্বানে ষড়ধিকত্রিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৬

তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া পড়িলেন এবং ভীতা হইয়া সূর্য্যদেবকে বলিলেন,—হে কিরণসম্পন্ন সূর্য্যদেব। আপনি নিজ বিমানে গমন করুন। আমি বালিকাবুদ্ধি-বশতঃ এইরূপ অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি।২২

আমার পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনই এই দেহ প্রদান করিবার অধিকারী; সুতরাং আমি নিজ ধর্মলোপ করিব না। এই দেহের পবিত্রতা রক্ষা করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম বলা হইয়াছে এবং উহাই জগতে সমাদৃত আছে।২৩

হে বিভাবসো। আমি মন্ত্রের বল পরীক্ষা করিবার জন্য আপনাকে বালিকাবুদ্ধিবশতঃই আহ্বান করিয়াছিলাম; হে বিভো। আপনি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন।২৪

সূর্য্য বলিলেন,—কুন্তীভোজকুমারী কুন্তি। তুমি বালিকা, এই জন্যই আমি তোমাকে এতক্ষণ অনুনয় বিনয় করিতেছি, অন্য কোন স্ত্রীলোক হইলে এইরূপ অনুনয়ের অবসর পাইত না। তুমি আমাকে তোমার শরীর প্রদান কর। হে ভীরু। ইহাতেই তোমার শান্তি লাভ হইবে।২৫

ভীরু! আমি তোমার মন্ত্রের দ্বারা আহূত হইয়াছি, এই অবস্থায় আমি তোমার সহিত মিলিত না হইয়া প্রবঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে পারি না। সুন্দরি। তাহা হইলে সকল দেবতা আমাকে উপহাস করিবে। অনবদ্যাঙ্গি। শুভে। সমস্ত দেবতার মধ্যে আমাকে নিন্দনীয় হইয়া থাকিতে হইবে।২৬-২৭

সুতরাং আমার সহিত সমাগতা হও। তুমি আমার সদৃশ পুত্র লাভ করিবে; সে সর্বলোকে বিখ্যাত হইবে।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্বে সূর্য্যের আহ্বানবিষয়ক ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৬

সপ্তাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(সূর্য্যেণ কুন্ত্যা উদরে গর্ভস্য সংস্থাপনম্।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তু কন্যা বহ্বিধং ব্রুবন্তী মধুরং বচঃ।
অনুনেতুং সহস্রাংশুং ন শশাক মনস্বিনী ॥১

ন শশাক যদা বালা প্রত্যাখ্যাতুং তমোনুদম্।
ভীতা শাপাৎ ততো রাজন্ দধ্যৌ দীর্ঘমবান্তরম্ ॥২

অনাগসঃ পিতুঃ শাপো ব্রাহ্মণস্য তথৈব চ।
মন্নিমিত্তঃ কথং ন স্যাৎ ক্রুদ্ধাদস্মাদ্ বিভাবসোঃ ॥৩

বালেনাপি সতা মোহাদ্ ভৃশং পাপকৃতাস্মপি।
নাত্যাদদ্বিতব্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ ॥৪

সাহমদ্য ভৃশং ভীতা গৃহীতা চ করে ভৃশম্।
কথং ত্বকার্য্যং কুর্য্যাং বৈ প্রদানং হ্যাত্মনঃ স্বয়ম্ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা বৈ শাপপরিত্রস্তা বহু চিন্তয়তী তদা।
মোহেনাভিপরীতাঙ্গী স্ময়মানা পুনঃ পুনঃ ॥৬

তং দেবমব্রবীদ্ ভীতা বন্ধূনাং রাজসত্তম।
ব্রীড়াবিহ্বলয়া বাচা শাপত্রস্তা বিশাম্পতে ॥৭

কুন্ত্যুবাচ।

পিতা মে দ্রিয়তে দেব মাতা চান্যে চ বান্ধবাঃ।
ন তেষু দ্রিয়মাণেষু বিধিলোপো ভবেদয়ম্ ॥৮

ত্বয়া তু সঙ্গমো দেব যদি স্যাদ্ বিধিবর্জিতঃ।
মন্নিমিত্তং কুলস্যাস্য লোকে কীর্ত্তির্নশেৎ ততঃ ॥৯

সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[সূর্য্যকর্ত্তৃক কুন্তীর উদরে গর্ভ স্থাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই মনস্বিনী রাজকন্যা কুন্তী বহুবিধ মধুর বাক্যেও সহস্রাংশু সূর্য্যদেবকে বুঝাইতে সমর্থা হইলেন না।১

রাজন্! যখন সেই বালিকা শাপের ভয়ে অন্ধকারনাশী সূর্য্যদেবকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থা হইলেন না, তখন তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।২

আমার পিতা ও ব্রাহ্মণ নিরপরাধ; তাঁহারা আমার জন্য কেন ক্রুদ্ধ সূর্য্যদেব হইতে শাপগ্রস্ত হইবেন।৩

সজ্জন বালকগণের উচিত যে, তাহারা যেন মোহবশতঃ পাপশূন্য তেজস্বী ও তপস্বী পুরুষের নিকট না যায়।৪

হায়, আজ আমি সূর্য্যদেবের হাতে পড়িয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িয়াছি। আমি নিজেই নিজের শরীরপ্রদানরূপ এই অকার্য্য কি করিয়া করিব।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! কুন্তী এক দিকে সূর্য্যদেবের শাপের ভয়ে ভীতা হইয়া চিন্তা করিতেছেন, অপরদিকে তাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ কামনায় সর্ব্বাঙ্গ জর্জরিত হইতেছে ও মুখে মন্দ হাসির আবির্ভাব হইতেছে, অন্যদিকে আত্মীয়স্বজন কেহ দেখিয়া ফেলে এ ভয়ও তাঁহার হইতেছে। ভূপাল! এইরূপ নানা বিরুদ্ধভাবের মধ্যে পড়িয়া লজ্জাবিহ্বলকণ্ঠে শাপভীতা কুন্তী সূর্য্যদেবকে বলিলেন।৬-৭

কুন্তী বলিলেন,—দেব! আমার পিতা, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণ জীবিত আছেন। তাঁহারা জীবিত থাকিতে কাহাকেও আমার শরীর দানে যেন বিধিলোপ না হয়।৮

দেব! যদি আপনার সহিত শাস্ত্রকথিত সদাচারবর্জ্জিত বিপরীত সঙ্গম হয়, তবে আমার জন্য আমার এই কুলের কীর্ত্তি নষ্ট হইবে।৯

অথবা ধর্মমেতং ত্বং মন্যসে তপতাং বর।
অন্যে প্রদানাদ্ বন্ধূনামস্তব কামং করোম্যহম্ ॥১০
আত্মপ্রদানং দুর্ধর্ষ তব কৃত্বা সতী ত্বহম্।
ত্বয়ি ধর্মো যশশ্চৈব কীর্তিরায়ুশ্চ দেহিনাম্ ॥১১

সূর্য্য উবাচ।

ন তে পিতা ন তে মাতা গুরবো বা শুচিস্মিতে।
প্রভবন্তি বরারোহে ভদ্রং তে শৃণু মে বচঃ ॥১২
সর্বান্ কাময়তে যস্মাৎ কর্মের্তাংশ্চ ভাবিনি।
তস্মাৎ কল্যেহ শ্রোণি স্বতন্ত্রা বরবর্ণিনি ॥১৩
নাধর্মশ্চরিতঃ কশ্চিৎ ত্বয়া ভবতি ভাবিনি।
অধর্মং কুত এবাহং বরেয়ং লোককাম্যয়া ॥১৪

অনাবৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা নরাশ্চ বরবর্ণিনি।
স্বভাব এব লোকানাং বিকারোঽন্য ইতি স্মৃতঃ ॥১৫

সা ময়া সহ সঙ্গম্য পুনঃ কন্যা ভবিষ্যসি।
পুত্রশ্চ তে মহাবাহুর্ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ॥১৬

কুন্ত্যুবাচ।

যদি পুত্রো মম ভবেৎ ত্বতঃ সর্বতমোনুদ।
কুণ্ডলী কবচী শূরো মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥১৭

সূর্য্য উবাচ।

ভবিষ্যতি মহাবাহুঃ কুণ্ডলী দিব্যবর্মভৃৎ।
উভয়ং চামৃতময়ং তস্য ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥১৮

তাপদারকগণশ্রেষ্ঠ দিবাকর। অথবা যদি আপনি আমার আত্মীয়গণের অনুমতি ব্যতিরেকেও আপনাকে আমার শরীরদান ধর্ম্মোচিত বলিয়া মনে করেন, তবে আমি আপনার কামনা পূর্ণ করিতে পারি।১০

দুর্দ্ধর্ষ দেব! আমি আপনাকে আত্মদান করিয়াও কি সতী সাধ্বী থাকিতে পারি? আপনাতেই সমস্ত জীবের ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু প্রতিষ্ঠিত।১১

সূর্য্যদেব বলিলেন,—শুচিস্মিতে। বরারোহে। তোমার কল্যাণ হউক; তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। তোমার পিতা, মাতা বা গুরুজনগণ তোমাকে এই কার্য্য হইতে রোধ করিতে সমর্থ নহে।১৩

সদ্ভাবসম্পন্নে! কামনার্থক 'কম্' ধাতু হইতে কন্যা শব্দটী সৃষ্ট হইয়াছে। সুন্দরি! যেহেতু কন্যা স্বয়ম্বরাদিতে উপস্থিত বরসমূহের মধ্যে একজনকে নিজের বররূপে কামনা করিতে পারে, সেই হেতু ইহাকে কন্যা বলা হইয়াছে। এই কন্যা নিজ বর-নির্ব্বাচনে স্বতন্ত্রা।১৩

ভাবিনি! আমার সহিত সমাগমে তোমার কোনরূপ অধর্ম্ম হইতে পারে না, আমি কি লৌকিক কামনার বশীভূত হইয়া কোনরূপ অধর্ম্মকে বরণ করিতে পারি?১৪

সুন্দরি! আমি লোকসাক্ষী সূর্য্যদেব, আমার নিকট সকল নারী ও পুরুষ অনাবৃত; অন্য যে কিছু বিকার আছে উহাকে সাধারণ মানুষের স্বভাব বলা হইয়াছে।১৫

তুমি আমার সহিত সঙ্গম করিলেও পুনরায় কন্যাত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার পুত্রও মহাবাহু ও মহাযশস্বী হইবে।১৬

কুন্তী বলিলেন,—হে সর্ব্ববিধ অন্ধকারনাশী সূর্য্যদেব। আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত আমার পুত্র কি সত্যই কুণ্ডল ও কবচধারী, মহাবাহু, মহাবলী ও মহাবীর হইবে?১৭

সূর্য্য বলিলেন,—ভদ্রে। তোমার পুত্র অবশ্যই দিব্য কুণ্ডল ও কবচধারণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেই কুণ্ডল ও কবচ এই উভয়ই অমৃতময় হইবে।১৮

কুন্ত্যুবাচ।

যদ্যেতদমৃতাদ্যক্তি কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্।
মম পুত্রস্য বং বৈ ত্বং মত্ত উৎপাদয়িষ্যসি ॥১৯
অস্তু মে সঙ্গমো দেব যথোক্তং ভগবংস্ত্বয়া।
তদ্বীর্য্যরূপসত্ত্বৌজা ধর্মযুক্তো ভবেৎ স চ ॥২০

সূর্য্য উবাচ।

আদিত্যা কুণ্ডলে যাভ্যি দত্তে মে মত্তকাশিনি।
তেঽস্য দাস্যামি বৈ তীক্ষ্ণ বর্ম চৈবেদমুত্তমম্ ॥২১

কুন্ত্যুবাচ।

পরবং ভগবন্নেবং সঙ্গমিষ্যে ত্বয়া সহ।
যদি পুত্রো ভবেদেবং যথা বদসি গোপতে ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততেত্যুক্ত্বা তু তাং কুন্তীমাবিবেশ বিহঙ্গমঃ।
স্বর্ভানুশত্রুযোগাস্যা নাভ্যাং স্পর্শং চৈব তাম্ ॥২৩

কুন্তী বলিলেন,—যদি আপনার দ্বারা উৎপন্ন আমার পুত্রের কুণ্ডল ও উত্তম কবচ অমৃতময় হয়, তবে হে ভগবন্! আপনার কামনা অনুসারে আপনার সহিত আমার সঙ্গম হউক এবং আপনার বীর্য্যসম্ভূত এ পুত্র যেন আপনার ন্যায় বীর্য্য, রূপ, ধৈর্য্য ও ওজঃশক্তি সম্পন্ন এবং ধার্ম্মিক হয়।১৯-২০

সূর্য্য বলিলেন,—যৌবনমদমুন্মোদিতে রাজকুমারি। আমার মাতা অদিতি দেবী আমাকে যে দুইটী কুণ্ডল দিয়াছিলেন, উহা এবং এই উত্তম বর্ম্মও আমি তাহাকে দিব।২১

কুন্তী বলিলেন,—রশ্মিপতি ভগবন্ সূর্য্যদেব। আপনি যেরূপ বলিতেছেন, এইরূপই যদি আমার পুত্র হয়, তবে আমি আপনার সহিত উত্তম সঙ্গম করিতে প্রস্তুত।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—'তাহাই হইবে' এই বলিয়া আকাশচারী রাহুশত্রু সূর্য্যদেব যোগরূপে

ততঃ সা বিহ্বলেবাসীৎ কন্যা সূর্য্যস্য তেজসা।
পপাত চাথ সা দেবী শয়নে মূঢ়চেতনা ॥২৪

সূর্য্য উবাচ।

সাধয়িষ্যামি সুশ্রোণি পুত্রং বৈ জনয়িষ্যসি।
সর্বশস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠং কন্যা চৈব ভবিষ্যসি ॥২৫

ততঃ সা ব্রীড়িতা বালা তদা সূর্য্যমথাব্রবীৎ।
এবমস্ত্বিতি রাজেন্দ্র প্রস্থিতং ভূবিবর্চসম্ ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি স্মোক্তা কুন্তিরাজাত্মজা সা
বিবস্বন্তং যাচমানা সলজ্জা।
তস্মিন্ পুণ্যে শয়নীয়ে পপাত
মোহাবিষ্টা ভজ্যমানা লতেব ॥২৭

কুন্তীদেবীর শরীরে প্রবেশ করিলেন এবং নাভিদেশ স্পর্শ করিলেন।২৩

তখন সেই কন্যা সূর্য্যদেবের তেজে অভিভূত হইলেন এবং মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া গেলেন।২৪

সূর্য্য বলিলেন,—সুন্দরি। আমি সেইরূপই ব্যবস্থা করিব, যাহাতে তোমার পুত্র শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় এবং তোমারও কন্যাত্ব বর্ত্তমান থাকে।২৫

মহারাজ। অনন্তর সেই বালিকা সলজ্জে সমুদ্যত-মহাতেজস্বী সূর্য্যদেবের দিকে তাকাইয়া লজ্জিতভাবে বলিলেন, 'তাহাই হউক।'২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া কুন্তিভোজকন্যা সূর্য্যদেবের নিকট পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে লজ্জান্বিতা ও মোহাবিষ্টা হইয়া ছিন্না লতার ন্যায় পবিত্র শয্যার উপর পতিত হইলেন।২৭

তিগ্মাংশুস্তাং তেজসা মোহয়িত্বা
যোগেনাবিস্থাস্থসংস্থাং চকার।
ন চৈবৈনাং দূষয়ামাস ভানুঃ
সংজ্ঞাং লেভে ভূয় এবাথ বালা ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি সূর্য্যকুন্তীসমাগমে সপ্তাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৭

প্রখরকিরণ সূর্য্যদেব নিজ তেজে তাঁহাকে মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার মধ্যে তেজোময় গর্ভ সঞ্চার করিলেন, পরন্তু তাঁহার কন্যাত্ব নষ্ট করিলেন না। অনন্তর সেই কন্যা পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্য-কুন্তীসঙ্গমবিষয়ক সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৭

অষ্টাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য জন্ম, মঞ্জুষায়াং নিধায় কুন্ত্যা জলে কর্ণস্য প্রবাহণম্, বিলাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো গর্ভঃ সমভবৎ পৃথায়াঃ পৃথিবীপতে।
শুক্লে দশোত্তরে পক্ষে তারাপতিরিবাম্বরে ॥১

সা বান্ধবভয়াদ্ বালা গর্ভং তং বিনিগূহতী।
ধারয়ামাস সুশ্রোণী ন চৈনাং বুবুধে জনঃ ॥২

ন হি তাং বেদ নাধ্যৈনা কশ্চিদ্ ধাত্রেয়িকামৃতে।
কন্যাপুরগতাং বালাং নিপুণাং পরিরক্ষণে ॥৩

ততঃ কালেন সা গর্ভং সুষুবে বরবর্ণিনী।
কুণ্ডেন তস্য দেবস্য প্রসাদাদমরপ্রভম্ ॥৪

তথৈবাবদ্ধকবচং কনকোজ্জ্বলকুণ্ডলম্।
হর্য্যক্ষং বৃষভস্কন্ধং যথাস্য পিতরং তথা ॥৫

অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়

[কর্ণের জন্ম, কুন্তীকর্ত্তৃক পেটিকাতে স্থাপিত করিয়া কর্ণকে জলপ্রবাহে ভাসাইয়া দেওয়া এবং বিলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে পৃথিবীপতে! অনন্তর একাদশ মাস মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে গগনে উদিত চন্দ্রের ন্যায় পৃথার গর্ভ হইল।১

সুন্দরকোটিভাগশোভিতা কুন্তী আত্মীয়স্বজনের ভয়ে গর্ভকে সর্ব্বদা অত্যন্ত গোপন ভাবে ধারণ করিতেন। সেইজন্য কোন মানুষই জানিত না যে, তিনি গর্ভবতী।২

একমাত্র ধাত্রী ছাড়া আর কোন রমণীই এই সংবাদ জানিত না; তিনি কন্যাগণের অন্তঃপুরেই থাকিতেন এবং নিপুণতার সহিত গর্ভকে গোপন রাখিতেন।৩

তারপর যথাকালে সুন্দরী কুন্তী দেবতার ন্যায় তেজস্বী এক পুত্র প্রসব করিলেন; কিন্তু সূর্য্যের প্রসাদে তাঁহার কন্যাত্ব নষ্ট হইল না।৪

পিতা সূর্য্যদেবের ন্যায় কবচ ও সুবর্ণময় কুণ্ডল ধারণ করিয়াই সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহার লোচন সিংহের লোচনের ন্যায় এবং স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় ছিল।৫

জাতমাত্রঞ্চ তং গর্ভং ধাত্র্যা সম্মন্ত্র্য ভাবিনী।
মঞ্জুষায়াং সমাধায় স্বাস্তীর্ণায়াং সমন্ততঃ ॥৬

মধুচ্ছিষ্টান্বিতায়াং সা সুখায়াং রুদতী তথা।
প্রচ্ছন্নায়াং সুপিধানায়ামম্বনদ্যামবাসৃজৎ ॥৭

জানতী চাপ্যকর্ত্তব্যং কন্যায়া গর্ভধারণম্।
পুত্রস্নেহেন সা রাজন্ করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥৮

সমুৎসৃজন্তী মঞ্জুষামম্বনদ্যাং তদা জলে।
উবাচ রুদতী কুন্তী যানি বাক্যানি তচ্ছৃণু ॥৯

স্বস্তি তে চান্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ পুত্রক।
দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যস্তথা তোয়চরাশ্চ যে ॥১০

শিবাস্তে সন্তু পন্থানো মা চ তে পরিপন্থিনঃ
আগতাশ্চ তথা পুত্র ভবন্তু দ্রোহচেতসঃ ॥১১

পাতু ত্বাং বরুণো রাজা সলিলে সলিলেশ্বরঃ।
অন্তরিক্ষেঽন্তরিক্ষস্থঃ পবনঃ সর্বগস্তথা ॥১২

পিতা ত্বাং পাতু সর্বত্র তপনস্তপতাং বরঃ।
যেন দত্তোঽসি মে পুত্র দিব্যেন বিধিনা কিল ॥১৩

আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে চ দেবতাঃ।
মরুতশ্চ সহেন্দ্রেণ দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ ॥১৪

রক্ষন্তু ত্বাং সুরাঃ সর্বে সমেষু বিষমেষু চ।
বেৎস্যামি ত্বাং বিদেশেঽপি কবচেনাভিসূচিতম্ ॥১৫

বালক অগ্নিবামাত্রই ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া সদ্ভাবযুক্তা কুন্তী একটা পেটিকার মধ্যে চারিদিকে সুন্দর বিছানা বিছাইয়া দিলেন। তারপর তাহার চারিদিকে মোম মাখাইয়া দিলেন যাহাতে জল প্রবেশ করিতে না পারে। এইভাবে যখন সেই পেটিকা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুখপ্রদ হইল, তখন তাহার মধ্যে শিশুকে শোয়াইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ধাত্রীর দ্বারা উহাকে অশ্বনদীতে ভাসাইয়া দিলেন।৬-৭

রাজন্। কন্যার গর্ভধারণ অত্যন্ত নিন্দনীয়—ইহা জানিয়াই তিনি পেটিকাকে জলমধ্যে ভাসাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু তিনি গোপনে পুত্রশোকে কাতর হইয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন।৮

সেই সময় অশ্বনদীর জলে সন্তানটিকে ভাসাইয়া দিবার কালে কুন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।৯

পুত্র। অন্তরিক্ষে বিচরণকারী, পৃথিবীতে বিচরণকারী দিব্য ও জলচর প্রাণিগণ হইতে তোমার মঙ্গল হউক।১০

হে পুত্র! তোমার পথ মঙ্গলময় হউক। তোমার নিকট কোন শত্রু যেন না আসে এবং যাহারা নিকটে আসিবে তাহারাও যেন দ্রোহ আচরণ না করে।১১

জলপতি রাজা বরুণ জলে তোমার রক্ষা করুন এবং অন্তরিক্ষস্থিত সর্ব্বত্র গমনকারী বায়ু তোমার অন্তরিক্ষে রক্ষা করুন।১২

পুত্র! তোমার পিতা তাপদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপন, যিনি তোমাকে দিব্য বিধির বলে আমার গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি তোমাকে সর্ব্বত্র রক্ষা করুন।১৩

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, সাধ্য, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, ইন্দ্রের সহিত মরুদ্‌গণ, দিক্‌পাল-গণের সহিত দিক্‌সমূহ ও সকল দেবতাগণ সম ও বিষম সর্ব্ব স্থলে তোমাকে রক্ষা করুন। আমি বিদেশেও তোমাকে এই কবচ ও কুণ্ডলশোভিত দেখিয়াই চিনিয়া লইব।১৪-১৫

ধন্যস্তে পুত্র জনকো দেবো ভানুবিভাবসুঃ।
যস্ত্বাং দ্রক্ষ্যতি দিব্যেন চক্ষুষা বাহিনীগতম্ ॥১৬
ধন্যা সা প্রমদা যা ত্বাং পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি।
যস্যাস্ত্বং তৃষিতঃ পুত্র স্তনং পাস্যসি দেবজ ॥১৭
কো নু স্বপ্নগতা দৃষ্টো বা স্বামাদিত্যবর্চসম্।
দিব্যবর্মসমাযুক্তং দিব্যকুণ্ডলভূষিতম্ ॥১৮
পদ্মায়তবিশালাক্ষং পদ্মভাস্রনখোজ্জ্বলম্।
মৃললাটং সুকেশান্তং পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি ॥১৯
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি পুত্র ত্বাং ভূমৌ সংসর্পমাণকম্।
অব্যক্তকলবাক্যানি বদন্তং রেণুগুণ্ঠিতম্ ॥২০
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি পুত্র ত্বাং পুনর্যৌবনগোচরম্।
হিমবদ্বনসম্ভূতং সিংহং কেশরিণং যথা ॥২১

এবং বহুবিধং রাজন্ বিলপ্য করুণং পৃথা।
অবাসৃজত মঞ্জূষামম্বনদ্যাস্তদা জলে ॥২২
রুদতী পুত্রশোকার্তা নিশীথে কমলেক্ষণা।
ধাত্র্যা সহ পৃথা রাজন্ পুত্রদর্শনলালসা ॥২৩
বিসর্জয়িত্বা মঞ্জূষাং সম্বোধনভয়াৎ পিতুঃ।
বিবেশ রাজভবনং পুনঃ শোকাতুরা ততঃ ॥২৪
মঞ্জূষা স্বপনদ্যাঃ সা যযৌ চর্মণ্বতীং নদীম্।
চর্মণ্বত্যাশ্চ যমুনাং ততো গঙ্গাং জগাম হ ॥২৫
গঙ্গায়াঃ সূতবিষয়ং চম্পামনুযযৌ পুরীম্।
স মঞ্জূষাগতো গর্ভস্তরঙ্গেরুহ্যমানকঃ ॥২৬

হে! পুত্র তোমার জনক দেবদেব বিভাবসুই ধন্য; কেননা, তিনি তোমাকে নদীতে প্রবাহিত অবস্থাতেও দিব্যচক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছেন।১৬

দেবপুত্র! সেই নারীই ধন্যা, যে তোমাকে পুত্ররূপে পাইবে এবং তুমি তৃষ্ণার্ত হইয়া যাহার স্তন পান করিবে।১৭

সেই ভাগ্যবতী রমণী কি সুস্বপ্ন দেখিয়াছে, যাহার ফলে দিব্যগর্ভসম্ভূত, আদিত্যতুল্য তেজস্বী, দিব্য কবচ এবং কুণ্ডলভূষিত, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত দীর্ঘ লোচন, রক্তবর্ণ কমল দলের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর ললাট ও সুন্দর কেশবিশিষ্ট তোমাকে পুত্ররূপে পাইবে।১৮-১৯

পুত্র! তাহারাই ধন্য, যাহারা তোমাকে ভূমিতে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে, অব্যক্ত অস্ফুট বাক্য বলিতে ও ধূলিধূসরিত অঙ্গে দেখিতে থাকিবে।২০

পুত্র! তাহারাই ধন্য, যাহারা যৌবনপ্রাপ্ত তোমাকে হিমালয়ের বন হইতে নির্গত কেশরি-বিশিষ্ট সিংহের ন্যায় দর্শন করিবে।২১

রাজন্! এইরূপে বহুপ্রকারে বিলাপ করিতে করিতে পৃথা (কুন্তী) সেই পেটিকাটিকে অশ্বনদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন।২২

রাজন্ জনমেজয়! এইভাবে পুত্রশোকার্তা কমল-লোচনা পৃথা পুত্রদর্শন লালসায় নিশীথরাত্রিতে সেই অশ্বনদীর তীরে ধাত্রীর সহিত অনেকক্ষণ বিলাপ করিলেন।২৩

তারপর পেটিকাটিকে নদীর জলে ভাসাইয়া পিতার জিজ্ঞাসার ভয়ে শোকাতুরা অবস্থায় তাড়াতাড়ি রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।২৪

তারপর সেই পেটিকা অশ্বনদী হইতে চর্মণ্বতী নদীতে, তথা হইতে যমুনায় এবং যমুনা হইতে গঙ্গার জলে প্রবেশ করিল।২৫

অনন্তর ঐ পেটিকা গঙ্গার তরঙ্গে বাহিত হইয়া তীরস্থিত সূতজাতির বাসস্থান চম্পাপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইল।২৬

অমৃতাদ্ভুষিতং দিব্যং ভনুবর্ম সকুণ্ডলম্।
বারয়ামাস তং গর্ভং দৈবকং বিধিনির্মিতম্ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি কর্ণপরিত্যাগে অষ্টাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৮

এই চম্পাপুরীই অমৃতোৎপন্ন, দিব্য কবচ ও কুণ্ডল-পরিহিত এবং বিধিনির্মিত ঐ দেবগর্ভটিকে রক্ষা করিয়াছিল ।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্বে কর্ণপরিত্যাগবিষয়ক অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩০৮

নবাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অধিরথসূতস্য তৎপত্ন্যাশ্চ কর্ণস্য প্রাপ্তিঃ, রাধাকর্তৃকং তস্য পালনম্, হস্তিনাপুরে কর্ণস্য শিক্ষা দীক্ষা চ, তথা মহেন্দ্রস্যাগমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈ সখা।
সূতোঽধিরথ ইত্যেব সদারো জাহ্নবীং যযৌ ॥১

তস্য ভার্য্যাভবদ্ রাজন্ রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
রাধা নাম মহাভাগা ন সা পুত্রমবিন্দত ॥২

অপত্যার্থে পরং যত্নমকরোচ্চ বিশেষতঃ।
সা দদর্শাথ ভগ্নৈর্যামুহ্যমানাং মহাপেটিকাম্ ॥৩
দত্তরক্ষাপ্রতিদরামন্বালম্বনশোভনাম্।
ঊর্মীভরৈর্জাহ্নব্যাঃ সমানীতামুপস্থিতম্ ॥৪
সা তু কৌতূহলাৎ প্রাপ্তাং গ্রাহয়ামাস ভামিনী।
ততো নিবেদয়ামাস সূতস্যাধিরথস্য বৈ ॥৫

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[অধিরথসূত ও তৎপত্নী রাধাকর্তৃক কর্ণকে প্রাপ্তি, রাধাকর্তৃক উহার পালন, হস্তিনাপুরে কর্ণের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ইন্দ্রের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরথনামক সূত তাহার স্ত্রীর সহিত গঙ্গায় গিয়াছিল ।১

রাজন্। তাহার অতুলনীয় রূপবতী পরম সৌভাগ্যশালিনী রাধানাম্নী ভার্য্যা ছিল বটে, কিন্তু তাহার কোন পুত্র ছিল না ।২

পুত্রলাভের জন্য সে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে নাই। এইদিন সে নদীতে দৈবযোগে প্রবাহিতা সেই পেটিকাটি দেখিতে পাইল ।৩

লতাদি দ্বারা আচ্ছাদনে সুরক্ষিতা ও সিন্দূর-লেপনে সুসজ্জিতা সেই পেটিকা গঙ্গার তরঙ্গাঘাতে তটে আসিয়া লাগিয়াছিল ।৪

উহা দর্শন করত কৌতূহলের বশবর্তিনী হইয়া সদ্ভাববতী রাধা সেবকগণের দ্বারা পেটিকাটিকে আনাইল এবং পরে উহা অধিরথের নিকট নিবেদন করিল ।৫

স তামুদ্ধৃত্য মঞ্জুষামুৎসার্য্য জলমস্তিকাৎ।
যষ্ট্যেরুদ্ঘাটয়ামাস সোঽপশ্যৎ তত্র বালকম্ ॥৬

তরুণাদিত্যসঙ্কাশং হেমবর্মধরং তথা।
সুষ্টকুণ্ডলযুক্তেন বদনেন বিরাজতা ॥৭

স সূতো ভার্য্যয়া সার্ধং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
অঙ্কমারোপ্য তং বালং ভার্য্যাং বচনমব্রবীৎ ॥৮

ইদমত্যদ্ভুতং ভীরু যতো জাতোঽস্মি ভাবিনি।
দৃষ্টবান্ দেবগর্ভোঽয়ং মন্যেঽস্মান্ সমুপাগতঃ ॥৯

অনপত্যস্য পুত্রোঽয়ং দেবৈর্দত্তো ধ্রুবং মম।
ইত্যুক্ত্বা তং সুতং পুত্রং রাধায়ৈ স মহীপতে ॥১০

প্রতিজগ্রাহ তং রাধা বিধিবদ্ দিব্যরূপিণম্।
পুত্রং কমলগর্ভাভং দেবগর্ভং শ্রিয়া বৃতম্ ॥১১

(স্তন্যং সমাস্রবচ্চাস্যা দৈবাদ্দিব্যেন নিশ্চয়ঃ।)
পুপোষ চৈনং বিধিবদ্ বসুষেণ স চ বীর্য্যবান্।
ততঃ প্রভৃতি চাপ্যস্যে প্রাভবন্মৌরসাঃ সুতাঃ ॥১২

বসুবর্মধরং দৃষ্ট্বা তং বালং হেমকুণ্ডলম্।
নামাস্য বসুষেণেতি তত্তশ্চক্রুর্দ্বিজাতয়ঃ ॥১৩

এবং স সূতপুত্রত্বং জগামামিতবিক্রমঃ।
বসুষেণ ইতি খ্যাতো বৃষ ইত্যেব স প্রভুঃ ॥১৪

সূতস্য বসুষেণেষু শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ স বীর্য্যবান্।
চারেণ বিদিতশ্চাসীৎ পৃথয়া দিব্যবর্মভৃৎ ॥১৫

সূতস্তু বিরথঃ পুত্রং বিবৃদ্ধং সময়েন তম্।
দৃষ্ট্বা প্রস্থাপয়ামাস পুরং বারণসাহ্বয়ম্ ॥১৬

তত্রোপনয়নং চক্রে দ্রোণস্তেষ্বস্ত্রকর্মণি।
সখ্যং দুর্য্যোধনেনৈবমগমৎ স চ বীর্য্যবান্ ॥১৭

অধিরথ মঞ্জুষাটিকে (পেটিকাটিকে) জল হইতে উঠাইয়া যষ্টিদ্বারা উহাকে খুলিয়া উহার মধ্যে এক প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সুবর্ণময় কবচধারী ও উজ্জ্বল কুণ্ডলে ভূষিত কর্ণশোভিত বদন দ্বারা প্রকাশিত পরম সুন্দর বালককে দর্শন করিল।৬-৭

পত্নীর সহিত বিস্ময়ে উৎফুল্ললোচন হইয়া সূত অধিরথ শিশুপুত্রটিকে কোলে লইল এবং পত্নীকে এই কথা বলিল।৮

হে ভীরু! আমি জন্মলাভের পর হইতে আজই এই অদ্ভুত বালককে দর্শন করিলাম। ভাবিনি! আমি মনে করি, আমাদের ভাগ্যবশতাই এই শিশু আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।৯

আমাকে পুত্রহীন জানিয়া নিশ্চয়ই দেবতারা আমাকে এই পুত্র দিয়াছেন। ভূপতে জনমেজয়! এই বলিয়া অধিরথ সেই পুত্রকে রাধার হাতে দিল।১০

অধিরথপত্নী রাধা কমলের গর্ভসদৃশ কান্তিমান্, সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, দেবশিশুতুল্য ও দিব্যরূপধারী সেই পুত্রকে বিধিবদ্ গ্রহণ করিল।১১

সে তাহাকে বিধি অনুসারে পোষণ করিতে লাগিল এবং সেই শক্তিমান্ বালক তাহাতে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তারপর রাধার গর্ভে ও অধিরথের ঔরসে অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল।১২

বালককে বসু (সুবর্ণ)-ময় কবচ ও স্বর্ণ-কুণ্ডল ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ তাহার নামকরণ করিলেন "বসুষেণ"।১৩

এইরূপে সেই অমিতপরাক্রমী ও সামর্থ্যশালী বালক বসুষেণ ও বৃষ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়া সূতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইল।১৪

সেই বীর্য্যবান্ শ্রেষ্ঠ বালক অনুক্রমে সূতপুত্ররূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পৃথা (কুন্তী) গুপ্তচরের দ্বারা এই সংবাদ সংগ্রহ করিলেন যে, দিব্য কবচধারী সেই বালক অধিরথের গৃহে পালিত হইতেছে।১৫

দ্রোণাৎ কৃপাচ্চ রামাচ্চ লোহস্ত্রগ্রামং চতুর্বিধম্।
লব্ধ্বা লোকেঽভবৎ খ্যাতঃ পরমেষ্বাসসত্তমঃ
গতঃ ॥১৮

সন্ধায় ধার্তরাষ্ট্রেণ পাণ্ডবানাং বিপ্রিয়ে রতঃ।
যোদ্ধুমাশংসতে নিত্যং ফাল্গুনেন বিশাম্পতে ॥১৯
সদা হি তস্য স্পর্ধাসীদর্জুনেন বিশাম্পতে।
অর্জুনস্য চ কর্ণেন যতো দৃষ্টো বভূব সঃ ॥২০
এতদ্ গুহ্যং মহারাজ সূর্য্যস্যাসীন্ন সংশয়ঃ।
যঃ সূর্য্যতনয়ঃ কর্ণঃ কুন্ত্যাং সূতকুলে তথা ॥২১
তং তু কুণ্ডলিনং দৃষ্ট্বা বর্মণা চ সমন্বিতম্।
অবধ্যং সমরে মত্বা পর্য্যতপ্যদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২

যদা চ কর্ণো রাজেন্দ্র ভানুমন্তং দিবাকরম্।
স্তৌতি মধ্যন্দিনে প্রাপ্তে প্রাঞ্জলিঃ সলিলে স্থিতঃ ॥২৩
তত্রৈনমুপতিষ্ঠন্তি ব্রাহ্মণা ধনহেতুনা।
নাদেয়ং তস্য তৎকালে কিঞ্চিদস্তি দ্বিজাতিষু ॥২৪
তমিন্দ্রো ব্রাহ্মণো ভূত্বা ভিক্ষাং দেহীত্যুপস্থিতঃ।
যাচতং চেতি রাধেয়স্তমথ প্রত্যভাষত ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি
রাধাকর্ণপ্রাপ্তৌ নবাধিক-
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৯

কালক্রমে নিজ পুত্রকে যৌবনপ্রাপ্ত দেখিয়া অধিরথ তাহাকে অস্ত্রশিক্ষার জন্য হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দিল ।১৬

সেখানে কর্ণ আচার্য্য দ্রোণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করত সেইখানেই অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে দুর্য্যোধনের সহিত শক্তিমান্ কর্ণের বিশেষ মিত্রতাও হইল ।১৭

দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের নিকট হইতে চারি প্রকার অস্ত্র শিক্ষা করিয়া তিনি জগতে মহাধনুর্দ্ধর-রূপে খ্যাতি লাভ করিলেন ।১৮

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের সহিত কর্ণ মিত্রতা স্থাপন করিয়া পাণ্ডবগণের অনিষ্ট কার্য্যে নিরত হইলেন এবং সর্ব্বদাই অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা পোষণ করিতে লাগিলেন ।১৯

হে নৃপতে। কর্ণ সর্ব্বদাই যেমন অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা পোষণ করিতেন, অর্জুনও তদ্রূপ কর্ণের সহিত যুদ্ধের স্পর্দ্ধা পোষণ করিতেন ।২০

হে মহারাজ। সূর্য্যদেবের নিকট কর্ণের এই জন্ম কথাই গুহ্য ছিল—ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে কুন্তীর গর্ভে সূর্য্যদেবের ঔরসজাত কর্ণ সূতকুলে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন ।২১

যুধিষ্ঠির তাহাকে দিব্য সুবর্ণময় কবচ ও কুণ্ডলে সুশোভিত দেখিয়া এবং তিনি যে উহাদ্বারা সমরে অবধ্য ইহা জানিয়াই পরিতাপ করিয়াছিলেন ।২২

রাজেন্দ্র। যখন কর্ণ মধ্যাহ্নকালে জলে দাঁড়াইয়া করজোড়ে শান্তমনে সূর্য্যদেবকে স্তব করিতেন, তখন ব্রাহ্মণগণ ধনলাভের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। সেই ব্রাহ্মণগণকে অদেয় কর্ণের কিছুই ছিল না ।২৩-২৪

তারপর একদিন যখন ঐ সময়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আমাকে ভিক্ষা দাও"; তখন রাধাপুত্র কর্ণ তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন ।২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্বে রাধা কর্তৃক কর্ণের প্রাপ্তিবিষয়ক নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩০৯

দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ কর্ণায়ামোঘশক্তিদানম্, কর্ণতঃ কবচ-কুণ্ডল-গ্রহণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দেবরাজমনুপ্রাপ্তং ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা বৃতম্।
দৃষ্ট্বা স্বাগতমিত্যাহ ন বুবোধাস্য মানসম্ ॥১

হিরণ্যকক্ষ্যাঃ প্রমদা গ্রামান্ বা বহুগোকুলান্।
কিং দদানীতি তং বিপ্রমুবাচাধিরথিস্ততঃ ॥২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

হিরণ্যকক্ষ্যাঃ প্রমদা ইচ্ছাম্যহং প্রীতিবর্ধনম্।
নাহং রত্নমিহেচ্ছামি তদধিভ্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥৩

যদেতৎ সহজং বর্ম কুণ্ডলে চ তবানঘ।
এতদুৎকৃত্য মে দেহি যদি সত্যব্রতো ভবান্ ॥৪

এতদিচ্ছাম্যহং ক্ষিপ্রং ত্বয়া দত্তং পরন্তপ।
এষ মে সর্বলাভানাং লাভঃ পরমকো মতঃ ॥৫

কর্ণ উবাচ।

অবনিং প্রমদা গাশ্চ নিধানং বহুধার্ষিকম্।
তৎ তে বিপ্র প্রদাস্যামি ন তু বর্ম সকুণ্ডলম্ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈর্যাচ্যমানঃ স তু দ্বিজঃ।
কর্ণেন ভরতশ্রেষ্ঠ নান্যং বরমযাচত ॥৭

সান্ত্বিতশ্চ যথাশক্তি পূজিতশ্চ যথাবিধি।
ন চান্যং স দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কাময়ামাস বৈ বরম্ ॥৮

যদা নান্যং প্রবৃণুতে বরং বৈ দ্বিজসত্তমঃ।
(বিনাস্য সহজং বর্ম কুণ্ডলে চ বিশাম্পতে।)
তদৈনমব্রবীদ্ ভূয়ো রাধেয়ঃ প্রহসন্নিব ॥৯

দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রকর্তৃক কর্ণকে অমোঘ শক্তিদান এবং কর্ণের নিকট হইতে কবচ কুণ্ডল গ্রহণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশী দেবরাজকে আসিতে দেখিয়া কর্ণ স্বাগত জানাইলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।১

তখন অধিরথনন্দন কর্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—আপনাকে সুবর্ণহার পরিহিত স্ত্রীসমূহ অথবা বহু-গোকুলে পূর্ণ অনেক গ্রাম দান করিব।২

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তোমার প্রদত্ত স্বর্ণবিভূষণে ভূষিত স্ত্রী বা গ্রাম, যাহা সাধারণতঃ লোকের আনন্দ বর্ধন করে, উহা আমি চাই না, তুমি অন্য প্রার্থিগণকে উহা দাও।৩

নিষ্পাপ! যদি তুমি সত্যব্রত হও, তবে তোমার এই সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় কাটিয়া আমাকে প্রদান কর।৪

শত্রুদমন! তুমি সত্বর ঐগুলি আমাকে প্রদান কর—ইহাই আমি চাই, ইহাকেই সকল লাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লাভ বলিয়া মনে করি।৫

কর্ণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি যদি সুন্দরী নারী, গাভী, এবং বহুবর্ষব্যাপী জীবিকার অনুরূপ বৃত্তি চাহেন, আমি তাহা সবই দিতে পারি, কিন্তু আমার কবচ ও কুণ্ডল দিতে পারি না।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ বহুলোভনীয় বস্তুর লোভ দেখাইলেও ব্রাহ্মণ অন্য কিছু লইতে সম্মত হইলেন না।৭

কর্ণ তাঁহাকে যথাশক্তি অনেক বুঝাইলেন এবং বিধিঅনুসারে তাঁহার পূজাও করিলেন, তথাপি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ অন্য কিছু চাহিলেন না।৮

যখন সেই দ্বিজোত্তম অন্য বরই লইতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন রাধাপুত্র কর্ণ যেন হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন।৯

সহজং বর্ম মে বিপ্র কুণ্ডলে চামৃতোদ্ভবে।
তেনাবধ্যোঽস্মি লোকেষু ততো নৈতজ্জহাম্যহম্ ॥১০

বিশালং পৃথিবীরাজ্যং ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্।
প্রতিগৃহ্নীষ ভদ্রং ত্বং সাধু ব্রাহ্মণপুঙ্গব ॥১১

কুণ্ডলাভ্যাং বিমুক্তোঽহং বর্মণা সহজেন চ।
গমনীয়ো ভবিষ্যামি শত্রূণাং দ্বিজসত্তম ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদান্যং ন বরং বব্রে ভগবান্ পাকশাসনঃ।
ততঃ প্রহস্য কর্ণস্তং পুনরিত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥১৩

বিদিতো দেবদেবেশ প্রাগেবাসি মম প্রভো।
ন তু ন্যায্যং ময়া দাতুং তব শক্র বৃথা বরম্ ॥১৪

ত্বং হি দেবেশ্বরঃ সাক্ষাৎ ত্বয়া দেয়ো বরো মম।
অন্যেষাং চৈব ভূতানামীশ্বরো হ্যসি ভূতকৃৎ ॥১৫

যদি দাস্যামি তে দেব কুণ্ডলে কবচং তথা।
বধ্যতামুপযাস্যামি ত্বক শক্রাবহাস্যতাম্ ॥১৬

যস্মাদ্ বিনিময়ং কৃত্বা কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্।
হরস্ব শক্র কামং মে ন ভবামহনস্তথা ॥১৭

শক্র উবাচ।

বিদিতোঽহং রবেঃ পূর্বমাগমনেব তবান্তিকম্।
তেন তে সর্বমাখ্যাতমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥১৮

কামমস্তু তথা তাত তব কর্ণ যথেচ্ছসি।
বর্জয়িত্বা তু মে বজ্রং প্রবৃণীষ যথেচ্ছসি ॥১৯

হে বিপ্র! আমার এই সহজাত বর্ম ও কুণ্ডলদ্বয় অমৃত হইতে উৎপন্ন; ইহার দ্বারা আমি যুদ্ধে অবধ্য বলিয়া লোকে জানে; সুতরাং আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।১০

হে ব্রাহ্মণবর! আপনাকে নিষ্কণ্টক, উত্তম ও কল্যাণপ্রদ এই বিশাল পৃথিবীরাজ্য প্রদান করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন।১১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি যদি এই সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় হইতে বিমুক্ত হই, তবে আমি সহজেই শত্রুগণের বধ্য হইব (অতএব আপনি ইহা চাহিবেন না।)।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যখন ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করিলেন না, তখন কর্ণ পুনরায় হাসিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।১৩

হে দেবদেবেশ্বর! হে প্রভো! আমি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি আসিয়া এইরূপ বর চাহিবেন। কিন্তু হে শক্র! আপনার প্রার্থনাকে নিষ্ফল করিয়া দেওয়া আমার অভিপ্রেতও নয় এবং প্রভবশীলের পক্ষে তাহা ন্যায্যও নয়।১৪

আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজ; আপনিও আমাকে কিছু বর দিন; কারণ, আপনি তো সকল জীবেরই ঈশ্বর ও জীবের সৃষ্টিকারী।১৫

হে দেব! আমি যদি কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় আপনাকে দিয়া শত্রুগণের বধ্য হই, তবে হে শক্র! সকল লোকে আপনাকে উপহাস করিবে। সুতরাং বিনিময় করিয়া উত্তম কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন, নতুবা ইহা দিব না।১৬-১৭

শক্র বলিলেন,—আমি তোমার কাছে আসিব ইহা সূর্যদেব পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই তোমাকে সব বলিয়াছেন,—ইহাতে কোন সংশয় নাই।১৮

বৎস কর্ণ! তাহাই হউক, তুমি আমার বজ্র ব্যতিরেকে আর যে কোন বস্তু আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইতে পার।১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কর্ণঃ প্রহৃষ্টস্তু উপসঙ্গম্য বাসবম্।
অমোঘাং শক্তিমভ্যেত্য বচনে সম্পূর্ণমানসঃ ॥২০

কর্ণ উবাচ।

বর্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ শক্তিং মে দেহি বাসব।
অমোঘাং শত্রুসঙ্ঘানাং ঘাতিনীং পৃতনামুখে ॥২১

ততঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা মুহূর্তমিব বাসবঃ।
শক্ত্যর্থং পৃথিবীপাল কর্ণং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥২২

কুণ্ডলে মে প্রযচ্ছস্ব বর্ম চৈব শরীরজম্।
গৃহাণ কর্ণ শক্তিং ত্বমনেন সমযেন চ ॥২৩

অমোঘা হন্তি শতশঃ শত্রূন্ মম করচ্যুতা।
পুনশ্চ পাণিমভ্যেতি মম দৈত্যান্ বিনিঘ্নতঃ ॥২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন কর্ণ প্রসন্ন হইয়া দেবরাজের নিকটে যাইলেন এবং সফলমনোরথ হইয়া তাঁহার নিকট অমোঘা শক্তি প্রার্থনা করিলেন।২০

কর্ণ বলিলেন,—হে বাসব! আপনি আমার এই কুণ্ডলদ্বয় ও বর্ম লইয়া আমাকে সৈন্যসম্মুখে শত্রুসঙ্ঘঘাতিনী আপনার সেই অমোঘা শক্তি প্রদান করুন।২১

হে রাজন্! তারপর ইন্দ্র মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া শক্তিসম্বন্ধে কর্ণকে এই বাক্য বলিলেন।২২

হে কর্ণ! তুমি তোমার শরীরজাত কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ প্রথমে আমাকে দান কর, পরে এই সর্ত অনুসারে তুমি আমার নিকট হইতে এই শক্তি গ্রহণ কর।২৩

এই অমোঘা শক্তি আমার হাত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার শত্রু শত শত দৈত্যকে সংহার করত পুনরায় আমার হাতে ফিরিয়া আসে।২৪

দেয়ং তব করপ্রাপ্তা হন্ত্যেকং রিপুমূর্জিতম্।
গর্জন্তং প্রতপন্তঞ্চ মামেবৈষ্যতি সূতজ ॥২৫

কর্ণ উবাচ।

একমেবাহমিচ্ছামি রিপুং হন্তুং মহাহবে।
গর্জন্তং প্রতপন্তঞ্চ যতো মম ভয়ং ভবেৎ ॥২৬

ইন্দ্র উবাচ।

একং হনিষ্যসি রিপুং গর্জন্তং বলিনং রণে।
ত্বং তু যং প্রার্থয়স্যেকং রক্ষ্যতে স মহাত্মনা ॥২৭

যমাহুর্বেদবিদ্বাংসো বরার্হমপরাজিতম্।
নারায়ণমচিন্ত্যঞ্চ তেন কৃষ্ণেন রক্ষ্যতে ॥২৮

কর্ণ উবাচ।

এবমপ্যস্তু ভগবন্নেকবীরবধে মম।
অমোঘাং দেহি মে শক্তিং যথা হন্যাং প্রতাপিনম্ ॥২৯

হে সূতজ! সেই এই অমোঘা শক্তি তোমার করচ্যুত হইয়া গর্জনকারী ও প্রতাপশালী বলবান্ শত্রুকেও সংহার করত আমার নিকট পুনরায় ফিরিয়া যাইবে।২৫

কর্ণ বলিলেন,—মহাযুদ্ধে গর্জনকারী ও প্রতাপশালী যে শত্রুকে দেখিয়া আমার ভয় হইবে, সেই একটিমাত্র শত্রুকেই আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি।২৬

ইন্দ্র বলিলেন,—তুমি গর্জনকারী ও প্রতাপশালী একজন শত্রুকেই যখন বধ করিতে চাহিতেছ, তবে জানিও—তোমার অভিপ্রেত শত্রু ইহার দ্বারা নিহত হইবে না। কারণ, সে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রক্ষিত। যাঁহাকে বিদ্বান্‌গণ বরণীয়তম, অপরাজিত ও অচিন্ত্য নারায়ণ বলিয়া কীর্তন করেন, সেই কৃষ্ণই তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। (সুতরাং তাহাকে বধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে)।২৭-২৮

উৎকৃত্য তু প্রদাস্যামি কুণ্ডলে কবচঞ্চ তে।
নিকৃত্তেষু তু গাত্রেষু ন মে বীভৎসতা ভবেৎ ॥৩০

ইন্দ্র উবাচ।

ন তে বীভৎসতা কর্ণ ভবিষ্যতি কথঞ্চন।
ব্রণশ্চৈব ন গাত্রেষু যত্তং মানুষমিচ্ছসি ॥৩১

যাদৃশস্তে পিতুর্বর্ণস্তেজশ্চ বদতাং বর।
তাদৃশেনৈব বর্ণেন ত্বং কর্ণ ভবিতা পুনঃ ॥৩২

বিদ্যমানেষু শস্ত্রেষু ত্বয়মোঘাময়ংশরে।
প্রযতো মোক্ষ্যসে চাপি ত্বয্যেবৈষা পতিষ্যতি ॥৩৩

কর্ণ উবাচ।

সংশয়ং পরমং প্রাপ্য বিমোক্ষ্যে বাসবীমিমাম্।
যথা মামাথ শক্র ত্বং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥৩৪

হে ভগবন্! এইরূপই হউক। একজন প্রতাপশালী বীরকে বধ করিবার জন্যই আমাকে অমোঘা শক্তি প্রদান করুন।২৯

আমি শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল দুইটি কাটিয়া আপনাকে দিতেছি। আমার শরীর হইতে কাটিয়া দিলেও তাহাতে আপনার কৃপায় যেন শরীরের কোনরূপ বৈরূপ্য না হয়।৩০

ইন্দ্র বলিলেন,—হে কর্ণ! ইহাতে তোমার শরীরে কোন বৈরূপ্য হইবে না; এমন কি, শরীরে ক্ষত পর্য্যন্ত হইবে না; কারণ, তোমার মধ্যে কোন অসত্যের ইচ্ছা নাই।৩১

হে বাগ্মিগণশ্রেষ্ঠ কর্ণ! তোমার পিতার যেমন বর্ণ ও তেজ আছে, পুনরায় তুমিও সেইরূপ বর্ণ ও তেজঃসম্পন্ন হইবে।৩২

যতক্ষণ তোমার কাছে অন্যান্য শত্রুঘাতী দৈবাস্ত্র সকল বিদ্যমান থাকিবে এবং তোমার প্রাণসংশয় উপস্থিত না হইবে, ততক্ষণ এই অমোঘা শক্তিকে শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিবে না। যদি মত্তভাবশতঃ তাহা কর, তবে উহা শত্রুর উপর পতিত না হইয়া তোমার উপর পতিত হইবে।৩৩

কর্ণ বলিলেন,—হে শক্র! আপনাকে ইহা আমি সত্য করিয়াই বলিতেছি যে, প্রাণসংশয় উপস্থিত না হইলে আমি এই ঐন্দ্রী শক্তি নিক্ষেপ করিব না।৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শক্তিং প্রজ্বলিতাং প্রতিগৃহ্য বিশাম্পতে।
শস্ত্রং গৃহীত্বা নিশিতং সর্বগাত্রাণ্যকৃন্তত ॥৩৫

ততো দেবা মানবা দানবাশ্চ
নিকৃত্তন্তং কর্ণমাত্মানমেবম্।
দৃষ্ট্বা সর্বে সিংহনাদান্ প্রণেদু-
র্ন হ্যস্যাসীন্মুখতো বৈ বিকারঃ ॥৩৬

ততো দিব্যা দুন্দুভয়ঃ প্রণেদুঃ
পপাতোচ্চৈঃ পুষ্পবর্ষঞ্চ দিব্যম্।
দৃষ্ট্বা কর্ণং শস্ত্রসংকৃত্তগাত্রং
মুহুশ্চাপি স্মরমাণং নৃবীরম্ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর কর্ণ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণ করত নিজ শরীরের অঙ্গসমূহ নিশিত (ধারাল) অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন।৩৫

কর্ণ যখন নিজ শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল কাটিয়া দিতেছিলেন, তখন দেবতা, মানব ও দানবগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা শুনিয়াও কর্ণের মুখে এতটুকু বিকারও উৎপন্ন হয় নাই।৩৬

স্বিতহাস্যকারী কর্ণের উপর তাঁহার সত্যরক্ষারূপ কার্য্যে প্রীত হইয়া দেবগণ দিব্য দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে এবং কর্ণের উপর মুহুর্মুহুঃ দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।৩৭

ততশ্ছিত্ত্বা কবচং দিব্যমঙ্গাৎ
তথৈবার্দ্রং প্রদদৌ বাসবায়।
অথোৎকৃত্য প্রদদৌ কুণ্ডলে তে
কর্ণাৎ তস্মাৎ কর্মণা তেন কর্ণঃ ॥৩৮
ততঃ শক্রঃ প্রহসন্ বঞ্চয়িত্বা
কর্ণং লোকে যশসা যোজয়িত্বা।
কৃতং কার্য্যং পাণ্ডবানাং হি মেনে
ততঃ পশ্চাদ্ দিবমেবোৎপপাত ॥৩৯
শ্রুত্বা কর্ণং মুষিতং বার্তরাষ্ট্রা
দীনাঃ সর্বে ভগ্নদর্পা ইবাসন্।
তাং চাবস্থাং গমিতং সূতপুত্রং
শ্রুত্বা পার্থা জহৃষুঃ কাননস্থাঃ ॥৪০

জনমেজয় উবাচ।

কস্মা বীরাঃ পাণ্ডবাস্তে বভূবুঃ
কুতশ্চৈতে শ্রুতবন্তঃ প্রিয়ং তৎ।
কিং বাকার্ষুর্দ্বাদশেঽব্দে ব্যতীতে
তন্মে সর্বং ভগবান্ ব্যাকরোতু ॥৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

লব্ধ্বা কৃষ্ণাং সৈন্ধবং দ্রাবয়িত্বা
বিপ্রৈঃ সার্ধং কাম্যকাদাশ্রমাৎ তে।
মার্কণ্ডেয়াচ্ছ্রুতবন্তঃ পুরাণং
দেবর্ষীণাং চরিতং বিস্তরেণ ॥৪২
(প্রত্যাজগ্মুঃ সরথাঃ সানুযাত্রাঃ
সর্বৈঃ সার্ধং সূতপৌরোগবৈস্তে।
ততো যযুর্দ্বৈতবনে নৃবীরা
নিস্তীর্য্যৈবং বনবাসং সমগ্রম্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি কবচকুণ্ডলদানে দশাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১০

তারপর কর্ণ তাহার অঙ্গ হইতে দিব্য কবচ কাটিয়া রক্তাপ্লুত অবস্থাতেই উহা ইন্দ্রের হাতে দিলেন এবং কর্ণ হইতে কুণ্ডলদ্বয়ও কাটিয়া তাঁহাকে দিলেন। এই কর্ম্মের দ্বারাই তিনি কর্ণ নামে খ্যাত হইলেন ।৩৮

অনন্তর এইরূপে ইন্দ্র হাসিতে হাসিতে কর্ণকে বঞ্চনা এবং যশস্বী করিয়া পাণ্ডবগণের কার্য্য সাধন করা হইয়াছে—ইহা নিশ্চয় করিলেন এবং পরে স্বর্গে চলিয়া গেলেন ।৩৯

ইন্দ্রকর্ত্তৃক কর্ণের কবচকুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যেন ভগ্নদর্প ও দীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন এবং বনে থাকিয়াও পাণ্ডবগণ চরমুখে একথা জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন ।৪০

জনমেজয় বলিলেন,—ঐ সময় পাণ্ডবগণ কোথায় ছিলেন; কোথা হইতে তাঁহারা ঐ কথা শুনিলেন এবং তারপর দ্বাদশ বর্ষের অন্তে তাঁহারা কি করিলেন—এই সব কথা আপনি আমাদিগকে বলুন ।৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সিন্ধুরাজকে কাম্যকবন হইতে বিতাড়িত করিয়া দ্রৌপদীকে উদ্ধার করত পাণ্ডবগণ যখন মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখ হইতে পুরাণ-কথা এবং দেবতা ও ঋষিগণের চরিত্র শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই সময় এ কথাও শুনিতে পাইয়াছিলেন ।৪২

(তারপর বীরবর পাণ্ডবগণ রথ, সূত ও পুরবাসিগণের সহিত বনবাসের সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করিয়া পুনরায় দ্বৈতবনে ফিরিয়া গেলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কবচকুণ্ডলদাননিবন্ধক দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩১০

একাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণস্যারণীমন্থনকাষ্ঠানুসন্ধানায় পাণ্ডবানাং মৃগং প্রতি ধাবনম্, দুঃখঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

এবং হৃতায়াং ভার্য্যায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুত্তমম্।
প্রতিপদ্য ততঃ কৃষ্ণাং কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং হৃতায়াং কৃষ্ণায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুত্তমম্।
বিহায় কাম্যকং রাজা সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ ॥২
পুনর্দ্বৈতবনং রম্যমাজগাম যুধিষ্ঠিরঃ।
স্বাদুমূলফলং রম্যং বিচিত্রদ্রুমপাদপম্ ॥৩
অনুভুক্তফলাহারাঃ সর্ব্ব এব মিতাশনাঃ।
ন্যবসন্ পাণ্ডবাস্তত্র কৃষ্ণয়া সহ ভার্য্যয়া ॥৪
বসন্ দ্বৈতবনে রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনোঽর্জুনশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥৫

ব্রাহ্মণার্থে পরাক্রান্তা ধর্ম্মাত্মানো মহাব্রতাঃ।
ক্লেশমার্চ্ছন্ত বিপুলং সুখোদর্কং পরন্তপাঃ ॥৬
তস্মিন্ প্রতিবসন্তস্তে যৎ প্রাপুঃ কুরুসত্তমাঃ।
বনে ক্লেশং সুখোদর্কং তৎ প্রবক্ষ্যামি তে শৃণু ॥৭
অরণীসহিতং মন্থং ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ।
মৃগস্য ধর্ষমাণস্য বিষাণে সমসজ্জত ॥৮
তদাদায় গতো রাজংস্ত্বরমাণো মহামৃগঃ।
আশ্রমাস্তরিতঃ শীঘ্রং প্লবমাণো মহাজবঃ ॥৯
হ্রিয়মাণং তু তং দৃষ্ট্বা স বিপ্রঃ কুরুসত্তম।
ত্বরিতোঽভ্যাগমৎ তত্র অগ্নিহোত্রপরীপ্সয়া ॥১০
অজাতশত্রুমাসীনং ভ্রাতৃভিঃ সহিতং বনে।
আগম্য ব্রাহ্মণস্তূর্ণং সন্তপ্তশ্চেদমব্রবীৎ ॥১১

(আরণেয়ক পর্ব্ব।)

একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের অরণীমন্থন কাষ্ঠ সন্ধানের জন্য পাণ্ডবগণের মৃগের প্রতি অনুধাবন ও দুঃখ।]

জনমেজয় বলিলেন,—বহু কষ্টে অপহৃত ভার্য্যা দ্রৌপদীকে উদ্ধার করত অনন্তর পাণ্ডবগণ কি করিলেন ?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদীর অপহরণে বহু ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া অনন্তর স্বকীয় ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কাম্যকবন ত্যাগ করিয়া পুনরায় দ্বৈতবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সুস্বাদু ফল, মূল ও বহু বিচিত্র বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল।২-৩

পাণ্ডবেরা সেখানে ফলাহার ও মিতাহার করত ভার্য্যা কৃষ্ণার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।৪

দ্বৈতবনবাসী কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, অর্জ্জুন এবং পাণ্ডুবংশধর দুই মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা শত্রুদমন পাণ্ডবগণ ব্রত ধারণ করত ব্রাহ্মণগণের রক্ষায় পরাক্রম করিতে গিয়া ভাবিসুখের সূচক বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন।৫-৬

সেখানে বাস করিবার সময়ে ভাবিসুখের জনক যে দুঃখ বনে কুরুশ্রেষ্ঠগণ পাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭

এক তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থন-কাষ্ঠটি একটা বৃক্ষে টাঙ্গান ছিল, সেখানে একটা মৃগ আসিয়া গা ঘষিতে থাকিলে সেই কাষ্ঠটি তাহার শৃঙ্গে আটকাইয়া গেল।৮

রাজন্! ঐ কাষ্ঠ লইয়া মৃগটী অতি দ্রুত লাফাইতে লাফাইতে সেই আশ্রম হইতে অন্যত্র সরিয়া পড়িল।৯

অরণীসহিতং মন্থং সমাসক্তং বনস্পতৌ ।
মৃগস্তু ঘর্ষমাণস্তু বিষাণে সমদজ্জত ॥১২
তমাদায় ততো রাজংস্ত্বরমাণো মহামৃগঃ ।
আশ্রমাৎ ত্বরিতঃ শীঘ্রং প্রযযৌ মহাজবঃ ॥১৩
তস্য গত্বা পদং রাজন্নাদায় চ মহামৃগম্ ।
অগ্নিহোত্রং ন লুপ্যেত তদানয়ত পাণ্ডবাঃ ॥১৪
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সন্তপ্তোঽথ যুধিষ্ঠিরঃ ।
ধনুরাদায় কৌন্তেয়ঃ প্রাদ্রবদ্ ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১৫
সন্নদ্ধা ধন্বিনঃ সর্বে প্রাদ্রবন্ নরপুঙ্গবাঃ ।
ব্রাহ্মণার্থে ততস্তস্তে শীঘ্রমন্বগমন্ মৃগম্ ॥১৬
কণি-নালীক-নারাচানুৎসৃজন্তো মহারথাঃ ।
নাবিধ্যন্ পাণ্ডবাস্তত্র পশ্যন্তো মৃগমন্তিকাৎ ॥১৭
তেষাং প্রযতমানানাং নাদৃশ্যত মহামৃগঃ ।
অপশ্যন্তো মৃগং শান্তা দুঃখং প্রাপ্তা মনস্বিনঃ ॥১৮
শীতলচ্ছায়মাসাদ্য ন্যগ্রোধং গহনে বনে ।
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাঙ্গাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাবিশন্ ॥১৯
তেষাং সমুপবিষ্টানাং নকুলো দুঃখিতস্তদা ।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমমর্ষাৎ কুরুনন্দনম্ ॥২০
নাস্মিন্ কুলে জাতু সমক্ষ ধর্মো
ন চালস্যাদর্থলোপো বভূব ।
অমুত্তরা সর্বভূতেষু ভূয়ঃ
সম্প্রাপ্তাঃ স্মঃ সংশয়ং কিং নু রাজন্ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি আরণেয়-পর্বণি মৃগান্বেষণে একাদশাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১১

কুরুশ্রেষ্ঠ ! কাষ্ঠকে লইয়া যাইতে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রের রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি পাণ্ডবগণের নিকটে আসিলেন ।১০

ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে আগমন করত দুঃখিত হইয়া বলিলেন ।১১

হে রাজন্ ! অরণীর সহিত আমার অগ্নিহোত্রের মন্থনদণ্ডটি বৃক্ষের উপরে লক্ষিত ছিল । তারপর উহার সহিত শাত্রবধকারী এক মৃগের শিংএ উহা আটকাইয়া গিয়াছিল । সেই মহাবেগগামী মৃগটী সেই কাষ্ঠ লইয়া আশ্রম হইতে তাড়াতাড়ি পলাইয়া গিয়াছে ।১২-১৩

হে রাজন্ ! হে পাণ্ডবগণ ! আপনারা সেই মৃগের পশ্চাৎ অনুসরণ করত আমার মন্থনকাষ্ঠটী আনাইয়া দিন, তাহা হইলে আমার অগ্নিহোত্র লুপ্ত হইবে না ।১৪

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সন্তপ্তহৃদয়ে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ধনু লইয়া তৎক্ষণাৎ মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন ।১৫

সেই নরশ্রেষ্ঠগণ ব্রাহ্মণের জন্য যত্নবান্ হইয়া ধনুঃ ও কবচাদি ধারণ করত দ্রুত মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন ।১৬

মহারথ পাণ্ডবগণ নিকটে সেই মৃগকে দেখিয়া কণিকা, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না ।১৭

তাঁহারা যত্নের সহিত অন্বেষণ করিয়াও সেই মৃগটীকে দেখিতে পাইলেন না । উহাকে না পাইয়া পরিশ্রান্ত মনস্বী পাণ্ডবেরা বড়ই দুঃখিত হইলেন ।১৮

তখন পাণ্ডবগণ ক্ষুধা ও পিপাসায় পরিশ্রান্ত হইয়া গহন বনে একটা বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিলেন ।১৯

তাঁহারা সকলেই বসিয়া আছেন, এমন সময় নকুল অমর্ষবশতঃ কুরুনন্দন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলেন ।২০

রাজন্ ! আমাদের কুলে কখনও ধর্মলোপ বা আলস্যবশতঃ কখনও অর্থলোপ হয় নাই এবং আমরা জ্ঞানতঃ কোন প্রার্থীকে নিরাশ করি নাই, তবে আমরা এইরূপ ধর্মসংশয়ে কেন পড়িলাম ?২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত আরণেয়পর্বে মৃগান্বেষণবিষয়ক একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩১১

দ্বাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জলমানেতুং নকুলাদিভ্রাতৃচতুষ্টয়ানাং সরোবরতীরে গমনম্, অচেতনানাং তেষাং ভূপতনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নাপদ্যাবস্তি মর্য্যাদা ন নিমিত্তং ন কারণম্।
বর্ত্তন্ত বিভজন্ত্যর্থমুভয়োঃ পুণ্য-পাপয়োঃ ॥১

ভীম উবাচ।

প্রাতিকাম্যনয়ৎ কৃষ্ণাং সভায়াং প্রেষ্যবৎ তদা।
ন ময়া নিহিতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥২

অর্জ্জুন উবাচ।

বাচস্তীক্ষ্ণাশ্চিতেদিগ্ধাঃ সূতপুত্রেণ ভাষিতাঃ।
অতিতীব্রা ময়া ক্ষান্তাস্তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥৩

সহদেব উবাচ।

শকুনিস্ত্বাং যদাজৈষীদ্দ্যূতেন ভরতর্ষভ।
ন ময়া ন হতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা নকুলং বাক্যমব্রবীৎ।
আরুহ্য বৃক্ষং মাদ্রেয় নিরীক্ষস্ব দিশো দশ ॥৫

পানীয়বন্তিকে পশ্য বৃক্ষাংশ্চাপ্যুদকাশ্রিতান্।
এতে হি ভ্রাতরঃ শ্রান্তাস্তব তাত পিপাসিতাঃ ॥৬

নকুলস্তু তথেত্যুক্ত্বা শীঘ্রমারুহ্য পাদপম্।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমভিবীক্ষ্য সমন্ততঃ ॥৭

পশ্যামি বহুলান্ রাজন্ বৃক্ষানুদকসংশ্রয়ান্।
সারসানাঞ্চ নির্হ্রাদমত্রোদকমসংশয়ম্ ॥৮

ততোঽব্রবীৎ সত্যধৃতিঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
গচ্ছ সৌম্য ততঃ শীঘ্রং তূর্ণৈঃ পানীয়মানয় ॥৯

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[জল আনিতে যাইয়া নকুল প্রভৃতি চারি ভ্রাতার সরোবরের তীরে গমন এবং অচেতন হইয়া ভূমিতে পতন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপদ্‌গুলির কোন সীমা নাই এবং উহাদের নিমিত্ত বা কারণ কিছুই সব সময় বুঝিতে পারা যায় না। তবে মূল সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, পূর্ব্বজন্মের কৃত পাপ ও পুণ্যই প্রারব্ধরূপে এই জন্মে দুঃখ ও সুখরূপ ফল বিতরণ করে।১

ভীম বলিলেন,—দ্যূত প্রাতিকামীর পরিবর্ত্তে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে দাসীর ন্যায় কৌরবসভায় টানিয়া আনিতেছিল, তখন যে আমি তাহাকে বধ করি নাই, সেই পাপেই আমাদের এই ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।২

অর্জ্জুন বলিলেন,—সূতপুত্র কর্ণ কঠোর অস্থি-ভেদনকারী যে সকল অত্যন্ত কটু কথা দ্রৌপদীকে বলিয়াছিল, আমি যে শক্তি থাকিতেও তাহা ক্ষমা করিয়াছিলাম, সেই পাপেই আমাদের এই ধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।৩

সহদেব বলিলেন,—হে ভারত! শকুনি যখন আপনাকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়াছিল, আমি যে তখন তাহাকে বধ করি নাই, সেই পাপেই আমাদের আজ এই ধর্ম্মসঙ্কট দেখা দিয়াছে।৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর যুধিষ্ঠির নকুলকে বলিলেন,—মাদ্রেয়বর! এই গাছে উঠিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি, নিকটে কোন জলাশয় কিংবা জলাশয়ের তীরস্থিত বৃক্ষ আছে কিনা? বৎস! তোমার ভ্রাতারা সকলেই শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত।৫-৬

নকুল "আচ্ছা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী একটী উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করত চারিদিকে দৃষ্টিপাত

নকুলস্তু তথেত্যুক্ত্বা ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শাসনাৎ।
প্রাদ্রবদ্ যত্র পানীয়ং শীঘ্রং চৈবাপ্যপদ্যত ॥১০

স দৃষ্ট্বা বিমলং তোয়ং সারসৈঃ পরিবারিতম্।
পাতুকামস্ততো বাচমন্তরিক্ষাৎ স শুশ্রুবে ॥১১

যক্ষ উবাচ।

মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু মাদ্রেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥১২

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং নকুলঃ তৃষিপীড়িতঃ।
অপিবচ্ছীতলং তোয়ং পীত্বা চ নিপপাত হ ॥১৩

চিরায়মাণে নকুলে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং বীরং সহদেবমরিন্দমম্ ॥১৪

ভ্রাতা হি চিরযাতো নঃ সহদেব তবাগ্রজঃ।
তথৈবানয় সোদর্য্যং পানীয়ঞ্চ ত্বমানয় ॥১৫

সহদেবস্তথেত্যুক্ত্বা তাং দিশং প্রত্যপদ্যত।
দদর্শ চ হতং ভূমৌ ভ্রাতরং নকুলং তদা ॥১৬

ভ্রাতৃশোকাভিসন্তপ্তস্তৃষয়া চ প্রপীড়িতঃ।
অভিদুদ্রাব পানীয়ং ততো বাগভ্যভাষত ॥১৭

মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা যথাকামং পিবস্ব চ হরস্ব চ ॥১৮

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং সহদেবঃ পিপাসিতঃ।
অপিবচ্ছীতলং তোয়ং পীত্বা চ নিপপাত হ ॥১৯

করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন।৭

হে মহারাজ! অদূরবর্ত্তী বহু বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি। ঐ বৃক্ষগুলিতে সারসপক্ষিগণের শব্দ শুনা যাইতেছে। ইহাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, নিকটে কোন সরোবরে আছে।৮

তখন সত্যপালনকারী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বৎস! তুমি শীঘ্র যাও, এই তূণগুলি ভরিয়া তথা হইতে জল লইয়া আইস।৯

নকুল 'আচ্ছা, যাচ্ছি' বলিয়া যুধিষ্ঠিরের আদেশে জলের জন্য দ্রুত সেই দিকে গেলেন এবং শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হইলেন।১০

তিনি সারসগণে পরিবৃত নির্ম্মল জল দেখিয়া যেমন পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই অন্তরিক্ষ হইতে বাণী শুনিতে পাইলেন।১১

যক্ষ বলিলেন,—হে বৎস! তুমি এই জল পান করিতে দুঃসাহস করিও না। এই সরোবর পূর্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে আছে। মাদ্রীনন্দন! প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জলপান কর এবং জল লইয়া যাও।১২

কিন্তু নকুল অত্যন্ত পিপাসিত ছিলেন, তাই তিনি সেই কথা অনাদর করত সুশীতল জল পান করিলেন। তাহাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।১৩

নকুল অনেকক্ষণ ফিরিয়া না আসায় কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুদমন বীর ভ্রাতা সহদেবকে বলিলেন।১৪

হে সহদেব! আমাদের অনুজ ও তোমার অগ্রজ ভ্রাতা নকুল এখান থেকে অনেকক্ষণ গিয়াছে, তুমি গিয়া তোমার সহোদর ভ্রাতাকে লইয়া আইস এবং সেই সঙ্গে জলও লইয়া আইস।১৫

সহদেব 'আচ্ছা' বলিয়া সেইদিকে দ্রুত গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, সরোবরের তীরে নকুল মৃতবৎ পড়িয়া আছেন।১৬

ভ্রাতৃশোকে ও পিপাসায় অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া সহদেব যেমন জলপান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই সেই অশরীরিণী বাণী বলিলেন।১৭

হে বৎস! তুমি জলপানের দুঃসাহস করিও না; কারণ, ইহা পূর্ব্ব হইতে আমার অধিকারে আছে। আগে আমার কথার উত্তর দাও, পরে

অথাব্রবীৎ স বিজয়ং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতরৌ তে চিরয়তো বীভৎসো শত্রুকর্শন ॥২০
তৌ চৈবানয় তত্রং তে পানীয়ঞ্চ ত্বমানয়।
ত্বং হি নস্তাত সর্বেষাং দুঃখিতানামপাশ্রয়ঃ ॥২১
এবমুক্তো ততঃ পার্থঃ প্রগৃহ সশরং ধনুঃ।
আমুক্তখড়্গো মেধাবী তৎ সরঃ প্রত্যপদ্যত ॥২২
ততঃ পুরুষশার্দূলৌ পানীয়হরণে গতৌ।
তৌ দদর্শ হতৌ তত্র ভ্রাতরৌ পেতবাহনঃ ॥২৩
প্রসুপ্তাবিব তৌ দৃষ্ট্বা নরসিংহঃ সুদুঃখিতঃ।
ধনুরুদ্যম্য কৌন্তেয়ো ব্যালোকয়ত তদ্ বনম্ ॥২৪

নাপশ্যৎ তত্র কিঞ্চিৎ স ভূতমস্মিন্ মহাবনে।
সব্যসাচী ততঃ শ্রান্তঃ পানীয়ং সোঽভ্যধাবত ॥২৫
অভিধাবংস্ততো বাক্যমন্তরিক্ষাৎ স শুশ্রুবে।
কিমনীহসি পানীয়ং বৈতন্ত্রক্যং বলাৎ ত্বয়া ॥২৬
কৌন্তেয় যদি প্রশ্নাংস্তান্ মদুক্তান্ প্রতিপৎস্যসে।
ততঃ পাস্যসি পানীয়ং হরিষ্যসি চ ভারত ॥২৭
বারিতস্তত্রবীৎ পার্থো দৃশ্যমানো নিবারয়।
যাবদ্ বাণৈর্বিনির্ভিন্নঃ পুনর্নৈবং বদিষ্যসি ॥২৮
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থঃ শরৈরস্ত্রানুমন্ত্রিতৈঃ।
প্রববর্ষ দিশঃ কৃৎস্নাঃ শব্দবেধঞ্চ দর্শয়ন্ ॥২৯

ইচ্ছানুসারে জল পান করিও এবং উহা লইয়া যাইও ।১৮

পিপাসিত সহদেব তাঁহার কথা অনাদর করত সেই শীতল জল পান করিলেন এবং জল পানের সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন ।১৯

তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিলেন,—হে শত্রুনাশন বীভৎসো! তোমার কনিষ্ঠ দুই ভাই অনেকক্ষণ গিয়াছে ।২০

তোমার কল্যাণ হউক। তুমি যাও, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস এবং জলও লইয়া আইস। বৎস! দুঃখে পীড়িত আমাদের সকলের তুমিই একমাত্র আশ্রয় ।২১

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে নিদ্রাবিজয়ী বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন ধনু, শর ও খড়্গ লইয়া সেই সরোবরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন ।২২

তথায় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন দেখিলেন যে, জল আনয়নের জন্য পূর্ব্বে আগত পুরুষশ্রেষ্ঠ দুই ভাই সেইস্থানে মৃতবৎ পড়িয়া আছে ।২৩

তাঁহাদিগকে প্রগাঢ় নিদ্রিতের ন্যায় পতিত দেখিয়া অর্জ্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ধনু উদ্যত করিয়া সেই বনের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন ।২৪

কিন্তু সেই বিশাল বনভূমিতে কোন প্রাণী দেখিতে পাইলেন না। তারপর সব্যসাচী অর্জ্জুন শ্রান্ত হইয়া জল পান করিবার জন্য জলের দিকে ধাবিত হইলেন ।২৫

সেই সময় তিনি অন্তরিক্ষ হইতে কথিত বাণী শুনিতে পাইলেন,—কুন্তীনন্দন! তুমি কেন জলের নিকট যাইতেছ? এই জল বলপূর্ব্বক পান করিতে পারিবে না। হে ভারত! যদি তুমি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পার, তবে জল পান করিতে ও লইয়া যাইতে পারিবে ।২৬-২৭

এইরূপে নিবারিত হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন,—আচ্ছা, তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে বারণ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে আমার বাণে ছিন্নভিন্ন হইয়া আর কথা বলিতে পারিবে না ।২৮

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্রে অনুমন্ত্রিত শরসমূহে ও শব্দবেধী বাণসমূহে দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন ।২৯

কর্ণি-নালীক-নারাচানুৎসৃজন্ ভরতর্ষভ।
স ক্ষুধোপনিষৎ মুক্ত্বা তৃষ্ণয়াভিপ্রপীড়িতঃ ॥৩০

অনেকৈরিষুসঙ্ঘাতৈরন্তরিক্ষে ববর্ষ হ।
যক্ষ উবাচ।
কিং বিঘাতেন তে পার্থ প্রশ্নানুক্ত্বা ততঃ পিব ॥৩১

অনুক্ত্বা চ পিবন্ প্রশ্নান্ পীত্বৈব ন ভবিষ্যসি।
এবমুক্তস্ততঃ পার্থঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ॥৩২

অবজ্ঞায়ৈব তাং বাচং পীত্বৈব নিপপাত হ।
অথাব্রবীদ্ ভীমসেনং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৩

নকুলঃ সহদেবশ্চ বীভৎসুশ্চ পরন্তপ।
চিরং গতাস্তোয়হেতোর্ন চাগচ্ছন্তি ভারত ॥৩৪

তাংস্ত্বৈবানয় ভদ্রং তে পানীয়ঞ্চ ত্বমানয়।
ভীমসেনতথেত্যুক্ত্বা তং দেশং প্রত্যপদ্যত ॥৩৫

যত্র তে পুরুষব্যাঘ্রা ভ্রাতরোঽস্য নিপাতিতাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা দুঃখিতো ভীমস্তৃষয়া চ প্রপীড়িতঃ ॥৩৬

অমন্যত মহাবাহুঃ কর্ম তদ্ যক্ষ-রক্ষসাম্।
স চিন্তয়ামাস তদা যোদ্ধব্যং ধ্রুবমদ্য বৈ ॥৩৭

পাস্যামি তাবৎ পানীয়মিতি পার্থো বৃকোদরঃ।
ততোঽভ্যধাবৎ পানীয়ং পিপাসুঃ পুরুষর্ষভঃ ॥৩৮

যক্ষ উবাচ।
মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৩৯

ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! অর্জুন কর্ণিকা, নারাচ, নালীক প্রভৃতি নানাবিধ অমোঘ বাণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাহাতেও তিনি আকাশে বহু বাণ বর্ষণ করিলেন।

যক্ষ বলিলেন,—হে পার্থ! বৃথা বাণবর্ষণ করিয়া (নিরপরাধ) প্রাণীর হিংসা করিয়া কি লাভ? তুমি আগে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও পরে জল পান কর।৩০-৩১

তুমি যদি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়া জল পান কর, তবে তুমিও জীবিত থাকিবে না। এইরূপে উক্ত হইয়াও সব্যসাচী ধনঞ্জয় সেই কথা গ্রাহ্য না করিয়া যেমন জল পান করিলেন, অমনই মৃতবৎ মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিলেন।৩২-৩৩

পরন্তপ ভরতসত্তম! নকুল, সহদেব ও অর্জুন,—তিনজন জলের জন্য বহুক্ষণ গিয়াও এখনও ফিরিতেছে না।৩৪

তোমার কল্যাণ হউক। তুমি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস এবং সেই সঙ্গে জলও লইয়া আইস। ভীমসেন "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে তাঁহার পুরুষশ্রেষ্ঠ তিন ভ্রাতা মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের ঐ অবস্থা দেখিয়া ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তিনি ব্যথিত হইলেন।৩৫-৩৬

মহাবাহু ভীমসেন তখন মনে মনে স্থির করিলেন,—ইহা নিশ্চিতই যক্ষ ও রাক্ষসদিগের কার্য্য, সুতরাং ইহাদের সহিত এখনই যুদ্ধ করিতে হইবে।৩৭

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র বৃকোদর চিন্তা করিলেন, আচ্ছা, আগে জলপান করিয়া লই, তারপর যুদ্ধ করিতে হয় করিব। এই বলিয়া পিপাসার্ত্ত ভীমসেন জলপান করিবার জন্য ধাবিত হইলেন।৩৮

যক্ষ বলিলেন,—হে বৎস! তুমি জলপানের দুঃসাহস করিও না; কারণ, ইহা আমার পূর্ব্ব

এবমুক্তস্তদা ভীমো যক্ষেণামিততেজসা।
অনুক্তৈরেব তু তান্ প্রশ্নান্ পীত্বৈব নিপপাত হ ॥৪০
ততঃ কুন্তীসুতো রাজা প্রচিন্ত্য পুরুষর্ষভঃ।
সমুত্থায় মহাবাহুর্দহ্যমানেন চেতসা ॥৪১
ব্যপেতজননির্ঘোষং প্রবিবেশ মহাবনম্।
রুরুভিশ্চ বরাহৈশ্চ পক্ষিভিশ্চ নিষেবিতম্ ॥৪২
নীলভাস্বরবর্ণৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতম্।
ভ্রমরৈরুপগীতঞ্চ পক্ষিভিশ্চ মহাবনাঃ ॥৪৩
স গচ্ছন্ কাননে তস্মিন্ হেমজালপরিষ্কৃতম্।
দদর্শ তৎ সরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্মকৃতং যথা ॥৪৪

উপেতং নলিনীজালৈঃ সিন্দুবারৈঃ সবেতসৈঃ।
কেতকৈঃ করবীরৈশ্চ পিপ্পলৈশ্চৈব সংবৃতম্।
(ততো ধর্মসুতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতৃদর্শনলালসঃ।)
শ্রমার্তস্তত্রুপাগম্য সরো দৃষ্ট্বাথ বিস্মিতঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আরণেয়পর্বণি
নকুলাদিপতনে দ্বাদশাধিক-
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১২

হইতেই অধিকৃত। কুন্তীপুত্র! আগে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও, পরে জলপান করিতে ও উহা লইয়া যাইতে পারিবে।৩৯

অমিততেজস্বী যক্ষ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ভীমসেন সেই প্রশ্নগুলির উত্তর কিছু না বলিয়াই যেমন জলপান করিলেন, অমনই মৃতবৎ নিপতিত হইলেন।৪০

তখন কুন্তীতনয় পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির চিন্তিত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে উঠিয়া পড়িলেন এবং বহু রুরু, বরাহ ও পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা নিষেবিত জনকোলাহলশূন্য সেই মহাবনে প্রবেশ করিলেন।৪১-৪২

ঐ বন নীলবর্ণের উজ্জ্বল বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ ছিল, সেইরূপ নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণীতে ঐ বন শোভা পাইতেছিল। ভ্রমর ও পক্ষিসমূহ ঐ বনে কলরব করিতেছিল। মহাবলশালী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির বনের মধ্যে যাইতে যাইতে এক সরোবর দেখিলেন; উহা সুবর্ণময় কুসুমকেসরে বিভূষিত ছিল। স্বয়ং বিশ্বকর্মা ঐ সরোবর নির্মাণ করিয়াছিলেন।৪৩-৪৪

ঐ সরোবরে পদ্মসমূহ বিকশিত ছিল এবং উহার তীরে সিন্দুবার, বেতস, কেতক, করবী, পিপ্পল প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ অবস্থিত ছিল। তখন (ধর্মরাজ ভ্রাতৃগণের দর্শনের ইচ্ছায়) তিনি শ্রমপীড়িত অবস্থায় সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়াই বিস্মিত হইলেন।৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত আরণেয়পর্বে নকুলাদিপতনবিষয়ক দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১২

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য যক্ষকৃতপ্রশ্নোত্তরদানম্, তদুত্তরসন্তুষ্টস্য যক্ষস্য চতুর্ণ্ণাং ভ্রাতৃণাং জীবনদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স দদর্শ হতান্ ভ্রাতৃন্ লোকপালানিব চ্যুতান্।
যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে শক্রপ্রতিমসৌষ্ঠবান্ ॥১

বিনিকীর্ণধনুর্বাণং দৃষ্ট্বা নিহতমর্জ্জুনম্।
ভীমসেনং যমৌ চৈব নিবিচেষ্টান্ গতায়ুষঃ ॥২

স দীর্ঘমুষ্ণং নিঃশ্বস্য শোকবাষ্পপরিপ্লুতঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা পতিতান্ ভ্রাতৃন্ সর্ব্বাংশ্চিন্তাসমন্বিতঃ ॥৩
ধর্ম্মপুত্রো মহাবাহুর্বিললাপ সুবিস্তরম্।
নন্থ ত্বয়া মহাবাহো প্রতিজ্ঞাতং বৃকোদর ॥৪

সুযোধনস্য ভেৎস্যামি গদয়া সক্থিনী রণে।
ব্যর্থং তদদ্য মে সর্ব্বং ত্বয়ি বীর নিপাতিতে ॥৫

মহাত্মনি মহাবাহো কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনে।
মনুষ্যসম্ভবা বাচো বিষমিণ্যঃ প্রতিশ্রুতাঃ ॥৬
ভবত্যাং দিব্যবাচস্তু তা ভবন্তু কথং মৃষা।
দেবাশ্চাপি যদাবোচন্ সূতকে ত্বাং ধনঞ্জয় ॥৭
সহস্রাক্ষাদনবরঃ কুন্তি পুত্রস্তবেতি বৈ।
উত্তরে পারিযাত্রে চ ভূতভূতানি সর্ব্বশঃ ॥৮
বিপ্রণষ্টাং শ্রিয়ং চৈষামাহর্ত্তা পুনরপ্রভা।
নাস্য জেতা রণে কশ্চিদজেতা নৈষ কস্যচিৎ ॥৯
সোঽয়ং মৃত্যুবশং যাতঃ কথং বিক্রমবাবলঃ।
অয়ং মমাশাং সংহত্য শেতে ভূমৌ ধনঞ্জয়ঃ ॥১০
আশ্রিত্য যং বয়ং নাথং দুঃখান্যেতানি সেহিম।
রণে প্রমত্তৌ বীরৌ চ সদা শক্রনিবর্হণৌ ॥১১

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যক্ষকৃত প্রশ্নের উত্তর দান এবং তাঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ কর্ত্তৃক চারি ভ্রাতার জীবন দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ প্রলয়-কালে স্বস্থানভ্রষ্ট লোকপালগণের ন্যায় সেখানে পড়িয়া আছে।১

তিনি দেখিলেন এদিক্ ওদিকে ছড়িয়ে পড়া ধনু ও বাণের মধ্যে অর্জ্জুন পড়িয়া আছে। ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকেও মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত দর্শন করত যুধিষ্ঠির দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বাষ্পাকুলনয়নে শোক-সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। মহাবাহু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সকল ভ্রাতৃবৃন্দকে পতিত দেখিয়া চিন্তান্বিত হইলেন এবং বহুক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

হে মহাবাহো বৃকোদর! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, যুদ্ধে গদাদ্বারা সুযোধনের উরু ভঙ্গ করিবে। মহাবাহো! তুমি কৌরবগণের কীর্ত্তি-বর্দ্ধন, তোমার হৃদয় বিশাল। বীর! তুমি নিপতিত হওয়ায় আজ আমার সে আশা ব্যর্থ হইয়া গেল। মনুষ্যের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু তোমাদের সম্বন্ধে সেই দেববাক্য কি করিয়া মিথ্যা হইবে?

হে ধনঞ্জয়! তোমার জন্মের সময় দেবতাগণ জননী কুন্তীদেবীকে বলিয়াছিলেন—"হে কুন্তি! তোমার এই পুত্র সহস্রলোচন ইন্দ্র হইতে কোন অংশে কম হইবে না"। উত্তর পারিযাত্র পর্ব্বতের সকল প্রাণীই তোমার বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছিল—"এই পুত্র শীঘ্রই বিনষ্ট শ্রীকে ফিরাইয়া আনিবে। যুদ্ধে এ সকলকে জয় করিবে। কিন্তু শত্রু-বিনাশকারী বীর ইহাকে কেহই জয় করিতে পারিবে না"।২-৯

কথং রিপুবশং যাতৌ কুন্তীপুত্রৌ মহাবলৌ।
যৌ সর্বাস্ত্রপ্রতিহতৌ ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ ॥১২

অশ্মসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম দুর্হৃদঃ।
যমৌ যমেতৌ দৃষ্ট্বাপি পতিতৌ নাবদীর্য্যতে ॥১৩

শাস্ত্রজ্ঞা দেশকালজ্ঞাস্তপোযুক্তাঃ ক্রিয়ান্বিতাঃ।
অকৃত্বা সদৃশং কর্ম কিং শেধ্বং পুরুষর্ষভাঃ ॥১৪

অবিক্ষতশরীরাশ্চাপ্যপ্রমৃষ্টশরাসনাঃ।
অসংজ্ঞা ভুবি সঙ্গম্য কিং শেধ্বমপরাজিতাঃ ॥১৫

সানুনিবাস্ত্রৈঃ সংসুপ্তান্ দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃন্ মহামতিঃ।
সুখং প্রসুপ্তান্ প্রবিরঃ বিমনাঃ কষ্টাং দশাং গতঃ ॥১৬

এবমেবেমিত্যুক্ত্বা ধর্মাত্মা স নরেশ্বরঃ।
শোকসাগরমধ্যস্থো মধ্যৌ কারণমাকুলঃ ॥১৭

ইতি কর্ত্তব্যতাং চৈব দেশকালবিভাগবিৎ।
নাভিপেদে মহাবাহুশ্চিন্তয়ানো মহামতিঃ ॥১৮

অথ সংস্তভ্য ধর্মাত্মা তদাত্মানং তপোযুতঃ।
এবং বিলপ্য বহুধা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৯

বুদ্ধ্যা বিচিন্তয়ামাস বীরাঃ কেন নিপাতিতাঃ ॥২০

নৈষাং শস্ত্রপ্রহারোঽস্তি পদং নেহাস্তি কস্যচিৎ।
ভূতং মহদিদং মন্যে ভ্রাতরো যেন মে হতাঃ ॥২১

সেই মহাবলী ধনঞ্জয় মৃত্যুর বশীভূত হইয়া আমার সকল আশা নির্ম্মূল করত শয়ন করিয়া আছে; ইহাকে ভরসা করিয়াই আমরা এত দুঃখ-সমূহ সহ্য করিয়াছি।

কুন্তীর যে দুই পুত্র ভীমসেন ও ধনঞ্জয় মহাবলশালী বীর, সকলপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা অপ্রতিহত এবং যুদ্ধে উদ্যত হইয়া যুদ্ধ করত শত্রুগণকে বিনাশ করে, তাহারা আজ কি করিয়া সহসা শত্রুর বশীভূত হইল ?১০-১২

দুষ্ট আমার হৃদয় নিশ্চয়ই প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, নতুবা আজ যমজ ভাইদুইটিকে মৃত দেখিয়াও আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ হইতেছে না ?১৩

পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ, দেশ ও কালবিষয়ে অভিজ্ঞ, তপস্বী ও ক্রিয়াবান্; তোমরা তোমাদের যোগ্য কর্ম না করিয়া (মৃতের ন্যায়) শুইয়া আছ কেন ?১৪

তোমাদের কাহারও শরাসন ভগ্ন হয় নাই এবং তোমাদের শরীরে কোন ক্ষতচিহ্নও নাই; অতএব তোমরা কাহারও দ্বারা পরাজিতও হও নাই; তবে সংজ্ঞাহীন হইয়া কেন ভূতলে শয়ন করিয়া আছ ?১৫

পর্ব্বতের শিখরসদৃশ বিশালাকৃতি ভ্রাতৃগণকে সুখে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মানুষের ন্যায় সংজ্ঞাহীন দর্শন করিয়া মহামতি যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া ভয়ানক কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।১৬

"ইহা কোনও কিছু গূঢ় রহস্যাবৃত ব্যাপার হইবে"—এই বলিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শোক-সাগরে নিমজ্জমান হইয়া ব্যাকুলচিত্তে ভাইদের মৃত্যুর কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৭

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেশ ও কালসম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ মহাবাহু মহামতি যুধিষ্ঠির ইতিকর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াও কোন কারণসম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।১৮

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ও তপস্বী যুধিষ্ঠির নিজ মনকে স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াও শোকাধিক্যবশতঃ তাহা করিতে সক্ষম না হইয়া বহুপ্রকারে বিলাপ করিলেন। অনন্তর মনকে কতকটা স্থির করিয়া বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে লাগিলেন—কে এই মহাবীরগণকে নিপাতিত করিল? ইহাদের কাহারও শরীরে কোথাও অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই।

একাগ্রং চিন্তয়িষ্যামি পীত্বা বেৎস্যামি বা জলম্।
স্যাৎ তু দুর্যোধনেনেদমুপাংশুবিহিতং কৃতম্ ॥২২

গান্ধাররাজরচিতং সততং ছিদ্রবুদ্ধিনা।
যস্য কার্য্যমকার্য্যং বা সমমেব ভবত্যুত ॥২৩

কস্তস্য বিশ্বসেদ্ বীরো দুষ্কৃতেরকৃতাত্মনঃ।
অথবা পুরুষৈর্গূঢ়ৈঃ প্রযোগোঽয়ং দুরাত্মনঃ ॥২৪

ভবেদিতি মহাবুদ্ধির্বহুধা তমচিন্তয়ৎ।
তস্যাসীন্ন বিষেণেদমুদকং দূষিতং যথা ॥২৫

মৃতানামপি চৈতেষাং বিকৃতং নৈব জায়তে।
মুখবর্ণাঃ প্রসন্না যে ভ্রাতৄণামিতি চিন্তয়ৎ ॥২৬

একৈকশশ্চৈষবলানিমান্ পুরুষসত্তমান্।
কোঽন্যঃ প্রতিসমাসেত কালান্তকযমাদৃতে ॥২৭

এতেন ব্যবসায়েন তৎ তোয়ং ব্যবগাঢ়বান্।
গাহমানশ্চ তৎ তোয়মন্তরিক্ষাৎ স শুশ্রুবে ॥২৮

যক্ষ উবাচ।

অহং বকঃ শৈবলমৎস্যভক্ষো
নীতা ময়া প্রেতবশং তবানুজাঃ।
ত্বং পঞ্চমো ভবিতা রাজপুত্র
ন চেৎ প্রশ্নান্ পৃচ্ছতো ব্যাকরোষি ॥২৯

মা তাত সাহসং কার্ষীরিদং পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৩০

সুতরাং যে প্রাণী আমার ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়াছে, সে কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জীব (বা ঈশ্বর) হইবে।১৯-২১

একাগ্রভাবে চিন্তা করিয়া ইহার কারণ অনুধাবন করিব অথবা জলপান করত সুস্থির হইয়া চিন্তা করিব। কিংবা এমনও তো হইতে পারে, ইহার মূলে দুর্যোধনের কোন গূঢ় ষড়যন্ত্র আছে।২২

অথবা সতত কুটিলবুদ্ধি গান্ধাররাজ শকুনির কোন ব্যাপার হইতে পারে, কারণ, শকুনির পক্ষে কার্য্য বা অকার্য্য সবই সমান। অজিতাত্মা ঐ দুষ্ট শকুনিকে কে বিশ্বাস করিতে পারে? সেই দুরাত্মা হয়ত কতকগুলি গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে পারে।২৩-২৪

এইরূপ বহুপ্রকার চিন্তা করিয়া পরম বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির প্রথমে জল পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহা বিষদূষিত দেখিলেন না।২৫

তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, মৃত ভাইগণের শরীরে কোনরূপ বিকার নাই; তাহাদের সকলেরই মুখবর্ণ অবিকৃত এবং প্রসন্ন—সুতরাং চিন্তা করিতে লাগিলেন।২৬

তিনি ভাবিলেন—আমার এই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভাইগণের প্রত্যেকের শরীরে অপার বল আছে, সুতরাং ইহাদের বধ করা কালান্তক যম ভিন্ন অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।২৭

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যুধিষ্ঠির সেই জলপান করিবার জন্য জলে নামিবার ইচ্ছা করিলেন এবং জলে নামিতেই অন্তরিক্ষ হইতে বাণী শুনিতে পাইলেন।২৮

যক্ষ বলিলেন,—আমি শৈবাল ও মৎস্যভোজী বক, আমি তোমার অনুজ ভ্রাতৃবৃন্দকে বিনাশ করিয়াছি। হে রাজপুত্র! তুমিও মৃত্যুর বশীভূত পঞ্চম পুরুষ হইবে, যদি তুমি আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির উত্তর না দাও।২৯

বৎস! এই সরোবর পূর্ব্ব হইতে আমার অধিকারে আছে, আমাকে অবজ্ঞা করিবার সাহস করিও না। কুন্তীনন্দন! আমার প্রশ্নগুলির আগে উত্তর দাও, পরে জল পান করত এ জল লইয়া যাও।৩০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রুদ্রাণাং বা বসূনাং বা মরুতাং বা প্রধানভাক্।
পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো নৈতচ্ছকুনিনা কৃতম্ ॥৩১
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ বিন্ধ্যো মলয় এব চ।
চত্বারঃ পর্ব্বতাঃ কেন পাতিতা ভূরিতেজসঃ ॥৩২
অতীব তে মহৎ কর্ম্ম কৃতঞ্চ বলিনাং বর।
যান্ ন দেবা ন গন্ধর্ব্বা নাসুরাশ্চ ন রাক্ষসাঃ ॥৩৩
বিষহেরন্ মহাযুদ্ধে কৃতং তে তন্মহাদ্ভুতম্।
ন তে জানামি যৎ কার্য্যং নাভিজানামি
কাঙ্ক্ষিতম্ ॥৩৪
কৌতূহলং মহজ্জাতং সাধ্বসং চাগতং মম।
যেনাস্মি বিব্রহৃদয়ঃ সমুৎপন্নশিরোধরঃ ॥৩৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দেব! আপনি কে? আপনি রুদ্রগণ বসুগণ অথবা মরুদ্গণের মধ্যে কোন প্রধান পুরুষ? আমি আপনার পরিচয় জানিতে চাই; কেননা, আমার ভাইদের বধ করা কোন পাখীর কাজ নয়।৩১

কোন মহাতেজস্বী ব্যক্তি আজ হিমালয়, পারিযাত্র, বিন্ধ্য ও মলয় এই চারিটি পর্ব্বতকে নিপাতিত করিয়াছে?৩২

বলবান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। আপনি অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন। মহাসমরমধ্যে যে বীরগণকে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও অসুরগণও সহ্য করিতে পারে নাই, আপনি তাহাদিগকে পাতিত করিয়া অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। আমি আপনার কার্য্য ও উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।৩৩-৩৪

আপনার পরিচয় জানিবার জন্য যেমন আমার কৌতূহল হইতেছে, তেমনই ভয়ও হইতেছে, যেজন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শিরঃপীড়া

পৃচ্ছামি ভগবংস্তস্মাৎ কো ভবানিহ তিষ্ঠতি।

যক্ষ উবাচ।

যক্ষোঽহমস্মি ভদ্রং তে নাস্মি পক্ষী জলেচরঃ ॥৩৬
ময়ৈতে নিহতাঃ সর্ব্বে ভ্রাতরস্তে মহৌজসঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তাননিবাং শ্রুত্বা বাচং স পরুষাক্ষরাম্ ॥৩৭
যক্ষস্য ক্রুবতো রাজন্ পক্রম্য তরা স্থিতঃ।
বিরূপাক্ষং মহাকায়ং যক্ষং তালসমুচ্ছ্রয়ম্ ॥৩৮
জ্বলনার্কপ্রতীকাশমধৃষ্যং পর্ব্বতোপমম্।
বৃক্ষমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তং দদর্শ ভরতর্ষভঃ ॥৩৯
মেঘগম্ভীরনাদেন তর্জয়ন্তং মহাস্বনম্।

যক্ষ উবাচ।

ইমে তে ভ্রাতরো রাজন্ বার্য্যমাণা ময়াসকৃৎ ॥৪০

অনুভব করিতেছি।৩৫

হে ভগবন্! আমি জানিতে চাই, "কে আপনি এখানে যক্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন?"

যক্ষ বলিলেন,—আমি যক্ষ। তোমার কল্যাণ হউক। আমি জলচর পক্ষী নহি। আমি তোমার মহাবীর্য্যশালী ভ্রাতৃবৃন্দকে নিহত করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়। তখন সেই অমঙ্গলময়ী কর্কশ অক্ষরসমন্বিতা যক্ষের এই কথা শুনিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেখিলেন বিশালশরীর, বিকৃত নয়ন, দুর্দ্ধর্ষ, তালবৃক্ষের ন্যায় লম্বা, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট ও পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ এক যক্ষ একটি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং উচ্চশব্দকারী এই যক্ষ মেঘতুল্য গম্ভীর নিনাদে তর্জ্জন করিতেছে।

যক্ষ বলিলেন,—রাজন্! তোমার এই ভাইগণকে আমি বারবার নিবারণ করিলেও

বলাৎ তোয়ং জিহীর্ষন্তস্ততো বৈ মৃদিতা ময়া।
ন পেয়মুদকং রাজন্ প্রাণানিহ পরীপ্সতা ॥৪১

পার্থ মা সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৪২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন চাহং কাময়ে যক্ষ তব পূর্বপরিগ্রহম্।
কামং নৈতং প্রশংসন্তি সন্তো হি পুরুষাঃ সদা ॥৪৩

যদাত্মনা স্বমাত্মানং প্রশংসে পুরুষর্ষভ।
যথাপ্রজ্ঞং তু তে প্রশ্নান্ প্রতিবক্ষ্যামি পৃচ্ছ মাম্ ॥৪৪

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাদিত্যমুন্নয়তি কে চ তস্যাভিতশ্চরাঃ।
কশ্চৈনমস্তং নয়তি তস্মিংশ্চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রহ্মাদিত্যমুন্নয়তি দেবাস্তস্যাভিতশ্চরাঃ।
ধর্মশ্চাস্তং নয়তি চ সত্যে চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪৬

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিচ্ছ্রোত্রিয়ো ভবতি কেনস্বিদ্ বিন্দতে মহৎ।
কেনস্বিদ্ দ্বিতীয়বান্ ভবতি রাজন্ কেন চ
বুদ্ধিমান্ ॥৪৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
ধৃত্যা দ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধসেবয়া ॥৪৮

যক্ষ উবাচ।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কশ্চ ধর্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ নিমেষামনতাদিব ॥৪৯

আমার কথা না মানিয়া জল পান করাতেই আমি ইহাদিগকে নিহত করিয়াছি। রাজন্ যুধিষ্ঠির! তুমিও যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়া জল পান করিও না ।৪০-৪১

পার্থ! এই সরোবর পূর্ব হইতেই আমার অধিকারে আছে, সুতরাং জলপান করিতে সাহস করিও না। কুন্তীনন্দন! আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া পরে জল পান কর এবং জল লইয়া যাও ।৪২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে যক্ষ! আমি তোমার অধিকারে স্থিত বস্তু গ্রহণ করিতে চাহি না; কারণ, এরূপ কার্যকে নিশ্চয়ই কোন সৎপুরুষ সদা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করেন না ।৪৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আবার নিজেকে নিজের প্রশংসা করাও সৎপুরুষের কাজ নয়। আমার বুদ্ধি অনুসারে আমি তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। তুমি আমাকে প্রশ্ন কর ।৪৪

যক্ষ বলিলেন,—কে এই সূর্যকে উদিত করে? সূর্যের চারিদিকে কাহারা বিচরণ করে? কে ইঁহাকে অস্ত গমন করায় এবং কাহাকে আশ্রয় করিয়া ইনি প্রতিষ্ঠিত আছেন ?৪৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মই আদিত্যকে উদিত করান, দেবগণই ইঁহার পার্শ্বচর, ধর্মই ইঁহাকে অস্তগমন করান এবং সত্যেই ইনি প্রতিষ্ঠিত ।৪৬

যক্ষ বলিলেন,—রাজন্! মানুষ শ্রোত্রিয় হয় কি প্রকারে? কিসের দ্বারা মহৎ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়? কিসের দ্বারা দ্বিতীয়বান্ হওয়া যায়? কিসে বুদ্ধিমান্ হওয়া যায় ?৪৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শ্রুত অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের দ্বারাই মানুষ শ্রোত্রিয় হয়। তপস্যার দ্বারাই মহৎ পদ লাভ হয়। ধৈর্যদ্বারা মানুষ দ্বিতীয়বান্ (সহায়যুক্ত) হয় এবং বৃদ্ধের (জ্ঞানী ব্যক্তির) সেবার দ্বারাই মানুষ বুদ্ধিমান্ হয় ।৪৮

যক্ষ বলিলেন,—ব্রাহ্মণের দেবত্ব কি? সৎপুরুষগণের ধর্মসদৃশ কোন্ ধর্ম ব্রাহ্মণে আছে? মানুষ ভাব কি? নিমেষাদি মরণতুল্য কেন?

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং তপ এষাং সতামিব।
মরণং মানুষো ভাবঃ পরিবাদোঽসতামিব ॥৫০

যক্ষ উবাচ।

কিং ক্ষত্রিয়াণাং দেবত্বং কশ্চ ধর্মঃ সতামিব।
তয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৫১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইষবস্ত্রমেষাং দেবত্বং যজ্ঞ এষাং সতামিব।
ভয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ পরিত্যাগোঽসতামিব ॥৫২

যক্ষ উবাচ।

কিমেকং যজ্ঞিয়ং সাম কিমেকং যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
কা চৈষাং বৃণুতে রক্ষং কাং যজ্ঞো নাতিবর্ততে ॥৫৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম মনো বৈ যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
একেকা বৃণুতে রক্ষং তাং যজ্ঞো নাতিবর্ততে ॥৫৪

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদাবপতাং শ্রেষ্ঠং কিংস্বিদ্বিষবপতাং বরম্।
কিংস্বিৎ প্রতিষ্ঠমানানাং কিংস্বিৎ
প্রসবতাং বরম্ ॥৫৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ষমাবপতাং শ্রেষ্ঠং বীজং নিবপতাং বরম্।
গাবঃ প্রতিষ্ঠমানানাং পুত্রঃ প্রসবতাং বরঃ ॥৫৬

যক্ষ উবাচ।

ইন্দ্রিয়ার্থমনুভবন্ বুদ্ধিমাঁল্লোকপূজিতঃ।
সম্মতঃ সর্বভূতানামুচ্ছ্বসন্ কো ন জীবতি ॥৫৭

তাঁহার মনুষ্যভাবই বা কি? এবং অসৎপুরুষসদৃশ কি আচরণই বা তাঁহার মধ্যে আছে ॥৪৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—স্বাধ্যায়ই ব্রাহ্মণের দেবত্ব, তপস্যাই ইঁহার সৎপুরুষোচিত গুণ, মরণই ইঁহার মনুষ্যোচিত ভাব এবং অন্যের নিন্দা করাই ইঁহার অসৎপুরুষোচিত আচরণ ॥৫০

যক্ষ বলিলেন,—ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কি? সৎপুরুষগণের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্ম কি? ক্ষত্রিয়ের মধ্যে মনুষ্যোচিত ভাব কি? এবং ইঁহাদের অসৎপুরুষোচিত ভাব কি ॥৫১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধনুর্ব্বাণই ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব, যজ্ঞই তাঁহার সৎপুরুষোচিত ধর্ম্ম, ভয়ই তাঁহার মানুষোচিত ভাব এবং শরণাগতকে পরিত্যাগ করাই ইঁহার অসৎপুরুষোচিত কার্য্য ॥৫২

যক্ষ বলিলেন,—কোন্ একটি বস্তু যাজ্ঞিয় সাম? কোন্ একটি বস্তু যজ্ঞিয় যজুঃ? কোন্ এক বস্তু যজ্ঞকে বরণ করে? এবং কোন্ এক বস্তুকে যজ্ঞ অতিক্রম করে না?

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—প্রাণই যজ্ঞিয় সাম, মনই যজ্ঞিয় যজুঃ, একমাত্র ঋক্‌মন্ত্রই যজ্ঞকে বরণ করে এবং উহাকেই যজ্ঞ কখনও অতিক্রম করে না ॥৫৪

যক্ষ বলিলেন,—ক্ষেত্র-চাষকারীর নিকট কোন্ বস্তু প্রধান? রোপণকারীর নিকট কোন্ বস্তু প্রধান? প্রতিষ্ঠিত ধনিগণের নিকট কোন্ বস্তু শ্রেষ্ঠ এবং সন্তান-উৎপাদনকারীর নিকট কোন্ বস্তু প্রধান ॥৫৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—চাষীর নিকট বর্ষণ শ্রেষ্ঠ, রোপণকারীর নিকট বীজ শ্রেষ্ঠ; প্রতিষ্ঠিত ধনীর নিকট গো-সম্পদ্ (গো-পালন, পোষণ ও সংগ্রহ) শ্রেষ্ঠ এবং সন্তানেচ্ছুর নিকট পুত্রই প্রধান ॥৫৬

যক্ষ বলিলেন,—এমন কোন্ পুরুষ আছে, যে বুদ্ধিমান্, লোকপূজিত, সর্ব্বপ্রাণীর দ্বারা সম্মানিত, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের ভোগে রত এবং শ্বাস-প্রশ্বাসগ্রহণকারী হইয়াও বস্তুতঃপক্ষে জীবিত নহে ॥৫৭

যুধিষ্ঠির উবাচ

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ ন স জীবতি ॥৫৮

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদ্ গুরুতরং ভূমেঃ কিংস্বিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ।
কিংস্বিচ্ছীঘ্রতরং বায়োঃ কিংস্বিদ্ বহুতরং তৃণাৎ ॥৫৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥৬০

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিংস্বিজ্জাতং ন চোপতি।
কস্যস্বিদ্ হৃদয়ং নাস্তি কিংস্বিদ্ বেগেন বর্দ্ধতে ॥৬১

যুধিষ্ঠির উবাচ

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যজাতং জাতং ন চোপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে ॥৬২

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিৎ প্রবসতো মিত্রং কিংস্বিন্মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য চ কিং মিত্রং কিংস্বিন্মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥৬৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্ মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥৬৪

যক্ষ উবাচ।

কোঽতিথিঃ সর্বভূতানাং কিংস্বিদ্ ধর্মং সনাতনম্।
অমৃতং কিংস্বিদ্ রাজেন্দ্র কিংস্বিৎ সর্বমিদং জগৎ ॥৬৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতিথিঃ সর্বভূতানামগ্নিঃ সোমো গবামৃতম্।
সনাতনোঽমৃতো ধর্ম্মো বায়ুঃ সর্বমিদং জগৎ ॥৬৬

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদেকো বিচরতে জাতঃ কো জায়তে পুনঃ।
কিংস্বিদ্ধিমস্য ভৈষজ্যং কিংস্বিদাবপনং মহৎ ॥৬৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃপুরুষগণ এবং আত্মা—এই পাঁচজনের দানাদি দ্বারা পোষণ করে না, সে জীবিত হইয়াও মৃত ॥৫৮

যক্ষ বলিলেন,—পৃথিবী হইতে অধিক ভার কি? আকাশ হইতে উচ্চতর কি? বায়ুর চেয়েও শীঘ্রগামী কে? কোন্ বস্তু তৃণের চেয়ে সংখ্যায় অধিক ॥৫৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মাতা পৃথিবীর চেয়েও গুরুতরা (ভারবত্তরা ও পূজনীয়া)। আকাশ হইতেও পিতা উচ্চতর। মন বায়ু হইতেও শীঘ্রগামী এবং চিন্তা তৃণ হইতেও সংখ্যায় অধিক ॥৬০

যক্ষ বলিলেন,—কোন বস্তু নিদ্রিত অবস্থাতেও চোখ বুজে না? কোন বস্তু জন্মিয়াও চেষ্টা করে না? কাহার হৃদয় নাই? কোন বস্তু বেগে বর্দ্ধিত হয় ॥৬১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মাছ ঘুমাইয়াও চোখ বুজে না, অণ্ড জন্মিয়াও নড়ে না, পাথরের হৃদয় নাই, নদী বেগে বর্দ্ধিত হয় ॥৬২

যক্ষ বলিলেন,—প্রবাসে মিত্র কে? গৃহে মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে? মুমূর্ষুর মিত্র কে ॥৬৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সহযাত্রিগণই মানুষের প্রবাসে মিত্র, স্ত্রীই গৃহস্থের মিত্র; আতুরের (রোগীর) মিত্র বৈদ্য এবং মুমূর্ষুর মিত্র দান ॥৬৪

যক্ষ বলিলেন,—সকল প্রাণীর অতিথি কে? সনাতন ধর্ম্ম কি? হে রাজেন্দ্র! অমৃত কি বস্তু? এই সমস্ত জগতের স্বরূপ কি ॥৬৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অগ্নিই সর্ব্ব প্রাণীর অতিথি। অবিনাশী নিত্য ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম,

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সূর্য্য একো বিচরতে চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নির্হিমস্য ভৈষজ্যং ভূমিরাবপনং মহৎ ॥৬৮

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদেকপদং ধর্ম্যং কিংস্বিদেকপদং যশঃ।
কিংস্বিদেকপদং স্বর্গ্যং কিংস্বিদেকপদং সুখম্ ॥৬৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্যং দানমেকপদং যশঃ।
সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং সুখম্ ॥৭০

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদাত্মা মনুষ্যস্য কিংস্বিদ্ দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনং কিংস্বিদস্য কিংস্বিদস্য পরায়ণম্ ॥৭১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্য্যা দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনঞ্চ পর্জন্যো দানমস্য পরায়ণম্ ॥৭২

যক্ষ উবাচ।

দ্রব্যাণামুত্তমং কিংস্বিদ্ ধনানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্।
লাভানামুত্তমং কিং স্যাৎ সুখানাং স্যাৎ
কিমুত্তমম্ ॥৭৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দ্রব্যাণামুত্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুত্তমং শ্রুতম্।
লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যং সুখানাং তুষ্টিরুত্তমা ॥৭৪

যক্ষ উবাচ।

কশ্চ ধর্মঃ পরো লোকে কশ্চ ধর্মঃ সদাফলঃ।
কিং নিয়ম্য ন শোচন্তি কৈশ্চ সন্ধির্ন জীর্য্যতে ॥৭৫

গোরুর দুধই অমৃত এবং বায়ুই সমস্ত জগতের স্বরূপ ।৬৬

যক্ষ বলিলেন—কে একাকী বিচরণ করে? জাত হইয়াও পুনরায় জন্মে কে? হিমের (শীতের) ঔষধ কি? মহাক্ষেত্র কি ?৬৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সূর্য্যই একা বিচরণ করেন। অগ্নিই হিমের ঔষধ। চন্দ্রই পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পৃথিবীই মহাক্ষেত্র ।৬৮

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধর্ম্মের মুখ্য স্থান কি? যশের মুখ্য স্থান কি? স্বর্গের মুখ্য স্থান কি? এবং সুখের মুখ্য স্থান কি ?৬৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দক্ষতাই ধর্ম্মের মুখ্যস্থান, দানই যশের মুখ্যস্থান, সত্যই স্বর্গের মুখ্যস্থান এবং চরিত্রই সুখের মুখ্যস্থান ।৭০

যক্ষ বলিলেন,—মনুষ্যের আত্মা কে, দৈবকৃত সখা কে, জীবনের সহায় কি এবং পরম অবলম্বন কি ?৭১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পুত্রই মনুষ্যের আত্মা, ভার্য্যাই দৈবকৃত সখী, মেঘই তাহার জীবনের সহায় এবং দানই তাহার পরম অবলম্বন ।৭২

যক্ষ বলিলেন,—দ্রব্য পুরুষগণের গুণের মধ্যে কোন গুণ উত্তম? ধন সকলের মধ্যে উত্তম ধন কি? লাভসমূহের মধ্যে উত্তম লাভ কি? সকল সুখের মধ্যে উত্তম সুখ কি ?৭৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দক্ষতাই দ্রব্যবস্তুগণের মধ্যে উত্তম। সকল ধনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানই উত্তম ধন। সর্ব্ববিধ লাভের মধ্যে আরোগ্যই উত্তম লাভ এবং যাবতীয় সুখের মধ্যে তুষ্টিই (সন্তোষই) উত্তম সুখ ।৭৪

যক্ষ বলিলেন,—লোকে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলদায়ী? কাহাকে সংযত করিলে অনুশোচনা করিতে হয় না? কাহার দ্বারা

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মস্ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ।
মনো যস্য ন শোচন্তি সন্ধিঃ সদ্ভির্ন জীর্য্যতে ॥৭৬

যক্ষ উবাচ।

কিং নু হিত্বা প্রিয়ো ভবতি
কিং নু হিত্বা ন শোচতি।
কিং নু হিত্বার্থবান্ ভবতি
কিং নু হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥৭৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি
ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি
লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥৭৮

যক্ষ উবাচ।

কিমর্থং ব্রাহ্মণে দানং কিমর্থং নটনর্ত্তকে।
কিমর্থং চৈব ভৃত্যেষু কিমর্থং চৈব রাজসু ॥৭৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম্মার্থং ব্রাহ্মণে দানং যশোঽর্থং নটনর্ত্তকে।
ভৃত্যেষু ভরণার্থং বৈ ভয়ার্থং চৈব রাজসু ॥৮০

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিদাবৃতো লোকঃ কেনস্বিন্ন প্রকাশতে।
কেন ত্যজন্তি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছন্তি ॥৮১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকস্তমসা ন প্রকাশতে।
লোভাৎ ত্যজন্তি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন
গচ্ছন্তি ॥৮২

যক্ষ উবাচ।

মৃতঃ কথং স্যাৎ পুরুষঃ কথং রাষ্ট্রং মৃতং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধং মৃতং কথং বা স্যাৎ কথং যজ্ঞো
মৃতো ভবেৎ ॥৮৩

সন্ধি কখনও ভঙ্গ হয় না ।৭৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অনৃশংসতাই (দয়াই) পরম ধর্ম্ম। ত্রয়ীধর্ম্মই (বেদোক্ত যাগযজ্ঞই) সদা ফলদায়ী এবং সজ্জনের সহিত কৃত সন্ধি কখন ভঙ্গ হয় না ।৭৬

যক্ষ বলিলেন,—কাহাকে বর্জন করিয়া মানুষ প্রিয় হয়? মানুষ কাহাকে বর্জন করিয়া শোক করে না? কাহাকে বর্জন করিয়া অর্থবান্ হয়? এবং কাহাকে ত্যাগ করিয়া সুখী হয় ।৭৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মানুষ মান পরিত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া কখনও শোক করে না, কামকে ত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হয় এবং লোভকে ত্যাগ করিয়া সুখী হয় ।৭৮

যক্ষ বলিলেন,—কিসের জন্য ব্রাহ্মণকে, কিসের জন্য নট ও নর্ত্তককে, কিসের জন্য ভৃত্যকে এবং কিসের জন্য রাজাকে দান করা হয় ।৭৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণকে, যশের জন্য নট ও নর্ত্তককে, ভরণের জন্য ভৃত্যকে এবং ভয়ের জন্য রাজাকে দান করা হয় ।৮০

যক্ষ বলিলেন,—কিসের দ্বারা লোক আবৃত আছে? কাহার দ্বারা উহা প্রকাশিত হয় না? কাহার জন্য মানুষ মিত্রকে ত্যাগ করে, এবং কিসের জন্য মানুষ স্বর্গে যায় না ।৮১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অজ্ঞানের দ্বারা জগৎ আবৃত। তমোগুণের দ্বারা এক জীব অপর জীবের নিকট প্রকাশিত হয় না। লোভবশতঃ মানুষ মিত্রকে ত্যাগ করে এবং আসক্তির জন্যই মানুষ স্বর্গে যায় না ।৮২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্বদক্ষিণঃ ॥৮৪

যক্ষ উবাচ।

কা দিক্ কিমুদকং প্রোক্তং কিমন্নং কিঞ্চ
বৈ বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য কালমাখ্যাহি ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৮৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সন্তো দিগ্ জলমাকাশং গৌরন্নং প্রার্থনা বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য ব্রাহ্মণঃ কালঃ কথং বা যক্ষ মন্যসে ॥৮৬

যক্ষ উবাচ।

তপঃ কিংলক্ষণং প্রোক্তং কো দমশ্চ প্রকীর্তিতঃ।
ক্ষমা চ কা পরা প্রোক্তা কা চ হ্রীঃ
পরিকীর্তিতা ॥৮৭

যক্ষ বলিলেন,—কিরূপ মানুষকে মৃত (জীবন্মৃত) বলা হয়, কিরূপ রাষ্ট্রকে মৃত (বিনষ্ট) বলা হয়, কিরূপ শ্রাদ্ধকে মৃত (পণ্ড) বলা হয় এবং কিরূপ যজ্ঞকে মৃত (নষ্ট) বলা হয়?৮৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দরিদ্র মানুষকেই মৃত, অরাজক রাজ্যকেই বিনষ্ট, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বিনা কৃত শ্রাদ্ধকেই বৃথা এবং দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞকেই নষ্ট বলা হয়।৮৪

যক্ষ বলিলেন,—কাহাকে দিক্, কাহাকে উদক্, কাহাকে অন্ন, কাহাকে বিষ বলে এবং শ্রাদ্ধের কাল কি? এই কথার উত্তর দিয়া জল পান কর এবং উহা লইয়া যাও।৮৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সৎপুরুষগণই দিক্, আকাশই জল, যাচ্ঞাই বিষ, ব্রাহ্মণই হইল শ্রাদ্ধের কাল। হে যক্ষ! এ বিষয়ে আপনি যা কি মনে করেন?৮৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তপঃ স্বধর্মবর্তিত্বং মনসো দমনং দমঃ।
ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্য্যনিবর্তনম্ ॥৮৮

যক্ষ উবাচ।

কিং জ্ঞানং প্রোচ্যতে রাজন্ কঃ শমশ্চ প্রকীর্তিতঃ।
দয়া চ কা পরা প্রোক্তা কিং চার্জবমুদাহৃতম্ ॥৮৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্বসুখৈষিত্বমার্জবং সমচিত্ততা ॥৯০

যক্ষ উবাচ।

কঃ শত্রুর্দুর্জয়ঃ পুংসাং কশ্চ ব্যাধিরনন্তকঃ।
কীদৃশশ্চ স্মৃতঃ সাধুরসাধুঃ কীদৃশঃ স্মৃতঃ ॥৯১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রোধঃ সুদুর্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দয়ঃ স্মৃতঃ ॥৯২

যক্ষ বলিলেন,—তপস্যার লক্ষণ কি? দম কাহাকে বলে? পরা ক্ষান্তি এবং লজ্জাই বা কাহাকে বলে?৮৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—স্বধর্মনিষ্ঠাই তপস্যা, মনের দমনই দম, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নামই লজ্জা।৮৮

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্! জ্ঞান কাহাকে বলে? কাহাকে শম, পরম দয়া এবং সরলতা বলিয়া কথিত হয়?৮৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পরমার্থ-তত্ত্বের যথার্থ বোধই (অপরোক্ষ জ্ঞানই) জ্ঞান, চিত্তের শান্তিই শম, সকলের সুখ ইচ্ছাকরাই পরম দয়া এবং সমচিত্ততাই সরলতা।৯০

যক্ষ বলিলেন,—মনুষ্যের কোন্ শত্রু দুর্জয়?

যক্ষ উবাচ।

কো মোহঃ প্রোচ্যতে রাজন্ কশ্চ মানঃ প্রকীর্তিতঃ।
কিমালস্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং কশ্চ শোকঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৯৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মোহো হি ধর্মমূঢ়ত্বং মানস্ত্বাত্মাভিমানিতা।
ধর্মনিষ্ক্রিয়তালস্যং শোকস্ত্বজ্ঞানমুচ্যতে ॥৯৪

যক্ষ উবাচ।

কিং ধৈর্য্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং কিঞ্চ ধৈর্য্যমুদাহৃতম্।
স্নানঞ্চ কিং পরং প্রোক্তং দানঞ্চ
কিমিহোচ্যতে ॥৯৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বধর্মে স্থিরতা ধৈর্য্যং ধৈর্য্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্নানং মনোমলত্যাগো দানং বৈ ভূতরক্ষণম্ ॥৯৬

কোন্ ব্যাধি অনন্ত? কোন্ ব্যক্তি সাধু এবং অসাধু বা কাহাকে বলে? ৯১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মানুষের ক্রোধই হইল সুদুর্জয় শত্রু। লোভ হইল মানুষের অনন্ত ব্যাধি। সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী ব্যক্তিই সাধু এবং নির্দ্দয় পুরুষই অসাধু ।৯২

যক্ষ বলিলেন,—রাজন্। মোহ, মান, আলস্য, এবং শোক কাহাকে বলে? ৯৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মে মূঢ়তাই মোহ। আত্মাভিমানই মান। ধর্ম্মে নিষ্ক্রিয়তাই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক ।৯৪

যক্ষ বলিলেন,—ঋষিগণ ধৈর্য্য, ধৈর্য্য, পরম স্নান এবং পরম দান কাহাকে বলিয়াছেন? ৯৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—স্বধর্ম্মে স্থিরতাই ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহই ধৈর্য্য, মনের কালুষ্যনাশই পরম স্নান এবং প্রাণিগণের রক্ষণই পরম দান ।৯৬

যক্ষ উবাচ।

কঃ পণ্ডিতঃ পুমান্ জ্ঞেয়ো নাস্তিকঃ কশ্চ উচ্যতে
কো মূর্খঃ কশ্চ কামঃ স্যাৎ কো মৎসর
ইতি স্মৃতঃ ॥৯৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্মজ্ঞঃ পণ্ডিতো জ্ঞেয়ো নাস্তিকো মূর্খ উচ্যতে।
কামঃ সংসারবৃক্ষস্য হৃত্তাপো মৎসরঃ স্মৃতঃ ॥৯৮

যক্ষ উবাচ।

কোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ কশ্চ দম্ভঃ প্রকীর্তিতঃ।
কিং তদ্ দৈবং পরং প্রোক্তং কিং তৎ
পৈশুন্যমুচ্যতে ॥৯৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মহাজ্ঞানমহঙ্কারো দম্ভো ধর্ম্মে ধ্বজোচ্ছ্রয়ঃ।
দৈবং দানফলং প্রোক্তং পৈশুন্যং পরদূষণম্ ॥১০০

যক্ষ উবাচ।

ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ।
এষাং নিত্যবিরুদ্ধানাং কথমেকত্র সঙ্গমঃ ॥১০১

যক্ষ বলিলেন,—পণ্ডিত, নাস্তিক, মূর্খ, কাম এবং মাৎসর্য্য কাহাকে বলে? ৯৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিই পণ্ডিত, নাস্তিককেই মূর্খ বলা হয়, জন্ম মরণরূপ সংসারের কারণই হইল কাম এবং হৃদয়ের সন্তাপই মাৎসর্য্য ।৯৮

যক্ষ বলিলেন,—অহঙ্কার, দম্ভ, পরম দৈব এবং পৈশুন্য (খলতা) কাহাকে বলে? ৯৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহান্ অজ্ঞানই অহঙ্কার, নিজেকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক মনে করাই দম্ভ, দানের ফলই পরম দৈব এবং অন্যের উপর দোষারোপ করার নামই পৈশুন্য ।১০০

যক্ষ বলিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ইহারা পরস্পর বিরোধী। নিত্যবিরোধী এই তিনটীর একত্র অবস্থান কি করিয়া সম্ভব? ১০১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদা ধর্ম্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ ॥১০২

যক্ষ উবাচ।

অক্ষয়ো নরকঃ কেন প্রাপ্যতে ভরতর্ষভ।
এতন্মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নং তত্ত্বতস্ত্বং বক্তুমর্হসি ॥১০৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণং স্বয়মাহূয় যাচমানমকিঞ্চনম্।
পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ সোঽক্ষয়ং নরকং
ব্রজেৎ ॥১০৪

বেদেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মিথ্যা যো বৈ দ্বিজাতিষু।
দেবেষু পিতৃধর্ম্মেষু সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥১০৫

বিদ্যমানে ধনে লোভাদ্ দানভোগবিবর্জ্জিতঃ।
পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ সোঽক্ষয়ং নরকং
ব্রজেৎ ॥১০৬

যক্ষ উবাচ।

রাজন্ কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং কেন ভবতি প্রব্রূহ্যেতৎ সুনিশ্চিতম্ ॥১০৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শৃণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতম্।
কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ ॥১০৮

বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষ্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অক্ষীণবৃত্তো ন ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতো হতঃ ॥১০৯

পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ ॥১১০

চতুর্ব্বেদোঽপি দুর্ব্বৃত্তঃ স শূদ্রাদতিরিচ্যতে।
যোঽগ্নিহোত্রপরো দান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥১১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পরের অবিরোধী হইয়া মনুষ্যের বশীভূত থাকে, তখন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—পরস্পরবিরোধী এই তিনটীর একত্রাবস্থিতি সম্ভব।১০২

যক্ষ বলিলেন,—কে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর তুমি শীঘ্র দাও।১০৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যাচ ঞাকরী অরিক্ত ব্রাহ্মণকে স্বয়ং ডাকিয়া আনিয়া যে পরে 'নাই' বলিয়া বিদায়াইয়া দেয়, সে-ই অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়।১০৪

যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের প্রতি মিথ্যা-বুদ্ধি রাখে, সেই অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়।১০৫

ধন থাকিতেও লোভবশতঃ যে ব্যক্তি ধনের দান ও ভোগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণাদি দানযোগ্য পাত্রে এবং স্ত্রী-পুত্রাদিকে 'নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, সে-ই অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়।১০৬

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্! কুল, সদাচার, স্বাধ্যায় এবং শাস্ত্র-শ্রবণ—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা উত্তম ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, তাহা বল।১০৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে তাত যক্ষ! কুল, স্বাধ্যায় ও শাস্ত্র-শ্রবণ—ইহাদের মধ্যে কোনটিই উত্তম ব্রাহ্মণত্বের প্রতি কারণ হয় না; ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মসমূহের আচরণেই উত্তম ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়—ইহাতে সংশয় নাই।১০৮

সেইজন্য ব্রাহ্মণ বিশেষভাবে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মসমূহ যত্নের সহিত অনুষ্ঠান করিবে। যাহার আচরণ (সদাচার) অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার উত্তম ব্রাহ্মণত্বও অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু যাহার আচরণ ক্ষুণ্ণ হয়, তাহার উত্তম ব্রাহ্মণত্বও ক্ষুণ্ণ হয়।১০৯

যক্ষ উবাচ।

প্রিয়বচনবাদী কিং লভতে
বিমৃশিতকার্য্যকরঃ কিং লভতে।
বহুমিত্রকরঃ কিং লভতে
ধর্মরতঃ কিং লভতে কথয় ॥১১২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রিয়বচনবাদী প্রিয়ো ভবতি
বিমৃশিতকার্য্যকরোঽধিকং জয়তি।
বহুমিত্রকরঃ সুখং বসতে
যশ্চ ধর্মরতঃ স গতিং লভতে ॥১১৩

যক্ষ উবাচ।

কো মোদতে কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কা চ বার্ত্তিকা।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥১১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি যো গৃহে।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥১১৫
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্।
শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥১১৬
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নৈকা ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥১১৭
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
মাসর্তুদর্বীপরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা ॥১১৮

অধ্যয়নশীল, অধ্যাপনাপরায়ণ এবং শাস্ত্রীয় বিচারে পারদর্শী—ইহারা যদি যাজনী হয় অর্থাৎ কেবল আসক্তিবশতঃই অধ্যয়নাদি করে, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে মূর্খই বলিতে হইবে; যে ক্রিয়াবান্, তাহাকেই পণ্ডিত বলা যাইবে।১১০

চারিবেদে পারদর্শী হইয়াও যদি দুরাচারী হয়, তাহা হইলে সে শূদ্রেরও অধম; কিন্তু যেমন বিদ্বান্ না হইয়াও যিনি অগ্নিহোত্রাদি-পরায়ণ ও দমগুণসম্পন্ন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলে।১১১

যক্ষ বলিলেন,—বল, মধুরভাষী কি লাভ করে? বিচারপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানকারী কি প্রাপ্ত হয়? বহুমিত্রকারী এবং ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি কিরূপ ফল লাভ করে?১১২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মধুরভাষী সকলের প্রিয় হয়, বিবিধ পরামর্শ করিয়া কর্ম্মকারী অধিক সাফল্য লাভ করে, বহুমিত্রকারী সুখী হয় এবং ধর্ম্মনিরত পুরুষ সদ্গতি লাভ করে।১১৩

যক্ষ বলিলেন,—কে সুখী? আশ্চর্য্য কি? পথ কি? এবং বার্ত্তা কি?—এই চারি প্রশ্নের উত্তর দিয়া তবে জল পান কর।১১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে জলচর যক্ষ! যে ব্যক্তি পঞ্চম বা ষষ্ঠদিনে নিজের গৃহে বসিয়া শাকান্নও পাক করিয়া খায়; অথচ সে ঋণী ও প্রবাসী নয়, সে-ই সুখী।১১৫

প্রতিদিনই মানুষ যমালয়ে যাইতেছে, ইহা দেখিয়াও যে অবশিষ্ট লোক চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়, ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে?১১৬

শাস্ত্রসম্পর্কশূন্য তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা নাই, শ্রুতি-সমূহ পরস্পরবিরোধী বচনে পূর্ণ, এমন একজনও ঋষি (বেদব্যাখ্যাতা) নাই যাঁহার মত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়,—সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ়,

যক্ষ উবাচ।

ব্যাখ্যাতা মে ত্বয়া প্রশ্না যথাতথ্যং পরন্তপ।
পুরুষং বিদানীং ব্যাখ্যাহি যশ্চ সর্ব্বধনী নরঃ ॥১১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে ॥১২০

তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সুখদুঃখে তথৈব চ।
অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্ব্বধনী নরঃ ॥১২১

(ভূত-ভব্য-ভবিষ্যেষু নিঃস্পৃহঃ শান্তমানসঃ।
সুপ্রসন্নঃ সদা যোগী স বৈ সর্ব্বধনীশ্বরঃ।)

যক্ষ উবাচ।

ব্যাখ্যাতঃ পুরুষো রাজন্ যশ্চ সর্ব্বধনী নরঃ।
তস্মাৎ ত্বমেকং ভ্রাতৃণাং যমিচ্ছসি স জীবতু ॥১২২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্যামো য এষ রক্তাক্ষো বৃহচ্ছাল ইবোত্থিতঃ।
ব্যূঢ়োরস্কো মহাবাহুর্নকুলো যক্ষ জীবতু ॥১২৩

যক্ষ উবাচ।

প্রিয়স্তে ভীমসেনোঽয়মর্জ্জুনো বঃ পরায়ণম্।
স কস্মান্নকুলং রাজন্ সাপত্নং জীবমিচ্ছসি ॥১২৪

যস্য নাগসহস্রেণ দশসংখ্যেন বৈ বলম্।
তুল্যং তং ভীমমুৎসৃজ্য নকুলং জীবমিচ্ছসি ॥১২৫

তথৈনং মনুজাঃ প্রাহুর্ভীমসেনং প্রিয়ং তব।
অথ কেনানুভাবেন সাপত্নং জীবমিচ্ছসি ॥১২৬

অতএব মহাজনগণ যে পথে গিয়াছেন—উহাই পথ।১১৭

এই মহামোহময় সংসার কটাহে (কড়াইয়ে) কাল সূর্য্যরূপ অগ্নিতে মাস ও ঋতুরূপ হাতার দ্বারা দিন ও রাত্রিরূপ ইন্ধনের সাহায্যে সমস্ত প্রাণিগণকে পাক করিতেছেন, ইহাই বার্ত্তা।১১৮

যক্ষ বলিলেন,—তুমি এপর্য্যন্ত আমার সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করিয়াছ, হে পরন্তপ! এখন তুমি পুরুষের ব্যাখ্যা কর এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী কে?১১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে পুরুষের পুণ্যকীর্ত্তির কথা যতদিন স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রচারিত থাকে, ততদিনই সেই পুরুষ পুরুষশব্দবাচ্য।১২০

যাহার নিকট প্রিয় ও অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ এবং অতীত ও অনাগত—এই বস্তুগুলি সমান; সে-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান —সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ, শান্তচিত্ত এবং সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন, এমন যিনি যোগী পুরুষ, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী)।১২১

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি সর্ব্বধনী শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহাতে প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর দিতেছি, তুমি ভাইদের মধ্যে যে-কোন এক ভাইকে চাহিবে, সে-ই বাঁচিয়া উঠিবে।১২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে যক্ষ! ঐ যে আরক্ত-চক্ষু, বৃহৎ শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত ও বিশালবক্ষাঃ নকুলকে দেখা যাইতেছে, সে বাঁচিয়া উঠুক।১২৩

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্! এই ভীমসেন তোমাদের প্রিয় ও তোমাদের সকলের উত্তম আশ্রয়স্বরূপ অর্জ্জুন রহিয়াছে, তাহা হইলে তুমি ইহাদের কাহাকেও না চাহিয়া, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের প্রাণ চাহিলে কেন?১২৪

যাহার শরীরে দশহাজার হাতীর বল, সেই ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া নকুলের প্রাণ চাহিলে কেন?১২৫

যস্য বাহুবলং সর্বে পাণ্ডবাঃ সমুপাশ্রিতে।
অর্জুনং তমপাহায় নকুলং জীবমিচ্ছসি ॥১২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ ধর্মং ন ত্যজামি মা নো ধর্মো হতোঽবধীৎ ॥১২৮

আনৃশংস্যং পরো ধর্মঃ পরমার্থাচ্চ মে মতম্।
আনৃশংস্যং চিকীর্ষামি নকুলো যক্ষ জীবতু ॥১২৯

ধর্মশীলঃ সদা রাজা ইতি মাং মানবা বিদুঃ।
স্বধর্মাচ্চ চলিষ্যামি নকুলো যক্ষ জীবতু ॥১৩০

কুন্তী চৈব তু মাদ্রী চ যে ভার্যে তু পিতুর্মম।
উভে সপুত্রে স্যাতাং বৈ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥১৩১

যথা কুন্তী তথা মাদ্রী বিশেষো নাস্তি মে তয়োঃ।
মাতৃত্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ জীবতু ॥১৩২

যক্ষ উবাচ।

তস্য তেঽর্থাচ্চ কামাচ্চ আনৃশংস্যং পরং মতম্।
তস্মাৎ তে ভ্রাতরঃ সর্বে জীবন্তু ভরতর্ষভ ॥১৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আরণেয়পর্বণি যক্ষপ্রশ্নে ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১৩

সকল মনুষ্যই বলিয়া থাকে যে, ভীমসেনই তোমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়, তবে তুমি কি কারণে বৈমাত্রেয় ভাই নকুলের জীবন চাহিলে ?১২৬

যাহার বাহুবলকে সমস্ত পাণ্ডব আশ্রয় করিয়া বর্তমান আছে, সেই অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি নকুলের জীবন চাহিলে কেন ?১২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম নষ্ট হইলে নষ্ট ধর্ম ধার্মিক ব্যক্তিকেও নাশ করে, ধর্ম যদি রক্ষিত হয়, তবে উহা ধার্মিককেও রক্ষা করে। সুতরাং ধর্ম নষ্ট হইয়া আমাকে বিনষ্ট করুক—ইহা আমি চাহি না; সুতরাং ধর্মকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না।১২৮

আমার ধারণা এই যে, অনৃশংসতাই (দয়া ও সমতা) পরমার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সুতরাং আমি অনৃশংসতাই চাই; এইজন্যই নকুলের প্রাণ চাহিতেছি।১২৯

হে যক্ষ! আমাকে সকল মানব ধর্মশীল বলিয়া জানে, সুতরাং আমি স্বধর্ম হইতে বিচলিত হইব না; এইজন্যই আমি নকুলের জীবন চাহিতেছি।১৩০

কুন্তী ও মাদ্রী উভয়েই আমার পিতার ধর্মপত্নী; সুতরাং তাঁহারা উভয়েরই পুত্রবতী থাকুন—ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।১৩১

হে যক্ষ! যেমন কুন্তী আমার মা, তেমনই মাদ্রীও আমার মা, উভয়ের প্রতি সমান মাতৃবুদ্ধি আমি রক্ষা করিতে চাই, সুতরাং নকুলই জীবিত হউক।১৩২

যক্ষ বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যেহেতু তোমার নিকট অর্থ ও কাম হইতে অনৃশংসতাই (দয়া ও সমতা) শ্রেষ্ঠ, সেইহেতু তোমার সকল ভ্রাতাই জীবিত হউক।১৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত আরণেয়পর্বে যক্ষের প্রশ্নবিষয়ক ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১৩

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নকুলাদীনাং চতুর্ণাং পাণ্ডবানাং জীবনপ্রাপ্তিঃ, যুধিষ্ঠিরস্য বরলাভশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে যক্ষবচনাদুত্তস্থুস্তে পাণ্ডবাঃ।
ক্ষুৎ-পিপাসে চ সর্বেষাং ক্ষণেন ব্যপগচ্ছতাম্ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সরস্তেকেন পাদেন তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্।
পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো ন মে যক্ষো
মতো ভবান্ ॥২

বসূনাং বা ভবানেকো রুদ্রাণামথবা ভবান্।
অথবা মরুতাং শ্রেষ্ঠো বজ্রী বা ত্রিদশেশ্বরঃ ॥৩

নমু হি ভ্রাতর ইমে সহস্রশতযোধিনঃ।
তং যোধং ন প্রপশ্যামি যেন সর্বে নিপাতিতাঃ ॥৪

সুখং প্রতিপ্রবুদ্ধানামিন্দ্রিয়াণ্যুপলক্ষয়ে।
স ভবান্ সুহৃদোঽস্মাকমথবা নঃ পিতা ভবান্ ॥৫

যক্ষ উবাচ।

অহং তে জনকস্তাত ধর্মোঽহমনুপরাক্রম।
ত্বাং দিদৃক্ষুরনুপ্রাপ্তো বিদ্ধি মাং ভরতর্ষভ ॥৬

দমঃ সত্যং ঘৃণা শৌচমার্জবং হ্রীরচাপলম্।
দানং তপো ব্রহ্মচর্য্যমিত্যেতাস্তনবো মম ॥৭

অহিংসা সমতা শান্তিরানৃশংস্যমমৎসরঃ।
দ্বারাণ্যেতানি মে বিদ্ধি প্রিয়ো হ্যসি সদা মম ॥৮

দিষ্ট্যা পঞ্চসু বক্তোঽসি দিষ্ট্যা তে ষট্‌পদী জিতা।
যে পূর্বে মধ্যমে যে চ যে চান্তে শাম্পরায়িকে ॥৯

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[নকুলাদি চারি পাণ্ডবের জীবন লাভ এবং যুধিষ্ঠিরের বরলাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর যক্ষের কথায় সকল পাণ্ডবই বাঁচিয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহাদের ক্ষুধা ও পিপাসাও শান্ত হইয়া গেল।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি এক পায়ে এই সরোবরের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন, অথচ আপনি ইহাদের দ্বারা পরাজিত হন নাই। সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কোন দেবতা? আপনাকে তো যক্ষ বলিয়া আমার ধারণা হয় না।২

আপনি কি অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র অথবা ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্‌গণের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ? অথবা আপনি স্বয়ং বজ্রধর দেবরাজ?৩

আমার এই সকল ভাইই লক্ষ্যসংখ্যক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, সুতরাং ইহাদিগকে নিপাতিত করিতে পারে এমন যোদ্ধা তো দেখিনা।৪

ইহারা সকলেই যেন সুখে জাগরিত হইয়াছে, ইহাদের কোন ইন্দ্রিয়ের বিন্দুমাত্র বৈকল্য নাই। সুতরাং কে আপনি আমাদের পরম সুহৃদ্? আপনি আমাদের পিতা নন তো?৫

যক্ষ বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ! আমি তোমার পিতা অমিতপরাক্রমী ধর্ম্মরাজ (যম)। তোমাকে দেখিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।৬

যম, সত্য, দয়া, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, অচাপল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য—এই দশটী আমার শরীর।৭

অহিংসা, সমতা, শান্তি, ঘৃণা (অনুশংসতা) ও অমাৎসর্য্য—এই পাঁচটী আমার কাছে পৌঁছিবার দ্বারস্বরূপ বলিয়া জানিবে। (এই সকল গুণের জন্য) তুমি সর্ব্বদাই আমার প্রিয়।৮

ধর্মোঽহমিতি ভদ্রং তে জিজ্ঞাসুস্ত্বামিহাগতঃ।
আনৃশংস্যেন ভুষ্টোঽস্মি বরং দাস্যামি তেঽনঘ ॥১০

বরং বৃণীষ্ব রাজেন্দ্র দাতা হ্যস্মি তবানঘ।
যে হি মে পুরুষা ভক্তা ন তেষামস্তি দুর্গতিঃ ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অরণীসহিতং যস্য মৃগো হ্যাদায় গচ্ছতি।
তস্যাগ্নয়ো ন লুপ্যেরন্ প্রথমোঽস্তু বরো মম ॥১২

যক্ষ উবাচ।
অরণীসহিতং হ্যস্য ব্রাহ্মণস্য হৃতং ময়া।
মৃগবেষেণ কৌন্তেয় জিজ্ঞাসার্থং তব প্রভো ॥১৩

সৌভাগ্যবশতঃ উক্ত পাঁচটী (অহিংসা প্রভৃতি) সাধনের উপর তোমার নিষ্ঠা আছে এবং ষট্‌পদীকে (ক্ষুধা—তৃষ্ণা, শোক-মোহ, এবং জরা-মৃত্যু) তুমি জয় করিয়াছ। ইহাদের প্রথম দুইটী দোষ জন্ম হইতেই থাকে, দ্বিতীয় দুইটী যৌবনে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তৃতীয় দুইটী শেষ বয়সে আক্রমণ করে।৯

আমি স্বয়ং ধর্ম, তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আসিয়াছিলাম; তোমার অনৃশংসতা (দয়া ও মমতা) দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে নিষ্পাপ। আমি তোমাকে বর দিব।১০

হে রাজেন্দ্র। তুমি বর চাহিয়া লও, আমি তোমাকে বর দিব। হে অনঘ। যে সকল পুরুষ আমার ভক্ত, তাহাদের কখনও দুর্গতি হয় না।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থনকাষ্ঠ মৃগ লইয়া গিয়াছে, তাহার অগ্নিহোত্র যেন লুপ্ত না হয়—ইহাই আমার বর।১২

যক্ষ বলিলেন,—প্রভাবশালী কুন্তীনন্দন। আমিই মৃগরূপ ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থনকাষ্ঠটী হরণ করিয়াছি। উদ্দেশ্য ছিল;

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তদানীমেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপদ্যত।
অস্তু বরস্তব ভদ্রং তে বরং ত্বমনুশাধি ॥১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।
বর্ষাণি দ্বাদশারণ্যে ত্রয়োদশমুপস্থিতম্।
তত্র নো নাভিজানীয়ুর্বসতো মনুজাঃ ক্বচিৎ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তদানীমেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপদ্যত।
তুষ্টশ্চাশ্বাসয়ামাস কৌন্তেয়ং সত্যবিক্রমম্ ॥১৬
যদ্যপি স্বেন রূপেণ চরিষ্যথ মহীমিমাম্।
ন বো বিজ্ঞাস্যতে কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥১৭

তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়া পরীক্ষা করা।১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভগবান্ ধর্ম "উহা তোমাকে দিয়াই দিতেছি" এই উত্তর দিয়াছিলেন। তারপর যক্ষ পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে অমরসদৃশ! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দ্বাদশ বৎসর আমাদের বনে অতিবাহিত হইয়াছে। এখন অজ্ঞাতবাস-রূপ ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। হে ভগবন্! আমাদের এই অজ্ঞাতবাস ত্রিলোকের কেহ যেন জানিতে না পারে—এই দ্বিতীয় বর আমাকে দিন।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভগবান্ ধর্ম বলিলেন—"আমি তোমাকে এই বরও দিতেছি।" অনন্তর ধর্মরাজ যম সত্যবিক্রম কুন্তীনন্দনকে পুনরায় আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন।১৬

হে ভারত! যদি তোমরা নিজ নিজ রূপেই এই পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াও, তথাপি এই ত্রিলোকেও কেহ তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না।১৭

বর্ষং ত্রয়োদশমিদং মৎপ্রসাদাৎ কুরুদ্বহাঃ।
বিরাটনগরে গূঢ়া অবিজ্ঞাতাশ্চরিষ্যথ ॥১৮

যদ্ যঃ সঙ্কল্পিতং রূপং মনসা যস্য বাদৃশম্।
তাদৃশং তাদৃশং সর্বে ছদ্মতো ধারয়িষ্যথ ॥১৯

অরণীসহিতং চেদং ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছত।
জিজ্ঞাসার্থং ময়া হ্যেতদাহৃতং মৃগরূপিণা ॥২০

প্রবৃণীষ্বাপরং সৌম্য বরমিষ্টং দদামি তে।
ন ত্বপ্যামি নরশ্রেষ্ঠ প্রযচ্ছন্ বৈ বরাংস্তথা ॥২১

তৃতীয়ং গৃহ্যতাং পুত্র বরমপ্রতিমং মহৎ।
ত্বং হি মৎপ্রভবো রাজন্ বিদুরশ্চ মমাংশজঃ ॥২২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেবদেবো ময়া দৃষ্টো ভবান্ সাক্ষাৎ সনাতনঃ।
যং দদাসি বরং তুষ্টস্তং গ্রহীষ্যাম্যহং পিতঃ ॥২৩

হে কুরুবংশাবতংসগণ! আমার প্রসাদে তোমরা ত্রয়োদশবর্ষে বিরাট নগরে প্রচ্ছন্নভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে।১৮

তোমরা মনে মনে যে যে রূপ ধারণ করিয়া অজ্ঞাতবাসের সঙ্কল্প করিয়াছ, তোমরা ইচ্ছামাত্রই সে সেই রূপধারণ করিতে সমর্থ হইবে।১৯

অরণীসহিত এই মন্থনকাষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দিয়া দিবে। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি মৃগরূপে ইহা হরণ করিয়াছিলাম।২০

হে সৌম্য! তুমি অপর আর একটী মনোবাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর। নরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে বর দান করিয়াও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।২১

হে পুত্র! তুমি তৃতীয় অভুলনীয় বর গ্রহণ কর। হে রাজন্! তুমি যেমন আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, বিদুরও তেমনই আমার অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পিতঃ! আপনি সনাতন দেবাদিদেব। আমার সৌভাগ্যবশতঃ সাক্ষাৎ আপনার দর্শন আজ আমি লাভ করিয়াছি। আপনি তুষ্ট হইয়া যে বর দিতে চাহিতেছেন, আমি সেই বর অবশ্যই গ্রহণ করিব।২৩

তরেয়ং লোভ-মোহৌ চ ক্রোধং চাহং সদা বিভো।
দানে তপসি সত্যে চ মনো মে সততং ভবেৎ ॥২৪

ধর্ম উবাচ।

উপপন্নো গুণৈরেতৈঃ স্বভাবেনাপি পাণ্ডব।
তথান্ ধর্মঃ পুনস্ত্বেব যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ॥২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে ধর্মো ভগবাল্লোকভাবনঃ।
সমেতাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব সুখসুপ্তা মনস্বিনঃ ॥২৬
উপেত্য চাশ্রমং বীরাঃ সর্ব এব সমক্রমাঃ।
আরণেয়ং দদুস্তস্মৈ ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে ॥২৭

ইদং সমুত্থানসমাগতং মহৎ
পিতুশ্চ পুত্রস্য চ কীর্তিবর্ধনম্।
পঠন্ নরঃ স্যাদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ো বশী
সপুত্র-পৌত্রঃ শতবর্ষভাগ্ ভবেৎ ॥২৮

সনাতন দেবাদিদেব। আমার সৌভাগ্যবশতঃ সাক্ষাৎ আপনার দর্শন আজ আমি লাভ করিয়াছি। আপনি তুষ্ট হইয়া যে বর দিতে চাহিতেছেন, আমি সেই বর অবশ্যই গ্রহণ করিব।২৩

আমি যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধকে সর্বদা জয় করিতে পারি এবং দান, তপস্যা ও সত্যে যেন আমার মন সতত প্রতিষ্ঠিত থাকে।২৪

ধর্ম বলিলেন,—হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি তো ধর্মস্বরূপই, সুতরাং স্বভাবতঃই এই সব গুণের দ্বারা তুমি মণ্ডিত; তথাপি তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, ঐরূপই তোমার হইবে।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া লোক-পালক ভগবান্ ধর্ম অন্তর্ধান করিলেন। সুখসুপ্ত পুরুষের ন্যায় শ্রান্তিশূন্য পাণ্ডুনন্দনগণ সকলে সমবেতভাবে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া উক্ত তপস্বী ব্রাহ্মণকে অরণীসহিত মন্থনকাষ্ঠটী দিলেন।২৬-২৭

ন চাপ্যধর্মে ন সুহৃদ্বিভেদনে
পরস্বহারে পরদারমর্শনে।
কদর্য্যভাবে ন রমেন্মনঃ সদা
নৃণাং সদাখ্যানমিদং বিজানতাম্ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আরণেয়পর্বণি নকুলাদি-জীবনাদিবরপ্রাপ্তৌ চতুর্দশাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১৪

এই যে পিতা ধর্ম্মের সহিত পুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমাগম ও কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা যে মানুষ পাঠ করিবে, সে জিতেন্দ্রিয়, বিনয়ী ও পুত্রপৌত্রে সমন্বিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকিবে।২৮

এই উপাখ্যানের কথা যাহারা সতত স্মরণ রাখিবে, তাহাদের মন কখনও অধর্ম্মে, সুহৃদ্‌সঙ্ঘের বিভেদ সৃষ্টিতে, পরস্ত্রীহরণে, পরধনহরণে এবং কোনরূপ কদর্য্যভাবে প্রবৃত্ত হইবে না।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্বে নকুলপ্রভৃতির জীবনলাভাদি-বরপ্রাপ্তিবিষয়ক চতুর্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১৪

পঞ্চদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অজ্ঞাতবাসানুমতিং গৃহ্ণানায় শোকাকুলায় যুধিষ্ঠিরায় মহর্ষিধৌম্যস্য প্রবোধদানম্, ভীমসেনস্যোৎসাহদানম্, আশ্রমতো দূরং গত্বা পাণ্ডবানাং পরস্পরং পরামর্শায়োপবেশনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বর্ষেণ তেঽভ্যনুজ্ঞাতাঃ পাণ্ডবাঃ সত্যবিক্রমাঃ।
অজ্ঞাতবাসং বৎস্যন্তস্তদ্ধয়া বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥
উপোপবিষ্টা বিদ্বাংসঃ সহিতাঃ সংশিতব্রতাঃ।
যে তত্তত্র বসন্তি স্ম বনবাসে তপস্বিনঃ ॥২

তানব্রুবন্ মহাত্মানঃ স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়স্তথা।
অভ্যনুজ্ঞাপয়িষ্যন্তং বিবাসং ধৃতব্রতাঃ ॥৩

বিদিতং ভবতা সর্বং ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্যথা বয়ম্।
ছদ্মনা হৃতরাজ্যাশ্চারণ্যাশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৪

পঞ্চদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[অজ্ঞাতবাসের জন্য অনুমতি লইবার সময় শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে মহর্ষি ধৌম্যের প্রবোধদান, ভীমসেনের উৎসাহ প্রদান এবং আশ্রম হইতে দূরে যাইয়া পাণ্ডবগণের পরস্পর পরামর্শ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধর্ম্ম কর্ত্তৃক এইভাবে অনুজ্ঞাত হইয়া সত্যবিক্রম পাণ্ডুনন্দনগণ ত্রয়োদশ বর্ষে অজ্ঞাতবাস করিবার ইচ্ছায় পরামর্শ করিবার জন্য সকলে একত্রে পাশাপাশি বসিলেন। তাঁহারা সকলের উত্তমব্রতপালনকারী ও বিদ্বান্ ছিলেন। বনবাসে যে সকল তপস্বী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহাদের সহিত বাস করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অজ্ঞাতবাসের অনুমতি গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় ব্রতধারী মহাত্মা পাণ্ডবগণ তাঁহাদের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইলেন।১-৩

উষিতাশ্চ বনে কৃচ্ছ্রে বরং দ্বাদশ বৎসরান্।
অজ্ঞাতবাসসময়ং শেষং বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥৫

তন্ নঃ কামো বরং ছদ্মাস্তদনুজ্ঞাতুমর্হথ।
সুযোধনশ্চ দুষ্টাত্মা কর্ণশ্চ সহসৌবলঃ ॥৬

জানন্তো বিষয়ং কুর্য্যুরস্মাস্বত্যন্তবৈরিণঃ।
যুক্তচারাশ্চ যুক্তাশ্চ পৌরেষু স্বজনেষু চ ॥৭

অপি নস্তদ্ ভবেদ্ ভূয়ো যদ্ বয়ং ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
সমস্তাঃ স্বেষু রাষ্ট্রেষু স্বরাজ্যস্থা ভবেমহি ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দুঃখশোকার্ত্তঃ শুচির্ধর্ম্মমুতত্তদা।
সম্মূর্ছিতোঽভবদ্ রাজা সাশ্রুকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯

আপনারা সকলেই জানেন যে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ কপট পাশার দ্বারা আমাদিগের রাজ্য হরণ করত আমাদিগকে বনে পাঠাইয়াছে এবং বহু প্রকার অন্যায় আচরণ আমাদের সহিত করিয়াছে।৪

আমাদের প্রতিজ্ঞাত তের বৎসরের মধ্যে বার বৎসর বনবাস আমাদের পূর্ণ হইয়াছে এবং এখন অজ্ঞাতবাসের অন্তিম ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।৫

আপনারা অনুজ্ঞা করুন, আমরা যেন প্রচ্ছন্নভাবে সেই অজ্ঞাতবাসের কাল কাটাইতে পারি। দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি আমাদের উপর অত্যন্ত শত্রুতাপন্ন। সুতরাং তাহারা যদি কোনপ্রকারে আমাদিগকে জানিতে পারে, তবে ভয়ানক অনর্থ হইবে। তাহারা সতত্ই গুপ্তচরের দ্বারা আমাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পুরবাসী ও গ্রামবাসীদের দ্বারা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে।৬-৭

আমাদের সামনে এমন দিন কি পুনরায় আসিবে, যেদিন আমরা নিজ-রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্রে এইরূপে বাস করিতে পারিব ?৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিতে বলিতে শুদ্ধচিত্ত, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখ ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছিল এবং উহাতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।৯

তমথাশ্বাসয়ন্ সর্বে ব্রাহ্মণা ভ্রাতৃভিঃ সহ।
অথ ধৌম্যোঽব্রবীদ্ বাক্যং মহার্থং নৃপতিং তদা ॥১০

রাজন্ বিদ্বান্ ভবান্ শান্তঃ
সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নৈবংবিধাঃ প্রমুহ্যন্তে
নরাঃ কস্তাকিদাপদি ॥১১

দেবৈরপ্যাপদঃ প্রাপ্তাশ্ছদ্মৈশ্চ বহুশস্তথা।
তত্র তত্র সপত্নানাং নিগ্রহার্থং মহাত্মভিঃ ॥১২

ইন্দ্রেণ বিষয়ান্ প্রাপ্য গিরিপ্রস্থাশ্রমে তদা।
ছদ্মনোক্তং কৃতং কর্ম্ম দ্বিষতাঞ্চ বিনিগ্রহে ॥১৩

বিষ্ণুনাত্মনিধিঃ প্রাপ্য তথাদিত্যাং নিবৎস্যতা।
গর্ভে বধার্থং দৈত্যানামজ্ঞাতেনোষিতং চিরম্ ॥১৪

তখন ভাইগণের সহিত সকল ব্রাহ্মণ রাজাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। অনন্তর ধৌম্য মুনি রাজাকে সত্যার্থপূর্ণ এই বাক্য বলিতে লাগিলেন।১০

হে রাজন্! আপনি বিদ্বান, দমগুণসম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়; আপনার মত পুরুষগণ বিপদে কোন প্রকারেই মুহ্যমান হন না।১১

মহাত্মা দেবতাগণও বহুপ্রকার আপদে

প্রাপ্য বামনরূপেণ প্রচ্ছন্নং ব্রহ্মরূপিণা।
বলের্যথা হৃতং রাজ্যং বিক্রমৈস্তচ্চ তে শ্রুতম্ ॥১৫

হুতাশনেন যচ্চাপঃ প্রবিশ্যজ্বরমাসতা।
বিবুধানাং কৃতং কর্ম তচ্চ সর্বং শ্রুতং ত্বয়া ॥১৬

প্রচ্ছন্নং চাপি বর্মজ্ঞ হরিণারিবিনিগ্রহে।
বজ্রং প্রবিশ্য শক্রস্য যৎ কৃতং তচ্চ তে শ্রুতম্ ॥১৭

ঔর্বেণ বসতা ছন্নমূরৌ ব্রহ্মর্ষিণা তদা।
যৎ কৃতং তাত দেবেষু কর্ম তত্তেঽনঘ শ্রুতম্ ॥১৮

এবং বিবস্বতা তাত ছন্নেনোত্তমতেজসা।
নির্দগ্ধাঃ শাত্রবাঃ সর্বে বসতা ভুবি সর্বশঃ ॥১৯

বিষ্ণুনা বসতা চাপি গৃহে দশরথস্য বৈ।
দশগ্রীবো হতশ্চাত্র সংযুগে ভীমকর্মণা ॥২০

এবমেব মহাত্মানঃ প্রচ্ছন্নাস্তত্র তত্র হ।
অজয়ন্ শাত্রবান্ যুদ্ধে তথা ত্বমপি জেষ্যসি ॥২১

তথা ধৌম্যেন ধর্মজ্ঞো বাক্যৈঃ সম্পরিতোষিতঃ।
শাস্ত্রবুদ্ধ্যা স্ববুদ্ধ্যা চ ন চচাল যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২

অথাত্রবীন্মহাবাহুর্ভীমসেনো মহাবলঃ।
রাজানং বলিনাং শ্রেষ্ঠো গিরা সম্পরিহর্ষয়ন্ ॥২৩

অবেক্ষয়া মহারাজ তব গাণ্ডীবধন্বনা।
ধর্মানুগতয়া বুদ্ধ্যা ন কিঞ্চিৎ সাহসং কৃতম্ ॥২৪

পড়িয়াছেন, শত্রুর নিধনের জন্য তাঁহারাও বহুবার প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া বহু কষ্ট পাইয়াছেন।১৫

ইন্দ্রও শত্রুগণের দমনের জন্য গুরুরূপে বিষম-বেশে গিয়া গিরিপ্রস্থাশ্রমে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া নিজ কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন।১৬

ভগবান্ বিষ্ণুও দৈত্যের বধের জন্য হয়গ্রীব-রূপ ধারণ করত অগ্নিদেবের গর্ভে অজ্ঞাতভাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।১৪

বিপ্রবেশে বামনরূপে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বিষ্ণু যেভাবে ত্রিন পদপ্রক্ষেপণ করত বলি রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তাহা তো আপনি শুনিয়াছেন।১৫

অগ্নিও প্রচ্ছন্নরূপে জলে প্রবেশ করিয়া যে-ভাবে দেবগণের কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন।১৬

ধর্মজ্ঞ। ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধের সময় বিষ্ণু প্রচ্ছন্নভাবে বজ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃত্র-বধরূপ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন।১৭

হে তাত। হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির। আপনি ইহাও শুনিয়াছেন, ঔর্ব মুনি মাতার উরুমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া কিভাবে দেবকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন।১৮

তাত। এইরূপে মহাতেজস্বী সূর্য্যও পৃথিবীর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করিয়া সকল শত্রুকে দগ্ধ করিয়াছিলেন।১৯

ভয়ঙ্করপরাক্রমী বিষ্ণু শ্রীরামরূপে দশরথের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করত যুদ্ধে দশাননকে বধ করিয়াছিলেন।২০

এইভাবে কত মহাত্মা বীরপুরুষগণ সেই সেই স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিয়াছিলেন। আপনিও এইরূপে শত্রু-গণকে জয় করিবেন।২১

এইপ্রকারে ধৌম্যকর্তৃক কৃত গভীরার্থপূর্ণ উপদেশে ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির পরিতোষ লাভ করিলেন এবং নিজ বুদ্ধির দ্বারা ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা নিজেকে সংযত করিয়া আর বিচলিত হইলেন না।২২

সহদেবো যদা নিত্যং নকুলশ্চ নিবারিতৌ।
শক্তৌ বিধ্বংসনে তেষাং শত্রূণাং ভীমবিক্রমৌ ॥২৫

ন বয়ং তৎ প্রহাস্যামো যস্মিন্ যোক্ষ্যতি নো ভবান্।
ভবান্ বিধত্তাং তৎ সর্বং ক্ষিপ্রং জেষ্যামহে রিপূন্ ॥২৬

ইত্যুক্তে ভীমসেনেন ব্রাহ্মণাঃ পরমার্শিবা।
উক্ত্বা চাপৃচ্ছ্য ভরতান্যথা স্বান্ স্বান্ যযুর্গৃহান্ ॥২৭

সর্বে বেদবিদো মুখ্যা ব্রতিনো মুনয়স্তথা।
আসেদুষে যথান্যায়ং পুনর্দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥২৮

সহ ধৌম্যেন বিদ্বাংসস্তথা পঞ্চ চ পাণ্ডবাঃ।
উত্থায় প্রযযুর্বীরাঃ কৃষ্ণামাদায় বর্ষ্মিনঃ ॥২৯

ক্রোশমাত্রমুপাগম্য তস্মাদ্ দেশান্নিবর্ত্ততঃ।
ঘোষয়ন্তে মনুজব্যাঘ্রাশ্ছন্নযানার্থমুদ্যতাঃ ॥৩০

পৃথক্ছাস্ত্রবিদঃ সর্বে সর্বে মন্ত্রবিশারদাঃ।
সন্ধিবিগ্রহকালজ্ঞা মন্ত্রায় সমুপাবিশন্ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আরণেয়পর্ব্বণি
অজ্ঞাতবাসমন্ত্রণে পঞ্চদশাধিক-
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১৫

অনন্তর বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাবলী, মহাবাহু ভীমসেন নিজ বাক্যের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করিয়া বলিলেন ।২৩

হে মহারাজ! তোমার মুখের দিকে চাহিয়াই গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ধর্ম্মানুগতবুদ্ধিবশতঃ কোন সাহসের কাজ করে নাই ।২৪

শত্রুগণের বিনাশে সমর্থ ভীমবিক্রমশালী এই সহদেব ও নকুলও আমার দ্বারা নিবারিত হইয়া কোন সাহসিক কাজ করে নাই ।২৫

আপনি আমাদিগকে যে কাজে লাগাইবেন, আমরা পূর্ণ না করিয়া নিবৃত্ত হইব না। আপনি যুদ্ধের সকল ব্যবস্থা করুন, আমরা শত্রুদিগকে জয় করিয়া দিব ।২৬

ভীমসেন এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণগণ ভরতশ্রেষ্ঠগণকে আশীর্ব্বাদ করত তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন ।২৭

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণবৃন্দ প্রধান প্রধান সন্ন্যাসিগণ ও মুনিগণ—সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত পুনর্মিলনের ইচ্ছা রাখিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ।২৮

অনন্তর বিদ্বান্ ও বীর পঞ্চ পাণ্ডব ধৌম্য মুনি এবং কৃষ্ণাকে সঙ্গে করিয়া বহু যাবণ করত সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন ।২৯

কোন কারণবশতঃ সেই দেশ হইতে এক ক্রোশ দূরে গমন করত শাস্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রণানিপুণ, নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আগামীকল্য কর্ত্তব্য অজ্ঞাতবাসের জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়া গোপনীয় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই নিজ নিজ শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্রণানৈপুণ্য এবং সন্ধি ও বিগ্রহকাল সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন ।৩০-৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্বে অজ্ঞাতবাসমন্ত্রণাবিষয়ক পঞ্চদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩১৫

বনপর্ব্ব সম্পূর্ণম্।

বনপর্ব্ব-শ্রবণমহিমা

ইদমারণ্যকং শ্রুত্বা মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অধনো ধনমাপ্নোতি পুত্র-পৌত্রসমন্বিতঃ ॥১

যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
নারী বা পুরুষো বাপি শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥২

আরণ্যকে শ্রুতেঽধীতে ব্রাহ্মণান্ পায়সাদিভিঃ।
ভোজয়েদ্ বস্ত্র-গো-স্বর্ণযানৈ রত্নৈঃ প্রপূজিতান্ ॥৩

ব্রাহ্মণেষু চ তুষ্টেষু সন্তুষ্টাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ শক্রো দেবগণাস্তথা ॥৪

ভূতানি মুনয়ো দেব্যস্তথা পিতৃগণাশ্চ যে।
বাচকং পূজয়েচ্ছক্ত্যা বস্ত্রাদ্যৈঃ স্বর্ণভূষণৈঃ ॥৫

বিশেষতস্তু কপিলা দেয়া তু জয়পাঠকে।
কাংস্যদোহা রৌপ্যখুরা স্বর্ণশৃঙ্গী সভূষণা।
পাণ্ডূনাং পরিতোষার্থং দদ্যাদ্বহ্বং দ্বিজাতয়ে ॥৬

আরণ্যকাখ্যমাখ্যানং শৃণুয়াদ্ যো নরোত্তমঃ।
স সর্বকামমাপ্নোতি পুনঃ স্বর্গতিমাপ্নুয়াৎ ॥৭

মহাভারতের এই বনপর্ব্ব শ্রবণ করিয়া মানুষ মহাপাপ হইতে মুক্ত হয় ও নির্ধন পুরুষ ধন লাভ করত পুত্র পৌত্রাদির সহিত সুখ ভোগ করে।১

নারীই হউক অথবা পুরুষই হউক, সংযত-মনে শুচিতা সহকারে ইহা শ্রবণ করত ব্রাহ্মণ-গণকে বস্ত্র, গো, সুবর্ণ ও রত্ন প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিয়া পায়সাদির দ্বারা ভোজন করাইলে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়।২-৩

ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলে পাণ্ডুনন্দনগণ সন্তুষ্ট হন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ এবং পিতৃপুরুষগণও সন্তোষ লাভ করেন। যে বনপর্ব্ব পাঠ করিয়া শুনাইবে, তাহাকে বস্ত্র, অন্ন, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা যথাশক্তি পূজা করিবে।৪-৫

জয়শাস্ত্রের (মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি) পাঠককে কাংস্য দোহনপাত্রের সহিত স্বর্ণ শৃঙ্গী সভূষণা কপিলা গাভীদান করিবে এবং পাণ্ডবগণের পরিতোষের জন্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে।৬

এই আরণ্যক পর্ব্ব যে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে, সে ইহলোকে সর্ব্বাভীষ্ট ফল লাভ করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে।৭

বনপর্ব্ব সমাপ্ত